ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ } বৈশাখ ১৩৪০ { ১ম সংখ্যা

চামড়া ট্যান্ করিবার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬ষ্ঠ স্কীম

১০,০০০৲ টাকা মূলধনের উপর বড় রকম ট্যানারি কিরূপ গড়িয়া উঠিতে পারে তাহা এই স্কীমে দেখান হইয়াছে। এই স্কীমেও মহিষের খাল ব্যাগ প্রসেসে এবং গরু ও মেষের চামড়া পিট প্রসেসে উদ্ভিজ্জ ট্যানিংএর মশলা দিয়া ট্যান্ করিবার প্রথায় হিসাব করা হইয়াছে।

এই স্কীমে মাসে ৫০টী মহিষের খাল, ১০০টী গরুর চামড়া এবং ১০০টী মেষের চামড়া তৈয়ার হইতে পারে।

ব্লক ক্যাপিট্যাল ২,১৪২৲

যথা—

১ বিঘা জমি	৪০০৲
কাঁচা দালান ৬০´ ফুট × ২০ ফুট, ৸০ আনা বর্গফুট হিসাবে	৯০০৲
অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার	৫০৫৲
৫টী চুণের গর্ত্ত ৬ ফুট × ৫ ফুট × ৪ ফুট, প্রত্যেকটী ৩৫৲ টাকা করিয়া পড়িবে	১৭৫৲
৪টী ট্যানপিট, ৬ ফুট × ৫ ফুট × ৪ ফুট, প্রত্যেকটী ৩৫৲ টাকা করিয়া	১৪০৲
৩টী ঝুলাইবার পিট (suspending pit) ৮ ফুট × ৩ ফুট × ৩ ফুট প্রত্যেকটী ৩০৲ টাকা করিয়া	৯০৲

১০টী মাটির গামলা,প্রত্যেকটী
১০৲ টাকা করিয়া ১০০৲

মোট ৫০৫৲

যন্ত্রপাতি (১ম স্কীম অনুযায়ী) ৩৩৭৲

চলতি মুলধন ৫০২৮৲

খাল ও চামড়া ২৮২৫৲

৫০টী মহিষের খাল, প্রত্যেকটী
১০৲ টাকা করিয়া ৫০০৲ টাকা
২ মাসের জন্য ১,০০০৲

১০০টী গরুর চামড়া, প্রত্যেকটী
৪৲ টাকা করিয়া, ৪০০৲ টাকা
৪ মাসের জন্য ১,৬০০৲

১০০টী মেষের চামড়া,
প্রত্যেকটী ৸০ আনা করিয়া,
৭৫৲ টাকা, তিন মাসের জন্য ২২৫৲

২,৮২৫৲

ট্যান্ করিবার মাল মশলা, ৪৩০
মণ ২॥০ টাকা করিয়া ১০৭৫৲

অন্যান্য সামগ্রী ২২৮৲

৩০ মণ চূণ ১।০ করিয়া ৩৭॥০
৫ মণ চর্ব্বি, ৩০৲টাকা মণ হিসাবে ১৫০৲
২ মণ মাছের তেল ২০৲ টাকা মণ
হিসাবে ৪০৲

২২৭॥০

৪ মাসের কারখানা চালাইবার খরচ ৯০০৲

৫ জন কারিগর, প্রত্যেকের মাসিক
মাহিনা ১৮৲ টাকা করিয়া ৯০৲
২ জন পাঞ্জাবী মিস্ত্রী,মাসিক ৫০৲
টাকা হিসাবে ১০০৲
১ জন দরওয়ান ১৫৲
১ জন কেরাণি বাবু ২০৲

২২৫৲

মোট ৫০২৮৲

সুতরাং মোট মুলধন নিম্নলিখিত উপায়ে বণ্টন হওয়া উচিত—

ব্লক ক্যাপিটাল ২,১৪২৲
চলতি „ ৫,০২৮৲
রিজার্ভ „ ২,৮০০৲

মোট ১০,০০০৲

লাভের খতিয়ান

মহিষের খাল হইতে ৫০৲
তৈয়ার করিবার খরচ ১৫॥০
বাজার দর ১৬॥০
লাভ ১৲
৫০টী খাল বেচিয়া মাসিক লাভ দাঁড়াইবে ৫০৲

গরুর চামড়া হইতে ১৫০৲
তৈয়ার করিবার খরচ ৬৲
বাজার দর ৭॥০
লাভ ১॥০
১০০ চামড়ায় মাসিক লাভ ১৫০৲

মেষের চামড়া হইতে ৫০৲
তৈয়ার করিবার খরচ ১।০
বাজার দর ১৸০
লাভ ॥০
১০০টী চামড়ায় মাসিক লাভ ৫০৲

সুতরাং মহিষ, গরু, ও মেষের চামড়ায়
মাসিক লাভ ২৫০৲

ঐ হিসাবে বাৎসরিক লাভ ৩,০০০৲

১০,০০০ টাকা মূলধন লইয়া লভ্যাংশ দাঁড়ায় শতকরা ৩০ টাকা।

তৃতীয় স্কীম

২৫,০০০ টাকা মূলধন লইয়া ট্যানারি খুলিলে কিরূপ হিসাব দাঁড়ায় নিম্নে তাহার বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ট্যানিংএর প্রথা পূর্ব্বের দুই স্কীমেরই অনুরূপ।

এই স্কীমে মাসে ১৫০ মহিষের খাল, এবং ১০০ গরুর খাল এবং ১০০ মেষের চামড়ার ট্যানিং হইতে পারে।

ব্লক ক্যাপিটাল ৬,৫০৭৲

যথা—

জমি ৩ বিঘা ১২০০৲

দালান ১৩০ ফুট × ৩০ ফুট = ৩৯০০ বর্গফুট, খড় বা গোল পাতার ছাউনি, বাঁশের দেয়াল ও মাটির মেজে, ৮০ আনা বর্গ ফুট হিসাবে ২,৯২৫৲

অন্যান্য দ্রব্য সম্ভার ৯৫৫৲

২১টী বড় পিট ৬ ফুট × ৫ ফুট × ৫ ফুট × ৫ ফুট প্রত্যেকটীর খরচ ৩৫৲ টাকা করিয়া পড়িবে ৭৩৫৲

১১টী ছোট পিট ৩ ফুট × ৩ ফুট × ৩ ফুট প্রত্যেকটী ২০৲ টাকা করিয়া ২২০৲

———

৯৫৫৲

যন্ত্রপাতি ১৪২৭৲

২টী মার্ব্বেলের টেবিল, (৭ ফুট × ৪ ফুট) ১৫০৲

২টি কাঠের টেবিল (৭ ফুট × ৪ ফুট) ৫০৲

১ ওয়াইং মেসীন ৫০০৲

২টী মাংস কাটিবার ছুরী (fleshing knives) ৩॥০ টাকা করিয়া ৭৲

২টী লোম ছাড়াইবার ছুরী (unhairing knives) ২॥০ টাকা করিয়া ৫৲

৩টী লোম ছাড়াইবার ও মাংস কাটিবার বীম (beams), ২॥০ টাকা করিয়া ৭॥০

২টী শেভিং ছুরী, ৫৲ টাকা করিয়া ১০৲

২টী শেভিং বীম ৭৲ টাকা করিয়া ১৪৲

২টি পিতলের শ্লিকার (brass slickers) ১॥০ করিয়া ৩৲

২টি লৌহ শ্লিকার (iron slickers) ১৲ টাকা করিয়া ২৲

৩টি পাথরের শ্লিকার (stone slickers) ৫৲ টাকা করিয়া ১৫৲

১২ খানা ইস্পাতের ছুরী ধার করিবার যন্ত্র (steel sharpener) ১৲

২টি কার্কর বোর্ড, ৫৲ টাকা করিয়া ১০৲

৪টী হুক, তুলিবার ও রাখিবার জন্য ৪৲

৩টি ঢেঁকি মালমসলা গুঁড়া করিবার জন্য, ২০৲ টাকা করিয়া ৬০৲

২টি হ্যাণ্ড পাম্প ৫০০৲

৩টি কাঠের টব, ৪০ গ্যালন পরিমাণ ধরে, ৮৲ টাকা করিয়া ২৪৲

৩টি কাঠের টব, ২০ গ্যালন ৫৲ টাকা করিয়া ১৫৲

১২টি গ্যালভানাইস্ড বালতি, ২ গ্যালন

করিয়া ধরে, ২৲ টাকা করিয়া ২৪৲
২টি হ্যাণ্ড ষ্টেকার্স (hand stakers),
১৩৲ টাকা করিয়া ২৬৲

১,৪২৭॥০

মোট গড়পড়তা ৬৫০৭৲

চলতি মূলধন

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, চলতি মূলধন মহিষের চামড়া প্রস্তুতে ৫ মাস, গরুর চামড়ায় ৪ মাস এবং মেষের চামড়ায় ৩ মাস পর্য্যন্ত একাধিক্রমে চলিতে পারে।

খাল ও চামড়া ৯,৩২৫৲

১৫০টি মহিষের খাল প্রতি মাসে হইলে ৫ মাসে ৭৫০টী, ১০ টাকা দরে ৭,৫০০৲
১০০টী গরুর চামড়া প্রতি মাসে, ৪ মাসে ৪০০, ৪৲ টাকা করিয়া হইলে ১,৬০০৲
১০০টী মেষের চামড়া, ৩ মাসে ৩০০ চামড়া ৸০ আনা দরে ২২৫৲

৯৩২৫৲

অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার ২৯৬৫৲

৬০ মণ চুণ, ১০০ মণের দাম ১২৫ টাকা হিসাবে ৭৫৲
চর্ব্বি ৫ মণ,৩০ টাকা মণ হিসাবে ১৫০৲
অন্যান্য ট্যানিং এর মালমশলা, ১০০০ মণ, ২॥০ টাকা মণ হিসাবে ২৫০০৲
মাছের তেল, ২ মণ, ২০৲ টাকা মণ হিসাবে ৪০৲
অন্যান্য আনুসঙ্গিক মালমশলা ২০০৲

২৯৬৫৲

৫ মাসের কারখানার খরচ ১,৮৭৫৲

১ জন বিশেষজ্ঞের মাহিনা	১০০৲	
১ জন ফোরম্যান	৫০৲	
১ জন কেরাণী	৩০৲	
১ জন দারওয়ান	১৫৲	
১২ জন কারিগর, ১৫৲ টাকা হিসাবে		১৮০৲
		৩৭৫৲

মাসিক ৩৭৫৲ টাকা হিসাবে ৫ মাসে ১,৮৭৫৲

মোট চলতি মূলধন ১৪,১৬৫৲

মোট মূলধন	২৫,০০০৲
ইহার মধ্যে ব্লক ক্যাপিটাল দাঁড়াইল	৬,৫০৭৲
চলতি "	১৪,১৬৫৲
রিজার্ভ "	৪,০০০৲
	২৫,০০০৲

লাভের হিসাব

মহিষের খাল হইতে		২২৫৲
তৈয়ার করিবার খরচ	১৫৸০	
বাজার দর	১৭।০	
লাভ	১॥০	
১৫০টী মহিষের খাল হইতে লাভ		২২৫৲
গরুর চামড়া হইতে		২০০৲
তৈয়ার করিবার খরচ	৬৲	
বাজার দর	৮৲	
লাভ	২৲	
১০০টী গরুর চামড়ায় মাসিক লাভ		২০০৲
মেষের চামড়া হইতে	৩৭॥০	
তৈয়ার করিবার খরচ	১।৶০	
বাজার দর	১৸০	

১০০টী মেষের চামড়ায়
মাসিক লাভ ৩৭॥০
মোট লাভ প্রতিমাসে ৪৬২॥০
বর্ষশেষে মোট লাভের পরিমাণ ৫,৫৫০৲
২৫,০০০ টাকা মূলধনের উপর ঐ লাভ দাঁড়ায় শতকরা ২২.২ টাকা।

চতুর্থ স্কীম

৫০০০৲ টাকা মূলধনে হাতে চালান ক্রোম ট্যানারি কিভাবে দাঁড় করান যায় নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইতেছে।

এই স্কীমে অমসৃণ (unglazed) ক্রোম চামড়া তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইল। সাধারণতঃ গরু ও মেষের চামড়া ক্রোম করাই উদ্দেশ্য। ভাল করিয়া তৈয়ার হইলে বাজারে ইহার বিক্রয় নিশ্চয়ই হইবে।

মাসে ৫০টী গরুর এবং ১০০টী মেষের চামড়া হইতে পারে।

ব্লক ক্যাপিটাল ২২৫২৲

যথা—

জমি, ১ বিঘা ৪০০৲

১টী দালান,৬০ ফুট × ২০ফুট = ১২০০ বর্গফুট, কাচা গোলপাতা বা খড়ের ছাউনি,বাঁশ এবং বাঁকারির দেয়াল এবং মাটির মেঝে, খরচ প্রত্যেক বর্গফুটে ৮০ পড়িবে ৯০০৲

অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ৬৪৫৲

৪টী চুণের গর্ত্ত, ৬ ফুট × ৫ ফুট × ৪ ফুট ৫৲ টাকা করিয়া ১৪০৲

৪টি কাঠের টব (৪০ গ্যালন), ৮৲ টাকা করিয়া ৩২৲

৩টি ট্যানপিট,৬ ফুট × ৫ ফুট × ২॥ ফুট, প্রত্যেকটি ৩৫৲ টাকা খরচ পড়িবে ১০৫৲

৬টি কাঠের টব (৪০ গ্যালন), প্রত্যেকটি৮৲ টাকা করিয়া ৪৮৲

২টি কাঠের টব (২০ গ্যালন), ৫৲ টাকা করিয়া ১০৲

১টী হাত ড্রাম (hand drum) ৩ ফুট diameter ও ২॥০ ফুট লম্বা ৩০০৲

৬৩৫৲

যন্ত্রপাতি ৩১৭৸

২টি মাংস ছাড়াইবার ছুরী(fleshing knives), ৩ টাকা করিয়া ৬৲

২টি লোম ছাড়াইবার ছুরী ২॥০ টাকা করিয়া ৫৲

২টী fleshing beams ৫৲ টাকা করিয়া ১০৲

২টি শেভিং ছুরী,৫৲টাকা করিয়া ১০৲

২টি শেভিং বীম্‌স্, ৭৲ টাকা করিয়া ১৪৲

৬টি ষ্টীল শার্পনার্স ৸০

২টী পিতলের স্লিকার ৩৲

১॥০ টাকা করিয়া ২টী লোহার স্লিকার ২৲

চামড়া টানিবার জন্য ১৲ টাকা করিয়া ৪টি লোহার হুক, ৪৲

৪টি হাতুড়ি ৬৲

২টি চিমটা ৪৲

১২টি গ্যাল্‌ভানাইজড্ বালতি (২ গ্যালন করিয়া) ২৪৲

৪টী ব্রশ ২৲

২টী এনামেলের গামলা ৩৲

১টী ওজন মটকা, ওজন ইত্যাদি সমেত ১২০৲

২০টী নেলিং বোর্ড, ৬ ফুট ১২০৲

২টী কাঠের টেবিল, ৬ ফুট × ৪ ফুট ২০৲ টাকা করিয়া ৪০৲

১টী স্প্রীং ব্যালান্স ৫০৲

৩১৬৸০

(ক্রমশঃ)

চিনির কারখানা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র রায়

পূর্ব্ববঙ্গের রীতি

প্রতি বৎসর সাধারণতঃ জানুয়ারী মাসে ইক্ষু কাটা হয়। কাটিবার সময় ৩।৪ গ্রন্থি বা চোখযুক্ত আগা বা ডগা কাটিয়া ফেলা হয়। তৎপর প্রতি ১০০টি ডগা দ্বারা একটি আঁটি বাঁধিয়া কোন ঘরের আড়ায় বা ছায়া-যুক্ত স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। তৎপর ছায়া বহুল কোন স্থানের মাটী কোদালী দ্বারা সামান্য কোপাইয়া উহাতে গোবর সার, হাড়চূর্ণ বা ছাই ছড়াইয়া জল দ্বারা কর্দ্দমময় করিয়া থাকে। ইহাকে বীজের 'ভাটি' বলে। অতঃপর কেহ ডগাগুলি আধ ইঞ্চি অন্তর পাশাপাশি কাদার ভিতর বসাইয়া দেয়। বসাইবার সময় ডগার চোখগুলি দুই পার্শ্বে থাকে ও ডগার উপরিভাগ সামান্য পরিমাণে দেখা যায়। ভাটিগুলি খড় এবং ছাই দ্বারা এরূপভাবে ঢাকিয়া রাখা হয় যেন তাহাতে রৌদ্রতাপ না লাগিতে পারে। উহাতে মাঝে মাঝে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত করা জমিতে তাহা রোপণ করিতে হয়। এইরূপ চারা প্রতি একরে ৮ হইতে ১০ হাজার পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়। এই সময়ে বৃষ্টির অভাব হইলে কূপ বা পুষ্করিণী হইতে কিছু জল দিবার ব্যবস্থা করা ভাল। পূর্ব্ববঙ্গে কদাচিৎ এইরূপ জলের আবশ্যক হয়।

চারা উঠাইবার অন্য প্রকার রীতি এই যে, উক্ত প্রকারে ১০০টি ডগার এক একটি আঁটি ঘরের আওতায় ভিজা মাটীতে কাত ভাবে বসাইয়া রাখা হয়। খড় দ্বারা ঐ চারাগুলি ঢাকিয়া রাখা হয় এবং প্রতিদিন ঐগুলির উপর জল ছড়ান হয়। কিছুদিন এইরূপভাবে থাকার পর যখন দেখা যায় যে ডগাগুলির শীর্ষ পাতা সজীব হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা হইতে নূতন পাতা বাহির হইয়া ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছে তখন নিকটবর্ত্তী কোন ভাল জায়গায় উক্ত প্রকারে একটি ভাটি প্রস্তুত করা হয়। তৎপর ডগাগুলির দেহস্থিত শুষ্কীকৃত ও স্খলিত পাতা বা খোসাগুলি ছাড়াইয়া দিলে দেখা যায় যে চোখগুলি সতেজ ও সুপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কিংবা কোন কোনটা হইতে চারার উদ্গম হইয়াছে।

তখন সেইগুলিকে তিন গ্রন্থীর এক এক খণ্ড করিয়া কাটা হয় এবং পূর্ব্ব প্রস্তুত উক্ত ভাটিতে

ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে কিঞ্চিৎ কাত ভাবে লাগান হয়। বৃষ্টির অভাব হইলে তাহাতে জলের আবশ্যক হয়। যখন চারাগুলি বেশ বড় হইয়া উঠে তখন আবার সেইগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তত ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। রোপণ কার্য্য অনেকাংশে পূর্ব্ব বর্ণিত কার্য্যের অনুরূপ।

বীজে 'উই' ধরিবার ভয় থাকিলে বা উই বহুল স্থানে মাটী হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মাচা বা মাচাং বাঁধিয়া তাহার উপর বীজের হাপর বা ভাটি প্রস্তুত করিতে হয়।

পশ্চিম বঙ্গের প্রচলিত রীতি

ইক্ষু কাটিবার সময় কোন পুষ্করিণীর ধারে কিংবা বিল বা কাঁদরের পার্শ্বে ৬'' হইতে ৮'' ইঞ্চি গভীর করিয়া একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত খোঁড়া হয়। ইক্ষু চারাগুলির উপর প্রায় আধ ইঞ্চি সার মাটী দিয়া আবার এক সারি চারা ঐ ভাবে রাখা হয়। এই প্রকারে ডগাগুলি কিছুদিন পরে যখন ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিবার উপযোগী হয় তখন পূর্ব্ব প্রস্তুত ক্ষেত্রে লাগান হয়। যতদিন পর্য্যন্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ঐগুলিতে জল দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে জল সেচের ব্যবস্থা না রাখিলে ভাল হয় না।

চারাগুলিতে উই ধরিলে বা ধরিবার উপক্রম করিলে ঐ গুলিতে রসুনসিদ্ধ জল ছড়াইয়া দেওয়া ভাল।

উত্তর ও মধ্যবঙ্গের রীতি

আখের ডগাগুলি কোন হাপরে বড় একটা রাখা হয় না। আউস ধান্য ও পাট কাটিবার পর জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া ও সার গোবর দিয়া প্রস্তুত করিয়া ডগাগুলি কাটিবার সময় একেবারে ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। ইহাতে একর প্রতি প্রায় ১৷৷০ দেড় গুণ বেশী চারার আবশ্যক হয়।

আখের যত্নভেদ

কৃষি বিভাগে এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র আখের চারাগুলি সারি সারি ভাবে ক্ষেত্রে লাগান হয় এবং আখের গোড়ায় মাটি দিয়া 'ভিলি' বা 'আইল' বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং পাতা ছাড়ান বা জড়ান হয়। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তথাকার কৃষকগণ আখের

চারাগুলি একটু অপেক্ষাকৃত গভীর খাতে রোপণ করে এবং চারাগুলি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাতগুলি মাটী দ্বারা সমান করিয়া দেয়। উপযুক্ত রূপ বৃদ্ধি পাইলে তাহারা তিন লাইনের ৫।৬ ঝাড় আখ পাতা দ্বারা এক সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়—কিন্তু আখের গোড়ায় উচু করিয়া মাটী দেয় না। অপিচ তাহারা দুই লাইন চারার মধ্যে ১ ফুট বা সওয়া ফুট পরিমাণ স্থানের অধিক ফাঁক রাখে না। দেওয়ানগঞ্জ, রঙ্গপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে আখের গায়ে পাতা দ্বারা জড়ানও হয় না কিংবা ঝাড়গুলি বাঁধাও হয় না। ধান্য ও পাটের ন্যায় তাহারা আপন ইচ্ছায় বাড়িয়া যায়। ঐ সকল স্থলে গাছের শুষ্ক পাতাও ছাড়ান ঝাড়ান হয় না।

উত্তর বঙ্গের কোন কোন স্থলে অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম যে ইক্ষু ক্ষেত্রে গোবর সার ও খৈল ব্যতীত অন্য সার দেওয়া তাহারা ক্ষেত্রের অনিষ্ট-জনক মনে করে। কোথাও কোথাও গোবর পচা সার না দিয়া লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্রে কতকগুলি খাত কাটিয়া তন্মধ্যে কাঁচা টাটকা গোবর ফেলিয়া রাখে। দিনাজপুর জেলায় ইক্ষুর প্রচুর চাষ দেখিলাম, কিন্তু উপযুক্ত যত্ন ও সারের অভাবে অনেক ক্ষেত্রের অবস্থাই শোচনীয় দৃষ্ট হইল। ঐ সকল অঞ্চলে ভেণ্ডীমুখী, মুগী, কুইয়া, লালচি আখই অধিক দৃষ্ট হইল। দিনাজপুরে অপেক্ষা-কৃত অধিক পরিমাণে কোইম্বাটুর আখের চাষ দেখা গেল।

উন্নত প্রকারের আখ চাষ

বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কৃষি বিভাগ ব্যতীত গ্রামের কুত্রাপি আশাজনক উন্নত প্রকারের আখের চাষ দেখিতে পাইলাম না। বিভিন্ন স্থানের কৃষককে ঐরূপ আখের চাষ করিতে বলায় স্থান বিশেষ হইতে নিম্নলিখিত উত্তর পাইলাম।—

কিশোরগঞ্জ—এখানে ভুরিয়া সারং বা Yellow Tenna আখের চাষ অত্যধিক। আখ আকারে ও দৈর্ঘ্যে সুবৃহৎ এবং তাহাতে গুড়ের পরিমাণও নাকি খুব বেশী হয়। কিন্তু চিনির জন্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে শতকরা ১১ ভাগ হইতে ১৩ ভাগের উপর শর্করা অংশ বিদ্যমান নাই। অথচ কোইম্বাটুর জাতীয় ইক্ষুতে শতকরা ১৭ হইতে ২১ ভাগ পর্য্যন্ত শর্করা অংশ আছে। ঐ স্থানের কৃষককে শেষোক্ত জাতীয় আখের আবাদ বেশী করিতে করিতে বলায় তাহারা বলিল যে ঐ আখের ফুল হয় বলিয়া উহা অশুভজনক ও অনিষ্টকর। আর উহাতে বংশ ধ্বংশ হয়। বস্তুতঃ ইক্ষু বহুল ঐস্থানে উন্নত প্রকারের ইক্ষুর আবাদ প্রচলিত না হইবার উহা একটি প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ এই যে; এতদ্বিষয়ে উপযুক্ত প্রচার কার্য্য হয় নাই।

উত্তর বঙ্গে—অনুরূপ প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ঐ ইক্ষুর পাতায় মানুষের শরীর বড় বেশী কাটে বলিয়া তাহারা ইহার চাষ করিতে চাহে না। কিন্তু শৃগালে উহা কম নষ্ট করিতে পারে বলিয়া তাহারা ইহার প্রশংসাও করে।

ইউ, পি, পাঞ্জাব এবং বিহার অঞ্চলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোইম্বাটুর জাতীয় ইক্ষুর আবাদ দেখিলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও নাকি সেখানে দেশী আখের প্রচলন ছিল। বস্তুতঃ কতিপয় সাহেব কোম্পানী এবং কৃষিবিভাগের চেষ্টায় তত্তৎ দেশে ঐ ইক্ষুর প্রচলন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্দেশে যথেষ্ট চেষ্টা ও প্রচার না করিলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষকের ক্ষেত্রে উহার প্রচলন হইবে না। তথাকথিত পল্লী সংস্কারকগণ যদি কিঞ্চিৎ স্বার্থ-ত্যাগ না করিয়া কেবল মামুলী

প্রথায় নাম ক্রয়ের জন্য অবসর সময়ে কৃষকের দুঃখে কাঁদিবার ভাণ করেন তবে কৃষকের কোন মঙ্গলই সাধিত হইবে না। আমি এতদ্বিষয়ে বঙ্গীয় জমিদারগণের, উকিলগণের, ব্যবসায়ীগণের এবং সর্ব্বোপরি কৃষিবিভাগ, সমবায় বিভাগ ও রেভিনিউ বিভাগের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উন্নত ইক্ষু প্রচলন জন্য দেশের সর্ব্বত্র কৃষকদিগকে বিনামূল্যে আখের চারা ও উপদেশ বিতরণ করিলে গঠনমূলক কার্য্য হইবে।

ইক্ষু কাটিবার সময়

সাধারণতঃ পূর্ব্ব বৎসরের অগ্রহায়ণ পৌষ মাস মধ্যে লাগান আখ পরবর্ত্তী বৎসরের পৌষ মাঘ মাসে কাটিবার সময় হয়। আখ উপযুক্ত সময়ে কাটিলে তাহাতে শর্করা অংশ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পাকিবার পূর্ব্বে কাটিলে অথবা পাকিয়া বেশী সময় অতিবাহিত হইলে উহাতে শর্করা ভাগ (sucrose quantity) কমিয়া যায়। তখন উহাতে গ্লুকোজ ভাগ (Glucose and Levulose quantity) বৃদ্ধি পায়। গ্লুকোজ (glucose quantity) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শর্করা ভাগের (sucrose quantity) পরিমাণ ক্ষয় হইয়া (dissolved) দানা-বিহীন (non-crystalline) সিরাপে (syrup) পরিণত হয়। ব্যবসায় হিসাবে তাহাতে খুব লোকসান হয়। সুতরাং ইক্ষু পাকিবার উপযুক্ত সময়েই তাহা কাটা দরকার।

ইক্ষু পাকিবার লক্ষণ—

(১) যে সকল ইক্ষুর ফুল হয়, সেগুলিতে ফুল হওয়া মাত্র কাটা আরম্ভ করা যায়।

(২) যে সকল আখের ফুল হয় না তাহাদের পাতাগুলি যখন বিবর্ণ বা হলুদে বর্ণের হয় এবং পাতার অগ্রভাগ শুকাইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে কাটা যায়।

এতদ্দেশে ফাল্গুন মাসেই আখ কাটার প্রশস্ত সময়। কিন্তু অধিক জমির আখ এক মাসে শেষ করা যায় না। এদিকে বসন্তকালেই মাটীর শুষ্কতা জন্য ইক্ষুর পরিণতি সাধিত হয়। অতএব পৌষ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে কর্ত্তন কার্য্য আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত চালান যায়। উত্তর ও মধ্যবঙ্গে অগ্রহায়ণ মাস হইতে কেহ কেহ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্তও আখ কাটিয়া থাকেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণে বৈশাখ মাস হইতে আখের শর্করা ভাগ কমিতে থাকে। বিহার ও গোরক্ষপুর অঞ্চলে নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে ব্যাপকভাবে আখ কাটান আরম্ভ হইতেছে দেখিলাম। দেশভেদে বিভিন্ন সময়ে আখ কাটা হয়।

কিউবার—ডিসেম্বর হইতে জুন।
মরিশাস—আগষ্ট—ডিসেম্বর।
যাভা—মে—নবেম্বর।
লুধিয়ানা—অক্টোবর—জানুয়ারী।
হাওয়াই—সেপ্টেম্বর—মার্চ্চ।
ওয়েষ্ট ইন্‌ডিজ—জানুয়ারী জুলাই।
ইজিপ্ট—ডিসেম্বর—মার্চ্চ।
মেক্সিকো—ডিসেম্বর—মে।
আর্জ্জেন্টিনা—জুন - অক্টোবর।

হাওয়াই দ্বীপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদিন ব্যাপিয়া ইক্ষু কর্ত্তন ও পেষণ কার্য্য চলে। যদি ব্যাপক ভাবে চাষ করা হয় তবে একই গৃহস্থের প্রতি একর জমিতে এক এক মাস পর পর ইক্ষুর আবাদ করা বিধেয়। কারণ, তাহাতে অনেক দিন ধরিয়া কর্ত্তন কার্য্য চালান যায়।

ইক্ষুর উৎপাদন ক্ষমতা

কেহ বলেন, ইক্ষু প্রতি একরে ১০০০/০ মণ হয়, কাহারও মতে ৩০০/০ মণ হয়, কাহারও মতে ৭০০/০ হয়। বস্তুতঃ প্রতি একর ভূমিতে কত মণ ইক্ষু উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ভর করে সেই জমির

(১) উর্ব্বরা শক্তির উপর।

(২) প্রযুক্ত সারের কার্য্যকারিতার উপর।

(৩) জলবায়ু বা আবহাওয়ার উপর।

(৪) জমির শ্রেণী বিভাগের উপর।

(৫) চাষাবাদের সাফল্যের উপর।

(৬) উৎপাদন শক্তি ও যত্ন চেষ্টার উপর।

যে জমির মাটী খুব সারবান, যাহাতে কোন সময়েই আবশ্যক জলের অভাব হয় না, যাহার মাটী দো-আঁশ এবং ধাতব পদার্থপূর্ণ ও পলি-বহুল, সেই সকল জমিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আখের উৎপাদন হয়। হাওয়াই দ্বীপের জমি উক্তরূপ বলিয়া সেখানে নাকি একবার প্রতি একর ভূমির আখ হইতে ৩০,০০০ পাউণ্ড বা ৩৭৫/০ মণ চিনি হইয়াছিল এবং সেখানে নাকি প্রতি একরে সচরাচর ২০,০০০ পাউণ্ড চিনি নিঃসন্দেহে উৎপন্ন হয়। যাভা এবং পেরুতে প্রতি একরে ১১,০০০ পাউণ্ড চিনি তৈয়ার হয়। কিউ-বার জমির প্রতি একরে গড়ে ১৯টন আখ প্রস্তুত হয়।

বিহার গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তম-রূপে কর্ষিত ভূমিতে একর প্রতি ১২০০/০ মণ আখও জন্মিয়াছিল। বঙ্গদেশে একর প্রতি গড়ে ৬০০।৭০০/০ মণ আখ উৎপন্ন হয় বলিয়া ধরা হয়।

ইক্ষুর জাতি বিচার

যে সকল আখ দেখিতে সুপুষ্ট ও ওজনে খুব ভারী ও নিরেট সেইগুলির রসে সাধারণতঃ শর্করা ভাগ খুব বেশী থাকে। কিন্তু আকারে সুবৃহৎ হইয়া ওজনে কম হইলে বুঝিতে হইবে উহাতে শর্করা অংশও কম। আখের চারা নির্ব্বাচনে সর্ব্বদা ওজনে ভারি আখ এবং উন্নত প্রণালীর আখ সংগ্রহ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত আখগুলি উত্তম বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আখের নাম		প্রতি একরে গড়ে যত মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।	শতকরা শর্করা অংশ
কোঃ	২১৩ নং	৯৮৸৫ সের	১৬·১৮
„	২৪৩ নং	১০৭৷৷২ „	১৪·৪৮
„	২৪৪ নং	৭২/০ মণ	১৪·৩৪
„	২৫৫ নং	৭৮৷০ „	১৬·০০
„	২৭৩ নং	৮৩/০ „	১৩·৫৪
„	২৭৫ নং	৯০/০ „	১৪·২২
„	২৯০ নং	৬০৸০ „	১৭·০২
জে	২৪৭ নং	৮৩/০ „	১১·৫৮
যাভা	২৫৪ নং	৮৫৷৷০ „	১০·১০
পি, ও, জে	২৭২৭ নং	৮৫৷৷০ „	—

যে সকল ইক্ষু পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায় – সেগুলি ভাল জাতীয় আখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

জলীয় ভাগ	শতকরা	৬৯—৭০
শর্করা অংশ	"	১৭—২০
গ্লুকোজ (Reducing sugar)	"	০—১
কাষ্ঠভাগ বা ছোবড়া	"	১০—১২
ভস্ম (Ash)	"	·৩—·৫
অঙ্গারাম্লজান ঘটিত সিরাপ	"	·৫—·৭

দেশ বিদেশের অনেক ভাল জাতীয় ইক্ষুর আবাদ বাংলা দেশে পরীক্ষা করা হইয়াছে ও হইতেছে। অনেকগুলি ভাল জাতীয় ইক্ষু বাংলা দেশের জলবায়ু সহ্য করিতে পারিতেছে না বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি এক জাতীয় ইক্ষু আবিষ্কার করা হইয়াছে যাহার আবাদ মাত্র পাঁচ মাসে শেষ হয়। বাংলায় ইহার পরীক্ষা চলিতেছে।

চাষ পরিবর্ত্তন

ধান্যাদির ন্যায় ইক্ষুর আবাদ প্রতি বৎসরই এক ক্ষেত্রে করা যায় না। উপর্য্যুপরি আখের চাষে জমির উর্ব্বরতা শক্তি খুব বেশী হ্রাস পায় এবং পরে অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিলেও তাহা তত ভাল হয় না। এইজন্য একাদিক্রমে তিন বৎসরের বেশী কোন জমিতেই আখ করা ঠিক নহে। প্রতি তিন বৎসর পর ন্যূনপক্ষে ২।৩ বৎসর ঐ ভূমিতে ধান্যাদি অন্য ফসল বা নীল, শন, কলাই জাতীয় শস্যাদি বা সবুজ সারের চাষের পর পুনরায় তাহাতে ইক্ষুর আবাদ চলিতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, প্রতি বৎসর আখের চাষ নূতনভাবে করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের কর্ত্তিত আখের মুখ হইতে পুনরায় যে সকল গাছ জন্মায় সেগুলিকে ঐভাবে ক্ষেত্রে বাড়িতে না দিয়া সমূল ঐগুলিকে উত্তোলন করতঃ পুনরায় ঐ কর্ষিত ক্ষেত্রে চারা লাগাইতে হইবে। তাহাদের মতে নূতন চারা গাছ হইতে যে পরিমাণ গুড় বা চিনি পাওয়া যায়—'মুড়ি' (Ratoon) আখের ফসল হইতে তত চিনি পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ যাহাদের জমির পরিমাণ অধিক তাহারা পূর্ব্ব বৎসরের ক্ষেত্রে "মুড়ি" রাখিয়া নূতন চারার জন্য নূতন জমি প্রস্তুত করিলেই ভাল হয়। তাহাতে অধিকতর ক্ষেত্র হইতে কম পরিশ্রমে অধিকতর ইক্ষু পাওয়া যাইবে। অথচ 'মুড়ি' আখ ২।৩ মাস পূর্ব্বে কর্ত্তন করিয়া তজ্জাত গুড় বা চিনি বেশী মূল্যে পৌষ সংক্রান্তিতে বা তৎপূর্ব্বে বিক্রয় করিতে পারিবে। এইরূপে দ্বিতীয়বারও 'মুড়ি' (Ratoon) রাখা যায়।

উপরোক্ত বিষয় সমুহ বিচার পূর্ব্বক গৃহস্থগণ যথোপযুক্ত ভাবে ইক্ষুর চাষাবাদ করিতে পারেন।

ইক্ষুর অপচয়

ইক্ষুর রসে (c12 H22 O11) কারবন বা অঙ্গারাম্লজান ১২ ভাগ, হাইড্রোজেন বা জলজান ২২ ভাগ ও অক্সিজেন বা অম্লজান ১১ ভাগ বিদ্যমান। ইক্ষুরস বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। ইক্ষু কাটিয়া বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে কিংবা রস নিষ্কাষণ করিয়া পাত্রমধ্যে অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে তাহা অপচিত হয়. তাহাতে 'মাত' সৃষ্টি হয়। অপচিত (Inserted) বা 'মাত' (Fermented হইলে তাহাতে ভাল অথবা অধিক পরিমাণ গুড় বা চিনি প্রস্তুত হয় না। বিশেষতঃ রৌদ্রে কর্ত্তিত ইক্ষু সহজে শুকাইয়া যায়। তাহাতে রস ও চিনির

পরিমাণ কম হয়। ইক্ষু রস অপচিত হইয়া নিম্ন-বর্ণিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

$$c_{12}H_{22}O_{11}+H_2\text{-}Oc_6=H_1\ O_6+c_6H_{12}O_6$$
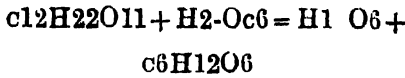
শর্করা ডেক্সট্রোস (Dextros) ও লেভিলোযে (Levulose) পরিণত হয়। তখন আর তাহা হইতে দানা গুড় বা চিনি প্রস্তুত হয় না। সুতরাং ইক্ষু যেদিন মাড়ান হইবে, সেই দিনই কিম্বা তৎপূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে তাহা কাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ইক্ষু কর্ত্তন

ইক্ষু কর্ত্তন আমাদের দেশে হস্ত সাহায্যেই করিয়া থাকে। যাভা প্রভৃতি অঞ্চলে মটর বা ইঞ্জিন শক্তি দ্বারা কর্ত্তিত হয়। যে সকল স্থলে আখের চায় অল্প হয় সে সকল স্থলে কর্ত্তিত আখ ভাঙ্গান হয়। কিন্তু আগ্রা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার প্রভৃতির যে সকল অঞ্চলে সুবৃহৎ চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে সেই সকল স্থলে বহু মাইল দূর হইতে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ ইক্ষু আনীত হয়। দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, গোরক্ষপুর, সারণ প্রভৃতি স্থানে ১৫।১৬ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মটর ট্রাক, লোকোমোটিভ রেল, ট্রলী বা গাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতি সাহায্যে আনীত হয়: আখ বোঝাই গাড়ীগুলি ২৪ ৩০ ঘণ্টা মধ্যে কারখানায় পৌছাইয়া দিবার জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল স্থানে অতিরিক্ত বিশেষ মাল গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কাটা আখ অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ক্ষেত্র হইতে কারখানায় আনীত না হইলে কারখানার লোকসান হইতে পারে। কারণ প্রতিদিনে কর্ত্তিত ইক্ষুর গড়ে প্রায় ১'৫০ শতকরা ওজন ঘাটতি হয়। নিম্নে কর্ত্তিত ইক্ষুর ওজন হ্রাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। যত ঘণ্টায় ওজন যত কমে—

২৪ ঘণ্টায়	শতকরা ২'২৫৭ কমে
৪৮ "	" ৪'০৩৫ "
৭২ "	" ৫'৫০৭ "
৯৬ "	" ৭'৩৭২ "
১২০ "	" ৮'৫৭৩ "

ইক্ষু কাটিবার সময় কোদালী দ্বারা দুই এক ইঞ্চি মাটীর নীচে কাটা হয় এবং আন্দাজ এক মণ করিয়া আটি বাঁধিয়া কলের নিকট লইয়া যাওয়া হয়।

মোটর বা ইঞ্জিন কল দ্বারা ইক্ষু কাটিবার ও পেষণ যন্ত্রের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার প্রথা অন্যপ্রকার। তাহা বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতে পারে। আমাদের দেশে এত ইক্ষুর আবাদও নাই, এরূপ কলও বেশী খরচ দিয়া কেহ ব্যবহার করে না। বিশেষতঃ প্রজাদের জমি-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং ইক্ষুর চাষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বলিয়া মোটর লাঙ্গল দ্বারা চাষ বা মোটর কাস্তে দ্বারা কর্ত্তনের কার্য্য হইয়া উঠিতেছে না। তবে সুখের বিষয়, স্থান বিশেষে ঐরূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে

ইক্ষু কাটিবার সময় ডগাগুলি কাটিয়া চারার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মাথাকাটা আখ অতি সহজে অপচিত হয়। ইক্ষু মস্তক মধ্যে এক প্রকার কীট থাকে, মস্তক বা ডগা কাটা হইলে বা হইবার সময় উহা ইক্ষু কাণ্ডে সংক্রামিত হয় এবং আলো বাতাসে বৃদ্ধি পাইয়া ইক্ষুরস অপচিত করে। সুতরাং কাটা আখ বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিতে নাই।

ইক্ষু মাড়াই

বাংলার কৃষকেরা আবহমানকাল হইতে কাঠের 'কেরকী' বা দুই গোলাকার কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা প্রস্তুত পেষণ যন্ত্র সাহায্যে ইক্ষু মাড়াইত। এখনও স্থানে স্থানে কদাচিৎ তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে লোহার তিন রোলার বিশিষ্ট এক প্রকার ছোট ছোট পেষণ যন্ত্র বা 'কেরকী' প্রচলিত হইয়াছে। কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাহা কৃষকগণকে তিন হইতে ছয় মাসের কড়ারে বা চুক্তিতে ২০৲ টাকা হইতে ৩৫৲ টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়। কৃষকগণ ঐ কল দ্বারা পৃথকভাবে বা সমবেত ভাবে ইক্ষু পেষণ কার্য্য শেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কোম্পানীর আফিসে নিজ খরচ ও দায়িত্বে তাহা ফিরাইয়া দেয়। অবস্থাপন্ন কৃষকগণ ঐরূপ কল একটা একেবারে নগদ মূল্যে কিনিয়া আনে।

কাঠের কেরকী লোকের সাহায্যে ঘুরান হইত, কিন্তু তাহাতে রস পরিষ্কার ও গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও পরিমাণে কম হইত। লৌহ কেরকাগুলি গরু বা মহিষ সাহায্যে ঘুরান হয়। ইহাতে অধিকতর রস পাওয়া যায়।

ইক্ষুর শত্রু

পূর্ব্বে এনজাইম (Enzyme) এবং উই (White Ants) কে ইক্ষুর শত্রু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইক্ষুর বহু শত্রু আছে। সতর্ক কৃষক ঐ সকল শত্রুর হস্ত হইতে ইক্ষু রক্ষা করিতে না পারিলে তাহার পণ্ডশ্রম হইবে। কারণ কীটদষ্ট এবং রোগাক্রান্ত ইক্ষু বেশী রস দান করে না এবং যাহা দান করে তাহাও নিকৃষ্ট জাতীয় ও শর্করা বিহীন। কেবল বাংলার মাঠে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ইক্ষুশত্রু অল্প বিস্তর দৃষ্ট হয়। এই বিষয়টী খুব প্রয়োজনীয় বিধায় এই অধ্যায়ে ইহার স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাইতেছে। কেবল এই বিষয়ে সবিস্তারে লিখিতে গেলে একটী প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে; সুতরাং এখানে মাত্র তাহাদের সংক্ষেপ পরিচয় ও প্রতিকারোপায় বর্ণিত হইল।

বঙ্গদেশীয় শত্রুগুলির মধ্যে উই, গাছ ইঁদুর, শৃগাল, পোকা মাকড়, লাল পোকা, মাইজ কাটা, ছিদ্রকারী প্রজাপতি বা পতঙ্গ ইত্যাদি প্রধান। প্রথমোক্ত কয়েকটী ব্যতীত অপরগুলিকে ইক্ষুর রোগ বলা হইয়া থাকে।

(ক) সর্ব্বধ্বংসকারী রোগ—

এই রোগ মধ্যে 'মথ বোরার' (Moth-borer) সাধারণ। আসাম দেশে এবং পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে ইহাকে 'মাইজ কাটা' বলা হয়। বাংলার সর্ব্বত্র প্রায় ইহা 'মানজেরা' বলিয়া পরিচিত। ইহার নাম ময়মনসিংহে 'মান্দার কেড়া' ও নোয়াখালিতে 'মান্দারপুরী'।

উক্ত নামগুলি সাধারণ ভাবে এই একই নির্দ্দেশ করে যে উহারা ইক্ষুর অন্তঃপ্রদেশ আক্রমণ করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে এইগুলি প্রধানতঃ ইক্ষুর মধ্যভাগে বাস করে এবং ক্রমে সারভাগ এবং মস্তক আক্রমণ করে। এইগুলিকে ব্যাপক ভাবে ইংরাজীতে লেপিডপ টেরাস্ পেষ্ট (Lapidop terous pest) বলা হয়। 'মাইজ কাটা', গোড় কটা 'গাকাটা' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(খ) ভূনিম্ন রোগ—

উই এবং ইঁদুর ব্যতীত আর এক প্রকার রোগ বা শত্রু আছে, যাহা মাটীর নীচে থাকিয়া ইক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়। ঐ গুলিকে 'কেরা পোকা' বলা হয়। উই ধরিলে ইক্ষুর চারা সমূলে নষ্ট হয়। ফলে গাছ মরিয়া যায়। ইঁদুরে শিকড়াদি

সব কাটিয়া দেয় বলিয়া গাছ মরিতে বাধ্য হয়। 'কেরা পোকা' বা 'কারাপোকা' নবোদ্গত ইক্ষু চারাগুলি ধ্বংস করে। অন্য একপ্রকার পোকা আছে যাহারা নবোদ্গত মূল ও শিকড় খাইয়া ফেলে। এইগুলির নাম 'গাতা পোকা' বা 'গতাভুর।' এইগুলি যাভা দেশীয় কেলিঅপ টেরাস্ পেষ্ট (caleop torous pest) এবং অর্থোপটেরাস পেষ্ট (Orthopterous pest) জাতির অনুরূপ।

(গ) 'গাকাটা' রোগ—

আখ কাটিয়া দুই ভাগ করিলে অনেক সময় দেখা যায় - যে তাহার মধ্যভাগের সারাংশ আগাগোড়া বা স্থানে স্থানে লাল হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে রক্ত রঞ্জিত ঐ অংশের রস অংশ কে যেন চুষিয়া নিয়াছে, এবং এক প্রকার সূক্ষ্ম লালগুড়ি ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এইগুলি রোগ বিশেষ। ইংরেজীতে ইহাকে 'রেড স্মাট' (Red smut) বলে। তাহাদিগকে 'ষ্টেম বোরার' (stem borer) ও বলা হয়। দাক্ষিণাত্যে ইহার নাম—'দশা'; নোয়াখালীতে —'উপরা'; কামরূপে—'সিন্দুরিয়া', পূর্ব্ববঙ্গে—'লাল পোকা'।

খাদ্যের তুলনামূলক আলোচনা

খাদ্য কাহাকে বলে? দেহের মধ্যে তাপ ও শক্তির যোজনা দ্বারা যাহা শারীরিক ক্ষতির সম্পূরণ করিয়া নব নব পেশীর সৃষ্টি করিয়া থাকে, আমরা তাহাকেই খাদ্য বলিয়া জানি। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে সেইজন্য খাদ্যাদি বিচারের প্রয়োজন হয়। অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া আমরা দেহযন্ত্রের কিরূপ বিকৃতি সাধন করিতেছি তাহা ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত না করা পর্য্যন্ত আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি না। শরীর এইরূপে বিষায়িত হইয়া উঠিলেই বুঝিতে হইবে, খাওয়ার নিয়মাদি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। বস্তুতঃ, গ্রহণ এবং ত্যাগের সামঞ্জস্য করার উপরই জীবন নির্ভব করে। ইহার একটু ব্যতিক্রম হইলেই, দেহ রোগাক্রান্ত হইয়া উঠে। অনেকে কু-স্বাস্থ্য লইয়াই জীবন কাটাইতে থাকেন; কিন্তু মহামারী যখন প্রবল-বেগে আক্রমণ করে, তখন যুঝিবার শক্তিও অবশিষ্ট থাকে না।

কুখাদ্য খাওয়া এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না করা, দুই-ই লোককে পীড়াপ্রবণ করিয়া তুলে। পুষ্টিকর আহার এবং শুদ্ধ আহারের মধ্যে অনেক তফাৎ রহিয়া গিয়াছে; যাহা হজম করিলে শরীরের পেশীবৃদ্ধি হয়, তাহাকেই উত্তম খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, মোটা মানুষ নানাপ্রকার মসলাবিশিষ্ট খাদ্যাদি ভোজন করিতেছে; তুমি কি তাহাকে স্বাস্থ্যবান বলিবে? কখনো না। তাহার কারণ এই যে, সে শরীরকে পুষ্ট করিবার জন্য যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা তাহার হজম করিবার শক্তি নাই। সেইজন্যই খাদ্যবিশিষ্ট জঞ্জাল শরীরকে বিষায়িত করিয়া উহাকে উদ্যমবিহীন করিয়া থাকে। খাদ্যের পরিমাণের দিকে কখনো নজর দিতে নাই; সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে উহার গুণের উপর; অর্থাৎ কতটুকু জিনিষ তুমি নির্ব্বিঘ্নে শরীর গঠনের কাজে লাগাইতে পার। যাহা তুমি খাও কিন্তু হজম করিতে পার না, তাহাই দেহযন্ত্রকে একেবারে বিকল করিয়া দিতে পারে। কাজেই সমস্ত জাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত আহার নির্ব্বাচন করা একান্ত আবশ্যক।

যাহা ভাল খাদ্য এবং যাহাতে ভেজাল নাই, তাহা আরামের সহিত খাইবে। দুইবার ভোজন করার মাঝখানে অন্ততঃ পক্ষে ছয় ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। শুধু অভ্যাসবশতঃ না খাইয়া ক্ষুধাউদ্রেকের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

খাদ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি থাকা চাই :—

(ক) পুষ্টিকর গুণ।

(খ) হজম করিবার উপযোগিতা—

(গ) তাজা এবং নাতিবহুমূল্য।

মোটা হওয়া কখনো ভাল নহে; ইহাতে লোকে অলস এবং ভারী হয়। হজম করাইবার যন্ত্রগুলিও খারাপ হইয়া দেহাভ্যন্তরে এসিড সৃষ্টি করে, প্রস্রাবের মধ্যে ফস্‌ফেট্ এবং oxaletes দেখা দেয়; সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

মহোৎসবকে নিরর্থক আমোদের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এই উপলক্ষে সাধারণতঃ যাহা খাওয়া যায়, তাহার তিন চতুর্থাংশই শরীরের কোন উপকার সাধিত করে না। সাধারণতঃ লোকে চিবাইয়া খাইতে চাহে না; উহাতে রসনার তৃপ্তি হইতে পারে বটে. কিন্তু শরীরের ভবিষ্যৎ শান্তির পক্ষে উহা আদৌ অনুকূল নহে। পরের দিন ঘুম হইতে উঠিলেই বোঝা যায় যে শরীরটা ভাল নাই, আলস্য লাগিতেছে, অজীর্ণ কিংবা উদরাময় আসিয়া দেখা দিয়াছে। আমাদের সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্যই ভোজন করা উচিৎ; বুদ্ধিদোষে আমরা বেশী মসল্লাযুক্ত আহার গ্রহণ করিয়া রোগ আমন্ত্রণ করিয়া আনি। আমরা কখনো যেন বোকার মত, খাইবার জন্যই বাঁচিয়া থাকি না; বস্তুতঃ থাকার জন্য খাওয়াতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

আমাদের সমাজের ধনীশ্রেণীয় লোকেরা দুইটী কারণের জন্য বিশেষ করিয়া রোগে ভুগিয়া থাকেন:—

(ক) অতিরিক্ত আহার—

(খ) ব্যায়ামাদি না করা—

যাহা আহার্য্যরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে উত্তমরূপে পরিপাক করিবার জন্য রোজ অন্ততঃ পক্ষে আধ ঘণ্টাকাল মুক্তস্থলে ব্যায়াম করা উচিৎ। ইহাতে আলস্যের ভাবও দূরীভূত হইয়া আসে। শিশুবৃদ্ধ সকলেই এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন।

মাসের মধ্যে চারিদিন অর্থাৎ সপ্তাহে একদিন উপোষ করা ভাল। আমাদের যেমন বিশ্রামের প্রয়োজন, উদরের প্রয়োজনও তার চেয়ে কম নহে; কিন্তু আমরা উহাকে কতটুকু বিশ্রাম দেই, একটুও নহে। ফলে হজম করিবার যন্ত্রগুলি সামর্থ্যহীন হইয়া নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সময়েই প্রকৃতির সতর্কবাণী উদরাময় কিংবা বমনেচ্ছারূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্য ও আহারের নিয়মাবলী সঠিকভাবে পালন করিলে এই সমস্ত উপসর্গের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

উপবাস করিলে শরীরে যে সমস্ত জঞ্জাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা হজম হইতে পারে। এই সময়ে যদি Saline purgetive লওয়া যায়, তাহা হইলে পাকস্থলী একরূপ পরিষ্কার হইয়া যাইবে; উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল সেবন করিলে সমস্ত অন্তর্যন্ত্রটীও ধৌত হইয়া আসিবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামও দরকার। কোন কোন chronic ব্যারামে কিছুদিন উপবাস করা ভাল; একটানা উপবাসের চেয়ে কয়েকদিন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে উপবাস ভাঙ্গিয়া উপবাস করা ভাল। ক্যারিংটন বলিয়াছেন, "মানুষ বেশী মাত্রায় কাতর না হইয়া ৪৪ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে পারে। যদি বেশী দিনের জন্য উপবাস করিতেই হয়, তাহা হইলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ লইয়াই করা উচিৎ। মোটা মানুষ পাত্‌লাদের চেয়ে বেশীদিন অনাহারে থাকিতে পারে। ইহার কারণ এই যে মোটা মানুষের দেহাভ্যন্তরে যে চর্ব্বী ও শক্তি থাকে, তাহা অনাহারের দিনগুলোতেও কিছু কিছু খোরাক জোগাইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির উপবাস কবার অর্থ শক্তিসঞ্চয় করা; শক্তিশালী ব্যক্তির অনাহারে থাকার মানে, শক্তি ক্ষয় করা।

আমরা নিয়মিতভাবে যে সমস্ত খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকি, নিম্নে সংক্ষেপে তাহার গুণকীর্ত্তন করিব :—

(১) শাকসব্জী

তাজা শাকসব্জীর চাট্‌নী করিয়া উহার মধ্যে লেবুর রস ও লবণ দিলে বেশ উপাদেয় এবং পুষ্টিকর আহার্য্য প্রস্তুত হয়। শশা, তরমুজ, টমাটো, পেঁয়াজ, প্রভৃতি রান্না করিলে যেমন খানিকটে ভিটামিন নষ্ট হয়; পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। যেসমস্ত শাকসব্জী কাঁচা খাওয়া যাইতে পারে না, তাহাদিগকে সিদ্ধ করিতে হইবে। রান্না করিলে উহা রসনার পক্ষে তৃপ্তিকর হইতে পারে বটে; কিন্তু ইহাতে আমরা খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ ও ভিটামিন হইতে কতকটা বঞ্চিত হইতে পারি। মোটা মানুষের পক্ষে আলু বেশী খাওয়া উচিৎ নহে; যাহাদের হজমশক্তি বেশী নহে, তাহাদের পক্ষে শাকসব্জীর ঝোল খাওয়া খুব ভাল। উহাদের ডাঁটাগুলি খাইবার প্রয়োজন নাই।

(২) ভাত—

আমরা যে প্রকারে ভাত রান্না করিয়া থাকি, তাহাতে অত্যন্ত অপচয় ঘটিয়া থাকে। ভিটামিন যাহা থাকে তাহা চাউল ধুইবার সময় এবং ফেণ গালিবার সময় নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে আলস্য আনিয়া থাকে এবং দেহও বেরীবেরীর আক্রমণোপযোগী হইয়া উঠে। আতপ চাউল অল্প পরিমাণে খাওয়াই ভাল; ভাতে বেশী জল দিয়া ফেণের সঙ্গে ভিটামিন নষ্ট করিও না। এইদিক হইতে দেখিতে গেলে খিচুরী খুব ভাল; কেননা, ডাল ও চালের প্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যক্ত হয় না।

(৩) গম—

চাউলের দ্বিগুণ প্রোটিন ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া, গম চাউলের চেয়ে বেশী পুষ্টিকর। বাহিরের আচ্ছাদন নষ্ট না করিয়া খাইলে খুব ভাল ফললাভ করা যায়।

লুচির চেয়ে চাপাটি অনেক ভাল। সাদা পাউরুটির চেয়ে পিঙ্গলবর্ণের পাউরুটিগুলিও ভাল। বিশেষতঃ ভিতরে যে স্পঞ্জের মত জিনিষ থাকে, তাহা লালার সহিত মিশ্রিত হইলে হজমীরও সহায়ক হইয়া থাকে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে আটার চেয়ে সুজি খাওয়া ভাল; কিন্তু হালুয়া হজম করিতে একটু বেগ পাইতে হয়। কেননা, উহার বহিরাবরণে ঘি প্রবেশ করিয়া উহার ভিতরকে লালানিষিক্ত করিতে বাধা দেয়। তবে ময়দা হইতে আটা যে ভালো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেননা, আটার সঙ্গে যে জিনিষ থাকে, তাহা পাকস্থলীকে সতেজ রাখে।

(৪) মাংস—

মাংসে রক্তের চাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, হজম করাও শক্ত। আমরা উহার সঙ্গে এত বেশী মসলা ঘি দিয়া থাকি যে, রসনার পক্ষে উহা যথেষ্ট আনন্দদায়ক হইলেও, স্বাস্থ্যের পক্ষে উহা আদৌ অনুকূল নহে। বেশী উত্তাপে ইহাকে জাল না দিয়া অল্প উত্তাপে অনেকক্ষণ ধরিয়া জাল দিলেই ভাল হইবে।

(৫) মাছ—

ইলিশ প্রভৃতির ন্যায় তেলযুক্ত মাছ ত্যাগ করিয়া কই, মাগুর ইত্যাদি মাছ খাওয়া অনেক-গুণে ভাল। বেশী দিন জীয়াইয়া রাখা মাছ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে।

(৬) ডিম—

কাঁচা ডিম সহজ পাচ্য; সিদ্ধ কিংবা রান্না করিলে উহা হজম করিতে একটু বেগ পাইতে হয়। পরিপুষ্টির জন্যও ইহা ব্যবহার করিতে পারা যায়; ব্র্যাণ্ডি, দুধ প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রণ করিয়া ইহা অবাধে খাওয়া যাইতে পারে।

(৭) দুধ—

কাঁচা দুধ তাজা তাজা অবস্থায় (অর্থাৎ জাল না দিয়া) খাওয়াই ভাল; আস্তে আস্তে চুমুক দিয়া খাইবে। তাহা হইলে লালাসংস্রবে হজমের সুবিধা হইবে। অনেকে দুধ হজম করিতে পারে না; দোষ দুধ খাওয়ায় নহে, দুধ খাওয়ার পদ্ধতির। যদি উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়ার পরে দুধ খাওয়া যায় কিংবা খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া যায়, তাহা হইলেই হজমের বিঘ্ন ঘটিবে। বস্তুতঃ, দুধের মত স্বাস্থ্যকর আহার খুব কমই আছে। বাজারে ইহার পরিবর্ত্তে যে সমস্ত অনুরূপ দ্রব্যাদি মিলিয়া থাকে, তাহাতে ভিটামিন থাকে না; কাজেই উহা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

দধি খাওয়া খুব ভাল; উহাতে পেটের গণ্ডগোল দূরীভূত হয়। ইহাকে ঘোল করিয়া

খাওয়াও চলিতে পারে। অনেকে বলেন যে ইহাতে Intestinal flow নষ্ট হইয়া থাকে।

ছানা—

ইহাতে খুব বেশী পরিমাণে প্রোটীন পাওয়া যায়। কাজেই যাহারা মাংস খাইতে অভ্যস্ত নহে, তাহারা উহার স্থল ছানা দিয়া পূরণ করিতে পারে।

ফলমূলাদি—

ইহাতে ঝিল্লিসমূহ শান্ত থাকে এবং শরীরের অভ্যন্তরে যে সমস্ত আবর্জ্জনা থাকে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। সমস্ত দেহযন্ত্রে অ্যাল্‌কালিন সল্ট দিয়া উহাকে সতেজ রাখিতে সহায়তা করে। জোটিওকো বলেন যে, ইহাতে ইউরিক এসিড দ্রবীভূত হয়। নানাপ্রকার তেল এবং অন্যান্য উপাদান থাকার জন্য ফল হইতে সুগন্ধ বহির্গত হয়। ফলকে প্রকৃতির হাত হইতে তাজা থাকিতেই গ্রহণ করা হয়; ইহা সমস্ত শরীরের পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। যাহাদের শরীর খুব ভারী এবং অল্প পরিশ্রমেই কাতর হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে ফল খাওয়া খুব উপকারী। ইহাতে শরীরের ওজন কমাইয়া দেহকে কর্ম্মপটু করিয়া তুলিবে। কমলালেবু, ন্যাশপাতি, আতা, আঙুর প্রথম শ্রেণীর ফল এবং ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বর্ত্তমান আছে। যে ব্যক্তি ফলমুল খাইয়াই জীবন ধারণ করে, তাহার ওজন হ্রাস হওয়া অবশ্যম্ভাবী; কেননা, ইহাতে শরীরের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা দূরীকৃত হইয়া দেহ হাল্কা হইয়া থাকে।

কিরূপে পান করিবে—

ভারী এবং তরল জিনিষ একসঙ্গে খাইবে না; উহাতে উদর অস্বস্তি বোধ করিবে। ভারী জিনিষ খাওয়ার অন্ততঃপক্ষে একঘণ্টা পর তরল পদার্থ পান করিবে, কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি খাইতে প্রয়াস করিও না। উহাতে স্বাস্থ্যের হানি ঘটে; আস্তে আস্তে চুমুক দিয়া খাওয়াই ভাল। অনেকে রৌদ্র হইতে আসিয়া কিংবা খুব বেশী পরিশ্রম করিয়া আসিয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া জল খাইতে থাকে। ইহা খুব অন্যায়। প্রথমে কুলকুচি করিয়া তারপরে আস্তে আস্তে চুমুক দিয়া জলপান করিবে। জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থ সমস্ত দেহযন্ত্রকে ধৌত করিয়া দিয়া যায়; কাজেই কিড্‌নীর কাজ ঠিকমত চলিতে থাকে, মূত্রপ্রবাহও সহজ হয়। ২৪ ঘণ্টায় আমাদের অন্ততঃপক্ষে ২ সের জল খাওয়া উচিৎ।

প্রধান আহারের পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। খাওয়া দাওয়ার ঠিক পরেই ছুটাছুটি করিলে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হইবে।

মোট কথা, জীবনের তিনটি স্তরে নিম্নলিখিত খাদ্য গ্রহণ করিবে:—

(১) জীবনের প্রথম ২৫ বৎসরে অর্থাৎ দেহ যখন শীঘ্র বাড়িতে থাকে, তখন পেশীবৃদ্ধি করিবার উপযোগী প্রোটীনযুক্ত খাদ্য যেমন, মাছ, মাংস, ডিম, প্রভৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(২) পূর্ণ যৌবনকালে মানুষকে ক্রিয়াশীল করিবার উপযোগী চর্ব্বীযুক্ত আহার গ্রহণ করাইবে।

(৩) বৃদ্ধবয়সে কার্ব্বোহাইড্রেটের মত খাদ্য ভোজন করাই যুক্তিসঙ্গত।

বেকার সমস্যার প্রতিকার

(শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী)

বাংলার যুগ পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত। নবযুগের প্রারম্ভে কৃষকের অভ্যুত্থান ও বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কৃষক-অর্থ-পুষ্ট মধ্যবিত্ত, কৃষকের নিকট হইতে ভবিষ্যতে কোন অর্থ পাইবার আশা করিতে পারেন না। কারণ, কৃষকের দেওয়া শক্তি ও ইচ্ছা দুই-ই চলিয়া গিয়াছে। বেকার অক্টোপাস যে তাহার বহু শুণ্ড দ্বারা এই মধ্যবিত্ত পরগাছা সম্প্রদায়কে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে তাহার কবল হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় সঙ্ঘবদ্ধ যন্ত্রকৃষি।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্তকে কৃষি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইলে, পরিবার পিছু অন্ততঃ পঞ্চাশ বিঘা জমি উন্নত প্রণালীতে (অর্থাৎ যন্ত্রাদি সাহায্যে, জল সেচন ও সার প্রয়োগ দ্বারা) আবাদ করা দরকার। বাংলায় আন্দাজ ছয় কোটী বিঘা জমিতে কৃষক চাষ করে ও ইহা ছাড়া আন্দাজ তিন কোটি বিঘা জমি কৃষি-কার্য্যের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য যদি ৫০ বিঘা জমি দেওয়া যায় তাহা হইলে এই তিন কোটি বিঘা জমি দ্বারা ছয় লক্ষ মধ্যবিত্ত পরিবার নিজের আবাদের উপর নির্ভর করিয়া অতি স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে। বাংলায় অনুমান দশ লক্ষ মধ্যবিত্ত পরিবার আছে, তাহার মধ্যে যদি ছয় লক্ষ পরিবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৃষির উপর নির্ভর করিতে পারে তাহা হইলে মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হয়।

যন্ত্র কৃষি দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিন কোটী বিঘা আবাদ করিলে অন্ততঃ ছয় কোটী বিঘার সমান ফসল হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় অনুমান ছয় কোটী বিঘা জমিতে আবাদ হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জঙ্গলা তিন কোটী বিঘা জমি চাষ করিলে বাংলায় কৃষি সম্পদ দ্বিগুণ হইবে এবং পরগাছা মধ্যবিত্ত ও জমিদার, যাঁহারা এতদিন কৃষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা অতি সত্বরই স্বাবলম্বী হইতে পারিবেন। একটু চেষ্টা করিলে জমি অতি অল্প দামেই বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উন্নত প্রণালীর চাষের জন্য যথেষ্ট মূলধন দরকার। ট্রাক্টার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদি, জলসেচন যন্ত্রাদি, ভাল সার ও বিছনের ব্যবস্থা এই সমস্তেই মূলধনের প্রয়োজন। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে এই মূলধন সংগ্রহ করা অসম্ভব। কো-অপারেটীভ প্রণালীতে একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিলেই এই মূলধনের অভাব দূর হইতে পারে।

বাংলার বহু স্থানে এক সঙ্গে দশ-পনেরো

হাজার বিঘা জমি পাওয়া যাইতে পারে। যৌথ কোম্পানী করিয়া এই জমির মধ্যভাগে প্রথমে একটী কেন্দ্রীয় কৃষিফার্ম্ম করা দরকার। এই ফার্ম্মে যাবতীয় কলকব্জাদি থাকিবে। ইহা ছাড়া কৃষি-শিল্পের (agricultural industry) জন্য কারখানা থাকিবে। কেন্দ্র কৃষি ফার্ম্মের অংশীদারগণ পঁচিশ হইতে একশত বিঘা জমি লইয়া কেন্দ্র-ফার্ম্মের পাশে পাশে ফার্ম্ম করিবেন। এই ভদ্র কৃষকগণ কেন্দ্র-ফার্ম্ম হইতে যন্ত্রাদির সাহায্য পাইবেন ও তাঁহাদের উৎপন্ন শস্য কেন্দ্র ফার্ম্মের কারখানায় বিক্রী করিতে পারিবেন।

উদাহরণঃ—একটী ভদ্র কৃষকের পঞ্চাশ বিঘা জমি আছে। তিনি পঁচিশ বিঘা জমিতে জীবন ধারণের উপযোগী যাবতীয় শস্য উৎপাদন করিবেন, যেমন ধান, গম, সরিষা, গাভীর খাদ্য ইত্যাদি। আর বাকী পঁচিশ বিঘায় একটী লাভবান শস্য উৎপাদন করিবেন যথা—আক (প্রত্যেক বিঘায় খরচ বাদে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা লাভ হয়)। চাষের সময় কেন্দ্র-ফার্ম্মে অর্ডার দিলে তাহারা কলকব্জাদি দ্বারা ভদ্রকৃষকের জমি চাষ করিয়া দিবে এবং ফসল তৈয়ারী হইলে দরকার মত কাটিয়াও দিবে। কেন্দ্র-ফার্ম্মের

চিনির কারখানা থাকিবে। তাহাদিগের নিকট আক বিক্রয় করা চলিবে। অর্থাৎ ভদ্রকৃষক ফসল জন্মান ও বিক্রয় সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্র-ফার্ম্ম হইতে সাহায্য পাইবেন।

একমাত্র পূর্ব্ব প্রণালীতেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এবং আগত যুগ-পরিবর্ত্তনের সময় (যখন গতানুগতিক ভাবে চলিলে তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী) তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন। পৃথিবীর সব কাজ আজকাল এত জোরে হইতেছে যে কোন যুগই কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের বেশী স্থায়ী হইতে পারে না। কৃষি হিসাবে রেশম ও নীলের যুগ চলিয়া গিয়াছে। আমরা তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারি নাই। চা ও পাটের যুগ চলিয়া যাইতে বসিয়াছে। ইহাতেও বিশেষ সুবিধা হইল না। বাংলায় চিনি ও তুলার যুগ আসিতেছে। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে এই যুগ-দেবীকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে। হয়ত বিশ বৎসরের বেশী এই যুগ থাকিবে না। এই বিশ বৎসরে বাঙ্গালীকে দাঁড়াইতে হইবে।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের আজ দুর্দ্দিন উপস্থিত। স্বল্প বেতন-ভোগী, বা অল্প উপার্জ্জন-শীল দরিদ্র মধ্যবিত্তই, এই ওলট-পালটের সর্ব্বপ্রধান বলি। মোটা বেতনভোগী বা উপার্জ্জন-শীল মধ্যবিত্ত, যিনি দস্যু তস্করকে ফাঁকি দিয়া মাটির নীচে কিছু সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি হয়ত দুই-চারি বৎসর যুঝিতে পারিবেন। কিন্তু সামান্য উপার্জ্জনশীল মধ্যবিত্ত প্রলয়ের প্রথম ঝাপটাতেই পঙ্গু হইয়া যাইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বল্প-উপার্জ্জনশীল, বহুগোষ্ঠী-প্রতিপালনকারী মধ্যবিত্ত সেই দুর্দ্দিনের জন্য কি বন্দোবস্ত করিতেছে? কে তাহাকে সেই দুর্দ্দিনে বাঁচাইবে? কাঁচা সোণা তাহার আর নাই, সব সাগর পারে বিলাইয়া দিয়া সে আজ নিঃস্ব; সুতরাং একমাত্র মাটীই আজ তাহাকে বাঁচাইতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ যন্ত্রকৃষিই আজ তাহার দুর্দ্দিনের একমাত্র অবলম্বন।

বেকার বাঙ্গালী

("ব্যবসা ও বাণিজ্য" বৈশাখ ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষাংশ)

(শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু)

যে-সকল কারণে শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ বেকার হইয়া বসিয়া আছে, তাহার সমালোচনা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধে করিয়াছি। এই বেকার সমস্যা যে শুধু বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ তাহা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা সংক্রামিত হইয়াছে। অবশ্য আমরা (unpractical) অ-করিৎকর্ম্মা জাত বলিয়া বাংলা দেশে যে এই সমস্যা অতিশয় সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একমাত্র এই কলিকাতা সহরেই ৬ হাজার গ্রাজুয়েট বেকার অবস্থায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার একটি মস্ত কারণ আছে; আজকাল যে সকল দূরদর্শী, প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচারে জগতের চিন্তাস্রোতকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন—This century of machinery in rapid progress has made the world unfit for living. এই শতাব্দীর উত্তরোত্তর উন্নতিশীল যান্ত্রিকতা জগৎকে বসবাসের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

যে দিন হইতে মানুষ ভগবৎসৃষ্ট (God-mae) মেসিন ছাড়িয়া মানব-সৃষ্ট (man-made) মেসিন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেদিন হইতে জগতে আপামর সাধারণের দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাতে যে ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনী সম্প্রদায়ের পেট মোটা হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই হেতু বর্ত্তমান জগতের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে অর্থ সঙ্কট। ধনী দরিদ্র শ্রমিককে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অংশ স্বরূপ করিয়া, দিবা-রাত্র গাধার খাটুনি খাটাইয়া কেবলমাত্র আধ পেটা খাইতে দিয়া তোফা আরাম কেদারায় ইলেকট্রিক ফ্যানের নীচে বসিয়া ব্যবসায়ের মোটা লাভে নিজের ভুঁড়ি মোটা করিতেছে, আর হতভাগ্য কর্ম্মচারী ও কারিগরগণ, যাহাদের না হইলে ধনিক সম্প্রদায়ের মেসিন অচল হইয়া পড়িয়া থাকিত, উপযুক্ত অন্নবস্ত্র ও শিক্ষা দীক্ষার অভাবে কেহ নানাপ্রকার রোগ-ব্যাধিতে মরিতেছে, কেহবা ভূত-প্রেতের আকারে কঙ্কাল অবশিষ্ট হইয়া বাঁচিয়া আছে।

যান্ত্রিকতার পীঠস্থান আমেরিকা ও ইউরোপের দিকে তাকাইলেই আমরা উক্ত বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। আমেরিকায় একদিকে টাকার তুঙ্গ যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে তেমনি টাকার আড়তদার অসংখ্য ব্যাঙ্ক ও কারবার দেউলিয়া হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান অর্থ নীতি প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতা রূপ (Race horse) রেস্ ঘোড়ার সাহায্যে

জগতটাকে জুয়া খেলার আড্ডা করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য ছোট খাটো জুয়াড়েরা আইনের কবলে পড়িলেও পড়িতে পারে, কিন্তু বড় বড় জুয়াড়েদের সাত খুন মাপ। বিশেষ এই যন্ত্র সংশ্লিষ্ট জুয়া বা লটারির দুইটি দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং চিন্তা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহা উভয় দিকেই মানুষের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা প্রত্যেক কল কারখানায় গৃহশিল্প-জীবি লাখ লাখ লোকের অন্ন ধ্বংস করিয়া কেবল মাত্র অল্প সংখ্যক লোককে ধনী করিতেছে —আর কতিপয় লোকের অতি গরীবানা হালে অন্ন-সংস্থান করিতেছে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী ও কুলিমজুর। আর যাহাদের অন্ন মারিতেছে, তাহারা বর্ত্তমান যুগের unemployed বা বেকারের দল।

যদি Live and let others live—নিজেও বাঁচিয়া থাক, অপরকেও বাঁচিয়া থাকিতে দাও—মনীষিদিগের এই মহৎ বাক্য মানবের যদি আদর্শ হয়, তবে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, মানুষ আজ কি পরিমাণ আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে! মানবাত্মায় বিবেকহীন পশুভাবের জন্য দায়ী বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান বা

Science. বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিতে যাইয়া যেমন একদিকে সে মস্তিষ্কের বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তেমনি অন্য দিকে মানবকে মানবতার গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হইলে যে সকল হৃদয়ের উৎকর্ষের প্রয়োজন তাহা সে প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে অধুনা হৃদয়ের উৎকর্ষকে জলাঞ্জলি দিয়া মানুষ আজ তথাকথিত মস্তিষ্কের উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহারা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের বলে সভ্যতা বা Civilisation এর অহঙ্কারে মরিতেছেন, তাঁহারা কি মনোভাব লইয়া ঐ সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-পাতি অর্থোপার্জ্জনের প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা কাহারো জানিতে বাকী আছে কি?

উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, ৫ হাজার মণ ধানকে ঢেঁকি ছাঁটা করিতে যে পরিমাণ কুলি-মজুর দরকার, তাহা কলে ছাঁটিয়া চাউল করিতে তাহার সিকি পরিমাণ মজুরেরও আবশ্যক হয় না—অথচ কলে ছাঁটা চাউলটি দেখিতে দুধের মত সাদা ধপ্‌ধপে হইল, খরিদ্দারের দেখিবামাত্রই তাহা কিনিবার ইচ্ছা জন্মিবে। কল প্রস্তুতকারীর প্ররোচনা ধনী দেখিলেন, ইহা অপেক্ষা অর্থ উপার্জ্জনের স্বর্ণ সুযোগ আর কি আছে? কল প্রস্তুতকারী সর্ব্বগ্রাসী কুমির, সে এক গ্রাসে নৌকা ও আরোহী দুইই একত্রে গিলিয়া ফেলে! কল প্রস্তুতকারী পরীক্ষা করিয়া হাতে কলমে ধনীকে বুঝাইয়া দিল, ইহাতে তোমার কলের মূল্য বাবদ আপাততঃ কিছু টাকা লাগিবে বটে, কিন্তু তোমার মজুরের খরচ বারো আনা বাঁচিয়া যাইবে, 'অয়েল' ইত্যাদির খরচও সামান্য—সুতরাং রাতারাতি বড় লোক হইতে যদি চাও, তবে অবিলম্বে আমাদের এই কল কিনিয়া ব্যবসায় সুরু কর। দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে না কলওয়ালা, না ধনী কেহই চিন্তা করিল না যে এই ব্যবস্থার ফলে শতকরা ৭৫ জন মজুরের যে দরকার হইবে না—ঢেঁকি ছাঁটা করিলে যাহাদের পরিশ্রম ছাড়া উক্ত কাজ হইত না, তাহারা কোথায় যাইবে? তাহারা ত' এই সমাজ শরীরের একটা অঙ্গ। আমি স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের অন্ন ধ্বংস করিয়া যে বড় লোক হইতে চাইতেছি—যখন বিধাতা আমার নশ্বর জীবনকে অভিশপ্ত করিবেন, তখন কে আমার অর্থ উপভোগ করিবে?

আর ইহাতে ফল কি হইল? অল্পদিন পরেই ঐ দুধের মত সাদা, কলের চাউল খাইয়া গণ্ডারের মত শরীরের চামড়া মোটা হইয়া বেরি-বেরি দেখা দিল। ডাক্তার বলিলেন—সাবধান, যদি বাঁচিতে চাও তবে ঢেঁকিছাটা চাউল খাও যাহাতে 'ভিটামিন' আছে।

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম, অসংখ্য আপাতঃ সুবিধার ধন্বন্তরি কল পরিচালক মহাশয় শতকরা ৭৫ জন গরীব লোককে নিরন্ন করিয়া কেবল নিরস্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে দুরারোগ্য "বেরিবেরির" আক্রমণে উক্ত চাউল ভক্ষণকারী শতকরা ৭৫ জনকে হয়ত যমালয়েও পাঠাইয়াছেন। এ সকল নিজ চোখে দেখিয়াও যদি আপাতঃ সুবিধার মোহে পড়িয়া আমরা বিষময় পরিণামের কথা চিন্তা না করি, তবে তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য! যদি মনশ্চক্ষু খুলিয়া দেখি, তবে আমরা এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রায় প্রতি বিষয়ে, প্রতি কল-কারখানার ব্যাপারে দেখিতে পাই।

সুপ্রসিদ্ধ মনীষী, ভাব-জগতের বিপ্লবকারী বার্ণাড'স বলিয়াছেন—'Now you are

mastering the machinery, but the time will come, whem the machinery will master yon'—'এখন তোমরা কল-কারখানার প্রসার বিস্তার করিয়া প্রভুত্ব করিতেছ, কিন্তু যখন সময় আসিবে কল-কারখানাই তখন তোমাদের উপরপ্রভুত্ব করিবে'। 'চিন্তা করিলে বর্ত্তমান যুগের হুবহু উন্নতিশীল, সুবিধার আকর মেসিনারি যেমন একদিকে মানুষকে আপাতঃ সুখ-সুবিধার গ্যারাণ্টি দিয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তেমনি অন্য দিকে মানুষকে জীয়ন্ত ধ্বংসও (Crush) করিয়া ফেলিতেছে। বাংলার বা ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে জন-সাধারণ কখনো এরূপ ঘোর দুরবস্থাগ্রস্ত, অন্ন-বস্ত্র হীন হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়না।

রেলওয়ে যখন প্রথম এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন রেলওয়ে যাতায়াতে সুবিধা ছাড়াও যে আরো শত শত সুবিধা আছে, তাহা লোকমুখে সর্ব্বদা মুখরিত হইত। রেলে চাপিয়া ঘণ্টার পথ মিনিটে যাওয়া যায়—এ-ত' হইল সবচেয়ে বড় সুবিধা। তারপর কোনো স্থানে দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা হইলে অচিরাৎ অন্য স্থান হইতে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিয়া লোকের প্রাণ রক্ষা করা যায়। কোনো কোনো স্থানে কোনো কোনো দ্রব্য প্রাকৃতিক সহায়তায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে; তাহা সমভাবে চারিদ্দিকে চাহিদা অনুসারে চালান (distribute) দেওয়া হলে। বহু দূরস্থ তীর্থাদি দর্শন করিতে যাত্রীরা অল্প সময়ে পঁহুছিতে ও ফিরিতে পারে। ব্যবসায়ীরা অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশে যাইয়া আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। কোথাও মড়ক লাগিলে অতি শীঘ্র চিকিৎসক ও ঔষধ পাঠান

যাইতে পারে। কোথাও অকস্মাৎ যুদ্ধাদি বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইলে অতি অল্প সময়ে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়;—ইত্যাদি যে সকল সুবিধার কথা বলিলাম. তাহা একেবারে অস্বীকার করা চলে না! কিন্তু এই সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে যাইয়া আমাদের সকল বিষয়ে কি পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে. তাহাও আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। স্থূলকথা, যদি সুখ সুবিধা ও শান্তি লাভ করা মানুষের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার উদ্দেশ্য হয়, তবে রেলওয়ে প্রবর্ত্তনের ফলে দেশের সুখ সুবিধা বাড়িয়াছে না কমিয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। এক তরফা বিচার করিলে সুখের মাত্রাই বেশী মনে হয়; কিন্তু দুই পক্ষের বৃত্তান্ত শুনিয়া যদি রায় দিতে হয়, তবে দেখা যায়. ইহাতেও অত্যন্ত যান্ত্রিকতার প্রভাবে সাধারণ লোক বর্ত্তমান সময়ে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদেরই সংখ্যা ভারতে শতকরা ৯৫ জন। ইহারা আজ দরিদ্রতার পাড়নে অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও অনাহারে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিতেছে।

"The characteristic of the British rule in India is that the rich are becoming richer and the poor are poorer—ভারতে ইংরেজ রাজত্বের বিশেষত্ব এই যে ধনীগণ অধিকতর ধনবান, ও দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হইতেছে—ইহা একজন বিশিষ্ট, ভূয়োদর্শী ইংরেজের উক্তি। কিন্তু ইহার জন্য ইংরেজ রাজত্ব যতদূর দায়ী, এই বিবিধ বিপুল যান্ত্রিকতা ততোধিক বেশী দায়ী। ভারতবর্ষ হইতে রেলওয়ে এবং অন্যান্য মেসিন যেমন অপরিমেয় অর্থ শোষণ (Drain) করিয়া বিদেশে লইয়া গিয়াছে, আর কিছুতে তেমন পারে নাই। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে ধনী লোকেরা রেল ষ্টীমারের সাহায্যে দেশ বিদেশে কাজ কারবার করিয়া কিছু লাভবান হইলেও সাধারণ লোকের হাতে দেশীয় নৌ-যান ও গো শকটাদি সাধারণতঃ যে সকল ব্যবসা ছিল, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাহারা ঐ সকল কাজে লিপ্ত ছিল, যাহারা ঐসব কাজ কারবার করিয়া দৈনিক ২।৩ টাকা উপার্জ্জন করিত, এখন তাহারা রেলওয়ে ষ্টেশনের খালাসীগিরি বা কলের মজুরি করিয়া দিন ৮।১০ আনার বেশী উপায় করিতে পারে না। তারপর সকলের চাকুরীও আবার জুটে না।

রেলওয়ে বিস্তারের দ্বারা আরও যে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। ঘন ঘন রেল লাইনের দ্বারা নদী নালা প্রভৃতি দেশে যে সকল স্বাভাবিক জল প্রণালী ছিল, তাহা অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়ায় দেশের শস্যের ফলন যেমন কমিয়া গিয়াছে, তেমনি ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্যাধিতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। নদী নালাগুলি দেশের পক্ষে মানব শরীরের শিরা-ধমনীর মত কাজ করে। শিরা ধমনীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হইলে যেমন সে মানুষ বাঁচিতে পারে না, তেমনি নদী নালার স্বাভাবিক স্রোত অবরুদ্ধ হইলেও সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। 'রেলওয়ে' একটা উদাহরণ স্বরূপ বলা হইল। অন্য সকল এই শ্রেণীর মেসিন এই দুরবস্থার জন্য কম দায়ী নহে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

নারিকেলের দড়ি

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

দড়ায় আলকাতরা লাগান

এখন রজ্জুতে আলকাতরা লাগাইবার কথা বলা যাইতেছে। কখনো কখনো দড়ার এক ফেরতা পাক কমাইয়া লইয়া উহাকে কেটলীস্থ গরম আলকাতরার মধ্যে ডুবাইয়া লইতে হয়। রজ্জুর গায়ে বেশী পরিমাণে আলকাতরা লাগিয়া গেলে উহাকে জীর্ণ দড়ির বর্ডার দেওয়া একটী ছিদ্রের মধ্য দিয়া টানিয়া লইতে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাকে ফেটির মত ব্যবহার করিয়া একটী ক্যাপষ্টাম বা ভার উত্তোলনকারী যন্ত্রের সাহায্যে আলকাতরা কেটলীর ভিতর দিয়া সমপরিমাণ জোরে টানিয়া নেওয়াই দস্তর। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, আলকাতরায় জাল দেওয়া যেন খুব আস্তে কিংবা জোরে না হয়। ইহার জন্য যে রজ্জু ব্যবহৃত হয় তাহাতে গুণের চেয়ে বেশী আলকাতরা লাগানই উচিৎ; টানা হেঁচড়া করিবার জন্য যে রজ্জু ব্যবহার করা হয়, তাহাতে গায়ে আলকাতরা সাধারণ ভাবে লাগাইয়া দিলেই যথেষ্ট। তবে ইহা অতি সত্য কথা যে, জলে আলকাতরা মাখা দড়ি সহজে কোন অনিষ্ট সাধিত না হইলেও, উহার শক্তি আলকাতরা না দেওয়া নূতন রজ্জুর চেয়ে অনেক কম।

আধুনিক উপায়

যন্ত্রসভ্যতার যুগের সকল কাজেই দৈহিক পরিশ্রম লাঘব করা সুরু হইয়া গিয়াছে, রজ্জু-নির্ম্মাণ প্রণালীতেও তাই মেসিন আসিয়া মানুষের হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করিলে উহা যেমন সূক্ষ্ম ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তেমনি আবার অনেক হাঙ্গামার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। হাত দিয়া দড়ি নির্ম্মাণ করিতে গেলে যে সুদীর্ঘ রাস্তার প্রয়োজন হইত, মেসিনের সাহায্যে কাজ করিলে উহার প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভূত হয় না।

আধুনিক একটী মেসিনের সাহায্যে দড়ি নির্ম্মাণ করিতে গেলে, নিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসৃত হইবে:—

১। প্রথমতঃ তন্তুগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সজ্জিত রাখিতে হইবে এবং উহাদিগকে লৌহ-শলাকাস্থিত ঘূর্ণায়মান চক্রের নলী হইতে টানিয়া লইতে হইবে। এইরূপ করিলে মূল রজ্জু প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক তন্তুগুলিতে পাক পড়িতে থাকিবে।

(২) অতঃপর উহাদিগকে একটী রেজিষ্টার যন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। রেজিষ্টার অন্তর্গত ছিদ্রসমূহের চক্রাকার সেল গুলিই তন্তুগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে রাখিয়া দিবে। গুণের মধ্যভাগের দূরত্বের অনুপাতে সেলগুলির (shell) সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) গুণ চাপিয়া শক্ত করিবার জন্য এবং ইহার বহিস্থ সিলিণ্ড্রিক্যাল আকার ঠিক

রাখিবার জন্য একটী টিউব ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) রেজিষ্টারে কাজ চলিবার সময় গুণের মধ্যভাগের দিকে সমান্তরাল লাইন টানিলে উহা সেলের বহিরস্থ তন্তুর সহিত যে কোণ বা angle সৃষ্টি করিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটী গজ (gauge) ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) অতঃপর গুণ শক্ত করিবার জন্য সেলের বহিরস্থ কোণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

আর একপ্রকার মেসিন আছে তাহাতে গুণে যতটা পাক দেওয়া দরকার ঠিক ততটা পরিমাণ পাকই পাওয়া যাইয়া থাকে। এই মেসিন দিয়া কাজ করিলে কাজ বেশ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, সঠিক মত চাপ পড়িয়া স্থিতিস্থাপকতার ভাবও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ছোব্‌রা ও ছোবরার দড়ি

ছোব্‌রা হইতে দড়াদড়ি ছালা, চাটাই কার্পেট র‍্যাগ,কুশান প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে পারে।

আমাদের দেশের যুবকদের এইদিকে একটী বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, কাজেই আমরা মান্দ্রাজ ইণ্ডাষ্ট্রিস্ ডিপার্টমেণ্ট হইতে প্রকাশিত এতৎসম্বন্ধীয় একটী বুলেটিনের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ছোব্রার দড়ি

ছোব্রা হইতে দড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে, নারিকেলের খোলের উপর হইতে আঁশগুলি ছাড়াইয়া লইতে হইবে। ইহার জন্য দুইটী উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন :—

(ক) নারিকেলের খোসাটীকে নরম করিয়া লইবার জন্য উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখা দরকার (খ) অতঃপর উহাকে মুদ্গর দিয়া পিটাইলে আঁশগুলি সহজেই আলগা হইয়া আসিবে।

যত বেশীক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখা যাইবে ততই উহাকে পিটাইয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া আসিবে। এই কারণের জন্যই দুই প্রকারে ছোব্রার দড়ি নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে; জলে বেশীক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া যে ছোবড়ার দড়ি নির্ম্মিত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহাকে ভিজে ছোব্রা দড়ি নাম দেওয়া যাইতে পারে। অল্প একটু সময় ভিজাইয়া রাখিয়া খুব পিটুনীর পর যে দড়ি নির্ম্মিত হয় তাহাকে শুক্নো ছোব্রা দড়ি নাম দেওয়া যাইতে পারে।

ভিজে ছোবড়ার দড়ি

এই দড়ি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে —

নারিকেল হইতে খোসা ছাড়াইয়া লইয়া উহাকে খালের তীরের গর্ত্তের ভিতরে পুঁতিয়া রাখিতে হয়। এই সকল গর্ত্তের মধ্যে খোসা গুলি ভালরূপে বিছাইয়া দেওয়া হইলে তাহার উপরে নারিকেলের পাতা সজ্জিত করিয়া বড় বড় পাথর চাপা দিতে হয়; নতুবা খোসাগুলি জলে সিক্ত হইয়া ফুলিয়া পরে উপরেরদিকে উঠিতে পারে। উহাদিগকে বড় ভাসমান ঝুড়িতে করিয়া খালে রাখিলেও চলে। অথবা নদীতীরস্থ একটী খাঁচার ভিতর ভরিয়া দিলেও চলিতে পারে। কিন্তু গর্ত্তেই থাকুক, আর ঝুড়ি কিংবা খাঁচার ভিতরই থাকুক, উহাদিগকে ঐ অবস্থায় ৭ হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে বেশী ভিজিয়া গিয়া আঁশগুলি পচমান না হয়; তাহা হইলে উহার দাম অনেক কমিয়া যাইবে। অল্প সময় ভিজাইয়া রাখিলে আবার আঁশগুলি ছাড়ানও সহজ হয় না; কাজেই সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

খোসাগুলিকে খালে ভিজাইয়া রাখিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আঁশ পাওয়া যাইতে পারে; কেননা, এখানে জলের জোয়ার ভাটার সম্ভাবনা যেমন বেশী তেমনি লবণাক্ত জল পাইবার সম্ভাবনাও কিছু কিছু আছে। যে খারাপ গ্যাস আঁশ-গুলির বর্ণ সচরাচর নষ্ট করিয়া থাকে তাহা জোয়ারের জলে ধৌত হইয়া যায়; জলীয় লবণও আঁশগুলির পচমান ভাবটা কাটাইয়া তুলিতে সহায়তা করিয়া থাকে। কর্দ্দমের অংশ যদি জলে থাকে, তাহা হইলে উহা খোসাকে সহজেই নরম করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। পরিস্কার জলেও খোসাকে রাখিয়া দেওয়া চলিতে পারে; কিন্তু উহাতে রজ্জুর শক্তি ও বর্ণ বেশী প্রখর হয় না।

খোসাকে মাস সাতেক কিংবা তদূর্দ্ধকাল জলে ভিজাইয়া রাখিলে, উহার বহিরাবরণ নরম হইয়া আসে এবং সহজেই উহাকে ছাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। খোল হইতে আঁশ ছাড়াইয়া লইবার জন্যও উহাকে বেশী পিটাইবার প্রয়োজন হয় না।

(ক্রমশঃ)

রেশমের কথা

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী

রেশম শিল্প এদেশের বিশেষ করিয়া বাংলার একটী প্রাচীন শিল্প। চীন দেশ আদিম উৎপত্তি স্থল হইলেও ক্রমে জাপান ও এ দেশ হইয়া আরব তুর্কীস্থান প্রভৃতি হইয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহার প্রবর্ত্তন হয়। ইহা এক সময় বাংলার একটী প্রধান শিল্প ছিল। নিজের দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া বহু টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি করিয়া দেশে বহু অর্থাগম হইত। কিন্তু গত শতাব্দী হইতে ইহার অবনতি হইয়া এখন দশা শোচনীয় হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের অভাব, সমবায়নীতি পরিচালনে অজ্ঞতা, এবং গভর্ণমেণ্টের উপযুক্ত যত্নের ত্রুটী। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বীরভূম, বাঁকুড়া এই সব জেলায় স্থানে স্থানে এখন রেশম শিল্পের চাষ হয় বটে, কিন্তু অন্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিয়া ইহার যে বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে তাহার তুলনায় এদেশে ইহা নগণ্য। আজকাল জগতের রেশমের বাজার জাপান ও চীন দ্রুত দখল করিতেছে। ইউরোপের অনেক যায়গায় বিশেষতঃ ফ্রান্সে নকল বা কৃত্রিম রেশম (রেয়ন) সস্তায় তৈরী হইলেও তাহা টেকসই এবং অন্যান্য গুণে স্বাভাবিক রেশমের অনেক নীচে। আসল রেশমের চাহিদা এজন্য দিন দিন বাড়িতেছে। আমাদের দেশের গ্রামের উন্নতি এবং আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের এই প্রাচীন শিল্প কিসের অভাবে এখন হতশ্রী হইল তাহা সন্ধান করা ও আলোচনা করা উচিত।

মান্দালয় কৃষি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ জাপান ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে নিজে গিয়া রেশম শিল্প সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার দুইখানি বই "বাঙ্গলার সমস্যা" ও "জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে" সুচিন্তিত অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। "বাঙ্গলার সমস্যায়" এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শিল্পে উন্নতি করিতে না পারিলে দেশ দরিদ্র থাকিবেই। একমাত্র রেশম শিল্প দ্বারাই জাপানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক জীবিকা অর্জ্জন করে এবং ইহাই জাপানের প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাগমের উপায়।"

রেশম তৈরীর প্রণালীর মোটামুটী আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে এখানে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎপন্ন করা কত দরকারী। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী চালাইতে হইলে তাহা ব্যয় সাপেক্ষ, এবং এইরূপ ব্যয় বহন সমবায় নীতিতে বা সহানুভূতিপরায়ণ

গভর্ণমেণ্ট দ্বারা হওয়াই সম্ভব। যেমন উৎকৃষ্ট ও রোগবীজাণুশূন্য রেশমকীট বা বীজ সরবরাহের জন্য দেশের মধ্যে কয়েকটী স্থানে ব্যবস্থা থাকা দরকার; ইহা করিতে হইলে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমানে উন্নত প্রণালীতে বীজ বা কীট উৎপাদনের ব্যবস্থা সেই সকল স্থানে রাখিতে হইবে। এজন্য যে ব্যয় পড়িবে তাহা একজন রেশম উৎপন্নকারীর পক্ষে বেশী পড়ে। কয়েকটী গ্রামের সমবায় সমিতি হইতে এইরূপ এক একটী ব্যবস্থা হইতে পারে কিম্বা গভর্ণমেণ্ট দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ইহা করিতে পারেন।

রেশম তৈরীর ব্যাপারটীও বেশ কৌতূহলজনক। প্রজাপতি জাতীয় এক রকম কীট তুঁত গাছের পাতা খাইয়া বর্দ্ধিত হয়। কিছুদিন এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়া মুখ হইতে আঠাযুক্ত সুতাবৎ সূক্ষ্ম পদার্থ বাহির করিয়া অনবরত মাথা ঘুরাইয়া নিজের চারিদিক জড়াইয়া গুটী প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে নিজেকে অবরুদ্ধ করে। এই গুটী আর কিছু নয়, জড়ান রেশম। পোকা উহার ভিতর কিছু কাল মৃতবৎ বিশ্রাম করিয়া প্রজাপতিতে পরিণত হইলে একদিকের অংশ কাটিয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। এজন্য সুতা অখণ্ডভাবে পাইতে হইলে ভিতরে পোকাটীকে দমবন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। তারপর গুটীর পাক খুলিয়া কোন উপযুক্ত লাটাইতে জড়াইয়া লইলেই রেশম তৈরী হইল। পরে স্থূলতার প্রয়োজন মত উহা ৪।৫ খেই একসঙ্গে পাকাইয়া লইয়া তাঁতে বয়ন করিলে রেশমের কাপড় হয়।

যে-সব গুটী হইতে ভবিষ্যৎ রেশম বীজ উৎপন্ন করিতে হইবে তাহা প্রথম হইতেই

আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। কালক্রমে ভিতরের কীট উহার একদিক কাটিয়া বাহির হইয়া আসিবে এবং বাহিরে আসিবার কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই স্ত্রীপুরুষ (চোকড়া চোকড়ী) একত্রে মিলিত হইয়া স্ত্রী-কীটের গর্ভসঞ্চার হয়। স্ত্রী কীটগুলিকে তখন আলাদা সংগ্রহ করিয়া ছোট ছোট কাপড়ের থলিতে ভরিয়া ফেলা হয়। তাহার ভিতর কয়েকদিনের মধ্যে ডিম পাড়িয়া স্ত্রী-কীটটী মরিয়া যায়। তারপর দুই চারিটী থলির বীজ বা ডিম থলি হইতে বাহির করিয়া জলে ধুইয়া মৃত প্রজাপতিটীর দেহাংশ ও অন্যান্য ময়লা দূর করিয়া ফেলা হয়। উহা হইতে কয়েকটী বীজ বা ডিম পিষিয়া ফেলিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরিয়া দেখা হয়, যদি সমস্তগুলিই ব্যাধি ও রোগজীবাণুশূন্য দেখা হয়, তবে সেই বীজ ভবিষ্যৎ প্রজননের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হয়। এইরূপ সম্পূর্ণ ব্যাধিশূন্য বীজই ব্যবহারের এবং বিক্রয়ের উপযোগী। পরীক্ষায় শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী ব্যাধিগ্রস্ত বা রোগজীবাণুযুক্ত দেখা গেলেই সেই সব থলির সমস্ত বীজই পোড়াইয়া ফেলা হয়। কারণ কটা বা পেব্রিণ নামক মারাত্মক রোগ ও অন্যান্য রোগ চোকড়ীর (স্ত্রী-কীটের) শরীর হইতে পলুর (সন্তান-কীটের) শরীরে সংক্রামিত হয়।

জীবাণু বিজ্ঞান এবং অণুবীক্ষণ-যন্ত্র এখানে মানুষকে অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আগের মত চাষীকে এখন আর হতাশ হইতে হয় না। সাধারণ কৃষকের পক্ষে এইরূপ পরীক্ষা সম্ভব নয় বলিয়া জাপানে কৃষককে ডিম উৎপাদন করিতে দেওয়া হয় না। গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সমস্ত ডিম উৎপন্ন হয়। প্রায় আট হাজার লোককে ডিম উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়া আছে; ইহাদের প্রত্যেককে ডিম উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট গবেষণা কেন্দ্র হইতে নিখুঁত ডিম দেওয়া হয়।

চাষীরা সেইসব বিশ্বস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিম উৎপাদকের নিকট হইতে ডিম ক্রয় করিয়া কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে (incubator) দ্বারা ফুটাইয়া লয়। পাতলা একটী পাত্রে ডিম রাখিয়া তলায় উত্তাপ ৬৫ ডিগ্রি হইতে ক্রমে ৭৭ ডিগ্রিতে তোলা হয়। ইহার সুবিধা এই, সমস্ত ডিম এক-সঙ্গে ফোটে—এজন্য ইহাদের প্রতিপালন ও গুটী তৈরী কম খরচে হয়। তারপর তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট একটী ঘরে রাখিয়া প্রতিপালন করা হয়; ঐ ঘরের তাপ যাহাতে ৭৭ ডিগ্রি মত থাকে তাহা করা হয়। ঘরটীতে যেন প্রচুর আলো বাতাস থাকে অথচ ভিতরে রৌদ্র আসিয়া পলুর গায়ে যেন না লাগে। জানালা দরজা যথেষ্ট থাকিবে, তাহাতে মাছি প্রভৃতি যেন প্রবেশ করিতে না পারে এইরূপ খুব সরুছিদ্রযুক্ত তারের জালে আটকান থাকে। বাঁশের ডাল বা পাতলা কাঠের ট্রে-তে রাখিয়া এই সময় পলু বা পোকাদিগকে তুঁত গাছের কচি পাতা খাইতে দেওয়া হয়। পাতা প্রথমে শাকের মত খুব ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে অল্প অল্প খাইতে সুরু করে তারপর ক্রমশঃ একটী পোকায় দৈনিক ২।৩টী পাতা খাইয়া ফেলে। এইরূপে ৩২ দিন ধরিয়া ইহাদের পালন করিতে হয়। খাদ্যের জন্য প্রচুর সতেজ কচি পাতার যোগান রাখিতে বিস্তৃতভাবে তুঁতের চাষ রাখিতে হয়। এই ৩২ দিন মধ্যে আবার পোকারা চারবার ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী নিদ্রা যায়। জন্মের ষষ্ঠ, দ্বাদশ, অষ্টাদশ এবং চতুর্ব্বিংশতি দিবসে ইহারা নিদ্রা দেয়, সেই সময় কোন কিছু খায় না। এইজন্য বিশেষ করিয়া

একসঙ্গে যন্ত্র-সাহায্যে (incubator দ্বারা) সব ডিম একেবারে ফুটাইয়া লইলে কাজের সুবিধা হয়। বিশ্রামের সময় পাতা দেওয়া বন্ধ রাখিতে হয়, এক সঙ্গে সকলের নিদ্রার সময় না হইলে বড় অসুবিধা ও অপব্যয় হয়। এই বিয়াল্লিশ দিন পরে তাহারা জীবনের প্রধান কাজ আরম্ভ করে—মাথা তুলিয়া ঘুরাইয়া গুটী করে। এই সময় ভিতরে ঘুরান খাঁজ-কাটা বড় ডালার ভিতরে ছাড়িয়া দেওয়া হয় কিম্বা ঘরের মধ্যে শুকনা ডালপালায় আটকাইয়া দেওয়া হয়; এই-সবের ভিতর একদিন দুইদিন মধ্যেই সকলে গুটী বা কোয়া তৈরী করে।

কোন কোন জায়গায় ভিতরের পুত্তলীকীটকে (Chrysalides) নষ্ট করিবার জন্য গুটী প্রখর সূর্য্যোত্তাপে দেওয়া হয়। ইহার এই দোষ যে গুটীর আঠা শুষ্ক হইয়া রেশম খুব আঁটিয়া যায়, জড়াইবার সময় অনেক নষ্ট হয়; তাহা ছাড়া সূর্য্যোত্তাপে বর্ণেরও হানি হয়। এই প্রথা লোকসানজনক। অনেক জায়গায় আবার গরম জলে বা উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের ভিতর এই কাজ হয়। আট দশ মিনিট এইরূপ রাখায় ভিতরের কীট বা পুত্তলী মরে সত্য, কিন্তু ভিতরের পচন নিবারণ করিতে গুটী এক মাস দেড় মাস ধরিয়া শুকনো হাওয়ায় শুকাইতে হয়, সেই সময়ে আবার প্রত্যহ দুই বেলা প্রত্যেক গুটী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে হয়।

ইহা ব্যয়সাপেক্ষ এবং অনেকদিন মেলা থাকায় গুটীও ধূলাতে কিছু মলিন হয়। এই প্রণালীতে ২।৪টা গুটীর পোকা আবার তাজা থাকিয়া যায়, তাহারা গুটী কাটিয়া সেইসব গুটী লোকসান করে। সবচেয়ে ভাল বিজ্ঞানসম্মত উপায় হইল বিশেষভাবে তৈরী বদ্ধস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া গুটীগুলির ভিতর দিয়া উত্তপ্ত বায়ু চালাইয়া দেওয়া। ইহাতে একই সময়ে গুটীর ভিতরের পোকা বা পুত্তলী মরে এবং গুটীও বারঘণ্টার মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়। সময় ও ব্যয় ইহাতে সংক্ষেপ হয়। তাহার পর গুটীগুলিকে জড় করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া সূতাকাটার জন্য মজুত করা হয়। প্রত্যেক গুটীতে আট শত হইতে বার শত গজ খুব সূক্ষ্ম (১।১২০০ ইঞ্চি) সূতা পওয়া যায়। এক ছটাক বীজে প্রায় ত্রিশ হাজার রেশমকীট পাওয়া যায়, ইহা প্রায় দুই মণ গুটীতে পরিণত হয়; পরিশেষে ভালভাবে জড়ান ছয় সের সাড়ে ছয় সের রেশম সূতা তৈরী হয়। এজন্য পলুদিগকে পুষিতে প্রায় পঁচিশ মণ তুঁতপাতা লাগে। ইহা হইতে বুঝা যায় তুঁতের বিস্তৃত আবাদ এই শিল্পের একটী প্রধান অঙ্গ।

কাটাই কারখানাগুলি গুটী ক্রয় করিয়া কাঁচা রেশম কাটাই করে। বুনন কার্য্য জাপানে তাঁতি-দের গৃহশিল্প। অধিকাংশ তাঁতই এখন সেখানে বিজলীর (Electricity) সাহায্যে চালিত হইতেছে। অধিকাংশ তাঁতিই নিজ গৃহে দুই-চারটী তাঁত চালায়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, শিল্পে এবং অনেক বিষয়ে কৃষির উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছে সস্তাদরে বিদ্যুৎ বা বিজলীর সরবরাহ। আমাদের দেশের তুলনায় জাপানের নদীগুলিকে খাল বলিলেও হয়। কিন্তু ইহাদের জলস্রোতের সাহায্যে বিজলী উৎপন্ন করিয়া দেশময় সস্তা দরে বিজলী সরবরাহ হইতেছে।

পল্লীর কৃষকের গৃহ বিজলীর আলোকে আলোকিত, বিজলীর সাহায্যে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি চলিতেছে, ঘরে ঘরে তাঁত চলিতেছে।

বিজলীর সাহায্যে অনেক স্থানে রেল চলিতেছে এবং অনেক গ্রাম ও মাঠের ভিতর দিয়া ট্রাম চলিতেছে। সকল শিল্পেই বিজলীর ব্যবহারে কম পরিশ্রমে এবং কম সময়ে অতি কম খরচে জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে। জাপান যে সস্তা দরে জিনিষ বিক্রয় করে বিজলীর সাহায্যই হইল তাহার প্রধান উপায়। প্রথমে গভর্ণমেণ্টই সেখানে বিজলী উৎপন্ন করিবার পথ দেখাইয়াছে। তাহা ছাড়া সকল বিষয়ে গবেষণা এবং পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকায় সেখানে পাশ্চাত্য যন্ত্রপাতি, যেমন তাঁত, জাপানে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজন মত কাঠ লাগাইয়া এবং যত দূর সম্ভব সস্তা করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে লোকে সহজেই এই সকল কিনিতে ও ব্যবহার করিতে পারে। যে লৌহ নির্ম্মিত তাঁতের মূল্য ইউরোপ আমেরিকায় হয়তো পনর শত টাকা, জাপানে যতদূর সম্ভব কাঠ দিয়া তৈরী সেইরূপ তাঁতের মূল্য হয়তো দুইশত টাকা। লৌহ নির্ম্মিত তাঁতের মত ইহা টেঁকসই নয়; কিন্তু কাজ চলিয়া যাইতেছে এবং সকলেই ক্রয় করিতে পারে। এজন্যই সেখানে অধিকাংশ তাঁতি নিজ গৃহে দুইটী চারটী ছয়টী তাঁত চালাইতে পারে।

তাঁতিদের সমিতি আছে। কিরূপ কাপড় বুনিতে হইবে সে সম্বন্ধে সেই সমিতি সভ্যদিগকে উপদেশ দেয়, বুনা হইলে কাপড় একত্র করিয়া দেখে ঠিকমত মোটা সূতায়, টানা পোড়েনে ঠিক সংখ্যক সূতায় এবং দৈর্ঘ্যে ঠিক বুনা হইয়াছে কিনা। তারপর কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করা হয়। পরে গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষাগারে পাঠান হয়; তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া ছাপ দিলে চালান দেওয়া হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের সমতা সাধন জন্য এইরূপ করা দরকার। কোন জিনিষ পছন্দ হইলে ক্রেতা পুনরায় যখন সেই জিনিষ ক্রয় করিতে যায় তখন যদি সেই জিনিষটী পায় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হয়। অধ্যাপক চারু বাবু তাঁহার 'জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"আমি নানা দেশে ভারতীয় ব্যবসাদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহারা ভারতে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র আমদানী ও বিক্রয় করে না কেন! উত্তরে সকলেই বলিয়াছে যে, ভারতে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র একই নামের একখানি কাপড় আর একখানির সমান হয় না কাজেই অসমান কাপড় বিক্রয় হয় না। ভারতের তন্তুবায়েরা শিল্পনৈপুণ্যে কম নয়; কিন্তু হাতে কাজ করিয়া বিজলীর সমকক্ষতা করিতে পারে না। উন্নত প্রণালী, উন্নত যন্ত্র এবং বিজলীর সাহায্য পাইলে আর বিদেশী বাজারের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চাহিদা বুঝিয়া জিনিষ উৎপন্ন করিতে পারিলে তবেই তাহারা পৃথিবীর সকল তন্তুবায়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হয়। এই সকলের বন্দোবস্ত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।" এই সব করিয়া জাপান এখন সমগ্র জগতের বাজারে শতকরা ৮০ ভাগ রেশম সরবরাহ করে, পনর ভাগ করে চীন, আড়াই ভাগ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, এক ভাগের কিছু বেশী করে তুর্কী প্রভৃতি দেশ, আর এক ভাগেরও কম হয় ভারত হইতে।

জাপানের লোকের যে ইহাতে অন্নসংস্থান হইতেছে এবং এই শিল্পের বিস্তৃতি লাভ হইয়াছে তাহা চারুবাবুর পুস্তকের কয়েক অংশ হইতে উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে,—

"প্রায় দুই লক্ষ কৃষক তুঁতের কলম উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে এবং ইহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ বৎসরে সাতচল্লিশ লক্ষ ইয়েন (ইয়েন আমাদের টাকার প্রায় সমান, কিছু বেশী হইবে)।...প্রায় আট হাজার লোককে ডিম উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকে অবস্থাপন্ন এবং পনের কুড়ি হইতে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক নিযুক্ত করিয়া তুঁত চাষ করে এবং পলু পুষিয়া ডিম বিক্রয় করে। প্রত্যেকবার ডিম উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট গবেষণা কেন্দ্র হইতে ইহাদিগকে ডিম দেওয়া হয়। আবার ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন চোগড়া চোগড়ী ও ডিম পরীক্ষা করিয়া তবে ডিম বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। এই পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের তিন শত তেতাল্লিশটী কেন্দ্র আছে এবং আট শত তেত্রিশ জন বিশেষজ্ঞ এবং দুই শত চৌত্রিশ জন কেরাণী নিযুক্ত আছে এবং প্রায় সত্তর হাজার বালিকা অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রতি বৎসর পাঁচ ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত হয়।" যে ডিম পাশ হইয়াছে পলু পালনকারীরা তাহা ক্রয় করিয়া পলু পালন করে। প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের মারফতে দেশময় ডিম বিক্রয় হয়। ইহারা হইল ডিম বিক্রয়ের দালাল। পলুপালনকারী গৃহস্থের সংখ্যা প্রায় বাইশ লক্ষ ষোল হাজারের উপর। গুটী হইলেই বিক্রয় করিয়া দেয়। গুটী বিক্রয় করিয়া গড়ে প্রত্যেক গৃহস্থ আড়াই ইয়েনের উপর পায় এবং গড়ে প্রত্যেকের তুঁতের জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। ১৯২৯ খৃঃ অঃ উৎপন্ন গুটীর মূল্য হইয়াছিল ৬৫,৫০০১০০০ ইয়েন (প্রায় সত্তর কোটী টাকা)। গুটী বিক্রয়ের দালালী করিয়া ১০৫০০০ লোক জীবিকা অর্জ্জন করে। পলুপালকদের সমিতি আছে। সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে উন্নত উপায়ে তুঁত চাষ করা, পলু পালন করা এবং উত্তম গুটী উৎপাদন করা। অনেক গ্রাম্য সমিতি বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছে।

জাপানে উৎপন্ন রেশম বস্ত্রের মূল্য এখন প্রায় পঞ্চান্ন কোটী ইয়েন এবং প্রায় পনর কোটী ইয়েনের রেশম বস্ত্র বিদেশে চালান হয়। তাহা ছাড়া পাকাই, রাঙান, ধোলাই কারখানাতে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ে বহু লক্ষ লোক জীবিকা উপার্জ্জন করে।"

"জাপানের এই উন্নতি অতি অল্প দিন মধ্যেই ঘটিয়াছে। ১৮৬০—৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশ হইতে দেড় কোটী টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম সূতা চালান দেওয়া হয়। তখন চীন ও জাপান হইতে কোন রেশম বাহিরে চালান দেওয়া হইত না। বাঙ্গলায় রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ইহার ফলে বাঙ্গলার রেশমের এখন বিদেশী বাজারে স্থান নাই বলিলেই চলে।" "জাপানে শুধু গবেষণা এবং ডিম পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটী দশ লক্ষ ইয়েন খরচ করে। পাকাই রাঙাই বুনন ইত্যাদির জন্য পৃথক গবেষণা কেন্দ্র আছে।"

এই সম্পর্কে বলা চলে গত কয়েক বৎসর মধ্যে কৃত্রিম রেশম (রেয়ন) শিল্পেরও অভাবনীয় উন্নতি জাপানে হইয়াছে। কিন্তু এই সকল রেশম তৈরীর একটী কারখানা স্থাপন করিতে অনেক লক্ষ টাকার মূলধন দরকার হয় এবং এই বিষয়ে কোন শিক্ষা না থাকায় বৈদেশিক লোকের সাহায্য দরকার। এইসব কারণে এই-দিকে লক্ষ্য না দিয়া যাহাতে আসল রেশম শিল্পের —যাহা এই দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, —উন্নতি হয় তাহা দেখিতে হইবে। আর পলু পালন, গুটী বা কোয়া হইতে সূতা তৈরী প্রভৃতি অল্প পরিশ্রমের কাজ কৃষকের বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়েরা বা বৃদ্ধেরাও করিতে পারে—এজন্য কৃষির সহিত উপশিল্প হিসাবে ইহার মূল্য অনেক।

১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসীতে" বিবিধ প্রসঙ্গে মালদহের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সিল্ক ইউনিয়ন দ্বারা এই ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম। "মালদহ সহরের নিকট পিয়াসবাড়ীতে একটী গুটী পোকা পালনের স্থান ও সূতা কাটিবার ছোট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে দরিদ্র কুটীর শিল্পীরা অনায়াসে নিখুঁত ও সুন্দর পছন্দসই দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন তজ্জন্য মহীশূর গভর্ণ-মেণ্টের অনুকরণে কুটীর শিল্পীদের উপযোগী ছোট ছোট কল আনাইবার চেষ্টা হইতেছে।" বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম হইতে যদি ২।১ জন শিক্ষার্থী সেখানে পাঠাইয়া ভাল করিয়া কাজ শিখাইয়া এখনই কাজ আরম্ভ করা যায়, তাহলে দেশের অনেক অর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধানের সুবিধা হয়। গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি থাকিলে এই সব কাজ করা সুবিধাজনক।

পোকা মাকড়ের হাত হইতে পুস্তকাদি রক্ষা করিবার উপায়।

(Aglossa Pinguinalis) নামক এক প্রকার পোকা আছে তাহারা বহু মূল্যবান পুস্তকাদি কাটিয়া যথেষ্ট ক্ষতি করে এই পোকাগুলি শরৎকালে পুস্তকের মলাটের নিকটের পাতাগুলির মধ্যে ডিম পাড়িয়া যায় আর সেই ডিম হইতে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বাহির হয়, তাহারাই পুস্তকগুলি কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। এই পোকার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে Mineral salt ব্যবহার করিতে হয়। ফট্‌কিরি এবং তুঁতের দ্বারাও এই পোকা নিবারণ করা যায়; সুতরাং পুস্তক বাইণ্ডিং করিবার সময় যে paste দিয়া বাইণ্ডিং করিতে হয় তাহার সহিত এই ফট্‌কিরি এবং তুঁতে মিশ্রিত করা ভাল। ফট্‌কিরি এবং মরিচের গুড়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া পুস্তকের মধ্যে পাতায় পাতায় যেখানে পোকাগুলি থাকে সেই সব স্থানে দিলে ভাল হয় এবং বৎসরে একবার করিয়া "উলেন" কাপড় দিয়া পুস্তকের মলাট পরিষ্কার করিলে এবং রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া নিলে ভাল হয়।

টাক পড়া স্থানে চুল উঠিবার উপায়

সামান্য একটু পুট দগ্ধ হস্তি দন্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক পড়া স্থানে চুল উঠিবে। ইহা পরীক্ষিত।

হিষ্টিরিয়া রোগের ঔষধ

একটা গোলমরিচ পিন বা ছুচের ডগে বিঁধিয়া আগুনে পোড়াইয়া ধোয়া বাহির হইলে এই ধোয়া নাকের কাছে ধরিলে সদ্য সদ্য ফল দেখা যায়। ইহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত।

ব্রণ সারাইবার ঔষধ

গোলমরিচ জলের সহিত ঘসিয়া প্রলেপ দিলে অতি তীব্র ব্রণও শীঘ্র উপশম হয়।

মসুরের ডাল দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ নিবারিত হয় এবং মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি করে।

আঁচিলের ঔষধ

ছুরি দ্বারা কাটিলে আঁচিলের গোড়াটা থাকিয়া যায় সম্পূর্ণ তোলা যায় না। তাই সেখানে আবার আঁচিল বাড়িয়া ওঠে। ছুরি দ্বারা এক টুকরা আদা কাটিয়া তাহাতে একটু চুণ দিয়া দুই মিনিট আঁচিলে ঘষিলে আঁচিলের গোড়া পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়।

দুনিয়ার কথা

মাঞ্চেষ্টার হইতে ইউরোপের যে কোন স্থানে উড়োজাহাজে যাত্রা করিয়া একদিনে ফিরিয়া আসা যায়।

*　　*

সমগ্র পৃথিবীতে সাড়ে সাতাইশ লক্ষ মোটর-বাইসাইকেল চলিতেছে। ইহার শতকরা ৮৫ ভাগ ইউরোপে ব্যবহৃত হয়।

*　　*　　*

হাতের নখের উপর ফটো, মটো, ছবি ও নানা চিহ্ন অঙ্কিত করান আজকাল মার্কিণ সুন্দরীদের মধ্যে খুব রেওয়াজ চলিয়াছে।

*　　*

লণ্ডনের রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য ৮৫০০ লোককে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় এবং বাৎসরিক ১০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ পড়ে।

*　　*

বৃটীশ পার্লামেণ্টের সভ্যদের জন্য বৎসরে ৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হয়, ইহার মধ্যে তাঁহাদের মাহিয়ানা ও রেলের ফ্রি টিকিট বাবদ তাঁহারা পান ৩ লক্ষ পাউণ্ড।

*　　*

খড় হইতে বর্ত্তমানে এক প্রকার কাঠ তৈয়ারী হইয়াছে ইহা ওক কাঠের মত শক্ত ও কর্কের মত হাল্কা। জল বৃষ্টি বা প্রখর উত্তাপে ইহার কোন ক্ষতি হয় না।

*　　*

যুগোশ্লেভিয়াতে যে সমস্ত যুবক যুবতী বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে তাহাদের পিতামাতা এবং ডাক্তারের মত লইতে হইবে, এইরূপ আইন করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটী বিল উপস্থিত করা হইয়াছে যে বিবাহের পূর্ব্বে বর কনের দুই পক্ষকেই ডাক্তারের কাছ হইতে স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

*　　*

সম্প্রতি ইউরোপে জনৈক বৈজ্ঞানিক এমন একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা যে

কোনও সময়ে দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি ভালবাসার পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে। শীঘ্রই এই যন্ত্রটী বেলগ্রেডের মনস্তত্ব বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং ইহা দ্বারা বিবাহপ্রার্থী স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে যে বিবাহের পর দুজনের মনের মিলন হইবে কিনা।

* *

বোসানিয়াতে সম্প্রতি এমন একটী বামনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যে তার চেয়ে ক্ষুদে মানুষের খবর নাকি এ পর্য্যন্ত কোথাও মিলে নাই। ইহার বয়স ১৬ বৎসর, মাত্র ১৯॥• ইঞ্চি লম্বা। গোলাবাড়ীতে কাজ করে, কারো সঙ্গে মেলা মেশা করা সে আদবেই পছন্দ করে না।

* * *

বর্ত্তমান খনন কার্য্যের ভিতর ইটালীতে সম্প্রতি যে একটী পাথর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ১০৮ সন হইতে ১১২ সন পর্য্যন্ত যত খেলা ধুলা ভোজ, প্রধান প্রধান ঘটনা এবং জাতীয় উৎসব হইয়াছিল তাহা লিখিত আছে। ইহা রোমের একটী প্রাচীন সরকারী গেজেট ও আদি সংবাদ-পত্রের অন্যতম।

* * *

মদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি মাসে ২ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়।

* * *

বার্লিন সহরে প্রতি ২৭১ জন পিছু একটী করিয়া বিয়ার মদের দোকান ও একটী টেলিফোন যন্ত্র আছে।

* * *

অষ্ট্রেলিয়াতে সম্প্রতি ধূসর ও নীলবর্ণ মিশ্রিত লোমযুক্ত ইঁদুর আকারের এক প্রকারের জীব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

* * *

গ্রেটবৃটেনে দেড়শতের উপর বাড়ী 'ভূতের বাড়ী' খ্যাতি পাইয়াছে।

* * *

একটী পূর্ণবয়স্ক উট প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ড ওজনের ভার অক্লেশে বহন করিতে পারে।

* *

প্রতি বৎসর জার্ম্মাণীতে মাথাপিছু গড়ে ১৫৬·৯ পাউণ্ড মাংস এবং ২১·৬ পাঁইট বিয়ার খরচ হয়।

* *

দশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের বিদেশী লোক সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে ১,৩২,৬৯২৮, এর মধ্যে ১৩,০৪,০৮৪ জন আদবেই কোনরূপ লেখাপড়া জানে না।

* *

বিলাতে কারবারি উড়োজাহাজ চালকদের মধ্যে পুরুষদের ৬ মাস এবং মেয়েদের ৪ মাস অন্তর পরীক্ষা দিয়া পুনরায় নূতন সনদ গ্রহণ করিতে হয়।

দৈনিক মাহিয়ানার হিসাব

এই টেবিলের সাহায্যে অতি সহজে দৈনিক মাহিয়ানার হিসাব করা যায়।

দৈনিক বেতনের হার।

মাসিক বেতন টাকা	২৮ দিন টাকা—আ—পা	২৯ দিন টাকা—আ—পা	৩০ দিন টাকা—আ—পা	৩১ দিন টাকা—আ—পা	৩২ দিন টাকা—আ—পা
১৲	০—০—৭	০—০—৭	০—০—৬	০—০—৬	০—০—৬
২৲	০—১—২	০—১—১	০—১—১	০—১—০	০—১—০
৩৲	০—১—৯	০—১—৮	০—১—৭	০—১—৭	০—১—৬
৪৲	০—২—[illegible]	০—২—২	০—২—২	০—২—১	০—২—০
৫৲	০—২—১০	০—২—৯	০—২—৮	০—২—৭	০—২—৬
৬৲	০ ৩—৫	০—৩—৩	০—৩—২	০—৩—১	০—৩—০
৭৲	০—৪—০	০—৩—১০	০—৩—৯	০—৩—৭	০—৩—৬
৮৲	০—৪—৭	০—৪—৫	০—৪—৩	০—৪—১	০—৪—০
৯৲	০—৫—২	০—৫—০	০ ৪—১০	০—৪—৮	০—৪—৬
১০৲	০—৫—৯	০—৫—৬	০—৫—৪	০—৫—২	০—৫—০
২০৲	০—১১—৫	০—১১—০	০—১০—৮	০—১০ ৪	০—১০—০
৩০৲	১—১ ২	১—০—৭	১—০—০	০—১৫—৬	০—১৫—০
৪০৲	১—৬—১০	১—৬—১	১—৫—৪	১—৪—৮	১—৪—০
৫০৲	১—১২—৭	১—১১—৭	১—১০—৮	১—৯—১০	১—৯ ০
৬০৲	২—২—৩	২—১—১	২—০—০	১—১৫—০	১—১৪—০
৭০৲	২—৮—০	২—৬—৭	২—৫—৪	২—৪—২	২—৩—০
৮০৲	২—১৩—৯	২—১২—২	২—১০—৮	২—৯—৩	২—৮—০
৯০৲	৩ ৩—৫	৩—১—৮	৩—০—০	২—১৪—৪	২—১৩—০
১০০৲	৩—৯—২	৩—৭—২	৩—৫—৪	৩—৩—৭	৩—২—০

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি

কৃষিক্ষেত্র

এই সময় আমন ধান বোনা হয়. পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুণ গাছে ভাটি বান্ধিয়া দিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়।

শাকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেতে মাদা করিয়া শাকালুর বীজ বুনিতে হয়। প্রথমতঃ ক্ষেত উত্তমরূপ চষিয়া পরে তাহাতে দুই হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া মাটি চূর্ণ ও সার মিশ্রিত মাটিদ্বারা গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ পুঁতিতে হইবে। গর্ত্তগুলি দেড়হাত গভীর ও এক বা দেড় হাত মুখ চওড়া হওয়া আবশ্যক, কেননা, মাটি যত আগ্‌লা থাকিবে ততই উহার মূল বড় হইবে।

সব্জী বাগান

এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

লাউ কুমড়া, ঢেঁড়স, পালাঝিঙা, পালাশসার বীজও এই সময় বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানাজাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে।

জলদি ফুলকপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুলকপি বপন করিয়া চারা তৈরী করিতে হইবে।

ফুলের বাগান

এই সময় জিনিয়া, দোপাটি গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, বর্ষান্তে বসাইলে ভাল হয়।

পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমারান্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মাটিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগান

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য।

কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি গাছের ধাপকলম করিতে হইলে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে, সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। এখন সেখানে বাঁধাকপি ও ফুলকপি বীজ বপন করা যায়।

(সম্মিলনী)

স্বদেশী বিক্রয় সঙ্ঘ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে দেশে নানাপ্রকার স্বদেশী শিল্প দেশত্ব বোধের আওতায় ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। ক্ষীণধারা এতকাল ধরিয়া ফল্গুনদীর মত লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্ব্বিবাদে বহিয়া যাইতেছিল, আজ তাহাতে উচ্ছ্বাস দেখা দিলেও যাহাতে উহা ক্ষণস্থায়ী না হয় সেজন্য আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। মানুষ ঋষি নহে; কাজেই তাহাদের মনকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিবার জন্য স্বদেশী বিক্রয় সঙ্ঘের মত একটী দেশী প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছিল। দেশের অজ্ঞাতস্থলে কোথায় কি কুটীর শিল্প বিকাশ লাভ করিতেছে, কোথায় দেশী জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা না জানা থাকিলে যাঁহারা দেশী জিনিষ ক্রয় করিতে চান তাঁহাদেরও অত্যন্ত অসুবিধা হয়। সেইজন্যই স্বদেশী বিক্রয় সঙ্ঘের আওতায় স্থানে স্থানে যে-সমস্ত মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা অত্যন্ত সময়োচিত এবং বহুদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছে। এই সমস্ত মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি কেবলমাত্র স্বদেশী শিল্পের নমুনা রাখিয়াই সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে উহা দেশের পক্ষে খুব লাভের কথা হইবে না। বিলাতে এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড যেমন ভাবে কাজ করিতেছেন, সেই কর্ম্মপদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া যদি স্বদেশী মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের দেশেও কাজ সুরু করিয়া দেন, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত আনন্দ এবং লাভের বিষয় হইবে, সন্দেহ নাই। এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড কি প্রকারে কাজ চালাইয়া থাকেন, নিম্নে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল। আশা

ইন্‌সিওরেন্স এজেন্টদিগের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনী

বিগত ২২শে ও ২৩শে এপ্রেল ভারতীয় বীমা কোম্পানীর এজেন্টদিগের যে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে তাহা একাধিক প্রকারে উল্লেখযোগ্য। এক এক জাতীয় কাজ-কর্ম্ম করিবার লোকজন আজকাল সাধারণতঃ কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্স নাম দিয়া বার্ষিক একবার অন্ততঃ মিলিত হন এবং এখানে তাঁহাদের অভাব অভিযোগ বা নূতন কর্ম্মপন্থার বিষয় আলোচনা করিয়া থাকেন। এই হিসাবে বীমা বিভাগের কর্ম্মীগণও যে এই জাতীয় একটী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন—ইহা অতীব শুভ লক্ষণ। আজকাল জাতির এই জাগরণের দিনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বীমাকর্ম্মী হিসাবে কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বীমা কোম্পানীর মালিকগণ ও বীমার কর্ম্মীগণের মধ্যে মাঝে মাঝে একটু আধটু গোলমালের উদ্ভব হইয়া থাকে। কোম্পানীর মালিকরা বলিয়া থাকেন, কর্ম্মীরা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না; ওদিকে কর্ম্মিগণ বলেন—মালিকরা সদ্ব্যবহার করেন না। এই সকল খুঁটিনাটি গোলমাল অনেকাংশে এই প্রকার সম্মিলনীর ফলে মীমাংসা হইয়া যায়।

এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন—মিঃ এম্, এন্, বসু। তিনি এই সকল কর্ম্মীদের অভাব অভিযোগের কথা বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মীর মধ্যে এবং বিভিন্ন কোম্পানীর প্রতিনিধিবর্গের পরস্পরের ভাব ও কার্য্য বিনিময়ের জন্য তিনি

যাহা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত সাময়িক হইয়াছে। প্রাদেশিকতার ভাব অন্তর হইতে দূর করিবার কথা যে তিনি বলিয়াছেন ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য। তিনি ভারতবর্ষের বীমার প্রসার সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছেন—এবং এই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা-মূলক অনেক কথা বলিয়াছেন। এই সকল বিষয় আমাদের দেশে

মিঃ এম, এন্, বসু।

সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন মিঃ জে·সি ঘোষ দস্তিদার। দস্তিদার মহাশয় ইন্‌সিওরেন্স ক্ষেত্রের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। এই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই তাঁহার বক্তৃতা সর্ব্বাংশে উপভোগ্য হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমেই বীমা কর্ম্মিগণের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। এই বক্তৃতাতে তাঁহারা যথেষ্ট কর্ম্মের উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে আগা-গোড়া একটী জাতীয়তার ভাব রহিয়াছে; ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তিনি বলেন—"যদি

'বিলাতী দ্রব্য ক্রয় কর' (Buy British) এই নীতি ইংলণ্ডে প্রযোজ্য হইতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষেও ভারতের বীমা, ভারতের শিল্প ও ভারতের বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে 'ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহার কর' (Buy Indian) এই নীতির প্রচার করিতে বাধা থাকিবে কেন ?"

সম্মিলনীর কার্য্যাবলী বিশেষ প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সর্ব্ব-সমেত তেরটী মন্তব্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই কর্ম্মীদের নানাপ্রকার অভাব অভিযোগ দূরীকরণার্থ।

একটী মন্তব্যানুসারে বীমা কর্ম্মীদিগের মধ্যে যাঁহারা পলিসি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের ভিতর একটী পরস্পরের ভাবানুভূতি জাগাইবার চেষ্টার কথা আছে। এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি যদি সদ্ভাব ও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। নানা অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক সময় কর্ম্মনাশা আগন্তুক ঢুকিয়া সকল কার্য্য পণ্ড করিয়া দেন ; এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

প্রথমদিনের কার্য্যাবলী

সম্মিলনীর প্রথম দিনের কার্য্য শ্রীযুত হরিপদ রায় কর্ত্তৃক গীত "বন্দে মাতরম্" গানের সহিত আরম্ভ হয়। শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার একটী সময়োপযোগী সুচিন্তিত বক্তৃতার দ্বারা সভার কার্য্যারম্ভ করেন। তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার অভিভাষণে সমাগত সভ্যবৃন্দকে অভ্যর্থনা করেন ও শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদারকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে, দুইটী ছোট ছোট ছেলে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন। সদিচ্ছা ও শুভ কামনা-জ্ঞাপক যে সকল চিঠি-পত্রাদি আসিয়াছিল, সম্পাদক মহাশয় সেইগুলি পাঠ করিলেন। তারপর সভাপতি মহাশয় আনন্দ ও করতালির মধ্যে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহাতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল। এই অভিভাষণ

মিঃ কে, কে, ব্যানার্জ্জি

শেষ হইয়া গেলে মিঃ কে কে ব্যানার্জ্জী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর প্রধান নায়ক মিঃ এস্ বাগচি—তাঁহার বক্তৃতা দান করিলে পর সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" সম্পাদক শ্রীযুত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, ডাঃ এস্-সি-রায়, মিঃ এস্-সি রায় ও অন্যান্য সকলে বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত

মিঃ এস্, বাগচি

হইয়া গেলে পর কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। শুনিলাম 'বোম্বে লাইফ' এর প্রধান প্রতিনিধি সেন এণ্ড কোং এই জলযোগের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন।

প্রোফেসর আব্দার রহিমের বক্তৃতা দ্বারা দ্বিতীয় দিনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় দিনের কার্য্যাবলী

প্রধান প্রধান বীমা কর্ম্মিগণের প্রতি শোক প্রকাশক একটী প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় উত্থাপন করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অন্যান্য দ্বাদশটী প্রস্তাব আলোচনা ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, উপস্থিত

জনমণ্ডলীর মধ্যে ডাঃ এস্ সি রায়, মিঃ এস্ সি রায় ও মিঃ এম্-এম্ মৌলিক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা সাঙ্গ করিলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এইভাবে দ্বিতীয় দিনের কার্য্য শেষ হয়। সভান্তে এইদিনও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল; ইহার ভার নিয়াছিলেন মিঃ জে, এন্ ঘোষ (নিউ ইণ্ডিয়া), মিঃ এইচ-কে চৌধুরী, মিঃ এস্-বাগচি ও মিঃ জে, কে ঘোষ (ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্)।

প্রস্তাবাবলী

প্রথম প্রস্তাব

এই সভা গভীর দুঃখ ও বেদনার সহিত প্রকাশ করিতেছেন যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে ভারতীয় বীমার ব্যবসায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে :—

(১) স্বর্গীয় মিঃ এস্-ই ওয়ার্ডেন্, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিসের ডিরেক্টরগণের সভাপতি ;

(২) হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ লাইফ

মিঃ বি, রায় চৌধুরী

অফিসের মাদ্রাজ বিভাগের ম্যানেজার স্বর্গীয় পি-রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার;

(৩) ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিসের কলিকাতা শাখার সম্পাদক স্বর্গীয় এস্-আর কৃষ্ণস্বামিয়ার;

(৪) গ্রেট ইণ্ডিয়া লাইফ অফিসের মাদ্রাজ শাখার সম্পাদক স্বর্গীয় পি-সি ব্যানার্জ্জি;

(৫) বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স ও রিয়াল প্রপার্টির অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বর্গীয় বি-বি মিত্র;

(৬) ভারতীয় বীমা প্রতিনিধি সমিতির ময়মনসিংহ বিভাগের সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সেন;

(৭) হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ এর কর্ম্মচারী স্বর্গীয় মন্মথভূষণ ঘোষ;

(৮) মডার্ণ ইণ্ডিয়ার স্বর্গীয় সীতানাথ দাস;

(৯) বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স ও রিয়াল প্রপার্টির স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। ইঁহারা সকলেই গত বর্ষের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্মিলনী ইঁহাদের প্রত্যেকের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি সূচক পত্রাদি প্রেরণ করিবার মন্তব্য গ্রহণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

ভারতের অর্থসম্পদ বৃদ্ধির জন্য এই সমিতি ভারতীয় জনসাধারণকে কেবলমাত্র ভারতীয় বীমা কোম্পানীতেই বীমা করিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছেন—

প্রস্তাবক—মিঃ এম্. এন, বসু (বোম্বে লাইফ)

সমর্থক—মিঃ জে. কে ঘোষ (ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল)

তৃতীয় প্রস্তাব

এই সমিতির মতে মাতৃভূমির আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য

ভারতের অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, এইজন্য কর্ম্মিগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন ভারতীয় কোম্পানীরই প্রতিনিধিত্ব করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে সহায়তা করেন।

প্রস্তাবক মিঃ বি, রায় চৌধুরী
(বোম্বে লাইফ)

সমর্থক —মিঃ এইচ, কে চৌধুরী
(ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্)

চতুর্থ প্রস্তাব

এই সমিতি Indian Life Offices Association ও ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলিকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন বীমা কোম্পানীদিগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং বিশেষতঃ তাঁহাদের রিনিউয়্যাল্ কমিশন যেন বাজেয়াপ্ত করা না হয়।

প্রস্তাবক—মিঃ টি. এন্, চক্রবর্ত্তী
(মেট্রপলিট্যান্)

সমর্থক—মিঃ এ, কে, গাঙ্গুলী
(ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ও প্রুডেন্সিয়াল্)

পঞ্চম প্রস্তাব

এই সমিতি প্রস্তাব করিতেছেন যে বীমা কোম্পানীগুলি ও তাহাদের প্রতিনিধিবর্গের (Agent) কার্য্যসৌকার্য্যার্থে এবং ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের কল্যাণকল্পে প্রতি প্রধান অফিস (Head Office), শাখা অফিস ও প্রধান প্রতিনিধি অফিস (Chief Agency) ও ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান (Indian Insurance Institute) - ও অন্যান্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বীমাকার্য্যে উৎসাহান্বিত তাহারা প্রত্যেকে যেন জায়গায় জায়গায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বীমাকর্ম্মীদিগের বীমাকার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন.

প্রস্তাবক —মিঃ জে, এন্, বোস্
(বোম্বে মিউচুয়াল্)

সমর্থক—মিঃ জে, এন্, ঘোষ
(নিউ ইণ্ডিয়া)

ষষ্ঠ প্রস্তাব

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে,তাঁহারা যেন একটী আইন প্রণয়ন করিয়া ফ্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলি বিভিন্ন প্রণালীতে

যে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে কার্য্য করিতেছেন, সেইগুলি বন্ধ করিয়া দেন।

প্রস্তাবক – মিঃ এইচ, কে, রায় চৌধুরী
(ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্)

সমর্থক—মিঃ এম্, এন্, বোস
(বোম্বে লাইফ্)

সপ্তম প্রস্তাব

ভারত সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন ডাক সম্পর্কীয় বীমার সর্ব্বোচ্চ হার ১০,০০০৲ টাকাই রক্ষা করেন এবং অধুনাতন প্রবর্ত্তিত যে ১০,০০০৲ হইতে ২০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বীমা করিবার নিয়ম করিয়াছেন তাহা যেন বাতিল করিয়া দেন, নতুবা বে-সরকারী বীমা কোম্পানীগুলির ও তাহাদের প্রতিনিধিবর্গের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিবে।

প্রস্তাবক—মিঃ জে, কে, ঘোষ
(ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্)

সমর্থক—মিঃ জে, সি, সেন
(ইষ্ট ইণ্ডিয়া)

অষ্টম প্রস্তাব

ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির এজেন্টদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন তাঁহারা যে জাতীয় কাজকর্ম্মের প্রসার লাভ করাইতে পারিবেন, তাহার উপর ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সম্মান যথেষ্ট নির্ভর করে অতএব তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। কাজেই তাঁহারা কোনক্রমেই যেন তাঁহাদের পদমর্য্যাদার হানিসূচক কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না হন।

প্রস্তাবক—মিঃ বি, রায় চৌধুরী
(বোম্বে লাইফ)

সমর্থক—মিঃ এন্ প্রামাণিক (হিন্দুস্থান)

নবম প্রস্তাব

এই সমিতি ভারতীয় জীবন বীমা সমিতিকে (Indian Life Offices Association) অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন একটা নিখিল ভারত বীমা প্রচার সমিতি (All India Insurance Publicity Board) স্থাপন করিয়া নানাস্থানে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তার করতঃ নানা প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রাচীরপত্র, সাধারণ সভা, বক্তৃতা, বায়স্কোপ ও অন্যান্য নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বীমার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করেন এবং সকলকে যেন ভারতীয় কোম্পানীতেই বীমা করিবার কথা বলেন।

প্রস্তাবক – মিঃ এ, কে, গাঙ্গুলী
(ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রুডেন্সিয়াল্)

সমর্থক—মিঃ টি, এন্ চক্রবর্ত্তী
(মেট্রোপলিটান্)

দশম প্রস্তাব

এই সভা প্রস্তাব করেন যে বীমাকর্ম্মীদিগকে লইয়া অবিলম্বে একটী সমিতি গঠিত হউক, তাহার নাম হইবে—"ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিজ ফিল্ড ওয়ার্কার্স্ এসোসিয়েশন (Indian Insurance Companies Field Workers Association); এই এসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—

(১) যে সকল বীমা কোম্পানী ভারতের অন্তর্ভুক্ত ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের কোম্পানীর আইন (Indian Company's Act 1913) ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীর আইন (Indian Life Assurance Company's Act of 1912) অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এজেন্ট হইয়া যাঁহারা পলিসি সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর্থিক ও নৈতিক পদমর্য্যাদার সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন করা।

(২) নিম্নলিখিত পনর জন সদস্য (ইঁহাদের সদস্য সংখ্যা বাড়াইবার ক্ষমতা থাকিবে) লইয়া একটী অস্থায়ী কমিটি গঠিত হউক ; এই কমিটি সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবার ও সমিতির কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত আইনকানুন প্রণয়ন করিবেন।

(১) মিঃ জে, সি, ঘোষ দস্তিদার (বোম্বে মিউচুয়াল)
(২) " আই, বি, সেন (বোম্বে লাইফ)
(৩) " কে, কে, ব্যানার্জ্জি (মিউচুয়েল্)
(৪) " এম্, এন্, বোস (বোম্বে লাইফ)
(৫) " এইচ, কে, চৌধুরী (ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্)
(৬) " এস্, আর মিত্র (মডার্ণ ইণ্ডিয়া)
(৭) " এন্, প্রামাণিক (হিন্দুস্থান)
(৮) " জে, এন্, ঘোষ (নিউ ইণ্ডিয়া)
(৯) " এস্, এন্, রায় চৌধুরী (বোম্বে মিউচুয়াল

(১০) " এইচ, সি, মিত্র (মেট্রো)
(১১) " এস্, বাগ্চি (ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্)
(১২) " এ, গাঙ্গুলী (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রুডেন্সিয়াল্)
(১৩) " এন্, বি, সেন শর্ম্মা (মডার্ণ ইণ্ডিয়া)
(১৪) " বি. রায় চৌধুরী (বোম্বে লাইফ)
(১৫) " জে, সি, সেন (ইষ্ট ইণ্ডিয়া)

প্রস্তাবক—এস্, বি মিত্র (মডার্ণ ইণ্ডিয়া)
সমর্থক—জে, এন্, ঘোষ (নিউ ইণ্ডিয়া)

একাদশ প্রস্তাব

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত স্কুল কলেজগুলিতে বীমা সম্পর্কীয় শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

প্রস্তাবক মিঃ জে, এন্, ঘোষ (নিউ ইণ্ডিয়া)
সমর্থক—মিঃ এস্, কে, গাঙ্গুলী (এরিয়ান্)

দ্বাদশ প্রস্তাব

ভারতীয় জীবন বীমা সমিতি (Indian Life Office Association) এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, যে সকল কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের কোম্পানীর পরিচালক, পরিদর্শক ও এজেন্সী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি দায়িত্বশীলপদে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে বৃদ্ধবয়সোচিত ভাতা (Old age

Pension), প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের পদমর্য্যাদানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার বিধান করেন।

প্রস্তাবক—মিঃ বি, সেন শর্ম্মা (মডার্ণ ইণ্ডিয়া)

সমর্থক—মিঃ এন্ প্রামাণিক (হিন্দুস্থান)

ত্রয়োদশ প্রস্তাব

এই সকল প্রস্তাবের নকলসমূহ যথোপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করা হউক।

প্রস্তাবক—মিঃ এম্, এন্, বোস (বোম্বে লাইফ্)

সমর্থক—মিঃ বি, আর্, বোস (ইউনাইটেড এসিওরেন্স)

সম্মিলনীতে যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের নামের তালিকা—

(১) প্রোফেসর বিনয়কুমার সরকার।
(২) মিঃ আই, বি, সেন (বোম্বে লাইফ্)
(৩) " জি, এম্, সান্যাল (গ্রেট ইণ্ডিয়া)
(৪) " এস্, এন্, দাশগুপ্ত
(৫) ডাঃ এস্. সি, রায় (নিউ ইণ্ডিয়া)
(৬) মিঃ এস্, এস্, নাজির (ওরিয়েণ্টাল)
(৭) " জে, সি, দাস (ক্যালকাটা ইন্‌সিওরেন্স)
(৮) " বি, সি, চক্রবর্ত্তী
(৯) " শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু (ব্যবসা ও বাণিজ্য)

(১০) " এ, টি, ব্যানার্জ্জি (ইন্‌সিওরেন্স হেরাল্ড)
(১১) " এস্, সি, রায় (ইন্‌সিওরেন্স ওয়ার্ল্ড)
(১২) " ইউ, এন্, সেন
(১৩) " বি, এম্, সেন (ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড ফাইন্যান্স রিভিউ)
(১৪) প্রোফেসর আব্দার রহিম
(১৫) ডাঃ এন্, কে, ব্রহ্মচারী

এই সভায় বীমা কোম্পানীসমূহের নেতৃস্থানীয় অনেককে উপস্থিত হইতে না দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। কার্য্যব্যপদেশে ইঁহারা নিজে উপস্থিত হইতে না পারিলেও অন্ততঃ বীমাকর্ম্মীদিগকে উৎসাহিত করার জন্য এক একটা message বা বার্ত্তা পাঠাইলেও বেশ শোভন হইত।

হিন্দুস্থানের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নলিনীরঞ্জন সরকার, ন্যাশন্যালের শ্রীযুক্ত চুতিয়া, মিঃ নায়েক এবং সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,এম্পায়ারের শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন, ইকুইটেবলের শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চৌধুরী এবং সুধাংশু মিত্র, ইউনিকের শ্রীযুক্ত করুণাকিশোর কর এবং চুণীলাল লাহিড়ী, 'ভারতে'র শ্রীযুক্ত তারকনাথ গুপ্ত, ডোমিনিয়নের শ্রীযুক্ত জিতেন ঘোষ, ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের শ্রীযুক্ত বিভূতি মুখার্জ্জী, জেনারেলের শ্রীযুক্ত বিনয় রায়, গ্রেট ওরিয়েণ্টের মিঃ হুসেন, হিন্দু মিউচুয়ালের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, ইণ্ডিয়ান গ্লোবের মিঃ নানাবতী লাইট অফ এশিয়ার শ্রীযুক্ত সমরেশ চক্রবর্ত্তী, 'লক্ষ্মী'র শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু মুখার্জ্জী, মডার্ণ ইণ্ডিয়ার সতীশ ব্যানার্জ্জী, নর্দার্ণ ইণ্ডিয়ার শিশির কর, ইউনাইটেড এসিওরেন্সের উপেন ব্যানার্জ্জী,ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার সুরেশ দাস, বেঙ্গল মার্কান্টাইলের চিন্তাহরণ মুখার্জ্জী এবং ইয়ং ইণ্ডিয়ার ধীরেন সেন প্রভৃতিকে এই কন্‌ফারেন্সে না দেখিতে পাওয়ায় আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। আশা করি ইঁহাদিগকে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইঁহারা উপস্থিত থাকিলে কন্‌ফারেন্সের শক্তি বৃদ্ধি পাইত।

কথা উঠিতে পারে যে, এই কন্‌ফারেন্স কেবলমাত্র বীমাকর্ম্মীদিগেরই কন্‌ফারেন্স, সুতরাং বীমা কোম্পানী সমূহের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের এখানে উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই কন্‌ফারেন্সে যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষে বীমাকর্ম্মীগণ তাঁহাদিগের বক্তৃতায় যে সকল আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোম্পানীর মালিকদিগেরও ওয়াকিব্‌হাল থাকা এবং বাতাস কোনদিকে বহিতেছে তাহা জানা কি উচিত নহে? গত বৎসর বীমাকর্ম্মীদিগের প্রথম কন্‌ফারেন্সে নলিনীবাবু, অবিনাশ বাবু এবং সত্যেন বাবু প্রমুখ অনেক কর্ম্মকর্ত্তা উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদিগের সৎপরামর্শে এবং সহযোগিতায় কন্‌ফারেন্সের শক্তি ও সাফল্য দিন দিন বাড়িবে সন্দেহ নাই। এইজন্য ইঁহাদিগকে সভায় না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সদস্য

(১) মিঃ এম্, এন্, বোস বোম্বে লাইফ
(২) " বি, রায়-চৌধুরী ঐ "
(৩) " এইচ, পি, মজুমদার ঐ "
(৪) " এস্, এন্, রায় চৌধুরী বোম্বে মিউচুয়াল
(৫) " জে, এন, বোস ঐ "
(৬) " এস্, বি, দত্তগুপ্ত মেট্রোপলিটান্
(৭) " এস্. সি, মিত্র ঐ
(৮) " টি, এন্, চক্রবর্ত্তী ঐ

(৯)	"	এস্, বাগচী	ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্
(১০)	"	জে, কে, ঘোষ	ঐ
(১১)	"	এইচ, কে, চৌধুরী	ঐ
(১২)	"	এন্, প্রামাণিক	হিন্দুস্থান
(১৩)	"	জি, কে, চৌধুরী	ঐ
(১৪)	"	কে, কে, ব্যানার্জ্জি	ওরিয়েণ্টাল
(১৫)	"	জে, সি, সেন	ইষ্ট ইণ্ডিয়া
(১৬)	"	এস্, আর, মিত্র	মডার্ণ ইণ্ডিয়া
(১৭)	"	এন্, বি, সেন শর্ম্মা	ঐ
(১৮)	"	এস্. এন্, দাস	বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স
(১৯)	"	বি, আর, ঘোস	ইউনাইটেড এসিঃ
(২০)	"	এস্, কে, গাঙ্গুলী	ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল
(২১)		জে, এন্ ঘোষ	নিউ ইণ্ডিয়া।

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় কন্‌ফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের বক্তৃতার আংশিক স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। স্থানাভাববশতঃ অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান,স্বেচ্ছা সেবকদলের নায়ক এবং কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারী প্রভৃতির অভিভাষণ এবার দিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যা হইতে এই সকল আমূল প্রকাশিত হইবে। এই কন্‌ফারেন্সে যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে সে সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য বলিবার অবসর হইল না। এই সকল বিষয়ই পর পর সংখ্যায় আলোচিত হইবে।

বীমাকর্ম্মী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার*

কৈশোরের প্রারম্ভেই যাঁহাকে পিতৃহারা হইতে হয়, পরিণত বয়সেও যে শৈশবের স্মৃতি তাঁহাকে মর্ম্মপীড়া দিতে থাকে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বুদ্ধি বৃত্তি পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই যাহাকে দুনিয়ার সম্মুখে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইতে হয় তাঁহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কে আছে? শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার মহাশয় পরবর্ত্তী কর্ম্মজীবনে যে বীমা বিভাগেই প্রবেশ করিলেন, তাহাও পিতৃমৃত্যুর পরোক্ষ ফল কিনা কে বলিবে! আট বৎসরের পিতৃহারা শিশু তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় মানুষ হইতে হইয়াছে, পৃথিবীর ভালমন্দের অভিজ্ঞতাও হাতে কলমে ঠেকিয়া শিখিয়া নিজেকে অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। সংগ্রামের কষ্টিপাথরেই তাই তাঁহার সত্যকার রূপ অমন উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা সংক্ষেপে এই বীমাকর্ম্মীর জীবনচরিত আলোচনা করিব।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার বরিশাল জেলার প্রসিদ্ধ দস্তিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীহট্টে ওকালতী করিবার সময় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আশা ছিল যে, কালে জ্ঞানবাবুও তাঁহার ব্যবসা এবং প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। ১৮৯৭ সালে পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে গড়িয়া তুলিবার ভার পড়িল বিধবা মাতার উপর এবং তিনি অতীব যত্নসহকারে তাঁহাকে এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়াইলেন। ১৯০৮ সালে রাজসাহী কলেজ হইতে বি,এ পাশ করিবার পর, আত্মীয়স্বজন এবং মাতার আদেশে তাঁহাকে ল'

* বীমাকর্ম্মীদিগের দ্বিতীয় বার্ষিক কন্‌ফারেন্সে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিলাম। সম্পাদক

কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইল। কিন্তু ওকালতীর গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার মন আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না; কাজেই কলিকাতার একটি স্কুলে মাষ্টারী জোটা মাত্রই তিনি রিপন কলেজের ক্লাশ হইতে সেলাম ঠুকিয়া বিদায় লইলেন। শিক্ষকতা করিবার সময়ই "সিটি অফ্ গ্লাসগো" কোম্পানীর সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ গালিল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং তিনি জ্ঞানবাবুকে তাঁহার কোম্পানীতে শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করেন। দুই বৎসর এইখানে কাজ কর্ম্ম শিখিবার পর, তিনি এবং শ্রীযুক্ত কে, বি, রায় চৌধুরী ইউনিভার্স্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত হন। এই কোম্পানীর হেড অফিস কলিকাতায় অবস্থিত ছিল। যখন তিনি কর্ম্মে যোগদান করেন, তখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের "সাজ, সাজ" রব পড়িয়া গিয়াছে।

এই সময়ে ইউনিভার্সাল এসিওরেন্স কোম্পানীর অবস্থা প্রায় বানচাল হওয়ার মত হইয়াছিল। মিঃ দস্তিদার তাঁহার সহকারীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীজ অ্যাক্ট অনুসারে ইউনিভার্সালকে রেগুলার ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে পরিণত করিয়া সমস্ত ব্যবসা নিজেদের তাঁবে আনিবার জন্য বন্দোবস্ত করেন। জীবন বীমার ইতিহাসে এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না বলিয়াই তৎকালে ব্যবসায়ী মহলে বেশ গোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু মিঃ জি, এস্, ম্যারাথে এবং কোম্পানীর সলিসিটার মেসার্স মর্গ্যান অ্যাণ্ড কোম্পানীর আনুকূল্যে এই প্রচেষ্টা সফল হয়, কোম্পানীর নামও চতুর্দ্দিকে বেশ রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। জ্ঞান বাবু কোম্পানীর ইতিহাসে এইরূপে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইহাতে কোম্পানীর ব্যবসায় পরিমাণও যেমন বাড়িয়া গেল, পাব্লিসিটি বা বিজ্ঞাপনের কাজ হইল তাহার চেয়ে ঢের বেশী। তখন ইউরোপে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে; পৃথিবীর ব্যবসার কেন্দ্রও কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত অহরহ স্থানান্তরিত হইতেছে। আর্থিক অব্যবস্থার জন্য দেশের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। মিঃ দস্তিদার ইহাতে দমিবার পাত্র ছিলেন না; তিনি এই দুর্দ্দিনের মধ্যেও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া বীমাকর্ম্মীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৭ সনের ঐদিকে ম্যানেজিং এজেন্ট-দের সঙ্গে সেক্রেটারীদ্বয়ের বোনাস্ বণ্টন লইয়া মতভেদ হওয়ার জন্য মিঃ দস্তিদার এবং রায় চৌধুরী কর্ম্মে ইস্তফা দেন। কিন্তু ঐ বৎসরেই তিনি বম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটির কাছ হইতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের জন্য চীফ এজেন্সী গ্রহণ করেন; ফার্ম্মের নাম রাখা হয় দস্তিদার এণ্ড সন্স। এই সময় হইতেই তাঁহাদের আফিসের কাজ দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যখন বম্বে মিউচুয়ালের কাজ হাতে নিলেন তখনও জ্ঞানবাবু দুঃখ দুর্দ্দিনের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন; হাতে টাকা নাই, পিছনে মদৎ দিবার লোক নাই—তাই জগুবাবুর বাজারের কাছে একটা বাড়ীর পিছনের একখানা ঘর মাসিক আট টাকায় ভাড়া করিয়া তিনি বম্বে মিউচুয়ালের কাজ সুরু করিয়া দিলেন। বছর খানেক এইরূপ পিছনের কামরায় থাকিয়া শেষে মাসিক ১২৲ টাকা ভাড়ায় সদর রাস্তার উপর ঐ বাড়ীর সম্মুখের কামরাখানি ভাড়া লইলেন এবং এইবার ভদ্রভাবে বীমার কাজ করিতে পারিলেন ভাবিয়া মনে মহা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইখানে কিছুকাল কাজ করিয়া হাতে কিছু "রেস্ত" সঞ্চয় করিবার পর তিনি ভবানীপুর রাখিলেন। এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি নিজেই তাঁহার আপিশের কেরাণী, প্যাকার, ডেস্প্যাচার,
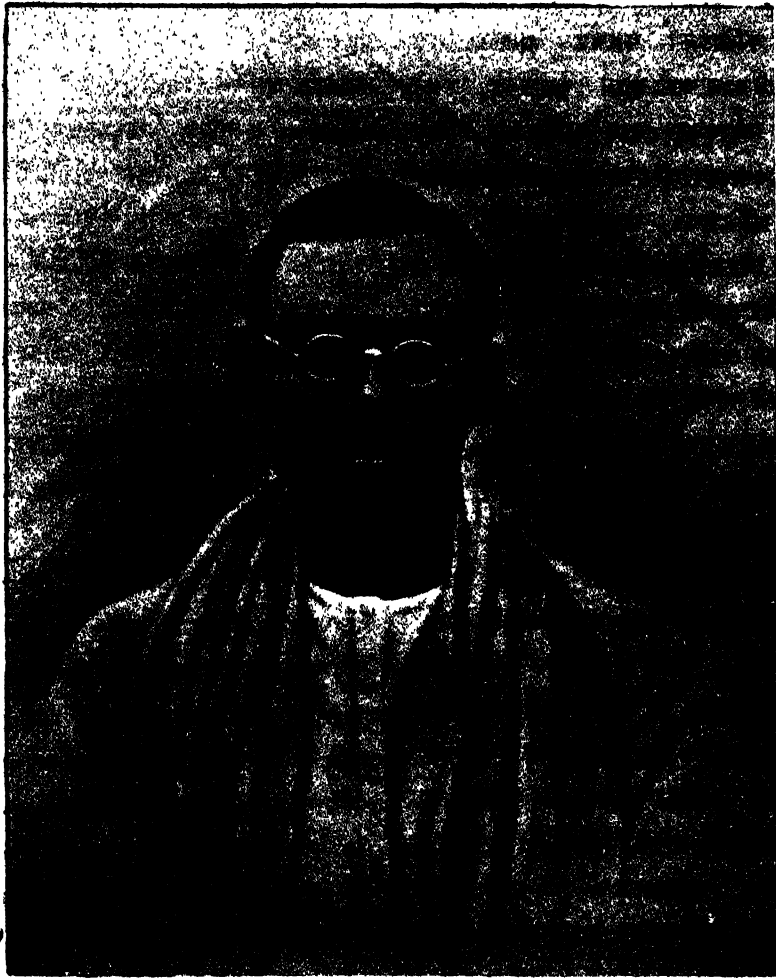
শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

ছাড়িয়া কলিকাতায় ব্যবসায়ী মহলে আপিশ খুলিবার সঙ্কল্প করিলেন।

অতঃপর ক্যানিং ষ্ট্রীটে মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়ায় একটী কামরা লইয়া তিনি আফিস খুলিলেন এবং এইখানে একজন কেরাণীও ক্যানভাসার এবং কর্ম্মী ছিলেন। এইবার আপিশ খোলার সঙ্গে সঙ্গে একজন কেরাণী রাখিয়া ভদ্র বেশ ধরিলেন। ক্যানিং ষ্ট্রীটে কিছু দিন থাকার পর কাজের পরিমাণ যখন বাড়িতে লাগিল তখন বাৎসরিক ৩০৲ টাকা মাহিনার এক-

জন হিসাব লেখক রাখিলেন। ইনি মাঝে মাঝে আসিয়া হিসাবের খাতাপত্রগুলি লিখিয়া দিয়া যাইতেন এবং এইজন্য সারা বৎসরে মাত্র ৩০৲ টাকা চার্জ্জ করিতেন। কাজের প্রসারের জন্য ক্যানিং ষ্ট্রীটে যখন আর স্থানে কুলায় না, তখন জ্ঞানবাবু জ্যাক্‌সন্ লেনে মাসিক ৪০৲ টাকায় এক আপিশ ভাড়া লইলেন এবং এইবার দুইজন কেরাণী রাখিলেন। বম্বে মিউচুয়াল হাতে নিবার পর হইতে ধীরে ধীরে কাজ সংগ্রহ হইতেছে সত্য এবং হাতেও যে কিছু আসিতেছে না এমনও নহে; নাহলে জগুবাবুর বাজারে ৮৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি কামরা লইয়া যাহার জীবন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পক্ষে জ্যাক্‌সন্ লেনে ৪০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় আপিশ নেওয়া এবং দুইজন কেরাণী রাখা কখনও সম্ভব হইত না। কিন্তু এই যে উন্নতি,ইহা সাত বৎসরে হইয়াছে; সুতরাং উন্নতির গতি যে অতি মৃদু হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল চিন্তা করিয়া জ্ঞান বাবু দেখিলেন যে ক্যানিং ষ্ট্রীট এবং জ্যাক্‌সন্ লেন আপিশাঞ্চল নহে। ইহা ব্যবসায়ী এবং ব্যাপারী দিগের মহল্লা। এখানে ফ'ড়ে এবং পাইকারেরা নানারূপ জিনিষপত্র খরিদ বিক্রয় করিতে আসে; প্রকৃত আপিশ অঞ্চলের গণ্ডী ইহার বাহিরে। বিশেষতঃ বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে এইসব অঞ্চলে আপিশ খোলা একটা জাত যাওয়া ব্যাপার—এখানে বীমার আপিশ খুলিলে একেবারে ইজ্জৎ যায়। বীমা কোম্পানীর আদিস্থান ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ড্যালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চল—যেখানে একশত টাকার কমে আপিশ মেলা দুরূহ; অথচ অত টাকা আপিশ ভাড়া দিবার মত সচ্ছল অবস্থা জ্ঞান বাবুর তখনও হয় নাই। জ্ঞান বাবু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে তাল ঠুকিয়া, বুকে বল বাঁধিয়া, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া না পড়িতে পারিলে, উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। তাই তিনি কোথায় কম ভাড়ায় ইজ্জৎদার আপিশ পাওয়া যায় সেই খোঁজে ঘুরিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের বাড়ীর উপর ১১৫৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় আপিশ খুলিলেন এবং এইখানে আসিয়া ৪ জন ক্লার্ক রাখিলেন। এইবার মনের মত জায়গায় প্রকৃত আপিশ অঞ্চলে আপিশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জ্ঞানবাবুর মনে দ্বিগুণ উৎসাহ এবং কর্ম্মপ্রেরণা আসিল। ১৯২৭ সালে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আপিশ খুলিলেন এবং খুলিবার পর হইতে কাজের পরিমাণও আশাতীত রূপে বাড়িয়া চলিল।

তারপর আসিল কলিকাতায় ১৯২৮ সালের কংগ্রেস এক্‌জিবিশন্। জ্ঞানবাবু একদিন এক্‌জিবিশনে বেড়াইতে যাইয়া দেখিলেন যে হিন্দুস্থান প্রমুখ কয়েকটী বড় বড় বীমা কোম্পানী এক্‌জিবিশনে আপন আপন কোম্পানীর প্রচার উদ্দেশ্যে স্থান লইয়া শো-রুম (Show-room) তৈয়ারী করিতেছে। বীমা কোম্পানীর সাফল্যের মূলে প্রচার যে কত কার্য্যকরী তাহা জ্ঞানবাবুর অবিদিত ছিল না। তিনি পর দিন আপিশে আসিয়াই বোম্বাইয়ে হেড্ আপিশে পত্র লিখিলেন এবং যাহাতে তাঁহারাও এই এক্‌জিবিশনে একটা স্থান নিয়া শোরুম তৈয়ারী করেন তাহার জন্য নানা যুক্তি দেখাইয়া পত্র লিখিলেন। ১৯২৮ সালের কলিকাতা প্রদর্শনী যে কি বিরাট আকারে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং সেইখানে একটা দেখারমত "শোরুম" খুলিলে সমগ্র দেশের মধ্যে

তাহার যে কি বিপুল প্রচারের সুযোগ হইবে তাহা জ্ঞানবাবু চখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার হেড্ আপিশের বড় কর্ত্তারা অত-দূরে বসিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও এজন্য অত টাকা ব্যয় করিতে রাজী হইলেন না। অগত্যা অনেক লেখালেখির পর হেড্ আপিশ আধা খরচ বহন করিতে রাজী হইলেন। বাকী আধা জ্ঞানবাবুই বহন করিবেন—এই সাব্যস্ত হইয়া কলিকাতা প্রদর্শনীতে বম্বে মিউচুয়ালের "শো-রুম" নেওয়া স্থির হইয়া গেল। এই শো-রুমের kioskটা তৈরী করিতেই জ্ঞানবাবুর ২৬০০৲ টাকা খরচ পড়িয়া গেল, ইহা হইতে প্রদর্শনীতে প্রচারের ব্যয়ের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রচারের জন্য এইরূপ মুক্ত হস্তে খরচ করিয়া প্রদর্শনী ত' শেষ হইল,—এইবার ফল সংগ্রহের পালা সুরু হইল। জানুয়ারীর শেষে প্রদর্শনী শেষ হইল; পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসেই তাঁহারা প্রায় পৌণে দুই লাখ টাকার কাজ পাইলেন; মার্চ মাসেও পৌণে দুই লক্ষ টাকার কাজ হস্তগত হইল। এপ্রিল মাসে দুই লাখ টাকার কাজ আসিল এবং বম্বে মিউচুয়ালের হেড্ আপিশ দেখিতে লাগিলেন যে একমাত্র দস্তিদারের ফার্ম্ম হইতেই বিপুল কাজ পাওয়া যাইতেছে। আজ যদি আমরা বলি যে বম্বে মিউচুয়াল সমস্ত ভারতে যত টাকার কাজ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেকই আসে মিঃ দস্তিদারের ফার্ম্ম হইতে, তাহা হইলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন কি বিপুল কর্ম্মশক্তি এবং উদ্যম এই সাধাসিধে মানুষটাকে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। আমরা যে সাহিত্যিক ভাষায়ের 'অতিশয়োক্তি' ব্যবহার করিতেছি না, তাহা নীচের অঙ্কগুলির দিকে তাকাইলেই বোঝা যাইবে:—

ব্যবসার পরিমাণ

১৯২৮ সালে	প্রায় ১১ লক্ষ টাকার
১৯২৯ "	" ২২ " "
১৯৩০ "	" ৩০ " "
১৯৩১ "	" ৩৫ " "

যাহারা বলে যে বিজ্ঞাপন দিলে কোনও ফল হয় না, প্রচার এবং প্রোপাগ্যাণ্ডার কোনও মূল্য নাই, সেই সকল স্বয়ং-সিদ্ধ অহংজ্ঞানী পণ্ডিতদিগকে জ্ঞানবাবুর এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এবং প্রচার জনিত আশু ফলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। ১১৫৲ টাকা ভাড়ায় যে কামরাটী জ্ঞানবাবু লইয়াছিলেন বর্ত্তমান সালের জানুয়ারী মাস হইতে তাহা আরও বাড়াইয়া অনেক বেশী ভাড়া দিয়া আপিশের আয়তন প্রায় দশগুণ করিয়াছেন। এখন ইঁহাদের আপিশ দেখিলে একটী প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীর হেড্ আপিশ বলিয়াই মনে হয়। মৌমাছির মত কেরাণীকুল সেখানে বজ্-বজ্ করিতেছে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন একটা সজীবতা, কর্ম্মপ্রাণতা এবং লক্ষ্মীশ্রী ছড়াইয়া পড়িয়াছে যাহা দেখিলেই প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আর এই আপিশের কেন্দ্রশক্তি-রূপে যে রোগা, পাত্‌লা, ছিপ্‌ছিপে মানুষটী একখানা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে হয় যে—এই রোগা কঙ্কি খানার মধ্যে এত তাড়িৎ শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে!

জ্ঞানবাবু বাহ্যাড়ম্বর পছন্দ করেন না, সত্য মিথ্যা বলিয়া লোকের হাততালি পাইবার লোভও

তিনি করেন না। কেহ তাঁহাকে প্রথমে দেখিলে মনে করিবেন যে, লোকটা কি অমিশুক! কিন্তু যাহারা তাঁহাকে কিছুদিন ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তাঁহার মনটি অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতই চারিদিক সুস্নিগ্ধ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। তিনি সত্যিকার কাজ দেখাইয়াই লোকের প্রশংসা অর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী।

তিনি বন্ধুবৎসল এবং প্রিয়ভাষী; লোক চিনিবার ক্ষমতাও তাঁহার অনন্যসাধারণ। কলিকাতায় তাঁহার কোম্পানীতে বহু লোক কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই জ্ঞানবাবুর মনোনয়নে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাছ হইতে যে প্রকার কাজ আদায় হইয়াছে, তাহাতেই বোঝা যাইতেছে যে জ্ঞানবাবু অপাত্রে বিশ্বাস এবং কর্ম্মভার ন্যস্ত করেন নাই। কর্ম্মীরাও তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন।

১৯১০ সালে যখন কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হয় তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিঃ দস্তিদার উহার অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরেও তিনি পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়া উক্ত পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। ইহা ছাড়াও নারী শিক্ষা বিস্তারে মিঃ দস্তিদারের আগ্রহ অনন্যসাধারণ। গাভার বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন, এবং এক্ষণে উহার অস্তিত্ব অনেকাংশে মিঃ দস্তিদারের উপর নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রকাশ্য এবং গোপন দানের জন্যও জ্ঞানবাবু দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মিঃ দস্তিদারের বয়স এখন মাত্র ৪৬; তিনি আরো অনেকদিন দেশ ও জনসাধারণের সেবা করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বীমা এজেণ্টগণের কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ

গত ২২এ এপ্রিল এলবার্ট হলে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির এজেণ্টগণের এক কন্‌ফারেন্স বা অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সুপ্রসিদ্ধ বীমা এজেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, সি, ঘোষ দস্তিদার। দস্তিদার মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ বম্বে মিউচুয়াল লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট। এজেণ্ট হিসাবে তাঁহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। তিনি উপরোক্ত সভায় যে অভিভাষণটী পাঠ করিয়াছিলেন তাহা গভীর চিন্তাপূর্ণ। আমরা নিম্নে তাহার আমূল প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন—

সভ্যগণ, আপনারা আমাকে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির এজেণ্টদিগের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি মনোনয়ন করিয়া যেভাবে আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন সেজন্য আমি আপনাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার নিজের ত্রুটী ও অক্ষমতার বিষয় আমি সম্যক্ অবগত আছি এবং আমার বিশ্বাস, এ সম্মান কোন যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিলেই ভাল হইত। কিন্তু যখন আপনারা আমারই উপর ইহার ভার দিয়াছেন তখন আপনাদিগের সহযোগিতা এবং হিতেচ্ছাদ্বারা বরিত হইয়া সভাপতির এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করিব। আশা করি, আপনারা আমার দোষ, ত্রুটী উপেক্ষা করিয়া আমাকে সদযুক্তিদ্বারা সাহায্য করিবেন।

ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির এজেণ্টগণের যাহা কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বলিয়া আমি মনে করি, আজ তাহাই আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইব। বিশেষ করিয়া এজেণ্টগণের দোষত্রুটীর বিষয়েও আমি দুই চারিটী কথা বলিব। এজেণ্টগণের যে কেবল দোষ ত্রুটীই আছে তাহা নয়, গুণও আছে যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস এজেণ্টগণের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহাদের কর্ম্মকুশলতা, সততা এবং সত্যনিষ্ঠার বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। অপর পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে এমন অনেক এজেণ্ট দেখা যায় যাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতির দোষে কেবল যে তাঁহারা নিজেদের কার্য্যে ক্ষতি করিতেছেন তাহা নহে, ভারতীয় বীমারও সুনামে কলঙ্ক আসিতেছে। আমার এই কথাগুলি শুনিয়া যদি কোন এজেণ্ট নিজেদের ত্রুটী বিচ্যুতি দূর করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে জানিব আমার শ্রম সফল হইল। ভারতে বীমা ব্যবসায়ের প্রসার সম্ভব হইতে পারে যদি সমগ্র দেশে এজেণ্টগণের কার্য্যপদ্ধতি উন্নত এবং সত্যনিষ্ঠ হয়। আমার আশা আছে যে, আমরা আজ যে সংগ্রামে নামিয়াছি তাহাতে নিজেদের অধ্যবসায় এবং কর্ম্মকুশলতাদ্বারা জয়ী হইতে পারিব। এই সংগ্রামে বীমা অনুষ্ঠানগুলিও আমাদের সহায় হইলে যে আমাদের সফলতা আরও সন্তোষজনক হইবে ইহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে যখন দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের

ব্যবস্থা ছিল তখন উক্ত ব্যবস্থার দ্বারাই জীবন বীমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। বর্ত্তমান যুগে সেকালের একান্নবর্ত্তী প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। সুতরাং এখন জীবন-বীমার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সময়ে প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিকেই নিজের ক্ষমতাপোযোগী জীবন-বীমা করা উচিত। বীমা করিলে যদি উপার্জ্জনকারীর অসময়ে মৃত্যু হয় তাহা হইলে পরিবারবর্গ নিঃসহায় এবং নিরবলম্ব অবস্থায় দারিদ্র্যের কঠোরাঘাতে পিষ্ট হয় না। তাহা ছাড়া বৃদ্ধকালের সহায় এবং পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা এবং কন্যার বিবাহ ইত্যাদিতে জীবন বীমা মানবের কত উপকারে আসে। বলা বাহুল্য,যেদিক দিয়াই দেখা যাক,আধুনিক যুগে জীবন বীমা মানব জীবনের একটা প্রধান অবলম্বন। এবিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য ; 'নম্নে তাহার সারাংশ দিলাম—

"জীবন বীমা লক্ষ লক্ষ লোকের উৎকণ্ঠা দূর করিয়া রাত্রে শান্তিপূর্ণ নিদ্রা ও বিশ্রামের অবসর দেয়। কত সহস্র পরিবার জীবন-বীমার অনুগ্রহে দারিদ্র্য ও অভাব হইতে মুক্ত হয়।

"জীবন-বীমার এত বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার ফলে যাহার যেরূপ দরকার তাহার সেইভাবেই জীবন-বীমা হইতে পারে। এখন আর কেহ যুক্তি ওজরদ্বারা বীমার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। প্রায়শঃ ধনীর মুখে শুনা যায় যে তাঁহার জীবন-বীমার কোন আবশ্যকতা নাই। সন্তানহীন পিতাও অনেক সময়ে জীবন বীমার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের কি কোন দরিদ্র আত্মীয়স্বজন অথবা বিশ্বাসী কর্ম্মচারী নাই যাহাকে শেষ বয়সে কিছু দিয়া যাইতে চাহেন? তাহা ছাড়া দেশে দানের উপযুক্ত হাসপাতাল, অনাথালয়,শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। আমি যদি সময়োচিত ক্ষমতা পাইতাম তাহা হইলে প্রত্যেক গৃহস্থের কবাটে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির ব্লটিং প্যাডে লিখিতাম,জীবন-বীমা কর, কারণ আমার স্থির বিশ্বাস বর্ত্তমানের এই সামান্য ত্যাগের ফলে ভবিষ্যতে পরিবারবর্গ দুঃখ ও দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। আমাদের কর্ত্তব্য যে শুধু দেশের লোকের জীবন-বীমা করাইয়া মানব জীবনের সুখ ও শান্তির আশা পুনরুদ্ধার করা তাহা নহে, উপার্জ্জনক্ষম পুরুষের অসময়ে মৃত্যুর দরুণ অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্যপীড়িত নারী ও শিশুর সাময়িক সহায়তার দ্বারা জাতীয় স্বাস্থ্য ও শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাও আমাদের জীবনের মহা কর্ত্তব্য।"

জীবন-বীমার প্রসারের সহিত দেশের আর্থিক অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। পাশ্চাত্য দেশে আমরা যে ঐশ্বর্য্য ও ধনের উৎকর্ষ দেখিতে পাই তাহা এই বীমার প্রসারের ফলেই হইয়াছে। আমাদের দেশেও জনসাধারণ ক্রমশঃ জীবন-বীমার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছে ; দেশের লোক এখন বুঝিতে পারিতেছে জীবন বীমার দ্বারা পরিবারবর্গকে অভাব ও দারিদ্র্য হইতে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে! দেশবাসী ইহাও বুঝিতেছে যে দেশীয় বীমা অনুষ্ঠানেই জীবন-বীমা করা উচিত। এখন বীমা অনুষ্ঠানগুলি এবং বীমা কর্ম্মীগণের উচিত যে এই অবসরে জীবন-বীমার উপযুক্তভাবে প্রসার ও কার্য্যবৃদ্ধি করা।

এই স্থলে বিলাতী প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের কর্ম্মকুশল পরিচালকবর্গের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ এ কথা

অস্বীকার করা যায় না যে এই সমস্ত বিলাতী অনুষ্ঠানই দেশে বীমার প্রচলনের পথ প্রথমে প্রশস্ত করে। আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠাবান বীমা কর্ম্মীগণ সকলেই ঐ সকল বিদেশীয় অনুষ্ঠানেই বীমা সম্বন্ধে তালিম পাইয়াছিলেন। তাঁহারাই প্রথমে উদ্যোগী হইয়া দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, এবং কত ত্যাগ, বাধাবিঘ্ন এবং নিঃস্বার্থ-সেবার দ্বারা সেই সমস্ত অনুষ্ঠানকে আজ এমন ভাবে দাঁড় করাইয়াছেন যে আজ সেবার আদর্শে, পুঁজিতে এবং প্রতিষ্ঠায় যে কোন বিদেশী অনুষ্ঠানের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে।

আমাদের দেশে জীবন-বীমার কতদূর প্রসার হইয়াছে এবং লোকসংখ্যা হিসাবে জন প্রতি অন্যান্য দেশে কত টাকার বীমা হইয়াছে নিম্নলিখিত তালিকাপাঠে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

দেশের নাম	প্রতি জনে কত টাকার বীমা করিয়াছে তাহার গড়পড়তা হিসাব।
আমেরিকা	৩০০০৲
ক্যানেডা	১৭০০৲
বিলাত	১১০০৲
নিউ-জীল্যাণ্ড	৯০০৲
অষ্ট্রিয়া	৬০০৲
নরওয়ে	৪৫০৲
সুইডেন	৪২০৲
নেদারল্যাণ্ড	৩৯০৲
ডেনমার্ক	৩০০৲
ভারতবর্ষ	৭৲

উপরোক্ত বর্ণনাপাঠে বুঝিতে পারা যাইবে যে এখনও অন্যান্য দেশের বীমা প্রসারের সমকক্ষ হইতে আমাদের দেশে কত প্রচার এবং পরিশ্রম করিতে বাকী আছে। সেইজন্য প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা সকলে নিজেদের চেষ্টাদ্বারা দেশে বীমার কার্য্য প্রসারে সাহায্য করেন। জীবন বীমার কাজ যাহাতে প্রসার পাইয়া অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হয় এবং দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠা সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। দেশের আর্থিক উন্নতি এবং জাতীয় স্বাবলম্বন ও মুক্তি একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই প্রধানতঃ সাধিত হইতে পারে।

অনেক প্রতিষ্ঠাবান বীমাকর্ম্মী আজ এজেন্টগণের এইরূপ সঙ্ঘ এবং নানাস্থানে তাঁহাদিগের অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। কারণ, এইরূপ সঙ্ঘ ও অধিবেশন দ্বারা তাঁহাদিগের নিজেদের এবং বীমা অনুষ্ঠান গুলির স্বার্থ সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে। এইরূপ সঙ্ঘ দ্বারা ভারতীয় বীমার প্রসারে জনমত তৈয়ারী করিতে পারা যায়, এবং বীমা কর্ম্মীদিগের বর্ত্তমান অবস্থাও উন্নত হইতে পারে। বীমা এজেন্টগণ খুব যে সুখী তাহা নহে, তবে এইরূপ প্রচেষ্টাদ্বারা তাঁহাদিগের শিক্ষা, কর্ম্মকুশলতা এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায় হইতে পারে। তবে এ কথা মনে রাখা উচিত যে এরূপ সঙ্ঘকে বীমা অনুষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতায় দাঁড় করান উচিত নহে, বরং দেশের মধ্যে বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বীমা অনুষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। অবশ্য এইরূপ সঙ্ঘদ্বারা দক্ষ ও সচ্চরিত্র এজেন্টগণের ন্যায়সঙ্গত অসুবিধা দূর করা এবং অসচ্চরিত্র এজেন্টগণকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বহির্গত করাও কর্ত্তব্যের এক প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। এদেশে ভারতীয়

বীমা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠান উভয়েরই পৃথক সঙ্ঘ আছে। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত যে, বীমা কর্ম্মীদিগের জন্যও নানাস্থানে পৃথক পৃথক সঙ্ঘ হওয়া উচিত এবং ভারতীয় বীমা পরিষদের (Indian insurance institute) সহযোগিতার দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপুষ্টি হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য উপরোক্ত পরিষদ আজ তিন বৎসর যাবৎ ভারতীয় বীমার সংরক্ষণে ও পরিপুষ্টি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

যদিও গত কয়েক বৎসরে ভারতের বীমা কোম্পানীগুলির যথেষ্ট কার্য্য প্রসার হইয়াছে, তথাপি ইহাদের উন্নতি ও প্রসারের এখনও অনেক বাকী আছে। ইংরাজীতে Buy British কথাটী খুব প্রচলিত ; আমাদের দেশের জন্যও Buy Indian বা "ভারতের জিনিষ ক্রয় কর" এ কথারও খুব প্রচার হওয়া উচিত। ভারতবাসীর মঙ্গলার্থে, দেশের বীমা, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার উদ্দেশ্যে এইরূপ Slogan-এর প্রচার হওয়া উচিত। সকলেই জানেন যে গত কয়েক বৎসর বিশ্বব্যাপী অর্থ সঙ্কট সত্ত্বেও ভারতে বীমার ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। অবশ্য এই উৎকর্ষ প্রধানতঃ জনসাধারণের সমর্থন ও সহায়তা এবং এজেন্টগণের কর্ম্মকুশলতা দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে।

আজ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যে সমস্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আছেন—পরিচালক, ডাক্তার বা প্রতিনিধি ভাবে তাঁহাদের স্কন্ধে গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে, কারণ মূলতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য পরিচালনার উপর এবং কর্ত্তব্য প্রতিপালনের উপরই ভারতের বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের উপর যে এরূপ বিশেষোক্তি করিলাম তাহার কারণ, তাহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যথেষ্ট। তাহাদেরই উপর শত সহস্র পরিবারের স্বার্থ নিবদ্ধ এবং বীমা কর্ম্মীগণের ইষ্ট নির্ভর করিতেছে। বীমাকারিগণের প্রতি তাহাদের ব্যবহার সহানুভূতিপূর্ণ এবং সরল হওয়া উচিত। সেইরূপ বীমা কর্ম্মী ও বীমা এজেন্টগণের প্রতিও তাহাদের ব্যবহার ভদ্রোচিত হওয়া উচিত এবং তাঁহাদিগের কাহাকেও হেয় বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। দুঃখের বিষয়, আমি লক্ষ্য করিয়াছি, অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ ভাবেন তাঁহাদের পদমর্য্যাদা ও কার্য্যক্ষেত্র বীমা-কর্ম্মী ও এজেন্টদিগের হইতে স্বতন্ত্র এবং সেইজন্য তাঁহাদের ন্যায্য অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাঁহারা মোটেই চেষ্টা করেন না।

(ক্রমশঃ)

বীমা কোম্পানী সমূহের বার্ষিক রিপোর্ট

আমরা ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট, এবং চেয়ারম্যানের বক্তৃতাদি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। তদ্ব্যতীত এম্পায়ার, ন্যাশন্যাল, জেনারেল এসিওরেন্স, বম্বে মিউচুয়াল প্রভৃতি বীমা কোম্পানীরও বার্ষিক রিপোর্টাদি পাইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানাভাব বশতঃ এই সকল রিপোর্টের সমালোচনাদি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যা হইতে এই সকল প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক।

নোটীশ

কলিকাতা কর্পোরেশন

লাইসেন্স বিভাগ

গাড়ী এবং ঘোড়ার ট্যাক্স

১৯৩৩-৩৪ বর্ষের প্রথমার্দ্ধ

গাড়ী, জিন্‌রিক্সা, রেসের ঘোড়া, ঘোড়া পনি অথবা খচ্চরের মালিক এবং রক্ষকদিগকে জানান যাইতেছে যে ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৬৭ (১) (২) ধারা অনুযায়ী তাহাদিগের অধীনস্থ যতগুলি গাড়ী অথবা জন্তু আছে তাহার বিবরণ এবং উহার দরুণ দেয় ট্যাক্সের পরিমাণসহ মিউনিসিপ্যাল আফিসে ১৯৩৩ সালের ১লা মে তারিখের মধ্যে, একটি বিবরণ পাঠাইবার কথা ছিল। ঐ সমস্ত রিটার্ণের মুদ্রিত ফর্ম্ম যদি এখন পর্য্যন্ত কেহ না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে লাইসেন্স অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলেই উহা পাওয়া যাইবে। আরও জানান যাইতেছে যে আগামী ৩১শে মে'র মধ্যে যদি ঐ সমস্ত রিটার্ণ না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিতে পারে, এবং উহার দরুণ ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। যাঁহারা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আপনাপন স্থানে বসিয়া ট্যাক্স দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাঁহাদের দেয় ট্যাক্স ইন্‌স্পেক্টারের নিকট দিতে পারেন। ইন্‌স্পেক্টারদিগকে ট্যাক্স লইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে "লাইসেন্স" প্রদান করিবেন। যদি কোন গাড়ী ব্যবহৃত না হইয়া থাকে, তজ্জন্য ট্যাক্স রহিত করিবার প্রার্থনা আগামী ১৯৩৩ সালের ৩০শে জুনের পর আর গৃহীত হইবে না।

গাড়ীসমূহ রেজেষ্ট্রী করা

ষাণ্মাসিক কালের জন্য গাড়ীসমূহ রেজেষ্টারী করার সম্বন্ধে ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা অনুযায়ী বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ষাণ্মাষিক কালের জন্য গাড়ীগুলির রেজেষ্ট্রী করা কার্য্য গত ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গাড়ী সমূহের মালিকগণ এবং হস্ত চালিত গাড়ীর মালিকগণ (যে সমস্ত গাড়ীতে মানুষ বহন করা হয় না) যেন অবিলম্বে তাহাদের গাড়ীগুলি রেজেষ্টারী করিয়া লয়। প্রত্যেকটি গাড়ী রেজেষ্ট্রী করিবার ফি ৪৲ টাকা হিসাবে লাগিবে। প্রত্যেক গাড়ীতে নম্বর যুক্ত প্লেট দিবার জন্য আরও অতিরিক্ত ১৲ টাকা দিতে হইবে।

গো-যান চালকদিগের টিকিট

ঐ আইনের ১৮৭ ধারা অনুযায়ী কর্পোরেশন প্রদত্ত গো-যান চালকের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর যুক্ত টিকিট সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত ভাবে প্রত্যেক গো-যান চালকের সঙ্গে রাখিতে হইবে।

কুকুরের উপর ট্যাক্স

এই আইনের ১৭৩ ধারা অনুযায়ী কলিকাতায় রক্ষিত প্রত্যেক কুকুরের উপর বাৎসরিক ৫৲ টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হইবে। প্রত্যেক মালিক অথবা কুকুরের রক্ষককে জানান যাইতেছে যে, তাঁহাদের নিকট রক্ষিত কুকুরের তালিকা কর্পোরেশনে পাঠাইতে হইবে এবং কর্পোরেশনে প্রতি কুকুরের জন্য দেয় ট্যাক্স জমা দিতে হইবে। ট্যাক্স দেওয়া হইলে উহার জন্য বর্ত্তমান বর্ষের একটি লাইসেন্স দেওয়া হইবে ও কুকুরের কলারে অথবা গলায় ঝুলাইবার জন্য একটি নম্বরযুক্ত টিকিট প্রদান করা হইবে। যে সমস্ত কুকুরের কলারে কিম্বা গলায় নম্বর টিকিট পাওয়া যাইবে না তাহাদিগকে হত্যা করা কিম্বা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বি, ভি, রামিয়া
কর্পোরেশনের সেক্রেটারী

সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
৯ই মে ১৯৩৩

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ { ২য় সংখ্যা

সিগারেট প্রস্তুত প্রণালী

বর্ত্তমানে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভের পর হইতে দেশে অনেকরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। তাহার ফলে আমরা এখন অনেক স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করিতে পাই। পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত, এখন আমাদেরই দেশ তাহা আমাদিগকে যোগাইতেছে। দেশের ধন, অর্থ দেশেই থাকিতেছে এবং দেশের লোকের সেজন্য উপার্জ্জনেরও সুবিধা হইতেছে।

সিগারেট খাইবার প্রথা বিদেশ হইতে আসিয়াছে, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধূম পানের নেশা শুধু ভারতে কেন, সমস্ত সভ্যজগতেই দ্রুতপ্রচার হইতেছে। আমাদের দেশে সিগারেট ও বিড়ির প্রচারের সহিত হুকার ব্যবহার দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। কারণ দরকার পড়িলেই যেমন দিয়াশলাই ধরাইয়া বিনা আয়াসে সিগারেট দ্বারা ধূমপানের ব্যবস্থা ও সুবিধা হয়, হুকার ধূমপানে অপূর্ব্ব আনন্দ ও তৃপ্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, তাহার ব্যবস্থা করিতে নানারূপ জটীল প্রণালীর আশ্রয় লইতে ও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। সেই জন্যই সিগারেটের প্রচার দিন দিন এইভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রচার খুব বেশী হইলেও সিগারেট তৈয়ারী আমাদের দেশে এই সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এক কলিকাতা ও বোম্বাই ছাড়া অন্য কোথায়ও দেশীয় সিগারেট তৈয়ার হয় না। সুতরাং ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে দেশে ধূমপানের নেশা বৃদ্ধি

পাওয়ার সঙ্গে বিদেশী মালেরই কাটতি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া বিদেশী কোম্পানীগুলি এমন ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের মাল কাটাইবার জন্য উদ্যম ও উদ্যোগ করিতেছে যে তাহাদিগকে অাঁটিয়া উঠা এক সরকার বাহাদুরের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমরা বাজারে "কাঁচি" ও "গোল্ড ফ্লেক" প্রভৃতি যে-সমস্ত সিগারেট দেখিতে পাই, তাহা প্রস্তুত হয় আমাদেরই দেশে এবং আমাদের দেশজাত তামাকের দ্বারা। অথচ ইহাদের ব্যবসা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকাতে দেশের অনেক টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

এখন কথা এই, যে সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠান গুলি সিগারেট প্রস্তুত করে, তাহারা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে না কেন? তাহার প্রধান কারণ, অর্থাভাব ও অজ্ঞতা হেতু কারখানায় উপযুক্ত দক্ষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয় না বলিয়া দেশীয় মাল বিদেশীয় মালের সহিত প্রতি-যোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। তবে দিন দিন যে সিগারেটের qualityর উন্নতি হইতেছে এ কথাও নিঃসন্দেহ ভাবে বলিতে পারা যায়। ক্রমশঃ দেশের ধনী শিল্পীগণ এই ব্যবসায়ে নামিতেছেন, এবং যাহাতে দেশীয় মাল বিদেশীয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হইতেছেন।

তামাক

সিগারেটের প্রধান উপাদান তামাক। আমাদের ভারতে তামাকের চাষ হয় যথেষ্ট। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে গুণ্টুর জেলায় যে তামাকের চাষ হইতেছে তাহা বিদেশী তামাক অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নহে। তামাকেরও নানাবিধ গ্রেড আছে; সম্প্রতি গুণ্টুরে আমেরিকান তামাকের বীজ আনাইয়া যে তামাকের চাষ হইয়াছে তাহাও খুব সন্তোষজনক দেখা গিয়াছে।

রাসায়নিক পদার্থ ও সুগন্ধি

টার্কিশ, ভার্জ্জিনিয়া, গোল্ডফ্লেক ভেনিলা ইত্যাদি নানাবিধ নামে যে সমস্ত সিগারেট বিক্রয় হয় তাহা প্রধানতঃ বিশেষ গন্ধের উপর নির্ভর করে। কতটুকু সুগন্ধি ব্যবহার প্রয়োজন হয় তাহা তামাকের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত সুগন্ধি সাধারণতঃ জার্ম্মাণী ও আমে-রিকায় প্রস্তুত হয়। আধসের তামাকে প্রায় ১ আনার সুগন্ধি ব্যবহার করিলেই তামাকে সন্তোষজনক গন্ধ পাওয়া যায়। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে তামাকে সুবাস আনা হয়, তবে তাহার প্রণালী ইত্যাদি সমস্তই গুপ্ত রাখা হয়।

কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আছে যাহার সাহায্যে সিগারেটের গোলাকৃতি রক্ষা করা যায়; এবং সিগারেট কোমল ও নরম অথচ ঢিলা না হইয়া অাঁট থাকিতে পারে। এমন রাসায়নিক দ্রব্য আছে যাহার সংযোগে না ফুঁকিলেও সিগারেট পুড়িতে থাকে, এবং পুড়িলে সাদা ছাই নির্গত হয়, বায়ু সংযোগে গোলাকার ধূম বাহির হয়, এবং বাক্স বন্ধ করিয়া রাখিলে সিগারেটের কাগজ হরিদ্রাবর্ণের ছোব ধরে না।

সিগারেটের কাগজ

সিগারেটের কাগজ কলিকাতা, বোম্বাই, এবং করাচীর বাজারে পাওয়া যায়। বাধনের আকারে

১,৫৬০ ফুট লম্বা কাগজ বিক্রয় হয়। একটি বাধনের কাগজে ১৫০০০ হইতে ২০০৯০ সিগারেট তৈয়ার হইতে পারে। সাধারণতঃ দুইরকম কাগজ দেখিতে পাওয়া যায়, দাহ্যমান ও অদাহ্যমান। সাদা রঙ্গের এবং চকোলেট রঙ্গের কাগজই সাধারণতঃ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাগজ ঘ্রাণে এবং স্বাদে সুমিষ্ট। বিখ্যাত ফরাসী দেশস্থ জিগজ্যাগ ফাক্টরীর কাগজ গুণে ভাল এবং দামেও সস্তা।

এলুমিনিয়ম ও টিনের পাত

সিগারেটের বাক্সে সচরাচর সিগারেটগুলি রাংতায় মোড়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা এলুমিনিয়ম অথবা টিনের পাত। ইহার ব্যবহারে সিগারেটগুলি শুষ্ক থাকে এবং দেখিতেও সুদৃশ্য হয়। সাধারণতঃ ২৭, ২৭॥ এবং ২৮ মিলিমিটারের সিগারেটের জন্য ৪ ইঞ্চি চওড়া এবং ৫ ইঞ্চি লম্বা আকারের এলুমিনিয়ম পাত ব্যবহার হয়। এই পাতার সহিত কাগজও দেওয়া থাকে। জার্ম্মাণীর পাতই সবচেয়ে ভাল বলিয়া বোধ হয়। ১ পাউণ্ড (আধসের) ওজনের পাতে টিস্যু পেপার সমেত ১৪০০ সিগারেটের উপযোগী পাত থাকে।

প্যাকেট বা মোড়ক

সিগারেটের বাক্স বা প্যাকেট কলিকাতায় অথবা বোম্বাইএ মুদ্রিত ও প্রস্তুত হয়। প্রতি হাজার প্যাকেটে দাম ন্যূনাধিক ৩॥০ টাকা। দুইরঙে ছাপা হইলে আরও বার আনা বেশী পড়ে। সাধারণতঃ প্যাকেটগুলিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিবার উদ্দেশ্যে তিন রঙে ছাপা হয়। ইহা ছাড়া প্যাকেটগুলি এক প্রকার তৈলাক্ত কাগজে মোড়া থাকে। তাহাকে butter- paper বা collenphine paper বলে। ইহাতে প্যাকেটস্থ সিগারেট গুলি খুব আর্দ্র বা শুষ্ক হইতে পায় না। অধিকন্তু মোড়কের সৌষ্ঠবও ইহাতে বর্দ্ধিত হয়।

কলকব্জা

১২ H. P. এর কল হইলেই সিগারেটের কারখানা চলিতে পারে। উক্ত ১২ H. P. এর Crossley, oil engine Marshall বা Ruston নির্ম্মিত বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা সিগারেটের মেসিন চলিতে পারে, তাহা ছাড়া এই মেসিনের সাহায্যে রাংতা ও তামাক কাটিবার, ভাজিবার ও শীতল করিবার সমস্ত কাজই একসঙ্গে চলিতে পারে। সিগারেট প্রস্তুত করিবার, জন্য নানারূপ মেসিন বাজারে প্রচলিত আছে। এইরূপ মেসিনে একসঙ্গে তামাক মাখা, আকৃতি অনুযায়ী কাগজ কাটা এবং তাহার দ্বারা সিগারেট তৈয়ারি সমস্তই আপনা আপনি হইতে থাকে।

তামাক বাছাই

ভাল সিগারেট প্রস্তুত করিতে হইলে অন্ততঃ তিন চার বছরের পুরাতন তামাক ব্যবহার করা উচিত। তামাকের পাতাগুলি যত্ন পূর্ব্বক বাছা দরকার; তারপর উহাকে কাটিয়া পরে শুকাইয়া লইতে হয় ছোট ছোট অংশগুলির দ্বারা উৎকৃষ্ট সিগারেট তৈয়ার হয়।

সচরাচর তামাক আমদানি হয় গাঁইট অথবা পেটীতে। গাঁইট বা পেটী খুলিলে যে তামাক পাওয়া যায় তাহা শুকনা এবং ভঙ্গুর হয়; সুতরাং তাহাকে সিগারেট প্রস্তুত কার্য্যে লাগাইতে হইলে ভিজাইয়া লইতে হয়। সেইজন্য তামাক পাতাগুলিকে পৃথক করিয়া মেঝের উপর বিছাইয়া দিতে

হয় এবং হিসাব করিয়া একটী ক্ষুদ্র মুখ বিশিষ্ট পাত্র হইতে জল ছড়াইয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় তামাককে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া উচিত।

নির্দ্দিষ্ট সময় ভিজাইবার পর পাতাগুলিকে পানের মত দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যস্থলের শিষ গুলি ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। তাহা হইলে একটী পাতায় দুইটী অর্দ্ধ খণ্ড পাতা হইল। শিষ-গুলি নিপুণতার সহিত বাহির করা উচিত, নতুবা পাতার গুণ কমিয়া যায়। বড় ও মজবুত পাতা গুলিকে সিগারেটের জন্য কাটা হয়; শিষ ও অন্যান্য অপকৃষ্ট অংশগুলি নস্য বা সিগারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

তামাক এইবারে ভিজাইয়া কাটিয়া মিশ্রিত করিবার বা blending এর উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়। চার পাঁচ রকমের তামাকের পাতা বড় বড় টিনের পাতের উপর বিছাইয়া তাহার উপর সময়োপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য ছড়ান হয়। তাহার পর পাতাকে সিগারেটের উপযুক্ত করিয়া কাটিবার ব্যবস্থা হয়। পাইপের উপযুক্ত তামাক এই অবস্থায় কর্ত্তিত হয়।

তামাক কাটিবার মেসিনে এইরূপ তামাক

কাটিবার ব্যবস্থা আছে। মেসিনটী খুব জটীল হইলেও ইহাতে খুব সহজে ও সরল উপায়ে কাজ হয়। দুইজন কারিকর হইলেই মেসিনের কাজ সহজেই হইতে পারে। একজন মেসিনের মধ্যে তামাক পাতা ফেলিতে থাকিবে, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কাটা তামাক সন্তোষজনক ভাবে কাটা হইতেছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। তামাক কাটা হইলে উহাকে শুকাইবার ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্য একটী গভীর গামলার প্রয়োজন হয়। গামলার তলদেশ হইতে খানিক উপরে ক্যানভাস্ বা চট বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সেই চটের উপর তামাক রাখিয়া তলদেশ হইতে বাষ্প বা তাপ প্রবেশ করান হয়। ইহার পর আর একটী অনুরূপ গামলায় এই তামাক রাখা হয়; এই গামলার নিম্নে বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। দ্বিতীয় গামলার দ্বারা তামাক শুকাইয়া গেলে আর একটী ক্যানভাস্ যুক্ত গামলায় তামাককে রাখিয়া তলদেশ হইতে ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ করাইলে কয়েক ঘণ্টায় তামাক শুকাইয়া সিগারেটের উপযুক্ত হয়। অবশ্য ইহাতে সুবাস সামান্য ভাবে দূর হইয়া যায় বটে, কিন্তু এই প্রণালীই আজকাল ব্যবহৃত হয়। তামাক খুব যত্ন পূর্ব্বক শুষ্ক করা উচিত, কারণ ত্রুটী হইলে হয় তামাক অব্যবহার্য্য হয়, নতুবা সুবাস উড়িয়া যায়। (ক্রমশঃ)
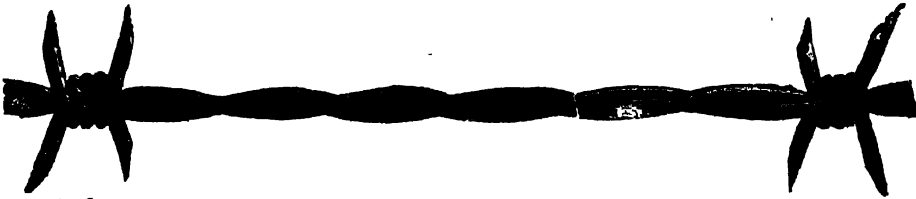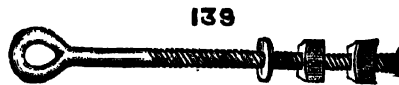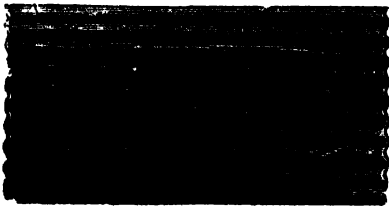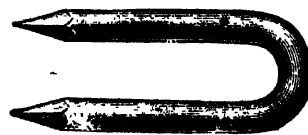
চামড়া ট্যান্ করিবার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চলতি মুলধন ২,০০৫৲

যথা,

খালও চামড়া (৩ মাসের জন্য)	৯৭৫৲
৫০টী গরুর চামড়া, ৫৲ টাকা করিয়া	২৫০৲
১০০টী মেষের চামড়া, ৸০ আনা করিয়া	৭৫৲
	——
	৩২৫৲
৩ মাসের জন্য	৯৭৫৲
মালমশলা, ৩ মাসের জন্য	৪৯০৲
স্লেকেড চুণ ৯মণ	১১।০
কৃত্রিম বেট (artificial bate) ১৫ পাউণ্ড	১৭৸/০
গমের ভুষি, ১॥০ মণ	৭॥০
লবণ, ৩ মণ	১২৲
সলফিউরিক এসিড, (৪০ পাউণ্ড)	৬।০
ক্রোম কটকিরি (৩৩৭ পাউণ্ড)	২০১৲
সোডা এশ, ৪০ পাউণ্ড (soda ash)	২৲
বোরাক্স, ৯০ পাউণ্ড	৩৩॥০
কচ (cutch) ১ পাউণ্ড	৩।৵০
ফষ্টিক (fustic) ৪ পাউণ্ড	১০৲
এনিলিন ব্রাউন রং (aniline brown dye) ২ পাউণ্ড	১৭৲
লগউড একসট্রাক্ট (Logwood extract) ৪ পাউণ্ড	৪৲
এনিলিন ব্ল্যাক রং ৩ পাউণ্ড	১৮৲
রেডিমেড ফ্যাট লিকার (readymade fat liquor) ২১৬ পাউণ্ড	১৩১৲
মিনারেল তৈল (mineral oil) ৬ পাউণ্ড	৩৲
টিটক্স্ (titox) ২ পাউণ্ড	৬॥০
সোডিয়ম সলফাইড (Sodium sulphide) ১২ পাউণ্ড	৭॥০
এমোনিয়া (ammonia) ২ পাউণ্ড	১।০
	——
	৪৮৮৸৶০
	৪৯০৲

কারখানার খরচ, ৩ মাসের জন্য	৫৪০৲
৯ জন এক্সপার্ট ট্যানার মাসিক	৭৫৲
৫ জন কারিগর, মাসিক ১৮ টাকা হিসাবে	৯০৲
১ জন দরওয়ান	১৫৲
	——
	১৮০৲
৩ মাসের জন্য	৫৪০৲
মোট	২০০৫৲
মোট মূলধন	৫০০০৲
যাহার মধ্যে ব্লক ক্যাপিটাল	২,২৫২৲
চলতি "	২,০০৫৲
রিজার্ভ "	৭৪৩৲
	——
মোট	৫০০০৲

লাভের খতিয়ান

গরুর চামড়া হইতে ৫০৲
তৈয়ার করিবার খরচ ১০৲
বাজার দর ১১৲
লাভ ১৲
৫০টী গরুর চামড়া হইতে মাসিক লাভ ৫০৲
মেষের চামড়া হইতে ২৫৲
তৈয়ার করিবার খরচ ১৷৷০
বাজার দর ১৸০
লাভ ।০
১০০টী মেষের চামড়া হইতে মাসিক লাভ ২৫৲
মোট মাসিক লাভের পরিমাণ ৫০+২৫=৭৫৲
বাৎসরিক লাভ ৯০০৲
৫০০০৲ টাকার উপর এই লাভ শতকরা ১৮৲ টাকায় দাঁড়ায়।

পঞ্চম স্কীম

মফঃস্বলে ৮০০০৲ টাকার মূলধন লইয়া হস্ত-চালিত ছোট ক্রোম ট্যানারি কিভাবে চালান যাইতে পারে তাহার পরিচয় এখানে দেওয়া হইতেছে। এই ট্যানারিতে অমসৃণ ক্রোম করা চামড়া তৈয়ার হয় এবং সাধারণ ক্রোমকরা গরুর ও মেষের চামড়া এবং সোল (sole) প্রস্তুত করারই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উপযুক্ত ভাবে তৈয়ার হইলে, বাজারে এইসব মালের কাটতি যথেষ্ট হইতে পারে।

উপরোক্ত প্রথায় মাসে ১০০টী গরুর ১০০টী মেষের এবং ১০টী মহিষের চামড়া তৈয়ার হইতে পারে।

ব্লক ক্যাপিটাল ২৪৭২৲
যথা,
জমি, ১ বিঘা ৪০০৲
১টী দালান, ৭০ ফুট×২০ ফুট =১৪০০ বর্গ ফুট জমির উপর ছাদ গোলপাতা বা খড়ের ছাউনি, বাঁশ ও বেকারীর ফ্রেম ও দেওয়াল এবং মাটির মেঝে তৈয়ারীর খরচ ৸০ বর্গ ফুট ১,০৫০৲

দ্রব্য সম্ভার ৭০৫৲
৫টী চুণের গর্ত্ত, ৬ ফুট×৫ ফুট ×৪ ফুট, প্রত্যেকটীর খরচ ৩৫৲ টাকা করিয়া ১৭৫৲
৪টী কাঠের টব ৪০ গ্যালনের প্রত্যেকটী ৮৲ টাকা করিয়া ৩২৲
৪টী ট্যান পিট, ৬ ফুট×৫ ফুট ×২৷৷ ফুট, ৩৫৲ টাকা করিয়া ১৪০৲
৬টী কাঠের টব, ৪০ গ্যালন করিয়া, প্রত্যেকটার দাম ৮৲ টাকা ৪৮৲
২টী কাঠের টব ১০ গ্যালন করিয়া, প্রত্যেকটীর দাম ৫৲ টাকা ১০৲
১টী হ্যাণ্ড ড্রাম (hand-drum) ৩ ফুট ব্যাস এবং ২৷৷০ ফুট লম্বা ৩০০

৭০৫৲

যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ৪র্থ স্কীমের ন্যায় ৩১৭৲

মোট—২৪৭২৲

চলতি মূলধন
যথা, ৩৭৮২৲
খাল ও চামড়া, ৩ মাসের জন্য ২০২৫৲

১০০টী গরুর চামড়া, ৫৲ টাকা করিয়া	৫০০৲	
১০০টী মেষের চামড়া, ৸০ আনা	৭৫৲	
১০টী মহিষের খাল ১০৲ টাকা	১০০৲	
	৬৭৫৲	
৩ মাসের জন্য		২০২৫৲
মাল মসলা, ৩ মাসের জন্য ৪র্থ স্কীমের অঙ্কের ডবল	৯৮০৲	
কারখানায় খরচ, ৩ মাসের জন্য	৭৭০৲	
১জন একস্‌পার্ট	১০০৲	

৮জন কারিগর, প্রত্যেকের মাসিক ১৮৲ টাকা হিসাবে	১৪৪৲	
১জন দরওয়ান	১৫৲	
	২৫৯৲	
৩ মাসের জন্য		৭৭৭৲
	মোট—৩৭৮২৲	

মোট মূলধন এইভাবে প্রয়োগ করা হইল :— ৮০০০৲

ব্লক ক্যাপিটাল	২,৪৭২৲
চলতি মূলধন	৩,৭৮২৲
রিজার্ভ „	১,৭৪৬৲
	৮০০০৲

লাভের খতিয়ান ঃ—

গরুর চামড়া হইতে (৪র্থ-স্কীম দ্রষ্টব্য) ১০০৲
মেষের চামড়া হইতে ২৫৲
মহিষের খাল " ২০৲

মোট—১৪৫৲

মোট বাৎসরিক লাভ ১,৭৪০৲ ৮,০০০৲ মূলধনের উপর এই লাভ শতকরা ২১৮০ টাকায় দাঁড়ায়।

৬ষ্ঠ স্কীম

৪৫০০০ টাকা মূলধনে মেসিন চালিত ছোট ক্রোম ট্যানারির কার্য্যপদ্ধতি নিম্নে লিখিত হইয়াছে। এইরূপ একটি ট্যানারিতে উৎকৃষ্ট মসৃণ চামড়া তৈয়ার হইতে পারে, এইরূপ চামড়া বাক্সের আবরণ, গ্লেসকিড, গ্লেশ করা মেষের চামড়া ইত্যাদি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহার হয়। ভাল করিয়া তৈয়ার হইলে, বাজারে ইহার খুব বেশী কাটতির সম্ভাবনা।

এইরূপ একটী ফ্যাক্টরীতে ২৫০টী গরুর চামড়া, ৫০টী ছাগলের, ১০০টী মেষের ও ১০টী মহিষের খাল প্রতি মাসে তৈয়ার হইতে পারে।

ব্লক ক্যাপিটাল

যথা, ২৯০৫৪॥০
জমি ও দালান ৯৬৫০৲
জমি ৫ বিঘা ২০০০৲
কারখানার দালান, ৪,৮০০ বর্গ ফুট করগেটের ছাদ; বাঁশ ও বাঁকারির দেওয়াল এবং তাল কাঠের থাম। খরচ পড়িবে ১॥০ বর্গ ফুট ৭,২০০৲
ইঞ্জিন রুম, ৩০০ বর্গ ফুট, খরচ ১॥০ প্রতি বর্গ ফুট ৪৫০৲

৯৬৫০

দ্রব্য সম্ভার ৫৫০৲
১০টী বড় পিট ৫ ফুট × ৫ ফুট × ৪ ফুট, খরচ ৩৫৲ টাকা করিয়া ৩৫০৲
১০টী ছোট পিট ৩ ফুট × ৩ ফুট × ৩ ফুট খরচ ২০৲ টাকা করিয়া ২০০৲

৫৫০৲

ড্রাম (drum) ও মেসিন ইত্যাদি ১৭,৩০০৲
১টী বড় ড্রাম, ৬ ফুট × ৫ ফুট ১৭,৩০০৲
১টী ছোট ড্রাম, ৪ ফুট × ৩ ফুট ৫০০৲
১টী প্যাডল্ (paddle) ৪ ফুট × ৩ ফুট × ২॥০ ফুট ২০০৲
১টী শেভিং মেসিন ২,৫০০৲
১টী গ্লেজিং " ,২৫০০৲
১টী ষ্টেকিং " ২,৫০০৲
Pulleys, line shafting বেল্‌টিং প্রভৃতি ৩,০০০৲
১টী পোর্টেবল ইঞ্জিন ও বয়লার No. N. H. P. ৫,০০০৲
১টী পাম্প ৬০০৲

১৭,৩০০৲

যন্ত্রপাতি ১,৫১৫৲
১টী ছোট স্কেল ৪০৲

১টী ওয়েইং মেসিন ৫০০৲

৮টী হর্স বেঞ্চ (Horse Bench) ৩২৲

২টী হ্যাণ্ড ষ্টেকার (hand staker) ২৬৲

১০০টী কাঠের ফ্রেম, ৭ ফুট × ৪ ফুট, প্রত্যেকটী ১০৲ টাকা করিয়া ১০০৲

১৫টী কাঠের ফ্রেম, ৫ ফুট × ৩ ফুট, প্রত্যেকটী ৮৲ টাকা করিয়া ১২০৲

২০টী কাঠের বোর্ড, ৬ ফুট × ৫ফুট প্রত্যেকটী ১২ টাকা করিয়া ২৪০৲

২টী কর্ক বোর্ড ৮৲

৪টী মাংস ছাড়াইবার ছুরী ১২৲

৪টী লোম ছাড়াইবার „ ১০৲

৪টী মাংস ও লোম ছাড়াইবার বীম ১০৲

৩টী শেভিং ছুরী ১৫৲

২টী শেভিং বীম ১৪৲

৩টী পিতলের স্লিকার ৪॥০

২টী লোহার „ ২৲

৬টী হুক, তুলিবার ও রাখিবার জন্ত ৬৲

১২টী ইস্পাতের Sharpeners ১৲

৪টী হাতুড়ি ৬৲

৩টী চিমটা ৬৲

১২টী গ্যালভানাইজড বালতি ২ গ্যালন করিয়া, প্রত্যেকটীর দাম ২৲ টাকা ২৪৲

৬টী ব্রশ, ॥০ আনা করিয়া ৩৲

৬টী এনামেলের গামলা, ৩৲ টাকা করিয়া ১৮৲

১টী মার্বেলের টেবিল, ৬ ফুট × ৪ ফুট ১৫০৲

৩টী কাঠের টেবিল, ৬ ফুট × ৪ ফুট ৬০৲

৬টী বড় কাঠের টব, ৪০ গ্যালন করিয়া, প্রত্যেকটির দাম ৮৲ টাকা করিয়া ৪৮৲

৬টী ছোট কাঠের টব, ২০ গ্যালন করিয়া, প্রত্যেকটার দাম ৫৲ টাকা ৩০৲

১৫১৫॥০

চলতি মূলধন ৯৮৩৩৵০

এই চলতি মূলধন প্রতি তিনমাস অন্তর ঘুরিতে থাকিবে।

খাল ও চামড়া, ৩ মাসের জন্ত ৫,৪৩৭॥০

৭৫০টী গরুর চামড়া, ৬৲ টাকা করিয়া ৪,৫০০৲

১৫০টী ছাগলের চামড়া, ২৸ আনা করিয়া ৪১২॥০

৩০০টী মেষের চামড়া, ৸০ আনা করিয়া ২২৫৲

৩০টী মহিষের খাল, ১০৲ টাকা করিয়া ৩০০৲

৫৪৩৭॥০

মাল-মশলা ২৭৩০॥৵০

(৩ মাসের জন্ত)

চূণ ৫০ মণ, ১০০ মণের দাম ১২৫৲ টাকা হিসাবে ৬২॥০

সোডা সালফাইড (Sodium Sulphide) ৭০ পাউণ্ড, ॥০ পাউণ্ড হিসাবে ৩৫৲

গমের ভুষি, ২০ মণ, ৫৲ টাকা মণ হিসাবে ১০০৲
কৃত্রিম বেট (artificial bate) ৭৫ পাউণ্ড ৮৯⁄০
লবণ, ৩৫ মণ, ৪৲ টাকা মণ হিসাবে ১৪০৲
সলফিউরিক এসিড ৬৮০ পাউণ্ড ৮৩।০
হাইড্রোক্লোরিক এসিড ৪০ পাউণ্ড ৭॥০
পোটাসিয়ম বাইক্রোমেট ৭ হন্দর, ৬৩৲ টাকা করিয়া ৪৪১৲
সোডা হাইপোসফাইড, ৭ হন্দর, ১৭॥০ টাকা করিয়া ১২২॥০
বোরাক্স, ৩ হন্দর, ৪২৲ টাকা করিয়া ১২৬৲
সোডা এশ, ॥০ মণ ৮৲ টাকা মণ হিসাবে ৪৲
এমোনিয়া, ৩ পাউণ্ড, ॥৴০ আনা পাউণ্ড হিসাবে ১৸৴০
ব্রাউন এনিলিন রং, ১০ পাউণ্ড, ৮॥০ পাউণ্ড হিসাবে ৮৫৲
ব্ল্যাক এনিলিন রং, ২১ পাউণ্ড ৬৲ টাকা পাউণ্ড হিসাবে ১২৬৲
Fustic extract ১৬ পাউণ্ড ২॥০ টাকা পাউণ্ড হিসাবে ৪০৲
Cutch, ৪৪ পাউণ্ড, ১৵০ প্রতি পাউণ্ড হিসাবে ৪৯॥০
Peach-wood extract, ১৬ পাউণ্ড, ২॥০ করিয়া ৪০৲
Logwood extract, ৮৬ পাউণ্ড, ১৲ টাকা করিয়া ৮৬৲
Titox, ১৪ পাউণ্ড, ১৵০ আনা করিয়া ২৪॥০
Readymade fat liquor, ৭ হন্দর, ৭০৲ টাকা হন্দর ৪৯০৲
Sulphonated oil, ॥০ হন্দর, ৭০ হন্দর ৩৫৲
Mineral oil, ২৮ পাউণ্ড, ॥০ আনা করিয়া পাউণ্ড হিঃ ১৪৲
Lubricating oil, ১০ গ্যালন, ২॥০ টাকা গ্যালন হিসাবে ২৫৲
কয়লা প্রভৃতি ৫০০৲

২,৭৩০॥৶০

আফিস ও কারবার পরিচালনার খরচ ১৬৬৫৲
(৩ মাসের জন্য)
১ জন এ্যাক্স্পার্ট, মাসে ১৫০ টাকা হিসাবে ৪৫০৲
১ জন ফোরম্যান, ৫০৲ টাকা হিসাবে ১৫০৲
১৫ জন কারিগর, প্রত্যেকের মাহিনা ১৮৲ টাকা হিসাবে ৮১০৲
১ জন কেরাণি, ৩০৲ টাকা হিসাবে ৯০৲
১ জন দরওয়ান, ১৫৲ টাকা হিসাবে ৪৫৲
১ জন ইঞ্জিন ড্রাইভার, ৪০৲ টাকা হিসাবে ১২০৲

১৬৬৫৲

মোট ৯৮৩৩৶০

মোট মূলধন নিম্নলিখিত উপায়ে প্রয়োগ করা হইল :—

ব্লক মূলধন	২৯,০১৫৲
চলতি মূলধন	৯,৮৫৩৶০
রিজার্ভ	৬,১৫২৸/

লাভের খতিয়ান

গরুর চামড়া হইতে		৪৬৭।০
তৈয়ার করিবার খরচ	১০৸০	
বাজার দর	১২।০	
লাভ	১৸০	
সুতরাং ২৫০টী গরুর চামড়ায় লাভ দেখা যাইতেছে	৪৩৭॥০	
ছাগলের খাল হইতে		৫৬।০
তৈয়ার করিবার খরচ	৩৸৶০	
বাজার দর	৫৲	
লাভ	১৶০	
সুতরাং ৫টী ছাগলের খালে লাভ দেখা যাইতেছে	৫৬।০	
মেষের চামড়া হইতে		৬২॥০
তৈয়ারি করিবার খরচ	১৸৶০	
বাজার দর	২॥০	
লাভ	।৶০	
সুতরাং ৬১ মেষের চামড়ায় লাভ	৬২॥০	
মহিষের খাল হইতে		৬৭॥০
তৈয়ার করিবার খরচ	১৪।০	
বাজার দর	২১৲	
লাভ	৬৸১	
সুতরাং ১০টী মহিষের খাল হইতে লাভ দেখা যাইতেছে	৬৭॥০	
মোট মাসিক লাভ	৬২৩৸০	
অতএব বার্ষিক লাভ	৭,৪৮৫৲	

৪৫,০০০৲ টাকার উপর উপরোক্ত লাভ দাঁড়ায় শতকরা ১৬॥০।

(ক্রমশঃ)

বরফ

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, সুতরাং এখানে বরফের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ বর্দ্ধিতমান চাহিদা মিটাইতে বিশেষ করিয়া এমন সমস্ত জেলা ও সহরে যেখানে মাছ প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্যও প্রচুর বরফের প্রয়োজন হয়, সেখানে ব্যবসায় হিসাবে বরফ তৈয়ারী লাভজনক বলিয়া দৃষ্ট হয়। আমাদের বঙ্গদেশেও বরফের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িতেছে; অনেক ব্যবসায়ী প্রস্তুতের সন্ধান জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। বড় করিয়া কারখানা করার সুবিধা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ছোট খাট কারখানা খুলিলেও এ ব্যবসায়ে লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা শিল্প-অনুষ্ঠান দ্বারা উপার্জ্জনের রাস্তা বাহির করিতে চাহেন, অথচ অন্য কোনরূপ ব্যবসায়ের সন্ধান জানেন না তাঁহারা এই বরফের কারবারে লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে যে কৃত্রিম উপায়ে ভারতবর্ষে বরফ প্রস্তুত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। "মিতাক্ষরিণ" ও অন্যান্য পুরাতন ঐতিহাসিক পুস্তকে এইরূপ কৃত্রিম বরফের উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে নানাবিধ উন্নতিজনক উপায় ও যন্ত্রপাতি দ্বারা কারবার হিসাবে বরফ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐরূপ উপায়ে বরফ প্রস্তুত করিয়া এবং বিক্রয় দ্বারা বেশ লাভ পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ উন্নত পরিণতির প্রধান কারণ অবশ্য আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এই গবেষণার ফলেই mechanical refrigeration বা কলের দ্বারা তাপ হরণ সফল হইয়াছে। Thermo-dynamics এর নিয়মাদির চর্চ্চার ফলে এমন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে, যাহা দ্বারা উত্তাপকে একেবারে দূরীভূত করিয়া শৈত্য উৎপাদন করিতে পারা যায়। কোন একটা স্থানে শীত উৎপাদন করিতে হইলে, সেই স্থান হইতে উত্তাপ বা গরমকে একেবারে দূর করিয়া দিতে হয়। এবং উত্তাপ দূর করিবার জন্য যে heat pump এর ব্যবহার হয় তাহা ষ্টীম, তৈল, গ্যাস বা বিজলী দ্বারা চালিত করিতে পারা যায়।

তাপ হরণ যন্ত্র

তাপহরণ যন্ত্রকে (refrigerating machine) দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১ম, যে সমস্ত যন্ত্রের দ্বারা বায়ু বা অন্য কোন গ্যাস্‌কে চাপিয়া উত্তাপ বাহির করিয়া লওয়া হয়, এবং তৎপরে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় বায়ু বা গ্যাস্‌কে প্রসারিত করিতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় উপায়ে রাসায়নিক পদার্থ দ্বারাও তাপ হরণ করা যাইতে পারে। এই রাসায়নিক পদার্থের boiling point খুব কম হওয়ায়, সেই পদার্থটিকে পর্য্যায়ক্রমে একবার ঘনীভূত এবং একবার বাষ্পে পরিণত

করিলে সমস্ত উত্তাপ দূর হইয়া যায়। প্রথমোল্লিখিত উপায়টী আজকাল আর প্রচলিত নাই। দ্বিতীয় প্রথার প্রচলনই সাধারণতঃ বেশী; তবে ইহারও দুইরূপ পন্থা বাহির হইয়াছে।

(ক)—absorption process,—এই উপায়ে উত্তাপের ব্যবহার দ্বারা ঠাণ্ডা করা হয়।

(খ)—হিটপাম্প বা চাপযন্ত্র ব্যবহার দ্বারা কলের সাহায্যে শৈত্য উৎপাদন করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সার জেম্‌স্‌ ইয়ুইং সাহেব গবেষণা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে Compression machine এর দ্বারা যরূপ কাজ হয় Cold air machine-এর দ্বারা সেরূপ হয় না, এবং absorption process হইতে অন্ততঃ ২৸৹গুণ কার্য্যকরী দৃষ্ট হয়। সেইজন্ম আজকাল অধিকাংশ স্থলে compression machine এরই ব্যবহার হয়!

ঠাণ্ডী মেসিনের নানাবিধ ব্যবহার

আজকাল যে সকল Refrigerating machine দেখা যায়, তাহা পচনশীল খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিবার জন্ম ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ ফল-মূল, শাক সব্জী, দুগ্ধ, ও দুগ্ধের প্রস্তুত জিনিষ মাছ, মাংস ইত্যাদি ঐ ভাবে cold storage করিয়া রাখিলে শীঘ্র পচিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া যায় না। ইহা ছাড়া নানাবিধ রাসায়নিক ও শিল্প কার্য্যে, ভাল ইস্পাতে টেম্পার করিতে, এণ্টিটক্সিন ও সিরম (antitoxins and serums) প্রস্তুত করিতে, বায়স্কোপের ফিলিম্‌ ও ফটোগ্রাফিতে এবং খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির পরীক্ষায় এইরূপ মেসিন ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি আবার ইহা এক নূতন ব্যবহারে আসিয়াছে। আজকাল অনেক থিয়েটার ও বায়স্কোপের এবং নানাবিধ ফ্যাক্টরিতে টাটকা বায়ু সঞ্চালনের জন্ম রেফ্রিজারেশনের ব্যবহার হইতেছে। অবশ্য আজকাল কলের দ্বারা তাপহরণের প্রধান ব্যবহার হইতেছে জলকে জমাইয়া ব্যবহারোপযোগী বরফ তৈয়ার করায়।

বাংলায় অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র

বাংলা দেশে কত লোক কোন্ কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত তাহার একটী তালিকা ১৯১.সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে। নানাবিধ কার্য্যে ১,৫৬,০৬,৯৭৭ জন নিযুক্ত। কোন্ কাজে কত লোক নিযুক্ত তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

ক। কাঁচা মাল উৎপন্নে—১,০৬,১২,৫৭৫।

১। চাষ ও পশু পালনে—৯৯,১৫,৬৪২।

২। কৃষিকর্ম্ম করে না কিন্তু খাজনা কিম্বা উৎপন্ন ফসলের অংশ গ্রহণকারী—৭,৮৩,৭৫৫

৩। ভূম্যধিকারীর গোমস্তা ম্যানেজার ১,২৯৬

৪। গভর্ণমেণ্টের ম্যানেজার, মোহরী, নায়েব ৯৯

৫। খাজনা আদায়কারী, কেরাণী প্রভৃতি ৫১,৩০৩

৬। ভূমির মালিক কৃষক—৫৩,১৭,৯৭৩

৭। রায়ত চাষী—৮,৭৩,০৯৪

৮. চাষের মজুর—২৮,৭৪,৮০৪

৯। মৌখিক চাষী—১৩,৩১৮

১০। সিঙ্কোনা চাষ—৭১০

১১। নারিকেল চাষ ১৮

কফি—২

গাঞ্জা— ,১১৫

পান—৩৬,৪৬৮

রবার—৮

চা বাগান—২,৫৪,৯৮২

ফল ফুলের বাগান—৫,৭০২

জঙ্গল—৭,৭১৪

জঙ্গলে কর্ম্মচারী—১,৫৪২

কাঠ কাটাই কাঠের কয়লা তৈয়ার—৫,৯৮৭

জঙ্গলের উৎপন্ন দ্রব্য—১১৬

লাক্ষা সংগ্রহে—৫৯

পশু পালনে—১,২৬,০২০

রেশম চাষে—১.৫৬৬

পোস্তা চাষ—৪

মাছ ধরা ও শীকার—২,১৮,০২৯

খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে—৪৪,৫৯৫

ধাতু দ্রব্য—৮০২

কয়লাখনি—৪৩,৬০২

অভ্র খনি –১১

খ। কারখানা শিল্প বাণিজ্য—২৭,৬২,৭৮০

শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত—১৩,৮২,৯৮৫

বয়ন কার্য্য— ৪,৭৯,২৬৫

তুলার বীজ ছাড়াই ও পেশাই—৫,৭৮৭

সুতা কাটা(Cotton spinning)—১,৮৬,৭৯৮

পাট পেশাই ও বয়ন—২,৬৭,৭৯৮

পাটের দড়ি সুতালি—১০,৫০৮

পশম আঁচড়ান ও বয়ন— ৫,৬৪২

রেশম সুতা প্রস্তুত ও বয়ন—৫,৬৪২

ঘোড়ার রোম—৮৮৭

বস্ত্র রং করা— ৪৬৪

বস্ত্রে চিকন তোলা—১,৭৭৮

চর্ম্ম শিল্প—১৩,৩৪৫

কাঠের দ্রব্য—১,৬০,৩৩৬
করাতের কাজ—৭,৪৭৫
ছুতারের কাজ—৮৮,৪২৪
ঝুড়ি তৈয়ার, বেতের ও বাঁশের কাজ—৬৪,৪৩৭
ধাতু দ্রব্য—৫৫,৭৮২
লৌহ গালাই ঢালাই—১,৮০৪
বন্দুক অস্ত্রাদি—২৮৬
লোহার অন্যান্য—৪২,৬১৩
তামা পিতল ও কাঁসার বাসন—৭,২৫৭
অন্যান্য ধাতু—৩,৭৩৩
কুম্ভ কার্য্য—৮৮,৫২৫
মাটীর পাত্রাদি—৪৮,৫৬৪
ইট, টালি—২৩,৬১৪
অন্যান্য কার্য্য—১৬,৩৪৭
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত—৪২,৩১৩

পরিচ্ছদ প্রস্তুত—১,৮৮,৪০৪
আসবাব পত্র—৩,০২৪
গৃহ দ্রব্য নির্ম্মাণ—৫৮,১১৯
যান বাহনাদি নির্ম্মাণ—৬,১০৫
বিজলী দ্রব্য নির্ম্মাণ—২,৩৮৭
মুদ্রণ কার্য্য, বহি বাঁধান—১৪,১৩৯
সঙ্গীতের যন্ত্র নির্ম্মাণ—২,১০৮
ঘড়ি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—৯৭০
অলঙ্কার—৫০,০৬১
খেলনা প্রস্তুত—২,৫১৭
ঝাড়ুদারী—২২,৮৬০
যান বাহন কাজে—৩,১৩,৩৫৪
আকাশ যান—১২৯
জলযান—৯০,২২৭
স্থল যান—১,৪১,২৭৮
রেলওয়ে—৭০,৩৭৩

পোষ্ট আপিস—১১,৩৪৭
ব্যবসা—১০,৬৬,৪৪১
ব্যাঙ্ক একচেঞ্জ—৮০,৭৭৯
দালালী, আড়ৎদারী, ঠিকাদারী, গুদামঘর, বস্ত্র ব্যবসা—৭৭,৬০৫
পাটের চট থলি ব্যবসা—৫,৪৮৮
চর্ম্ম দ্রব্য—২৬,৬৫৩
কাঠের দ্রব্য—২২,৫২৫
চিনির কাজ—২,২২৯
ইট, টালী—১০,৫০৯
রাসায়নিক দ্রব্য ৪,২৮৪
হোটেল রেষ্টোরাণ্ট—১৫,২৭১
খাদ্য দ্রব্যের অন্যান্য ব্যবসায়—৫ ৭৭,৬৭২
পরিচ্ছদ - ৮,১১৮ আসবাব পত্র - ১৫,২১৫
গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য ৩,৪৯৭
যান বাহনের দ্রব্য—৭,৬০২
জ্বালানী—১৭,৩০৬
বিলাস দ্রব্য - ৪২,৪৯৪
অন্যান্য ব্যবসা - ১,৬৬,৮৩৪
গ। সরকারী চাকরী, সাহিত্য,শিক্ষা,চিকিৎসা প্রভৃতি—৪,৪৪,১০১
Public Force—৬৯,২৩৫
সৈন্য—২,৬৪৩, জল সৈন্য ১৬
আকাশ সৈন্য—২২, পুলিশ—৬৬,৫৫৪
শাসন বিভাগ—৫১,৮৮৯
ধর্ম্ম আইন চিকিৎসা—৩,২২,৯৭৭
ধর্ম্ম সংক্রান্ত—৯৩,৭১৩
আইন ব্যবসা—৩২,৩৫৮
উকিল, ব্যারিষ্টার, কাজি, মোক্তার প্রভৃতি —১৭,৮২৫
কেরাণী, দরখাস্ত লেখক—১৪,৫২৩
চিকিৎসা—৭৮,৫৬৩
রেজেষ্টরী চিকিৎসক—৩৪,১৮৯
আনরেজেষ্টরী চিকিৎসক ২৭,৩০৭
দন্ত চিকিৎসা—১১৯৭
ধাত্রী,টিকা দেওয়া কম্পাউণ্ডার,নার্শ—৫,৮৬২
পশু চিকিৎসা—৭০৮
শিক্ষা—৮৫,১০০
অধ্যাপক, শিক্ষক—৮৩,৯৬২
শিক্ষা বিভাগে কেরাণী, চাকর—১,১৩৮
সাহিত্য শিল্পকলা, বিজ্ঞান—৩৩,২৫৩
গ্রন্থকার, সংবাদপত্র সম্পাদক, ফটোগ্রাফার —৬০৮
ঘ। বিবিধ বিষয়—১৭,৮৭,৫২১
নিজের আয়ের উপর নির্ভর ২৭,৬২৬
বাসায় চাকরী—৮,৭৪,৬৯৪
নিজের মটর চালান—৭,৭৪৮
পূর্ব্বোক্ত দশার বহির্ভূত কার্য্য—৬,৭৩,২১৫
ক্যাশিয়ার, হিসাব নবীশ, মোহরী, কেরাণী যাহা পূর্ব্ব তালিকাভুক্ত হয় নাই—২,১৪,৮৫৫
মেকানিক—৯,১০২
মজুর কুলী—৪,৪১,৯২১
জেল খানা, আশ্রম বাসী—২০,৫২৬
ভিক্ষুক, ভবঘুরে—১,৬৭,০১৯
বেশ্যাবৃত্তি—২৪,২৮০

এই তালিকাদৃষ্টে বাংলার অবস্থা তথা বাঙ্গালীর দুরবস্থা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। বৃটীশ শাসিত বাংলার লোকসংখ্যা ৫,০১,১৪,০০২ জন। কোন কাজে কত লোক নিযুক্ত আছে, তাহারই সংখ্যা দেওয়া হইল। নতুবা এই সকল কার্য্যের দ্বারা প্রতিপাল্য লোকের সংখ্যা আরও বেশী হইবে। বাংলাদেশে শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ করে

কলকারখানা, খনি, যান বাহনের দ্রব্য নির্ম্মাণ ও ব্যবসায়ে ২৭,৬২,৭৮০ জন নিযুক্ত আছে। ইহার অধিকাংশই অবাঙ্গালী। বাংলায় অবাঙ্গালীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ। অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫ জন অবাঙ্গালী। অবাঙ্গালীর অধিকাংশই সহরে, কলকারখানায় এবং খনিসমুহে বাস করে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্ত-প্রদেশ এবং ত্রিবাঙ্কুর অপেক্ষা বাংলায় সহরবাসীর সংখ্যা কম, তদুপরি সহরে অবাঙ্গালীর বাহুল্য। কলিকাতা ও হাওড়া সহরের অর্দ্ধেক অধিবাসী অবাঙ্গালী। কেবল একমাত্র ঢাকাকে খাঁটী বাঙ্গালী সহর বলা চলে। বাংলাদেশে কলিকাতা ও হাওড়া সহরে লোকসংখ্যা ১৪,৮৫,৫৮২ এবং ঢাকা সহরে লোক-সংখ্যা ১,৩৮,৫১৮। এই সহরে মাড়য়াড়ীর বাস নাই। বাংলার অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালীরা হটিয়া যাইতেছে, আর অবাঙ্গালী আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। সরকারী চাকুরীতে শতকরা একজনও প্রতিপালিত হয় না। অথচ আমরা দেখিতেছি বাংলায় শিল্প, খনি,বহু কারখানা ও ব্যবসায়ে হাজার করা ৫৫ জন নিযুক্ত আছে। অধুনা রাজনীতির চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া অর্থ নীতির চেষ্টায় মনোনিবেশ না করিলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কি অবস্থা ছিল এবং বর্ত্তমানে উহা কি হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

গত ১৯১২ সালে কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট হাউশে ভারতের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের শেষ দিনে পরলোক গত গোখলে মহোদয় বলিয়াছিলেন "My Lord, pacify Bengal, the whole of India will be pacified." অর্থাৎ বাংলাকে শান্ত করুন; সমগ্র ভারতবর্ষ শান্ত হইবে। কিন্তু আর সে দিন নাই। এখন বাংলার রক্ত শোষণ করুন, বাংলাতেই অর্থো-পার্জ্জনের ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালীকে তাড়াইয়া দিউন, বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার করুন, বাঙ্গালীকে ঘৃণা করুন, ইহার জন্ত কেহ আপত্তি করিবে না, বরং সকলেই উহা সমর্থন করিবেন। যে যত পারেন বাংলার স্বার্থে আঘাত করুন, কেহ কোন কথাই বলিবেন না। নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালীর বুকে নির্ম্মম শানিত ছুরিকা চালাইয়া দিন। মোট কথা বাঙ্গালীর অনিষ্ট সাধনে সকলেই সায় দিবেন; ইহাতে হিন্দু মুসলমানের কোন প্রভেদ নাই।

বর্ত্তমান যুগে অর্থশালীরই খ্যাতি প্রতিপত্তি। যাহাদের অর্থ নাই তাহাদের মান মর্য্যাদা কিছুই নাই, তাহাদের কথার কোন মূল্য নাই। যাহাদের অন্নের সংস্থান নাই, তাহারা দেশোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইয়া দেশকে প্রতারিত করে মাত্র। তাহারা দেশের কোন উপকারে আসে না। ভারতবর্ষে অপৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বাংলার ব্যবসাবানিজ্য অবাঙ্গালীর হাতে যাওয়ায় বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষে অস্পৃশ্য পর্য্যায় ভুক্ত হইয়াছে। যে অবাঙ্গালীরা বাংলায় আসিয়া অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রগুলি দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহারাই বাঙ্গালীকে বেশী ঘৃণা করে এবং তাহাদের দ্বারাই এই অস্পৃশ্যতা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই দেখিতে পাইবেন বাঙ্গালীর দুর্গতি আর অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা। কিন্তু ইহার জন্ত অবাঙ্গালীর উপর দোষারোপ করিলে আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না। আমাদের যে সকল ত্রুটী আছে তাহারই সংশোধন করিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সংঘবদ্ধ

হইতে হইবে। সকল প্রকার আন্দোলন ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে মনোযোগী হইতে হইবে। সকল প্রকার বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে হইবে। এখন উপন্যাস ও গল্প পাঠের সময় নহে। আমরা যদি আবার বাংলায় অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রগুলি দখল করিতে পারি, তাহা হইলে অবাঙ্গালীরা আবার আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। নিখিল ভারতীয় ব্যাপারে আশায় আমাদের সহিত পরামর্শ করিবে। আমাদের অহিতকর কোন কাজ করিতে সাহস পাইবে না। আমাদের ক্রটীর জন্যই তাহাদের ঘৃণার মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

কাপড়ে নানারূপ নক্সা ছাপিবার প্রণালী

সুতার কাপড়ে ছাপান

সূচনা—কাপড়ে ছাপাইবার প্রণালী ও রং করিবার প্রণালী আসলে একই। তফাৎ এই যে, রং করিতে হইলে রংটা কাপড়ের মধ্যে ঢুকিয়া যায় কিন্তু ছাপাইতে হইলে কোন বিশেষ নমুনাকে জায়গায় জায়গায় রং দিয়া কাপড়ের উপর তুলিতে হয়।

কাগজে যখন কোন লেখা ছাপিতে হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই দুইটা জিনিষের দরকার হয় একটা ছাপিবার অক্ষরগুলি; দ্বিতীয় কালি। ছাপিবার অক্ষরগুলিকে আমরা নমুনা এবং কালিকে রং বলিতে পারি। এই রং অর্থাৎ কালি প্রথমে কোন একখানি পাথরের উপর মাথাইয়া লইতে হয়। তারপর রবারের একটি রোলারকে পাথরের ঐ কালি মাখিয়া অক্ষরগুলির উপর এমনভাবে মাথাইয়া দিতে হয় যেন সকল অক্ষরেই সমান রং পায়। অবশ্য অক্ষরগুলিকে আগে একটি লোহার ফ্রেমে বেশ শক্ত করিয়া আঁটিয়া লইতে হয়। রং মাখান হইয়া গেলে যে কাগজ ছাপিতে হইবে, তাহাকে ঐ অক্ষরগুলির উপর দিয়া কলের সাহায্যে চাপা দেওয়া হয়। চাপা সরাইয়া লইলেই ছাপা কাগজ বাহির হইতে থাকে।

সাধারণ নিয়মাবলী—

কাপড় ছাপাইবার সময় প্রথমতঃ কাঠের ব্লক তৈয়ারী করিয়া নমুনা তৈয়ার করিতে হয়। রং মাখান একটি 'প্যাড' লইতে হয়; তারপর ব্লকখানা লইয়া ঐ 'প্যাডে'র উপর এমনভাবে হাত দিয়া চাপা দিতে হয় যে ব্লকখানার গায়ে আগাগোড়া বেশ সমানমত রং লাগিতে পারে—যেমন রবার ষ্ট্যাম্পএর গায়ে প্যাডের উপর চাপ দিয়া কালি লাগাইয়া লইতে হয় ঠিক তেমন। এখন এই রং মাখান ব্লকখানি সুবিধামত ও বিশেষ নিয়মানুসারে কাপড়ের উপর চাপিয়া গেলেই কাপড়খানা ছাপা হইয়া যায়।

কি ছাপাইতে, কি রং করিতে, জল ধারাই রং গুলিতে হয়। কিন্তু রং করিতে যতখানি জল লাগিবে, সেই হারেই যদি ছাপিবার রংএও জল দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাপড়ে ঐ রং শুষিয়া গিয়া যে নমুনা কাপড়ের উপর ছাপা হইতেছে, তাহা ধ্যাব্ড়াইয়া যাইবে এবং ছাপার সমুদয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

নমুনার প্রত্যেক সূক্ষ্ম লাইনগুলি ছাপিবার সময় কাপড়ে উঠিলে তবেই ছাপা সুন্দর হয়; কিন্তু রং যদি পাতলা হয়, কিংবা জলীয় ভাগ বেশী থাকে এবং কোনও প্রকার আঠাযুক্ত মিশ্রণ

(adhesive mixture) না থাকে তবে ছাপিবার সময় রংএর জলীয় অংশ কাপড়ে শুষিয়া লওয়ায় ঐ সকল সূক্ষ্ম লাইন ধ্যাব্‌ড়াইয়া যায় এবং এই রূপে কাপড়ের ছাপার সৌন্দর্য্য আর কিছুই থাকিবে না।

কাজেই খালি জল না দিয়া আঠাযুক্ত আরও একটা জিনিষ দিতে হইবে যাহাতে গোলা রং ঘন এবং আঠালো হয়। রং করিবার জন্য আরও অন্যান্য মসলা দরকার হয়। অবশ্য এগুলো পরে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইবে।

সাজ সরঞ্জাম—

রং করিতে হইলে যে সকল জিনিষ পত্রের দরকার হয়, ছাপিতে হইলে তাহা হয় না। কি ক সাজ সরঞ্জামের দরকার পর পর তাহাই বলা হইতেছে।

(ক) রং করিবার পাত্র—ইহা সাধারণ একটা খোলা বাক্স—দৈর্ঘ্যে ১৮ ইঞ্চি প্রস্থে ১২ ইঞ্চি ও গভীরতায় ৬ ইঞ্চি—অতি সস্তা দরে আঠা বেশ করিয়া জলে ভিজাইয়া এই বাক্সটী পূর্ণ করিতে হয়। এই আঠা ফুলিয়া উঠিলে তাহাই প্যাড রূপে ব্যবহৃত হয়। কাঠের ফ্রেমে সেই মাপ অনুযায়ী অতঃপর একখানি রবার ক্লথ আঁটিয়া ঐ ফ্রেমটি উপরোক্ত আঠার বাক্সে এমন ভাবে বসাইতে হইবে যে উহা যেন আঠার টবের উপর ঠিক সমান ভাবে বসিয়া যায়।

রবার ক্লথের ফ্রেম দ্বারা আঠার বাক্সটী চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, আঠার জল যাহাতে উপরে উঠিয়া কম্বলের রং পাতলা করিয়া দিতে না পারে অথচ রবার ষ্ট্যাম্পের প্যাডের মত বেশ একটা স্থিতি স্থাপক প্যাডের কাজ দেয়। এখন ইহার উপর একখানি সাধারণ কম্বল রাখিতে হইবে। এই কম্বলখানিতেই দরকার মত রং মাখাইতে হয়।

রবার ক্লথের ফ্রেমখানি দিবার উদ্দেশ্য এই যে, রবারের ভিতর দিয়া আর জল চোঁয়াইয়া কম্বলের রং পাতলা করিয়া দিতে পারে না। সাধারণতঃ ব্লকের আকার হইতে কম্বলের আকার দ্বিগুণ হইয়া থাকে এবং কম্বলখানির উপর একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র দিতে হয়।

যে সকল জিনিষ পত্র দিয়া রং মাখাইতে হয় সেইগুলি মিশাইয়া লইয়া একটা বাটীতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। সাধারণ একখানি ব্রুস লইয়া সেই রংয়ের মধ্যে ডুবাইয়া সমানভাবে কম্বলখানির উপর মাখাইয়া দিতে হয়। একখানি অতি পাতলা কাপড় দিয়া এই রং মাখান কম্বলখানা ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপে 'প্যাড' তৈয়ারী হইয়া গেল।

(খ) ছাপিবার টেবিল—ইহা সাধারণ একটী টেবিল। আকার দরকার মত করিয়া লইতে হইবে। খালি খেয়াল রাখিতে হয় যে টেবিলটী যেন খুব মজবুত হয় এবং পায়াগুলি যেন লগ্‌বগ্‌ না করে এবং তাহার উপরের তক্তাখানি যেন বেশ মোটা হয়, কেননা, ছাপিতে হইলে যথেষ্ট চাপ দিবার দরকার হয়; সেই চাপে যদি টেবিল ভাঙ্গিয়া যায় বা নড়িয়া চড়িয়া কাজের অসুবিধা ঘটায় তাহা হইলে সুচারুরূপে ছাপা আর হইবে না। অর্দ্ধ বা তিন কোয়ার্টার ইঞ্চি পুরু একখানি কম্বল বা নামদা টেবিলটার উপর বিছাইয়া দিতে হইবে। ছাপা ভাল ও সমান হইবার জন্য ইহার আবশ্যকতা আছে। এই কম্বলখানিতে যাহাতে রং না লাগিয়া যায়, তজ্জন্য আর একখানি পাতলা কাপড় দিয়া তাহার উপর ছাপিবার কাপড়খানি রাখিতে হয়। এখন কেহ বসিয়া বসিয়া ছাপিতে সুবিধা পান তাহাদের পক্ষে মাদুর বিছাইয়া যাহাতে বসিয়াই ছাপান যায় সেইরূপ উচু করিয়া টেবিল তৈয়ারী করিতে হয়। যিনি উচুতে বসিয়া কাজ করিতে সুবিধা বোধ করেন তিনি সেই অনুসারে উচ্চ টেবিল, চেয়ার বা টুল করিয়া লইতে পারেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছাপান কষ্টকর। অনেক ছাপিতে হইলে তাহা অসম্ভবও। কাজেই, যাহাতে বেশ সুবিধায় বসিয়া কাজ করা যায়, টেবিলের উচ্চতা সেই অনুসারে করিয়া লওয়া ভাল।

(গ) ব্রুস—সাধারণতঃ ছাপিবার জন্য দুই প্রকারের ব্রুস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক রকম অতি সাধারণ 'পেন্ট ব্রুস'। এইগুলির লোমগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং হাতলও একটু বড় চাই। অন্য রকম ব্রুস হইল সাধারণ জুতায় যাহা ব্যবহৃত

হয় তাহাই। প্রথম রকমের ক্রুসের দরকার হয়—কম্বলে রং মাখাইবার জন্য ;—দ্বিতীয় রকম ক্রুস দরকার হয় নমুনার ব্লক পরিষ্কার করিবার জন্য। ছাপা হইয়া গেলে বা এক রং বদলাইয়া অন্য রং করিতে হইলে, ব্লকখানিকে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। তখন এই দ্বিতীয় প্রকারের ক্রুস লাগিবে।

(ঘ) ছাপিবার ব্লক—তেঁতুল গাছ শক্ত বলিয়া সাধারণতঃ তেঁতুল কাঠ হইতেই ব্লক তৈয়ারী করিতে হয়। তেঁতুল গাছের আঁসগুলিও বেশ ঘন সন্নিবিষ্ট। কাজেই ঐ প্রকার ঘন সন্নিবিষ্ট আঁশ যে সকল গাছে আছে তাহাই ব্লকের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ব্লকের গাছ বাছাই করার সময়ে বেশ একটু পরিশ্রম করিতে হয়। কাঠ বেশ শক্ত ও যাহাকে বলে 'পান দেওয়া', তাহাই হওয়া উচিত। কেননা, কেবল চাপ লাগিতে লাগিতে ব্লকে বেশ চোট লাগে। এইভাবে ব্লকের নমুনার ক্ষতি হইয়া যায়। সুন্দর একটি লতার একটা দিক উঠিয়া গেলে, সেই লতাটা দেখিতে বিশ্রী হইয়া গেল ; বা একটা ফুলের পাপড়ির একটু সূক্ষ্ম কাজ—যাহা ব্লকে সামান্য একটা রেখা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা উঠিয়া গেলে, ফুলের পাপড়ির সৌন্দর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া ব্লকের কাঠ বেশ সতর্কতার সহিত বাছিয়া লইতে হয়।

কাঠকে আগে বেশ করিয়া পাকা করিয়া লইতে হইবে। তারপর, চাঁছিয়া সমান করিতে হইবে। শিরীষ কাগজ মারিয়া একেবারে পালিস্ করিতে হইবে। একখানি কাগজে নমুনা তুলিয়া ঐ কাগজখানি কাঁচা তিসির তেলে ভিজাইয়া লইতে হইবে ; পরে ব্লটিং পেপার দিয়া শুকাইয়া ঐ কাগজখানি ব্লকের পালিস দিকের উপর রাখিয়া কাগজের আঁকা অনুসারে কাঠের উপর ঐ নমুনাটা কাটিয়া তুলিতে হয়।

এই নমুনার ব্লক তৈরীর কাজ একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবসা। হ্যারিসন রোড এবং চিৎপুরের সংযোগ স্থল হইতে ট্রাম লাইন ধরিয়া উত্তর দিকে অর্থাৎ চিৎপুরের দিকে কিছুদূর গেলেই ক্যানিং স্ট্রীটের মোড় হইতে সমগ্র চিৎপুরের রাস্তার দুই ধারে বিস্তর কাঠের ব্লক তৈরী করার দোকান ও কারীগর দেখিতে পাওয়া যায়। ইলেক্‌ট্রো ব্লক, হাফটোন, ষ্টীরিও প্রভৃতি আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে এই কাঠের ব্লকই পুস্তকাদি চিত্রিত করার একমাত্র উপাদান ছিল। তখন কাঠের ব্লক তৈরী করার বিরাট ক্ষেত্র ছিল। এক্ষণে যদিও এই ব্যবসা সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তথাপি খাবারের ছাঁচ, ছাপার কাজ, কাপড়ে ছিট ও ছাপা দেবার জন্যে ইহার যথেষ্ট কদর আছে। যাঁহারা কাপড় ছাপাইবার ব্যবসায়ে নাবিবেন তাঁহারা ডিজাইনারের নিকট হইতে নানারূপ ডিজাইন বা নক্সা তৈয়ারী করিয়া লইয়া ব্লক ওয়ালার নিকট দিলে তাহারা সেই সব ডিজাইন অনুযায়ী কাঠের ব্লক তৈয়ারী করিয়া দিবে। এইরূপ শ্রম বিভাগ করিয়া কাজ করিলে সকলেরই যেমন রোজগারের পথ খুলিয়া যাইবে তেমনি এক একটি বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে সেই সকল ব্যবসায়ে সকলেই Specialist বা বিশেষজ্ঞ হইতে পারিবেন।

(ঙ) বাষ্পীকরণ যন্ত্র—রং করিয়া বা ছাপাইয়া বাষ্পের ভাঁপনা দেওয়াটা একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। এইজন্য এক প্রকার বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। তাহার ছবি অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

(চ) অন্যান্য জিনিস পত্র—রংয়ের গোলা তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ মাটীর, গ্লাসের অথবা কলাই করা পাত্রের দরকার।

গোলা নাড়িবার জন্য কাঠ বা বাঁশ দ্বারা কাঠি তৈয়ার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই কাঠি তৈয়ার করিতে দেখিতে হইবে যেন সেটা কাঠেরই হৌক কি বাঁশেরই হউক, কোন ক্রমেই যেন বিশেষ করিয়া পালিশ করিতে বাধা না থাকে। চাঁছিয়া ঐ গুলিকে একেবারে মসৃণ করিয়া দিতে হইবে।

তারপর, রং কি অন্যান্য জিনিস অনেক সময় মাপিতে হইবে। এইজন্য সাধারণ নিক্তি ও তোলা ওজনের কয়েকটা বাটখারা হইলেই চলিবে।

তরল পদার্থ মাপিবার জন্য অবশ্য বিশেষ রকমের যন্ত্র(measuring cylinder) পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহা সকল সময়ে দরকার হয় না বলিয়া সাধারণের ব্যবহৃত তোলা, সের, মণ এই সকল ওজনের কথাই বলা হইল।

(বাষ্পীকরণ যন্ত্র)

(ছ) গরম করিবার সরঞ্জাম—রং গোলা অবস্থাতেই থাকুক বা কাদা কাদা ভাবেই থাকুক, অনেক সময় তাহাকে গরম করিবার দরকার হয় ; এজন্য গরম করিবার সরঞ্জাম রাখিতে হয়। তাহা যে কোন রকমের সরঞ্জামই হোক না কেন, এই যেমন সাধারণ চুলা,তাহাতেই কাজ চলিতে পারে।

(জ) শুকাইবার প্রণালী—কাপড় শুকাইবার জন্য কয়েকটা অপেক্ষাকৃত চিক্কণ বাঁশকে বেশ করিয়া চাঁছিয়া লইলেই হইল। অন্য কিছু না বলা থাকিলে, এই শুকাইবার কাজটা ছায়ায়ই করিতে হয় ; কেননা তাহা না হইলে রং জ্বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী।

এমন ভাবে শুকাইতে হইবে যেন কাপড়ে কোথাও কোন ভাঁজ না থাকে বা ঘোঁচ না পড়ে। এইজন্য কাপড় শুকাইবার জন্য কতকগুলি খুঁটি মাটীতে পুঁতিয়া তাহার উপর পালিশ করা বাঁশ বা কাঠ বসাইয়া লইতে হয়। ইহার উপরই বেশ ভাল শুকান যাইতে পারে।

রং ও অন্যান্য রাসায়ণিক দ্রব্য মিশাইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

(১) সকল জায়গায় যাহাতে সমান রং লাগে তাহার ব্যবস্থা করার দরকার। কাজেই যে সমস্ত দ্রব্য রংয়ের সহিত মিশাইতে হইবে বা অন্যান্য যে সকল রাসায়ণিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে, তাহারা সকলেই যেন সমান রকম তরল হইয়া যায় এবং তরলিত করিয়া সকলগুলিকে বেশ ভিন্নভাবে কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। দুই তিনটা রং যদি মিশাইতে হয় তাহা এইপ্রকারে তরল করা ও ছাঁকা হইয়া গেলে পর করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য এই যে যদি কোন রকমের শক্ত কিছু না গলা অবস্থায় থাকে, তাহা অন্যান্য জিনিষের সহিত মিশিয়া কাপড়ের উপর একটা দাগ ফেলিবে। এই দাগ একবার রং করা বা ছাপা হইয়া গেলে, পরে তুলিতে ভয়ানক বেগ পাইতে হয় এবং এমনও হইতে পারে যে আর তোলা না-ও হইতে পারে। তাহাতে কাপড়খানা নষ্ট হইয়া গেল বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

রংয়ের দ্রব্যগুলি মিশাইতে মিশাইতে বা সব গুলি মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া দিতে হইবে। না নাড়িলে রং এবং পাল (starch) মিশিয়া গিয়া হয়ত ড্যালা পাকাইয়া যাইতে পারে।

ছাপিবার আগে কাপড়টাকে তৈয়ারী করিয়া লওয়ার দরকার আছে। শাদা কাপড়ের মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ থাকে যে তাহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে এই হয় যে, রংয়ের গোলার মধ্যে যদি সোজাসুজি কাপড়টাকে দেওয়া যায় অর্থাৎ কাপড় যে ভাবে আছে, সেই ভাবেই যদি ছাপিতে আরম্ভ করা যায়—তাহা হইলে তাহাতে রং বসিবে না।

কাজেই কোন শাদা কাপড়ের এই সকল অপরিহার্য্য ময়লাগুলি তুলিতেই হইবে। এই-জন্য নিম্নলিখিত ধুইবার প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

কাপড় রং বা ছাপা হইয়া গেলে বেশ ঠাণ্ডা জলে ধোয়া কিন্তু একান্ত দরকার। আবার, সাবান জলেও অন্ততঃ ১৫ মিনিট সিদ্ধ করা আবশ্যক। এইভাবে সাবান জলে সিদ্ধ করাকেই সাবান দেওয়া বলা হইয়াছে। এই সাবান দেওয়ার অর্থ এই যে ইহাতে দ্রব্যগুলি বেশ মোলায়েম, উজ্জ্বল ও দেখিতে সুন্দর হয়। ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই রং কতকাংশে পাকা হইয়া যায়।

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখনই কোন এসিড দিয়া ধোয়ার দরকার হয়, ঠিক তার-পরই কিন্তু সাবান দেওয়াও আবশ্যক। ইহাতে রং পাতলা হইয়া যাওয়ার ভয় থাকে না।

যে সব ক্ষেত্রে সাবান দেওয়া একটু মূল্যবান মনে হয়,সেখানে ধোয়ার কার্য্য ক্ষার(Soda Ash) দ্বারাও চলিতে পারে। সাধারণতঃ প্রত্যেক সের বস্ত্রের জন্য ৪ তোলা সাবান দরকার হয় ; ক্ষার ব্যবহার করিলে, ২ তোলাতেই হইয়া যাইতে পারে।

উপরে যে ধুইবার প্রণালীর কথা বলা হইয়াছে, তাহার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলির দরকার হয়।

দ্রব্যাদি	১সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
ক্ষার (Soda Ash)	৪ তোলা	২০ তোলা
অথবা কষ্টিক সোডা (Caustic Soda)	৩ তোলা	১৫ তোলা
অথবা সাবান এবং ক্ষার (Soda Ash)	৩ তোলা	১৫ তোলা
	২ তোলা	১০ তোলা
অথবা সাবান	৫ তোলা	২৫ তোলা
জল	৩০ সের	৩ মণ ৩০ সের

এই রাসায়ণিক দ্রব্যাদির যে কোন একটা লইয়া তদনুযায়ী জলে মিশাও। বেশ করিয়া নাড়িয়া দাও। ধুইবার জিনিষটা একটা হাড়ির ভিতর পুরিয়া উপরোক্ত জল এমন ভাবে ঢালিয়া দাও যেন তাহাতে জিনিষটা ঢাকিয়া জল প্রায় ২˝ ইঞ্চি পরিমাণ উপর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। এখন হাঁড়িটা একটা চুলার উপর চাপাইয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ হইতে দেওয়া দরকার। জল শুকাইয়া আসিতে থাকিলে আবার জল দিয়া আগের জায়গা পর্য্যন্ত জল আনিবে। তাহা না হইলে কিন্তু কাপড় পুড়িয়া যাইতে পারে। দুই ঘণ্টা পরে পাত্রটা আগুন হইতে সরাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। ঠাণ্ডা হইলে, হাঁড়ির ভিতর হইতে জিনিসগুলি বাহির করিয়া লইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেল।

(ক্রমশঃ)

বেকার বাঙ্গালী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাঁহারা বাংলাদেশের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে এদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কখনো এরূপ ভীষণ ছিল না। ভীষণ দূরের কথা, ম্যালেরিয়ারূপী একটা অসংখ্য মানব-জীবন ধ্বংসকারী কালান্তক যম যে বাংলা দেশে বাস করিত, পুরাকালের ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ নাই কিম্বা একথা কোন জন-শ্রুতিতেও শোনা যায় না। বরং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সবল, সুস্থকায়, এবং দীর্ঘায়ু হইয়া বাঁচিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ স্রোতহীন জল বা Stagnant water. উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাবে নানা স্থানে মরা নদীতে, খানা, ডোবা ও কূপ-পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে জল বদ্ধাবস্থায় নানা কারণে পচিতে থাকে ঐ সকলের তীরে ক্রমে ঝোপ-জঙ্গল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমে ঐ সকল জলাশয় সূর্য্যের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। তখন মশা ঐ সকল জলাশয়ে ডিম পাড়িতে থাকে, তাহা হইতে 'এনোফিলিস' প্রভৃতি ম্যালেরিয়া বিস্তারকারী মশকের জন্ম হয়। এই সর্ব্বনাশী ম্যালেরিয়া আজ বাংলাদেশ উৎসন্ন করিয়া দিতেছে; ইহাতে প্রতি বৎসর দেড় হইতে দুইলক্ষ বাঙ্গালী অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধেও এত লোক মরিয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার আর একটা দিক আছে, যেজন্য ম্যালেরিয়া বাংলার প্রতি গ্রামে মৌরসি পাট্টা করিয়া বসিয়াছে। রেল-ষ্টীমার যোগে যাতায়াতের সুবিধা হইবার পর দেশবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করিতে লাগিলেন। জমিদার আপনার ভোগ-বিলাস পূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে গরীব গণ্ডগ্রামের নরক হইতে সর্ব্বসুখ সমন্বিত সহরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকেরা চাকুরি অথবা ওকালতির খাতিরে সহরে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ইউরোপীয়েরা যেমন কিছুকাল পূর্ব্বে দেশীয় লোকদের 'নেটিভ' বলিয়া নাক্ সিটকাইত, তথাকথিত সহুরে বাবুরাও গ্রামবাসীকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এই সহুরে-প্রেম আমাদিগকে জনসাধারণ হইতে যতদূর তফাৎ করিয়া দিয়াছে, বোধহয় আমাদের কোন অনিষ্টকর সামাজিক জাতি-বিভাগ তত দূর করিতে পারে নাই।

গ্রামের সঙ্গে জমিদারের আর্থিক সম্বন্ধ ব্যতীত আর সকল সম্বন্ধই ঘুচিয়া গেল। তিনি সহরে ইলেকট্রিক লাইট ও ইলেকট্রিক ফ্যানের নীচে আরাম কেদারায় বসিয়া, বায়োস্কোপ, থিয়েটার এবং নটির নাচ দেখিয়া নির্ব্বিবাদে নায়েব গোমস্তা দ্বারা জমিদারীর খাজানা, অন্নক্লিষ্ট, পর্ণক্লিষ্ট ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পর্ব্ব, দান-ধ্যান; জলাশয় খনন, রাস্তা-ঘাট প্রস্তুত, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল স্থাপনাদি যে সকল জন হিতকর কার্য্য করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাদের উপকার করিতেন, বর্ত্তমান যুগের সহুরে জমিদার ঐ সকলের পরিবর্ত্তে মোটরে চাপিয়া নানা প্রকার কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদে তাঁহার প্রজাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পয়সা সহুরে ব্যয় করিতেছেন না কি? তাঁহার কৃষি জীবি প্রজাদের জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা, সার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না তাহার খোঁজ খবর রাখেন কি? তাঁহাদের চিত্ত কেবল আধুনিক মডেলের মোটর গাড়ী, গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি বিলাস ব্যসনের

চিন্তায় মগ্ন। গ্রামের প্রজারা তাহাদের কোন প্রয়োজনীয় অভাব দূর করার জন্য এক পয়সা চাহিলে তিনি কুণ্ঠিত হইয়া বলেন—'ঐ সকল ব্যবস্থার ভার গবর্ণমেণ্ট লইয়াছেন,' কিন্তু এদিকে নিজের ভোগ বিলাসের জন্য কত অজস্র অর্থ যে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই।

যদি কোন শিক্ষিত বেকার যুবক যাইয়া জমিদার মহাশয়কে তাহার জীবন ধারণের সহায়তার জন্য কোনো প্রকার ব্যবসা করিতে কিছু টাকা 'ক্যাপিট্যাল' দিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন, তবে কপালে চক্ষু তুলিয়া আদর্শ জমিদার মহাশয় এক কথায় তাঁহাদের বিদায় দিবেন—'তাঁহার তহবিলে মোটেই টাকা নাই—সুতরাং তিনি এরূপ সাহায্য করিতে অক্ষম।' পরক্ষণেই তিনি পঁচিশ হাজার টাকায় আর একখানা রোলস্-রয়েস্ গাড়ী কিনিতেছেন। এই প্রকার মনোভাব যাঁহাদের—তাঁহাদের দেশের লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে না কেন?

ভারতে বেকার সমস্যার আর এক প্রধান কারণ এই যে দেশীয় ধনীরা বিদেশী বণিককে যতদূর মুক্তহস্তে সাহায্য করেন, আপনার দেশবাসীকে এত স্বদেশী আন্দোলন সত্ত্বেও সেরূপ উদারচিত্তে সাহায্য করেন না। কোনো ধনী, রাজা বা জমিদার এখনো পারতপক্ষে সাহেব ছাড়া ষ্টেটের ম্যানেজার রাখেন না! একজন আমেরিকান বণিক সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—(Charity begins at home) কিন্তু আপনাদের দেশে তাহার বিপরীত দেখিলাম! তিনি সরলভাবে এই কথা বলায়, আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, আপনি কিসে তাহার প্রমাণ পাইলেন?—তিনি উত্তরে বলিলেন, "ভারতে যতগুলি দেশীয় রাজ্য আছে, আমি তাহার অধিকাংশ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, দেশীয় লোক অপেক্ষা বিদেশীয়দের প্রত্যেক ষ্টেটে খাতির-যত্ন খুব বেশী।" আমি মনে মনে আমার জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য; কিন্তু তাঁহাকে হাসিয়া বলিলাম, দেখুন ভারতবাসীরা ধর্ম্ম-প্রাণ জাতি, কোনো আগন্তুক ও অভ্যাগতকে তাহারা দেবতার মত সেবা করে। তারপর ব্যবসায়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ভারতে ছয়মাসে যাহা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, অন্য কোনো দেশে দুই বৎসরেও তাহা করিতে পারেন নাই।

এখন কথা হইতেছে, হতভাগ্য বেকার যায় কোথায়? সে যেখানে যায়, সেখান হইতেই ধাকা খাইয়া ফিরিয়া আসে? সমুদয় জগত যেন বজ্রনির্ঘোষে তাহাকে বলিতেছে—তুমি ফিরিয়া যাও—তোমার কোনো আশা নাই! অভাবের ঘোরতর পীড়নে জরাজীর্ণ দেহে তাহার ক্ষীণ জীবন প্রদীপটী মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, কখন ফুৎকারে নিভিয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। অনেক দুর্ব্বল চিত্ত, অদূরদর্শী যুবক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও অভাবের পীড়ন সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া বেকার জীবনকে ধিক্কার দিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। দেশের ইহাপেক্ষা দুর্দ্দিন আর কি হইতে পারে?

আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর নানা স্থানে যে এক সময়ে এত লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই বিধাতার কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

পরমেশ্বর মানুষকে ভীষণ পরীক্ষাদ্বারা তাহার মানবত্তার পরিচয় লইয়া থাকেন। যাহারা ঐ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেনা,

তাহারা মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে হেয় হইয়া পড়ে। স্রষ্টা পৃথিবীকে এত বিস্তীর্ণ করিয়াছেন যে মানুষ সৎপথে থাকিয়া যেখানে ইচ্ছা জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। অবস্থার ঘোর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মানুষ অদম্য উৎসাহ, উদ্যম ও ইচ্ছাশক্তি লইয়া জগতে অতি মহৎ কাজ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। তবে সেই রকম অদ্ভুত ক্ষমতাশালী সকলে নয় বলিয়াই এই বেকার সমস্যার সৃষ্টি। কিন্তু বিধাতা সেরূপ ক্ষমতা অর্জ্জন করার জন্য জ্ঞান, বুদ্ধি, উদ্যম ও ইচ্ছাশক্তি সকলকেই দিয়াছেন। যে যত কম পরিমাণে ঐ সকলের ব্যবহার করে, সে তত দুরবস্থায় পতিত হয়। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় যে অভাবই আবহমানকাল মানুষের আবিষ্কারের প্রসূতি হইয়াছে। যদি ইংলণ্ড বাংলা দেশের মত সুজলা, সুফলা হইত, তবে পৃথিবীতে আজ ঐ ক্ষুদ্র শ্বেতদ্বীপ 'গ্রেটব্রিটেন' বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না! যে দেশে ঘোড়ার ঘাস ভিন্ন প্রায় কিছুই জন্মায় না, তথাকার লোক এই সসাগরা ধরার প্রায় অর্দ্ধেকের অধিশ্বর। অসম্ভব সম্ভব আর কাহাকে বলে? 'বাইবেলে' যে লেখা হইয়াছে—Heaven will be brought down' এক হিসাবে দেখিতে গেলে ইহারা আপনার অধ্যবসায় বলে কি স্বর্গকে নামাইয়া আনে নাই?

কিন্তু মানুষ যাহা করিয়াছে, মানুষ তাহা করিতে পারে। অধ্যবসায়ই মানুষের জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ। যে তাহা হারাইয়া ফেলে সে বাঁচিয়াও আধমরা হইয়া থাকে। উৎসাহ উদ্যম নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করে, দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দান করে এবং শ্রান্ত, ক্লান্ত, ভগ্নদেহে নব জীবনের সঞ্চার করে। সুতরাং দেখা যায় বেকার হইয়া যে লোক হা হুতাশ করে, সেটা তাহার nervous weakness বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। ইহার অন্য নাম ভয় বা ভীতি; মানুষ যখন কোন অভূতপূর্ব্ব কারণে বিপদে পড়িয়া ভীত বা শঙ্কিত হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহার স্নায়ুগুলি অতি দুর্ব্বল বা শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তখন তাহার শরীর-মন কিছুই তাহার নিজের আয়ত্তাধীন থাকে না। যাহার স্নায়ু যত সবল, তাহার ভয়-ভীতি তত কম। স্নায়ুকে সবল করিতে অভ্যাস বা প্র্যাক্‌টিস্ দরকার। এই যে সার্কাসে দেখিয়া আমরা অতি বিস্মিত হই যে একটি ছেলে শূন্যে তারের উপরে সাইকেল চালাইতেছে সে কথা ভাবিতেও আমরা ভয় পাই, সে তাহা কাজে করিতেছে—ইহার কারণ ঐ খেলোয়াড়ের স্নায়ুগুলি ঐ খেলায় প্র্যাক্‌টিস্ করিতে করিতে এত সবল হইয়া গিয়াছে যে সে যেমন নির্ভয়ে মাটির উপরে সাইকেল চালাইত, তেমনি সেই শূন্যস্থ সঙ্কটময় তারের উপরও চালাইতে অভ্যস্থ হইয়াছে। স্নায়ুর সবলতার ফলে স্বাভাবিক ভয়-ভীতিকেও সে অতিক্রম করিয়াছে—এই প্রকারে অভ্যাস করিলে মানুষ ভয়কে সম্পূর্ণ তিরোহিত করিয়া সকল বিষয়ে অমানুষিক বীরত্ব দেখাইতে পারে। অবশ্য কথাটা বলা যত সহজ কার্য্যে সাধন করা তত সহজ নয়। এই বেকার সমস্যায় কি হইবে—কি করিয়া সংসার চলিবে ইত্যাদি সাত পাঁচ ভাবিয়া যেমন আপনার বিপদকে যম স্বরূপ দেখিয়া ভীত চিত্তে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে, যদি নির্ভীক চিত্তে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে, তবে তেমন অনিষ্টপাত হয় না। যাঁহারা নিরাশার গভীর অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া

আপনাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও বেকার বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহারা Smiles এর Self Help নামক বইখানা পড়িতে ভুলিবেন না।

বেকারদিগের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা হৃদয়ের বল কখনো হারাইবেন না—আর অধ্যবসায়কে ভুলিবেন না—দেখিবেন, আপনাদের পরিশ্রমের পুরস্কার একদিন পান কিনা ? নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিলে বেকারগণ লাখপতি হইতে না পারিলেও সদ্ভাবে ও সম্মানের সহিত জীবিকার্জ্জন ও মোটা ভাত মোটা কাপড়ে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। বিশেষ, মনুষ্যত্ব হারাইয়া ধনী হওয়া অপেক্ষা মানবতার আদর্শ বজায় রাখিয়া অনাড়ম্বর জীবন যাপন করাও জগতের পক্ষে কল্যাণকর।

১। বেকারগণ বৃথা চাকুরির মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া সময় ক্ষেপ করিবেন না। চাকুরি পাওয়া অসম্ভব এবং চাকুরির উমেদারি করা পাপ, বেকারগণের ইহাই এখন motto হওয়া উচিৎ। বিশেষ বাঙ্গালী যুবকগণের এই 'মটো' কার্য্যে পরিণত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ—নচেৎ পূর্ব্বের মত গড্ডলিকা প্রবাহে যদি এখনো তাঁহারা চাকুরির পশ্চাতে ছুটিয়া এই অমূল্য সময় নষ্ট করেন, তবে অচিরাৎ এই জাতি ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেহ কেহ ঐ পথে ধাক্কা খাইয়া ইতিপূর্ব্বে ফিরিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের কথা।

২। বেকারগণ অনেক সময় বলেন, 'ক্যাপিটাল' নাই—ব্যবসায় করিব কি দিয়া ? নূতন ব্যবসায়ী, বিশেষ বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটী মস্ত ভুল ধারণা। Commercial College এ পাশ করিলে ব্যবসায় শিক্ষা হয় না, চাকুরি হইতে পারে। ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হয়, ব্যবসায় ক্ষেত্রে হাতে কলমে। যাহারা মনে করে একটা আধুনিক ধরণের টেলিফোন যুক্ত, কেরাণী, বেয়ারা পরিপূর্ণ অফিস খুলিয়া বসিতে না পারিলে, ব্যবসা কেমন করিয়া হইবে ? তাহাদের ন্যায় ভ্রান্ত আর কেহ নাই। হঠাৎ এই ধরণে যাঁহারা অফিস করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ফেল মারিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের কার্য্যের পশ্চাতে অভিজ্ঞতার মূলধন ছিল না, যাহা সাধারণ মূলধন অপেক্ষাও বেশী মূল্যবান। এই হেতু যাঁহারা অল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মস্ত একটা লোকসান হওয়ার আদৌ ভয় থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন। তবে ইহা বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে যে অল্প মূলধনে গুরুতর খাটুনি ব্যতীত ব্যবসায়ে কেহ লাভ করিতে পারে না। সততা ও খাটুনিটা যে ব্যবসায়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্যাপিটাল, তাহা ব্যবসায়ীমাত্রই জানেন। মাড়োয়ারীদের কেহ কেহ লোটা কম্বল সম্বল করিয়া বাংলাদেশে আসিয়া পরে ব্যবসায়ে অতি বড় হইয়াছে, সুতরাং মূলধনের অভাবে ব্যবসায় করা পরিশ্রমী ও উৎসাহী লোকের পক্ষে অসম্ভব নহে।

৩। গৃহশিল্প (Cottage Industries) বর্ত্তমান বেকার সমস্যার একটা বড় অবলম্বন। চীনা ও জাপানীরা এই হাতের কাজে এত সুদক্ষ যে তাহাদের হাতের শিল্প দ্রব্য পাশ্চাত্য দেশেও সমাদৃত হইতেছে; ফলে ঐ সকল দেশ হইতে তাহার বিনিময়ে তাহাদের দেশে বহু অর্থ আসিতেছে। তাহাদের দেশে অনেক জিনিস, যথা, নানা প্রকার খেলনা, ওয়ালম্যাট,

ডোরম্যাট, পিন্‌কুশন, নানাপ্রকার ফ্যান্সি দ্রব্য, চুপড়ি, বাঁশের ও বেতের চেয়ার প্রভৃতি নানা প্রকার উদ্ভিদ্ দিয়া তৈরি হয়; কিন্তু তাহারা এমন মনোহর করিয়া প্রস্তুত করে যে ক্রেতারা 'মেসিনের' তৈরি জিনিষ অপেক্ষা সে সকল বেশী পছন্দ করে। আমাদের বাংলা দেশ নানা প্রকার শিল্প উপযোগী উদ্ভিদের প্রসূতি, আর বাঙ্গালীর মস্তিষ্কও শিল্পনৈপুণ্যে উর্ব্বর; কেবল উদ্‌যোগ করিয়া কাজে হাত দিয়া পরিশ্রম করিলে এই চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে। ইহা ভদ্রলোকের কাজ নয়, একথা বলার সময় এখন চলিয়া গিয়াছে। গার্হাস্থ শিল্প শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠান গুলি যদি এই সকল কাজ তাঁহাদের শিক্ষার তালিকাভুক্ত করিয়া ছাত্রদের শিক্ষা দেন, তবে নিশ্চয়ই ছাত্রদের জীবিকার্জ্জনের একটি নূতন পন্থা হইতে পারে।

কুটীর শিল্পের পরিপুষ্টির জন্যই মহাত্মা গান্ধী চরকার সূতায় প্রস্তুত খদ্দরের প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু খদ্দর যেমন তেমনি অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যও, যতদূর সম্ভব হাতের তৈরী ব্যবহার করিতে বলিতেছেন। কেননা তিনি দেখিয়াছেন, আমাদের পরস্পরের জীবিকা পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া একজন ধনীর হাতের মুঠার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে; সে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যখন ইচ্ছা ধ্বংস করিতে পারে ও করিতেছে।

এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে স্বদেশ জাত গৃহশিল্পের যাহাতে চাহিদা বাড়ে সেইজন্য আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। এই সকল কাজে হাত দিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত বেকার সমস্যা অচিরাৎ দূরীভূত হইবে।

দুনিয়ার কথা

জার্ম্মানীতে বেতার সংক্রান্ত ৬৫ খানা সংবাদ পত্র আছে এবং ইহা প্রতি সপ্তাহে ২৫ লক্ষ লোকে ক্রয় করে।

* * *

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় প্রত্যেক সামুদ্রিক সিংহকে প্রত্যহ প্রায় আধমণ মাছ খাইতে দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

* * *

বাত রোগে ভোগার দরুণ শ্রমিকদের কার্য্যের অসমর্থতার জন্য বৃটেনে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটী পাউণ্ড ক্ষতি হয়।

* * *

প্যারিসের বিলাসিনীরা সম্প্রতি এক প্রকার সিল্কের ছাতি ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে যাহা বন্ধ করিলে একটি চমৎকার ফুলের আকার হয়।

* * *

পেনগুইন (এক প্রকার সামুদ্রিক পাখী) পাখীদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী খায়। একটী ১৮ ইঞ্চি লম্বা এই পাখী ৪টী বড় হেরিং মাছ এক সময়ে খাইয়া ফেলে।

* * *

ষ্টকহলম সহরে একটী কারবারের ৭ শত বৎসরের পুরাতন দলিল আছে, বর্ত্তমান সময়ে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কারবার, এটী এখনও বর্ত্তমান আছে।

* * *

হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে একটী নক্ষত্রের আলো আসিতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রতি পৃথিবীতে পৌঁছাইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ অতি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে এই গ্রহের ফটো তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

লণ্ডন সহরে হাওয়ার সহিত ধোঁয়া মিশিয়া প্রতি বৎসর ৩ শত ঘণ্টা সূর্য্য কিরণ বিনষ্ট হয়, গত সনের ডিসেম্বর মাসে সেখানে ৪০ ঘণ্টা রৌদ্র পাবার কথা; কিন্তু এক তৃতীয়াংশও ঐ কারণে পাওয়া যায় নাই।

* * *

লণ্ডনের 'অবজারভার' পত্রের কনষ্টান্টিনোপলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি তুর্কী গবর্ণমেণ্ট 'আল্লা' শব্দের পরিবর্ত্তে তুর্কী শব্দ 'টানরি' ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছেন। অতঃপর আগামী রমজান্ হইতে

মোয়াজ্জিনকে আরবী ভাষাতে ধর্ম্মোপাসনা না করিয়া বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষায় তাহা করিতে হইবে। 'আল্লাহ্ আকবর' শব্দের পরিবর্ত্তে মোয়াজ্জিন অতঃপর 'টানরি উলুডুর' শব্দ ব্যবহার করিবেন।

* * *

ইউরোপের মধ্যে ব্রিটিশ স্কুল মাষ্টাররাই অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন পান।

* * *

চীনের জলপ্লাবিত অংশের হতভাগ্য পিতা মাতারা প্রতি বালক ৯ শিলিং ও বালিকা ১৫ শিলিং দামে বিক্রয় করিয়াছে।

* * *

লণ্ডন সহরে জলের জন্য বৎসরে খরচ হয় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, এই জল সংগ্রহ হয় টেম্‌স্‌, লিয়ে নদী ও কতকগুলি উৎস হইতে।

* * *

তাস খেলার প্রথম সৃষ্টি হয় ভারতবর্ষে, ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে এক দল যাযাবর জাতির দ্বারা প্রথম এই খেলা ইউরোপে রপ্তানি হয়।

* * *

লণ্ডনের লোকেরা বৎসরে বৎসরে হাজার টন ফুল ক্রয় করে, বসন্ত কালে প্রত্যহ ২৫ খানি করিয়া স্পেশাল ট্রেন শুধু ফুল বোঝাই হইয়া এখানে আসে।

* * *

অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় সম্প্রতি ইঁদুরের অত্যন্ত আধিক্য হইয়াছে। এখানে ইঁদুরে বিড়াল আক্রমণ করে এবং রাত্রে নিদ্রিত ব্যক্তিদেরও কামড়ায়।

* * *

আমেরিকায় ইক্ষুর ছিবড়া হইতে সম্প্রতি কৃত্রিম রেশম তৈরী হইতেছে। প্রতি বৎসর তথায় চিনির কারখানাগুলি হইতে এইজন্য ইহা ৫ লক্ষ টন করিয়া সংগ্রহ হইতেছে।

* * *

রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা ছিল ৩০ হইতে ৪০ লক্ষের মধ্যে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা বিশেষ কোন বৃদ্ধি পায় নাই ; ১০০০ সনে এই সংখ্যা ৩ কোটী ২০ লক্ষ ছিল, বর্ত্তমানে ৩ কোটী ৮০ লক্ষ।

* * *

হাম্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সক্র্‌-বাক অতি সহজে এবং অল্প ব্যয়ে 'সেলুলোজ' কাষ্ঠ হইতে চিনি বাহির করিতেছেন। অধ্যাপক মহাশয় কাঠগুলির উপরে শুষ্ক হাইড্রোক্লোরাইড গ্যাস্ প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাতেই ঐ কাষ্ঠ-খণ্ডগুলি চিনিতে পরিণত হইতেছে। তাহার পর বেশ সহজ প্রক্রিয়ায় ধৌত করিয়া লইলে সাদা গুড়া চিনি পাওয়া যায়। আপাততঃ এই চিনি শূকরের খাদ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এই চিনি জল লাগিলেই গলিয়া যায় ও সহজে পরিপাক হয়।

আষাঢ় মাসের কৃষি

ফুলের বাগান

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কক্সকম্ব, কেঁপ্-গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুলবীজ বপন করা হইয়াছে।

দোপাটী, ক্লিটোনিয়া, ধুতরা, রাধাপদ্ম, মার্টিনিয়া, ক্যানা, প্রভৃতি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই।

ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

সব্জী বাগান

মকাই, ছাট মকাই এবং দে-ধান এই সময় চাষ করিতে হয়।

বিলাতী সব্জীবীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

পালঙ শাক ও বিলাতী বেগুন বা টমেটোর শীঘ্র ফসল করিতে হইলে এই সময় বীজ বপন করিতে হয়।

পালঙ শাক শীতকালের তরকারী হইলেও বারোমাসই উৎপন্ন করিতে পারা যায়। শীতের পালঙ বড় এবং ঝাড়াল হয়। গ্রীষ্মকালের ফসলে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন প্রয়োজন।

পালঙের বর্ণভেদে দুই জাতি আছে,—লাল এবং সাদা বা সবুজ; শেষোক্ত পালঙের গাছ বৃদ্ধিশীল। পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও স্থূল হয়।

পালঙের মাটী রসাল ও দানাদার এবং ৮।১০ ইঞ্চি গভীর ও ফাঁপা বা আলগা হওয়া উচিত। গোয়ালের আবর্জ্জনা বা গোবর পালঙের উত্তম সার।

পটীর মধ্যে স্থায়ীরূপে বীজ বুনিয়া বা হাপোরে চারা তৈরি করিয়া স্থানান্তরে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে চারা রোপণ করিয়া পালঙ চাষ করা হয়।

পটিতে বীজ ছড়াইয়া না দিয়া আধ হাত অন্তর শ্রেণীতে ৭।৮ অঙ্গুলী ব্যবধানে ২ ইঞ্চি গভীর মাটীর মধ্যে এক একটী করিয়া বীজ

পুঁতিয়া মাটি চাপা দিবে। হাপরের চারার ৪.৫টি পাতা হইলেই পটীতে ঐরূপ বসাইতে হয়।

মধ্যে মধ্যে জলসেচন ও মাটি উস্কাইয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন পাট নাই। পালঙ ক্ষেত সব সময় সরস রাখিতে হয়।

গাছের পাতাগুলি বড় হইয়া উঠিলে গোড়ার এক অঙ্গুলি উপর হইতে কাটিয়া লইতে হয়। সারবান ও রসাল মাটি হইলে মাসে দুইবার পাতা ও ডগা সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

টক পালঙ আবাদের নিয়ম ঠিক পালঙ শাকের ন্যায়। ইহা শীতকালে জন্মে। আশ্বিনের শেষে হাপরে চারা তৈরি করিয়া উহা ২ ইঞ্চি বড় হইলে পটীতে দীর্ঘ প্রস্থে এক হাত অন্তর পুতিতে হয়, ইহার বীজ বুনিতে নাই।

টমাটো ক্ষেতের মাটি হাল্কা অথবা শক্ত দোঁয়াস হওয়া আবশ্যক। ভেড়ার সার, গোবর সার অথবা মিশ্রসার টমাটো ক্ষেতে দিতে হয়।

টবে বা হাপরে চারা তৈরি করিয়া চারাগুলি ৬ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইলে নির্দ্দিষ্ট জমিতে দেড় বা দুই হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। গামলায় গাছ করিতে হইলে মাটি রসাল ও সারবান হওয়া আবশ্যক, এক এক গামলায় একটী করিয়া এইরূপ চারা পুতিতে হয়। গাছ বড় হইতে থাকিলে গাছের গোড়ায় ৩।৪ হাত দীর্ঘ সরু খুঁটি পুঁতিয়া উহার সহিত গাছ বাঁধিয়া দিতে হয়। মূল কাণ্ডের শাখা প্রশাখা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়।

মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা ও জমি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্য কোন বিশেষ পাট নাই। গাছ অতিরিক্ত তেজাল হইলে জলসেচনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়।

টম্যাটো গাছের এক প্রকার রোগ আছে তাহাকে 'ওয়েদিমা' রোগ কহে। এই রোগ হইলে গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া যায়। চারা গাছে এই রোগ হইলে চারাটি মাটী হইতে উঠা-ইয়া পরিষ্কার জলে গোড়ার সমস্ত মাটি ভালরূপে ধুইয়া পরে সাবানের জলে বা ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লইয়া শিকড়গুলি অল্প ছাঁটিয়া লইবে, পরে গাছের শাখা প্রশাখাও এই প্রণালীতে ধুইয়া ও ছাঁটিয়া নূতন স্থানে চারাটিকে রোপণ করিতে হয়। বড় বড় গাছের এই রোগ দেখা দিলে তাহা একেবারে তুলিয়া ফেলা উচিত।

আদা, হলুদ, জেরুজালেম, আর্টিচোক, এরারুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া এখন দাঁড় বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং জলে গোড়া আল্‌গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হয়। আমন বেগুনের বীজ ফেলিয়া এখন চারা প্রস্তুত করিতে হয়। নানাবিধ শাক, সীম, লঙ্কা, শীতের শশা, লাউ, বিলাতী বেগুন, টমাটো পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ফলের বাগান

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আয়কর বৃক্ষ যথা শিশু, সেগুন, মেহাগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

জাম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপ জাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়।

পেঁপের বীজ এই সময় বপন করা উচিত। পেঁপে একমাত্র বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ কলম হইতে চারা তৈরি করিয়া দেখিয়াছেন সেই সব চারার পেঁপে খুব বড় হয় এবং ফলনও যথেষ্ট হয়। এদেশে কোন কোন বোটানিকাল গার্ডেনেও অনুরূপ পরীক্ষায় ইহার যথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে ইহার পরীক্ষা হওয়া উচিত।

একটী বড় গাছের মাথা কাটিয়া ফেলিলে মাসখানেকের মধ্যেই অসংখ্য ফেকড়ি ডাল বাহির হয়। এই ডাল ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলেই উহাদের সহিত অন্য চারার জিভ্ কলম কাটিয়া লইতে হয়। বীজের চারাগুলির কাণ্ড ৬ ইঞ্চি মাত্র রাখিয়া কাটিতে হইবে এবং পরে জিভ্ কমের নিয়মানুযায়ী বাঁধিতে হইবে।

কলম বাঁধিবার সময় নরম টোয়াইন বা পাটের সুতা ব্যবহার করা উচিত। কলম যাহাতে কিছুদিন ছায়াতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সাধারণতঃ পেঁপের চাষ করিতে হইলে ক্ষেতে বীজ বুনিয়া চারা তৈরি করিয়া লইতে হয়। চারা ৪৫ আঙ্গুল বড় হইলে খুব সাবধানে গোড়ার যথেষ্ট মাটি সমেত এমন ভাবে চারা তুলিতে হয় যেন সামান্য আঘাত না লাগে বা শিকড় কাটিয়া না যায়। যে স্থানে ঐ চারা রোপণ করিতে হইবে তাহা সামান্য গর্ত্ত করিয়া চারা পুতিতে হয় হয় এবং জলসিঞ্চন করিতে হয়। চারা বড় হইতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার আগাছাগুলি নিড়াইয়া দিতে হয়। পেঁপে গাছের গোড়ায় জল বসিলে গাছ মরিয়া যায়। গোড়ায় মাটি দিয়া এমন উচু করিয়া দিতে হয় যেন গোড়ায় জল জমিতে না পারে।

স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে পেঁপে গাছ দুই প্রকারের জন্মে। পুরুষ জাতির গাছে কেবল ফুল হয়, ফল হয় না; ইহা নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। গাছ অত্যন্ত লম্বা হইয়া উঠিলে বাতাসে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ফল পাড়তেও অসুবিধা হয়, এমতাবস্থায় ফুল ফুটিবার সময় গাছের মাথা কাটিয়া দিলে সতেজে সবল শাখা-প্রশাখা বাহির হয় এবং বেশ ফল দিয়া থাকে।

বড় বড় ফল পাইতে হইলে বেশী শাখা বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়, অনাবশ্যক শাখা কাটিয়া ফেলাই উচিত। গুড়ির কাছে যে পেঁপে জন্মে তাহার ফল বড় হয় না, এই গুলিকে ফেলিয়া দিয়া অন্য গুলিকে বাড়িতে দেওয়া উচিত।

বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে এই সময় সচেষ্ট হইতে হয়। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।

নারিকেলের দড়ি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অসিক্ত ছোবরা দড়ি

এই ধরণের রজ্জু প্রস্তুত করিতে গেলে বেশী সময় লাগে না বটে ; কিন্তু পরিশ্রম বেশী করিতে হয়। নারিকেল হইতে খোসা ছাড়াইয়া লইলেই কিংবা ছয় মাস কাল উহাকে রাখিয়া দিলেই খোসা কার্য্যোপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। যদি রাখাই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে একটী শুষ্ক জায়গায় রাখাই বাঞ্ছনীয়। প্রথমেই খোসার বহিরাবরণ খুলিয়া ফেলিবার জন্য খোসাকে মুদ্গর কিংবা কাঠের দণ্ড দিয়া পিটাইতে হইবে ; ইহাতে ত্বক সহজেই ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। ঢেঁকি দিয়া এই কাজ করা অনায়াসসাধ্য। তবে ঢেঁকি কাজ করিতে গেলে, উহার পিটুনী দণ্ডকে লইয়া তলদেশে কাঠের ভারী চাকুলা লাগাইয়া লইতে হইবে। একজন স্ত্রীলোক সহজেই এই কার্য্য সমাধা করিতে পারেন ; শুধু একজন ছেলে কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে খোসাগুলিকে উল্টাইয়া দিলেই চলিবে।

এইরূপে খোসার মধ্যভাগের বহিরাবরণ সহজেই আলগা হইয়া আসে। কিন্তু দুই প্রান্তস্থ আঁশগুলি ঘন হওয়ায় উহা ছাড়ান একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই প্রথমেই প্রান্তভাগকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য ৮।১০ বার আঘাত করিতে হইবে। চারিপার্শে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আঘাত করিলে যখন আঁশগুলি নরম হইয়া আসিবে, তখন খোসার মাঝখানে বার দুই আঘাত করিলেই সমস্ত খোসাটী সহজেই খুলিয়া আসিবে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যাহাতে বহিরাবরণের সঙ্গে সঙ্গে আঁশ উঠিয়া না আসে।

খোসাগুলিকে তারপরে বস্তাবন্দী করিয়া জলে ভিজিবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে ; সাধারণতঃ তিনদিন রাখা উচিৎ। তবে বর্ষা-কালে একদিন রাখিয়া দিলেই কাজ চলিতে পারে। যে জল পানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাতে খোসা ভিজাইয়া রাখা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে, খাল কিংবা অন্য জায়গার জলে এই কাজ চলিতে পারে। তবে বলিয়া রাখা ভালো, যে খালের জল শ্রেষ্ঠ। খালের ধারে রজ্জু প্রস্তুত করিতে গেলে ছোবরা স্থানান্তরিত করার ব্যয় অনেক কমিয়া যায়।

আঁশ ঠিক করা

যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা হউক না কেন, খোসাগুলিকে জল হইতে উত্তোলন করা শেষ হইলে উহাদিগকে কাঠের মুদ্গর দিয়া পিটাইয়া আবার আলগা করিয়া লইতে হইবে। এই কার্য্য সমাধা হইলে, আঁশগুলি খুঁটিয়া লইয়া ভ.লরূপে ধৌত করিয়া পরে উহাকে শুষ্ক করিতে

হইবে। খোসার সঙ্গে যে লম্বা, পুরু এবং শক্ত আঁশগুলি থাকে, তাহা বাদ দিয়া কার্য্যারম্ভ করাই সমীচীন। তবে বাদ দিলেও, উহা দিয়া পরে ব্রুশ কিংবা চাটাই প্রস্তুত করা চলিতে পারে; কেননা, ইহার জন্য দীর্ঘ আঁশ আদৌ উপযোগী নহে। যদি মেসিন দিয়া রজ্জু প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে এই দুই প্রকার আঁশের মিশ্রণ কাজকে আরো কঠিনতর করিয়া তুলে। অনেক সময় আবার উভয়ের মিশ্রণে মোটামুটি রকমের চাটাই এবং রজ্জু প্রস্তুত হইতে পারে।

আঁশগুলি শুকাইয়া গেলে, উহার সঙ্গে যদি কোন প্রকার ময়লা কিংবা নারিকেলের কোন অংশ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা যত্ন করিয়া আাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে আঁশগুলির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়িয়া যাইবে। এই সমস্ত কাজ হাত দিয়াও করা চলিতে পারে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ।

তন্তু

ইহার পর চরখা কিংবা হাতের সাহায্যে তন্তু নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে পারিবে। হাত দিয়া করিতে গেলে প্রথমেই আঁশকে হাতের মধ্যে পাকাইয়া লইয়া, কিংবা চাটাইর উপর গুটীয়া লইয়া এক ফুট করিয়া দীর্ঘ করিতে হইবে। যখন এইরূপ অনেকগুলি তন্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তখন দুইটী করিয়া তন্তু একসঙ্গে লইয়া প্রথমে যে পাক দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধদিকে পাক দিতে হইবে। সময় মত অন্যান্য অংশ-ইহার সঙ্গে জোড়া দিতে হয়। তন্তুগুলিকে ১২০ ফিটের বেশী দীর্ঘ করা আদৌ সমীচীন হইবে না।

ভবিষ্যৎ

সিক্ত ছোব্‌রা-দড়িই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দেখিতেও যেমন সুন্দর ফিকে রঙের, তেমনি ইহার কার্য্যকরী শক্তিও অনেক বেশী; কাজেই এই সমস্ত গুণ দামের উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। একটু অসুবিধার কথা এই যে, খোসাগুলিকে মাসের পর মাস ধরিয়া জলের মধ্যে সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়; কাজেই যে অর্থ ব্যয় করিয়া নারিকেল ক্রয় করা হয়, তাহা এইরূপে অনেক সময় ধরিয়া আট্‌কা পড়িয়া থাকে। অসিক্ত ছোব্‌রা-দড়ির রঙ্‌ যেমন সুন্দর হয় না, তেমনি ইহার সামর্থ্যও আবার অনেকটা কম। ইহার দাম কতকটা সস্তা বটে; কিন্তু পরিশ্রম অনেকটা বেশী। যদি প্রথমেই এই কাজ সুরু করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অসিক্ত বা শুষ্ক ছোব্‌রা দিয়া কাজ আরম্ভ করাই যুক্তিসঙ্গত; কেননা, নূতন ব্যবসায়ী প্রথমেই কাজে হাত দিয়া নারিকেলের ছোব্‌রা জলের মধ্যে মাসের পর মাস ফেলিয়া রাখিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিবেন; কিছুকাল কাজ করার পর ব্যবসায়ে উন্নতি লক্ষিত হইলে আর তখন সিক্ত ছোব্‌রা-দড়ির সম্বন্ধে কোন প্রকার ওকালতী করার আবশ্যক হইবে না। এতদ্ব্যতীত যখন নারিকেলের দাম সস্তা থাকে, তখন বহু পরিমাণে নারিকেল কিনিয়া ফেলিয়া রাখার চেয়ে, জলে ভিজাইয়া রাখাই অর্থকরী বলিয়া বিবেচিত হইবে।
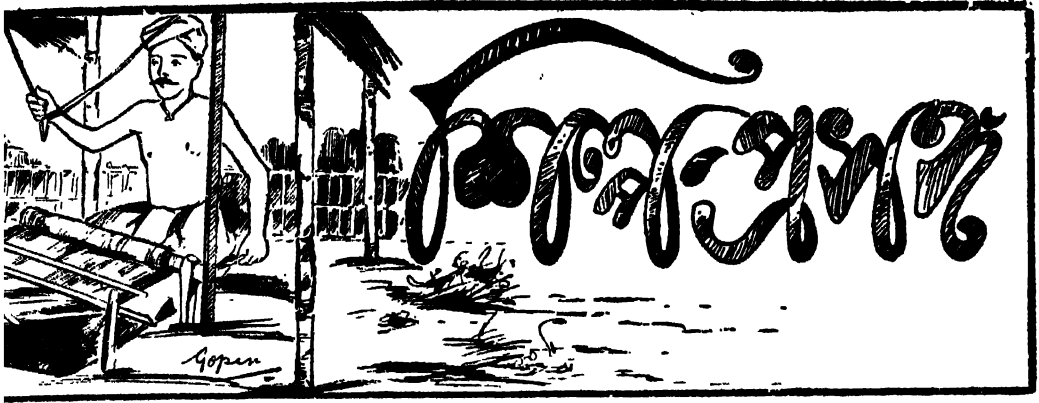
ফল রক্ষা করার প্রণালী

ভারতবর্ষে কোন ফলের দুঃখ নাই; কিন্তু এক একটী ফল বাড়িয়া পাকিয়া থাকিবার বয়স এত কম যে বহুল পরিমাণে ফল পঁচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সেগুলি কাহারও উপকারে আসে না। এই ফলগুলি যাহাতে নষ্ট না হইয়া যাইতে পারে, এবং সেগুলিকে রক্ষা করা যায়, এই বিষয়ে একটা চিন্তা আমাদের দেশের অর্থাগমের দিক দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। ফলের চাষের জমী বাড়ান বা চেষ্টা করিয়া বিঘা প্রতি যাহাতে ফল বেশী হয়, তদনুযায়ী অনুসন্ধান করা অপেক্ষাও ফল কিভাবে রক্ষা করা যায়, তাহার চেষ্টা বেশী কর্ত্তব্য। কেননা, ফল যদি রাখিতেই না পারা যায় এবং পঁচিয়াই বেশী নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আর ফলের সংখ্যা বাড়াইয়া কি লাভ হইবে? এই প্রবন্ধে ফল কিভাবে বহুদিন রাখা যাইতে পারে বা রাখিলে দূর দূর দেশে চালান দেওয়া যাইতে পারে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

ফলের ব্যবসায়ে বাধা বিপত্তি

আচ্ছা, আমের কথাই ধরা যাউক। এই ফলটী প্রায় সর্ব্বত্রই প্রিয়। আধুনিক গবেষণা অনুসারে দেখা যায়, ইহাতে প্রচুর পরিমাণ ভাইটামিন্ রহিয়াছে; বস্তুতঃ ভাইটামিন সম্পর্কে অন্যান্য ফল অপেক্ষা আমই সমধিক উপযোগী। ইহার গন্ধও মধুর। আস্বাদও অপূর্ব্ব। বোম্বাইয়ের এ্যাল্‌ফোন্‌সো, দাক্ষিণাত্যের বাদামী ও মালগোভা, বিহারের ল্যাংড়া, বাংলার ফজ্‌লী ও মালদা ও বর্ম্মার দুখাটিয়া—গন্ধে, আস্বাদে অবর্ণনীয় এবং এইজন্য ইহাদের আদরও যথেষ্ট। কিন্তু, ইহাদের কোন রকমের আমই প্রকৃতপক্ষে ইহাদের উৎপত্তি স্থান হইতে খুব বেশী দূরে যায় না। তাহাও আবার বৎসরে মাত্র ৩০।৪০ দিনের বেশী পাওয়া যায় না। একথা বলা চলে যে, বহু আম অভুক্ত অবস্থায়ও নষ্ট হইয়া যায়। এই গেল ভারতবর্ষের অবস্থা। কিন্তু, ইউরোপে কি হয়? সেখানকার অধিবাসিরাও আম পছন্দ করে এবং এজন্য অনেক সময় অসম্ভাবিত মূল্য দিয়া এক একটী আম কিনিয়া থাকে। তাহারা কিছুতেই তাহাদের ইচ্ছামত এই ফলটীর আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। এখন আমাদের দেশের যে ফল অপচয় হইয়া যায়, তাহা যদি কতককাল

রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে এই ফলগুলিই ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইত।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ফলটা কি করিয়া রাখা যায়, সেইটাই বিষম সমস্যা। অনেকের ধারণা, কোন ঠাণ্ডা জায়গায় রক্ষা করিয়া বা কোন প্রকার গ্যাস দ্বারা ফল সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, তাহা হয় না। অবশ্য, কোন কোন ফল ঠাণ্ডায় রাখিলে ভাল থাকে; কিন্তু এমন অনেক আছে যাহারা ঠাণ্ডাতেও খুব বেশী দিন থাকে না; অথবা কয়েকদিন ঠাণ্ডায় থাকিয়া এমন হইয়া যায় যে তাহাদের আর কোন স্বাদ গন্ধ থাকে না; কাজেই কার্য্যতঃ তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

আগেকার চেষ্টা

এ্যালফোন্সো আম রক্ষা করা যায় কিনা এই বিষয়ে একবার বোম্বাইয়ের ক্রফোর্ড বাজারে চেষ্টা চলিয়াছিল। তখন দেখা গিয়াছিল যে অবস্থা যতই অনুকূল করা যাউক না (যথা ৩৬°—৪০° ফারেনহিট্ তাপের মধ্যে রাখিয়া) কোন আমকেই খাওয়ার উপযোগী করিয়া এক মাসের বেশী রাখা যায় নাই। মিঃ যোশী ও মিঃ রাম আয়ার্ পুনাতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া মন্তব্য করিলেন যে ঠাণ্ডা গুদামে পাকা আম তিন সপ্তাহ রাখা যাইতে পারে; কিন্তু আম পাকা যদি না হয়, তাহা হইলে অনেকদিন টিঁকিতে পারে বটে কিন্তু কখনো তাহা আর পাকিবে না।

আসল কথা, আম পাকার অর্থ কি, তাহা ঠিক না বুঝিলে ফল রক্ষা করা সম্পর্কে কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা বৃথা। প্রথমে জানার দরকার, ফল পাকা হইতে ধ্বংস পাওয়া পর্য্যন্ত কি কি অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণাও চলিয়াছে এবং চলিতেছে। বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ সায়েন্স্ নামে একটী গবেষণাগার আছে। সেখানে মিঃ বি-এন্-ব্যানার্জ্জী নামে এক ভদ্রলোক এই সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার মতে ফল পাকার অর্থে ফলের জীবনেরই একটা পরিবর্ত্তন। ফল গাছ হইতে পাড়িয়া আনার পর তাহার মধ্যে নানা প্রকার অবস্থান্তর হইতে থাকে, ইহার কতকগুলি অবস্থাতে ফল মানুষের আহারের উপযোগী হয় এবং কতক অবস্থাতে আর সেই উপযোগিতা থাকে না। ফল যখন বেশ পুষ্টতা লাভ করে, তখন গাছ হইতে তুলিয়া লইলে, তাহাতে পাল, 'জেলি'র মত একপ্রকার দ্রব্য, এসিড্ ও ট্যানিন থাকে। ফলে, এই সময়েও জীবনীশক্তি থাকে এবং ইহার পরিপাক ক্রিয়াও চলিতে থাকে।

এই ক্রিয়া অনুসারে পাল ও 'জেলি' জাতীয় যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহা শর্করাজাতীয় দ্রব্যে পরিণত হয়। এই শর্করা দ্বারাই ইহার জীবনীশক্তি রক্ষিত হইয়া থাকে। ফল তখনও মানুষের ন্যায়ই শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং বাষ্প হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া লয়। ঐ অক্সিজেন দ্বারাই শর্করা হইতে কার্ব্বলিক এসিড্ গ্যাস বাহির করিয়া জীবনীশক্তি রক্ষা করে। এই সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে একটা গন্ধ হইয়া থাকে। কাঁচা ফলে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার জৈবিক পদার্থ জন্মে। এইগুলি জন্মিবার একটা কারণ বাহিরের ধূলা আবার অনেক সময় ইহার গন্ধে ও আস্বাদে মুগ্ধ হইয়া অনেক জৈবিক পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া যায়। ফল

যতদিন না পাকে, ততদিন সেগুলি এক রকম নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু ফল একবার পাকিতে আরম্ভ করিলেই, এই সূক্ষ্ম পদার্থগুলিও বাড়িতে থাকে। এইগুলিতে সাধারণতঃ মদিরা বিশেষ (yest), ধূলার গুঁড়া ও বীজ রোগের জীবাণু বহুল পরিমাণে থাকে। এইগুলি খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বাড়িতে থাকে।

ইহা ছাড়া ফল পাকিলে নানা প্রকার কীট পতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয় বিশেষতঃ মশা ও মাছি ত আছেই। এরা ফলের রস পান করে এবং এই উপলক্ষেই ফলকে নষ্ট করিয়া দেয়। উপরে চামড়ার গায়ে যে সকল সূক্ষ্ম জৈবিক পদার্থ থাকে, তাহা গর্ত্ত পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে; ইহা ছাড়া মশা মাছির সাথেও নতুন কতকগুলি জীবাণু আসিয়া ঢুকে। এই সময়েও যদি ফলটাকে না খাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার মূল্য অনেক কমিয়া যাইবে। এই সময়েই পচন আরম্ভ হয়। যে কারণে পাকা ফলের ঘ্রাণ হয় সেই কারণগুলি দূর হইয়া যায়; শর্করা জাতীয় পদার্থ সূক্ষ্ম জৈবিক পদার্থের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া যায়; এ্যাসিড্ কমিয়া যায় এবং একটা নতুন পঁচা গন্ধ বাড়িতে থাকে। এই যে শেষকালে পরিবর্ত্তন হয়, এই পরিবর্ত্তন রোধ করিতে না পারিলে, ফল রক্ষার চেষ্টা বৃথা। আবার একটা ফল পঁচিয়াই অন্য একটা ফলকে পঁচাইয়া ফেলিবে। এই রকম করিয়া একক্রমে সকল ফলই নষ্ট হইয়া যাইবে।

উপরোক্ত মিঃ ব্যানার্জ্জী ও তাঁহার সঙ্গীদের পরিচালিত গবেষণা অনুসারে দেখা যায় যে ফলের উপরিভাগে যে পচনশীল দ্রব্যাদি থাকে, তাহা পক্ক কি অপক্ক কোন অবস্থাতেই একেবারে শেষ হইয়া যায় না। পূতিগন্ধনাশক বা স্পর্শাক্রমনাশক অথবা রক্ষণশীল কোন দ্রব্যেরই এমন কোন ক্ষমতা নাই যে ফলকে রক্ষা করে। আবার ফলকে নানাপ্রকার তৈল, নানা উত্তাপাবস্থায় মাখাইয়াও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতেও কোন লাভ হয় নাই। অপরপক্ষে তৈল মাখাইলে, ফলের জীবনীশক্তির উপরই ক্রিয়া হয়, তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রোধ হইয়া যায় এবং পচন আরও সকালে আরম্ভ হয়। প্যারাফিন ও অন্যান্য রক্ষণক্ষম দ্রব্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে বাহিরের কোন বস্তুর আক্রমণ হইতে ফলকে রক্ষা করে বটে, কিন্তু ফলকে বায়ু অভাবে বাঁচিতে হয় বলিয়া, ফলের মধ্যে একপ্রকার উত্তাপ আরম্ভ হয়। শর্করা জাতীয় দ্রব্য শীঘ্রই নষ্ট হইয়া গিয়া এল্‌কোহল (Alcohol) ও এ্যাসিড্ তৈয়ারী হইতে থাকে; আসলে গিয়া ফলের আস্বাদ থাকে না। ফলটাকে মোমমিশ্রিত বা তৈলাক্ত কাগজ দিয়া জড়াইয়া লইলে অনেক ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু, তাহাতেও কোন লক্ষ্য করিবার মত স্থায়ী উন্নতি হয় না।

ঠাণ্ডা গুদামে রাখিলে ফল বিশেষতঃ আম তাড়াতাড়ি পাকিতে পায় না; কাজেই তাহাতে অনেকদিন ধরিয়া রাখিয়া ব্যবহার করা চলে। কিন্তু ইহাতেও বিশেষতঃ গরম দেশে শেষেরদিক দিয়া যে পচন আরম্ভ হইবে, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। তারপর আগে যেমন বলা হইয়াছে, কাঁচা ফল অনেকদিন ঠাণ্ডা জায়গায় থাকিলে তাহা আর পাকে না। পাকা ফল আবার ঠাণ্ডা জায়গায় জলীয় বাষ্প টানিয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে থাকে। এ্যালকহল কি এ্যাসিডও ক্রমে ক্রমে

তৈয়ারী হইতে থাকে। এই সকল হইতে দেখা যায়, কেবল ঠাণ্ডায় রাখিলেই চলে না। উত্তাপ যেমন কমাইতে হয়, তেমনই জলীয় বাষ্প সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

অন্যান্য চেষ্টা অপেক্ষা অধুনাপ্রবর্ত্তিত গ্যাস অবলম্বনে ফল রাখিবার প্রথা অপেক্ষাকৃত কার্য্যকর। সাধারণতঃ কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ গ্যাস, নাইট্রোজেন, এবং এই জাতীয় আরও কোন গ্যাস এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে একক্রমে গ্যাসে বাহির করিয়া রাখিলে, ফলের মধ্যে উত্তাপ জন্মিবার যে একটা লক্ষণ থাকে, তাহা দূর হইয়া যায়। কাঁচা ফল গ্যাসে রাখিয়া দিলে, সেই রকমই অনেক দিন থাকে বটে, কিন্তু গ্যাস হইতে বাহির করিয়া লইলে আর পাকে না। পাকা ফলও কিছুকাল থাকে, তাহাতে বাধা হয় না; কিন্তু গ্যাস দ্বারা সূক্ষ্ম জৈবিক পদার্থের একেবারে বিনাশ হয় না। গ্যাসে রাখায় ফলের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়—কাজেই ভিতর হইতে পচন আরম্ভ হইয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, তাপ জলীয় বাষ্প সম্পর্কে বিশেষ হুঁসিয়ার না হইয়া অথবা অন্যান্য নানাজাতীয় সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, গ্যাস দ্বারা ফল রক্ষণ প্রণালী কোনক্রমেই ব্যবসায়গত হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর নহে।

যত পরিমাণ ফল হইবে ঠিক তত পরিমাণ লবণ (Salts) দ্বারা তৈয়ারী সলিউসন অথবা সিরাপে ফল রাখিলে অনেক সময় বিশেষ কাজ হইয়া থাকে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে সিরাপ বা নূনের জলের কোন অংশ যেন ফলের মধ্যে না যায় বা ফলের কোন প্রকারের রস যাহার মধ্যে রাখা হইতেছে, তাহাতে মিশিয়া না যায়। রক্ষিত ফল ও লবণ ফল বা সিরাপ উভয়ে মিলিয়া অনেকটা জায়গা লাগিয়া যায়; আবার যাহার মধ্যে ফল রাখা হয় (Preserving Medium) সেইটা মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিতে হয়; যেন সেটা নিজেই নষ্ট না হইয়া যায়। এই ভাবে কাজ করিলে অনেক সুবিধাজনক ফল পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। অবশ্য আরও অনেক পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

উপরে বলা হইয়াছে যে, গ্যাসের মধ্যে ফল রাখা ব্যবসায়ের দিক দিয়া সুবিধাজনক করিতে হইলে জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

কিন্তু কথা এই যে এই সবধানতা অবলম্বনই বেশ একটু শক্ত ব্যাপার। বায়ু যতই ঠাণ্ডা হইতে থাকিবে জলীয় বাষ্প প্রকৃতপক্ষে ততই বেশী হইবে ইহা স্বভাবধর্ম্ম। দেখা গিয়াছে সাধারণতঃ শুষ্ক বায়ুর তাপ যখন কমাইয়া ৫২° ডিগ্রী ফারেন্‌হাইট্ করা হইল; তখন সেই বায়ুতে অসম্ভব রকম জলীয় বাষ্প দেখা দিল। ইহাতেই বুঝা যায় বায়ু ঠাণ্ডা করিলে জলীয় বাষ্পের ভাগ বেশীই হইবে। আবার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যতই বেশী হইবে, ততই তাহা পাত্‌লা বাকলওয়ালা ফল—যথা, আমের পক্ষে ক্ষতিজনক। কাজেই যে বেশী পরিমাণ জলীয় বাষ্প জমা হইবে, তাহাকে সরাইয়া লইতে হইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জী অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ সুযোগের আশা করেন; কিন্তু জলীয় বাষ্প সম্পর্কিত যে যে অসুবিধার কথার উল্লেখ হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া সেই প্রণালীকে যে ব্যবসায়গত ভাবে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা এখনও বিশেষ কষ্টসাধ্য।

সজিনা

আজ যে গাছটীর কথা লিখিতেছি, সেই গাছটীর সহিত বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ পরিচয় আছে। আধিব্যাধির লীলা-নিকেতন দুঃখ-দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত এই বাঙ্গালাদেশে দরিদ্র বাঙ্গালী এই গাছটীর সাহায্যে দিনকতক দুই গ্রাস ভাত গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাই বাঙ্গালীর নিকট এই গাছটীর এত আদর। এই গাছটীর নাম—"সজিনা"। ইহার অপর নাম—"শোভাঞ্জন" বা "শিগ্রু"।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের অভিমত এই যে হর্সরেডিসের পরিবর্ত্তে "সজিনা" গাছের শিকড়ের ছাল ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা বাঙ্গলা এবং ভারতের নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার বহু রোগনাশিনী শক্তি আছে। নিম্নে ইহার কয়েকটী বহু পরীক্ষিত গুণের কথা লিখিত হইল।

প্রকারভেদ ঃ—পুষ্পভেদে সজিনা তিন প্রকার। যথা—(১) শ্বেতপুষ্প সজিনা। (২) রক্তপুষ্প সজিনা ও (৩) নীল বা কৃষ্ণ পুষ্প সজিনা। ইহার মধ্যে নীল বা কৃষ্ণপুষ্প সজিনার গাছ অতীব দুর্লভ। শোভাঞ্জন শব্দে কেহ "নীল সজিনা," আবার কেহ "শ্বেত সজিনা" অর্থ ধরিয়া থাকেন। এখানে শোভাঞ্জনের বাঙ্গালা নাম "সজিনা," এই অর্থ ধরা হইয়াছে। নীল সজিনা না পাওয়া যাইলে তাহার স্থলে শ্বেত সজিনা ব্যবহার করা যাইতে পারে—ইহাতেও উপকার দর্শিয়া থাকে। যেখানে কেবল সজিনা লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে শ্বেত বা রক্তপুষ্প সজিনা যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইলে চলিবে।

ইহার পত্র, পুষ্প, ছাল, মূল, মূলের রস, আঠা, পাতা, পাতার রস, ডাঁটার (খাড়া) অভ্যন্তরস্থ বীজ ইত্যাদি ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রয়োগরূপ অনুসারে ইহা উত্তেজক, মূত্র-কারক, আক্ষেপ নিবারক, স্থানিক প্রয়োগে প্রত্যুগ্রতাসাধক। ভাবপ্রকাশ বলেন—ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপন, পাচক, রুক্ষ, তিক্ত, বিদাহী, সংগ্রহী, শুক্রঘ্ন, হৃদ্য, এবং পিত্ত ও রক্ত প্রকোপ-কারক। এতদ্ভিন্ন ইহা বাত, কফ নাশক এবং বিদ্রধী (স্ফোটক), কৃমি, মেহ, প্লীহা, গুল্ম, গণ্ডমালা এবং ব্রণ প্রভৃতি রোগনাশক। ইহার বীজ স্থানিক প্রয়োগে উগ্র উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

বিভিন্ন রোগে ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্নরূপে উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

(১) বাতে :—(ক) সজিনার ছাল ও উই মাটি সমানভাগে লইয়া গোমূত্রে বাটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও স্ফীতি উপশমিত হইয়া থাকে।

(ক) কুলেখাড়া, কেউমূল, সজিনা ছাল ও উই মাটি প্রত্যেকটী সমানভাগে লইয়া গরম করিয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ভাল হইয়া থাকে।

(খ) সজিনার ছাল' সৈন্ধব লবণ ও রসুন প্রত্যেকটী সমান ভাগে লইয়া রেড়ীর তৈলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ তৈল মালিশ করিলে হস্ত, পদ, কটি, জানু উরু ও সন্ধিস্থানের বাতের বেদনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(গ) সজিনার ছাল থেঁত করিয়া খানিকটা খাঁটি সরিষার তৈলে ভাজিয়া লইয়া ঐ তৈল মালিশ করিলেও বাতের বেদনা ভাল হইয়া থাকে।

(ঘ) সজিনার বীজের তৈল বাতের বেদনায় বিশেষ উপকারী।

(ঙ) বাতাক্রান্ত রোগীর পক্ষে সজিনার ডাঁটা ও সজিনার পাতা শাকের মত ভাজিয়া খাওয়া হিতকর।

(২) অর্শরোগেঃ—(ক) একটী বড় গামলায় সজিনার ছালের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ রাখিয়া অর্শ রোগীকে বেশ করিয়া তিল তৈল মাখাইয়া উহাতে বসাইয়া রাখিলে অর্শের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(খ) সজিনার ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া ঐ ক্বাথের গরম গরম সেঁক দিলে অর্শের যন্ত্রণা আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

(৩) বিদ্রধি (স্ফোটক)ঃ—শ্বেত সজিনার মুলের রস দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় একটু মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অপক্ক অন্তঃবিদ্রধি (গভীর স্ফোটক) বিলীন হইয়া যায় বলিয়া "চক্রদত্ত" উল্লেখ করিয়াছেন। বাগভট বলেন—স্ফোটকের অপক্কাবস্থায় রোগীকে রক্ত-সজিনার মুলের ছাল পান ভোজন ও লেপনার্থ ব্যবহার করিতে দিলে অপক্ক স্ফোটক বসিয়া যায়। আর, এন্, ক্ষোরিও বলেন, যে—সজিনা আভ্যন্তরিক গভীরতম প্রদেশের প্রদাহ ও স্ফোটকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

(৪) কুষ্ঠক্ষতঃ—সজিনার ছালের কাথ দ্বারা কুষ্ঠের ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হইয়া থাকে। সজিনার বীজের তৈল কুষ্ঠের ক্ষতে মালিশ করিলে উপকার হয়। কুষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য চর্ম্ম রোগেও ইহা হিতকর। ইহার ছালের প্রলেপ দক্রু প্রভৃতি বহু চর্ম্মরোগনাশক।

(৫) শিরঃশূল বা মাথাধরাঃ—সজিনার ছালের গুড়া বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ চূর্ণ নস্য লইলে শিরঃবেদনা ভাল হইয়া থাকে। ইহার নস্য খুব অল্প পরিমাণে লইতে হয়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে হাঁচি ও নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। সজিনার আঠা দুগ্ধে গুলিয়া রগে প্রলেপ দিলে মাথাধরা ভাল হইয়া থাকে।

(৬) চক্ষুরোগঃ—(ক) বাত, পিত্ত, কফ ও সন্নিপাতজ চক্ষুর ব্যথায় শ্বেত সজিনার পাতার রস কয়েক বিন্দু চক্ষুতে দিলে নেত্র বেদনা ভাল হইয়া থাকে।

(খ) শ্বেত সজিনার মুলের রস কয়েক বিন্দু চক্ষুতে দিলে তরুণ "চোখউঠা" নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(৭) সন্নিপাতজ্বরের অজ্ঞান অবস্থাঃ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অজ্ঞান অবস্থায় তাহাকে নীল সজিনার মূল, রাম্না ও গোলমরিচ চূর্ণ প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া ঐ চূর্ণ নস্য করাইলে, তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে।

(৮) গ্রন্থি বিবর্দ্ধনঃ—চরক বলেন যে, শ্বেত সজিনার ছাল বাটিয়া উষ্ণ করিয়া গ্রন্থিবিবর্দ্ধযুক্ত অঙ্গে প্রলেপ দিলে উহা আরোগ্য হয়। সজিনার বীজ, সরিষা, শণবীজ, মসিনা, যব ও মুলার বীজ একত্র ঘোলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনের পুরাতন গ্রন্থিবিবর্দ্ধন বিলীন হইয়া থাকে।

(৯) হিক্কাশ্বাসেঃ—নীল সজিনা পত্রের কাথ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হইয়া

থাকে। নীল সজিনার অভাবে শ্বেত সজিনা পত্র দুই তোলা লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ পান করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

(১০) **প্লীহাবৃদ্ধি** ঃ—সজিনার মূল দুই তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথে চারি আনা পিপুল চূর্ণ দিয়া সেবন করিলে বিবর্দ্ধিত প্লীহা স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

(১১) **কর্ণশূল** ঃ—(ক) সজিনার মূলের রস ঈষৎ গরম করিয়া কয়েক ফোঁটা কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল বা কাণ কামড়ানি কটকটানি প্রশমিত হইয়া থাকে।

(খ) সজিনার আঠা তিষির তৈলের সহিত মিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

(গ) সজিনার ছালের রস তিল তৈল সহ কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

(১২) **ক্রিমি রোগ** ঃ—(ক) শ্বেত সজিনার ছাল আধ তোলা ও বিড়ঙ্গ আধ তোলা এক সঙ্গে থেঁত করতঃ এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথ সেবনে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(খ) সজিনার ডাঁটা রন্ধন করিয়া খাইলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(১৩) **দন্ত রোগ** ঃ—সজিনার ছাল ও কৃষ্ণজীরা একসঙ্গে জল দিয়া বাটিয়া দন্ত মূলে ও মাড়িতে প্রয়োগ করিলে দন্তশূল ও দন্তমাড়ির স্ফীতি নিবারিত হইয়া থাকে।

(১৪) **বসন্তের প্রতিষেধকার্থ** ঃ—সজিনার ফুল ভাজিয়া খাইলে বসন্ত রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(১৫) **বাতরক্ত** ঃ—(ক) সজিনার ছাল ও বরুণ ছাল সমান ভাগে লইয়া পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গের বেদনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(খ) সজিনার ছাল ও শুলঞ্চ প্রত্যেককে একপোয়া এবং কাঁচা হলুদ এক ছটাক থেঁত করিয়া আধ সের সরিষার তৈলে পাক করিয়া দ্রব্যগুলি যখন বেশ ভাজা ভাজা হইবে তখন ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ঐ তৈল বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

(১৬) **গলক্ষত** :—আধ সের জলে দুই তোলা সজিনার মূল সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কবল (কুলকুচা বা কুল্লী) করিলে গলক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

(১৭) **বাঘী** :—বাঘীর প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ সঞ্চারের পূর্ব্বে উহাতে সজিনার আঠা প্রলেপ দিলে বাঘী বসিয়া যাইতে পারে।

(১৮) **স্বরভঙ্গ ও গলায় বেদনা** :—সজিনা গাছের শিকড়ের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের কুল্লী করিলে স্বরভঙ্গ ও গলার বেদনা উপশমিত হয়।

(১৯) **ক্ষত** :—প্রসিদ্ধ হাকিমি চিকিৎসা গ্রন্থ—তালি সেরিফে উল্লিখিত হইয়াছে যে—ক্ষতোপরি সজিনার পাতা বাটিয়া (বিনা জলে) প্রলেপ দিলে ক্ষত পরিষ্কৃত ও আরোগ্যোন্মুখ হয়।

(২০) **পুতিনাসা, দুর্গন্ধযুক্ত নাসা, সর্দ্দি** ঃ—সজিনার ছাল, কণ্টিকারি,

দন্তীবীজ, ত্রিকট, সৈন্ধব ও বেলপাতা এই দ্রব্যগুলি সমান ভাগে লইয়া সরিষা তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল নস্যরূপে ব্যবহার করিলে পূতিনাসা আরোগ্য হয়।

(২১) কর্ণমূল গ্রন্থি স্ফীতি ঃ— সজিনা গাছের শিকড় রাই সরিষা সমভাগে একত্রে বাটিয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে কর্ণমূল ফোলা সত্বর আরোগ্য হয়। কর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহের প্রারম্ভে ইহা প্রয়োগ করিলে বেদনাদি প্রদাহের লক্ষণ খুব শীঘ্র দূরীভূত হইতে দেখা যায়।

(২২) গলগণ্ড গ্রন্থি বিবর্দ্ধন ও অর্ব্বুদ ঃ— সজিনার বীজ, মূলার বীজ, সরিষা, তুলসী ও ইন্দ্র যব, এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘোলের সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গ্রন্থিবিবর্দ্ধন ও আর্ব্বুদ আরোগ্য হয়।

ঢেঁরস ও সজিনা ডাঁটার গুণ

(১) ঢেঁরস, রুচিকর, ভেদক, পিত্ত শ্লেষ্মানাশক, শীতবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, মূত্রজনক ও অশ্মরী প্রশমক।

(২) সজিনা ডাঁটার গুণ:—ইহা মধুর কষায় রস, অগ্নি উদ্দীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস, ও গুল্ম বিনাশক। ইহাতে সি ও বি জাতীয় ভাইটামীনই অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।

টোট্‌কা

ব্রণের প্রতিকার

১। পাথুরিয়া কয়লার গুঁড়া, যবভস্ম, তিল-ভস্ম, অথবা মসিনা ভস্ম লাগাইলে উহার শান্তি হয়।

২। মসুরির দাইল ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত বাটিয়া ৭ দিন মুখে লেপন করিলে মেচেতা দূরীভূত হয়।

৩। টাবানেবুর মূল, ঘৃত, মনছাল, টাটকা গোবরের রস, এই সমুদয় একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ ও তিলকারক রোগ নষ্ট হয়।

৪। তীক্ষ্ণ শিমূল কাঁটা, জলের সহিত বাটিয়া তিন দিন প্রলেপ দিলে পদ্মের ন্যায় মুখের শ্রী হয়।

ধবল রোগে

ধবল রোগ অনেক প্রকার আছে। শিগ্র কুষ্ঠও এক প্রকার ধবল রোগ। ইহা লাউফুলের মত সাদা এবং ব্যাধি স্থানে ঘর্ষণ করিলে গুঁড়া গুঁড়া পড়িতে থাকে। যে প্রকারের ধবল রোগ হউক না কেন, নিম্নের একটী ঔষধ খাইতে হইবে ও একটী লাগাইতে হইবে। ১৫ দিনের মধ্যে গাত্র সবর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

খদির কাষ্ঠ ও আমলকী অল্প থেঁতো করিয়া আধ পোয়া জল দিয়া কাথ করিয়া তাহাতে সোমরাজী বীজ চূর্ণ চারি আনা দিয়া পান করিবে, এবং বুচকী দানা ও ছাগলের নাদী গোমূত্রের সহিত বাটিয়া ধবল স্থানে প্রলেপ দিলে সাদা উঠিয়া গিয়া গাত্রের মত বর্ণ হইবে। অথবা সোমরাজী চূর্ণ ৪ ভাগ ও শোধিত হরিতাল ১ভাগ গো-মূত্রে পেষণ করিয়া ধবল স্থানে দিলে ভাল হয়।

হরিতাল শোধন না করিয়া ব্যবহার করিবেন না। দেশী কুমড়ার রসে এক প্রহর পাক করিয়া পরে চূণের জলে ঐরূপ পাক করিয়া তারপর তৈলে ঐরূপ পাক করিলেই হরিতাল শোধন হয়।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায়

হোমিওপ্যাথিতে Anacardium '১২' শক্তি বলিয়া একটী ঔষধ আছে। ঐ ঔষধটী স্মরণ শক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

২। একটী ছোট 'তক্তা' লইয়া মাথার উপর রাখিয়া আর একটী ছোট তক্তা দ্বারা ধীরে ধীরে চার পাঁচটী ঘা দিতে হইবে। দৈনিক একবার করিয়া এইরূপ করিলে উপকার বোঝা যাইবে।

৩। দৈনিক একতোলা অথবা কিছু বেশী 'মাখনের' সহিত কিঞ্চিত মিশ্রি খাইলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

রক্ত আমাশয়ের ঔষধ

শেফালিকা (সিউলী) পাতার রসের সহিত অল্প পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুই তিনবার খাইলে পুরাতন দুরারোগ্য রক্ত আমাশয়ও আরোগ্য হয়।

বিছায় কামড়ানোর ঔষধ

বিছা লাগা স্থানে মোম গলাইয়া লাগাইলে সমস্ত হুলগুলি উঠিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার সম্পূর্ণ উপশম হয়; তবে মোমগুলি আস্তে আস্তে উঠাইতে হয় অন্যথায় সমস্ত হুলগুলিতে টান পড়িলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। ইহা আমার পরীক্ষিত সত্য।

মাছির উৎপাত নিবারণ

মশামাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পাইলে, একটা পাত্রে 'কার্ব্বলিক এসিড' লইয়া উহার মধ্যে এক খণ্ড উত্তপ্ত লৌহ দিলেই একপ্রকার বাষ্প জন্মিবে। দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেই ঐ বাষ্পের জোরে সমস্ত মশামাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে।

পাতাসহ বাঁকতুলসীর শাখা হাতে বাঁধিয়া রাখিলে, মশায় কামড়াইতে পারে না। যাহারা রোজ তুলসী পাতা চিবাইয়া খায় এবং উহার রস গায়ে মাখে, মশামাছি তাহাদের ধারেও যাইতে পারে না।

ফিনাইল মাছির মহৌষধ। ঘরের মেজেতে ফিনাইল ছিটাইয়া দিলে মাছির উৎপাত কমিয়া যাইবে। সরিষার তৈলেও মাছির উপদ্রব কমে।

আরসুলার উপদ্রব নিবারণ

আরসুলার উপদ্রব হইলে ঘরের চতুর্দ্দিকে ফটকিরির গুড়া ছড়াইয়া দিলে উপদ্রব অনেকটা উপশম হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গরমজলের সহিত সোডা ও কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত দ্রব্য উপদ্রুত স্থান সমূহে ছিটাইয়া দিলে আরসোলা সেখান হইতে পলাইয়া যায়।

বীমা এজেণ্টগণের কন্‌ফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক কথায় এজেণ্টগণের অবস্থিতি তাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। আমি অনুষ্ঠানগুলির পরিচালকবর্গের নিকট নিবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন এই পুরাতন রীতি ও পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করেন। এজেণ্টের প্রতি সময়োপযোগী সহযোগিতা ও সহানুভূতি দেখাইয়া এবং তাঁহাদের অবস্থা সুদৃঢ় করিয়া তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবেন, এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবেন। মানুষের প্রতি মানুষের যেরূপ ব্যবহার হয় আমি আশা করি পরিচালকবর্গ এজেণ্টগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার দেখাইবেন।

যে সমস্ত বীমা প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাদিগের উচিত যে এজেণ্টগণের সময়োপযোগী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া। আজ যে অনেক শিক্ষিত যুবক এজেণ্টরূপে বীমা অনুষ্ঠানের কাজ করিতেছেন ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে আশাজনক নিদর্শন। এই সমস্ত যুবককে যদি উপযুক্ত শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতীয় বীমার পক্ষে ভবিষ্যতে মূল্যবান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তাহার ফলে আরও অনেক সুশিক্ষিত তরুণ জীবন-বীমার কাজে নামিতে সাহস করিবেন। ইহাতে বেকার সমস্যা যে অনেকটা দূর হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক বীমা অনুষ্ঠানের উচিত যাহাতে সচ্চরিত্র, উৎসাহী এবং ভদ্র যুবক তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে সংশ্লিষ্ট হন। ইহাতে

আশা করা যায় যে কাজ ভাল হইবে, অনুষ্ঠানের বিষয় ভদ্র ব্যবহার এবং সঠিক সংবাদ প্রচারের দ্বারা প্রসার কার্য্যে সহায়তা করিবে। কোন এক বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট একদা বলিয়াছিলেন, যে অনুষ্ঠান বীমাকার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে চাহে তাহাদের কর্ম্মচারীবর্গকে ভাল ভাল বীমা এজেন্টগণের নিকট নত হইয়া থাকিতে হইবে। বীমা অনুষ্ঠানের কর্ম্মচারী যদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বে এজেন্টের কাজে হাত পাকাইতে হইবে, এবং তাঁহাদিগের কাছে সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। কারণ এইরূপ সহানুভূতি না পাইলে অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে বাধা পড়িবার সম্ভাবনা। এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহযোগিতা ব্যতীত কোন বীমা অনুষ্ঠান উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মধুমক্ষিকার মত তাঁহারা সকলে মিলিয়া অনুষ্ঠানের জন্য অ হরণ করিয়া আনেন। তাঁহারাই বীমা জগতে বিচরণ করেন, এবং সাধারণ জীবন-বীমার সুকঠিন কার্য্যে প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত থাকেন। এবং তাহার পরিবর্ত্তে যেটুকু পুরস্কার এবং সুখ সুবিধা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

আমি দেশীয় জীবন-বীমা অনুষ্ঠানগুলিকে একটী বিষয়ে সাবধান করিতে চাই। আজকাল অনেক বীমা প্রতিষ্ঠান অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগীতার দ্বারা কার্য্য প্রচারে ব্যস্ত; তাহার জন্য যে অসামান্য ব্যয় হয় সেদিকে তাঁহারা দৃষ্টি দেন না। ফলে অনুষ্ঠানের ভিত্তি তাহাতে ঢিলা হইয়া পড়ে। বীমা অফিসে সংখ্যাধিক্য তুলনায় গুণের পরিচয় বেশী হওয়া উচিত। এই সময়ে অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে স্থিরচিত্তে এ বিষয়ে অব্যাহত হওয়া উচিত, এবং সাময়িক বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিতে সন্তুষ্ট না হইয়া ধীরে ধীরে কার্য্যে সাফল্য আনয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে—তাঁহারা গরিবের অর্থ সঞ্চয় এবং রক্ষা করিবার ভার লইয়াছেন, এবং তাহাই তাঁহারা ব্যয় করিতেছেন। তাঁহারা যদি সেই অর্থ লইয়া ছিনি-মিনি খেলেন তাহা হইলে কত বিধবার, কত শিশুর এবং কত বৃদ্ধের অভিশাপ মাথায় করিতে হইবে।

যদিও এ বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা বিবেচিত হইতে পারে তথাপি আমি স্বাস্থ্য পরীক্ষক সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলিতে চাহি। জীবন বীমা অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরীক্ষকের কাজ খুব দায়িত্বপূর্ণ। মূলতঃ অনুষ্ঠানের সাফল্য স্বাস্থ্য পরীক্ষকের উপরই নির্ভর করে। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে বীমা অনুষ্ঠানের ভাণ্ডারী এবং তাঁহারাই বীমাকারীর স্বার্থ রক্ষা করেন। তাঁহারা যদি এই বিশ্বাস টুকু এবং তাঁহাদের অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া কাজ করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে নিজ কর্ত্তব্যে সততা ও সরলতার সহিত অব্যাহত হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় অনেক সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষকগণ তাঁহাদের কাজে অবহেলা দেখান এরূপ উদাহরণের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। কখন কখন তাঁহারা অসৎ এজেন্টগণের হস্তে লীলাপুত্তলীর ন্যায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাধা করেন। জীবন-বীমা অনুষ্ঠানগুলিকে এই সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট কঠোর ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রথম কথা, স্বাস্থ্য পরীক্ষকের তাঁহাদিগের বীমা অফিসের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকা দরকার। তাঁহাদিগের নৈতিক চরিত্র এবং যথাকর্ত্তব্যজ্ঞান এরূপ কঠোর হওয়া উচিত যেন তাঁহারা অন্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হইতে বা অন্য বিষয়ে

চালিত হইতে না পারেন। তাঁহারা মার্জ্জিতরুচি ও শুচিজ্ঞান সম্পন্ন হইবেন; এবং চরিত্রের দৃঢ়তা থাকিবে অথচ কৌশলী হইবেন। কোন বিষয়ে পরের মতের উপর নির্ভর করা উচিত নহে, এবং পরীক্ষাদ্বারা অপ্রকাশিত অনেক তথ্যও সম্পূর্ণরূপে ওজন করিবার শক্তি থাকা উচিত।

শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফল ছাড়াও সনাক্ত ব্যাপার এবং বয়সের বিষয় অবহিত হওয়া উচিত, কারণ এই দুইটী বিষয়ের উপর বীমার গুরুদায়িত্ব নির্ভর করে। তাঁহাদিগের রিপোর্টের উপরই বীমার অনুষ্ঠান এবং বীমাকারীর ভবিষ্যত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

এ কথা সত্য যে স্বাস্থ্য পরীক্ষকের প্রথম ও

প্রধান কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের মঙ্গল চিন্তা করা ; কিন্তু এ কথাও এই সঙ্গে ভুলিলে চলিবে না য - এজেণ্টগণ অনেক আয়াস ও যত্নের ফলে বীমাকারী সংগ্রহ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি সময়োচিত ভদ্রতা এবং নিজ কর্ত্তব্যে তৎপরতা দেখান উচিত। আর কিছু নয়, ডাক্তারের নিকট অন্ততঃ এইটুকু আশা করা অন্যায় হইবে না যাহাতে তাঁহারা এজেণ্টগণের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও খোলা-খুলি ব্যবহার দেখান।

এইবার আমি সহকর্মীদিগকে দুই একটী কথা বলিব। আমার খুব বিশ্বাস যে ভারতীয় বীমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত যে সমস্ত এজেণ্ট কাজ করিতেছেন তাঁহাদিগের দায়িত্ব খুব বেশী। প্রত্যেক ব্যবসাতে কেনা বেচা বলিয়া দুইটী জিনিষ আছে ; যিনি ক্রেতা এবং যিনি বিক্রেতা উভয় পক্ষ একত্রিত হইয়া ব্যবসায় কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু জীবন বীমার ব্যাপারে এজেণ্টের স্থান দালালের মত এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্যও অসাধারণ। বস্তুতঃ যাঁহারা জীবন বীমা করেন এবং যাঁহারা বীমার ভার লন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অবকাশ কখনও হয় না। এজেণ্টগণই কোম্পানীর এবং বীমাকারীর উভয়েরই স্বার্থের প্রতিনিধি স্বরূপ সমস্ত যোগাযোগ সম্পূর্ণ করাইয়া দেন। নিজেদের কর্ত্তব্য যোগ্য-ভাবে সম্পাদন করিতে হইলে বীমা বিষয়ে এবং উভয় পক্ষের সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

কেহ যদি জীবন বীমার এজেণ্টের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিতে চাহেন এবং তাঁহার দ্বারাই উপার্জ্জনের পথ বাহির করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই ব্যবসায়ের উপযুক্ত কতকগুলি গুণ আছে কি না সে বিষয়ে বিশেষ অনুধাবন করিতে হইবে ; যথা—সুশিক্ষা, ভদ্রব্যবহার, উপদেশ ও প্ররোচনার শক্তি, এবং কর্ত্তব্যে লাগিয়া থাকা ইত্যাদি। এ কথাও তাঁহার মনে রাখা উচিত যে প্রথমে তাঁহাকে অনেকরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যদি ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া জীবন বীমার কাজেই নিযুক্ত হইতে মনস্থ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই কাজে নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও লাগিয়া-থাকিতে হইবে এবং নির্ভয় ও নির্ভাবনায় এবং সাধুতার সহিত তাঁহার সমস্ত শক্তি জীবন বীমার কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। সদ্ভাব ও সরলতার সহিত এই কাজে নিযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই সে কাজে পুরস্কার আছে।

যাঁহারা জীবন বীমার কাজে নূতন ব্রতী হইতে চাহেন, উপযুক্ত বীমা অনুষ্ঠান নির্ব্বাচন করা তাঁহাদের পক্ষে এক মস্ত সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ভাল অফিস নির্ব্বাচন করিলেই কাজে যথার্থই সুবিধা দৃষ্ট হইবে। ভাল অফিস অর্থে খুব বড় এবং পুরাতন অফিসই বোঝায় না। সব অফিসই কোন সময়ে নূতন ছিল, একথা মনে রাখিতে হইবে ; তার নির্ব্বাচনের জন্য সেই অফিসই মনোনীত করিতে হইবে যাহার কার্য্য পদ্ধতি ব্যবসায়ের নিয়মানুসারে চালিত হয়। এরূপ অফিসে যদি কমিশনের হার কম হয়, তাহাতেও কোনরূপ ইতস্ততঃ করিতে নাই।

অফিস নির্ব্বাচিত হইলে তাহার কার্য্যপদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হইতে হইবে। জীবন-বীমার নানাবিধ স্কীম, মেয়াদের বিবরণ, আর্থিক সংস্থিতি, সমীর নিয়ম এবং অফিসের অন্যান্য কার্য্য পরিচালনার পদ্ধতি প্রভৃতি সম্যক ভাবে অবগত হইতে হইবে, কারণ তাঁহাকে অন্যান্য অফিসের সহিত প্রতিযোগিতায় কাজ

করিতে হইবে। তাহার পর এমন সমস্ত ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত করা উচিত যাঁহারা বীমা করিতে পারেন ; এই তালিকাতে মধ্যে মধ্যে সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা দরকার; অবশ্য এই তালিকায় শিক্ষিত ধনীব্যক্তি-গণের নাম থাকা উচিত, কারণ ইঁহারাই বিশেষ ভাবে জীবন-বীমার পরিপোষক। প্রতিদিন যেন তালিকায় নূতন বীমা করিবার সম্ভাবনা আছে এরূপ লোকের নাম যুক্ত হয় ; এবং যেদিন না পাওয়া যায় সেদিনটা বৃথা গিয়াছে বলিয়াই ভাবিতে হইবে। এই কাজে সাফল্য লাভ করিতে হইলে সমস্ত শক্তিই ইহাতে লাগাইতে হইবে, এবং হাতের কাজ যাহাতে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। কয়েকজন এজেণ্ট একাধিক বীমা অনুষ্ঠানের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিবার ইচ্ছা পোষন করেন। ইহাতে তাঁহাদের কাজ যে বিঘ্ন জন্মায় তাহাতে অনেক এজেণ্টের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। দুইজন কর্ত্তার কাজ এক সঙ্গে কখনও সন্তোসজনকভাবে করা যায় না। নিষ্ঠা এক আদর্শজনক গুণ। প্রতিনিধিরূপ যে অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট, যদি সর্ব্বপ্রকারে তাহারই উন্নতির জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে লাভবান হইবেন।

তাঁহার শিক্ষা, মার্জ্জিত রুচি এবং জীবনবীমার নানাবিধ জটিলতার বিষয় জ্ঞান ও শিক্ষা বীমা জগতে এজেণ্টের প্রতিষ্ঠা আনিয়া দিবে। যে এজেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সাফল্য আনয়ন করিতে চাহেন, তাঁহাকে অনেক জটিল প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, এবং একাধিক প্রচেষ্টায় বিফল-মনোরথও হইতে হইবে। বর্ত্তমান বিফলতা ভবিষ্যতে অনেক সময় সাফল্যে পরিণত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা যে প্রথম প্রথম সাফল্যের পরিবর্ত্তে বিফলতার সম্মুখীন হইয়াছেন বেশী আমার এ কথার সমর্থন বোধ হয় প্রত্যেক বীমা এজেণ্টই করিবেন। যদি কোন এজেণ্ট একবার বিফল হন, তাহা হইলে নিরাশ না হইয়া বরং আনন্দচিত্তে ঐ বিফলতাকে গ্রহণ করিবেন। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সাফল্য প্রাপ্ত হন,ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত শক্তি বীমাকার্য্যে নিয়োগ করিবেন। তাহার অটল ও অপরিশ্রান্ত শ্রমের শুভফল নিশ্চয়ই তিনি পাইবেন। এ কাজে যেখানে ত্যাগ দেখা যায় এবং চেষ্টা ও চিন্তার ধারা অনন্যসাধারণভাবে নিহিত করা যায় সেখানে যে কোন কাজে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

এজেণ্ট তাঁহার নিজেরই স্বার্থে বীমাকারীর নিকট বীমার প্রস্তাব সোজা ব্যবসায়ের ভাষায় এবং কৌশলে পেশ করিবেন। কোনরূপ সময় নষ্ট করা উচিত নহে। বিষয়টী সোজা ভাষায় প্রকাশ করিবেন এবং কোনরূপ সিদ্ধান্ত বা মতামত বীমাকারীকে জোর করিয়া গিলাইয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। বীমার বিষয়ে সত্যাসত্য যদি সঠিক ভাবে বোধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধান্ত ও ফলাফল আপনিই প্রকাশ পাইবে। অধিকাংশস্থলে তাড়াতাড়ি রাজি করাইবার চেষ্টা না করিয়া বরং ইহার জন্য অপেক্ষা করাই ভাল। একথা মনে রাখা উচিত যে প্রথম সাক্ষাতেই কচিৎ বীমাকারীর নিকট প্রস্তাব সাফল্যে পরিণত হয়। এজেণ্টকে একাধিকবার ক্যানভাস করিতে হইবে, এবং এমনভাবে কৌশলের সহিত করিতে হইবে যে বীমাকারী যেন বীমা করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। কোনরূপ অসম্ভব কথা বলা উচিত নহে। এজেণ্টকে ইহা ভাবিয়া কাজ করা উচিত যে

বীমার প্রস্তাবকারী নিজের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ যথেষ্ট বুঝেন। কোনরূপ প্রবঞ্চনা এবং প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিয়া কাজ করিলে ফল খুব অমঙ্গল-জনক হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাতে বীমাকারীর অপকার হয়, এবং এজেন্টেরও সুনামে ক্ষতি হয়। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, Honesty is the best policy; অর্থাৎ সরল সাধুবৃত্তিই সংসারে সর্ব্বোত্তম নীতি; যে বীমা এজেন্ট এই নীতি অনুসারে কাজ করিবেন, নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার কাজে সাফল্য লাভ করিবেন।

বীমা এজেন্টের কতকগুলি গুণ থাকা দরকার, যেমন, ভদ্র ও নম্র এবং অকপট ব্যবহার, কাজে আগ্রহ ও উৎসাহ, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং সময়ের সদ্ব্যবহার। মধুর স্বভাব, দয়া এবং উদার মেজাজ দ্বারা নূতন নূতন বন্ধু করিতে হইবে। যতদূর সাধ্য তাঁহার কাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করা দরকার, এবং ভবিষ্যতের জন্য কোন কাজ ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। প্রতিদিন এক নির্দ্দিষ্ট সময় ক্যান্‌ভাসিংএ নিযুক্ত থাকা উচিত; এইভাবে কাজ করিলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে অধিক। এজেন্টের কথা বীমাকারীর মনে তখনই আস্থা স্থাপন করিতে পারে যদি তাঁহার বর্ণনায় অনুষ্ঠানের অতীত ও বর্ত্তমানের ক্রিয়াকলাপ এবং ভবিষ্যতের কার্য্য পদ্ধতি মোটেই অতিরঞ্জিত না হইয়া নির্ভুলভাবে প্রকাশ পায়।

"বীমা করিব না" এই কথায় যেন বীমা এজেন্ট দমিয়া না পড়েন। সোজা, সরলতা, অথচ প্রসন্নচিত্তে প্রস্তাবকারীর নিকট বৃদ্ধাবস্থার সংস্থান ও আশ্রিত পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া দিবেন। যে ব্যক্তি বীমা করিয়াছেন, তাঁহার অসময়ে এবং নিজের ভাল মন্দ হইলে পরিবারের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহা ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইবেন। বীমা করিয়া বীমাকারী যেন কিস্তিবন্দি হিসাবে সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারেন এবং আশ্রিত প্রিয়জনদিগের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

ক্যানভাসিংএর একটী প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় এজেন্টের প্রকৃতি ও মেজাজ। বীমার প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার বিষয়ে বহুকল্পিত ও বাজে বক্তৃতা পরিহার করিবেন। কোনরূপ ক্রোধ তর্কের সময় দেখা দিলে কাজে সাফল্য সম্ভাবনা কম থাকে। কি করা উচিত, কি ভাবে বীমাকারীর নিকট প্রস্তাব করা উচিত, এবং কোন্ যুক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সম্ভাবনা,এ-সমস্ত বিষয় অভ্যাস, অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা শিক্ষা করিতে পারা যায়। কতকগুলি লোকের মধ্যে এই গুণ আপনিই আসে, অপরে অভ্যাস ও চর্চ্চার দ্বারা এই গুণ হাসিল করিতে পারেন। উৎসাহ, আগ্রহ এবং সাধুতা কাজে সাফল্য আনিয়া দিবে।

অনুষ্ঠান যদি প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়, তাহাতে ভাল ভাল এজেন্টকে কখনও ক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নহে। তাঁহাকে ভাবা উচিত যে যুক্তিযুক্ত কারণেই প্রস্তাবটী নাকচ করা হইয়াছে। এরূপ ঘটনা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করা উচিত, এবং পরবর্ত্তী প্রস্তাব হাতে লইয়া তাহারই প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এমন লোকেরই বীমা প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত যাঁহার নিজের স্বাস্থ্য ভাল এবং পারিবারিক ইতিহাসও সন্তোষজনক প্রস্তাবকারীর বয়স, তাঁহার পেশা, আর্থিক অবস্থা এবং স্বভাব-চরিত্রের বিষয় যথেষ্ট সন্ধান লইয়া অনুষ্ঠানের অফিসে মনোনয়নের জন্য পাঠান উচিত।

(ক্রমশঃ)

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

বিগত ১৯শে এপ্রিল, বুধবার ওরিয়েণ্টালের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন বোম্বাই নগরীতে হইয়া গিয়াছে। ঐ সভার অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী ও কোম্পানীর ১৯৩২ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সভাপতির অভিভাষণ আমরা একখণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কোম্পানী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রেজেষ্ট্রী হইয়া যথারীতি সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়; আলোচ্য বর্ষে ইহার বয়স ৫৮ বৎসর হইল। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ইহার বর্ত্তমান সভাপতি ও পরিচালক বর্গের মধ্যে সার ফজল্‌ভাই করিমভাই, সার কাওয়াস্‌জী জাহাঙ্গীর ও শ্রীযুত ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার সুযোগ্য ও স্বনামধন্য ব্যক্তিগণের পরিচালনায় কার্য্য পরিচালিত হইতেছে বলিয়াই এই কোম্পানী এতকাল ধরিয়া ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষের কার্য্য বিবরণী হইতে দেখা যায়, এই বৎসর কোম্পানী মোট ৮,৫০,১৪,৫২৩ টাকার ৪৩,৫৫৫টী নূতন প্রস্তাব পাইয়াছেন, তন্মধ্যে ৫,৯৪,০০,৭২৭ টাকার ২৯৯৮২ খানা প্রস্তাব পলিসিতে পরিণত হইয়াছে। এই নূতন কাজের মধ্যে যে শ্রেণীর বীমায় ইঁহারা যত টাকার কাজ পাইয়াছেন তাহার একটী তালিকা এইখানে প্রকাশ করা গেল। ইহা হইতে বোঝা যাইবে, জনসাধারণের মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর বীমার আদর কিরূপ।

শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী নূতন কাজের তালিকা

	পলিসির বিবরণ	বীমার সংখ্যা	বীমার পরিমাণ	বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ
১।	নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত প্রিমিয়াম দিয়া আজীবন বীমা	৪,০৩৮ খানা	১,১০,০০,৫১৮ টাকা	৪,৯৫,৪৫৯।৶০
২।	এনডাউমেণ্ট এসিওরেন্স	২৫,০৮৮ "	৪,৬২,৪৫,৬১৪ "	২৫,৭৮,১৫৫৲
৩।	তিন রকম সুবিধাযুক্ত পলিসি	২৬৯ "	৫,৫৪,০৬৫ "	৩৫,২৩৭৷৵০
৪।	এনডাউমেণ্ট	৯৭ "	২,০১,০০০ "	১১,০৭০৴০
৫।	ডবল্‌ এনডাউমেণ্ট	২০ "	৮৬,৫০০ "	৭,৪৩৬।৴০
৬।	বিবাহের "	১৭১ "	২,৫২,২৫০ "	১৯,০৭৩০
৭।	শিক্ষা সংক্রান্ত এ্যান্যুইটী	৪১ "	৭৪,৬৮৯ "	৪,৬৩৯৷৶০
৮।	যুক্ত লাইফ্‌ এনডাউমেণ্ট	১৩৯ "	৫,১৭,৯৬৯ "	৩৬,৭২৪৷৶০
৯।	পারফেক্ট প্রোটেক্শন্‌ পলিসি	১১৯ "	৬,৬৮,০০২ "	২৭,৭৮৭৷০

আলোচ্য বর্ষে মোট ৩৭৫৫৫৪।৴৹ টাকার ৪ খানি এ্যান্নুইটী বিক্রয় হইয়াছিল যাহার জন্ত বাৎসরিক দেয় টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৭৫৮১৸৹ ; ইহা ছাড়া বীমাকারীদিগের দাবীর টাকার মধ্য হইতে শিক্ষা সংক্রান্ত এ্যান্নুইটীর বাবদ মোট ৯,৬২৯ টাকা দিয়া বাৎসরিক ২১০০ টাকার অস্থায়ী এ্যান্নুইটী খরিদ করা হইয়াছে।

ভারতে ও ভারতের বাহিরে ওরয়েন্টালের কাজের হিসাব

ভারতে পলিসির সংখ্যা	ঐ বীমার পরিমাণ
২৮,১৯৩ খানা	৫,৪৪,১২,৬০০ টাকা
ভারতের বাহিরে	
১,৭৮৯ খানা	৪৭,৭৩,১২৭ টাকা

ওরিয়েন্টালের মোট মজুদ বীমার পরিমাণ :—বোনাস্ সহ মোট পলিসির সংখ্যা ২,০৭,৫৩১ খানা। ঐ পলিসির পরিমাণ—৪৩,৯৪,৯১,৪৯৬ টাকা ; তন্মধ্যে ২৩,১৫,০৬৬ টাকার পুনর্বীমা করা হইয়াছে।

৭৬ খানা মজুদ এ্যান্নুইটীর বাবদ ওরিয়েন্টালকে বৎসরে ৪৭,১৯০৸৴৮ টাকা দিতে হয়। ৬০০৲ টাকার একখানি এ্যান্নুইটীর মেয়াদ এইবার শেষ হইয়া গিয়াছে।

দাবীর পরিমাণ

আলোচ্য বর্ষে বোনাস্ সহ দাবীর পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৮৫,০৪,৮২৬৸৶৭ টাকা তন্মধ্যে মৃত্যু বাবদ দাবীর পরিমাণ ছিল

৪১,২৪,৫৪ ৸/২ টাকা

এবং মেয়াদী বীমার বাবদ দাবীর পরিমাণ ছিল

৪৫,৯৩,১১৪৸/৩

মোট দাবীর পরিমাণ একুনে হয় ৮৭,১৭,৬৭৫॥৴৫
ইহার মধ্য হইতে পুনর্বীমা করার
জন্ত বাদ পাওয়া যাইবে ২৭,৪২৫৲ টাকা

মোট—৮৬,৯০,২৩ ॥৴৫

ইহার মধ্য হইতে ইতিমধ্যে যে
দাবীর টাকা স্বীকার করা
হইয়াছে এবং নিবার জন্ত নোটিশ
দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ— ১,৮৫,৪০৩॥৴১০

মোট দাবীর পরিমাণ — ৮৫,০৪,৮২৬৸৶৭

আয় ব্যয়ের পরিমাণ ঃ—

আলোচ্য বর্ষে মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২,৬৮,৫২,৫২৭৸৶১১ টাকা, তন্মধ্যে প্রিমিয়ম বাবদ পাওয়া গিয়াছিল ২,০০,১২,৪৯৩।৴৹।

গত বৎসর হইতে এবার প্রিমিয়মের আয় বাড়িয়াছে ৩,৩৫,৮৩১৲ টাকা। আলোচ্য বর্ষে খরচের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১,৫০,০৩,২৪১ ৶৭ টাকা। মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ- ১,১৬,৪৯, ২৮৬৸৪ টাকা। বৎসরের শেষে মোট ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২,৪৮,১৮,৬৬৮৸৭ টাকা।

লগ্নীর বিবরণ ঃ—

আলোচ্য বর্ষে ওরিয়েন্টালের লগ্নীর হিসাবে দেখা যায় যে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য নানারূপ লগ্নীতে ওরিয়েন্টালের ১৫,১৯,০২,১৭৯৴৮ টাকা খাটিতেছে। বাড়ী ও ভূসম্পত্তিতে ৪৪,১৬,৩৯৮ ৸১৹ খাটিতেছে।

কোম্পানীর পলিসি বন্ধকের উপর খাটিতেছে ১,৪৯,৩৮,১৬৭।৶। বিগত কয়েক বৎসর হইতে সুরু করিয়া ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি সমূহের বাজার দর অসম্ভব রূপে পড়িয়া যাওয়ায় ওরিয়েন্টালের বাৎসরিক রিপোর্ট সমূহে এই সকল সিকিউরিটির বরাবর অনেক ঘাট্‌তি দেখান হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য বৎসরে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি সমূহের বাজার দর অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল

ঘাটতি নিঃশেষে মিটাইয়া ২০৮ লক্ষ টাকা বাড়তি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইনভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভ ফাণ্ডের ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি সমূহের ঘাটতি বাড়তির ব্যাপার অবশ্য কাগজের দরের ওঠা-নামার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নহে। ঐ সকল কাগজের সুদ অপরিবর্ত্তনীয়ই থাকে। এ বিষয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি সুতরাং আর পুনরুক্তি করিব না।

খরচের হার ঃ—

প্রিমিয়াম আয়ের তুলনায় ওরিয়েণ্টালের খরচের হার আলোচ্য বর্ষে দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২১৲ টাকা। ৩১ সালে এই খরচের হার ছিল ২২৪৲ টাকা এবং ৩০ সালে ছিল ২২ ৪ টাকা। এবার ওরিয়েণ্টালের খরচের হার যেরূপ কমিয়াছে গত ৮ বৎসরের মধ্যে এত কম খরচ কখনও দেখা যায় নাই।

সুদের আয় ঃ—

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী গড়পড়তায় ৫'৩ পারসেণ্ট সুদ অর্জ্জন করিয়াছেন। গত বৎসর সুদের আয় হইয়াছিল ৫'৬ পারসেণ্ট। সুদের আয়ের হার এইরূপ কমিয়া যাইবার দুইটি কারণ দেখা যায়। প্রথম, কোম্পানীর লগ্নী সমূহের অধিকাংশই গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে আবদ্ধ আছে। ১৯৩২ সালে ঐ সকল সিকিউরিটির আয়ের হার কমিয়া যায় এবং দ্বিতীয়, ইনকমট্যাক্স ও স'র চার্জ্জের হারও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া যায়। এই দুই ঘটনার ফলে কোম্পানীর সুদের আয় আলোচ্য বর্ষে কম দেখা যাইতেছে।

ডিভিডেণ্ড :—

ডিরেক্টারেরা ১৯৩২ সালের জন্য অংশীদিগকে সেয়ার প্রতি ৭৫৲ টাকা হিসাবে ইন্‌কম্ ট্যাক্স ফ্রি ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিয়াছেন; তাহা ছাড়া সকল কর্ম্মচারীকেই—অবশ্য যাঁহারা অন্ততঃ এক বৎসর কাজ করিতেছেন—এক মাসের মাহিয়ানা বোনাস্ স্বরূপ দিয়াছেন।

ওরিয়েণ্টালের চারিদিকে এইরূপ সাফল্য দেখিয়া এমন কোনও ভারতবাসী নাই যিনি মনে মনে আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্ব অনুভব করিবেন না। আমরা বারান্তরে এই কোম্পানীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা করিব।
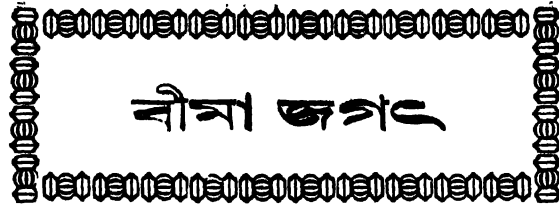
বীমা জগৎ

Insurance Education Society and the College of Insurance.

গত মে মাসে সুপ্রসিদ্ধ সলিসিটর মিঃ জে, এন, বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় উপরোক্ত নামে একটী ইন্সিওরেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। নিউ ইণ্ডিয়ার লাইফ ম্যানেজার ডাঃ এস, সি, রায় এই কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্থির হইয়াছে যে এই এডুকেশন সোসাইটীর সভ্য সংখ্যা অন্যূন ৫০ জন হইলেই ইহাকে ১৮৬০ সালের XXI Act অনুযায়ী রেজিষ্টারী করা হইবে। এই কলেজ হইতে যাহারা পাশ করিবে তাহাদিগকে "Fellow" এবং "Member" এই দুইরকম উপাধি দেওয়া হইবে। উপাধি হইবে F. I. E. S. এবং M. I. E. S.

কর্তৃপক্ষগণ আশা করেন যে আগামী জুলাই মাস হইতেই এই বিদ্যালয় খোলা হইবে। বারান্তরে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বিশেষ ভাবে বলার ইচ্ছা আছে।

*

আমাদিগের বীমা সহযোগী ইন্সিওরেন্স হেরাল্ডের আফিস ১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া ৩০৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আগামী ১লা জুলাই হইতে এই ঠিকানায় সকলকে চিঠিপত্রাদি লিখিতে কর্তৃপক্ষীয়গণ অনুরোধ জানাইয়াছেন। ৩০৯ নং ট্রামরাস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত বলিয়া একপক্ষে সকলের সুবিধা হইবে। আশুবাবু বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন।

*

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স জার্ণালের আফিস ৩০৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে ৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে উঠিয়া গিয়াছে। বৈদ্যনাথ বাবু বহুকাল যাবত বহুবাজারে ছিলেন। এবার ক্লাইভ ষ্ট্রীটের হাওয়ায় তাঁহার আরও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়।

*

গত ফেব্রুয়ারী মাসে Indian Life Offices Association এর বার্ষিক সভার অধিবেশন হিন্দুস্থান বিল্ডিংএ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোম্পানী সমূহের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন :—

ভারত—লালা হরকিষেণ লাল
ন্যাশনাল—মিঃ জে, পি, দুতিয়া
জুপিটার জেনারেল—মিঃ কে. এস্, রামচন্দ্র আয়ার
জেনিথ—মিঃ বায়রামজী হোর্মসজী
নিউ ইণ্ডিয়া—মিঃ এস্ বি, কার্ডমাষ্টার
ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান—মিঃ আই, আল্‌স্টন্
বম্বে মিউচুয়াল—মিঃ জে, এম্, কর্‌ভিরিও
লক্ষ্মী—মিঃ টি, সি, কাপুর

ওরিয়েণ্টাল—মিঃ এস্, এস্, নাজীর

হিন্দু মিউচুয়াল—মিঃ পি, বি, রায়

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া—মিঃ পি, এন, চক্রবর্ত্তী

বম্বে লাইফ—মিঃ আই, বি, সেন

হিমালয়—মিঃ এন, রাজবালী

মেট্রোপলিট্যান—মিঃ বি, বি, মজুমদার

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স—মিঃ জে, সি, দাস

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট—মিঃ বি, মুখার্জ্জী

গ্রেট ইণ্ডিয়া—মিঃ গিরিজা সান্যাল

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রুডেন্সিয়াল—মিঃ কে, সি, দেশাই

১৯৩৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী এবং কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

সভাপতি—ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রুডেন্সিয়ালের মিঃ কে, সি, দেশাই বি, এ, এল, এল, বি,

সহঃ সভাপতি—ন্যাশনালের মিঃ জে, পি, চুতিয়া

সম্পাদক—নিউ ইণ্ডিয়ার মিঃ এস্, বি, কার্ডমাষ্টার

এই সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—হিন্দুস্থানের শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, ওরিয়েণ্টালের মিঃ জোন্স, জুপিটারের মিঃ রামচন্দ্র আয়ার, 'লক্ষ্মী'র পণ্ডিত শান্তানম্, বম্বে মিউচুয়ালের মিঃ কর্ডিরিও।

এই বৎসর Indian Globe Insurance Co. Ltd. এবং Bombay Co-operative Insurance Society Ltd. এই দুইটি কোম্পানীকে Indian Life Associationএর

অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। মিঃ কাপুর আগামী বৎসরের অধিবেশন লাহোরে করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

লালা হরকিষেণ লাল এবং মিঃ কাপুর প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের কল্যাণের জন্য সকলের সমবেত চেষ্টায় এবং আর্থিক সাহায্যে একটী ফাণ্ড স্থাপন করতঃ সেই ফাণ্ডের সাহায্যে জয়েণ্ট প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং বুলেটীন ছাপান হউক এবং বীমা সংক্রান্ত যে সকল পুস্তিকার দ্বারা সকল বীমা কাম্পানীরই উপকার হইতে পারে (যেমন সরকারী সদস্যদিগের বীমা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, ইন্সিওরেন্স বিলের মর্ম্ম, বীমা সম্পর্কীয় মামলা মোকর্দ্দমাদি) তাহা সমবেত ভাবে প্রচার করা হউক। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

Life Offices Association এর উপধারা সমুহ (Byelaws) অদল-বদলের জন্য এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। মিঃ কাপুরের প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নের মন্তব্য সভায় গৃহীত হয় :—

যে সকল ডাক্তারের ডাক্তারী রিপোর্ট অসন্তোষজনক বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাদিগের নাম এবং এইরূপ ডাক্তারদিগের সম্বন্ধে এসো-সিয়েশনের যে নিয়মাদি আছে তাহা একত্রে মুদ্রিত করতঃ Association এর মেম্বরদিগের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা গৃহীত হউক।

এই বার্ষিক সভা উপলক্ষে স্যার হরিশঙ্কর পালের দমদমাস্থিত বাগানে হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এক বিরাট উদ্যান-সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। নলিনীবাবু একাদিক্রমে দুই বৎসর যাবৎ Life Offices Associations এর সভাপতির কাজ অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। এই সভায় তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন —তাহা সুলিখিত এবং সুচিন্তিত। তাহাতে অনেক কাজের কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বীমা মহলে এই অভিভাষণটার যেরূপ প্রচার হওয়া উচিত ছিল, তাহা আদৌ হয় নাই। ইংরাজী কাগজওয়ালারা তাঁহার অভিভাষণটী নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন কারণ আমরা তাহার একটা কাটা-ছাটা অর্থহীন অথবা দুর্ব্বোধ্য সংস্করণ পড়িয়াছিলাম। আমরা ভার্ণাকুলার লোক এবং ভার্ণাকুলার কাগজের সম্পাদক, সুতরাং নিশ্চয়ই রাজভাষাভাষী ইংরাজী কাগজের সম্পাদকদিগের সহিত অপাংক্তেয় ; এইজন্য বোধ হয় আমাদিগকে নলিনীবাবুর অভিভাষণটী পাঠানো হয় নাই। গত সেন্সাস্ বিবরণ হইতে দেখা যায় যে বাংলা দেশে কিঞ্চিদধিক শতকরা মাত্র ৫ পারসেণ্ট লোক ইংরাজী ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে। এই ৫ পারসেণ্টের মধ্যে A B C D পড়া বালক হইতে রামচাঁদ প্রেমচাঁদ পাশ মহা পণ্ডিতগণ সকলেই অন্তর্ভুক্ত। বাকী শতকরা প্রায় ৯৫ জন লোক ইংরাজী বর্ণমালাও লিখিতে কিম্বা পড়িতে জানে না। সুতরাং এই সকল বক্তৃতা, রচনা এবং অভিভাষণ যখন ইংরাজী কাগজে পাঠানো হয়, তখন শতকরা পাঁচজন লোকের কাছেই বিষয়গুলি পরিবেশিত হয় এবং প্রেরকেরা জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতে এই পাঁচজনের কথাই ভাবেন। বাকী ৯৫ জনের কাছে তাহাদের মাতৃভাষায় এই অভিভাষণগুলি পরিবেশিত হইলে তাহা যে কত কার্য্যকরী হয় এবং কত অধিক লোক এই সকল বিষয় লইয়া আলাপ আলোচনা জল্পনা কল্পনা করতঃ দেশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবার সুযোগ পায় তাহা কি এই সকল রাজভাষাভাষিগণ এক

বার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতি এবং কল্যাণের জন্যই আমরা আজ বার বৎসর যাবত চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। সুতরাং আর্থিক উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি আমরা আগ্রহের সহিত আমাদের কাগজে প্রকাশ করিয়া থাকি।

এসকল জানিয়া শুনিয়াও যদি আমরা প্রবন্ধাদি না পাই তবে আমরা নাচার। এই ব্যাপারের আর একটী Tragedy এই যে ইংরাজী কাগজওয়ালারা এই সকল অভিভাষণের কাট ছাট করিয়া একটা চুম্বক সংক্ষিপ্ত সার বাহির করেন। তাহাতে বিষয়টীর অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় "ধোবিকা কুত্তার" ন্যায় "না ঘরকা না ঘাটকা"। অর্থাৎ যাঁহার অভিভাষণটা বাহির করা হইল তাঁহার প্রতিও ন্যায় বিচার করা হয় না এবং যাহাদিগের মধ্যে প্রচার করার জন্য অভিভাষণটি পাঠান হইল তাহারা এই কাট ছাট সংক্ষিপ্ত সার পড়িয়া কিছু বুঝিতেই পারে না, উপকার লাভ করা ত' দূরের কথা। যাক্ আমাদের কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমরা আমাদের পেটের বোঝা খালাস করিলাম।

—•—

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ } আষাঢ় ১৩৪০ { ৩য় সংখ্যা

সিগারেট প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুগন্ধ করা

যে সমস্ত সস্তা সিগারেট বাজারে বিক্রয় হয় সাধারণতঃ তাহাকে সুমিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অধিকতর সুবাস দেওয়া হয়। যে রম ও জল, তিক্ত মদ্য, ভিনেগার প্রভৃতি ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বাজারে যে সমস্ত সুবাস "box-scent" নামে বিক্রীত হয়, তাহার উপাদান গুপ্ত রাখা হয়। সে গুলি সমস্ত trade secret। তবে লিকোরীস, রম, নেবু, ভ্যানিলা বীন, সীডার ও নানাবিধ সুগন্ধ যুক্ত মসলার তৈল তাহাতে থাকে। নিম্নে কতকগুলি ফরমূলা দেওয়া হইল।

— ১ —

জামেকা রম	৫ ফ্লুইড আউন্স
টিঞ্চার টঙ্কা	১৷৷০ „ „
টিঞ্চার ভ্যালেরিয়ান	৷৷০ „ „
কুমারীন	৩০ গ্রেণ

১৩ আউন্স triple extract of violet নামক সুবাসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ পাইন্ট করিতে হইবে।

— ২ —

স্পিরিট	১ পাইন্ট
ক্যাসক্যারিনার ছাল	১ আউন্স
টঙ্কা-বীন	১ „

ভ্যালেরিয়ান রুট	।৹	অউন্স
ওরিস পাউডার	।৹	„

এক সপ্তাহ ধরিয়া ভিজাইতে দিয়া পরে ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

— ৩ —

টিঙ্কার বেনজোইন	৭।৹	ড্রাম
নটমেগ তৈল	২।৹	„
এলাচের তৈল	২।৹	„
ক্যাসিয়া „	২।৹	„
কুমারীন	১।৹	„
ভ্যালেরিয়ান তৈল	১।৹	„
ক্যাসকারিনা তৈল	১।৹	„
সিনথেটিক গোলাপ তৈল	৸৹	„
ভ্যাসিলিন	।৹	„

উপরোক্ত উপাদানগুলি প্রচুর এলকোহলে দ্রব করা হয়। অনেকের ধারণা এই ফরমুলাটি "গোল্ড ফ্লেক" নামক সিগারেটে ব্যবহার হয়।

এই রাসায়নিক মিশ্রিত তরল পদার্থ তামাকের উপর ছড়ান হয়। আন্দাজ ৫ পাউণ্ড তামাকে ১ আউন্স ঔষধ ব্যবহার করা হয়। সুগন্ধ যুক্ত হইবার পর তামাক সিগারেট প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আমরা উপরে সিগারেট প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইত্যাদির এক মোটামুটী বিবরণ দিলাম। সিগারেট কাহাকে বলে, একথা আজকাল দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানেন। সিগারেট প্রস্তুত করিবার কলটী খুব জটীল হইলেও খুব সহজে কার্য্যকরী করা যায়। ইহার ভিতর যথাস্থানে তামাক ও কাগজ প্রবেশ করাইয়া দিলে দিনে এক হইতে দুই লাখ সিগারেট বাহির হইয়া আসে। তাহারপর packing roomএ বাছাই করিয়া উৎকৃষ্টতর সিগারেটগুলিকে রাঙ্গতায় মুড়িয়া উপযুক্ত প্যাকেট কিংবা টিনের কৌটায় রাখা হয়। তাহার পর সেই প্যাকেট ও কৌটাগুলি পুনরায় কাঠের বাক্সে একটী গরম কামরায় রাখা হয় যাহাতে স্যাঁতস্যাঁতে লাগিয়া সিগারেটগুলি নষ্ট না হইয়া যায়।

একটী ফ্যাক্টরি করিবার খরচ

নিম্নে যে ফ্যাক্টরীর হিসাব নিকাশ দেওয়া হইল তাহাতে মামুলী ধরণের ৫০ লাখ সিগারেট তৈয়ার হইতে পারে। প্রত্যেক প্যাকেটে ১০টী করিয়া সিগারেট থাকিবে; এবং ৴৹ আনা প্যাকেট বাজারে বিক্রীত হইবে।

তামাক ৫০০ পাউণ্ড; ।৶৹ আনা

পাউণ্ড হিসাবে ৫,৬০০৲

রাসায়নিক সুগন্ধি; ১৲ টাকা

পাউণ্ড হিসাবে ৯০০৲

সিগারেট পেপার; ২৫০টী ববিন,

২৲ টাকা ববিন হিসাবে— ৫০০৲

২ রঙ্গের প্যাকেট ৪৸৶৹ হিসাবে, ২,৩০০৲

রাঙ্গতা (২ লাখ চাদর) ১০০০ প্রতি

২৲ টাকা হিসাবে— ১,০০০৲

১০,০০০ কার্ড বোর্ড বাক্স, ৬০৲ টাকায়

১০,০০০ হিসাবে— ৬০০৲

বাটার পেপার ৪০ রীম— ১৫০৲

বাক্সের র‍্যাপার (১০,০০০)

৩০৲ টাকায় ১০০০ হিসাবে) ৩০০৲

কাঠের বাক্স— ৩০০৲

মোট— ১১,৬৫০৲

গড়ে—১২,০০০৲

উপরে লিখিত হিসাব অনুসারে প্রতি ১০০০ সিগারেটের খরচ পড়ে ২৷৶৩ পাই।

হিসাব একটু টানিয়া করিলে ২৷০ পর্য্যন্তও নামিতে পারে। আর একটু খুলিয়া হিসাবটী প্রকাশ করিলে অধিকতর সরল হইবে। ৩ পাউণ্ড তামাকে ১০০০ সিগারেট হয়; এক ববিন কাগজ ২০,০০০ সিগারেটে ব্যবহৃত হয়। ১টী র‍্যাপারে ৫০০ সিগারেট মোড়া যায়, এবং ১টী কাঠের বাক্সে ২,৫০০ সিগারেট ধরিতে পারে।

নিম্নে ২০ লাখ সিগারেট প্রস্তুতের খরচ দেওয়া হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত সিগারেট হইতে উৎকৃষ্টতর এবং প্রতি প্যাকেট (১০টী সিগারেট) ৵৹ আনা করিয়া বিক্রয় হইতে পারে।

৬০০০ পাউণ্ড তামাক,	
॥৵৹ আনা পাউণ্ড হিসাবে—	৩,৭৫০৲
রাসায়নিক সুগন্ধ,	
১৶৹ আনা পাউণ্ড হিসাবে—	৫০৲
সিগারেট পেপার	
১০০ ববিন, ৫৲ হিসাবে—	৫০০৲
প্যাকেট ও স্লাইড, ১॥০ লাখ—	৬৫০৲
গোল টিনের কৌটা ১,০০০ টী—	৭০৲
১,০০০ কাগজের চামচ ও কার্ড—	১০৲
গোল টিনের র‍্যাপার—	১০৲
চতুষ্কোণ টিনের কৌটা ৩,০০০ —	৬০০৲
ঐ র‍্যাপার ৩,০০০ —	১২০৲
বাটার পেপার—	৮০৲
কাঠের বাক্স	২০০৲
মোট—	৬,২৮০৲
গড়ে—	৬,৫০০৲

হিসাব অনুসারে প্রতি ১০০০ সিগারেটে খরচ পরে ৩।০। দুই আনা প্যাকেট সিগারেটের বাজার প্রচলন খুব বেশী বলিয়া প্রতিযোগিতাও খুব বেশী। সেই জন্য অনেক সময়ে ঐ দামের বিশেষ ব্রাণ্ডের সিগারেট কিছুদিন পরে বাজার

হইতে উঠিয়া যায়, কারণ প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না।

সুতরাং

৫০ লাখ সিগারেটের উপযুক্ত তামাকের মূল্য ১২০০০৲

২০ লাখ সিগারেটের „ তামাকের মূল্য ৬,৫০০৲

সিগারেট মেসীন	৬০০০৲
তৈলের ইঞ্জিন	১৫০০৲
২টী কাটার	১০০০৲
রাউণ্ড টিন মেসিন	২৫০৲
ভাজিবার মেসীন	১০০৲
ঠাণ্ডা করিবার মেসিন	১১০৲
ওয়ার্কসপের খরচ	২৫০৲
পুলী ও বেণ্ট	৩০০৲
মজুরী	১০০৲
	৯,৬১০৲

ছয় মাসের জন্য ব্লেণ্ডারের মাহিনা	১২০০৲
৬ মাসের জন্য অপারেটারের মাহিনা	৬০০৲
২ জন প্যাকার, প্রত্যেকের ৪০৲ হিঃ বেতন	৪৮০৲
৪ জন ডারা ১০৲ হিঃ	২৪০৲
৪ জন কুলী ছোকরা, দৈনিক ।৶০ হিসাবে	১৫০৲
অফিস ম্যানেজার ; ৬ মাসের জন্য	২৫০৲
হিসাব রক্ষক ও টাইপিষ্ট	২৫০৲
২ জন কেরাণী, ২০৲ টাকা হিঃ	২৫০৲
৪ জন ক্যানভাসার ; ৪০৲ হিঃ ১ টাকা ভাড়া	১,৬০০৲
মোট	৫,০২০৲

৬ মাসের জন্য অফিস ও ফ্যাক্টরীর ভাড়া	৩১০৲
সাধারণ খরচ, মাসে ১৫০৲ টাকা হিঃ	১০০০৲
হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি	১০০০৲
ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি	১০০০৲
রেল ভ্রমণ ইত্যাদির খরচ	৬০০৲
	৩,৯৫০
মোট	৩৭২০০৲

রেলভাড়া, ৫ পারসেণ্ট হিঃ কমিশন ১০ পারসেণ্ট হিঃ চুঙ্গি, কুলিভাড়া, গাড়িভাড়া ইত্যাদি ১০ পারসেণ্ট হিঃ মোট ৫১,০০০৲ টাকার উপর ২০ পারসেণ্ট	১০,২০০৲
মোট	৪৭,৪০০৲

লাভ লোকসানের খতিয়ান

খরচ—

দ্রব্য সামগ্রী	১৮,৫০০৲	
মেসীন ইত্যাদির উপর ১০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ১০ টাকা depreciation এর হিসাব	১,০০০৲	
সাধারণ খরচ	১০,০০০৲	
	২৯৫০০৲	
অথবা		৩০,০০০৲

আয়—

এক আনা প্যাকেট বাক্স ৫০,০০,০০০ প্রতি হাজার সিগারেটের দাম ৫৷০ হিঃ	২৭,৫০০

দুই আনা প্যাকেট বাক্স,	
২০,০০,০০০ প্রতি হাজার	
১২৲ টাকা হিসাবে	২৪,০০০
	৫১,৫০০৲
ইহা হইতে ২০ পারসেণ্ট	
খরচ বাদ দিলে	১০,২০০৲
মোট আয় থাকে	৪১,৩০০৲
সুতরাং মোট লাভের পরিমাণ রহিল	১০,০০০

উপরোক্ত হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ৫০,০০০৲ টাকা লগ্নী করিয়া যদি সিগারেটের কারবার খোলা যায় তাহা হইলে ৬ মাসে ১০,০০০৲ টাকা অর্থাৎ শতকরা ২০ টাকা লাভ এ ব্যবসার পক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করা যায়, এবং বিক্রয়ের পরিমাণ যদি ক্রমে ক্রমে বাড়ান যায়, তাহা হইলে লাভের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

বলা বাহুল্য, আমরা ৫০,০০০ টাকার উপর কারবারের হিসাব নিকাশ দিলেও ১৫ বা ২০ হাজার টাকায়ও অপেক্ষাকৃত ছোট কারবার খোলা যাইতে পার।

চামড়া ট্যান্‌ করিবার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

Appendix I.

ক্রোম ট্যানিংএর জন্য প্রয়োজনীয় মাল মসলা এবং তাহাদের আনুমানিক মূল্য।

নাম			আনুমানিক মূল্য
জল দেওয়া চুণ (সিলেটী)	প্রতি	১০০ মণ	১২০৲
Sodium Sulphide	,,	পাউণ্ড	।০
Arsenic Sulphide	,,	হন্দর	১০০৲
গমের ভূষি	,,	মণ	২৸৵০
Artificial bates :—			
Pancreol	,,	পাউণ্ড	১৶০
Oropon	,,	,,	১৸৶০
Enzo	,,	,,	৸০
Peroly	,,	,,	১।/১
লবণ	প্রতি	মণ	২॥/০
Acid Sulphuric	,,	পাউণ্ড	৶০
,, Hydrochloric	,,	,,	৶০
,, Lactic	,,	,,	।০
,, Acetic	,,	,,	১॥০
Potassium bichromate	,,	,,	॥/০
Hyposulphite of soda	,,	হন্দর	১৭॥০
Borax	,,	পাউণ্ড	।৵০
Soda	,,	মণ	৮৲
Chrome Alum	,,	হন্দর	৪২৲
Liquor Ammonia	,,	পাউণ্ড	॥৵০
Cutch	প্রতি	পাউণ্ড	১৵০
Tustic Extract	,,	,,	১।/০
Brown aniline dyes	,,	,,	৮॥০
Black	,,	,,	৬৲
Titox	,,	,,	৸০
Chromodol (ready made flat liquor)	,,	,,	৸০
Sulphonated castor oil	,,	,,	৸৵০
Phenolpthalein	,,	আউন্স	২॥০
Gelatine	,,	পাউণ্ড	৫৲
Casein	,,	,,	২॥০
Irish moss	,,	,,	৸০
টাটকা ডিম	বাজার দর অনুযায়ী		
,, দুধ	,,	,,	
,, ষাঁড়ের রক্ত	,,	,,	
Preserved egg yolk	প্রতি	পাউণ্ড	১।৵০
Dried blood albumin	,,	,,	৮॥০
,, egg ,,	,,	,,	৯৲

বার্ক ট্যানিংএর জন্য প্রয়োজনীয় মাল মসলা এবং আনুমানিক মূল্য।

বাবলার ছাল (আম্বালা কোয়ালিটী)	প্রতি	মণ	৩।০
,, (স্থানীয়)	,,	,,	১৸০

গোরাণের ছাল	,,	,,	৯৲
সোনালীর ,,	,,	,,	৩।০
হরিতকী (পেষা)	,,	,,	৩৵০
,, (সস্থ)	,,	,,	২।।
খাওয়ার পাতা (পেষা)	,,	,,	৷৷০
Chestnut extract	,,	টন	৬০০৲
হরিতকীর নির্য্যাস	,,	,,	৪০০৲
মহুয়ার ছাল (অর্জ্জুন বৃক্ষের)	,,	মণ	১।৶
মোম	,,	,,	২৭৲
মাছের তেল	,,	,,	১৭৲
Brown aniline dyes	,,	পাউণ্ড	৮৷০
Black ,, ,,	,,	,,	৬৲
Irish moss	,,	,,	৸০

যে সমস্ত দোকান ও কারবার ট্যানিংএর মাল মসলা বিক্রয় ও সরবরাহ করে তাহাদিগের নাম ও ঠিকানা :—

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিকাল ওয়ার্কস, লিমিটেড
৩১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ
৩৫।১, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা।

এইচ, সি, মেহতা এণ্ড ব্রাদার্স
২৫ গোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডি, ওয়াল্ডি এণ্ড কোং
কোন্নগর, ই, আই, আর।

বেঙ্গল এসিড ম্যানুফ্যাকচারীং কোং
১২ ক্লাইব রো, কলিকাতা।

এইচ, বি, কবুর এণ্ড কোং
১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্মিথ স্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং
ড্যালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাথগেট এণ্ড কোং
১৯ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং
১ ও ৩ বনফীল্ড্স্ লেন, কলিকাতা।

সায়েন্টিফিক সাপ্লাইজ এণ্ড কোং
২৯-৩০ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

লিলি এণ্ড কোং
৩৪।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এশিয়াটিক কেমিক্যাল কোম্পানী
১০২ বাগমারী রোড, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

এলারমেনস আরাকান রাইস এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী
২৬ ড্যালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা

কলিকাতার বিশিষ্ট এনিলিন রং বিক্রেতাগণের নাম :—

এইচ, সি, মেহতা ব্রাদার্স এণ্ড কোং
২৫ পলক ষ্ট্রীট।

এন, জি, পারেখ এণ্ড কোং
২১৯ ওল্ড চাইনাবাজার ষ্ট্রীট।

এইচ, বি, কবুর এণ্ড কোং
১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

ডাডাজী ঢাকজী এণ্ড কোং
৩৪ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ট্যানিং এর জন্য উদ্ভিজ্জ মাল মসলা বিক্রেতাগণের নাম ও ঠিকানা :—

সোধি শামশের সিং
বড়ীসক্ত, বড়বাজার, কলিকাতা।

জব্বরজঙ্গ সিং
৪নং পুল, তিলজলা, কলিকাতা।
চেরাগদীন মাহমুদ্দীন
৪নং পুল, তিলজলা, কলিকাতা।

কলিকাতাস্থ বিশিষ্ট চামড়া ব্যবসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা :—

করম এলাহী ও মহম্মদ হায়াত
১নং ফুলবাগান রোড
বেঙ্গল ন্যাশনাল ট্যানারী
৭০ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
এস, এম, আবদুল করীম
৪৫ ফুলবাগান রোড।
এস, ফাইজুদ্দীন এণ্ড কোং
২১ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
ডি, কাসীম
৮৪ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।
চেরাগদীন মাহমুদ্দীন
তপসিয়া রোড, বালীগঞ্জ।
এ, বি, সিদ্দিক
১০ লোয়ার চীৎপুর রোড।
তাক্রু এণ্ড মুখার্জ্জি
৩০ বেনিয়াপুকুর রোড।

Appendix II.

চামড়া রং করিবার উপযুক্ত এনিলিন রং।

এনিলিন ডাই অধিকাংশ স্থলে জার্ম্মানীতে প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি বিলাতেও ইহার প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীগণ এনিলিন রং প্রস্তুত করেন। কোম্পানীর নামের পাশে ব্র্যাকেটের ভিতর সাটে নাম বসান হইল এবং রংগুলির পাশে ঐরূপ সাটে নাম পাইলে বুঝিতে হইবে উক্ত ব্যবসায়ীগণের নিকট ঐ সমস্ত রং পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, যে সমস্ত রংএর নাম দেওয়া হইল, সাধারণতঃ তাহা ব্যবহার করা হয়, এবং সন্তোষজনকও দৃষ্ট হয়।

1. Leopold Cassella & Co. (Cas) Germany
2. Meister Lucius und Bruming, Germany (N. L. B.)
3. Badische Aniline (B. A. S. F.) und Soda Fabrik, Germany
4. Friedr Bayer & Co. (By.) Germany
5. Weiler Ter meer, (W. T. M. Germany
6. Berliner Actien (Ber) Gessel-Schafb, Berlin
7. Society of Chemical (S. C. I. Industry, Basel, Switzerland
8. Geigy & Co. Switzerland. (G)
9. British Dyes, Ld. (B. D. L.) Huddersfield, England.
10. Levinstein, Ltd., (Lev.) Manchester, England.

চামড়া রং করিবার রংকে সাধারণতঃ দুই-ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে; ১ম, এসিড রং ও ২য়, বেসিক রং।

নিম্নলিখিত রংগুলি চামড়াকে বার্কট্যানিং করিবার উপযোগী বিবেচিত হয়।

এসিড রং

লাল :—

Fast red A (B. A. S. F.) (Ber.) (By.)
Red for leather 8770 (M. L. B.)
Ox blood colour R (Ber.)

পীত :—

Orange II (B. A. S. F.) (By.) (cas.)

হরিদ্রা :—

Azoflavine R (B. A. S. F.) (cas.)
" Rs (B. A. S. F.) (cas.)
" H (M. L. B.)
Indian Yellow G (By.)
" " R (By.) (cas.)
Quinioline " (B. A. S. F. (Ber.) (By).
New yellow H (M. L. B.)

ব্রাউন :—

Acid Anthracene Brown R (By.)
Acid Brown for leather (cas.) M.L.B
" " D (cas.)
" " R (M. L. B.)
Dark Nut Brown D (cas.) (M . L. B.)
Azoleather Brown 8322 (M. L. B.)

সবুজ :—

Acid green conc. (M. L. B.)
" " ext. conc. (cas.)
Fast acid green. B. N. (cas.)

নীল :—

Fast Acid blue (B. A. S. F.)
Fast blue O (M. L. B.)
Solid blue R (cas.)
Soluble blue pp. (B. A. S. F.)

ভায়লেট :—

Methyl violet B B & 6 B (M. L. B.) (B. A. S. F.)
Acid violet (cas.)

ব্ল্যাক এণ্ড গ্রে :—

Naphthylamine black 4 B (By.) (cas.)
Naphthol black 2 B (By.)
Nigrosine soluble in water (Ber.)

C.T. P.—২

বেসিক রং

লাল :—

Safranine D (Lev.)
Safranine conc (M. L. & B.)
" S No. 150 (cas.)
" T. Extra (B. A. S. F.)
" Scarlet G. & B. (B.A.S.F.)
Russia Red B (B. A, S. F.)
" " R. B 4 & D (M. L. B.)
" " G (cas)
Magenta Crystals (M. L. B.)

পীত :—

Chrysoidine C Ext. (M. L. B.)
" A (B. A. S. F.)

হরিদ্রা :—

Diamond Phosphine G G & R (cas.)
Euchrysine G G. G N. (B. A. S. F.)
Flavophosphine G. O. (M. L. B.)
Auramine O & II (B. A S. F.)

ব্রাউন :—

Coriphosphine O (By.)
Diamond phosphine D (cas.)
Leather brown G, 4 G, 5 G & 6 G (M. L. B.)
Rheonine A, A L & G (B. A. S. F.)
Bismark brown (Any maker)
Havana brown (Ber.)
" " A & G (M. L. B.)
Vesuvine (Cas.)
" B (B. A. S. F.)

সবুজ :—

Malachite green cryst (M. L. B.)
China green cryst A (BY.)

নীল :—

Methylene blue (of any maker)

ভায়লেট—.

Methyl vislet (of any maker)

কালঃ...

Black for leather T. TM &
T. M. B. (M. L. B.)

Corvoline B, 3B & B. T.
(B. A. S. F.)

চামড়া ক্রোমট্যান্ করিবার উপযোগী রংঃ—

এসিড রংঃ—

Bordeanx ext. (BY.)
Rocceline (Cas.)

পীতঃ—

Pronge II (of any maker)
Croceine orange G P R (BY.)

হরিদ্রাঃ—

Azoflavine R & H (M. L. B.)
„ „ RS (B. A. S. F.) (cas)
Azophosphine O (M. L. B.)
Indian yellow G. R. (BY.) (cas)
Quinoline yellow (B. A. S. F.)(By)

ব্রাউনঃ—

Acid anthracine brown R (By.)
Acid brown D (Cas.)
„ „ for leather O (M. L. B.)
„ „ R (M. L. B.)
Dark nut brown (Cas.) (M. L. B.)
Azoleather brown 8322 (M. L. B.)
Havana brown S. Conc. (Cas.)

সবুজঃ—

Acid green conc. (M. L. B.)
„ „ Ext. conc (Cas.)
Naphtol green B (Cas.)

নীলঃ—

Fast blue O (M. L. B.)

ভায়লেটঃ—

Acid violet 2 B (Ber)
„ 3 BN & 6 BN (Lev.)
„ 6 B (W. T. M.)

ব্লাক এণ্ড গ্রেঃ—

Chrome leather black (Ber.) (By.)
„ „ Brilliant black (W. T. M.)
Coomassic black 4 B S (Lev.)
Naphthylamine black 4 B & 6 B
(Cas.)
Nigrosine, water soluble.

বেসিক রংঃ—

হরিদ্রাঃ—

Auromine II (Any maker.)
Aurophosphine G, 4 G, 4 G K
(Ber.)

পীতঃ—

Chrysoidine (Any maker.)

ব্রাউনঃ—

Diamond phosphine G. G., P. G.,
R & D (Cas.)
Abophosphine G. O. G. O. B.
(M. L. B.)
Flavophosphine 4 G O, 2 G O &GO
(M. L B.)
Phosphine O (M. L. B.)
Coriphosphine O (By.)
Havana brown A (M. L. B.)
„ „ G (M, L. B.)
Bismark brown (any maker.)
Tanuin brown B (Cas.)

সবুজঃ—

Malachite green (any maker.)
Methylene green (any maker.)

নীলঃ—

Methylene blue (any maker.)

ভায়লেটঃ—

Methylene violet (any maker.)

কালঃ--

Black for leather T. T M. & T M B (M. L. B.)

Corvoline B, 3B & B. T. (B. A. S. F.)

Appendix III.

নিম্নে বিদেশীয় ট্যান করিবার মেসীন ইত্যাদি ব্যবসায়ীগণের নাম দেওয়া হইল :—

Farrar & Young... Bramley, Leeds (England)

Turner Tanning Machinery Co... Bramley, Leeds (England)

Joseph Hall and Co... Leeds (England)

Huxum and Browns... Exeter, England.

Woburn Machine Co... 201, Main Street, Mass. (U.S.A.)

Moenus & Co... Frankfurt on Main, Germany.

Baden Engineering Works .. Durlach, Germany.

নিম্নলিখিত কারিগর চামড়ার কারবারের উপযুক্ত ছুরী ইত্যাদি সরবরাহ করিতে পারেন।

১। বংশী মিস্ত্রী,
গোলাম রসুলের বাটী, ৪নং ব্রিজ,
ঢাকুরিয়া পোষ্ট, বালিগঞ্জ।

২। দীপনারায়ণ মিস্ত্রী,
হাজি বুচা বাজাওয়ালার বাটী, ৪নং ব্রিজ,
ঢাকুরিয়া পোষ্ট।

৩। বারাণসী মিস্ত্রী,
সোনাফুল শোভারের বাটী, ৩৫ বিরসুল
বাজার, ইটালি পোষ্ট, কলিকাতা।

নিম্নলিখিত ব্যবসায়ী stone slicker সরবরাহ করিতে পারেন ;

জর্জ্জ হেণ্ডার্সন এণ্ড কোং লিঃ
২০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ট্যান্ করিবার উপযোগী মেসীন ও যন্ত্রপাতির আনুমানিক মূল্য নিম্নে দেওয়া হইল। ব্যবসায়ীগণ নানাবিধ যন্ত্রপাতির নানাবিধ মূল্য নির্দ্ধারণ করেন, এবং সময় বিশেষেও ঐ মূল্য কম বেশী দেখা যায়। সুতরাং ঐ সব মেসিন ও যন্ত্রপাতির আনুমানিক মূল্যই দেওয়া হইল।

মেসীন :—

শেভিং মেসীন	২,৫০০৲	টাকা
ষ্টেকিং "	২,৫০০৲	"
গ্রেজিং "	১,৫০০৲ হইতে ২,৫০০৲	"
ট্যানিং ড্রম	১,০০০৲ হইতে ১,৫০০৲	"

যন্ত্রপাতি :—

লোম ছাড়াইবার ছুরী	২॥০	টাকা	করিয়া
মাংস " "	৩॥০	"	"
শেভ করিবার "	৫৲	"	"
পিত্তলের শ্লিকার	১॥০	"	"
লোহার "	।০	"	"
পাথরের "	৫৲	"	"
কাঁচের "	৩॥০	"	"

গৃহস্থালীর কথা

বড় বড় সহরে অনেকে সাধারণ কয়লা বা কাঠের ব্যবহার না করিয়া বর্ত্তমান যুগের উন্নত ধরণের গ্যাস্‌ষ্টোভ বা গ্যাসবার্ণার দ্বারা রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই গ্যাস্ ব্যবহার কালে অনেকের অজ্ঞাতসারে গ্যাস্ অধিক পরিমাণে অপচয় হয় বা সঠিক ভাবে যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে না পারায় উহাতে গ্যাসের ব্যয় বেশী হইয়া পড়ে। ফলে গৃহস্থের কিছু লোকসান ঘটিয়া থাকে। উহা নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত—

গ্যাস্ বার্ণারের শিখা অত্যন্ত প্রবল করিয়া দিলে অনেক সময় গ্যাসের অপচয় হয়, বিশেষতঃ যখন শিখাগ্রভাগ কুণ্ডলাকৃতি হইয়া রন্ধনপাত্রের পার্শ্ব দিয়া উপরে উঠিতে থাকে। কারণ বার্ণার হইতে উত্থিত অগ্নিশিখার ঊর্দ্ধভাগই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তপ্ত, সেইজন্য গ্যাসের বার্ণারটি এমনভাবে সমাবেশ করিতে হইবে যাহাতে অগ্নিশিখাটি সোজাভাবে পাত্র স্পর্শ করে, তাহাতে নিঃসৃত গ্যাস্ যতই কম হউক না কেন, কোন ক্ষতি নাই।

আবার গ্যাসের অগ্নিশিখা যদি প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তাহাতেও বেশী গ্যাসের অপচয় হয়, কারণ রন্ধনপাত্রের নিম্নভাগ অনেক ক্ষেত্রে বেশী উত্তপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত উত্তাপ হারাইয়া ফেলে, তাহাতে প্রায় সমস্ত গ্যাসই নষ্ট হইয়া যায়।

গ্যাস্ বার্ণারের মুখ অনেক সময় তৈল ও ময়লায় বন্ধ হইয়া থাকিলেও বহুল পরিমাণে গ্যাসের অপচয় হয়, সে কারণ যন্ত্রের অংশ-বিশেষকে মাঝে মাঝে গরম সোডামিশ্রিত জলে ভিজাইয়া লইয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

গ্যাস্ বার্ণার হইতে উত্থিত অগ্নিশিখা অনেক সময় থাকিয়া থাকিয়া বিশেষ শব্দ করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে উঠিতে থাকে, ইহা নিবারণ করিতে হইলে বার্ণার জ্বালিবার পূর্ব্বে কয়েক মিনিট গ্যাসটিকে অল্প তেজে খুলিয়া রাখা উচিত।

অনেক সময়ে কোন একটি রন্ধন শেষ হইলে পরক্ষণেই অপর কিছু রন্ধন করিবার জন্য পাচক বার্ণারের তেজ মৃদু করিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই লোকস ন হয়; কারণ, প্রায় ক্ষেত্রেই নূতন বস্তুটির জন্য আয়োজন শেষ করিয়া প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় ।৭ মিনিট কাটিয়া যায় এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত গ্যাস্ অনর্থক জ্বলিয়া নষ্ট হয়। তখনকার মত সেই ক্ষতিটি

সামান্য হইলেও সপ্তাহের শেষে তাহার গুরুত্ব বুঝা যায়। সেইজন্য একটি কার্য্য শেষ হইলে আগুন নিভাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। প্রয়োজন হইলে পুনরায় জ্বালাইয়া লওয়াই সুবিধা। অল্প দামী লাইটার বা ভিজা দিয়াশলাইও অনেক সময় গ্যাস্ অপচয়ের কারণ, যেহেতু দিয়াশলাই জ্বালাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্যাস্ নষ্ট হইতেই থাকে।

* * *

সাদা কাপড়ে দাগ লাগিলে লেবু চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া কাপড়ের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়, ইহাতে কাপড় দাগ শূন্য ও খুব পরিষ্কার হয়।

* * *

জেলিকে খুব সুস্বাদু করিতে হইলে জলের বদলে ফলের রস ব্যবহার করিতে হয়।

* * *

টেবিলক্লথের উপর চা বা কাফির দাগ লাগিলে স্থানটী গ্লিসিরিণ দিয়া ভিজাইয়া পরে সাধারণভাবে পরিস্কার করিতে হয়, ইহাতে কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না; ৮।১০ দিনের পুরাতন দাগও এই উপায়ে তোলা যায়।

* * *

অল্প এমোনিয়া গরম জলে মিশাইয়া তাহা দ্বারা জাপানি ছাতা ব্রাস করিলে উহার চাকচিক্য বাড়ে।

* * *

কোন কাঠের পালিশে দাগ পড়িলে সরিষা বা নারিকেলের তৈলে কর্পূর মিশাইয়া তাহা দ্বারা ঐ দাগ ঢাকা যায়।

* * * *

কার্পেটব্রাস সপ্তাহে একবার করিয়া ফুটন্ত সাবান জলে ডুবাইলে উহা বেশী দিন টেকে ও কাঠিগুলি বেশ নরম থাকে। ইহাতে কার্পেটেরও অনিষ্ট নিবারণ হয়।

* * *

ভবিষ্যতের জন্য আপেল ঘরে রাখিতে হইলে বেশ পাতলা করিয়া কাটিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া অল্প আঁচে শুকাইয়া রাখিয়া দিতে হয়। ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইলে উহা আগের দিন সমস্ত রাত্রি গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

* * * *

রবারের হটওয়াটার বোতল মাসে একবার করিয়া গরম জলে অল্প সোডা মিশাইয়া ধুইলে বেশী দিন টেকে।

* * *

মশারি, আসবাবপত্র ও কাপড় জামাদিতে ঝুলের দাগ লাগিলে অনেক সময় খুব শুকনা নুন দিয়া ঘসিলে উঠিয়া যায়। যদি তাহা না হয় তা'হলে লবণ সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সামান্য এমোনিয়া মিশ্রিত জলে একটু ন্যাকড়া ভিজাইয়া দাগের জায়গায় ঘষিলে উহার চিহ্ন থাকে না।

টাইপ্ রাইটারের ফিতার কালি

কিছু ভেসেলিন্ (Vosaline) লইয়া গরম জলের উপর অথবা অল্প আগুনে গলাইয়া লও। গলিয়া গেলে তাহাতে নাড়িয়া নাড়িয়া বাতির কালি (Lampblack) মিশাইতে থাক এবং যতটা কালি খায় (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দানা জড়াইয়া না যায়) ততটা কালি মিশাইতে থাক। ভেসেলিন্ বেশী থাকিলে, ছাপা পরিষ্কার হইবে না। এখন আগুন হইতে পাত্রটা সরাইয়া লও। যতক্ষণে ঠাণ্ডা হইতে থাকে, ততক্ষণে সমান পরিমাণ পেট্রোলিয়াম, বেঞ্জিন্ রেক্টিফাইড্ অয়েল্ অব্ টার্পেন্টাইন্ (Rectified oil of terpentine) পর পর মিশাও। ইহাতে এখন চর্ব্বিযুক্ত কালি (Fatty ink) খুব অল্প করিয়া কিছু মিশাও; আর মিশাইবার সময় সমস্ত জিনিসটা বেশ সমান ভাবে নাড়িতে থাক। উপরের লিখিত পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি এমন পরিমাণে মিশাইতে হইবে যেন কালিটা মাখান যাইতে পারে—যেন খুব তরল না হইয়া যায়। কালি একভাবে দেখিতে গেলে এখানেই প্রস্তুত হইয়া গেল। যদি এখন লাগাইতে গিয়া কোন রকম কিছু অসুবিধা বোধ হয়, তাহা হইলে বরং সামান্য কিছু পরিমাণ মোম মিশান যাইতে পারে। কালিটাকে একটা নরম ব্রুশ দিয়া ঘষিয়া লও। পরে, একটা দাঁতের ব্রুশ (Tooth Brush) দিয়া ফিতার সর্ব্ব জায়গায় বেশ করিয়া লাগাইয়া দাও। বাহিরে যেন কালি আর দেখা না যায়।

কৃত্রিম আতর

(Artificial Ottos)

কৃত্রিম আতর সাধারণতঃ হিকো সেণ্ট্ (Heiko Scents) হইতে তৈয়ারি হইয়া থাকে। যে রকমের আতর দরকার, সেই রকমই হিকো সেণ্ট্ পাওয়া যায়। যথা, হিকো বেলা, হিকো চামেলী, হিকো গোলাপ, হিকো চম্পক ইত্যাদি। ২ আউন্স্ হিকোর সহিত ৮ আউন্স্ চন্দন তেল মিশাইয়া ১৫ দিন এক জায়গায় রাখিয়া দিতে হয়। তারপর কাঁচের ছিপি আঁটা বোতলে পুরিয়া লইলেই হইল।

রবার সলিউসন্

উৎকৃষ্ট প্যারা রবার (para rubber) ৬০ গ্রেণ লইয়া ২ আউন্স্ বেঞ্জলিন্ ও ১ আউন্স্ সালফিউরিক্ ইথারে দিয়া নাড়িতে থাক। রবারটা গলিয়া যাইবে। একটা ভাল ছিপি আঁটা বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দাও।

মশা তাড়াইবার লোশন্

অয়েল্ অব্ পেনিরয়াল্ (Oil of Pennyroyal)	৮ আউন্স
অয়েল অব্ স্যাসাফ্রাস্ (Oil of Sassafras)	৭ „
রেকটিফাইড্ স্পিরিট্	১৬ ভাগ

এইগুলি মিশাও। একটা পিচ্কারী বা তরল পদার্থ ছড়াইয়া দিবার অন্য কোন যন্ত্র দিয়া উপরোক্ত তরল পদার্থটা চারিদিকে ছড়াইয়া দাও।

গুড় ও সাবান

চিনির কারখানায় অনেক সময়ই বহু পরিমাণে গুড় অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকে। এইগুলিকে সাবান তৈয়ারির নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। করিতে হইবে কি—খানিকটা গুড় গরম কর, তাহাতে কষ্টিক্ সোডা (Caustic Soda) গুলিয়া ফেল। নারিকেল তেল মিশাইয়া ফারেন্হাইটের ১৬৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ দাও। দেখা যায় যে ১০০ ভাগ গুড় ও ১০০ ভাগ নারিকেল তৈলে ৪০০ ভাগ উৎকৃষ্ট শক্ত সাবান প্রস্তুত হইতে পারে।

কৎথয়ের—

রেঙ্গুনখয়ের ২ সের, জনকপুর খয়ের ৪ সের মিলাইয়া একখানি কাপড়ে করিয়া একত্রে বাঁধিয়া জলের মধ্যে ৪৮ ঘণ্টা রাখিয়া দাও। জল হইতে তুলিয়া খয়েরের এই ড্যালাটার সহিত ১ সের চকের গুঁড়া ও ৬ ছটাক গাম এ্যারেবিক (Gum Arabic) চূর্ণ মিশাও। এখন এই কর্দ্দমবৎ জিনিসটাকে একখানি তক্তার উপর এক ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়া দাও। রৌদ্রে শুকাইয়া সাধারণ প্রচলিত আকারে কাটিয়া ফেল। তারপর রৌদ্রে দিয়া একেবারে শুকাইয়া লও।

আঁখ হইতে ভিনেগার তৈরি

আঁখের রস ৫ সের একটা মাটীর পাত্রে লও। আগুনে জ্বাল দিতে দিতে যখন ফুটিয়া উঠে, তখন নাবাও ও ঠাণ্ডা হইলে ছাঁকিয়া লও। এখন মুখটা ঢাকিয়া ঐ পাত্রটা সমেত মাটীতে একটা গর্ত্ত করিয়া, এমন ভাবে রাখিয়া দাও যেন পাত্রটার গলা পর্য্যন্ত মাটীর মধ্যে থাকে। কয়েকদিন পর পাত্রটার উপরে একটা সরের মত উঠিবে, এইটাকে ফেলিয়া দিয়া আবার ঢাকিয়া দিবে। আবার কয়েকদিন পর একটা সর পড়িবে, সেটাকেও ফেলিয়া দিবে। এইভাবে দেখিতে থাকিবে, যখনই সর পড়িবে সেটা ফেলিয়া দিবে। দিতে দিতে এমন এক সময় আসিবে যখন সর আর পড়িবে না। তখন জিনিষটাকে উঠাইয়া লইয়া ছাঁকিয়া, বোতলে পুরিয়া লইলেই হইল।

বেকিং পাউডার

পাউরুটী তৈয়ারী করিতে ভাল করিয়া ফুলাইতে একটা গুড়া মিশাইতে হয়। উহাকে ইংরাজিতে বেকিং পাউডার বলে। রুটী বিস্কুট যাহারা তৈয়ারি করে তাহাদের পক্ষে এই বেকিং পাউডার অপরিহার্য্য। নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল।

বাইকার্ব্বনেট অব সোডা (Bicarbonate of soda)	৩ ভাগ
টার্টারিক এসিড (Tartaric acid)	২ ভাগ

উপরোক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটাকে ভিন্ন ভাবে গুঁড়া কর। তারপর মৃদুতাপে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া লও। কোনও একটা শুষ্ক স্থানে লইয়া ঐ গুলি মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ পূরিয়া আঁটিয়া রাখিয়া দাও। ইহাই বেশ ভাল বেকিং পাউডার হইবে।

ফিস গ্ল

একপাউণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্কচ গ্ল এবং ১২ আউন্স বিশুদ্ধ ভিনেগার লও। তৎপরে উহা একটি পাত্রে গরম জলের মধ্যে রাখিয়া তাহাতে উত্তাপ দিয়া (hot bath) গলাইয়া ফেলিবে। অপর একটী বোতলে আট আউন্স স্পিরিট অব ওয়াইন এক আউন্স কমলা রংএর লাক্ষা এবং আধ আউন্স বোরাক্স গলাইবে। তৎপরে দুইটী পাত্রের জিনিষ একত্র করিলেই খুব শক্তিশালী তরল বা পেষ্ট আঠা তৈয়ার হইবে।

দাঁতের মাজন

এক পাউণ্ড গুঁড়া করা কাটুলফিসের সহিত দুই আউন্স গন্ধরস মিশাইলেই দাঁতের মাজন তৈরী হইবে।

মধু সাবান

দুই পাউণ্ড হলদে সাবান খুব পাতলা করিয়া কাটিয়া একটী ভাল সস্‌প্যানের মধ্যে বেশ করিয়া নাড়িয়া গুলিয়া দিবে। উহা কয়েক মিনিটের মধ্যেই গলিয়া যাইবে, তৎপরে ½ পাউণ্ড মধু তিন আনা দারুচিনির তৈল উহাতে মিশাইয়া সাত মিনিট কাল জ্বাল দিবে। তৎপরে উহা ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই হইবে।

ব্রান্‌স্‌উইক ব্ল্যাক

৪ পাউণ্ড সাধারণ এস্‌ফাল্‌টাম গলাইয়া তাহার সহিত এক কোয়ার্ট (এক গ্যালনের চারিভাগের একভাগ) তিসির তৈল এবং এক গ্যালন তার্পিন তেল যোগ করিবে। সবগুলি মিশাইলেই ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

চুণকাম প্রস্তুত করা

একটা বালতিতে ৬ পাউণ্ড চুণ ও ১॥ পাউণ্ড নরম সাবান লও। তৎপরে উহাতে জল ঢালিয়া দেও। জলটা চুণের সহিত মিলিয়া গেলে আধ আউন্স পরিমাণ ব্লু ব্যাক অথবা এক আউন্স চুণের নীল মিশাইবে। সবগুলি একটী কাঠি দ্বারা ভালো করিয়া নাড়িয়া দিবে। তৎপরে উহা জল দিয়া প্রয়োজন মত পাতলা করিয়া লইবে। ঘরের ভিতরের অথবা বাহিরের দেয়ালে যে কোনো স্থানে ইহা ব্যবহার করা যাইবে। জল লাগিলে খারাপ হইবে না।

সোণালি রং

ব্লিচকরা লাক্ষা এক আউন্স ভাল ব্রোঞ্জ পাউডার ½ আউন্স, এলকহোল ½ আউন্স। এগুলি মিশাইয়া নরম ব্রাস দিয়া লাগাইবে।

কাপড়ের উপর নানারূপ নক্সা ছাপিবার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রং করার আগে যেমন কাপড়খানি ক্ষারদ্বারা ধুইয়া লইতে হয়, ছাপাইবার আগেও সেই রকম ক্ষার দ্বারা ধুইয়া বেশ করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে কোন রকম ঘোচ কাপড়ে না থাকে।

রং তৈয়ারী করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। (১) মালমসলা যাহা ব্যবহার করিতে হইবে তাহাদের পরিমাণ; (২) যে রকমে সেইগুলি মিশাইতে হইবে; (৩) ঘন করিবার জন্য যে সকল দ্রব্য মিশাইতে হইবে; (৪) ঘন করিবার জন্য যে সকল জিনিষ মিশাইতে হয়, তাহা ছাড়াও কিছু কিছু দ্রব্য মিশাইতে হয় যাহাতে রংয়ের জলীয় ভাগ একেবারে কাপড়ে না শুষিয়া যায়; (৫) কাদার মত রং গোলা কয়েকদিন পরে পচিয়া যাইবার ভয় আছে, কাজেই তাহা নিবারণ করিবার মত জিনিষের দরকার—এই সকল জিনিষ; (৬) ছাঁকা।

ইহার মধ্যে (১) ও (২) অংশ পরে বর্ণনা করা যাইবে। (৩) ও (৪) অংশ সম্বন্ধে এখানে বলা যাইতেছে। সাধারণতঃ ঘন করিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তাহা এই :—

(ক) গমের পাল (starch)—এই জিনিষটী প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যবহার করিতে হয়। কেননা ইহা দ্বারা রং প্রস্তুত করিলে, তাহা কাপড়ের মধ্যে বেশ ভাল ভাবে বসিয়া যায়। অবশ্য যদি রং-গুলিতে কোন প্রকার এসিড বা ক্ষার (Alkali) দ্রব্য রং গলিবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাতে ভাল কাজ হইবে না।

এখন এই পাল অবস্থাভেদে দুই রকম হইতে পারে—নিষ্ক্রিয় (Neutral) বা অম্লজ (Acid) নিষ্ক্রিয় পাল তৈয়ারী করিতে দরকার—

গমের পাল	১৫ তোলা
জল	৩ সের
নারিকেল বা কার্পাস বীজের তেল	১ তোলা

পালটা প্রথমতঃ ঠাণ্ডা জলে মিশাইতে হয়; পরে আগুনের উপর গরম করিয়া নাড়িতে নাড়িতে একটা লেই তৈয়ারী করিতে হয়। লেই হইলে উনুন হইতে ঐ জিনিষটা নামাইয়া নাড়িতে হয়। নাড়িতে নাড়িতে লেইটা ঠাণ্ডা হইতে থাকে এই সময়েই তেলটা দিয়া দিতে হয়।

অম্লজ (Acid starch paste) পাল তৈয়ার করিতে—

ময়দার পাল	২০ তোলা
জল	৪ সের
এ্যাসেটিক এ্যাসিড্	১০ তোলা
নারিকেল বা কার্পাসবীজের তেল	১ তোলা

এই জিনিষগুলি লাগিবে। লেই প্রস্তুত প্রণালী সমানই। লেইটা যখন প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া

আসিয়াছে, তখনই এ্যাসেটিক এ্যাসিড্ দিতে হয়।

এই অম্লজ পালর লেই ক্ষারযুক্ত রংয়ের সহিত ব্যবহার করা যায়।

(খ) ডেক্স্‌ট্রিন্—অনেক সময় আঠা (gum) বা পাল (starch) ফুলিয়া উঠে, ইহাতে উহাদের কাজের শক্তি কমিয়া যায়; কাজেই অনেক সময় রংয়ের সহিত ট্যানিক অথবা অন্য কোনপ্রকারে এসিড্ মিশাইতে হয়। এইসব ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ ময়দার পালর সহিত এই ডেক্স্‌ট্রিন্ মিশাইবার দরকার হয়। ইহাই তখন ঘন করিবার কাজ করে। যে পরিমাণ জিনিষপত্র মিলাইতে হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ময়দার পাল (wheat starch)	১৫ তোলা
ডেক্স্‌ট্রিন্	৩০ তোলা
জল	৩ সের
নারিকেল অথবা অন্য তেল	১ তোলা

প্রথমতঃ ঠাণ্ডা জলে ময়দার পাল ও ডেক্স্‌ট্রিন্ এক সাথে গুলিতে হয়। তারপর আগুনের উপর চাপাইয়া নাড়িতে নাড়িতে লেই তৈয়ারী করিতে হয়। লেই হইয়া গেলে, আগুন হইতে নাবাইয়া তেল মিশাইতে হয়। এখন ঠাণ্ডা করিতে দিলেই হইল।

(গ) Gum Arabic powder বা gum—নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে গাম এ্যারেবিক তৈয়ারী হয়:—

গাম এ্যারেবিক পাউডার	৪০ তোলা
জল	১ সের

গাম এ্যারেবিক বা গাম—বারবার নাড়িয়া নাড়িয়া ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশাইতে হয়। তারপর উনুনে চাপাইয়া কয়েকঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হয় এবং যতক্ষণ না বেশ দরকারমত গোলা তৈয়ারী হয়, ততক্ষণই নাড়িতে হয়। ঠিকমত হইয়া গেলে কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হয়

গাম (gum) বা সাধারণ গঁদ ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সব সময়েই ব্যবহারের জন্য তৈয়ারী রাখিতে হয়।

যে সকল জিনিষ ব্যবহার করিলে, সেইগুলি হইতে গাঁজলা বাহির না হইতে পারে তাহা এই—বেঞ্জিন (Benzine), তারপিন (Turpentine) ও অন্যান্য তেল প্রভৃতি। ঠিক কত পরিমাণ কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা বলা কঠিন। ইহা অনেকটা কারিগরের আন্দাজ ও সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যাহাতে গাঁজলা বাহির না হয়, তাহাই দেখিতে হইবে। এই গাঁজলা বাহির হইয়া লেইগুলি পাতলা হইয়া যায়। ইহার ফলে ছাপা খারাপ হইয়া যায়।

এই সমস্ত লেই-ই সকল সময়ে এমন ভাবে ছাঁকিতে হইবে যেন তাহার মধ্যে কোনপ্রকার দানা কাঁকড় বা শক্ত কিছু না থাকে। লেই যত পালিস ও সমান হইবে, ছাপাও ততই সুন্দর ও একই রকমের হইবে।

ছাপা হইয়া গেলে কি করিতে হইবে

এ সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম করা চলে না। কেননা প্রত্যেক জিনিষকে ছাপার পর ভিন্নভাবে পরিচালনা করিতে হয়। কোন্ রংয়ের বেলা কি করিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত ভাবে না দিয়া কতকগুলি প্রণালী এখানে দেওয়া গেল। এই প্রণালীগুলি সর্ব্বসাধারণ; যখন বিশেষ কাপড়ে বা বিশেষ রংএ ব্যবহার করিতে হইবে তখন বস্ত্র বা রং বিশেষে কিছু কিছু অদল বদল হইয়া থাকে।

(ক) স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করন

ছাপান রংকে গভীরতর ও উজ্জ্বলতর ও অধিকতর স্থায়ী করিবার নিমিত্ত ছাপান বস্ত্রগুলি এমন একটী ঘরে রাখিতে হইবে যে ঘরটা বেশ গরম অথচ সেখানে বেশ জলীয় বাষ্প আছে।

(খ) আর একটী প্রণালীআছে তাহাকে ইংরাজিতে Dunging (বা গোবর দেওন) প্রণালী বলা হয়। গরুর গোবর জলে গুলিয়া তাহার মধ্যে কাপড়খানি রাখিয়া দিতে হয়। এই প্রকার করার ফলে ছাপান রংটা বেশ কাপড়ের উপর বসিয়া পড়ে, তাহাতেই রংটা খুব উজ্জ্বল হয়। ইহাতে আর একটা সুবিধা এই হয় যে এলিজারিন্‌রং ব্যবহার করিলে জমীন বেশ পরিষ্কার অর্থাৎ শাদা হইয়া যায়।

(গ) ছাপা হইয়া গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাপান কাপড়খানিকে এক প্রকার বাষ্পের ভিতর রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প চালাইয়া দিতে হয়।

এই সকল ব্যাপার ছাড়া রংকে বেশ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে আরও কতকগুলি কাজের দরকার হয়। প্রকৃত পক্ষে, ব্যাপার হয় এই যে অনেক সময় রং গুলির কতক কতক জিনিষ ঠিকমত একবারেই চোখে ধরা পড়ে না। এই সম্পর্কে হল্‌দে রংয়ের ক্রোমের কথা ধরা যাইতে পারে। যখন কাপড়ের উপর এই রং ফলাইতে যাওয়া হয়, তখন প্রথমতঃ তাহার কোন রংই চোখে ধরা পড়িবে না। কিন্তু পরে যখন কোন রাসায়ণিক পদার্থ তাহাতে সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে সেই রাসায়নিক দ্রব্যটী অন্যান্য রংয়ের সহিত মিলিয়া যাওয়ার ফলে হল্‌দে রংটা বেশ খুলিয়া যায়।

তারপর, ধোয়ার কথা আছে। কাপড় একেবারে ভাল ভাবে খুলিয়া ধুইতে হইবে এমন ভাবে যেন কাপড়ে কোন রকম ভাঁজ বা কোঁচকান কিছু থাকিবে না। কাঁচিবার সময় আরও একটী জিনিষ দেখিতে হইবে যে ঘষিতে ঘষিতে বা ভাল ভাবে ব্যবহার না করার ফলে কিন্তু ছাপান নমুনা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে অর্থাৎ তাহাতে কোন দাগ ধরিতে পারে; কোথাও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ে বেশ হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিতে হইবে। ধুইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে কোন নদী বা বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্যে। কাপড়খানার একদিকের কোনাগুলি লম্বা একটা বাঁশে বাঁধিয়া অপর সমস্ত দিক জলে একেবারে ভাসাইয়া দিতে হয়।

সাবান দেওয়াটাও বেশ একটু নিপুণতার কার্য্য। রং করা হইলে যেমন কাপড়ে সাবান দিতে হয়, ইহাতেও ঠিক সেই একই প্রকার! ইহাতে বস্ত্রাদি বেশ মোলায়েম হয় অথচ রং পাকা ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এমন অনেক সময় হয় যে শত সাবধানতা সত্ত্বেও কাপড়ের জমীনে অনিচ্ছাকৃত একটা দাগ লাগিয়া গেল। কাপড়কে ত আর সে ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া চলেনা; তাহাতে কারুকার্য্য (Finish) নষ্ট হইয়া গেল। কাজেই ঠিক ঐ জায়গাটাকেই একটু যত্ন করিয়া ধুইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। কি করিতে হইবে? ৫ সের জল ও ১ তোলা সাবান ও তাহাতে এক চিমটি ষ্ট্যানাস্ ক্লোরাইড অথবা ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder) দিয়া গরম করিতে হয় এবং যে যে জায়গায় দাগ লাগিয়াছে, শুধু সেই সেই জায়গাটাই ঐ জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়

এই সকল ছাপান কাপড় আবার শুকাইতে হইবে। রং করা কাপড় যেমন রৌদ্রে শুকাইতে নাই; এখানেও তেমনি রৌদ্রে কখনো

কাপড় শুকাইবে না বিশেষতঃ যখন সমস্ত কাপড়-টাই বা ছাপান জায়গাটা ভিজা রহিয়াছে।

কি কি রং এবং কি ভাবে কোন রং ব্যবহার করিতে হইবে

কাপড় রং করিতে হইলে যে সকল রংয়ের দরকার হয়, এখানেও সেই সমস্ত রংই দরকার হইয়া থাকে। এই রংগুলি লাল, নীল, হলদে, বেগুনি, কমলা, সবুজ, খয়ের, গাঢ় খয়ের, পাটকেল ও কাল ভেদে নানা রকমের হইয়া থাকে।

এইটী জানিয়া রাখা আবশ্যক যে ধুতি বা সাড়ির পাড় রং করিতে হইলে (বিভিন্ন রংয়ের হইলেও) সাধারণতঃ ৫০ তোলার বেশী রং লাগে না; কিন্তু সমস্ত কাপড়টাই যদি ছাপাইতে হয়, তাহা হইলে ২০০ হইতে ৩০০ তোলার মত রং সর্ব্বশুদ্ধ দরকার হইতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন রংয়ের কতকগুলি পরিমাণ দেওয়া গেল। এই পরিমাণ রং শুদ্ধ পাড়ের জন্যই লাগিতে পারে। এই ভাবেই হিসাব দেওয়া হইল।

লাল রং:—

(ক) Rapid fast red RH—

দ্বারা লাল করা।

(১) দ্রব্যাদি—

রংয়ের লেই—

Rapid fast red RH	১ তোলা
Turkey red oil	২ তোলা
কষ্টিক্ সোডা	১ তোলা
ময়দার পালর লেই	৫০ তোলা

প্রথম রংটীকে বেশ করিয়া গুঁড়া করিতে হয়, তারপর Turkey red oil মিশাইতে হইবে। ইহারপর কষ্টিক সোডা দিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া দিতে হইবে। ময়দার পালর লেই দিতে হইবে সর্ব্বশেষে। সমস্তগুলি মিশাইয়া বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

(২) কি প্রকারে ছাপিতে হইবে

ছাপিবার টেবিলের উপর একখানি কম্বল বা গামছা পাত, তাহার উপর একখানি সাধারণ কাপড় দিয়া ঢাকা দাও, এই কাপড়খানি শুধু গামছাখানিকে বাঁচাইবার জন্য। এইবার যে কাপড়খানি ছাপিতে হইবে, সেইখানি উপরে পাতিয়া দাও।

এইবারে রংয়ের বাকসটী ঠিক করিয়া লও। আঁঠা ভিজান বাকসটী বোধ হয় আগে হইতেই ঠিক আছে। রবারক্লথের ফ্রেমটীও বেশ ভাল করিয়াই আঁটা আছে। তাহার উপর এইবার কম্বলখানিতে রং মাখিয়া রাখিয়া দাও। এই কম্বলখানির উপরও একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র দাও।

ঠিকমত বসিয়া নমুনার ব্লকখানি ডান হাতে রংয়ের কম্বলখানির উপর বেশ যত্নের সহিত চাপা দাও যেন ব্লকখানির সব জায়গায় রং লাগিতে পারে।

এখন আরও একটী জিনিষ দরকার আছে। একখানি রবারক্লথ নাও; এই রবার ক্লথখানির আকৃতি একটী সমদ্বিবাহু সমকোণি ত্রিভুজের মত হইবে। তাহা হইলে সমকোণ ব্যতীত যে কোণ দুইটী তাহারা প্রত্যেকে ৪৫° হইল। এখন এই রবারক্লথখানি কাপড়ের এক কোণে এমন ভাবে বসাও যেন এই ৪৫° ডিগ্রীর কোণ দুইটী কাপড়ের কোণের উপর পড়ে এবং সমকোণটী বেশী কাপড় যেদিকে সেই দিকে পড়ে। তাহা হইলে ত্রিভুজাকৃতি যে রবারক্লথখানি তাহার মধ্যে ও কাপড়ের কোণের মধ্যে সামান্য একটু জায়গা রহিল। এখন নমুনার ব্লকখানি ডান হাতে আনিয়া উহার লম্বা দিকটা কাপড়ের

কোণে রাখ। তাহা হইলে এই ব্লকখানির একাংশ রবারক্লথখানির উপর থাকিবে। এখন আস্তে আস্তে ব্লকখানির উপর চাপ দাও; তাহা হইলেই কোণে যে জায়গায় রবারক্লথ নাই সেই জায়গাতেই নমুনার ছাপ পড়িয়া গেল। এই ভাবে কাপড়খানির কোণায় যে নমুনাটা উঠিল তাহা প্রকৃত পক্ষে ৪৫° ডিগ্রী কোণ তৈয়ারী করিল। এই বাকী ৪৫° ডিগ্রী আবার যখন অন্য দিক দিয়া আসিয়া এখানে পৌছা যাইবে তখন পূরণ হইয়া যাইবে। এই ভাবেই কোণটা ছাপা হইয়া যাইবে। কোণা এই ভাবে সারিয়া পাড়ের ধার দিয়া ব্লকখানি চাপিয়া চাপিয়া পাড় আঁকিয়া যাইতে থাক। আবার যেই কাপড়ের কোণা আসিবে, তখন ঐ ত্রিকোণাকৃতি রবার ক্লথখানি দিয়া কোণাটা সারিয়া লইবে। খালি লক্ষ্য রাখিয়া যাইতে হইবে, যে নমুনা ছাপা হইতেছে, তাহা যেন পরস্পর সুন্দরভাবে সাজান হয় ও যেন মাঝে মাঝে ভাঙ্গা বা কোন প্রকারে মিল হয় নাই—এরূপ না হয়।

মিশ না হইলে কিন্তু কাপড়ের শ্রী যে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা অবশ্য আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কাজেই ছাপিবার সময় বা রং মাখাইবার সময় হাতের নমুনার ব্লকখানি ঘুরিয়া না যায়, বা পর পর বসাইবার মধ্যে বেশী ফাঁক অথবা একটার গায়ে আর একটা না আসিয়া পড়ে এই সকলগুলি বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে। এই সমস্ত কাজ অবশ্য কিছু কষ্টসাধ্য নয়। সামান্য একটু অভ্যাস থাকিলেই হইল। এইজন্য প্রথমাভ্যাস সময়ে বরং একেবারেই ভাল কাপড় না লইয়া যে কোন কাপড় লইয়া আরম্ভ করিয়া হাত পাকাইয়া লওয়া যাইতে পারে। যাহা হোক, কাপড় ছাপা লইয়া গেলে ঐ ছাপান কাপড়খানি অন্ততঃ ১২ ঘণ্টার উপরে কোথাও ঝুলাইয়া রাখ। ঐ ১২ ঘণ্টা মধ্যেই লাল রংটা বেশ খুলিয়া যাইবে। এই ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম দিবার পর নিম্নলিখিত প্রকারে কাপড়খানি ধোয়ার ব্যবস্থা করিবে।

(৩) ৫ সের জল লও; তাহাতে ২ তোলা সালফিউরিক এ্যাসিড্ (Sulphuric Acid)

বেশ সাবধানতার সহিত মিশাইয়া জলটাকে বেশ করিয়া নাড়িয়া দাও। তারপর ইহাকে ঠাণ্ডা হইতে দাও। এই জলের মধ্যে ছাপান কাপড়খানি ১৫ মিনিট ভিজাইয়া দাও। ১৫ মিনিট পরে বাহির করিয়া বেশ ভাল জলে ধুইয়া অতিপ্রশস্ত জায়গায় শুকাইতে দাও। রং করিবার কাপড়ে যে প্রকার সাবান ব্যবহার করিতে হয়, এখানেও তাহাই কর। তারপর শুকাইয়া লও।

হল্‌দে, কালো, নীল এবং অন্যান্য প্রকারের লাল রং উপরের লিখিত প্রণালী অনুসারে রং করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র রংয়ের লেই প্রস্তুত করিবার সময় আসল রংয়ের পরিমাণ কিছু কিছু কম বেশী করিতে হইবে। তাহা সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

সতর্কবাণী—রংয়ের যে লেই তৈয়ারী হইবে, তাহা কিন্তু বেশী দিন টিঁকে না। কাজেই প্রত্যেকদিন যে পরিমাণ লাগিতে পারে, এইরূপ আন্দাজ করিয়া সেই পরিমাণই রং তৈয়ারী করা কর্ত্তব্য। রং যদি একটু তাড়াতাড়ি বেশ ভাল করিয়া ফুটাইতে হয়, তাহা হইলে সালফিউরিক এসিডের জলের তাপ একটু বাড়াইয়া লইতে হয়। বিশেষ তাড়া থাকিলে, ১২ ঘণ্টা শুকাইতে না দিয়া কোন একটা বাষ্পের পাত্রের মধ্যে রাখিয়া মিনিট ১৫ কাল বাষ্প পরিচালনা করিলেও বেশ কাজ চলিবে।

(খ) এলিজারিন (Alizarine) দ্বারা লাল রং করা—

(১) কাপড়কে ছাপাইবার পূর্ব্বে কি করিতে হইবে—রং করিতে হইলে যেমন ক্ষার (Soda ash) দ্বারা ধৌত করিতে হয়, (প্রণালী আগে বর্ণিত হইয়াছে) সেই প্রকার এখানেও ধুইয়া লইয়া পরে ৫ সের জল ও আধ সের Turkey red oil দ্বারা কাপড় ধুইয়া লইতে হইবে।

এই ধোয়ার একটা প্রণালী আছে। বস্ত্রাদি আগে বেশ করিয়া সিদ্ধ কর, তারপর শুকাইয়া ঝাড়িয়া লও। ঝাড়া হইলে, টার্কিরেড্ অয়েলের মিশ্রিত জল ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার মধ্যে কাপড়টা ডুবাইয়া দাও। পাঁচ মিনিট পরে তুলিয়া লইয়া খুব ভাল করিয়া নিংড়াও; তারপর আবার ঝাড়িয়া দাও। আবার ডুবাইয়া পাঁচ মিনিট রাখ, নিংড়াইয়া ঝাড়িয়া দাও। এইভাবে আধঘণ্টা চালাও। শেষকালে বাহির করিয়া নিংড়াইয়া লইয়া, বেশ ভাল করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লও।

এমনভাবে রৌদ্রে বিছাইয়া দিবে যেন কোথাও ঘোঁচ না থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ছাপিবার কাপড় বেশ মসৃণ ও টান্ টান্ থাকিবে। তাহা না হইলে কোন ঘোঁচ থাকিলে নমুনার ব্লকখানি পুরাপুরি কাপড়ের উপরে পড়িতে পাইবে না। ফলে, ছাপা বিশ্রী হইয়া যাইবে; কোথাও ফাঁক কোথাও অসমান এবং যাহা আঁকা হইবে তাহা আগাগোড়া সমান এক রকমের হইবে না। এই ঘোঁচটার প্রতি শুকাইবার সময়ই লক্ষ্য রাখিয়া যাইতে হইবে; কেননা কাপড় একবার শুকাইয়া গেলে আর সে অসুবিধা দূর হইবে না।

(২) রংয়ের যে সকল জিনিষ দরকারী—

ক্যাল্‌সিয়াম এ্যাসেটেট্ (Calcium Acetate)	৫ তোলা
এ্যালুমিনিয়াম্ এ্যাসেটেট্ (Aluminium Acetate)	৫ তোলা

ষ্ট্যানাস্ অক্জেলেট্ (Stannus Oxalate)	৫ তোলা
এ্যালিজারিন্ ড্রাই (Alizarine Dry)	৬½ তোলা
Turkey red oil	৪ তোলা
সাধারণ আঠার লেই	৫০ তোলা

(৩) কি প্রণালীতে রং প্রস্তুত করিতে হয়

এ্যালুমিনাম এ্যাসেটেট্ গুঁড়া, ক্যালসিয়াম এ্যাসেটেট্ ও টিন অকজ্যালেট্ লইয়া ইহাদের সহিত আঠা মিলাইয়া একটা লেই কর। যখন ঠিকমত তৈয়ারী হইয়া যাইবে, তখন Turkey red oil মিশাও এবং সর্ব্বশেষ Alizerine চূর্ণ মিশাইয়া একটা খল লইয়া তাহার মধ্যে সবগুলি বেশ করিয়া মিশাও। তৈয়ারী করিয়া শেষ একবারি ছাকিয়া লও।

(৪) কি ভাবে ছাপিতে হইবে—

ছাপিবার টেবিলের উপর একখানি খুব শুষ্ক রবার ক্লথ পাতিয়া লও। উপরে ছাপিবার যে প্রণালী বলা হইল অর্থাৎ যে ভাবে নমুনার ব্লকে কালি মাখাইবে, তাহা যে ভাবে ধরিবে বা কাপড়ের কোণ যে রকম ছাপিবে—সকলই উপরের প্রণালী মত হইবে। ছাপা শেষ হইয়া গেলে পর সোজা রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়া দাও।

(৫) বাষ্প পক্ক করিবার প্রণালী—

ছাপান কাপড়খানির সমান পরিমাণ একখানি কাপড় বা কম্বল লও; পরে উহা ছাপান কাপড়খানির উপর রাখিয়া দাও। এখন আড়াআড়িভাবে আবার দুইবার জড়াইয়া লও। এই যে জড়ান বাণ্ডিলটা হইল, ইহাকে আবার কম্বল দিয়া জড়াও এবং শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দাও।

বাষ্পের পাত্রের ভিতর এই ব্যাণ্ডেলটী রাখ; নীচের যে আলগা ঢাকুনী তাহার উপরেও রাখা যাইতে পারে অথবা উপরের ঢাকুনীটার নীচের 'হুক'টার সাথেও ঝুলাইয়া দিতে পারা যায়। এই ভাবে তিন ঘণ্টা পরে বাহির করিয়া বাণ্ডিলটা খুলিয়া ফেলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দাও। তাহার পর প্রথমে সাবান জল দিয়া ধুইয়া পরে আবার সাধারণ পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেল। তাহার পর শুকাও।

(৬) সব কাজেই কতকগুলি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। Rapid Fast Red RH দ্বারা রং করিবার সময় যেমন কতকগুলি সতর্কবাণী বলা হইয়াছে, এই এলিজারিন্ (Alizarine) সহায়ে লাল রং করিবার সময়ও তেমনই কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়। রংয়ের লেই যখন প্রস্তুত করিতে হইবে, তখন ঠিক রং করিবার সকল প্রস্তুত হইবার আগে যেন কোন ক্রমে Alizarine মিশান না হয়। মিশাইলে অনেক সময়ই রংটা অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা হইয়া যাইবার কথা। রংয়ের বাক্সের কম্বল খানিতে যখনই রং মাখাইতে হইবে, তখনই সম্পূর্ণ সেইটা একটা ব্রুশ দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া লইতে হইবে। এই নিয়মটা অবশ্য সব জায়গাতেই খাটান ভাল।

(ক্রমশঃ)

রবারের জুতা প্রস্তুত প্রণালী

রবারের জুতা দামেও সস্তা, পায়ে দিতেও আরাম আছে; এই দুইটী কারণেই প্রধানতঃ দেশে রবারের জুতার আদর ক্রমেই বাড়িতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেশীর ভাগ জুতাই জাপান, আমেরিকা বা ইউরোপীয় দেশ হইতে আসিয়া থাকে। রবার কিন্তু আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কাজেই আমাদের দেশের উৎসাহী ও আগ্রহশীল যুবক এবং ধনীরা যদি এই ব্যাপারের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে দেশের বহু অর্থ দেশে সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে এবং ঐ উপলক্ষে বহু লোক নানাভাবে ও নানাকাজে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা এই জুতা তৈরীর প্রণালী সম্পর্কে বলিব।

গোড়ায় একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। রবার হইতেই সোজা যে জুতা তৈয়ারীর উপাদান হইতে পারে না, ইহা অবশ্য খুব সহজ কথা; কিন্তু কথা এই, জুতা তৈয়ারী ও রবারের অন্যান্য জিনিস তৈয়ারী করা এক কথা নহে। জুতার জন্যই রবার ভিন্ন রকমে তৈয়ারী করিতে হয় এবং ইহার প্রণালীর প্রত্যেক বিভিন্ন অঙ্গেই বিশেষ প্রকার কর্ম্মকুশলতা, অনুধাবন ও চিন্তাশক্তির দরকার। এইকথা বলিবার কারণ এই যে, রবারের অন্যান্য জিনিস অপেক্ষা জুতার জন্য যত্ন বিশেষ নিতে হয়। ইহা যাহাতে টেঁকসই হয়, তাহা দেখিতে হইবে; যেন কোন রকম জল না চোঁয়ায় তাহাও দেখিতে হইবে; শেষকার্য্যগুলি (finish) যাহাতে মনোজ্ঞ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে এবং এই সকল করিয়াও দাম যাহাতে বেশী না পড়ে, তাহাও দেখিতে হইবে। এই সমস্ত কারণেই জুতার রবার তৈয়ারীর সময়ের যত্ন বা জুতা সম্পর্কীয় রবারের কাজ রবার সম্পর্কীয় অন্যান্য জিনিসের কাজের তুলনায় অনেক ব্যতিক্রম হইয়া যায়।

রবারের জুতা তৈয়ারী করিতে হইলে নানা রকমের মিশ্রণের দরকার। রবারের ঘনত্ব নানা রকমের হইয়া থাকে; রবারের যে চাদর তৈয়ারী করিতে হয়, তাহার গুণও অনেক সময় বহু প্রকারের থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলি একত্র করিয়া এমন ভাবে একটা চাদর তৈয়ারী করা

যাইতে পারে, যাহাতে বুঝা যাইবে না, উহা কতকগুলির সংমিশ্রণ না কোন একটী জ্যাল। হইতে বাহির করা হইয়াছে। এই সকল কথা গোড়ার দিকে জানিয়া রাখিতে হয়। এখন প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাউক।

জুতা তৈয়ারী করিতে হইলেই কাঠের এক রকম ফ্রেমের দরকার হয়। এই ফ্রেমগুলিকে ইংরাজীতে 'লাষ্ট' (Last) বলা হইয়া থাকে। ইহারই অপভ্রংশে সাধারণ ভাবে 'লাস্' কথাটা আসিয়াছে। রবারের জুতার জন্যও এই 'লাস্' বা 'লাষ্ট' চাই। এগুলি যদিও কয়েকটা বাঁধা ধরা নমুনার হইলেই মোটামুটি কাজ চলিতে পারে, তথাপি লাস্গুলি বহু নমুনার রাখা কর্ত্তব্য। হয়ত কখনো কোন বিশেষ নমুনার কোন জুতা তৈয়ারী করিতে হইবে, তখনই একটা সেই জাতীয় লাসের দরকার পড়িয়া যাইবে। এই লাস্গুলি কাঠের, লোহার অথবা এ্যালুমিনিয়ামের তিন রকমেরই হইতে পারে। লোহার লাসের সুবিধা এই যে যখন গরম করার দরকার হইয়া পড়ে, তখন ইহা সহজেই গরম হইবে এবং চট্ করিয়া কোন ক্রমেই ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অসুবিধা এই যে এগুলি ভারি। কাজেই জুতাকে ঠিক মত নমুনা দিতে একটু বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়; আর কারখানার মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিতে হইলেও বেগ পাইতে হয়। ইহা ছাড়া আরও একটা অসুবিধা আছে। লোহাটা গরম হয় সহজে ইহা সত্য; কিন্তু গরম হইলেই সাধারণতঃ আয়তনে বাড়ে। ইহাতে জুতার ফাঁকগুলোর (Seams) পক্ষে বড় অসুবিধা হয়।

কাঠের লাসগুলি ক্ষয় হইয়া যায় সকালে এটা সত্য। কিন্তু বেশ হাল্কা; একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালনা করিতে কোন রকম হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। আর কাঠটা গরম হইতে একটু সময় লাগে বটে; কিন্তু আগে হইতে যদি সে ভাল ভাবে শুকান থাকে, তাহা হইলে কিন্তু গরমের জন্য প্রসারিত হইয়া খারাপ হইবার সম্ভাবনা কম।

আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। জুতায় রং করিতে গিয়া—রংটা আগাগোড়া সমান হওয়া দরকার। এইজন্য যে কোন দ্রব্যই মিশান যাউক না কেন, তাহার সহিত এমন জিনিষ দিতে হইবে যাহা নিজেই কাল রংয়ের অথবা গন্ধক সহযোগে উত্তাপ (Vulcanising) করার সময়ে কাল হইয়া যায়। এই কাল মিশ্রণের দ্রব্য সাধারণতঃ ঝুল কালি (carbeon black) অথবা 'পিচ্' মিশাইয়া করিতে হয়। অনেক সময় গরম করিতে করিতে ধূনা এবং মোম মিশাইয়া দিতে হয়। ইহাতে পিচের মিশ্রণদ্রব্যে রংটা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু ধূনা প্রভৃতি মিশাইবার সময় দেখিতে হইবে যেন তাহাদের পরিমাণ কোন ক্রমেই শতকরা প্রায় ৫ ভাগের বেশী না হয়। ইহা না হইলে এই মিশ্রিত দ্রব্য সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী।

আলকাতরা ঘন করিয়া মিশাইলে, মিশ্রিত দ্রব্যে এমন একটা নরম ভাব আসে যে অনেক সময় কাঁচা রবারেও ঠিক তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যাপার এই যে মিশ্রণের যে পরিমাণ দেওয়া হইল, তাহা যেন কোন ক্রমেই বেশী না হয়; কেননা সামান্য একটু বেশী হইলেও রবারটা এত নরম হইয়া যাইতে পারে যে তাহার দ্বারা আসলে কোন কাজ হইবে না। ইহার পর যদি

গন্ধকদ্বারা উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলেও হয়ত রবারের স্থিতিস্থাপকতাটা চলিয়া যাইতে পারে। তখন নানাপ্রকার দ্রব্যের মিশ্রণ করিতে হয়; তখন আলকাতরা বা কাল কালি কিছুই মিশাইতে হয় না। এ সকলের পরিবর্ত্তে লিথার্জ (Litharge) মিশাইতে হয়। ইহা অবশ্য ভল্‌কানাইজিংয়ের পর কাল হয়।

জুতার বিভিন্ন অংশ

জুতার যতগুলি অংশ আছে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা, তলা (sole), উপরের দিক ও ভিতরের দিক।

তলা—সকল জুতার প্রধান ভিত্তিই হইল তলা। এই অংশটাই বেশী খুইয়া যায়। কাজেই এখানে বেশ মোটা ও শক্ত রবার দিতে হয়। অবশ্য স্ত্রী পুরুষ, বালক ভেদে এই তলা পাতলা বা পুরু হইতে পারে। রবারের অন্যান্য জিনিষ তৈয়ারী কবিতে হইলে সাধারণতঃ পরতে পরতে রবারের পাত বা চাদর জুড়িয়া দিলেই চলিতে পারে। কিন্তু জুতার তলার বেলা তাহা হইতে পারে না।

কেননা, জুতার তলা সকল জায়গায় সমান মোটা নয়। গোড়ার দিকটা পুরু, কিন্তু মাথার দিকটা পাতলা হয়। তারপর জুতার তলার একটা বিশেষ নমুনা আছে সেই নমুনা গড়াইয়া যাইতে হইবে; ট্রেড্‌মার্কও ছাপাইতে হইবে। এই সকল করিবার জন্য রবারটা একটা বিশেষ চাপিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। এই বিশেষভাবে চাপ দেওয়াটার উপর অনেক নির্ভর করে। এই যন্ত্রটিকে ক্যালেণ্ডার (calender) বলা যাইতে পারে। ইহার বিশেষত্ব এই হওয়া আবশ্যক যে ইহারা বেশ মজবুত হইবে; যে ভাঁজের মধ্য দিয়া রবারটা চলিয়া আসিবে তাহা বেশ সরু হইবে; তলাটা যতটা লম্বা, তদপেক্ষা সামান্য একটু বেশী পাশে হইবে।

শেষ ভাঁজটার সহিত যাহা কিছু দাগ কাটিতে হইবে, সেইগুলি থাকিবার দরকার; আর এগুলি এমন ভাবে থাকিবে যেন কোন একটা বিশিষ্ট খণ্ডের পর পরই এই দাগটা পড়িয়া যাইবে। আর যেন প্রত্যেকটা তলার পরই কাটিবার জন্য জায়গা থাকে। ইহা ছাড়াও যে সকল রোলারের মধ্য দিয়া এই রবারখানি চালাইয়া নিতে হইবে সেই রোলার গুলি কখনই একই গতিতে চালনা করা সম্ভব নহে। কোন-টাকে আস্তে চালাইতে হয়; কোনটা বেশ দ্রুত চালাইয়া লইয়া যাইতে হয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বলিবার আছে। রবারটা বেশ গরম রাখা দরকার; তাহা না হইলে মাঝে মাঝে বায়ু থাকিয়া যাইবে। কাজেই রবারটা আগাগোড়া সমান রকমের হইবে না। গরম রাখিলে আর একটা সুবিধা এই যে বিশেষ যেন নিপুণতার সহিত কাজ চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে, রবারের চাদরটা ইচ্ছামত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শেষ প্রক্রিয়া (Finishing) করিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

এক একখানি তলা কাটিয়া যাওয়ার আগে রবারের পাতটা কিছুক্ষণের জন্য—(এই ৫ মিনিট হইলেও হইতে পারে) ফুটন্ত জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ইহার ফলে এই হয় যে পরে যখন ভাল্‌কানাইজ করা হয় তখন আর রবারটা সঙ্কুচিত হইয়া যাইবার ভয় থাকেনা। লাসে যখন জুতা চড়ান যায় তখন সেটা খুব টানটান্ রাখিতে হয়; তলাটা আগে হইতে ঠিক থাকিলে

আর জুতার আকৃতি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে না।

এই তলাগুলি হাত দিয়াও কাটা যাইতে পারে, কোন কালের সাহায্যেও কাটা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই জুতার মাপ অনুযায়ী দস্তার পাতের দরকার হইয়া থাকে।

জুতার রকম অনুসারে তলার রবারে কি কি মিশাইতে হইবে তাহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। এ্যাডক্, হিল ও ডাঃ ডব্লিউ-এস্-এর মতে আজ কালকার দিনে নিম্নলিখিত দ্রব্য ও পরিমাণ ব্যবহৃত হয়।

(১)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রবার (West Indian rubber)	৫০	ভাগ
পুরোনো রবার	২৫	,,
রবারের পরিবর্ত্তে (গন্ধশূন্য) কোন দ্রব্য	২০	,,
কালঝুল (carbon black)	৮	,,
লিথার্জ (Litharge)	২৫	,,
ব্যরাইট্স্ (Barytes)	১০০	,,
হোয়াইটিং (Whiting)	৩০০	,,
গন্ধক	২½	,,

(২)

সিয়ারা (Ceara) রবার	৪০	ভাগ
রবারের পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য	৩০	,,
কার্ব্বন্ ব্ল্যাক্ (Carbon black)	৮	,,
লিথার্জ্জ	২৭	,,
হোয়াইটিং (Whiting)	৩০০	,,
ব্যরাইটস্ (Barytes)	৫০	,,
গন্ধক	১½	,,

জুতার উপরের দিকটা

তলাটার মত উপরের দিকটাও নানাভাগে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটা ভিন্ন নাম। সামনের দিক, পাশের টুকরা, আর পেছনের দিকটা—এই সবটা মিলিয়া জুতার উপরটা তৈয়ারী হয়।

তলাটাতে যত চোট লাগে উপরের দিকটাতে তত লাগে না; কাজেই উপরের দিকটা ক্ষয়ও হয় কম। কিন্তু উপরের দিকটা বাঁকা হয়, বাড়িয়া যায় বা মোচ্ড়াইয়া যায়—এই কারণে উপরের দিকের রবারটাও তদনুযায়ী মোলায়েম নমনীয় হওয়া দরকার যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। কাজেই উপরের দিকের রবারটা পাতলা হওয়া চাই। আর সাধারণতঃ এক কারখানা হইতে যত রকমের জুতাই তৈয়ারী হউক, সকলেরই উপরের দিকটা একই রকমেরই ঘন হইয়া থাকে। সাধারণ রকমের একটী তিন রোলারের ক্যালেণ্ডার হইলেই কাজ চলিতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে এই ক্যালেণ্ডার চালাইবার সময় ঠিক সমানভাবে চালান হয়। কেননা কোথাও সামান্য একটু জোরে চাপ পড়িলেই সেখানে একটা দাগ পড়িবে; অথবা রবার নরম বলিয়া অন্য কোন রকমের অসমতা আসিতে পারে, তাহাতে কাজের একান্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সামান্য একটু অসংযত হাতের নাড়া লাগিলেই লম্বা দাগ পড়িয়া যাইতে পারে। কাজেই এই কলটী চালনা করার উপর অনেক জিনিষ নির্ভর করে।

রবারটা মিশ্রণের উপরও রবারের প্রকার নির্ভর করে। কাজেই মিশ্রণটাও খুব যত্ন ও সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। এই সময়ে রবারটা যে অনুযায়ী নরম হইবে, উহাকে তদনুযায়ী কাজে লাগাইতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যের মত কিন্তু রবারের চাদরটা গোল করিয়া জড়াইয়া রাখিতে হয় না। কেননা তাহা

হইলে জড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আবার যদি প্রত্যেক পরতে পরতে একখানা কাপড়ের মত সূক্ষ্ম জিনিষও রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ জিনিষটা ভাঁজে ভাঁজে লাগিয়া এক একটা দাগ বসিয়া যাইবে। কাজেই দরকার মত নমুনা অনুযায়ী কাটিয়া কাপড়ে ঢাকা একটী ফ্রেমে বিছাইয়া দিতে হয়; তারপর একটার উপর একটা রাখিয়া প্যাক করা যাইতে পারে।

এই রবারের জন্য যে ক্যালেণ্ডার দরকার হয়, তাহার একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে এক সময়েই নমুনা আকারে রবারটাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অবশ্য যে রোলারগুলিতে শেষে ছুরী থাকিবে, সেইগুলি কাটা রবারের নমুনাভেদে বদলাইয়া বদলাইয়া দিতে হইবে। কাটিবার জন্য এক সময়ে গাদা করিয়া অনেকগুলি রবারের চাদর দেওয়া চলিবে না। যাহা হউক কাটা হইয়া গেলে, এই রবারটাকে বেশ যত্নের সহিত রাখা আবশ্যক। যতদিন সেগুলি দিয়া কোন কাজ না হয়, ততদিন সেগুলি এক জায়গায় গুছাইয়া ভিতরে ভিতরে এক একখানি কাপড় দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিতে হয়।

নিম্নলিখিত দ্রব্য সহায়ে এই উপরের অংশের রবার তৈয়ারী হইয়া থাকে।

প্যারা রবার (Para Rubber)	৫০ ভাগ
ব্যারাইট্স্	৫০ ,,
লিথার্জ্জ	২০ ,,
লিথোপোন্	৫০ ,,
(এঞ্জেল রেড্) Angel Red	১০ ,,
গন্ধক	২ ,,
Carbon black	২ ,,
আল্কাতরা মিশ্রণ (Pitch mixture)	১২ ,,

আল্কাতরার এই মিশ্রণটা তৈয়ারী করিতে নিম্নলিখিত জিনিষের দরকার—

পিচ্ (Pitch)	১০০ ভাগ
কার্ণাউবা ওয়াক্স্ (Carnauba wax)	৫ ,,
ধুনা	২½ ,,
এ্যাস্ফ্যাল্ট্	½ ,,

(ক্রমশঃ)

শ্রাবণ মাসের কৃষি

এসময় বেগুন, লঙ্কা, ঢেঁড়শ, ঝিঙ্গা, সীম, ধুন্দুল, বরবটী, লাউ, শশা ও বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি সজী বীজ বপন করিতে পারা যায়। দেশী শাকের মধ্যে পুঁই এবং বিদেশী এনডিভ এসপ্যারাগাস, হালিম, পার্শেলী, স্পিনাচ, সোরেল ব্লুমসডেল, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি শাকের বীজ এসময় বপন করা চলে।

শীতের সজী বীজ বপন করিবার এখনও সময় আসে নাই। জলদি ফসলের জন্য মূলা, শালগম, জলদী ফুলকপির বীজ এসময় বপন করা প্রয়োজন। শাকালু, পেঁপে, টেঁপারী, পেঁয়াজ, গ্লোব আর্টিচোক, মসরুমস্পন বা কোঁড়কের বীজ এই সময় লাগান চলে। জলদী ফলন পাইবার আশায় কেহ কেহ পালম শাক, টম্যাটো বাঁধাকপি ও মটর শুটী লাগাইয়া থাকেন। বেগুনের চারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে এসময়ে উহা তুলিয়া জমিতে লাগাইতে পারা যায়। বর্ষায় চারা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে কিছু বেশী পরিশ্রম ও যত্ন লওয়া আবশ্যক নতুবা সফলকাম হওয়া যায় না।

আসাম ও বাংলার অনেক স্থানে এসময় আমন ধান্যের আবাদ হয়। বাংলার নিম্ন জমির পাট এই সময় কাটা হইয়া থাকে। আঁক, আদা ও হলুদ গাছের গোড়ায় এসময় মাটী তুলিয়া দিতে হয়। তামাক, সরগুজা ও কৃষ্ণতিলের বীজ এসময় বপন করা চলে। পশুর খাদ্যের জন্য রিয়েনা, লুসার্ণ, গিনিঘাস, এবং ধেধান, ভুট্টা প্রভৃতির বীজ লাগান চলে। পিপুলের কাটিং কাটিয়া এই সময়ে জমিতে লাগাইতে হয়।

ইণ্ডাডালসিস, ডোডেনিয়া ভিসকোসা ইরিথিনা ইণ্ডিকা, একাকিয়া এরাবিকা প্রভৃতি বেড়ার বীজ বাগানের ধারে ধারে লাগাইতে পারা যায়। নতুবা একস্থানে বীজ ঘনভাবে চারাইয়া চারা বাহির হইলে জমির ধারে ধারে বসাইলেও চলে। ইউক্যালিপটাস, মেহগ্নি, রেণট্রি গোল্ডমাহের, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের বীজ এবং বাহারী বাঁশের বীজ ও গাছ লাগাইবার ইহাই উপযুক্ত সময়। বিবিধ ফলের বীজ হইতেও এই সময় চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। জিনিয়া, দোপাটী, অপরাজিতা, এম্যারান্থাস, মোরগফুল, কোরিয়প্সিস, কসমস, গিলার্ডিয়া, কৃষ্ণকলি, গমফ্রেনা পর্টুলেকা, আইপোমিয়া এন্টিগোনান, তরুলতা মুনফ্লাওয়ার, ভিনকা, কনভলভিউলাস, সান-

ফ্লাওয়ার, ধুতুরা (ডাটুরা), ক্যাণা, গাঁদা প্রভৃতি মরশুমি ফুলের চারা এখনও লাগান চলে। ক্যাণা গাছের ঝাড় ঘন সন্নিবিষ্ট থাকিলে পাতলা করিয়া নাড়িয়া বসাইবার ইহাই সময়।

বেল, যুই, চামেলী, মল্লিকা, জবা, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাটিং মাটীতে পুতিয়া উহা হইতে এসময় চারা জন্মান যাইতে পারে। রঙ্গন, জবা, করবী, চাঁপা, বেল ও গোলাপের কলমও এসময় লাগান চলে। নানাজাতীয় লিলি, রজনীগন্ধ, বাহারি কচু প্রভৃতির মূল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসাইয়া এই সময় চারা বাড়াইয়া লইতে হয়। ক্রোটন, একালিফা, ইরেস্থিমাম, প্যালাক্স প্রভৃতি বাহারে পাতার ডাল কাটিয়া এই সময় বসাইলে সহজে শিকড় হয়।

আম, লিচু, কুল, লেবু, জামরুল, পেয়ারা, সপেটা, পীচ, লকেট প্রভৃতি ফলের গাছও এসময় লাগান চলে। ঐ সমস্ত গাছে কলম বাঁধিবার আবশ্যক থাকিলে এসময়ে সম্পাদন করা দরকার। নারিকেল গাছ এসময়ে বসান চলে। আনারসের ফাকড়া ও ফলের মাথা ভাঙ্গিয়া এই সময়ে বসাইলে শীঘ্র শিকড় হয়। এসময় সমুদয় ফল ফুলের কলম লাগাইলে জল দিবার পরিশ্রম ও খরচা বাঁচিয়া যায় কিন্তু চারা গাছের গোড়ায় যাহাতে জল না বসে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। অধিক বৃষ্টির সময় গাছ লাগান যুক্তিসঙ্গত নয়।

বাংলার বেকার সমস্যা

শ্রীহরিপদ দত্ত বি, এস, সি, সেরামিষ্ট

জগতের দিকে দিকে আজ জাগরণের সাড়া পড়েছে। সে সাড়ার তরঙ্গ ভারতের বুকেও আজ হিল্লোল জাগিয়ে তুলেছে। নব জাগ্রত ভারত আজ তার স্থান বিশ্বমানবতার প্রাঙ্গণে অধিকার করে নিতে সচেষ্ট। কিন্তু এই প্রগতির হোতা যুবক ভারত, ঘনান্ধকারময় রাজনৈতিক গগনের নীচে পথহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। বাংলার যুবকও এই দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের হাত হতে পরিত্রাণ পায় নাই। এর উপর আবার অর্থনৈতিক সমস্যার কুহেলিকা আবরণে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন। আর এই কুহেলিকা দিনে দিনে ঘনীভূত হয়ে আশাসূর্য্যের ক্ষীণ আলোক-রেখাটীকেও ক্ষীণতর করে তুলছে। জগতের মনীষীবৃন্দ ও কর্ম্মযোগীগণ তাঁদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করেও এর প্রতিকারে আজ অপরাগ। এর অপারগতার গ্লানি জগতের বুকে যে মসীকৃষ্ণ কলঙ্ক কালিমা লেপন করে দিয়েছে, সে কলঙ্ক মোচনের জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক মানব আজ তীব্র সাধনায় লিপ্ত। নব জাগ্রত ভারতের নবীন ও প্রবীণ তপস্বীগণও আজ আর নিশ্চেষ্ট নাই। তাঁরাও দ্বিগুণ উৎসাহে এই সর্ব্বব্যাপী সমস্যার সমাধানকল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন। আর এই বড় আশা ও আনন্দের কথা যে বাংলা তথা বাঙ্গালী এই উৎকট সমস্যার সমাধানে একটা নূতন পন্থার আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে। ফলাফল ভগবানের হাত। তবে এটা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে নিরাশা-ন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরে পথহারা বাঙ্গালী একটী প্রকৃত পথের আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে। এখন আমাদের প্রয়োজন সে পথে চলার সামর্থ্য অর্জ্জন করা। চেষ্টার ত্রুটী নাই; আশাকরি শক্তিরও অভাব হইবে না। এপথ আজিকার নূতন সৃষ্টি নয়—বহুদিনের পুরাতন পথ, বহু কৃতী ভারত সন্তানের পদরেখা বুকে ধরে এতকাল ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরে আবর্জ্জনার স্তূপে লুপ্তপ্রায় রয়েছিল। আজ নব জাগ্রত বাঙ্গালী নব আবিষ্কৃত পথ-রেখা ধরে তার বহুবিস্মৃত কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার-কল্পে বদ্ধপরিকর।

জগতের প্রত্যেক দেশে দিকে দিকে আজ কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত বহু সমর্থ লোক কর্ম্মহীন, অন্নবস্ত্রের সংস্থানহীন। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কর্ম্মাভাব প্রযুক্ত তাহারা অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ। তাহাদের হাহাকারে আজ জগতের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ। এত বড় আশ্চর্য্যের কথা যে আমেরিকা, যাহা "জগতের ধনভাণ্ডার" নামে খ্যাত তারও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ ক্রমেই শূন্যতার

দিকে এগিয়ে চলেছে ; অন্যে পরে কা কথা। ভারতের ঘরে ঘরে * শিক্ষিত যুবক মনোকষ্টে দিন কাটাইতেছে (* প্রতিকার অসমর্থ)। বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যুবক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া জীবন সংগ্রাম ক্ষেত্রে আসিয়া নিজেদের অসহায় দুরবস্থা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। সংসার সংগ্রামে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় মাখিয়া কেহ কেহ বা আত্মহত্যার দ্বারা সর্ব্বদুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে, অথবা অবিভাবকের গলগ্রহ হইয়া দিন কাটাইতেছে। ইহাতেও কিন্তু আমাদের শিক্ষায়তনগুলি শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতেছে না। আমাদের এখন বাধ্যতামূলক শিল্প শিক্ষা ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার প্রচলন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। স্যার পি, সি, রায় ঠিকই বলিয়াছেন যে, আজকাল একজন গ্র্যাজুয়েটের মূল্য পঁচিশ টাকা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুস্তিকা-চর্ব্বিত-চর্ব্বণ প্রিয় বাঙ্গালী যুবক জীবন সংগ্রামে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ; পঁচিশ টাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই ত' আমাদের শিক্ষার বহর। তবুও ওই শিক্ষার মোহ আমাদের ঘুচিল না। শ্রম, মর্য্যাদা ও জীবন সংগ্রামের জন্য সামর্থ্য অর্জ্জনের মূল্য আমরা বুঝিলাম না। স্যার পি, সি, রায় যে ল' কলেজ ভূমিসাৎ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। যাহা হউক, আজকাল যুবক ভারত তাহার অপারগতা উপলব্ধি করিয়া পরিত্রাণের উপায় সন্ধান করিতেছে। শ্রমপরাঙ্মুখ বাঙ্গালী যুবক ক্রমশঃ শ্রমমর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পড়িয়াছে। এইত সেদিনের ১৯৩১ এর সেন্সাস্ রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে যে, বাংলার ৫ কোটী ১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ১ কোটী ৪৪ লক্ষ উপার্জ্জনশীল ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ তাহাদের উপার্জ্জনক্ষম আত্মীয়ের গলগ্রহ। আর এই দুই বৎসরে বেকারের সংখ্যা আরও কত বাড়িয়াছে তাহা কে জানে! বাংলার এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় যে সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় কুটীর শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রস্তাব করেন—তাহা সত্যই বাংলার বুকে নবীন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে। শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নবাব কে, জি, এম, ফারোকী মহাশয় ইহা সমর্থনপূর্ব্বক বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লক্ষ টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইয়া শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের উপর এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে সাতটী শিল্প যাহা অল্প মূলধনে কুটীর শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর সেই কয়টী আপাততঃ আমাদের শিক্ষিত, বেকার, ভদ্র যুবকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রত্যেকটী বিষয়ই খুব সরলভাবে ও যথাযথরূপে তিন-চারি মাসের মধ্যেই শিখাইয়া দিতে পারা যাইবে। কোনটির জন্যই হাজার টাকার অতিরিক্ত মূলধনের আবশ্যক হইবে না ; অধিকন্তু প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত deserving শিক্ষিত যুবককে নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য অর্থসাহায্য পর্য্যন্ত করা হইবে। ইহার জন্য আবার সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করা হইয়াছে। নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণ এই ধনভাণ্ডারের সৃষ্টিকর্ত্তা—

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ইঞ্জিনিয়ার

—১০০০৲

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

—৫০০৲

নবাব কে, জি, এম ফারোকী ——৫০০০৲
শ্রীযুত ঘনশ্যামদাস বিরলা ——৭৫০০৲
স্যার হরিশঙ্কর পাল ——৭৫০০৲

ইঁহাদের এই রাজোচিত দানের গরিমায় বাংলা আজ গৌরবান্বিত। বাংলার যুব-প্রগতির ইতিহাসে ইঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এখন এই প্রস্তাবের কার্য্য প্রণালীই আমাদের আলোচ্য বিষয়। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রকারের শিল্প-প্রণালী বাঙ্গালী যুবকগণকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবেন। প্রত্যেক প্রকারের ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য চারিটি করিয়া দল সর্ব্বশুদ্ধ ৭টী শিল্পে ২৮টী দল গঠিত হইবে। প্রত্যেক দলে একজন করিয়া শিক্ষক, একজন মিস্ত্রি,একজন সহকারী ও একজন মজুর থাকিবে। তাহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া উপযুক্ত যুবকগণকে বিনা বেতনে হাতে কলমে এক একটী পছন্দসই শিল্প শিক্ষা দিয়া আসিবে। শিক্ষার পর সেই সকল যুবক নিজ নিজ ব্যবসায় আরম্ভ করিবে। ইহাই এখন শিল্প-বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহ-প্রণালী। যে সাতটী বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইল।

(১) সাবান প্রস্তুত প্রণালী

ইহা শিল্প-বিভাগের রাসায়নিক বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ ও হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিতে তিন মাস সময় লাগে। ইহার পর শিক্ষিত যুবকগণ স্বাধীন ভাবে কাপড় ধোয়া সাবানের ব্যবসায় মাত্র ৩০০৲টাকা মূলধনেই আরম্ভ করিয়া মাসিক ৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে।

রাসায়নিক বিভাগে আরও বহু প্রকারের গবেষণা-কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হয়। ভারতজাত বহু প্রকারের তৈল-বীজ, অজ্ঞতা প্রযুক্ত কোন কার্য্যেই ব্যবহৃত না হওয়ায় অকারণ নষ্ট হয়। সেইসব বীজ হইতে তৈল নিষ্কাষণ করিয়া, তাহা হইতেও যে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাসায়নিক ডাঃ রসিকলাল দত্ত ডি, এস্ সি (লণ্ডন) মহোদয় গবেষণা করিয়া ও হাতে কলমে প্রস্তুত করিয়া সাবান-শিল্পের উন্নতিকল্পে সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন। অধুনা পেণ্ট ও বার্ণিশ সম্পর্কে গবেষণাদি খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। আশা আছে যে অচিরে তাহার ফলাফল সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে।

(২) পিতল, কাঁসার দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী

ইহা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত এস্ সি, মিত্র বি এস্ সি (ইঞ্জ) লণ্ডন মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। দেখা গিয়াছে যে এই ব্যবসায় প্রায় ৬০০৲ টাকা মূলধনে আরম্ভ করিয়া মাসে ৫০।৬০ টাকা লাভ হইতে পারে। সত্যই, কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবক এই বিভাগে কার্য্য শিক্ষার পর নিজ কারখানা স্থাপন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাও তিন মাসে শিক্ষা করা যায় (সম্পূর্ণ হাতে কলমে)এই ব্যবসায়ে আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, এক প্রকারের নূতন মিশ্রধাতু আবিষ্কার করা হইয়াছে, যাহা সাধারণ কাঁসার অপেক্ষা কম মূল্যে প্রস্তুত করা যায়। ধাতু গলাইবার নূতন ও সহজ প্রণালীরও উদ্ভাবন করা হইয়াছে। সত্যই ইহা ধাতু-দ্রব্যের ব্যবসায়ে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

(৩) ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি ব্যবসায়—

এই ব্যবসায় বাংলায় মাত্র কয়েকজন লৌহ-কারের একচেটিয়া ছিল। তাহারা বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই বিভাগে শিক্ষিত যুবকগণ অনায়াসে ৫।৭ শত টাকার মধ্যেই এই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া উৎকৃষ্টতর দেশী ছুরি, কাঁচি, প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে; অধুনা বিশিষ্টরূপে উন্নততর অথচ অল্পায়াসসাধ্য ও অল্প ব্যয়বহুল প্রণালীতে টেম্পারিংএর গবেষণা চলিতেছে। ফলাফল দেখিয়া আশা হয় যে খুব শীঘ্রই এ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বাংলার বেকার সমস্যা কথঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করিতে সমর্থ হইবে।

(৪) ছাতা ও ছড়ি প্রস্তুত প্রণালী

কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ভারতে ব্যবহৃত সমস্ত ছাতাই বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিত। মাত্র কয়েক বৎসর হইল বাংলায় কয়েকটী বিশিষ্ট ধনী ২।৩টী ছাতার কারখানা স্থাপন করিয়া বাংলার এই অভাব দূর করিয়াছেন এবং বহু টাকা লাভ করিয়াছেন। ইহা সত্যই অল্প মূলধনে স্থাপন-যোগ্য একটি অতীব লাভজনক ব্যবসায়। শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় ইহা লক্ষ্য করিয়া আজ কয়েক বৎসর হইতেই ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই শিল্পটি বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া বহু যুবককে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইয়াছেন। এখনও এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতির আশা আছে। এই বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এই যে, খুব শীঘ্র ও সহজে ছাতা ও ছড়ির বাঁট, হাতল বাঁকানো এবং বাঁশ ও কাঠের উপর খুব সহজ প্রণালীতে চিত্র অঙ্কনাদি সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবসায় খুব কম মূলধনে আরম্ভ করা যায়;

মাত্র ২৫০৲ টাকায়—মাসিক ৩০।৪০ টাকা লাভ করা যায়,—ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালীও যথোপযুক্ত সরল। দুই মাসের মধ্যেই সমস্ত হাতে-কলমে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে শিক্ষা করা যায়।

(৫) মৃৎশিল্পের ব্যবসায়

বাংলাদেশে বহুদিন হইতে এই ব্যবসায় প্রচলিত আছে। কিন্তু স্থানীয় কুম্ভকারগণ মৃৎপাত্রের উপর গ্লেজিং (glazing) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বাংলাদেশে কিছুদিন হইতে পোরসিলেন অর্থাৎ চিনামাটীর দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে; এবং তাহার চাহিদাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহা খুবই মহার্ঘ্য এবং সে ব্যবসায়ে বহু টাকা মূলধনের আবশ্যক। তাই বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ কুটীর শিল্প হিসাবে কার্য্য করা সম্ভবপর দেখিয়া লাল মাটী অর্থাৎ সাধারণতঃ সর্ব্বস্থানে যেরূপ মাটী পাওয়া যায়, সেই মাটীর পাত্রাদি গ্লেজিং করার প্রণালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে যে-সমস্ত আনুসঙ্গিক শিক্ষার প্রয়োজন সমস্তই হাতে কলমে চারি মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবসায়ের বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞ রাসায়নিক, মৃৎশিল্পী ও ইণ্ডিষ্ট্রিয়েল ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের যুক্ত প্রচেষ্টায় সর্ব্ব বাধা দূর করিয়া ইহাকে একটী লাভজনক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার জন্যও ৭।৮ শত টাকার বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না, অথচ মাসিক ৬০।৭০ টাকা লাভ হইতে পারে।

(৬) চামড়া পাকান ও জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি চামড়ার দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী

বাংলাদেশে আজিও ইহা খুবই লাভজনক ব্যবসায়; ব্যবসায় পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা পছন্দ করিত না। আর হিন্দুরা ত' এ এই ব্যবসায়ে কোন সংস্রব রাখিতেই চাহিত না। অধুনা শ্রমমর্য্যাদা ও জীবন-সংগ্রাম সম্বন্ধে সচেতন বহু বাঙ্গালী এই ব্যবসায়ে শ্রম ও বুদ্ধির নিয়োগ দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন। সাধারণতঃ, বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ, আই,এস্ সি ও বি,এস্,সি, পাশ ছাত্রদের ৩ বৎসরে সর্ব্ববিধ চামড়া পাকান ও আনুষঙ্গিক অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ও সামান্যরূপ শিক্ষিত যুবকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে দেখিয়া ৩।৪ মাসের মধ্যে জুতার তলার চামড়া পাকান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় ও সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি যথা—জুতা,ব্যাগ,বাক্স, প্রভৃতি সেলাই ও নির্ম্মাণ-প্রণালী হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, যাহাতে এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ ৫।৭ শত টাকা মূলধনের ব্যবসায় করিয়া মাসিক ৫০।৬০ টাকা লাভ করিতে পারেন। আশা করা যায়, বাঙ্গালী যুবক শ্রম সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকারের ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া এই লাভজনক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া এই দুর্দ্দিনে যথোপযুক্ত উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৭) বয়ন শিল্প

তুলা এবং পাট হইতে প্রস্তুত বহুপ্রকারের বস্ত্রাদি, ধনী, নির্ধন নির্ব্বিশেষে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। আজিও বহু টাকার বস্ত্রাদি বিদেশ হইতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাংলায় আমদানী হয়।

বয়ন শিল্প আজ ভারতের তথা বাংলার একটী প্রধান শিল্পরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বহু লক্ষ ব্যক্তি এই শিল্পে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে; এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাংলা দেশে অনেক গুলি বয়ন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের

ভবিষ্যৎ যে উন্নতির আশালোকে সমুজ্জ্বল, তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। গভর্ণমেন্ট বহু দিন হইতেই এই শিল্পে যথোচিত ও যথাবিধি শিক্ষাদানকল্পে শ্রীরামপুরে একটি বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায় বয়ন ও রঞ্জন শিল্প সম্বন্ধে হাতে কলমে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু বহুদিন ব্যাপী শিক্ষা। তাই অল্প সময়ে শিক্ষা দিবার জন্য সাধারণভাবে ৩।৪ মাসের মধ্যেই বয়ন সম্বন্ধে মোটামুটিরূপে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ তুলা ও পাট হইতে স্বল্প মূলধনে স্বাধীনভাবে নানা প্রকারের আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। সকলেই জানেন, বাংলা দেশ পাটের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু ইহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয় ও তথা হইতে বস্ত্রাদিতে রূপান্তরিত হইয়া এদেশে আবার ফিরিয়া আসে ও বহুগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়। কুটির শিল্প হিসাবে কিছু পাট যাহাতে এ দেশেই ব্যবহৃত হইতে পারে এই বিভাগ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহারও জন্য প্রায় ৬।৭ শত টাকা মূলধনের আবশ্যক। মাসিক ৫০.৬০ টাকা লাভ হইতে পারে।

উপরিলিখিত সাতটি শিল্পের সবগুলিই গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও এই বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে একটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহাতে প্রায় ৫০।৬০ জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক নিজেদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। তত্ত্বাবধান করিতেছেন শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার ও ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়। বিশেষ করিয়া শিল্প ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ধনীর দুলাল হইয়াও তিনি যেরূপ যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া এই প্রচেষ্টার সাফল্য কল্পে সময়, শক্তি, সামর্থ্য এমন কি অর্থ পর্য্যন্ত নিয়োগ করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ।

বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী আজ দুর্ভাগ্যপীড়িত ও বহু লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত। বহু কৃতবিদ্য বাঙ্গালী গ্রাসাচ্ছাদন ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাংলা দেশে আত্মীয় বন্ধু পরিবারবর্গ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। আজ তাঁহারাও বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন। অথচ বাংলা দেশে অবাঙ্গালীর প্রতিপত্তি ও ব্যবসায়ে ক্রমিক উন্নতি স্বতঃই পরিলক্ষিত হয়। বাংলার এই জাগ্রত জাতীয়তাবোধের সময় লাঞ্ছিত বাঙ্গালী যদি মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া উপরিলিখিত যে কোন ব্যবসায়ে স্থির সংকল্প আত্মনিয়োগ করেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, তিনি জীবন সংগ্রামে স্বচ্ছন্দে জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া নিজ স্বাধীন ব্যবসা পরিচালনে সমর্থ হইবেন। আমার এই প্রবন্ধ যদি কোনও যুবক বাঙ্গালীর হৃদয়ে আশা ও উদ্যমের জাগরণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। —"প্রদীপ"

[এই প্রবন্ধ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণা অনুযায়ী লিখিত হইল। ইহাতে কোন প্রতিষ্ঠান, এমন কি আমাদের বঙ্গীয় শিল্প বিভাগেরও কোন সম্পর্ক নাই। ইহা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমত। ইতি—লেখক।]
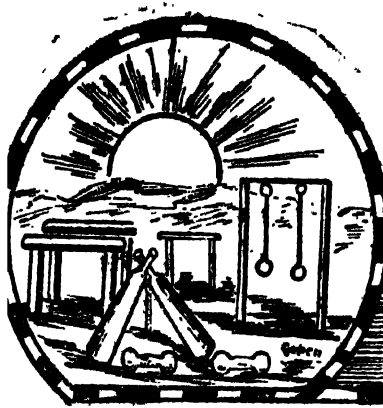
স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটি সহজ উপায়

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেশাস্ত্রী)

১। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ মুক্তবায়ু সেবন কর্ত্তব্য। এরূপ বায়ুতে যে অক্সিজেন থাকে, তাহা লাভ করার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে।

২। শয্যা হইতে উঠিয়াই চায়ের পেয়ালা লইয়া বসা উচিত নহে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে চা তো উপযোগীই নহে, নিতান্ত অভ্যাসের বশে ইহা ছাড়িতে না পারিলেও খালি পেটে ইহা পান করায় বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে।

৩। দোকানের বা রেষ্টরেণ্টের চা পান করা আর অঞ্জলী অঞ্জলী বিষ পান করা সমান কথা। দোকানদারেরা একই বাল্তির জলে পান করা সকল পাত্রই ডুবাইয়া লয়; ইহাতে একের সংক্রামক রোগ অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। চা পান করা যাঁহাদের অভ্যাস আছে, স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে তাঁহারা বাড়ীর প্রস্তুত ভিন্ন উহা যেন কদাচ পান না করেন।

৪। ছোলা ভিজা এবং আদার কুচি ও সৈন্ধব লবণ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে কোন প্রকার রোগ হইতে পারে না। সকালে এবং বিকালে অন্য খাবার না খাইয়া মুড়ি, নারিকেলের লাড়ু, নারিকেলের সন্দেশ প্রভৃতি খাইলে স্বাস্থ্যবান্ হওয়া যায়। মুড়ির প্রচলন এক সময়ে আমাদের দেশে খুবই ছিল, এখন সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পুনঃ প্রচলন হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে।

স্নানাহারের সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। কোন দিন আটটায়, কোনওদিন নয়টায় কোনও দিন ১০ টায় আহার করিলে পরিপাকের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

আহারের মত স্নানের সময়ও ঠিক রাখিতে হইবে, তাহা ছাড়া কোনও দিন পুষ্করিণীতে, কোনও দিন নদীতে, কোনো দিন কলের জলে,

কোনো দিন কুয়ার জলে স্নান করিলে শরীরের পক্ষে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে।

৬। অপরিস্কৃত জলে বা যে জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, সেরূপ জলে স্নান করিলে রোগভোগ অনিবার্য্য।

আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। আহারও অতি ধীরে ধীরে ভালরূপ চর্ব্বণ করিয়া করা কর্ত্তব্য। অনেকে কার্য্যের খাতিরে যে নাকে মুখে গুজিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিয়া থাকেন, তাহার ফলেই রোগ ভোগ করিতে বাধ্য হন। ধীরে ধীরে আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পক্ষে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

৮। স্নানের সময় ভাল করিয়া তৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। তৈল মর্দ্দনে আমাদের লোমকূপ গুলি পরিষ্কার হয় এবং লোমকূপ দিয়া শরীরের মধ্যে উহা প্রবেশ করায় শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গায়ে সরিষার তৈল মর্দ্দন করাই ভাল। সরিষার তৈল মর্দ্দনে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দিগের মতে নানারূপ রোগেরই যে মূল কারণ বীজাণু, সেই বীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া থাকে।

৯। অধিক পান চর্ব্বণ করা দাঁতের পক্ষে তো অনিষ্টকরই, তা'ছাড়া অধিক পান চিবাইলে পরিপাকেরও বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

১০। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই বিষবৎ বর্জ্জন করিতে হইবে। একদিন মাদক দ্রব্য সেবনে যে বিষ উদরস্থ করা হয়, তাহার ফলে ভোগ একদিনেই শেষ হয় না।

১১। নিমন্ত্রণ খাওয়া যত কম করা যায়, ততই ভাল। নিমন্ত্রণে যাইলেও পরিপাক করিবার শক্তিতে যতটা কুলায়, তাহার বেশী আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কোনও সংক্রামক পীড়ার সময় নিমন্ত্রণ খাওয়া একেবারেই বর্জ্জন করা উচিত।

১২। দুই বেলাই কিছু কিছু ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। মুগুর ভাঁজা, ডম্বল, ডনফেলা প্রভৃতি ব্যায়ামে শারীরিক পেশীগুলি অধিক পুষ্টিলাভ করে। অন্য ব্যায়ামের সুবিধা না হইলে মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ করিলেও ব্যায়ামের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১৩। দিবা নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ— দুইটিই স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ, কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে অল্পক্ষণ নিদ্রা যাওয়া চলিতে পারে।

১৪। মলমূত্রের বেগ ধারণে নানারূপ পীড়া উৎপত্তি নিশ্চিত। হাঁচি, কাসি প্রভৃতির বেগও ধারণ করিতে নাই। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সকল প্রকার বেগ ধারণেরই নানারূপ কুফলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

১৫। মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ, মানসিক প্রফুল্লতায় স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কুসঙ্গ করিয়া বা কুকাজে রত হইয়া মনের প্রফুল্লতা আনয়ন কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে অনিষ্ট হইয়া থাকে।

১৬। কুচিন্তায় শরীর ক্ষয় হয়, অতএব স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১৭। "লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু"—এই যে কিম্বদন্তীটি চলিয়া আসিতেছে, ইহার মূল্য খুবই বেশী। অন্যায় কাজ করিলে তাহার ফল ভোগ অবশ্যই করিতে হইবে—স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-নিষেধগুলি এই জন্যই মানিয়া চলা আবশ্যক। যাঁহারা বাল্যে বা যৌবনে কামক্রোধাদি ষড়রিপুর একান্ত দাস হইয়া পড়েন, বার্দ্ধক্যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি নিশ্চিতই ঘটিয়া থাকে। এইজন্যই ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা বাল্যকাল হইতে করিতে হয়। যাঁহারা চিত্তসংযম করিতে পারেন, রোগের যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে কদাচিৎ ভোগ করিতে হয়। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য চিত্তসংযমের মত আর কিছুই নাই। শাস্ত্রকারগণ এই চিত্তসংযমেরই নামান্তর করিয়াছেন যোগশিক্ষা। যাঁহারা চিত্তসংযমে অভ্যস্ত হইয়া যোগী হইয়াছেন, নীরোগ ও দীর্ঘজীবন লাভের দ্বার—তাঁহাদের জন্য চিরদিন মুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

১৮। কুৎসিত নাটক-নভেল পাঠ করা অপেক্ষা ইতিহাস পুরাণাদি পাঠে অধিক সময় ব্যয় করা কর্ত্তব্য। নাটক-নভেল পাঠের ফলে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইহা শরীর ক্ষয়ের বিশেষ কারণ। থিয়েটার এবং বায়স্কোপ দেখা সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযুজ্য। ভগবানের রঙ্গভূমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে রঙ্গ প্রতিনিয়ত তিনি দেখাইতেছেন, তাহা ছাড়িয়া আর নূতন রঙ্গের অভিনয় দেখবার প্রবৃত্তি—দমন করাই ভাল।

১৯। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে প্রত্যহ নিম্নলিখিতরূপ আহার্য্য গ্রহণ কর্ত্তব্য—

চাউল—দেড় পোয়া হইতে সাত ছটাক।

দাউল—দেড় ছটাক হইতে দুই ছটাক।

মৎস্য—অর্দ্ধপোয়া হইতে আড়াই ছটাক।

ঘৃত, তৈল—দেড় কাচ্চা হইতে তিন কাচ্চা।

লবণ—এক কাচ্চা।

তরকারী দুই ছটাক।

মসলা—অর্দ্ধ কাচ্চা।

দুগ্ধ—অর্দ্ধসের হইতে তিন পোয়া।

কোন কোন দিন মৎস্য না খাইয়া মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা মৎস্য বা মাংসাসী নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এবং যাঁহারা দাল কম খাইয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে দুগ্ধ আরও বেশী খাওয়া উচিৎ।

২০। একই জিনিষ প্রত্যহ খাওয়া রুচিকর নহে, এজন্য আহারের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। প্রত্যহই ফল অধিক করিয়া খাওয়া উচিত। ফলের রসে শরীর যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হইয়া থাকে।

———

শ্রমের মর্য্যাদা—বাঙ্গালীর পরাজয়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমাদের দেশের যুবকগণ এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে কি কারণে ব্যর্থকাম হয় তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি।

যাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় জেলায় ও মহকুমায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রায়ই তথাকার উকিল এবং মোক্তারদের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহারা পালা করিয়া হাটবাজার, এমন কি রন্ধন করা ও থালাবাসন মাজিতেও কুণ্ঠিত হইত না—বিদ্যালাভের জন্য এ-সকলকেই তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিত। পরলোকগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী হইতে জানা যায়, তিনি কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে এক সামান্য বেতনভুক্ ছাপাখানার কম্পোজিটরের বাড়িতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। দৈনিক বাজার ও পাকশালার সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত। তিনি বলিয়াছেন যে দিনের পর দিন মশলা হলুদ ইত্যাদি বাটিতে তাঁহার অঙ্গুলির নখগুলি হলুদ বর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি তখন দেখিতাম, কলেজের প্রবাসী ছাত্রগণ এক-একটি মেসে থাকিত এবং মাসের পর মাস পালা করিয়া এক-এক জন ম্যানেজার নিযুক্ত হইত, এবং ছাত্রগণ পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকেই ভৃত্যসহ বাজার করিত। ইহাতে যে কেবল চাকরের চুরি বন্ধ হইত তাহা নহে, ভাল টাটকা জিনিষপত্রও আনা হইত। এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার সঙ্গে বরাবর আট-দশ জন ছাত্র বাস করে এবং ইহাদের ভিতর নিয়মিত ভাবে একজন-না-একজন প্রত্যহ বাজার করে।

আজকাল এই সকল সুনিয়ম একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। কুক্ষণে লর্ড হার্ডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দশ-বার লক্ষ টাকা এই সর্ত্তে অর্পণ করেন যে, সিটি, বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী, রিপন ইত্যাদি কলেজ সংসৃষ্ট একটি করিয়া রাজ-প্রাসাদ তুল্য ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইবে। তখন চারিদিকে বাহবা পড়িয়া গেল। অবশ্য লর্ড হার্ডিঙের উদ্দেশ্য ভালই ছিল। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের জন্য সুন্দরভাবে আলোবাতাসযুক্ত ছাত্রাবাসগুলি সত্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে শিব গড়িতে গেলেই বাঁদর হইয়া পড়ে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্ত সরঞ্জামই বিদ্যমান, কল টিপিলেই বৈদ্যুতিক আলো, দ্বিতল ও ত্রিতল কক্ষে পাম্প-করা জলের ব্যবস্থা, তারপর ঘণ্টা বাজিলেই তৈয়ারী ভাত, প্রয়োজনীয় যা-কিছুই হাতের কাছে। সত্যবটে এখনও এইসব

ছাত্রাবাসের অনেক স্থানে মেসেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেগুলিও কি রকম বিশৃঙ্খল ভাবে চালিত হয় তাহার নিদর্শন দিতেছি। ছেলেরা এমন বাবু হইয়া উঠিয়াছে যে, যদিও পনর-বিশ জন ছাত্র লইয়া এক-একটি মেস্ হয়, তবু প্রত্যহ ভৃত্যদের সহিত বাজার করা তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। কয়েকদিন হইল আমি সায়ান্স কলেজের একটি মেস দেখিতে গিয়াছিলাম। বিশ-একুশ জন ছাত্র সেই মেসে বাস করে বাজার সেস্থান হইতে মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা পালা করিয়া বাজারে যাও কি-না। সলজ্জ ভাবে উত্তর আসিল, না। আমি বলিলাম, বাপু ৩×৭=২১ তাহা হইলে তিন সপ্তাহে একজনের মাত্র একদিন পালা পড়ে, ইহাও কি তোমাদের ক্লেশসাধ্য মনে হয়? ইহার উপর আবার একটি কুপ্রথার হাওয়া বহিতেছে। এমন অনেক মেস আছে যেখানে শ্রীমানেরা ঠাকুর ও ভৃত্যদের সহিত কনট্রাক্ট করিয়া থাকেন অর্থাৎ "মাসে এত দিব, দুবেলা দু-মুঠা খাইতে দিবে।" বলা বাহুল্য যত রকম শুষ্ক ও বাসি তরকারী মাছ তাহাদের আহার্য্য হইয়া থাকে। আমার বক্তব্য এই যে, ছেলেরা এখন কুড়ের বাদশা হইয়া উঠিতেছে। যদি বুঝিতাম, শ্রীমানদের নিকট সময়ের মূল্য এত বেশী যে তাঁহারা সর্ব্বদাই পাঠে নিরত থাকেন এবং এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা তাঁহাদের প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না

তাহা হইলে তেমন ক্ষোভের কারণ হইত না, কিন্তু প্রায়ই যখন দেখা যায় তাঁহাদের রবিবার ও ছুটির দিন অধিকাংশ সময়েই দিবানিদ্রা, গল্পগুজব, তাস, ক্যারাম ও পিঙপঙ্ ইত্যাদিতে অতিবাহিত হয় তখন এ-সব ওজর-আপত্তি আর খাটে না। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এ প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে, আজকাল ছেলেরা নিজের দোষেই অকেজো, উপায়হীন, অলস পুতুল হইয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহারা যখন পৃথিবীতে জীবনসংগ্রামে প্রবেশ করে তখন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাকে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই যে, পাঞ্জাবের ছাত্রগণের মধ্যে বিলাসিতার স্রোত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রবাহিত। আঠার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম লাহোরে যাই তখন দেখি গবর্ণমেণ্ট কলেজ-সংসৃষ্ট বিলাতী ধরণের হোষ্টেলগুলি সাহেবীয়ানা শিখিবার উৎকৃষ্ট ফাঁদ। এক শত টাকার কমে একজন ছাত্রের খরচ কুলায় না। ক্রিকেট খেলিবার জন্য 'ফ্লানেল সুট্' ও টেনিস খেলিবার জন্য জর্দ্দা রঙের পোষাক ইত্যাদিতেই অধিকাংশ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। সম্প্রতি আরও দুইবার লাহোরে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে বেশভূষা ও অন্যান্য সরঞ্জামের খরচ আরও বাড়িয়াছে। একজন পাঞ্জাবী অভিভাবক আমাকে বলিলেন, "অধিক কি বলিব, ছেলেদের খরচ জোগাইতে সর্ব্বস্বান্ত, তাহারা আমাদের জীবন্ত চামড়া পর্য্যন্ত তুলিয়া লয়। আমেরিকান ও ইউরোপীয় মিশনারীগণ পরিচালিত কলেজের হোষ্টেলগুলিতেও এই পাপ সংক্রামিত হইয়াছে, এমন কি অনেক ছাত্র মাসে দেড়-শ দু-শ টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সেদিন এলাহাবাদে অনেকগুলি হোষ্টেল পরিদর্শন করিবার সুযোগ হইয়াছিল। অবশ্য এই সহরে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের ন্যায় অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে হোষ্টেল তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সবগুলিরই বৃহৎ আয়তন এবং চারিদিকে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এ হোষ্টেলগুলি আদর্শ-স্থানীয়। আমি অনেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে মাসিক গড়ে সর্ব্বসমেত কত ব্যয় পড়ে? তাহারা বলিল পঁয়তাল্লিশ টাকা। এখন এইটুকু বোঝা দরকার যে, এক বাপের একটি পুত্র বা একটি কন্যা নহে। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে যত আয়সঙ্কীর্ণতা সেখানে মা-ষষ্ঠীর কৃপা তত বেশী। আমি বাংলার কথাই বলিতেছি। একজন ছেলের জন্য মাসে যদি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পিতা-মাতার পক্ষে তাহাদের সমস্ত পুত্রকন্যার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা যে কত দুর্ব্বহ তাহা বর্ণনাতীত। এর উপর অরক্ষণীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইলে অনেকের ভিটামাটি পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সুতরাং অর্থনীতিঘটিত এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এই প্রকার ব্যয়বাহুল্য সত্যই ভাবিবার বিষয়।

অতএব কত ত্যাগস্বীকার ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া মা-বাপ ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের ছেলেদের কলিকাতায় পাঠান তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মাসিক মণি-অর্ডারের টাকা পাইয়া শ্রীমানেরা যে কি প্রকারে ইহার সদ্ব্যবহার করেন তাহার আভাস দিতেছি। আগে ধোপারা কাপড় কাচিত এখন তাহাতে তাঁহাদের আর মন উঠে না, সেজন্য 'ডাইংক্লিনিং' চারিদিকে গজাইয়া উঠিতেছে। সাধারণ নাপিতে চুল

ছাঁটিলে মনোমত হয় না, কাজেই হেয়ার কাটিং সেলুনের সৃষ্টি হইতেছে। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক কিস্তী রেস্তোরাতে গিয়া চপ কাটলেট্ ইত্যাদি উদরস্থ না করিলে রসনার তৃপ্তি হয় না। এই ত' গেল কয়েক দফা বাজে খরচের তালিকা, ইহার উপর সপ্তাহে অন্যূন দুই দিন সিনেমা দেখা চাই, কেহ কেহ তিন দিন না দেখিলে অতৃপ্ত থাকেন। তাহার পর আর এক সংক্রামক ব্যাধি কেবল কলিকাতায় নহে, সমগ্র বাংলা দেশে দেখা দিয়াছে। এইটি জাঁকজমক ও ধুমধাম করিয়া সরস্বতী পূজা করা। কলিকাতার ইডেন হোষ্টেল ইহার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করে। কার্ডের বাহার ও মিষ্টান্নের ফর্দ্দ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন অনেক ছেলে আছে যাহারা চাঁদা দিতে অপারগ, কিন্তু 'দশচক্রে ভগবান ভূত'—সে যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য করা হয়। এখন কথা হইতেছে এই, শ্রীমানেরা ভুলিয়া যান চিরদিনই বুঝি এই রকম মজাদার ভাবে কাটিবে। যেদিন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারমোচন করিয়া জীবনসংগ্রামে প্রবেশ করেন তখন অন্ধকার দেখিতে থাকেন ও একটু একটু করিয়া মোহ ঘুচিতে থাকে। কত বিধবা মা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া শেষ গহনাখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া এবং কত দরিদ্র পিতা নিজের পৈতৃক ভিটামাটি বন্ধক দিয়া যে কি প্রকারে ব্যয়-সঙ্কুলান করেন তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়, এবং তাঁহাদের আশাভরসাস্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা-যুক্ত পুত্রগণের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা যে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হয়।

কয়েক বৎসর হইল আমাকে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোর্ট মেম্বার স্বরূপ বছরে একবার করিয়া তথায় গমন করিতে হয়। ঢাকা সহরেও সিনেমা একটি দুইটি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহারই নিকটবর্ত্তী নারায়ণগঞ্জেও এই পাপ ঢুকিয়াছে। তথাকার একজন উকিলের মুখে শুনা গেল, "আমি একটি সিনেমার পরিচালক (ডিরেক্টর)। দু'পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু যখন টাকা গুণিবার সময় দেখি অনেকগুলিতে সিঁদুরের ছাপ আছে (মা-বোনদের বলিয়া দিতে হইবে না যে এগুলি লক্ষ্মীর কৌটা হইতে অপহৃত) তখন হৃদয় শুষ্ক হয় এবং ভাবি যে কি পাপের প্রশ্রয় দিতেছি।"

ছাত্রদিগের মধ্যে সহরে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করার একটি প্রবল আকর্ষণ আছে, কারণ সহরের ন্যায় আর কোন স্থানে বিলাসপ্রিয় ও অনায়াসলব্ধ জীবন যাপন করা চলে না।

এ-স্থলে বাগেরহাট কলেজের বিষয় কিছু না-বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ প্রায় চোদ্দ পনর বৎসর হইল একদিন তত্রস্থ কয়েক জন নেতা ও কর্ম্মী কলেজ অফ্ সায়েন্সে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, তাঁহারা বাগেরহাটে একটি কলেজ সংস্থাপনের জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতে আমার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন; আরও বলিলেন কলিকাতায় ছেলেপিলে পড়ান বহু ব্যয়সাধ্য, বিশেষতঃ সহরের ছাত্রগণ নানাবিধ প্রলোভনের মধ্যে পতিত হয়। আমিও মাঝে মাঝে ভাবিতে ছিলাম ম্যালেরিয়ামুক্ত কোন পল্লীগ্রামে, যেখানে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সহজলভ্য ও রেলওয়ে ষ্টীমার সাহায্যে যাতায়াতের সুবিধা আছে, এইরূপ স্থানে একটি কলেজ করিতে পারিলে বোধ হয় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও পূর্ব্বেকার টোলের ছাত্রাবাস উভয়েরই সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইবে। প্রথম

অবস্থায় ছাত্রাবাসের জন্য নদীতটে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের উপর ঘর তৈয়ারী করা হইল, চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর এবং হুহু করিয়া বাতাস প্রবাহিত হয়। সেই স্থানে কলিকাতার অলিগলির ভিতরের একতালা ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব একেবারেই নাই, এক একটি ঘর আবার কতকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং তাহার ভাড়া মাত্র এক টাকা ধার্য্য হইল ; প্রকাণ্ড মাঠ, ফুটবল ক্রিকেট খেলিবারও যথেষ্ট স্থান এবং নদীর উপর নৌকা-সঞ্চালন দ্বারা ব্যায়াম করিবারও সুবন্দোবস্ত।

কিন্তু ইহার বিপরীত ফল ফলিল। এই সকল সর্ব্ববিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রসংখ্যা দিনের পর দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রথম দুই এক বৎসর কলেজে প্রায় তিন চারি শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত, কিন্তু গত বৎসরে তাহা একশত চল্লিশ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং এ-বৎসর টানাটানি করিয়া বোধ হয় দুইশত পঞ্চাশ জন হইবে। এই বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ অতি অমায়িক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ছাত্রবৎসল ও সহজঅধিগম্য। ইনি এবং আর কয়েকজন অধ্যাপক এই কলেজের আশেপাশের বাসিন্দা, সেজন্য সকল সময়ই তাঁহারা ছাত্রদিগের লেখাপড়ার দিকে সুদৃষ্টি রাখিতে পারেন। বাছিয়া বাছিয়া এমন সব অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইল যে, তাঁহারা কোন অংশেই কলিকাতার কলেজের অধ্যাপকদের তুলনায় নিকৃষ্ট নহেন। যখন ছাত্রসংখ্যা কমিতে লাগিল তখন ছেলেদের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ আসিল যে, তাহারা কাঁচা ঘরে থাকিতে নারাজ, কাজেই গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমিও সেইস্থানের কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলাম এবং এই প্রকারে কতকগুলি পাকা বাড়িও হইল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল ফলিল না। তখন বাগেরহাটের কেহ কেহ আমাকে বলিলেন, "মহাশয় আপনি বুঝিলেন না যে, এ পাড়াগাঁয়ে ছেলেরা থাকিতে আদৌ রাজী নয়। আজব সহর কলিকাতায় বহুবিধ আকর্ষণের বস্তু আছে, সেখানে বিজলী বাতি-সংযুক্ত বড় বড় হোষ্টেল এবং রেস্তোরাঁ সিনেমা প্রভৃতি বিদ্যমান। বিশেষতঃ বাগেরহাটে থাকিলে মা বাপ ও অভিভাবকগণের নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হয়, আর কলিকাতায় থাকিলে মাসের পর মাস মণি-অর্ডারে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা করিয়া নির্ব্বিবাদে আদায় হয় ও ইচ্ছানুরূপ খরচ করা যায়।"

এই সম্পর্কে ঢাকার মোসলেম হোষ্টেলের কথা বলি। যখন লর্ড হার্ডিং বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিলেন তখন মুসলমান নেতাদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, তাঁহাদের সুবিধার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইবে, সেখানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধাও করা হইবে। আমি চিরকাল এই মতই পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং ইহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইব না যে, অনুন্নত সম্প্রাদায়গুলির ভিতর যতদিন না শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিবে এবং যতদিন না তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তথাকথিত উচ্চশ্রেণীদের সহিত সমভাবে মেলামেশা ও সমান অধিকার ও সুবিধা লাভ করিবে ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সেখানকার প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট বাড়ী মোসলেম হোষ্টেলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাও যথেষ্ট মনে করেন নাই। আবার দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাজ-প্রাসাদ-তুল্য একটি স্বতন্ত্র 'মোসলেম হল' নির্ম্মিত

হইয়াছে। এখানে থকিতে গেলে কিছু উচ্চ হারে ভাড়া দিতে হয়। একে ত' মুসলমান ছাত্রেরা অধিকাংশই দরিদ্র, তাহার উপর এই দুর্দ্দিনে এইরূপ উচ্চ হারে ভাড়া দেওয়া ক্লেশসাধ্য। কাজেই অধিকাংশ ঘরই খালি পড়িয়া আছে।

যাঁহারা একটু তলাইয়া বুঝিতে পারেন তাঁহারা বলেন ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর উদ্ভাবিত হইতে পারে না। আসল কথা এই যে, যদি দশ লক্ষ টাকা মূলধন-স্বরূপ অব্যাহত রাখিয়া তাহার বাৎসরিক

সুদ আনুমানিক চল্লিশ হাজার টাকা দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের উন্নতিকল্পে বৃত্তিস্বরূপ ব্যয়িত হইত তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের উন্নতির বিধান করা হইত। কিন্তু বৃটিশ রাজনীতি ভাগ্যবিধাতার পরিকল্পনার ন্যায়ই দুর্জ্ঞেয়।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে কত রকমে শাপ ও পাপগ্রস্ত তাহার একটুমাত্র আভাস দিলাম। অবশ্য ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য অভিভাবকদের নিকট হইতে মাসে মাসে টাকা পাইবেন। ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিতেছি না। কিন্তু এখানে বিবেচ্য এই যে, যাহারা কলেজে পড়ে তাহাদের এইটুকু বোঝা উচিত, তাহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করে তাহা কত কষ্টের। প্রয়োজন অতীত ব্যয় করা কেবল নীচাশয়তার পরিচায়ক নহে, ভাবী জীবনের উন্নতির মূলেও কুঠারাঘাত করা।

আজকালকার তুলনায় একশত বৎসর পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ড একপ্রকার নির্ধন ছিল, তখনও সেখানে নব্যসভ্যতা ও বিলাসিতা জাল বিস্তার করে নাই। মনীষী কার্লাইলের জীবনচরিত হইতে ইহার একটি সুন্দর বিবরণ দিতেছি।

বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রবৃন্দ সুরম্য অট্টালিকায় বিলাসসম্ভারপরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠে ও বিপুল অর্থব্যয়ে তাহাদের ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে। এই সকল ছাত্রেরা যাহা ব্যয় করে কার্লাইল বোধ হয় তাঁহার জীবনের কোন বৎসরেও তাহা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সময়ে স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনকার মত পারিতোষিক ও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রগণ অধিকাংশই দরিদ্র ছিল। কার্লাইলও এইরূপ একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ যে কিরূপ কায়ক্লেশে অর্থ সংগ্রহ করিতেন তাহা প্রত্যেক বিদ্যার্থীই হৃদয়ঙ্গম করিত এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য সতত সচেষ্ট থাকিত। বৎসরে মাত্র পাঁচ মাস বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া অবশিষ্ট সময় তাহারা কৃষিকার্য্য ও শিক্ষকতা করিয়া তাহাদের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিত।

চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সেই তাহাদিগকে এডিনবরা গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইত, এবং সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে গমন ভিন্ন তাহাদের আর কোন উপায় ছিল না। সেখানে অভিভাবকহীন হইয়া তাহাদের আহার ও বাসস্থান নিজেদেরই খুঁজিয়া লইতে হইত। সময়ে সময়ে তাহাদের পিতামাতা গৃহ হইতে ক্ষেত্রজ আলু, ডিম, মাখন ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য লোক মারফৎ পাঠাইতেন এবং তাহারাও তাহাদের মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত সেই সকল লোক দ্বারা গৃহে প্রেরণ করিত। তাহাদের স্বল্পতুষ্ট স্বভাবের পক্ষে এই সবই যথেষ্ট ছিল। দারিদ্র্যই তাহাদিগকে কলুষিত আমোদপ্রমোদ হইতে সতত রক্ষা করিত।

এই এক শত বৎসরের মধ্যে স্কটল্যাণ্ড দেশ প্রভূত ধনশালী হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটে ও হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে বজবজ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণীরও ঊর্দ্ধে যে সত্তর-আশীটি পাটকল আছে তাহার কর্তৃত্ব স্কটল্যাণ্ডবাসীর একচেটিয়া বলিলেও চলে। এই কারণে প্রতি বৎসর অজস্র অর্থ স্কটল্যাণ্ড দেশে চলিয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন গ্লাসগো, ডান্ডি 'গ্রীণক' ইত্যাদি মহানগরেও অর্ণবপোত চালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-সূত্রেও প্রভূত ধনসমাগম হইয়াছে। এইসকল কারণে সেই সব স্থান

হইতে এখন পূর্ব্বেকার মত সাদাসিদা চালচলনও অন্তর্হিত হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি রবার্ট বারন্‌স্ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খেদোক্তি করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, দেশের মধ্যে বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হওয়া সর্ব্বনাশের মূল। ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বীরা এখন তাহা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছেন।

বিলাসিতার হাওয়া প্রবাহিত হইলে দেশে যে কত রকম দুর্নীতির প্রশ্রয় পায় তাহা এস্থলে আলোচ্য নয়। শুধু এই কথা বলিতে পারি যে, অন্ততঃ এক শতাব্দীর ভিতর স্কটল্যাণ্ড পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ ধনী হইয়াছে, সুতরাং সে-দেশে যদি কার্লাইলের ছাত্রজীবনের তুলনায় এখনকার ছাত্রজীবনের ব্যয়ভার অনেক বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তত আপত্তিজনক হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশে যুবকগণ ছাত্রাবস্থায় অভিভাবকগণের নিকট অর্থ শোষণ করিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে, ইহাতে তাহারা নিজেরাই তাহাদের ভাবী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। আমাদের দরিদ্র দেশ। আমরা ক্রমশঃ দীন হইয়া যাইতেছি। যে-দেশের জনপ্রতি গড়ে আয় দৈনিক দুই আনা এবং বাৎসরিক আয় পঞ্চাশ টাকা হইবে কি না সন্দেহ, সে-দেশের লোকের পক্ষে বিলাতি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিলাতি রকম চালচলন অনুকরণ করা, সর্ব্বনাশের কারণ।

বর্ত্তমান জগতে যে-সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি নিজের চেষ্টা ও পুরুষকার বলে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এনড্রু কারনেগি অন্যতম। ইনি স্কটল্যাণ্ড দেশের ডান্‌ফাম্‌লাইন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন তন্তুবায় ছিলেন; দারিদ্র্যনিপীড়িত হইয়া স্ত্রী ও অপরিণতবয়স্ক দুই বালক সমভিব্যাহারে কোন প্রতিবেশীর নিকট জাহাজ ভাড়ার নিমিত্ত কিছু টাকা ধার করিয়া ভাগ্যান্বেষণের জন্য আমেরিকায় গমন করেন। বালক কারনেগীর বয়স তখন তের চৌদ্দ বৎসর হইবে। এই সময় তিনি একটি ক্ষুদ্র কারখানায় প্রবেশলাভ করেন। অতি প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিয়া সামান্য কিছু আহারের পর তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। যখন তিনি প্রথম সপ্তাহের সামান্য রোজগার তিন-চারি টাকা তাঁহার পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তখন তাঁহার মনের ভাব নিজের কথায় ব্যক্ত করিতেছি "আমি আমার পরবর্ত্তী জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু যখন আমার সর্ব্বপ্রথম রোজগার পিতামাতার হস্তে অর্পণ করিলাম তখন মনে একটি গর্ব্ব অনুভব করিলাম এবং মনে করিলাম যে আজ হইতে আমি স্বাবলম্বী। এই এনড্রু কারনেগী হীন অবস্থা হইতে পুরুষকার-বলে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ লৌহ কারখানার মালিক হইয়াছিলেন, এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য ও নানাবিধ হিতকার্য্যে প্রায় একশত কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন। কারনেগীর উপরিলিখিত উক্তি হইতে বোঝা যায় যে পিতামাতা ও অভিভাবকের উপর জুলুম করিয়া বাবুয়ানা ও বিলাসিতা করা কত গর্হিত। কিন্তু কলেজের ছাত্রগণ "লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন" এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া অযথা ব্যয় করিতে শিক্ষা করিয়া ভাবী জীবনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে।

—"প্রবাসী"

জাপ-ভারতীয় বাণিজ্য ব্যাপারে নলিনীরঞ্জন সরকারের বিবৃতি

ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্কে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিয়াছেন :—

"পূর্ব্বে এক বিবৃতিতে আমি বলিয়াছি ভারতবর্ষের পণ্য-শিল্প জাপানী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা আবশ্যক বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, উভয় দেশের প্রতিনিধিদের এই বিষয়ে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করা আবশ্যক। উভয় পক্ষ আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

"আমার মতে অবিলম্বে ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে মীমাংসা-প্রস্তাব আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তে বুঝা যায়, উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ বিস্তর। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে, তাহার প্রায় শতকরা ৮'৭ টাকার আন্দাজ মাল জাপান ক্রয় করিয়াছে। সেই বৎসর জাপান ভারতবর্ষ হইতে একমাত্র তুলাই ক্রয় করিয়াছে ১১ কোটী টাকার এবং ঐ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে মোট ১৫৬ কোটী টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ তুলা ও লোহা রপ্তানী হইয়াছে, জাপান তাহার শতকরা ৫০ ভাগ ক্রয় করিয়াছে। ঐ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে তিন কোটী টাকার অধিক পাকা চামড়া রপ্তানী হইয়াছে, তন্মধ্যে জাপান ক্রয় করিয়াছে প্রায় ২৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকার।

আবার ভারতবর্ষও জাপানের এক বিশিষ্ট ক্রেতা ; বিশেষতঃ জাপানী বস্ত্র ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কাটে। ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে জাপান হইতে যত টাকার কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার শতকরা ২৫ টাকা, শতকরা ২৭ টাকা ও শতকরা ৩০ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে, অথচ ভারতবর্ষ ক্রমাগত জাপানী মালের উপর আমদানী ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত চীন দেশই জাপানী কার্পাস বস্ত্রের বৃহত্তম ক্রেতা ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর হইতে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে জাপানী বস্ত্র ক্রয় করিতেছে। নিম্নের হিসাব হইতে চীন ও ভারতবর্ষে জাপানী বস্ত্র আমদানীর অনুপাত বুঝা যাইবে :—

চীন (দশ লক্ষ বর্গ গজে) ১৯৩০—৫৫২, ১৯৩১—৩৩৪, ১৯৩২—২৮৯।

ভারতবর্ষ (দশ লক্ষ বর্গগজে) ১৯৩০—৩৭৪, ১৯৩১—৩৬০, ১৯৩২—৫৯২।

এই বিষয়ে আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে জাপানী পণ্য ক্রয় করিতেছে বটে, কিন্তু জাপান ক্রমশঃ কম পরিমাণে ভারতবর্ষের মাল কিনিতেছে। আজ ভারতীয় তুলা বয়কটের কথা উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই জাপান তাহা করিয়া বসিয়াছে। ১৯৩০ সালে জাপান ভারতবর্ষ হইতে ৫৯ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড তুলা. ১৫০৪৯১ টন ঢালাই লোহা এবং ৮৭ লক্ষ ইয়েনের পাকা চামড়া ক্রয় করিয়াছিল; কিন্তু ১৯৩২ সালে যথাক্রমে ৩৪ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড তুলা, ৮৬২ টন ঢালাই লোহা ও ৭৯ লক্ষ ইয়েনের পাকা চামড়া ক্রয় করিয়াছে। জাপান ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বেও নামমাত্র তৈলবীজ ক্রয় করিত, এখনও নাম-মাত্রই ক্রয় করে।

মোট হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে ভারতবর্ষ জাপান হইতে ১২ কোটী এবং :৯ কোটী ২০ লক্ষ ইয়েনের মাল আমদানী করিয়াছে, অথচ ঐ তিন বৎসরে জাপান ভারতবর্ষ হইতে যথাক্রমে ১৮ কোটী, ১৩ কোটী, ৬০

লক্ষ ও ১১ কোটী ৭০ লক্ষ ইয়েনের মাল ক্রয় করিয়াছে।

উপরোক্ত হিসাব দেখিয়া মনে হয়, জাপান যেন স্থির করিয়াছে, সে যতদূর সম্ভব ভারতবর্ষে তাহার মাল বিক্রয় করিবে, অথচ ভারতবর্ষ হইতে যত কম সম্ভব তত কম মাল ক্রয় করিবে। ইহাই জাপানের নীতি কিনা, অথবা চীনের এক বৃহৎ অংশ জাপান কুক্ষিগত করিবার ফলেই এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে কিনা, তাহা জানি না ; তবে আমাদের জাপানী বন্ধুদের জানা উচিত ভারতবর্ষ এইরূপ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সুতরাং জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবিলম্বে একটা চুক্তি হওয়া আবশ্যক।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বিলাতে নাকি জাপানী ও বিলাতী প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা চলিতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই আলোচনায় অহ্বান করা হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা জানি না।

আমার বিশ্বাস, অটোয়া-চুক্তির ফলে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি, ইঙ্গ-জাপ বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও আমরা তদ্রূপ আর একটা সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পড়িব।”

বীমা এজেন্টগণের কন্‌ফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখানে আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এমন এজেন্টও দেখা যায় যাঁহারা প্রস্তাবকারীগণকে বয়স কম করিয়া লিখিতে পরামর্শ দেন, এবং তাঁহাদের প্রস্তাবে এমন কতক-গুলি সত্য ঘটনা চাপিয়া দিতে বলেন যাহার ফলে অনুষ্ঠানের যথেষ্ট অপকার হয়। আবার এমনও দেখা গিয়াছে যেখানে প্রস্তাবকারীগণ নিজ তাঁহাদের বয়স কম লিখিবার জন্য জেদ ধরিয়া বসেন; তাঁহারা জানেন না যে ইহাতে কম প্রিমিয়-মের সুবিধা দৃষ্ট হইলেও দায়িত্ব ও ঝুঁকির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। প্রস্তাবকারী যাহাতে এরূপ কাজ না করেন, এজেন্টগণ তাঁহাদিগকে সেকথা বুঝাইয়া দিবেন। এরূপ প্রতারণা টের পাইলে কোম্পানী দাবী প্রত্যাহার করিতে এবং প্রিমিয়ম বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। ইহার ফলে এজেন্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষকেরও কাজ যাইতে পারে। এজেন্টগণের ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যে মক্কেলগণ তাঁহাদের সামর্থ্য মত জীবন-বীমা করেন; নতুবা পরে প্রিমিয়ম দিতে না পারিলে পলিসি ল্যাপ্স্ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরূপ ব্যবস্থায় বীমা-কারী, বীমা অনুষ্ঠান এবং এজেন্ট, সকলেই ক্ষতি গ্রস্ত হন।

জীবন-বীমার প্রস্তাবগুলি খুব সাবধানের সহিত লেখা উচিত, কারণ এই আবেদনের ভাষার উপরই জীবন-বীমার চুক্তি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। এই চুক্তির ভাল মন্দর উপরই স্বামীহীন বিধবা এবং পিতৃহীন পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ব্যস্ততা ও অসাবধানতা দ্বারা

বীমা-পলিসি বাতিল হইবার অথবা অকারণ ঝুঁকি লইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর সতর্কভাবে লেখা উচিত, এবং অফিসে কাগজ-পত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করা উচিত। ইহাতে অনুষ্ঠান ও এজেন্ট উভয় পক্ষেরই সময়ের অপব্যয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং কাজও সুচারু এবং সরল হয়। প্রস্তাব সম্পূর্ণ হইলেই তাঁহার নিকট পরিচিত বন্ধুর নাম গ্রহণ করা উচিত। এই বন্ধুটী হয়ত ভবিষ্যতে একজন বীমাকারী হইতে পারেন। তাঁহার বন্ধু যে অনুষ্ঠানে বীমা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও জীবন-বীমা করিবার ইচ্ছা স্বতঃই আসিতে পারে। অধিকন্তু এই উপায় দ্বারা পরিচিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এবং ভবিষ্যতে বীমারও কাজ বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এরূপ দেখিয়াছি যে একবার যাঁহার জীবন-বীমা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে, পলিসি ইস্যু হইবার পর এজেন্ট আর তাঁহার সংস্পর্শে থাকেন না। তিনি ভাবেন একবার যখন তাঁহার জীবন বীমা করা হইয়াছে, তাঁহার সংস্পর্শে থাকায় আর কোন লাভ নাই। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি বীমাকারীগণের সেবা ও সংস্পর্শে থাকিলে এজেন্টগণ আর্থিক হিসাবে যথেষ্ট ভাবে লাভবান হইবেন। সাধারণতঃ যাঁহারা একটী কোম্পানীতে একবার জীবনবীমা করিয়াছেন, তাঁহারা সুযোগ পাইলে সেই অনুষ্ঠানেই বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার অভিলাষ পোষণ করেন। এবং পূর্ব্বে যাঁহা দ্বারা বীমা সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল এবারও তখন তাঁহার দ্বারা সে কাজ করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অধিকন্তু আত্মীয় এবং বন্ধুমহলেও এজেন্টের নাম পরিচিত করাইয়া দেন। এতএব ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে পুরাতন বীমাকারীর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় থাকিলে এজেন্টের পক্ষে মঙ্গল দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু যাঁহারা একবার বীমা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট নূতন প্রস্তাব সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রস্তাব সংগ্রহ করিবার সময়ে চুক্তির সমস্ত সর্ত্ত বীমাকারীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। বয়সের সন্তোষজনক প্রমাণ এবং এসাইনমেন্ট করাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে দাবী মিটাইতে কোনরূপ অসুবিধা ও বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তাঁহার এজেন্সীর অধীনে যদি দাবী প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এসাইনির নিকট যাইয়া সময়োচিত ব্যবস্থার বিষয় এবং দাবীর কাগজ-পত্র কি ভাবে লিখিতে হইবে সে বিষয় উপযুক্ত পরামর্শ ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিবেন। এইরূপ উপায়ে তাঁহার পরিচিতের সংখ্যা এবং সুনাম বৃদ্ধি করিতে পারেন। মূলধন না থাকিলেও যদি কৌশল, সততা এবং উদ্যোগের সহিত জীবন বীমার কাজ করা যায় তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি স্থায়ীভাবে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারেন। ধন কাহারও নিকট আপনি আসে না; ধন অর্জ্জন করিতে হয়। বীমার কাজে সাফল্য লাভ করিতে হইলে একেবারে ছোট অবস্থা হইতে কাজ করা উচিত; ইহার জন্য কোম্পানীর নিকট অধিক বেতন অথবা সুলভ অবকাশের জন্য পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত নহে। এজেন্ট ও কোম্পানীর স্বার্থ একই হওয়াতে অনেক সময়ে এজেন্টকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বেতন দেন, এবং তাঁহার প্রতি উদারতা পূর্ব্বক ব্যবহার করেন। এজেন্ট এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে পরিশেষে তাঁহার গুণানুযায়ী তিনি পুরস্কার পাইবেন এবং যদি কখনও উন্নতির অবকাশ দৃষ্ট

হয়, তিনি তাহা নিশ্চয়ই পাইবেন। তাঁহাকে মাত্র ইহাই দেখাইতে হইবে যে তিনি সততার সহিত বীমা-এজেণ্টের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। "প্রথমে যোগ্যতা দেখাও, পরে ফল পাইবার আশা রাখিবে" (First deserve and then desire) এই কথানুযায়ী তাঁহাকে কাজ করা উচিত।

বীমা এজেণ্ট কখনওঅন্যান্য অনুষ্ঠানের নিন্দা বা তাহাদিগের বিষয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিবেন না। ইহাতে প্রস্তাবকারীর মনে সন্দেহ জন্মায়। প্রতিযোগিতা করা ভাল, কিন্তু এই প্রতিযোগিতা সরল ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে হওয়া উচিত। অপর অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া এমন কথা বলা উচিত নহে, যাহা প্রমাণ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

করিতে পারা যায় না। অসৎ উপায়দ্বারা যেটুকু সাফল্য দর্শিত হয়, তাহা সাময়িক মাত্র, পরে তাহার ফল অখ্যাতিজনক বিফলতায় পরিণত হয়।

উচ্চ হারের কমিশনের শেষফল সর্ব্বদা লাভজনক দৃষ্ট হয় না। বরং কম রেটের কমিশনে করেন বটে, কিন্তু শেষে ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া পড়েন। সাব এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া কোম্পানীর যেটুকু ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ করিতে হয় এজেন্টকে, যদি কাজের পরিমাণ বর্দ্ধিতাকারে দৃষ্ট হয়, তাহাতেই এজেন্ট লাভবান হন। আবার অনেক সুযোগ্য এজেন্ট সাব এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া ব্যবসা ও লাভের প্রসার দ্বারা লাভবান হইবার আশা সুতরাং সাব এজেন্টের নিয়োগে ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয়। তাহা ছাড়া সাব-এজেন্টগণকে তালিম দিতে এবং তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে যে সময় নষ্ট হয়, তাহা ব্যক্তিগত ক্যানভাসিংএ নিয়োগ করিলে অধিকতর লাভ দৃষ্ট হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এজেন্ট নিজের কাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি না আনিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাব এজেন্ট প্রভৃতি নিয়োগের কোনরূপ চিন্তাই তিনি মনে আনিবেন না। যদি তিনি কাজে সাফল্যলাভ করিতে চান, তাহা হইলে কল্পনা ছাড়িয়া বাস্তব বিচারের দ্বারা তাঁহার কাজ করা উচিত।

আমার ভয় হয় আমি আপনাদিগের অনেকটা সময় নষ্ট করিতেছি। আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটা প্রয়োজনীয় কথা বলিতে চাই। বর্ত্তমানে এমন এজেন্টও দেখা যায় যাঁহারা তাঁহাদিগের ন্যায্য কমিশনের একাংশ বীমাকারীকে দেন। এরূপ ব্যবস্থায় এজেন্টের স্বার্থে যথেষ্ট হানি হয়, এবং শেষফলও খুব খারাপ হয়।

আমি বুঝিতে পারিনা এজেন্টগণ কেন এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের আয়ের পথ রুদ্ধ করেন। পূর্ব্ব বৎসর যিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তিনি গত বৎসরের অভিভাষণে এ বিষয়ে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কতকগুলি এজেন্টের মধ্যে এ বিভীষিকা এখনও রহিয়া গিয়াছে। আমি সেইজন্য এই অধিবেশনকে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি এবং এমন একটী প্রস্তাব পাশ করিতে বলি যাহাতে এজেন্টগণকে এইরূপ রিবেট দেওয়া বন্ধ করিতে অনুরোধ করা হয়।

মহাশয়গণ, আমি আপনাদের এত সময় লইয়াছি যে হয়ত ইহাতে আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। দশ বৎসর যাবৎ এজেন্টের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহারই ফলাফল আপনাদিগের সকাশে নিবেদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমাদের দেশের জীবনবীমার কাজে উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি তখনই সম্ভব, যখন এজেন্ট, স্বাস্থ্য পরিক্ষক, কোম্পানী এবং বীমাকারীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেইজন্য আমি দৃঢ়ভাবে তাঁহাদিগের নিকট এই নিবেদন করিতে চাই, যাহাতে সকলেই ভারতীয় বীমার জয়পতাকা উত্তোলন করিয়া রাখিতে পারেন। আমরা এজেন্টগণই এই সাধু উদ্দেশ্যের হইতেছি অগ্রদূত, এবং আমাদের সকলেরই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে ঘরে ঘরে স্বদেশী বীমার বার্ত্তা যাহাতে পৌঁছাইতে পারি। এইবার একাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার সময় আসিয়াছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার আসন পরিগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমি পুনরায় এই অধিবেশনের অপূর্ব্ব সাফল্য কামনা করিতেছি।

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সমালোচনা

আমাদিগের সহযোগী ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স জর্ণ্যাল Hindu Mutual Life Assurance Ltd এর ৩১ সালের ব্যালান্স সীটের আলোচনা করিতে যাইয়া এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যাহার আলোচনা করতঃ ন্যায় অন্যায় নির্দ্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই সালের ব্যালান্স সীটের Revenue Account এ ১৪,৩৫৬৲ টাকা এজেন্টদিগের প্রাপ্য কমিশন বাবদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দেখানো হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে কোম্পানীর সেক্রেটারী এজেন্ট হিসাবে কোম্পানীতে যে কাজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছেন এবং তথাবদ যে কমিশন পাইয়াছেন তাহাও অন্তর্ভুক্ত আছে। ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স জর্ণ্যালের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন যে কোম্পানীর সেক্রেটারী এজেন্ট হিসাবে কোনও কাজ করিতে এবং তজ্জন্য কমিশন নিতে পারেন না, কারণ সেক্রেটারী কোম্পানীর সর্ব্বক্ষণের জন্য মাহিনা করা কর্ম্মচারী (whole time officer) সুতরাং তাঁহার দ্বিবিধ ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে না।

আমরা বৈদ্যনাথবাবুর এই যুক্তির মধ্যে কোনও সারবত্তা দেখিতে পাইলাম না। অবশ্য কোম্পানীর সহিত সেক্রেটারীর যদি এই চুক্তি থাকে যে বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আপিসের রুটিন বাঁধা কাজ ছাড়া সকাল সন্ধ্যায় যখন তিনি আর কোম্পানীর চাকর নহেন তখনও তিনি কোম্পানীর উন্নতির জন্য কোনও চেষ্টা করিতে পারিবেন না তাহা হইলে কথা স্বতন্ত্র।

প্রত্যেক চাকুরীজীবির তাহার নিজের আপিসে হাজিরা দিবার এবং কাজ করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় বাঁধা আছে। সাধারণতঃ বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আপিশের কাজের সময় নির্দ্ধারিত থাকে। সুতরাং সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রত্যেক চাকুরীজীবি আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী অন্যত্র কাজ করিয়া আয়ের পথ বাড়াইতে পারেন এবং সকলেই বাড়াইয়া থাকেন। এ নিয়ম যদি না থাকিত তবে স্কুলের মাষ্টার স্কুলে চাকুরী করিয়া সকালে সন্ধ্যায় ছেলে পড়াইয়া নিজের আয় বাড়াইতে পারিতেন না। আপিশের কর্ম্মচারী আপিসের ছুটী হইলে অন্যত্র কাজ করিয়া 'দু পয়সা' উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না।

এই সাধারণ নিয়মানুসারে কোনও ইন্‌সিওরেন্সের কর্ম্মচারী তা' তিনি সেক্রেটারীই হউন আর কেরাণীই হউন, আপিশের কার্য্যাবসানের পর যদি অন্য কোনও কাজ করিয়া এবং এই

ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানীর এজেণ্টরূপে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে আপত্তি করার কাহারও কোনও অধিকার নাই। কারণ আপিশের নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া আর সব সময় প্রত্যেক কর্ম্মচারীরই আপন আপন ইচ্ছা, সুবিধা, এবং ক্ষমতানুযায়ী সর্ব্বতোভাবে রোজগারের চেষ্টা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

বীমা কোম্পানীর দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে অবশ্য ইহাই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে কোনও বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ যদি অবসর সময় বীমার দালালী কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তবে যে কোম্পানীতে তাঁহারা চাকুরী করিতেছেন তাহার এজেণ্ট হইয়াই কাজ করা উচিত। কারণ, কোম্পানী যখন তাঁহাকে কাজ দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন তখন এজেন্সী নিতে গেলে সেই কোম্পানীর কাজ করাই উচিত—তাহা না করিলে পরোক্ষভাবে কোম্পানীর ক্ষতি করা হয়। কারণ, লোকে যদি দেখে যে অমুক লোক এক বীমা কোম্পানীতে কাজ করিতেছে, সে তাহার নিজের কোম্পানীর এজেন্সী না নিয়া অপর এক বীমা কোম্পানীর কাজ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার মনে স্বতঃই এই সিদ্ধান্ত হওয়া স্বাভাবিক যে তাহা হইলে তাহার নিজের কোম্পানীর মধ্যে হয়ত গলদ আছে কিম্বা কোনও আকর্ষণের ব্যাপার নাই তাই সে নিজের কোম্পানী ছাড়িয়া অপর এক কোম্পানীর এজেন্সী করিতেছে। এইজন্য অনেক বীমা কোম্পানী কর্ম্মচারী বহাল করার সময় চুক্তি করিয়া লন তিনি যদি বীমার দালালী করেন তবে আমাদের বীমা কোম্পানী ছাড়া অন্য কোনও বীমা কোম্পানীর দালালী করিতে পারিবেন না।

এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে যাহারা আপিসের সময় কর্ম্মচারীর কাজ করে, আবার অবসর সময়টুকুর সবই সেই বীমা কোম্পানীরই কাজ সংগ্রহের নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা প্রকৃতপক্ষে অষ্টপ্রহর সেই এক কোম্পানীর মঙ্গলের চেষ্টায় দেহপাত করে। এইরূপ কর্ম্মচারী যে সকল বীমা কোম্পানী যত অধিক সংখ্যক পান, তাঁহারা তত অধিক পরিমাণে নিজেদের সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন এবং দুনিয়ার লোকও তাঁহাদিগকে ভাগ্যবান বলে। এই হিসাবে হিন্দু মিউচুয়ালের সেক্রেটারী তাঁহার অবসর সময় যদি ঐ হিন্দু মিউচুয়ালেরই কাজ জোগাড় করিয়া দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য কমিশন পাইয়া থাকেন, তবে তাহাতে কোম্পানীর লাভ বইত কোনও ক্ষতি হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ইহাতে আপত্তিজনক কি থাকিতে পারে তাহা ত' আমাদের ধারণায় আসিল না। তবে বৈদ্যনাথ বাবু এই সম্বন্ধে শেষ লাইনটাতে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই কোম্পানীর প্রতি তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

বিগত ২৯শে এপ্রিল (১৯৩৩) শনিবার বোম্বাই নগরীতে উক্ত সোসাইটীর হেড অফিসে দ্বিষষ্ঠিতম বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। সোসাইটীর সভাপতি ডাঃ পল-এ-ভিমটিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় অবলম্বিত কার্য্য প্রণালীর বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় আলোচ্য বর্ষে সোসাইটী মোট ১,০১,১১,০০০৲ টাকা মূল্যের ৫,৫৮৮ খানি নূতন প্রস্তাব পাইয়াছিলেন; এ তন্মধ্যে ৭৫,৭১,০০০ টাকা মূল্যের ৪৫৬৮ খানি পলিসির প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে বার্ষিক প্রিমিয়াম ৫,৮৮,৪২৭৷৶০ আয় হইবার কথা। বাকী প্রস্তাবগুলির কতকগুলি অস্বীকৃত হইয়াছে আর কতকগুলি বিবেচনাধীন ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ বর্ত্তমানে সোসাইটীর প্রিমিয়ামের আয় ১০,৫১,৯৬৩ টাকা ৫ পাই। গত ৩১ সালে কোম্পানী মোট ৮৩,৮৯,০০০ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে মোট ৬৮,৭৪,-৫০০ টাকার বীমা পলিসিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহার তুলনায় আলোচ্য ৩২ সালের কাজের পরিমাণ যে আশাতীতরূপে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ৬২ বৎসর পূর্ব্বে বম্বে মিউচুয়াল স্থাপিত হইয়াছিল। সেই হইতে এ যাবত কালের মধ্যে কোম্পানী এইবার সর্ব্বপ্রথম এক কোটী টাকার উপর বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বম্বে মিউচুয়ালের প্রসার ও প্রতিপত্তি কিরূপ সুস্পষ্টভাবে বাড়িয়া যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে—এই সোসাইটী ১৩০ খানি পলিসির দাবীর স্বরূপ ২,০৩,৩৩৭৷৶০ আনা দিয়াছেন। ইহাদের সকলই মৃত্যু জনিত দাবী। কোম্পানীর কাগজ পত্রাদি দৃষ্টে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ যেরূপ হইবার কথা ছিল আলোচ্য বর্ষে প্রকৃত পক্ষে দাবীর পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে খুব সতর্কতার সহিতই বীমাকারী নির্ব্বাচন এবং বীমার পলিসি বিক্রয় করা হয়। ইহা ছাড়া আলোচ্যবর্ষে আয় ব্যয়ের যে হিসাব দেখানো হইয়াছে তাহাতে দাবীর বাবদ আরও ১,৬৫,১৫০ টাকা মুলতুবী দেখান হইয়াছে। এই হিসাব ডিসেম্বর মাসের করা, এপ্রিল মাসে যখন এই সাধারণ সভা আহূত হয় তখন এই চারি মাসের মধ্যেই উক্ত মুলতুবী টাকার মধ্য হইতে ৭১,৭১৫ টাকার দাবী স্বীকার করা হইয়াছে; বাকীগুলি সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল। বীমার বাজারে মাঝে মাঝে যে প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত উপায়ে জুয়াচুরি ইত্যাদির সংবাদ পাওয়া যায়, সেই

হিসাবে প্রত্যেক কোম্পানীকেই দাবীর টাকা মিটাইবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, বোম্বে মিউচুয়ালের কার্য্যের কোন প্রকার নিন্দাবাদ করা যায় না।

তাহা ছাড়া বহু বীমাকারী মৃত্যুর পর দাবীর টাকা প্রমাণের জন্য আবশ্যকীয় কাগজাদি পাঠাইতে অযথা বিলম্ব করেন, এবং Succession Certificate আদি লইতেও দেরী হয়। এই সকল কারণেই আলোচ্যবর্ষের ব্যালান্স সীটে এতাধিক দাবীর টাকা মুলতুবী দেখানো হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ৪ মাস পরে যখন বার্ষিক সভা হয় তখন এই মুলতুবী দাবীর টাকার মধ্য হইতে ১০,৭০০৲ টাকা চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকী টাকা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

সোসাইটির টাকা কোম্পানীর কাগজ, নানাবিধ মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতেই বেশীর ভাগ খাটিতেছে। আলোচ্য বর্ষে উক্ত লগ্নীর পরিমাণ ২৩,৪৭,২৫০ টাকা। বোম্বে মিউচুয়াল কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হেতু পাইয়াছেন ৪,১৮,৮৯৪।৮ পাই।

উক্ত প্রকারের গভর্ণমেণ্ট প্রভৃতির সিকিউরিটি

ছাড়াও অন্যান্য ভাবে খাটিতেছে—২,৮৮,৬৫৪৸৶৫ পাই; ইহার মধ্যে জমী ও বাড়ী বন্ধকেই ৬০,২৪৫।৴৯ পাই খাটিতেছে।

এই পুরাতন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বিস্তারিত আলোচনা আমরা আমাদের গত বর্ষের বীমা সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৩৯ বার্ষিক বীমা সংখ্যা) করিয়াছি। সে সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য সভায় সভাপতির বক্তৃতা হইতে আমরা শুধু নিম্নলিখিত অংশটুকু তুলিয়া দিলাম। ডাঃ ডিমণ্টি বলিতেছেন –

"সুখের বিষয় বিগত ১৯৩২ সনেও এই সোসাইটীর উন্নতি সর্ব্বতোমুখী হইয়াছে। এই বর্ষের নূতন কার্য্যের পরিমাণ ২১ পারসেণ্ট বাড়িয়াছে; প্রিমিয়ামের আয় ১০ লক্ষ টাকার উপর বাড়িয়াছে এবং এই আয় গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই নূতন কাজের মধ্যে জীবন বীমা বিভাগেই বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ২৫ ভাগ। নষ্ট পলিসির সংখ্যা প্রায় শতকরা ২ ভাগ কমান হইয়াছে। মৃত্যুর জন্য যে পরিমাণ দাবীর টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহাও আমাদের হিসাবের বাহিরে যায় নাই।"

বোনাস দেওয়াতে অন্যান্য কোম্পানী হইতে এই সোসাইটীর একটু বিশেষত্ব এই হইয়াছে যে, যাঁহারা পূর্ণ এক বৎসর কাল এই সোসাইটীর কর্ম্মচারী ছিলেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর অবধি আছেন, তাঁহারা ত' এক মাসের মাহিয়ানা পাইয়াছেনই, ইহা ছাড়া যাঁহারা অন্ততঃ ছয় মাস কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদের মাসিক মাহিয়ানার অর্দ্ধেক পাইয়াছেন। এই সোসাইটীর কর্তৃপক্ষের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এই প্রকার দৃষ্টি যে শুভেচ্ছার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

বম্বে মিউচুয়ালের এইরূপ আশাতীত উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলের চীফ এজেণ্ট মেসার্স দস্তিদার এণ্ড সন্সের অসাধারণ পরিশ্রম এবং কর্ম্মকুশলতা। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে এ বৎসর কোম্পানী যে এক ক্রোরের উপর কাজ পাইয়াছেন তাহার শতকরা ৪০ ভাগের উপর কাজ এক বাংলা দেশ হইতেই দস্তিদার এণ্ড সন্স-রাই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ ৪০ লক্ষ টাকারও বেশী কাজ কেবলমাত্র ইঁহারাই দিয়াছেন। দেশব্যাপী এইরূপ আর্থিক অনটনের মধ্যে এতাধিক কাজ সংগ্রহ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। আমরা এই ফার্ম্মের জ্ঞানবাবু ও সত্যবাবু উভয়কেই এজন্য অভিনন্দন করিতেছি।

দি জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ (আজমীর)

উপরোক্ত সোসাইটীর জেনারেল ম্যানেজার তাঁহাদের কোম্পানীর বার্ষিক কার্য্য বিবরণীর একটা রিপোর্ট আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই রিপোর্টটী ষষ্ঠবিংশ বর্ষের এবং ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বছরের রিপোর্ট। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে ইহার পরিচালকবর্গ কিরূপ সতর্কতার সহিত এতকাল যাবত কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করতঃ তাহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন।

নূতন কাজের পরিমাণ

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ৪৭,১৩,২৫০৲ টাকার ৩০৫২ খানি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মোট ৩৫,২২,২৫০৲ টাকার ২২৬৫ খানা বীমার প্রস্তাব পলিসিতে পরিণত হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর মোট ৫,৫৫,৭৫০৲ টাকার কাজ বেশী হইয়াছে। এই কাজের দরুণ এবার মোট ১,৭৯,৪৩৬॥৶০ টাকার প্রিমিয়াম হইয়াছে। পূর্ব্বার্জ্জিত প্রিমিয়ামের সহিত নূতন বছরের এই প্রিমিয়াম আয় যোগ দিলে মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইবে ১০,৯৮,৫৭৮॥৶০।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে নানাদিক হইতে আয়ের পরিমাণ হইয়াছে ১৩,২৯,৫০৪৮৶৮; ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে—গত বৎসরের আয় অপেক্ষা এবার ৭১,৫৪৫৵১০ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। আর দাবীর টাকা কোম্পানীর কার্য্যাদি পরিচালনা বাবদ ব্যয়, কমিশন, সারেণ্ডার বা পরিত্যক্ত বীমা, পুণর্বীমা, ইনকম্ ট্যাক্স, ডিভিডেণ্ড, ঘাট্‌তি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় বাবদ আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর মোট খরচ হইয়াছে ৭,৪৩,০৩৫/৭ টাকা। সুতরাং আলোচ্যবর্ষে কোম্পানী তাহার লাইফ্ ইন্সিওরেন্স ফাণ্ডে মোট ৫,৮৬,-৪৬৯৮৵৪ টাকা জমা দিতে পারিয়াছেন।

দাবির টাকা

আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীকে মৃত্যুজনিত দাবীর বাবদ ১২৩ খানা পলিসিতে মোট—২,২৫,৬০১।৵০ টাকা দিতে হইয়াছে এবং মেয়াদী বীমার বাবদ মোট ৮৫ খানা পলিসির উপর দিতে হইয়াছে ১,০২,১৪৯৮৶০ টাকা। অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে দাবীর বাবত সর্ব্বসাকুল্যে দিতে হইয়াছে ৩,২৭,৭৫১।/০ টাকা। মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ কোম্পানীর মোট আয়ের মাত্র ১৬·৯% হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে মৃত্যুর হার যথেষ্ট মার্জিনের মধ্যে আছে এবং বীমার জন্য লোক নির্ব্বাচনও যথেষ্ট সতর্কতার সহিত করা হয়।

খরচের হার

গত কয়েক বৎসর যাবত সমগ্র পৃথিবীতে এবং বিশেষ করিয়া আমাদিগের দেশে যেরূপ ভীষণ দুর্বৎসর যাইতেছে তাহাতে বহু বীমা কোম্পানীর কাজের পরিমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় জেনারেল এসিওরেন্সের পক্ষে গত বৎসর অপেক্ষা সাড়ে তিন লক্ষ টাকারও অধিক কাজ

জোগাড় করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। অথচ এই কাজ জোগাড় করিলেও খরচের হার না বাড়িয়া বরং সামান্য কিছু অর্থাৎ সাত দশমিক কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে খরচের হার আরও কমিয়া যাইয়া নেট্ প্রিমিয়াম আয়ের ২৭·৫ পারসেণ্টে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বার্ষিক অধিবেশনে কোম্পানীর চেয়ারম্যান পণ্ডিত মিঠন-লাল যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে—ডিরেক্টরগণ এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন যে বৎসর বৎসর কোম্পানীর কাজের পরিমাণ সম্ভব মত বাড়াইলেও খরচের হার তাঁহারা সব সময় শতকরা ৩০ টাকার কমে রাখিবেন।

আকস্মিক অপঘাত বিভাগ

কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ কয়েক বৎসর যাবত এই বিভাগে কার্য্য করিয়া দেখিলেন যে—ইহাতে কোনও লাভ হয় না এবং দেশও এইরূপ বীমার প্রতি আজিও আকৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং আলোচ্য বৎসর হইতে তাঁহারা এই বিভাগের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই বিভাগে আয় হইয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭১৫/০ আনা; অথচ নানা ভাবে ব্যয় হইয়াছে ৬৪২৮৬ পাই; কাজেই দেখা যাইতেছে, আয় অপেক্ষা ব্যয় ৭৮।/৬ পাই বেশী হইতেছে। কাজেই পরিচালকবর্গ এই বিভাগটী এই বৎসর হইতে বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বীমা কোম্পানীগুলি আমাদের দেশে জীবন-বীমা ছাড়া আর অন্য কোন দিকে সুবিধা করিতে পারিতেছে না। জেনারেল্ এসিওরেন্স এই দিকে একটা নূতন কার্য্য প্রণালী দেখিতেছিলেন ইহা

খুব সুখেরই হইতেছিল ; কিন্তু, এই ভাবে এই বিভাগটীকে বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

এই বৎসর পরিচালকবর্গ ইন্‌কমট্যাক্স-ফ্রী - শতকরা ১২½ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহারা কর্ম্মচারিবর্গকেও বিস্মৃত হন নাই। যাঁহারা অন্ততঃ এক বৎসর কাজ করিতেছেন ; তাঁহারাই তাঁহাদের এক মাসের বেতন "বোনাস্" স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষের কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য আমরা কোম্পানীর হেড্ আপিশের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ভার্গব এবং কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ বি, রায়কে আমাদের শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

লগ্নীর বিবরণঃ -

এই সোসাইটীর লগ্নীর হিসাবে দেখা যায়, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, বোম্বাই, মহীশুর, করাচী, কলিকাতা, বেলারী প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটির লোন্ ও ডিবেঞ্চার, এবং অন্যান্য পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি লগ্নীতেই খাটিতেছে ৩৯,১৫,০৪৮৷৵৬ পাই। জমী বন্ধকে আছে ১২,৬০৭৷৷৵৩ পাই। সোসাইটীর ভূসম্পত্তিও আছে ১,২০,১৪৯৷৷/৫ টাকা। এই বৎসরই আজমীড়ে একখানি বাড়ী করিতে ৩০,১৭৯৮৵৬ পাই খরচ করা হইয়াছে। বাড়ী তৈয়ারী হইবামাত্রই উহা মাসিক ১০০৲ টাকায় ভাড়া হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

বিজ্ঞাপন

১৯০৩—৪ সালের চারি পারসেণ্ট ৪% মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ঋণ পরিশোধ।

গত ১৯০৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে যে ৩০,০০,০০০ লক্ষ টাকার চারি পার্‌সেণ্ট্ মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোন লওয়া হইয়াছিল তাহা ১৯৩৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই তারিখ হইতে উপরোক্ত ঋণের জন্য আর কোনও সুদ দেওয়া হইবে না।

যাঁহাদিগের নিকট এই ঋণের ডিবেঞ্চার আছে তাঁহাদিগকে এই ঋণ পরিশোধের তারিখের অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে কলিকাতাস্থিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক্ অফ্ ইণ্ডিয়ার পাব্‌লিক্ ডেট্ আপিশে ডিবেঞ্চারগুলি ফেরৎ দিতে হইবে এবং প্রত্যেক ডিবেঞ্চারের পশ্চাদ্‌ভাগে নিম্ন লিখিত কথা লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে :—

"এই ডিবেঞ্চারের বাবদ আসল ও সুদের দাবীর সমুদয় টাকা সম্পূর্ণ বুঝিয়া পাইলাম।"

....

ডিবেঞ্চার হোল্‌ডারের স্বাক্ষর

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিস
১লা জুলাই, ১৯৩৩।

বি, ভি, রামিয়া
সেক্রেটারী
কলিকাতা কর্পোরেশন

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ | শ্রাবণ ১৩৪০ | ৪র্থ সংখ্যা

কাপড়ে নক্সা ছাপিবার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছাপা ও বাষ্পের ভাঁপ্‌না দেওয়া হইয়া গেলে অনেক সময় রংটা যাহাতে স্থায়ী হয় ও বেশ ভাল করিয়া বসে, সেই জন্য চকের (চা-খড়ির) ব্যবহার করিতে হয়। তাহা করিতে হইলে এই এই জিনিষগুলি লাগিবে—অধঃক্ষিপ্ত চা-খড়ি (precipitated chalk) ২০ তোলা ও জল ৫ সের।

জলে চা খড়িটা নাড়িয়া গুলিতে হয়। তারপরে ঐ ভাঁপ্‌না দেওয়া কাপড়কে এই চা-খড়ি গোলা জলে ১৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ১৫ মিনিট পরে বার বার জল বদলাইয়া ধুইয়া, পরে সাবান দিয়া ধুইয়া, শুকাইতে হয়।

রংটা যাহাতে শক্ত না হইয়া যায়, সেই জন্য কিছু বেশী পরিমাণ Acetic acid অথবা Formic Acid মিশাইতে হয়। ইহা মিশাইলে কাপড়ের উপর ছাপটাও ভাল খোলে। ইহা মিশাইতে হইলে এ্যালিজ্যারিন যে পরিমাণ হইবে, এ্যাসেটিক এ্যাসিড হইবে তাহারি অর্দ্ধ পরিমাণ।

এ্যালিজারিন (Alizarine) দিয়া ছাপিবার আর একটী প্রণালী আছে। Turkey Red দিয়া ছাপিবারও এই প্রণালী।

(১) তৈল মাখান—তৈল মাখাইবার প্রণালী আগে বলা হইয়াছে। খোলা রৌদ্রে কাপড় শুকাইয়া নিতে হয়।

(২) লেই করিবার দ্রব্যাদি—

ফিট্‌কারী (লোহার ভাগ থাকিবে না)	৬ তোলা
লেড্ এ্যাসেটেট্ (Lead acetate)	৩ তোলা
এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্	১২ তোলা
শুক্‌না এ্যালিজারিন্ (Alizarine dry)	২২ "
গঁদের আঠা	৫০ তোলা

(৩) প্রস্তুত প্রণালী—

যত পরিমাণ আসল রংটা হইবে, তাহার চারিগুণ গরম জলে ফিট্‌কারি (খুব ভাল রূপে চূর্ণ করিয়া) গুলিতে হইবে। ইহার সহিত প্রথমে লেড্ এসেটেট্ (Lead acetate) ও পরে এ্যামোনিয়াম্ ক্লোরাইড্ (Ammonium Chloride) মিশাইবে। সবগুলি মিলাইয়া সিদ্ধ করিতে করিতে গোলা করিয়া লইতে হইবে। গোলাটা বেশ সমানমত হইলে, পাত্রটা আগুন হইতে সরাইয়া গঁদের লেই মিশাইতে হইবে। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে এ্যালিজারিনের সূক্ষ্ম চূর্ণ দিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া দিতে হইবে। ইহার পরে ছাঁকিয়া লও। এই ভাবেই রংয়ের লেই বা গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল।

(৪) ছাপাইবার প্রণালী—আগেও যেমন বলা হইয়াছে, এখানেও ছাপাইবার প্রণালী একই।

ছাপা হইয়া গেলে, রৌদ্রে শুকাইতে দাও; পরে স্রোতোজলে ধুইয়া লও। ইহার পর আবার শুকাইতে দাও। শুকাইয়া গেলে পর আগে যে রকম বলা হইয়াছে সেইভাবে খড়ি গোলা জল দ্বারা ধুইয়া ফেল। তারপর বেশ পরিষ্কার জলে প্রথম ধুইয়া, সাবানদ্বারা পরে ধুইয়া শুকাইয়া ফেল।

প্রিমুলিন (Primuline) প্রয়োগে হল্‌দে রং—

(১) কাপড়—কাপড়খানি সোডায় প্রথম সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

(২) রংয়ের লেই করিবার দ্রব্যাদি —

প্রিমুলিন বা সালফিন্ (Primuline or sulphine)	৫ তোলা
জল	৫ তোলা
সাধারণ গঁদের গোলা	৪০ তোলা
গ্লিসারিন্ (glycerine)	৫ তোলা
সোডা ফস্‌ফেট্ (soda phosphate)	৫ তোলা

(৩) লেই প্রস্তুত প্রণালী—রংটাকে প্রথম জলে সিদ্ধ কর, তারপর গঁদের গোলা ঢালিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া দাও। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে গ্লিসারিন্ মিশাও এবং কাপড় একেবারে ছাপিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া, সোডা ফস্‌ফেট (Soda phosphate) মিশাইবে। বেশ ভাল করিয়া সব মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই ব্যবহার করিবার মত রংয়ের গোলা প্রস্তুত হইয়া গেল।

(৪) ছাপিবার প্রণালী—একই রকম। ছাপা হইলেই শুকাইতে দাও। শুকাইবার পর এক ঘণ্টা বাষ্পের ভাঁপ্‌না দাও। বাহির করিয়া লইয়া শুকাও। শুকাইলে পর আবার নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন কর। ১২ তোলা ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder) ৫ সের জলে গুলিয়া রাখ। এই জলের ভিতর ১৫ মিনিটের জন্য ঠাণ্ডায় ভিজাইয়া রাখ। ইতিমধ্যে ৫ সের জলে এমন পরিমাণ ডাইলিউট্ হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Hydrochloric acid) মিশাও যেন এই জলটা একটু টক্ আস্বাদ হয়। ব্লিচিং পাউডারের জল হইতে কাপড়টা ১৫ মিনিট পরে তুলিয়া এই হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জলে পাচ মিনিট ডুবাইয়া দাও। পরে বাহির করিয়া লইয়া বারবার জল বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া ধুইয়া ফেল। এইরূপে ধোয়া হইলে, সাবান দিয়া

গরম কর এবং আবার জলে ধুইয়া ফেল। তারপর শুকাইয়া লও।

উপরোক্ত প্রণালীতে অন্যান্য যে সকল রং করা যায়, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। রং করিবার প্রণালী ও রংয়ের জন্যও অন্যান্য সকল দ্রব্যই সমান—কেবলমাত্র রংয়ের পরিমাণ কিছু কম বেশী করিতে হয়।

হল্‌দে—বিশেষ হল্‌দে (Serious Yellow GG)
কমলা—বিশেষ কমলা Serious Orange 5G)
বেগুণি— বিশেষ বেগুণি (Serious Violet 5B)
লাল—মাদ্রাজী পাকা লাল
পাটকেল—বিশেষ পাটকেল (Serious Brown B R)

রং পাকা করিবার জন্য যে ব্লিচিং পাউডার জলে ধুইবার ব্যবস্থা আছে, তাহা অবশ্য এই সব ক্ষেত্রে করিতে হইবে না।

এ্যালজারিন্ নীল সহযোগে নীল—

(১) ছাপিবার দ্রব্যাদি প্রথমতঃ সোডায় সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

(২) রংয়ের লেইয়ের দ্রব্যাদি—

এ্যালিজারিন্ নীল (Alizarine Blue S powder)	৪ তোলা
গরম জল	৮ তোলা
পালো (Starch thickening)	৬০ তোলা
ক্রোম এ্যাসেটেট্ সলিউসন (Chrome Acetate solution)	১৫ তোলা
গ্লিসারিন	২ তোলা
এসেটিন (Acetine)	২ তোলা

(৩) ক্রোম এ্যাসেটেট্ সলিউসন্ (Chrome Acetate solution) প্রস্তুতের দ্রব্যাদি ও প্রণালী এই ভাবে :—

ক্রোম এ্যাসেটেট্ গুঁড়া (Chrome acetate powder) ১০০ তোলা ও ঈষদুষ্ণজল ২৫০ তোলা। এই ঈষদুষ্ণ জলে ঐ গুঁড়া দিলেই গুলিয়া যাইবে। এই গোলা জল অনেক সময়ই কাজে লাগে; কাজেই ইহার কিছু সমস্ত সময়ের জন্যই প্রস্তুত রাখিতে হয়।

(৪) কার্য্য প্রণালী—রংটাকে গুঁড়া করিয়া গরম জলে দিয়া গলাইয়া ফেলিতে হয়। তারপর ঘন করিবার নিমিত্ত পালটা দিয়া নাড়িতে হয়। এই জলটা ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, তাহাতে ক্রোম এ্যাসেটেট্ সলিউসন মিশাইতে হয়। সর্ব্বশেষে গ্লিসারিন্ ও এ্যাসেটিন নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাইতে হয়। কাপড়ে ছাকিয়া লইলেই রংয়ের গোলা তৈয়ার হইয়া গেল।

(৫) ছাপিবার প্রণালী—সব ক্ষেত্রেই একই রকম। ছাপা হইয়া গেলে প্রথম রৌদ্রে শুকাইয়া বাষ্পের ভাঁপনা দিতে হইবে। বাষ্পের ভাঁপনা হইয়া গেলে আবার শুকাইয়া লইতে হয়। তারপর ২০ তোলা চা-খড়ি ও ৫ সের জল দিয়া পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালী অনুসারে চা-খড়ি জল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কতক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। উঠাইয়া ১৫ মিনিট্ কাল গরম জলে রাখ। তারপর, জল বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া ধুইয়া লও। ধোয়া হইলে সাবান দিয়া, গরম করিয়া, আবার ধুইয়া পরে শুকাইয়া ফেল।

গ্যালোফেনিন্ ডি অথবা জি পি (Gallophenine D or GP) গুঁড়া সহযোগে নীল—

প্রাথমিক ব্যবহার—এ্যালিজেরিন নীল এস্ গুড়া (Alizarine blue S powder) সহযোগে বস্ত্র প্রস্তুত প্রণালী যে প্রকার এখানেও তাহাই।

রংয়ের গোলার জন্য দ্রব্যাদি—

গ্যালোফেনিন্ ডি অথবা জি পি গুঁড়া (Gallophenine Dor GP powder) নিম্নলিখিত

দ্রব্যের সহিত মিশিয়া অতি সুন্দর আকাশের মত নীল (sky blue) রং তৈয়ার করে।

গ্যালোফেনিন্ ডি অথবা জি পি (Gallophenine D or G P) ৩ তোলা
গরম জল ৮ তোলা
ঘন করিবার পাল ৬০ তোলা
ক্রোম্ এসেটেট্ সলিউসন্ (Chrome acetate solution) ১৫ তোলা
গ্লিসারিন্ ২ তোলা
এ্যাসেটিন্ ২ তোলা

ক্রোম সলিউসন প্রস্তুত প্রণালী; কি ভাবে রং তৈয়ারী হইবে বা ছাপিবার নিয়ম বা ছাপিয়া পরে যাহা করিতে হইবে তাহা সকলই পূর্ব্ববর্ত্তী নীল রং (এ্যালিজারিন্ নীল সহযোগে নীল) করিবার অনুরূপ।

ক্রোমেক্সান ব্রিলিয়ান্ট্ ভায়লেট্ বি পি (Chromexan Brilliant violet B P) সহযোগে বেগুণি রং করিবার প্রণালী ইত্যাদি সকলই এ্যালিজারিন্ সহযোগে নীল করিবার মতই; কেবল মাত্র নীল রং স্থলে ঐ পরিমাণ এই বেগুণি রং মিশাইতে হইবে।

কোয়েরুলিন্ এস্ গুঁড়া (Coeruleine S Powder) সহযোগে সবুজ করিবার প্রণালী রেপিড্ ফাষ্ট্ রেড্ আর্ এচ (Rapid Fast Red R H) সহযোগে লাল করিবার প্রণালীরই মত।

এ্যালিজারিন শুষ্ক চূর্ণ সংযোগে খয়ের রং—এ্যালিজারিন্ ব্লু এস্ গুঁড়া (Alizarine Blue S Powder) সহযোগে রং করিবার মতই। কেবল ৪ তোলা এ্যালিজারিন্ ব্লু এস্ (Alizarine Blue S) এর পরিবর্ত্তে ৭ তোলা এ্যালিজারিন্ শুষ্ক চূর্ণ লইতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে আর কোন পরিবর্ত্তন নাই।

ছাপিবার প্রণালী, প্রথমতঃ কি করিতে হইবে, ক্রোমজল কি ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে, কি রকম উপায়ে বাষ্প দিতে হইবে ইত্যাদি সকল বিবরণ পূর্ব্বোল্লিখিত এ্যালিজারিন্ নীল সহযোগে নীল করিবার প্রণালীর অনুরূপ।

এ্যাজল প্রিণ্টিং রেড্ বি-বি একস্ট্রা (Azol Printing Red B B Extra) সহযোগে মীনা রং করিবার প্রণালী, উল্লিখিত এ্যালিজারিন্ ব্লুসহযোগে রং করিবার প্রণালীরই অনুরূপ। কেবলমাত্র এ্যালিজারিন্ ব্লু এস্ পাউডার (Alizarine Blue S Powder) স্থানে ১২ তোলা এ্যাজল প্রিণ্টিং রেড্ বি-বি একস্ট্রা (Azol Printing Red B B Extra) লইতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যাদি সমান।

অন্যান্য যাবতীয় প্রণালী একই প্রকারের।

কচ্ (Cutch) সহযোগে ব্রাউন্ রং—

(১) প্রাথমিক প্রণালী এ্যালিজারিন্ ব্লু সহযোগে নীল করিবার মতই।

(২) রংয়ের লেই প্রস্তুতে দ্রব্যাদি ও প্রণালী।

কচ্ গোলা (Cutch Solution) ৭ তোলা
অম্লজ পালর গোলা (Acid Starch Paste) ৫০ তোলা
সোডা বা পটাস্ ক্লোরেট্ ৩½ তোলা
কপার সালফেট্ ২ তোলা

[Acid Starch Paste কি করিয়া তৈয়ার করিতে হয় তাহা আগে বলা হইয়াছে]

কচ্ গোলা লইয়া অম্লজ পালর গোলার সহিত মিশাও। তারপর তুঁতেটা (কপার সালফেট্) খুব ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া ইহার সহিত মিশাও। পরিশেষে মিশাইবে সোডা ক্লোরেট্। ভাল করিয়া মিশাইয়া ছাঁকিয়া লও তাহা হইলেই ছাপিবার লেই প্রস্তুত হইল।

(৩) কচ্ গোলা তৈয়ারী করিবার প্রণালী—

কচ্ (Cutch in cubes)	১১ তোলা
এ্যাসেটিক এ্যাসিড্	৪০ তোলা
জল	৪০ তোলা

জলে কচ্ দিয়া সিদ্ধ করিতে ও নাড়িতে থাক। কচটা এইভাবে জলে গুলিয়া গেলে আগুন হইতে সরাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফেল। ঠাণ্ডা হইলে এ্যাসেটিক এসিড্ মিশাও। এই ভাবে গোলা তৈয়ারী হইল।

(৫) ছাপিবার প্রণালী—ছাপিবার প্রণালী সকল ক্ষেত্রেই এক রকম। ছাপা হইয়া গেলে শুকাইতে দিতে হয়। শুকাইলে আবার ৫ সের জলে ৮ তোলা পটাস্ বাইক্রোমেটের (Potash Bichromate) অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ গুলিয়া সেই জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে। এই ভাবে ৫ মিনিট্ ভিজাইয়া ধুইয়া পরে শুকাইয়া লও।

এ্যানিলাইন ব্ল্যাক (Aniline Black) সহযোগে কাল রং—

(১) বস্ত্রের প্রতি প্রাথমিক ব্যবহার—গ্যালোফ্যানিন্ ডি বা জি পি গুঁড়া (Gallophenine D or G P Powder) সহযোগে নীল রং করিবার অনুরূপ।

(২) রংয়ের দ্রব্যাদি—

এনিলাইন্ (Aniline salt)	২ তোলা
এনিলাইন্ তেল (Aniline Oil)	১ তোলা
পটাস ও সোডা ক্লোরেট্	১ তোলা
মেথিল ভায়লেট (Methyl Violet)	½ তোলা
পার্ল ডেক্‌স্‌ট্রিন্ (প্রস্তুত প্রণালী উপরে দেওয়া হইয়াছে)	৫০ তোলা
কপার সালফাইড্ পেষ্ট্ (Copper Sulphide paste)	১ তোলা

এনিলাইন ও পার্ল ডেক্স্‌ট্রিন্‌ একসঙ্গে বেশ করিয়া বড় একটা খলে মিশাইয়া গুঁড়া কর, তারপর তাহাতে এ্যানিলাইন তেলটা মিশাও। ইহার পরে মিশাইবে ক্লোরেট্‌। মেথিল ভায়লেট্‌ মিশাইবে সর্ব্বশেষ। তাহার পর সালফাইড্‌ (Sulphide) টা যোগ দাও। সমস্তগুলি মিশাইয়া একটা মসৃণ লেই তৈয়ারী হইবার কথা। কাপড়ের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই ব্যবহারের উপযোগী হইয়া গেল।

(৩) কপার সালফাইড্‌ পেষ্ট্‌ (Copper Sulphide paste) প্রস্তুত প্রণালী—

দ্রব্যাদি—

দুই প্রকারের দ্রব্যাদি দরকার। এক প্রকারকে ১ নং মিশ্রণ ও অন্য প্রকারকে ২ নং মিশ্রণ বলিব ;

১ নং মিশ্রণ

কষ্টিক সোডা (Caustic Soda)	৩০ তোলা
গন্ধক চূর্ণ (Sulpher Flower)	৭ তোলা
জল	৩০ তোলা

২ নং মিশ্রণ

কপার সালফেট্‌ (Copper Sulphate)	২৭ তোলা
জল	৩ সের

গন্ধক (Flower of Sulpher) যে ভাবেই থাকুক একটা খলে লইয়া বেশ যত্নের সহিত গুঁড়া কর। ইতিমধ্যেই কষ্টিক সোডা (Caustic Soda) জলে গুলিয়া রাখিবে; সেই জল এই গন্ধকচূর্ণে ঢালিয়া দাও; গন্ধক গুলিয়া যাইবে। ওদিকে আবার তুঁতে (Copper Sulphate) জলে গুলিয়া রাখ।

এখন এই ২ নং মিশ্রণ অর্থাৎ তুঁতের জল ১নং মিশ্রণ অর্থাৎ গন্ধক জলের সহিত মিশাও ; মিশাইবার সময় বারম্বার নাড়িতে থাকিবে। এই জলটাকে কিছুক্ষণ স্থির হইতে দাও। তারপর উপর দিয়া জলটা ঢালিয়া দাও ; ছাকাটা ছাঁচিয়া লও। এই লেইটাই ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখিবে।

(৪) ছাপিবার প্রণালী—একই প্রকারের ; আগে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ।

ছাপা হইয়া গেলে ২৪ ঘণ্টার জন্য বাতাসে শুকাইয়া লও। এইভাবে করিলেই কাপড়ের উপর সুন্দর একটা সবুজ বা আল্‌গা সবুজ (Bottle Green) রং হইবে। ইহার পর কাপড়টা লইয়া ৫ সের জলে ৪ তোলা পটাস্‌ বাইক্রোমেট্‌ (Potash Bichromate) সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশাইয়া এই জলে ১৫ মিনিট কি এই রকম কিছু সময় রাখ। দেখিবে সুন্দর গাঢ় কাল রং তৈয়ার হইয়াছে। তখন জলে ধুইয়া সাবান দিয়া গরম কর এবং আবার ধুইয়া শুকাইয়া ফেল।

(৫) সতর্কবাণী—এই রং করিতে কতকগুলি সতর্কবাণী আছে—

রং করিবার আগে বস্ত্রাদি খুব ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে যেন ক্ষার জাতীয় কিছু না থাকে ; কেননা তাহা হইলে কাল রংটা খুলিবে না।

রংয়ের জিনিসপত্রগুলি মিশাইয়া আর অপেক্ষা করিতে নাই ; তাহাতেও রংয়ের গাঢ়ত্ব কমিয়া যায়।

কাল রং না হওয়া পর্য্যন্ত বস্ত্রাদি গরম করিতে নাই।

গরম করিবার সময় খেয়াল রাখিতে হইবে যেন গরম হাতে সহা অপেক্ষা বেশী না হইয়া যায়; তাহা হইলে কিন্তু রং পাত্‌লা হইয়া যাইবার ভয় আছে।

এসিড্‌ মিশাইবার সময় বেশ সাবধান থাকা দরকার; নহিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই বিপদগুলি জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। যে এসিড ঢালিয়া মিশাইতেছে, তাহার মুখটা যেন তাহার দিকে না থাকে। এসিড্‌ বাহির হইয়া তাহার গ্যাসে অনেক সময় মুখ পুড়িয়া যাইতে পারে। কাজেই ঢালিবার নলটা বা মুখটা অন্যদিকে সরাইয়া লইবে। দ্বিতীয় কথা, কোন সময়েই যেন সালফিউরিক এসিড জল মিশান না হয়; কেননা তাহাতে ভীষণ শব্দ হইয়া থাকে। আবার জলের উপরও যেন সালফিউরিক এসিড্‌ চট্‌ করিয়া ঢালিয়া না দেওয়া হয়। এই উভয় ব্যাপারই ভয়ানক বিপজ্জনক। এসিড্‌ ও জল মিশিয়া স্বভাবতঃ গরম হইয়া যায়। কাজেই ঠাণ্ডা হইবার আগে আর জল মিশান এসিড ব্যবহার করা উচিত নহে। এসিড্‌ ব্যবহার সম্পর্কে এইগুলি গেল।

কাপড়ে কখনও সাবান দিতে বাধা করিবে না। সাবানে এসিডের সকল চিহ্ন উঠাইয়া লইয়া যায়, আর রং করা জিনিষগুলি বেশ নরম হয়।

কিন্তু, সাবান দিবার সময় কখনো যেন সেই জিনিসগুলি গরম না থাকে। কেন না, তাহা হইলে সুতাগুলি জড়াইয়া গিয়া আঠা আঠা হইয়া যাইবে।

ছাপান হইয়া গেলে পর যদি কাপড়ের রং সবুজ মত দেখায় তাহা হইলে বুঝিবে এসিডের ভাগ কম হইয়াছে; তাহা হইলে আর একটু মিশাইতে হইবে, আবার যদি দেখা যায় যে লালাভ হইয়াছে, তাহা হইলে আবার সাবান মাখাইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

রবারের জুতা প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জুতার অভ্যন্তর

নীচে তলা ও উপরের যে ভাগটা থাকে, তাহা ছাড়াও ভিতরে একটা অংশ থাকে। জুতা যখন একেবারে বাজারের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন খালি বাহির হইতে তাহার একটা সেলাই দেখা যায়। সমস্ত জুতাটা মজবুত করার জন্য এই অংশে নানাপ্রকারের অল্পবিস্তর মোটা জিনিয-পত্র থাকে। এই জিনিষগুলি যে কিসের হইবে, তাহা অবশ্য সকল সময় ঠিক থাকে না। কখনও কোন সূক্ষ্ম বোনা তন্তু, কখনও ক্যান্‌ভাস্ কাপড় বা কখনও কখনও ড্যালা পাকান তুলা বা পশুর লোম এই স্থানটাতে দেওয়া থাকে। এইগুলিকে ক্যালেণ্ডার কলে ফেলিয়া বেশ দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। যদি সূক্ষ্ম বোনা তন্তু ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে বিস্তার করিবার নিমিত্ত যন্ত্র বিশেষের ব্যবহার করিতে পারা যায়। কোন্ কোন্ জিনিষ কি ভাবে মিশাইতে হইবে তাহা অবশ্য জুতার মধ্যের স্থান বিশেষের উপর নির্ভর করে। তলার মধ্যজায়গা, তলার উপরের দিকটা, গোঁড়ালীর দিকটা, একেবারে মাথার দিক, —এই সমস্ত স্থানভেদে এক এক প্রকারের দ্রব্য দ্বারা মিশ্রণ করিতে হয়। কিন্তু একথা সত্য যে যে কোনও জিনিষই মিশান যাউক না, সেগুলি যথাসম্ভব সস্তা হওয়া দরকার। এগুলির কোন রকমই বিশেষত্ব থাকিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা অনেক সময়ই যে কাপড়ের উপর এগুলি রাখা হয়, সেইগুলিই বেশ শক্ত থাকে, তাহার সহিত যে রবার থাকে, তাহাই জুতার অন্যান্য অংশের সহিত জুড়িয়া দিতে সীমেণ্টের ন্যায় কাজ করিয়া থাকে। আবার, ঐ জিনিষগুলি উপরে নীচে দুই পরতে ঢাকুনীর মধ্যে থাকিয়া যায়, কাজেই উহাদিগকে আর খুব মজবুত বা বিশেষ কোন দ্রব্যে তৈয়ারী করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু, এ কথা সত্য, জিনিষটা একটু শক্ত হওয়া দরকার; এইজন্য কোন প্রকারে আঁস জাতীয় পদার্থ দিতে হয়। সাধারণতঃ ভাল্‌কানাইজ করা হয় নাই, এইরূপ পরিত্যক্ত শক্ত কাপড় মিশাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্য ও পরিমাণে মিশ্রণ হইয়া থাকে :—

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান্	১০০ ভাগ
পুরোনো রবার	১৫০ ,,
ব্রাউন্ সাব্‌ষ্টিটিউট্ (Brown Substitute)	১০০ ,,
পিচ্	১৫ ,,
দৃঢ় করা পরিত্যক্ত কাপড়	৫০ ,,
লিথার্জ	১২০ ,,

কার্ব্বন্ ব্ল্যাক্	৫ "
গন্ধক	৬ "
চায়না ক্লে	১০ "
সাদা করিবার জন্য চাখড়ি ইত্যাদি	১০০ "

তলাটার মধ্য জায়গার জন্য নানা রংয়ের লাল এবং ঈষৎ ধূসর তুলাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য পাটকেল বা অন্যান্য রংয়ের বস্ত্রাদিও ব্যবহৃত হয়। কাপড়গুলি ইস্ত্রি করিবার যন্ত্রের (calenders) মধ্য দিয়া কাটিবার জন্য প্রথম জড়াইয়া লইতে হয়। কাটিবার জন্য বিশেষ সতর্কতা কিছু অবলম্বন করিতে হয় না; সাধারণতঃ এক এক সময় দশগুণ মোটা করিয়া এক একটা কাপড় লইয়া কলে দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। মধ্য তলাটা জুতার মধ্যে তলার সমস্ত জায়গাটা ব্যাপিয়াই থাকে। আর অৰ্দ্ধ সোলটা থাকে বাহিরের তলাটা ও মধ্য তলাটার মধ্যে এবং সেটা মাথা হইতে প্রায় মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই অংশটার মধ্যে বা বাহিরে কোথাও কাপড় থাকে না। কিন্তু জুতার যে অংশকে 'ক্যাপ' কহে সেটা উপরের অংশের গোড়ালীর দিকের মোটা দিকটা। এই ক্যাপের দুই দিকেই বস্ত্র থাকে। এই অংশটাকে কাটিয়া বাহির করাই কষ্টকর; কেননা ইহাকে মোটা হইতে ক্রমে দুইদিকে চিকণ করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ ও সাহায্য দরকার।

জুতার ভিতরের অন্যান্য অংশ

জুতার ভিতরের অন্যান্য অংশ অন্য রকমের মিশ্রিত দ্রব্যদ্বারা তৈয়ারী হইয়া থাকে। উপরের অংশটার উপর সেলাই, সূক্ষ্ম তন্তুর সেলাই, তলার জন্য সূক্ষ্মতন্তু, জুতার মাথার ক্যাপ, পাতলা ক্যাপ ও ফাঁকা ঢাকিবার জন্য দৃঢ় বস্ত্র—এই সব অংশের জন্য বিভিন্ন সেলাইয়ের দরকার হয়। এই সকল অংশের জন্য যে বস্ত্র নির্ম্মিত দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের উপর একটা পাতলা আবরণ থাকে এবং বেশ ভাল জিনিষের মিশ্রণে তৈয়ারী হওয়ার দরকার। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দ্বারা এই মিশ্রণ তৈয়ারী হইয়া থাকে।

প্যারা রবার	১৫ ভাগ
ম্যানাওস্ (Manaos)	৫ "
কঙ্গো (Congo)	৫০ "
তিলের তৈল	১ "
লিথার্জ্জ	৯ "
গন্ধক	৩ "

নমুনা তৈয়ারী করা

জুতার ঠিক নমুনাটা তৈয়ারী করা সকল সময় সহজ না এবং যাহাদের ও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান নাই এবং কলকব্জা একটু চালাইতে না পারে, তাহাদের পক্ষে এ কাজ করাও অসম্ভব। এক পাটি জুতায় সাধারণতঃ আটটা ভাগ থাকে; কিন্তু এক পাটি রবারের জুতায় সাধারণতঃ তেইশটী বিভিন্ন অংশ থাকে এবং ইহাদের মধ্যে একটী অংশও অতিরিক্ত নহে। সমস্ত কাজটী বেশ ভাল ভাবে করিতে হইলে প্রথমতঃ সকল অংশগুলি ছড়াইয়া লইতে হয়। তারপর জুতার ভিতরের অংশগুলি বিশেষতঃ উপরের অংশের ভিতরের আস্তরণ (Lining) 'লাসে'র উপরে লাগাইতে হয়। ইহার উপরে একটা হাতের রোলার লইয়া 'ক্যাপ'গুলি লাগাইতে হয়; তারপর ভিতরের তলাটা বসাইতে হয়। এই সকল বিভিন্ন অংশের জোড়ামুখে বিশেষতঃ

যে সকল জায়গায় ফাঁক থাকিবে সেখানেই শক্ত করা কাপড় গুঁজিয়া দিবে। এই কাপড় দেওয়ার আগে কিন্তু, যাহা কিছু ফাঁক আছে, তাহা সকলই বিশেষ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এখন হাফ্‌সোলটা লাগাইয়া জুতার মাথার দিকটা ও গোঁড়ালীর দিকটা ঠিক করিয়া লাগাইতে হইবে। এই সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে কাপড়ের আস্তরণ (Lining) লাগাইয়া উপরের অংশটা ও সর্ব্বশেষ তলাটা লাগাইয়া দিতে হয়। এই সমস্ত লাগাইবার সময় লক্ষ্য রাখিয়া যাইতে হইবে যে এক অংশ আর এক অংশের সহিত বেশ ভাল করিয়া জুড়িয়া যায়; কোথাও যেন ফাঁক কি কোন রকমের গরমিল না থাকে যাহার মধ্য দিয়া বাতাস চলাচল করিতে পারিবে। বাহিরে অনেক সময় কারুকার্য্য করা যায়। অবশ্য মাথার দিকটা আটকাইতে বা বাহিরের আবরণটার নীচের আস্তরণ আটকাইতে যে সুতার সেলাই দিতে হয় তাহাতেই অনেক সময় কারুকার্য্যের ব্যাপার সমাধা হয়। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ছোট ছোট দাঁতওয়ালা একটা চাকার সাহায্যেও এই কাজটা করা যায়। এই রকম দাঁতওয়ালা যন্ত্রই কিন্তু বিভিন্ন অংশ যোগ করিবার সময় ব্যবহার করিতে হয়।

ভার্ণিশ দেওয়া

জুতাগুলি ভাল্‌কানাইজ করিবার আগে অন্যান্য প্রণালীর সর্ব্বশেষ প্রণালী এই বার্ণিষ দেওয়া। কোন বস্তুর সহযোগে বার্ণিশ দেওয়া হইবে ইহা অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং এক একটী রবার কেম্পানী এক এক রকমের বার্ণিশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। গভীর কাল, অভঙ্গুর অথচ স্থিতিস্থাপক বার্ণিশ তৈয়ার করা একটু শ্রমসাধ্য। মোটামুটি বার্ণিশে এই সকল জিনিষ থাকে--তিসির তেল, লিথার্জ্জ্‌, গন্ধক ও সামান্য কিছু পরিমাণ তারপিন তেল। এই জিনিষ গুলিদ্বারা তৈয়ারী বার্ণিশ্‌ একটা লোমের ব্রুষ লইয়া সমস্ত জুতাটার উপর মালিস করিয়া দিতে হয়। বার্ণিশটা তলা লইয়া সকল জায়গাতেই মাখিয়া দিতে হয় এবং যাহাতে কোন রকমে

ভাপাইয়া না উঠে সে জন্য বেশ পাত্‌লা হওয়া আবশ্যক।

যদি দেখা যায় যে ভাপাইয়া উঠিতেছে, তাহা হইলে বার্ণিশ গোলাটা একটু পাত্‌লা (Dilute) করিয়া লইতে হইবে। যে বার্ণিশে এ্যাস্‌ফাল্টাম্ (asphaltum) আছে, তাহা অবশ্য তত বেশী মূল্যবান নহে এবং অনেক সময়ে বার্ণিশ দেওয়ার পরে ব্যবহার করিতে হয়। বার্ণিশ দেওয়ার পরই ভাল্‌কানাইজ্‌ করিতে হয়। তখন ভয়ানক বেশী উত্তাপের দরকার হয়; এই জন্য বেঞ্জিন (Benzine) ছাড়া এমন যে সকল দ্রব্য আছে যাহা উবিয়া যায়, সেই সকল দ্রব্য বেশ গরম করিয়া উড়াইয়া দেওয়া দরকার। তাহা না হইলে, ভাল্‌কানাইজিং এর সময় ঐ গুলি বাষ্পাকারে উঠিয়া ফোস্কা মতন হইয়া সমস্ত জিনিষটা খারাপ করিয়া দিবে। এই সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও অনেক সময় কোন কোন বার্ণিশ গরম পাইলেই খারাপ হইয়া উঠে। এই সব ক্ষেত্রে নিশ্চিত বুঝিবার জন্য একখণ্ড জুতার রবারে এই বার্ণিশটা মাখিয়া ভাল্‌কা-নাইজ্‌ করিয়া লইতে হয়; তাহা হইলেই বার্ণিশের প্রকৃতিটা গিয়া কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বুঝা যাইবে।

ভাল্‌কানিজেসন্

ভাল্‌কানিজেসনের ঠিক বাংলা হইতেছে গন্ধক দ্বারা উত্তপ্ত করা। এই জন্য কতকগুলি কুঠুরি করা দরকার; তাহার মধ্য দিয়া গরম বায়ু চালিত করিয়া দিতে হয়। এই জন্য এই বায়ু পূর্ণ কুঠুরিগুলি এমন জিনিষ দিয়া তৈয়ারি করিয়া দিতে হয় যাহাতে কোন রকমের উত্তাপ অপচয় না হইতে পারে: বন্দোবস্তও সেই রকমের করিয়া নিতে হয়। বায়ু চলাচলের নলগুলি চুল্লীর উপর দিয়া এমন ভাবে রাখিতে হইবে যেন কোন রকমের উত্তাপের ন্যূনাধিক্য না হয়। বিশেষতঃ যখন বায়ু বাহির করিয়া নিবার দরকার হয়, তখনই এই উত্তাপ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই সকল দিকে খেয়াল রাখিয়া এই চুল্লী ও বায়ু পরিচালনের নলগুলি তৈয়ারী করিতে হইবে। ক্ষুদ্র চাকাওয়ালা ছোট গাড়ী করিয়া তাহার উপর কুঁদ বসাইয়া তাহার উপর রবারের জুতাগুলি বসাইয়া দিতে হয়। ছোট গাড়ীর (Trolley) দরকার এই জন্য যে জুতাগুলি ইচ্ছামত উক্ত কুঠুরিগুলির মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে বা বাহির করিয়া আনিতে কোন অসুবিধা হইবে না। সাধারণতঃ এই প্রকার ভাল্‌কানাইজিং করিতে প্রায় ৮। ১০ ঘণ্টা সময় লাগে। কেননা বায়ুকে উত্তাপ করিয়া ১৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্‌ অবধি তুলিতে হয়। ইহাতে বেশ একটু সময় লাগে। উত্তাপ করিয়া ১৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা রাখিতে হয়; কিন্তু দেখিতে হইবে, তাপ কখনও ১৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপর না যায়। আরও বেশী গরম হইয়া গেলে আঁসগুলি নরম হইয়া যাইবে, রং বদ্‌লাইয়া যাইবে আর বার্ণিশটাও মলিন হইবে। গরম করিবার কুঠুরির পাশে একটী থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া দিলেই তাপটা দেখা সম্পর্কে সহজ হইয়া যায় এবং তদনুসারে তাপকে বাড়ান বা কমান যাইতে পারে। ভাল্‌কানিজেসন যে হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য ঐ কুঠুরির গায়ে ছোট দরজা রাখিতে হয়। ঐ দরজার মধ্য দিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য দুই এক পাটি জুতা নিয়া আসা যাইতে পারে। যখন বুঝা যাইবে কাজ ঠিক হইয়া গিয়াছে, তখন উহার মধ্য হইতে খারাপ বায়ুগুলি আগে বাহির করিয়া দিতে হয়। তারপর জুতাপূর্ণ গাড়ীগুলি বাহির করিয়া লইয়া অন্য একটা ঘরে ঠাণ্ডা হইবার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, কোনটার কি দোষ হইয়াছে, সেইগুলি বাছিয়া ফেলিয়া, জুতা ছোট বড় অনুসারে কি অন্য যে ভাবে হউক বাছাই দিয়া, সিন্দুর দিয়া নম্বর দিতে হয়; তাহা হইলেই এখন চালান হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল।

বাংলায় অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র

(শ্রীরামানুজ কর)

(জ্যৈষ্ঠ মাসের অবশিষ্টাংশ)

বাঙ্গালীকে পঙ্গু করিবার প্রথম আয়োজন হয় মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারে এবং তৎসহিত মেষ্টনী বন্দোবস্তে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার প্রতিনিধি সংখ্যা কম। ম্যাকী বন্দোবস্তে বাংলার অবস্থা আরও শোচনীয় হইতেছে। পুণা চুক্তিতে বাঙ্গালা বিদ্বেষী ভারতীয় নেতাগণ বাংলার সহিত পরামর্শ না করিয়াই বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের আসন ঠিক করিয়া দিয়াছেন। বাংলার উপর মুরুব্বিআনা করিতে তাহাদের সঙ্কোচ হয় নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন লইয়া বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি হইয়াছে এবং এই গৃহবিবাদ মীমাংসার জন্য অবাঙ্গালী নেতা আমদানী করিতে হইয়াছিল কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নাই। কর্পোরেশনের গত নির্ব্বাচনে সেই গৃহবিবাদ আরও জমকাল হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার করদাতাগণ ইচ্ছা করিলে ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন। যদি তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া একযোটে উভয়পক্ষের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট না দিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে ভোট দিতেন তাহা হইলে সহজেই ইহার মীমাংসা হইত। ইহাতে উভয় পক্ষেই উচিত শিক্ষা পাইতেন। কর্পোরেশন লইয়াই এই গৃহবিবাদের সূত্রপাত।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে যেরূপ অস্পৃশ্যতা প্রচলিত আছে বাংলায় তাহা না থাকিলেও বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদের জন্য ৮০টী আসনের ৩০টী অবনত জাতিকে দেওয়া হইল। বোম্বাই ও মাদ্রাজে অবনত জাতিরা ইহা অপেক্ষা অনেক কম পাইয়াছে। আবার যখন অবনত জাতির শিক্ষার জন্য টাকা বণ্টন হইল, তখন বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রত্যেক প্রদেশ যে টাকা পাইলে বাংলা তাহার সিকিও পাইল না। মাদ্রাজ পাইল ৮,২৫০ টাকা এবং বোম্বাই পাইল ৬,৯০০ টাকা এবং মধ্যপ্রদেশ পাইল ৫,৪০০ টাকা। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শতকরা .৮টী আসন অবনত জাতি পাইবে। তখন আবার বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশ যতগুলি আসন পাইবে, বাংলার অনুন্নতরা তদপেক্ষা অনেক কম আসন পাইবে।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় উপার্জ্জনকারীর সংখ্যা অনেক কম, অন্যপক্ষে পোষ্যব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশী। মাদ্রাজ প্রদেশে

লোক সংখ্যা ৪৬৭ লক্ষ, উপার্জ্জনকারীর সংখ্যা ১৭৯ লক্ষ কার্য্যক্ষম পোষ্যের সংখ্যা ৮০ লক্ষ, এবং প্রতিপাল্য লোকসংখ্যা ২০৮ লক্ষ। যুক্তপ্রদেশে লোকসংখ্যা ৪৮৪ লক্ষ, উপার্জ্জক ২০২ লক্ষ; কার্য্যকরী পোষ্য ৩৩ লক্ষ; পোষ্য ২৪৮ লক্ষ। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে লোকসংখ্যা ৩৭৬ লক্ষ, উপার্জ্জক ১৫০ লক্ষ কার্য্যকরী-পোষ্য ৫ লক্ষ, পোষ্য ২২১ লক্ষ। বাংলায় উপার্জ্জনকারী ১,৩৭,৫০,৫৮৫ কার্য্যকরী পোষ্য ৬৬৩,৩৩৭ পোষ্য ৩,৫৬,৯৯,৫৮০। অথচ বাংলার মত কর্ম্মস্থলে ক্ষেত্র ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে বাংলায় শিল্পবাণিজ্যের জন্য এখনও বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। বাংলার যুবকগণ উদ্যোগী হইয়া সততার সহিত কাজ চালাইলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের অন্নের সংস্থান হইবে। এখন কেবল চাই উদ্যম, চাই সাহস ও কার্য্যের পরিশ্রম।

শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ, যানবাহনের কার্য্য এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাংলার তুলনায় অন্যান্য প্রদেশে বেশী লোক নিযুক্ত আছে। মান্দ্রাজে শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে ২৫ লক্ষ, যান বাহনের কাজে ৪ লক্ষ এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যে ১২ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। যুক্ত প্রদেশে শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ কলকারখানায় ৩১ লক্ষ, যানবাহনের কাজে ২৩৭ হাজার এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যে ১৩৬১ হাজার, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ ও কলকারখানায় ১৩৬২ হাজার, যান বাহনের কাজে ১৫৭ হাজার ব্যবসা ও বাণিজ্যে ৭৫৩ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। বাংলায় অবাঙ্গালীকে বাদ দিয়া দিলে বাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক কম হইবে। বাংলায় যত বড় বড় কারবার আছে, ভারতে বোম্বাই ব্যতীত আর কোন প্রদেশে তত বৃহৎ কারবার নাই। বোম্বাইর বৃহৎ কারবারগুলি ঐ প্রদেশের লোকের হাতে, আর বাংলার বৃহৎ কারবারগুলি অবাঙ্গালীর হাতে।

রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের পার্শ্বেই যুক্তপ্রদেশ। কিন্তু এই প্রদেশে মাড়য়ারীর সংখ্যা ১১,৯৩৭ জন এবং পাঞ্জাবীর সংখ্যা ২৬,৬১৪, গুজরাটী ৪,১১২, মারাঠী ৪,২৮৪, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মাড়য়ারী ১৭,৮৮৩, পাঞ্জাবী ৮,৪৩০, গুজরাটী ৫,৩০৪ এবং তামীল ৩,২১৯ জন। সকল জাতিই বাংলায় আসিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ করিয়া লইতেছে। যে আসিতেছে সেই অনায়াসে কর্ম্মক্ষেত্র ঠিক করিয়া লইতেছে। মাড়য়ারী-দিগকে আমরা ছাতুখোর খোট্টা বলিয়া থাকি কিন্তু শিক্ষায় তাহারা বাঙ্গালীর চেয়ে পশ্চাৎপদ নহে। বরং নানা বিষয়ে অগ্রসর। অর্থোপার্জ্জনের জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহারা তাহাই আয়ত্ত করিতেছে। বাংলার বাহিরে একটীও উচ্চ বিদ্যালয় নাই যেখানে বাংলা ছাড়া অন্য কোন মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কলিকাতা সহরেই মাড়য়ারীদের ৪টী হাই স্কুল আছে, এখানে বাংলা ভাষা পড়ান হয় না এবং কোন বাঙ্গালী শিক্ষকও নাই। গুজরাটী বালক বালিকাদের জন্য নিজস্ব বিদ্যালয় আছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এংলোতামিল বিদ্যালয় আছে। বাংলায় অবাঙ্গালীরা শিক্ষার জন্য বাঙ্গালীর মুখাপেক্ষী নহে। বাঙ্গালীর নিকট হইতে অর্থশোষণ ছাড়া বাঙ্গালীর সহিত আর কোনরূপ সংশ্রব রাখে না। কোন বিষয়ে মুখাপেক্ষীও নহে। ইহাদের নিজস্ব পাঠাগার আছে। এই বাঁকুড়া সহরেই মাড়য়ারীদের স্থাপিত

লাইব্রেরী হইতে বাঙ্গালী বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে। কলিকাতা সহরে অবাঙ্গালীদের এটর্ণী উকিল ব্যারিষ্টার ডাক্তার কবিরাজ সকলই আছে। অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মহুরী গোমস্তা পাচক; নাপিত, ধোপা, দ্বারবান, জলবাহক, চাকর, মুটে সকলই অবাঙ্গালী।

বাংলা, আসাম ও ছোট নাগপুরে কাপাসের চাষ যথেষ্ট বাড়ান চলে। বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিলে বাংলা কাপাস, চিনি ও গমের জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। এই সকল কাজের জন্য জেলায় জেলায় প্রচার করা প্রয়োজন। কৃষকেরা যাহাতে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়, তাহার জন্য জেলায় জেলায় কিছু দিনের জন্য বেতন ভোগী প্রচারক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। জমিদারেরা এবিষয়ে উদ্যোগী হইলে তাহাদের জমীদারিতে এই সকল চাষের প্রচলন করিতে পারিলে, তাহাদেরও অবস্থা স্বচ্ছল হইবে। কৃষি মন্ত্রীরও এবিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই সকল প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞ লোকেরও বিশেষ প্রয়োজন।

বোম্বাইর কাপড় কলওয়ালাদের উন্নতির জন্য বিদেশী বস্ত্রের উপরে শুল্কধার্য্য হইল, লবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য লবনের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য হইল। পাঞ্জাবের গমের বাজার গরম রাখিবার জন্য আমদানী গমের উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য্য হইল। ইহাতে বাংলার ক্ষতি হইল। কারণ বাংলাকে এই অতিরিক্ত শুল্ক বহন করিতে হইবে। বাংলার অর্থে বোম্বাই ও পাঞ্জাবের ধনবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইল। বোম্বাই যখন বাংলা ও বিহারের কয়লা ত্যাগ করিয়া আফ্রিকার কয়লা ব্যবহার করিতে লাগিল ফলে বাংলা ও বিহারের বহু কয়লার খনি বন্ধ হইল তখন আমদানী কয়লার উপর কোন কর ধার্য্য হইল না। ব্যবস্থা পরিষদে বাংলার প্রতিনিধিগণ আমদানী কয়লার উপর কর ধার্য্যের প্রস্তাব করিলে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিগণ প্রথমে আপত্তি জানাইলেন। সরকার ও ইহাতে সায় দিলেন। ব্যবস্থাপরিষদে বাংলা ও বিহারের প্রতি কোন সদস্যই সহানুভূতি দেখাইলেন না। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার প্রতিবেশী আমেদাবাদের কলওয়ালা বিদেশী কয়লা বর্জ্জনের জন্য অনুরোধ ও করিলেন না। ইহার প্রতিকার বাঙ্গালীর হাতে, বাঙ্গালী যদি বোম্বায়ের বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাংলার কলের কাপড় এবং তাঁতের কাপড় ব্যবহার করে এবং বাংলায় আরও কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হয় তাহা হইলে বোম্বাইর কলওয়ালাদের শিক্ষা হয়। বাংলাতে সকল জেলাতেই গম চাষ হইলে আর পাঞ্জাবের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

আমদানী চিনির উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় বিহার ও যুক্ত প্রদেশে জেলায় জেলায় চিনির কারখানা স্থাপিত হইতেছে। বাংলাতেও আখের চাষ বাড়ান চলে। প্রত্যেক জেলায় আখ চাষের জমি আছে বাংলার হিন্দু মুশলমান, বাংলার জমিদার ও কৃষক শিক্ষিত অশিক্ষিতগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে অল্লায়াসে বাংলা স্বাবলম্বী হইবে। পাতিয়ালা ও মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে চীনা বাদাম, পাঞ্জাব হইতে গম, মধ্য প্রদেশ হইতে কলাই, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে গুড়, চিনি, কলাই, আলু, পেয়াজ শরিষা, তৈল ও তামাক আমদানী হয়। মান্দ্রাজ মধ্য প্রদেশ যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও

নেপাল হইতে ঘৃত আমদানী হয়। বাহির হইতে যে সকল দ্রব্য বাংলায় আমদানী হয় এবং বাংলা হইতে যে সকল দ্রব্য বাহিরে রপ্তানি হয় তাহাও আবাঙ্গালীদের দ্বারাই হয়। আবাঙ্গালী দের দ্বারা বাংলা হইতে ছোটনাগপুর বিহার যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে লক্ষ লক্ষ টাকা পান সপ্তাহে সপ্তাহে রপ্তানি হইতেছে। বালিয়া জেলা হইতে পান ব্যবসায়ী আসিয়া কলিকাতা, দাঁতন, মোহনপুর ও জলেশ্বরে মোকাম খুলিয়া চারিদিক পান রপ্তানি করিতেছে। বাঙ্গালীর এই সকল বিশেষভাবে দেখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তৎপরতার সহিত না নামিয়া পড়িলে আর এ দেশের রক্ষা ন ই।

সেন্ সেন্

পানের সহিত সেন্ সেন্ অতি উপাদেয়। ইহার সুবাস মুখরোচক, উদ্দীপক ও আনন্দদায়ক। এজন্য অনেকে পানের সহিত সেন্ সেন্ ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহার প্রস্তুত প্রণালী জানা থাকিলে, অনেকের পক্ষেই ইহা প্রস্তুত করিয়া লওয়ার অসুবিধা হইবে না। নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল :—

এক্সট্রাক্ট গ্লিবরিজা (Ext. Glybriza)	৪ আউন্স
চিনি	১ „
মেন্থল্ (দানা)	২০ গ্রেণ
গোলাপের আতর বা কস্তুরির আতর	ইচ্ছামত

গ্লিবরিজা এক্‌ষ্ট্রাক্টকে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত কর। ইহার সহিত পরে চিনি মিশাও এবং পরিশেষে মেন্থল্ মিশাইয়া ছোট ছোট বড়ি করিয়া লও। গোলাপ ও কস্তুরীর আতর (Ottos of rose and musk) যেমন দরকার অথবা ইচ্ছামত বা রুচিমত মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

মাছের আঁস—

বড় বড় রোহিত, মৃগেল বা কাত্‌লা মাছের আঁস দ্বারা অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ হইতে পারে। ইহার দ্বারা মখমলের উপর ফুলের পাপড়ি, লতা বা গাছের পাতা ইত্যাদির কাজ করিতে সুন্দররূপে ব্যবহার করা যায়।

মাছের আঁস জান্তব পদার্থ। কাজেই উহাও পচিয়া গন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য ঐগুলি ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে শোধন করিয়া লইতে হয়। নিম্নে শোধন প্রণালী দেওয়া হইল। আঁসগুলি যত টাট্‌কা ও বড় মাছের হইবে, ততই ভাল ও সুন্দর কার্য্যোপযোগী হইবে। প্রথমে আঁসগুলিকে জল দিয়া খুব ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। চামড়ার কোন অংশ যেন উহার গায়ে লাগিয়া না থাকে। খুব ভাল পরিষ্কার হইলে ঐগুলি এক প্রকার স্বচ্ছমত দেখাইবে। এইগুলিকে ইহার পরে নুনজলে ডুবাইয়া রাখ। পরে বাহির করিয়া পরিস্রুত (Distilled) জলে বা অথবা অতি পরিষ্কার বৃষ্টির জলে ধুইয়া লও। পাঁচ ছয় বার এই রকম করিয়া ধুইয়া একখানি সূক্ষ্ম পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া প্রত্যেকটা আঁস আলাদা আলাদা ভাবে মুছিয়া স্পিরিটের ভিতর ডুবাইয়া দাও। ঘণ্টাখানেক পরে বাহির করিয়া লইয়া শুকনা ন্যাকড়া দিয়া আবার মুছিয়া ফেল। আঁসগুলি দেখিতে অনেকটা ঝিনুকেরমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে। এই ভাবেই আঁসগুলি প্রস্তুত

হইয়া গেল। ইহা এখন এইভাবেই ব্যবহার করা যাইতে পারে বা আবশ্যক মত রং করাও চলিতে পারে।

সিন্দুর—Red Mercuric Oxide

রস (Mercury)	৩৬ আউন্স্
নাইট্রিক এসিড (খাঁটি)	২৪ "
পরিস্রুত জল (Distilled water)	২ পাইন্ট্

এসিড ও কিছু জল একত্রে মিশাও। ইহার ভিতরে পারদ দাও ও সামান্য গরম করিয়া গলাইয়া ফেল। আরও গরম করিতে করিতে জলটা উড়িয়া যাইবে। একটা শুষ্ক তলানী থাকিবে। ইহাকে চূর্ণ করিয়া কোন একটা অগভীর পাত্রে লইয়া গরম করিতে থাক। যখন লাল বাষ্প আর বাহির হইবে না, তখন নাবাইয়া লও।

দাগাইবার লাল কালি

	ওজন
শিল্ভার নাইট্রেট্ (Silver Nitrate)	৪৮ ভাগ
টার্টারিক এসিড্ (Tartaric Acid)	৬০ "
গাম এ্যারেবিক (Gum Arabic)	৪০ "
কার্ম্মিন্ (Carmine)	২ "
জল	৮০ "

নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার ও টার্টারিক এসিড দুইটা মিশাইয়া গুঁড়া কর। উভয়কেই যত্দূর সম্ভব শুষ্ক রাখিবার চেষ্টা করিবে। ইতিমধ্যে আগেই অল্প কিছু জলে কার্ম্মিন্‌টা গলাইয়া রাখিবে। এই কার্ম্মিন্ জল আগের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া দাও। পরিশেষে গাম ও তৎপরে জল মিশাইয়া দাও।

ক্ষুরের মলম বা পেষ্ট্ (Paste)

আজকাল দাড়ি কামাইবার দ্রব্যাদি প্রায় প্রত্যেকেই এক সেট্ রাখিয়া থাকেন। কাজেই ক্ষুরে মাখাইবার জন্য মলম (Paste) প্রায় সকলেরই আবশ্যক হইয়া থাকে। নিম্ন লিখিত প্রণালীতে ইহা তৈয়ারী হইতে পারে।

	ওজনে
পেট্রলিয়াম্ জেলি	২০ ভাগ
৬০ নং এমেরি	৪০ "
কাঁচচূর্ণ (অতি সূক্ষ্ম যেন মালুম না হয়)	৩০ "

এইগুলি সকল মিলাইলেই কাদা কাইয়ের মত হইবে। ইহাকে ছোট ছোট কৌটায় পুরিয়া রাখ। চামড়ার প্যাডের উপর অর্থাৎ যে জিনিষটার সাহায্যে ক্ষুরে ধার তুলিতে হয়, তাহার উপর একখানি ছুরি দিয়া এই মলম আবশ্যক মত লাগাইয়া দিয়া ক্ষুরটা ঘষিয়া লইলেই বেশ ধার উঠিবে।

ব্লু ব্ল্যাক কালীর গুঁড়া

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মিশাইয়া—একটি বেশ ভাল ব্লু ব্ল্যাক্ কালির গুঁড়া প্রস্তুত হইতে পারে।

দ্রব্যাদি	পরিমাণ
নাইগ্রোসিন্	½ আউন্স্
সলিউবল্ ব্লু (Soluble Blue)	৪ "
ডেক্স্ট্রিন্ (Dextrine)	৪ "

এই দ্রব্যগুলি মিশাইয়া লইলেই হইল।

সুগন্ধি তিল তৈল

প্রথমে এই দ্রব্যগুলি পার্শ্বলিখিত পরিমাণ অনুসারে লও।

দ্রব্য	পরিমাণ
রিফাইন্ করা তিল তৈল	৫ সের
বাল্সাম্ পেরু (Balsum Peru)	২½ আউন্স
ফ্লাই ক্যান্থারাইডস্ (Fly Cantharides)	৫ ড্রাম
চন্দন তেল	১৫ ড্রাম
অয়েল রোজমেরি (Oil rosemary)	১০ ড্রাম
অটো অব্ হেনা (Otto of Hena)	৫ ড্রাম
এ্যালক্যানেট রুট (Alkanet Root)	১৫ ড্রাম

প্রথমে তিল তেলের সাথে এ্যাল্ক্যানেট্ রুট মিশাইয়া একধারে সরাইয়া রাখ। রং হইবার জন্য এইভাবে দুই দিন পর্য্যন্ত অনেক সময় রাখা হয়। রং হইলে একখানি কাপড় দিয়া তেলটা ছাকিয়া লও। ইতিমধ্যে একছটাক পরিমাণ সাধারণ (অবশ্য রিফাইন্ড তিল) তৈলে ফ্লাই ক্যান্থারাইডিস্ ভাজিতে থাক। যখন উহার রং বদ্লাইয়া যাইবে তখন নাবাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লও। ইহাতে আগের রংকরা তেলটা মিশাও; তারপরে বাল্সাম পেরু (একটু গরমে গলাইয়া লইয়া) মিশাও। ইহার পর অন্যান্য দ্রব্যগুলি পর পর নাড়িতে নাড়িতে মিশাইয়া দাও।

কপিয়িং পেন্সিল

ফেবার কোম্পানীর যে পেন্সিল্ আছে, তাহার নমুনা নানা প্রকারের আছে। মোটামুটি রকমের লিখিবার মত যে পেন্সিলের দরকার তাহা নিম্নলিখিত দ্রব্য ও পরিমাণানুসারে তৈয়ারী হইতে পারে।

	ওজনে
এ্যানিলাইন্ ভায়লেট্	৩০ ভাগ
গ্রাফাইট্	৩০ „
চায়না ক্লে	৪০ „

প্রথমে সকল জিনিসই বিভিন্নভাবে একেবারে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিতে হইবে। তারপর বেশ সাবধানতার সহিত ঐগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া শীতল জল মিশাইয়া একটা কাদার মতন দ্রব্য প্রস্তুত কর। এই লেইটাকে জল মিশাইয়া যখন বেশ সমান করা হইয়া যায়, তখন এই লেইটাকে একটা বিশেষ রকমের তারের জালের মধ্য দিয়া ছাড়িয়া দিলেই পেন্সিলের শিষগুলি বাহির হইবে। এইগুলিকে বাতাসে শুকাইয়া শক্ত করিয়া কাঠের ফ্রেম করিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া লইলেই সাধারণ পেন্সিলের মত হইয়া গেল।

ভাদ্র মাসের কৃষি

শীতের সব্জী বীজ বপণ করিবার সময় আসিল। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট, মূলা, লেটুস, টম্যাটো, মটর, স্কোয়াস, পার্সনিপ পালম প্রভৃতি শীতের শাক সব্জীর বীজ এ সময় বপণ করা যাইতে পারে। শীতের জন্য লাউ এবং কুমড়ার বীজও এ সময় লাগাইতে হয়। যে সমস্ত জল্‌দি, ফুলকপির চারা ইতিপূর্ব্বে ক্ষেতে বসান হইয়া গিয়াছে (early) তাহাদের গোড়ায় মাটী টানিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সমুদয় জল্‌দি ফুলকপির চারা এই মাসের মধ্যে ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়। জল্‌দি বাঁধাকপির বীজ এখন হইতে বসান আবশ্যক। এনডিভ, এস্‌প্যারাগাস, হালিম, পার্শ্বেলী, স্পিনিচ, সোরেল ব্রুসেল্‌স, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি বিদেশী শাকের বীজ এ সময় বপণ করা চলে। ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন, লঙ্কা, সীম, নটেশাক, ওল, মানকচু প্রভৃতির ফলন এ সময়ে পাওয়া যায়। শাঁক-আলু, পেঁপে, টেপারী প্রভৃতির বীজ এ সময়ে লাগান উচিত।

পশু খাদ্যের জন্য রিয়ানা, দেধান, লুসার্ণ, গিনিঘাস, বোরু, ম্যাঙ্গোল্ড প্রভৃতির বীজ এ সময়ে বপণ করিতে পারা যায়। তামাক ও ভূট্টার বীজ এই সময়ে লাগাইতে পারা যায়। ইন্ডাডাল্‌সীস, ডোডোনিয়া ভিসকোসা, ইরিথ্রীনা ইণ্ডিকা, একাসিয়া এরাবিকা, লসেনিয়া এ্যালবা প্রভৃতি বেড়ার বীজ এ সময় লাগান চলে। ইউক্যালিপটাস, গোল্ডমোহর, সেগুণ, রেনট্রি, মেহগ্নি, শিশু প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের বীজ হইতে এই সময় চারা প্রস্তুত করা চলে।

জিনিয়া, ব্যালসাম, কসমস, কোরিয়পসিস, পর্টুলেকা প্রভৃতি মরশুমী ফুল বীজের চারা বপণের সময় শেষ হইয়াছে। ডালিয়া, গাঁদা প্রভৃতি বীজ এখন বপণ করা যায়। শীতের মরশুমী ফুল বীজ বপণের জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক।

বেল, যুঁই, চামেলি, মল্লিকা, জবা, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাটিং (ডাল) মাটীতে পুঁতিয়া উহা হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া লওয়া

যাইতে পারে। জবা, করবী, চাঁপা, বক, টগর, বেল, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি সমুদয় ফুলের কলম এ সময় লাগান চলে। ক্রোটন, পাম, ঝাউ প্রভৃতি বাহারী গাছও এ সময় লাগাইতে পারা যায়।

ঝুনা নারিকেল হইতে এ সময় চারা বাহির করা যাইতে পারে। নির্ব্বাচিত সুপক্ক ঝুনা নারিকেলগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট ছায়াযুক্ত ভিজা জায়গায় বোঁটার দিক উপরি ভাগে রাখিয়া একটু হেলাইয়া বসাইয়া রাখিতে হয়। নারিকেল, আনারস, আম, লিচু, জামরুল, পেয়ারা, সপেটা প্রভৃতি ফলের কলম ও গাছ এ সময়ে লাগান চলে। অধিক বৃষ্টির সময় কোন গাছ লাগান যুক্তিসঙ্গত নয়।

বাঙ্গলায় চীনা বাদামের চাষ

বাঙ্গলা দেশের কৃষকেরা প্রধানতঃ ধান চাষ করিয়াই সন্তুষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য তাহারা বাহিরের উপর নির্ভর করে। বাংলার যে কোন হাটে গেলেই দেখা যায় যে, ডাল, কলাই, লঙ্কা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইতেছে।

ছোটখাট ফসলের মধ্যে চীনা বাদাম অন্যতম। উহা খুব জনপ্রিয় ; হাটে, বাজারে, মেলায় উহা কাঁচা ও ভাজা অবস্থায় ফিরি করিতে দেখা যায়। এই চীনা বাদাম খোসাসমেত প্রতি সের ১০ আনা হইতে।০ আনা এবং খোসা ছাড়ান অবস্থায় প্রতি সের।/০ আনা হইতে।৵০ আনা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। খাদ্য হিসাবে উহা খুব পুষ্টিকর। যে জমিতে উহা চাষ হয়, তাহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়, উহার তৈল রান্নাবান্নায়, মাথার তৈল হিসাবে, সাবান প্রস্তুতের জন্য এবং রেচক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনা বাদামের গাছ এবং খোল গরুর পক্ষে খুব পুষ্টিকর খাদ্য। মোটের উপর এমন সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহারোপযোগী শস্য আর অল্পই আছে।

দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলায় যে চীনা বাদাম ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশ মাদ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং মধ্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। অথচ বাঙ্গলাদেশে অল্প চেষ্টাতেই এই ফসল জন্মান যায়। যে সব জমি উঁচু এবং বালিপূর্ণ, তাহাতে উহা বেশ ভাল জন্মে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলার লাল মাটি এবং নদীয়া, বহরমপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার বেলে মাটিতে উহা বেশ ভালরূপে জন্মিতে পারে।

চীনা বাদাম দুইবার চাষ করা চলে। জুন মাসে চাষ করিলে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে এবং সেপ্টেম্বরে চাষ করিলে এপ্রিলে ফসল পাওয়া যায়। কাজেই আউস ধান বা পাটের পরিবর্ত্তে উহা অনায়াসে চাষ করা যায়। যদি সেপ্টেম্বরে চাষ করা যায়, তাহা হইলে জমিতে কিছু জল দিতে হয়। অন্য সময়ে চাষ করিলে জল দিবারও প্রয়োজন হয় না। জমি চাষ করিয়া উহা স্যাঁৎসেতে থাকা অবস্থায় চীনাবাদামগুলির খোসা ছাড়াইয়া ১৫ হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে দূরে লাগাইতে-

হয়। একটী বীজ হইতে আর একটী বীজ ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি দূরে দূরে লাগাইতে হয়। এই ভাবে লাগাইলে প্রতি একর জমিতে আধ মণ বীজ দরকার হয়। যে-সব জমি একেবারেই উর্ব্বর নহে, তাহাতে ১০০ মণ গোবর এবং একমণ লিসিকসকার নামক সার দিলে খুব ভাল ফসল পাওয়া যায়। তবে বাঙ্গলার অধিকাংশ জমিতে সার দিবারই প্রয়োজন হয় না। প্রতি বিঘা জমিতে ১২ হইতে ১৬ মণ চীনাবাদাম জন্মে। বহরমপুরে এক বিঘায় ১৭ মণ এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলাতে এক বিঘায় ১২ মণ ফসল পাওয়া গিয়াছে।

ধান বা পাটের তুলনায় চীনাবাদাম চাষের ব্যয় অতি সামান্য। উহার চাষে মাত্র একবার আগাছা বাছিয়া দিতে হয়। যদি প্রতি মণ চীনা বাদামের মূল্য ৫ টাকা করিয়াও ধরা হয়, তাহা হইলে প্রতি বিঘাতে ৫০ টাকার ফসল পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র উহার চাষ আরম্ভ হইয়া উহার দর কমিয়া গেলেও প্রতি বিঘায় ৩৫৲ টাকার ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ধানের বা পাটের তুলনায় উহাও লাভজনক। বাঙ্গলায় যেমন কৃষকেরা পাট বেচিয়া দেনা পাওনা মিটায় মাদ্রাজের কৃষকেরা সেই প্রকার চীনা বাদামের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গলায় যদি উহার চাষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পাটের দর হ্রাসের জন্য কৃষকের যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে বিদূরিত হইতে পারে। অধিকন্তু উহার চাষের ফলে জমির উর্ব্বরতা শক্তিও বাড়িতে পারে। এই ফসল চাষ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ ডিরেক্টার অব এগ্রিকালচার বেঙ্গল, রমনা (ঢাকা) এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

"— স্বায়ত্ত শাসন"

বাংলার শর্করা শিল্পের ভবিষ্যত

ভারতের শর্করা শিল্পের উন্নতির জন্য কয়েক দিন আগে রক্ষণ শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত এই সুযোগ লইয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে চিনির কল স্থাপনের উদ্যোগ লাগিয়া যায়। এ বিষয়ে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার উড়িষ্যাই অগ্রণী হয়। বাংলা দেশের পত্রিকাতে কয়েকটী কোম্পানী ও কল স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কতদূর কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া সফল মনোরথ হইতে পারিবে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। সে যাহাই হৌক, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে প্রকার একের পর একটী কল ত্বরিত গতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে অনেকের এই ভয় হইল যে, ভারতের চাহিদা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইতে পারে। অনেকেই জানেন বাংলার পাটের কল সম্পর্কেও এই প্রকার একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। পাটের মালের যে পরিমাণ চাহিদা তদপেক্ষা বহুল পরিমাণ দ্রব্য গঙ্গার তীরবর্ত্তী কলগুলিতে উৎপন্ন হইতে পারে। ফলে, কলগুলি সাপ্তাহিক কার্য্য তালিকার বহু ব্যতিক্রম করিয়াও এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় একটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

চিনির কল সম্পর্কেও যাহাতে ভবিষ্যতে ঐ জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে না হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বাহ্নেই তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এই আবশ্যকবোধে ভারতের যে সকল প্রদেশে চিনি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল প্রদেশের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিগত ১০ই জুলাই সিমলাতে এক সভা বসিয়াছিল। ঐ সভায় এই চিনি শিল্প সম্পর্কে নানা বাগবিতণ্ডা হয়,—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বলিতে গেলে সভায় কোনই কার্য্য হয় নাই। কিন্তু এই সকল আলোচনা উপলক্ষে এই শিল্প সম্পর্কে বাংলা যে বহু পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাই বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে

বর্ত্তমানে চিনির কল বা তাহাদের ভবিষ্যত উৎপন্ন পণ্য, চাহিদার অতিরিক্ত হইবে কিনা,

ইহা নিশ্চিত বুঝা যায় নাই। শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ খৈতান উক্ত সভায় বলিয়াছেন, যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীবাৎসব যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহাতে বাংলার কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। এবং তিনি মনে করেন, এখনই এই শিল্প সম্পর্কে বিশেষতঃ বাঙলায়, একথা বলা চলে না যে আবশ্যকাতিরিক্ত কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতার ১০ নং আর জি-কর-রোড হইতে শ্রীযুত নলিনীমোহন লাহিড়ী "আনন্দ বাজার" পত্রিকায় যে পত্র লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

অনেকে বলেন বাংলার ধনী সম্প্রদায় ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ। তাঁহারা টাকা ব্যাঙ্কে ন্যস্ত করিতে রাজী আছেন, কিন্তু নিজেরা ব্যবসা করিতে উদ্যোগী নহেন। অর্থাৎ তাঁহারা অন্যকে ব্যবসা করিবার সুযোগ দিতেছেন, কিন্তু নিজেরা দায়িত্ব নিতে চাহেন না। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, বাংলায় এখনো শর্করা শিল্পের প্রসারের যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। কাজেই বাংলার ধনী সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য, এই রক্ষণ শুল্কের সুযোগ লইয়া বাংলাকে চিনি ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা।

শ্রীযুত লাহিড়ী লিখিতেছেন :—

ভারতজাত চিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে চাহিদাতিরিক্ত হইবে আশঙ্কায় অনেকেই ভীত হইয়াছেন এবং খুব বিবেচনা করিয়া অতিরিক্ত চিনির কল খুলিবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন ভারতবর্ষে মোট ৯,৬০,০০০ টন চিনির দরকার। যে সব চিনির কল খোলা হইয়াছে তাহা হইতে গত বৎসর ৪,৬০,০০০ টন চিনি তৈয়ারী হইয়াছে। এই অনুপাতে ১৯৩৩-৩৪ সালে ৬,৪০,০০০ টন এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে ৯,৬৪,০০০ টন তৈয়ার হইবে; সুতরাং ১৯৩৫ সন হইতে চাহিদাতিরিক্ত চিনি সমস্ত কল হইতে বাহির হইবে। এইরূপ প্রকাশ যে, ভারতবর্ষে এখন ১০৫টী কল খাড়া হইয়াছে। ভেকাম পদ্ধতিতে যে সব কারখানায় চিনি তৈয়ার হয়, সেখানে ৫০০ টন অর্থাৎ প্রায় ১৫,০০০ মণ আখ প্রত্যহ মাড়াই না করিলে চিনি উৎপাদনের খরচ বেশী হইয়া যায় সেই জন্যই ইহাকে ইকনমিক ইউনিট বলে।

আমাদের দেশে ১ একর জমিতে গড় পড়তায় ৪০০ মণ আকের বেশী হয় না, (অবশ্য Govt. farmএ ইহা হইতে বেশী হয়); সুতরাং ১৫,০০০ মণ আক জন্মাইতে আমাদের দেশে প্রায় ৩৮ একর জমির দরকার। চিনির কল বৎসরের মধ্যে ১২০ দিন চলে, সুতরাং একটী কলের জন্য ৩৮ × ১২০ = ৪,৫৬০ একর অর্থাৎ ১৩,৬৮০ বিঘা জমির দরকার। কারখানা যদি একটু বড় হয় তাহা হইলে একটী কারখানার জন্য ১৫,০০০ বিঘা জমি আবশ্যক। উন্নত ও বৈজ্ঞানিক মতে চাষ করা কাহাকে বলে তাহা আমাদের দেশের চাষীরা জানে না বলিলেই হয়। পূর্ব্বপুরুষদের আমল হইতে চাষের যে পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে, সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে তাহারা অনিচ্ছুক, সুতরাং এইরূপ চাষীর দ্বারা প্রত্যেক চিনির কারখানার জন্য ১৫,০০০ হইতে ২০,০০০ বিঘা জমি উন্নত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা যে কত কঠিন তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ভারত-জাত চিনি ১৫ বৎসরের জন্য রক্ষাকবচ পাইয়াছে। উপরে লিখিত হিসাবানুযায়ী ১০০ চিনির

কারখানার জন্য যে পরিমাণ জমির আবশ্যক, সেই জমি আমাদের দেশের চাষী ১৫ বৎসরের মধ্যে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিতে অভ্যস্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না, সুতরাং কোন কারখানাই এই সময়ের মধ্যে পুরা চিনি উৎপাদন করিতে পারিবে না, পক্ষান্তরে পুরা চিনি উৎপাদন করিতে না পারিলে চিনি তৈয়ারের খরচা বাড়িয়া যাইবে। এমতাবস্থায় ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যে চাহিদাতিরিক্ত চিনি তৈয়ার হইবে, এ চিন্তা আমরা অন্তর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারি।

জাভার সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা করিতে হইবে একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সমস্ত এশিয়ার বাজারে চিনি বিক্রয় করিবার জন্য জাভা লালায়িত। তাহার আকের চাষ ও চিনি শিল্প এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা ১ একর (৩ বিঘা) জমি হইতে ৪০০/ মণ আকের বেশী পাই না, জাভা সেই পরিমাণ জমিতে ১০০০/—১২৭০/ মণ আক উৎপাদন করিতেছে। জাভা তাহার কারখানায় ১০০/ মণ আক হইতে ১৪/—১৬/ মণ সাদা চিনি তৈয়ার করিতেছে, কিন্তু আমাদের দেশে ১০০/ মণ আক হইতে ১০/ ১১/ মণের বেশী চিনি হয় না, সুতরাং সকল দিক দিয়াই চিনি শিল্পে ভারত জাভা হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া এই উন্নত শ্রেণীর আক উৎপাদন করিতে যে সময় লাগিবে তাহা চিন্তা করিলে চাহিদাতিরিক্ত চিনি-উৎপাদনের ভীতি আমাদের মন হইতে নিজেই অপারিত হইয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশের চিনি শিল্প, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ কিংবা বিহার প্রদেশে চিনি শিল্প হইতে একটু বিভিন্ন রকমের ; যে আক হইতে চিনি তৈয়ার হইবে, পাট শত্রুরূপে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অন্য দেশে পাট নাই সুতরাং এ প্রশ্ন উঠে না। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৮৯৯—১৯০০ সনে বাঙ্গালাদেশে মোট ৮,৮৪,০০০ একর জমিতে আকের চাষ ছিল, কিন্তু পাটের চাষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩০—৩১ সনে আকের চাষ ২,০৯,৭০০ একর জমিতে যে আক হইতেছিল তাহা হইতে প্রস্তুত চিনি ও গুড় বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, ভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙ্গলা দেশে চিনি ও গুড় খুব আমদানী হইত কিন্তু ৩০ বৎসরের মধ্যে আকের সেই জমির ৪ ভাগের ৩ ভাগ পাট দখল করিয়া বসিয়াছে। ফলে এই হইয়াছে যে, আজ চিনি ও গুড়ের জন্য আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে আজ চাষীদের চক্ষু খুলিয়াছে তাহারা এখন আকের চাষের জন্য লালায়িত সুতরাং চিনি তৈয়ার করিবার জন্য আমাদেরও এখন সচেষ্ট হওয়া দরকার। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে জানা যায় যে, ১ একর জমিতে যে পাট জন্মায় তাহার মূল্য এখন ৬০৲ টাকার বেশী নয়, দাম কিছু বেশী হইলেও মূল্য ১২০৲ টাকার বেশী হইবে না কিন্তু ১ একর জমিতে আক লাগাইলে সেই আক হইতে সে ২০০৲ টাকা পাইতে পারে, সুতরাং দেখা যাইতেছে আকের চাষ করিয়া এখন চাষীর অবস্থা ভাল করিতে হইবে। চাষীর অবস্থা ভাল হইলেই জমিদারের অবস্থা ভাল হইবে, সুতরাং জমিদার মহাশয়দের এদিকে নজর দেওয়ার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। যে পরিমাণে চিনি ও গুড় বাঙ্গলাতে দরকার বাঙ্গালীকেই তাহা তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের

যে পরিমাণ চিনি ও গুড়ের দরকার তাহা চিন্তা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাঙ্গলা দেশে বহু চিনির কলের দরকার ও চিনির ভবিষ্যত ও উজ্জ্বল। চাহিদাতিরিক্ত চিনির প্রশ্ন যেন আমাদিগকে ভয়ে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলে। চিনি শিল্পে যদি আমরা আগ্রহের সহিত লিপ্ত না হই, তাহা হইলে অন্য প্রদেশে ও বিদেশে প্রস্তুত চিনি ও গুড় বাঙ্গলায় আসিয়া আমাদের পয়সা লুটিয়া লইয়া যাইবে। কোন প্রকার ভীতি যেন আমাদের উদ্যম ও কার্য্যশক্তিকে নিস্তেজ করিয়া না দেয়। নিজের পায়ের উপর যেন বাঙ্গালাকে আমরা দাঁড় করাইতে পারি।

—— —

গৃহস্থালীর কথা

পিতল-কাঁসার বাসনের মরিচা উঠাইবার উপায়

নিম্নলিখিত উপায়ে পিতল ও কাঁসার বাসনের মরিচা সহজেই উঠান যাইতে পারে। ১। পেঁয়াজের রস দ্বারা মরিচার স্থান বারম্বার ঘষিয়া পরে লেবু ও তেঁতুল জলে রাখিয়া পরদিন বালু ও দুর্ব্বাদ্বারা উত্তমরূপে মাজিয়া লইলেই মরিচার দাগ উঠিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল হইবে। ২। আলুসিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা রগ্‌ড়াইয়া ধুইয়া পরে সুরকীর গুঁড়া দ্বারা মাজিয়া ধুইয়া লইলেই মরিচার দাগ সহজেই উঠিয়া যায়। বাসন ধোয়ার পর বড় মাছের আঁশ দ্বারা যদি পালিশ করিয়া লওয়া যায়, তবে নূতনের মত সুন্দর দেখায়।

মরিচা পরিষ্কারের উপায়

সাধারণতঃ পিত্তলের জিনিষ অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিলেও মরিচা ধরে না। এক প্রকার কালো দাগ হয় তাহা আমাদের দেশীয় মতে তেঁতুল দিয়া ঘসিলেও উঠিয়া যায়। আর অপর প্রণালীতে দাগ তুলিবার প্রয়োজন হইলে লাউ দিয়া ঘসিয়া আগুনে সেঁকিয়া লইলে মরিচা বা দাগ যাহাই বলুন না কেন, নিশ্চয়ই উঠিয়া যাইবে। রৌপ্য পাত্রে দাগ লাগিলে আলু সিদ্ধ করা জলে পাত্রটী ধুইলে যে কোন প্রকারের দাগ হউক না কেন, পাত্র হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে।

লৌহ ও কাঁচের পাত্রে নাম লেখা

লৌহ কিম্বা পিতলের পাত্রে নাম লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে করিতে হয়:—প্রথমে যে পাত্রে নাম লেখা হইবে তাহা জলে ধৌত করিবেন। পরে স্পিরিট (Spirit) দিয়া ধুইয়া ফেলিবেন যেন কোন ময়লা না থাকে। তাহার পর মোম গলাইয়া সেই যায়গায় পাতলা মোমের কোটিং দিবেন। সেই মোম শুকাইয়া গেলে তাহাতে সরু ছুঁচ দ্বারা লিখিয়া সেই খাঁজের মধ্যে নাইট্রিক এসিড্ (nitric acid) দিবেন। কিছুক্ষণ পরে তাহা জলে ধুইয়া ফেলিবেন। তাহা হইলে পাত্রে উত্তমরূপে লেখা হইবে।

কাঁচের কিম্বা পোরসিলেন পাত্রে নাম লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়।—

পূর্ব্বের মত কাঁচের পাত্রও জলে ধুইয়া স্পিরিট্ (Spirit) দিয়া ধুইয়া লইতে হয়। তাহার পর মোম গলাইয়া পাতলা করিয়া ঢালিয়া দিয়া তাহার উপর ছুঁচ দিয়া নমুনা করিতে হয়। এখন সেই নমুনা (design) এর মধ্যে ফ্লুরিক এসিড (fluuric acid) দিতে হয়। কিছুক্ষণ পরে সেই মোমের প্রলেপটা জলে ধুইয়া ফেলিলে সুন্দর নমুনা আঁকা হয়। জলের পরিবর্ত্তে যদি তারপিন্ (turpentine) দিয়া ধোয়া হয় তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

লবণ জল ও আসবাব পত্র

লবণাক্ত জলে রঙিন বস্ত্র ধুইলে অনেক ক্ষেত্রে রং উঠে না।

কাল সিল্কের কাপড় যখন বিবর্ণ হইতে আরম্ভ করিবে তখন পরিষ্কার ও ঘন করিতে একবার নিংড়াইয়া লইলে উহা বেশ সুন্দর দেখায়। ঐরূপ করিবার পর উল্টা দিকে ইস্ত্রি করিতে হয়।

বেতের চেয়ার ও আসবাবাদি যদি মাসে মাসে ঠাণ্ডা লবণাশ্রিত জলে ধুইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে উহার চেহারা বেশ ভাল থাকে।

আসবাবপত্র পালিশ করিবার পূর্ব্বে গরম জলে একখানা ফ্লানেল নিংড়াইয়া যদি তাহাতে পুছিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে পালিশটা বেশ সমান হয়।

কাপড়লাগান ফার্ণিচার

কাপড় লাগান ফার্নিচার পরিষ্কার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম একটি মোটা লাঠি দিয়া পিটিয়া উপরের ময়লাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়—পরে একখণ্ড কাপড় কয়েকটি ভাঁজ করিয়া পেট্রলে ভিজাইয়া লইয়া উহা দ্বারা যে সকল স্থানে বিশেষ দাগ আছে তাহাতে ঘষিতে হয় এবং পরে ব্রুশ দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়।
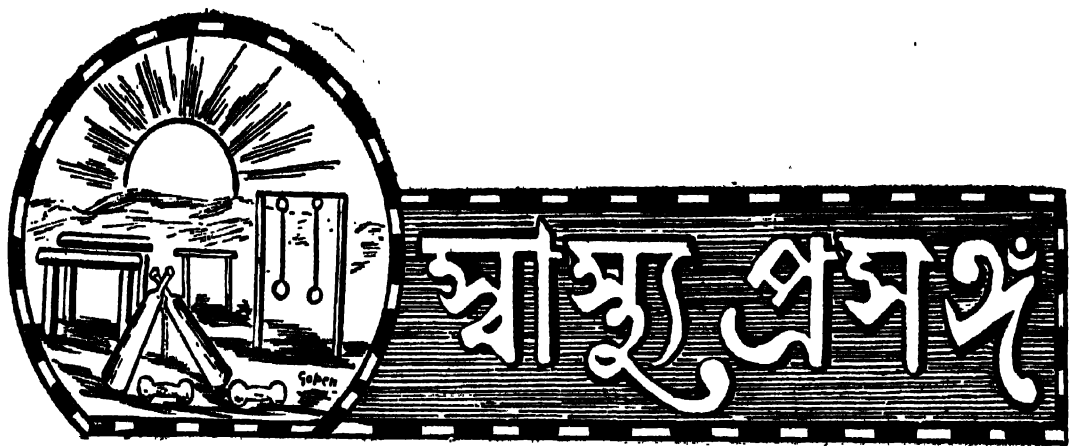
স্বাস্থ্য ও জাতি

"স্বাস্থ্য সকল সুখের আকর"—আমরা শৈশব হইতে পড়িয়া থাকি। অনেকেই অবশ্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে ততদুর দৃষ্টি দেই না। ইহার ফল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভুগিতে হয়। জীবনের অনাবিল আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা দুর হইয়া সমস্ত শরীর যেন এক দুর্ব্বিসহ ভারবোধ হইতে থাকে। এই অবস্থা যে জাতির মধ্যে যত কম হইবে সেই জাতিই জগতে জীবন সংগ্রামের ততদুর উপযুক্ত হইবে। যে অদ্ভুত সাহসিকতা লইয়া নর বা নারী একক অবস্থায় বা সহকারা লইয়া পৃথিবীর একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিমান-যোগে ভ্রমণ করিতেছেন, যে দুরন্ত মনোবৃত্তি লইয়া অদম্য উৎসাহে গৌরীশঙ্করের মত পর্ব্বত শৃঙ্গের উচ্চতা, বায়ুর অভাব বা অনবরত তুষারপাত প্রভৃতিকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, যে অসমসাহসিকতা লইয়া প্রজ্জ্বলিত জীবন্ত আগ্নেয় গিরি গহ্বরের মধ্যে বিচরণ করিতে দ্বিধাবোধ হয় না, এই সকলের মূলে রহিয়াছে অটুট স্বাস্থ্য। আর এই সকলেরই পরিণাম জাতির জাগরণ। আর, এক জাতির এই প্রকারের চেতনা, জাড্য-হীনতা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত অন্য জাতির ভিতর প্রাণ, সজীবতা ও কর্ম্মপ্রেরণা প্রদান করে। এই জন্যই জাতির কর্ণধার যাহারা থাকেন, তাহাদের কর্ত্তব্য জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে—সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা।

চেকোশ্লোভেকিয়াতে 'সোকোল' আন্দোলন নামে যে খুব আন্দোলন হয়, তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল শারীরিক চর্চ্চা। রাজনীতির সম্বন্ধ সকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা শুধু শরীর চর্চ্চা উপলক্ষ করিয়াই সংযত, সুসম্বদ্ধ ও চরিত্রবন্ত এক যুবশক্তি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের নেতা ও বর্ত্তমান ইটালির ডিক্টেটর—বেনিটো মুসোলিনি এই সম্পর্কে সম্প্রতি "ফিজিক্যাল কাল্চার" নামক পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার অংশ বিশেষের অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল। তিনি লিখিতে-ছেন—

"যে জাতি শারীরিক ও নৈতিক চরিত্র

গঠনের—দিকে দৃষ্টি না দেয়, সে জাতি তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য কোন মহান্ সভ্যতা রাখিয়া যাইতে পারে না। কেননা এই দুই শক্তির সমাবেশেই জাতির সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। যে জাতি সচেতন সেই জাতিই নাগরিকবর্গের সমস্ত শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তির পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনের সহায়তা করিতে পারে সেই জাতিই রাজত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে।

যে সকল জাতিই অগ্রণী তাহাদের ভিতরই এই দুই শক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এবং যতদিন এই আদর্শ তাহাদের পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিরাছে, ততদিনই তাহারা পৌরুষ, বীরত্বে ও সজীবতায় মহিমান্বিত হইয়াছে। কিন্তু, যেই মাত্র এই আদর্শচ্যুত হইয়া সুখপ্রিয় হইয়া বিলাসময় জীবন জাপনে অভ্যস্ত হয়, সেই হইতেই সেই জাতির অধঃপতন আরম্ভ হইবে।"

এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া তিনি কি করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা দিতেছেন,—

"আমি সমগ্র ইটালীর মধ্যে খেলাধূলা ও শারীরিক চর্চ্চার প্রতি বিশিষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকি। এইজন্য নানা প্রকার সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র ইটালীর মধ্যে আজ বহু খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইটালীর বালক বালিকা, যুবক-যুবতী সকলেই শারীরিক চর্চ্চার প্রতি সমধিক মনোযোগী। এমন কোন গ্রাম বা সহর নাই যেখানে ক্রীড়নক ভূমি বা শারীরিক চর্চ্চার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। কেবল মাত্র শিশু ও যুবকদের জন্য ১,৩৬৬ টী সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী বাড়ী প্রস্তুত হইয়া আছে। নিম্ন প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেদের দৈনিক ক্রীড়ার নিমিত্তই ১,৩১৫টী নূতন মাঠ প্রস্তুত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, সাধারণ শ্রমিকদের কার্য্যান্তে চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, উহাদের সভ্য সংখ্যা ১৬,৭০,০০০। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে মজুররা তাহাদের বিশ্রাম সময়ে শারীরিক মানসিক চর্চ্চার সুবিধা যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাদের ব্যবহারের জন্য শতাধিক ক্রীড়নক ভূমি রহিয়াছে। তারপর আমাদের বহু সহরেই বিশেষ রকমের প্রেক্ষাগার রহিয়াছে। এই সকল স্থানেই শ্রমিকদের শারীরিক চর্চ্চার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই সকল প্রেক্ষাগারের মধ্যে কতকগুলি শুধু অন্যের ক্রীড়া দেখিয়া উৎসাহ লাভ করিবার জন্য। আরও কতকগুলিতে শ্রমিকরা নিজেরাই নানা প্রকার ক্রীড়া ও শারীরিক চর্চ্চা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।"

এইভাবে ইটালীকে মুসোলিনী এক নতুন জাতিতে গঠিত করিতেছেন। তিনি গর্ব্বের সহিত বলিয়া থাকেন—আমার শাসনকালে যদি কিছু করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাই করিব—যেন ইটালীর কোন একটী ছেলে যথোপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা না পায় এমত না হইতে পারে। জাতির ভিতর এই প্রকারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ না ঢুকাইয়া দিতে পারিলে, আর জাতির প্রাণের সাড়া পাইবার আশা নাই। আমাদের বাংলার—তথা হিন্দুর পক্ষে ধ্বংশ যেরূপ নিতান্ত্রুত অগ্রসর হইতেছে, কঠোর জীবন সংগ্রামে বহু ক্ষেত্রে শারীরিক শক্তির অভাবেই যেরূপ বহু ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হইতে হইতেছে, তাহাতে আমাদিগকে এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিবার আবশ্যকতা আছে।

সুফলপ্রসূ দাঁতের মাজন

যাঁহাদের দাঁত পানসে, যাহাদের দাঁত হইতে রক্ত পড়ে, দুর্গন্ধ হয়, তাঁহারা নিম্নলিখিত মাজন ব্যবহারে উপকার পাইবেন—

খড়ি	আধপোয়া
ফটকিরি	আধতোলা
তাম্বুল	আধতোলা
দেশী গুপারী	আধপোয়া
কর্পূর	সামান্য একটু

গুপারীগুলি আধখানা করিয়া কাটিয়া পোড়াইয়া লইবেন। এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশাইয়া দাঁত মাজিলে দাঁত বেশ ভাল থাকে, মাড়ী শক্ত হয়।

অরুচির ঔষধ

খোসা আঁটিবাদ কাঁচা আম /১

*	লবণ	./১০ পোয়া
*	কালজিরা	/১ ছটাক
*	সাদা জিরা	" ছটাক
*	লবঙ্গ	আধ পয়সার

(বেশী হইলে তিক্ত হইবে)

*	হিং	৫১ এক পয়সা
*	দারুচিনি	আধ পয়সা
*	তেজপাত	আধ পয়সা

প্রথমে আমগুলিকে পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া ধৌত করিয়া, তারকা চিহ্নিত দ্রব্যগুলি বেশ করিয়া থ্যাত্‌লাইয়া উহাতে মাখাইয়া একটি বড় কাঁচের বোতলে ভর্ত্তি করিয়া রাখিবে এবং রৌদ্রে দিবে। ২১৫ দিনের মধ্যেই উহা হইতে রস বাহির হইতে থাকিবে। দিন কতক পরে মজিলে উত্তম অরুচি নাশক 'জল আচার' হইল। ইহা অগ্নিমান্দ্য ও পোয়াতির অরুচির উত্তম পথ্য।

প্রসূতির স্তনের ক্ষত

শিশুগণের স্তন্যপান জনিত ক্ষতে নিম্নলিখিত ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ হইবে।

বাবলা অথবা দালিমের খানকয়েক ছাল পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে, পরে তাহাতে অল্প পরিমাণ ফটকিরি গুঁড়া মিশাইয়া প্রত্যহ দু'বার এই হিসাবে ৫।৬ দিন স্তন ধৌত করিলেই আরোগ্য হইবে।

বৃশ্চিক দংশন

কাঁকড়া বিছাকে বৃশ্চিক বলে। কাঁকড়া বা সাধারণ বিছা যাহাতেই কামড়াক না কেন ভিনিগার দিলেই উপশম হইবে। সহজ লভ্য কেরোসীন তৈলও ইহার পরম ঔষধ।

ফোড়া ফাটাইবার ঔষধ

যে সকল ফোড়ার মুখ হয় না, তাহার মুখ করিতে হইলে সম পরিমাণে আদা, পান, পেয়াজ (ছোট জাতীয়) বকুলছাল, সোডা, খেসারীর ডাল লইয়া টাটকা গো-মূত্র বাটিয়া যে ঘার মুখ হয় নাই তাহাতে মুখ করিবার জায়গায় প্রলেপ দিবেন। ইহাতে ব্রণের মুখ হইবে এবং ফাটিয়া পুঁজ বাহির হইবে। ইহাতেও যদি মুখ না হয়, তাহা হইলে কলমী শাকের মূল ও অগ্রভাগ এবং পান্তভাত এই দুই দ্রব্য একত্র বাটিয়া ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোড়ার মুখ হইবে এবং ফাটিয়া যাইবে।

দূষিত ক্ষত শুষ্ক করিবার ঔষধি

পাপরী খয়ের, তুঁতে, চিতি সুপারী, সোহাগা, চাউল পোড়া, ভাজা বালি, হিরাকষ, পুরাতন লোহার গুঁড়া —

আপাংএর রসে বাটিয়া তৎপরে খুদে কচুয়ার রস দ্বারা পরে চুণের জল সহিত বাঁটিয়া শুষ্ক করিয়া বটি প্রস্তুত করিবেন। যখন ব্যবহার করিবেন তখন লোহার পাত্রে জল দিয়া ঘসিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিবেন। ইহাতে অত্যন্ত দূষিত ক্ষতও পরিষ্কার হইয়া আরোগ্য হইবে।

এক বৎসর বসন্ত না হইবার উপায়

লজ্জাবতীর পাতা তোলাখানেক লইয়া তাহার সহিত ৮।১০টা গোল মরিচ দিয়া বাটিয়া খালিপেটে প্রাতঃকালে খাইতে হইবে। ইহা একদিন খাইলেই চলিবে।

বসন্তের ঔষধ

হরিতকী	৩ রতি
বহেড়া	৩ "
আমলকী	৩ "
পটল পাতা	৩ "
নিমছাল	৩ "
গুলঞ্চ	৩ "
বাসক ছাল	৩ "
পাপরি খয়ের	৩ "

এই কয়টা ঔষধ একটু থেতো করিয়া অর্দ্ধসের জলে দিয়া হাঁড়িতে করিয়া জাল দিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে খাইতে হইবে। যে কদিন অসুখ সম্পূর্ণরূপে না সারে সে কয়দিন একবার করিয়া প্রাতে দিবেন। ইহাতে যে রকম বসন্ত হউক না কেন, সারিবেই সারিবে। বহু পরীক্ষিত।

রক্ত আমাশয়ের ঔষধ

কুড়চী গাছের ছাল	।/০ পোয়া
জল	/৫ সের

মাটীর হাঁড়িতে করিয়া মৃদুজ্বালে সিদ্ধ করিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইবে। ঠাণ্ডা হইলে ১ ছটাক খাইবে। বাকী ৪ ছটাক ৪ দিনে সেব্য —ইহাতেই নির্দোষ আরোগ্য হইবে।

আমাশা রোগীর পথ্য বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। দাঁতে চিবাইয়া খাইতে হয় এমন খাদ্য না দেওয়াই উচিত।

পথ্য

টাটকা পাণিফলের পালো।

কাঁচকলার গুড়ার পালো।

পাকা মর্ত্তমান কলা ঘিয়ে ভাজিয়া।

গুগলির ঝোল (গুগলি মাংসটা নয়)

গাঁদাল পাতার ঝোল।

কচি বেলের কাথ।

ইক্ষুগুড় সহ বেল পোড়া—ইহারা আহার ঔষধ দুই-ই।

এ সম্বন্ধে আরও একটী ভাল টোটকা আছে।

চারা তেঁতুলের শিকড় এক পর্ব্ব ও ৫।৬ টী গোলমরিচ একত্র বাঁটিয়া প্রাতে খালিপেটে খাওয়াইলে ২।৩ দিনেই আমাশা সারিবে।

গলার স্বর মধুর করার উপায়

প্রত্যহ ব্রাহ্মীশাক ঘৃতে ভাঁজিয়া খাইলে গলার স্বর মধুর হয়। ইহাতে স্মরণ শক্তিও বাড়ে।

হাজার ঔষধ

পায়ের বা হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে জল লাগিয়া "হাঙা" বা ঘা হইলে, বিশুদ্ধ গাওয়া ঘৃতে পিঁয়াজ (কাটা) ভাঁজিয়া তাহাতে তুঁতে গুড়া করিয়া দিলে ফেনা উঠিবে, তাহা লাগাইলে অতি সহজেই আরোগ্য লাভ করা যায়। ইহা ব্যবহারে পুনরায় ঐ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। আশু প্রতিকারের জন্য "রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্" ব্যবহারেও ফল হয়। মেদীপাতার রস ও হলুদের রস মিশাইয়া ঘায়ে ব্যবহারে উত্তম ফল হয়।

চুলকানির ঔষধ

নিম ও কাঁচাহলুদ বাটিয়া চুলকানির স্থানে লাগাইয়া এক ঘণ্টা রৌদ্রে থাকিয়া পরে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

দাঁতে পোকা

বড় পানা শিকড় পোকাস্থানে রগড়াইয়া লাগাইয়া রাখিতে হয়। ৭।৮ দিনেই রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

চক্ষুর জলপড়া নিবারণ

চক্ষুতে মধু দিলে লাল কাটিয়া যায় এবং গুগলি বা ছোট শামুক ভিজানো জলে জ্বালা ও জল পড়া নিবারণ হয়।

তোতলামি সারার উপায়

দাঁতে দাঁতে চাপিয়া কথা কহিলে তোতলামি সারে।

আঁচিলের ঔষধ

ছুরী দ্বারা এক টুকরা আদা কাটিয়া তাহাতে একটু চূণ দিয়া দুই মিনিট ঘষিলে আঁচিলের গোড়া পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়।

ধবলরোগ বা শ্বেতী

খদিরকাষ্ঠ ও আমলকী অল্প থেঁতো করিয়া আধপোয়া জল দিয়া কাথ করিয়া তাহাতে সোমরাজী বীজ চূর্ণ চারি আনা দিয়া পান করিবে এবং বুচকী দানা ও ছাগলের নাদী গোমূত্রের সহিত বাটিয়া ধবল স্থানে প্রলেপ দিবে।

মুখে কাল দাগ নিবারণের উপায়

প্রত্যহ রাত্রিতে দুধের সরের সহিত কাঁচা হলুদ উত্তম রূপে পিষিয়া মুখে মাখিলে মুখে ব্রণের দাগ ফাটা বা কাল দাগ অচিরে দূর হয়। নিয়মিত ভাবে কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার করিলে মুখে এক প্রকার সুন্দর গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠে।

প্রস্রাব বেশী হইলে

বায়ু বৃদ্ধি হইয়া যদি প্রস্রাব বেশী হয়, কিংবা বারে বেশী হয়, তাহা হইলে মিছরীর পানায় একটী চাঁপাকলা, কি মর্ত্তমান কলা কচলাইয়া সকালে ও বৈকালে খাইলে ভাল হইবে।

আতপ চাউল ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত সমান ভাগে চিনি মিশাইয়া খাইলে ভাল হইবে। মাত্রা – এক ছটাক হইতে দেড় ছটাক।

তিমির তেল

সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে নিউজীল্যাণ্ডের সাউথ্ আইল্যাণ্ড নামক জনশূন্য দ্বীপে তিন বন্ধুতে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ ৭০ ফুট লম্বা একটী বিরাট তিমি মাছ মৃতাবস্থায় চড়ার উপর পড়িয়া আছে দেখিতে পায়। এই অনায়াসলব্ধ তিমি মাছ হইতে তাহাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সকলেই জানেন যে তিমি মাছ হইতে অপর্য্যাপ্ত তেল পাওয়া যায়। যাহা নিম্নশ্রেণীর কাপড় কাচা সাবান হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ কাজে ব্যবহৃত হয়। তিমির হাড়ও তেমনি নানারূপ কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া এক জাতীয় তিমি আছে যাহার অন্ত্রের মধ্যে Ambergris নামক বহু মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য জন্মে। Perfumery বা গন্ধদ্রব্য লাইনে এই Ambergris নানা আকারে অপর্য্যাপ্তরূপে ব্যবহৃত হয়। এই তিমির জাতের মধ্য হইতে তিন বন্ধুতে যে Ambergris পাইয়াছেন একা তাহার মূল্যই দশ হাজার পাউণ্ড্ বা দেড় লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ইহার উপর তেল ও হাড়ের দামত আছেই। পাশ্চাত্য দেশে কোন দ্রব্যই অকারণে অপচয় হইতে পারে না, কারণ তাহার কোন না কোন প্রকার শিল্পে ব্যবহার করিবার উপযোগিতা (Industrial use) তাহারা বাহির করে, এইজন্য সব জিনিষেরই একটা ব্যবহারিক সার্থকতা আছে।

আমাদের দেশে এক একটী নদীতে অপর্য্যাপ্ত শুশুক আছে। মাগুরা মহকুমার নীচে নবগঙ্গায় এবং খুল্না জেলার বহু নদীতে আমরা অপর্য্যাপ্ত শুশুক দেখিয়াছি। জেলেরা কখনও কখনও মাছ ধরা জালে শুশুক পড়িলে তাহাকে মারিয়া ডাঙ্গায় তোলে দেখিয়াছি এবং তাহার তেলে বাত সারে এইরূপ খ্যাতিও শুনিয়াছি। বাস্ ঐ পর্য্যন্ত; কিন্তু কাহাকেও এই সকল শুশুকের তেল বা হাড় সংগ্রহ করিয়া পয়সা কামাইতে দেখি নাই। অথচ এক একটী শুশুক হইতে বোধ হয় ২।৩ মণ তেল এবং অপর্য্যাপ্ত হাড় সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু যদি বা কখনও ২।১টা শুশুক মারা পড়ে তাহা হইলেও শিক্ষা, সংহতি এবং সদুপদেশের অভাবে তাহাদের মাংস, শেয়াল, কুকুর এবং শকুনি গৃধিনীর পেটে যায় এবং কিছুদিন ধরিয়া পল্লীর চারি পাশে দুর্গন্ধ ছড়ায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তফাৎ এইখানে।

ভারত কার্ব্বণ এণ্ড রিবণ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

স্বদেশী পণ্যের প্রসারের পক্ষপাতী নহেন এমন ভারতবাসী আজকাল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোনও কোনও জিনিষ ভারতে প্রস্তুত হইতে পারেনা এ ধারণা কাহারো কাহারো আছে—কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় দুঃসাধ্য ব্যবসায়ও ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিতেছে। আনন্দের কথা এই যে, ভারত কার্ব্বণ এণ্ড রিবণ ম্যানুফ্যাকচারিং কোংতে এই দুইটী বিষয়ের সংযোগ হইয়াছে। নানাবিধ কার্ব্বন পেপার, পেন্সিল, টাইপ রাইটার রিবণ প্রস্তুত করিবার উপযোগী একটি সুবৃহৎ কারখানা করাচীতে স্থাপিত হইয়াছে—স্থাপনকর্ত্তা হইতেছেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা যশোবন্ত রায়। আধুনিক যন্ত্রসমন্বিত এরূপ চমৎকার কারখানা নাকি জাপানেও নাই।

এই কারখানার যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি প্রায় দশ বৎসর যাবৎ বিলাতের বিভিন্ন কারখানায় হাতে কলমে কাজ শিখিয়া আসিয়াছেন। এই কারখানার শাখা কার্য্যালয় ৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে স্থাপিত হইয়াছে। কোনও বিষয়ে কাহারও জিজ্ঞাস্য থাকিলে এখানকার কর্ম্মকর্ত্তা সানন্দে তাহার উত্তর দিবেন।

নারিকেল ছোবড়ার দড়ি

নারিকেল ছোবড়ার দড়ি প্রস্তুত বিশেষ লাভের ব্যবসায়। বাঙ্গালার কোনস্থানে নারিকেল কাতা প্রস্তুতের কোন কারখানা নাই; প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার কোন পুস্তকও নাই। দেশী কম দামী কলের সাহায্যে এই দড়ি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কলের দাম ১৫।২০ টাকার অধিক নহে। কল চালান শেখাও কঠিন নহে। এক বার দেখিলে যে কেহ শিখিতে পারেন এ বিষয়ে আর কোন কথা জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনিয়ার, শিল্প বিভাগ, ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গলায় চিনির কল

কিছুদিন পূর্ব্বে হেমচন্দ্র রায় নামক জনৈক ভদ্রলোক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত প্রত্রখানি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

বাঙ্গলাদেশে বড় ধরণের চিনির কল স্থাপন এবং পরিচালন করিবার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য অনেক বাঙ্গালীরই আছে। প্রকৃত কর্ম্মী, টাকার অভাব, পরিচালকের অভাব বোধ করিয়াই সকলে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছেন কি করা যায়, এবং সমস্ত চিন্তাধারাই অন্ধকারে পর্য্যবসিত হইতেছে।

উৎসাহী কর্ম্মঠ কর্ম্মিগণের অভিজ্ঞতার অভাব, টাকার অভাব, দেশের লোকের সহানুভূতির অভাব কিছুই না ভাবিয়া প্রকৃত কাজ করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। মাত্র কয়েকজন ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ২৫।৩০ হাজার টাকা ন্যস্ত করিয়া নিজের হাতে কলমে কার্য্য পরিচালনা করিয়া ১৫।২০ লক্ষ টাকা মূল্যের মিল স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারেন বা পত্রদ্বারা বিস্তারিত জানিতে পারিবেন, শ্রীহেমচন্দ্র রায়, ডিরেক্টার,

এস. এম, জন এণ্ড কোং

কলিকাতা এবং যবদ্বীপ (জাভা),

২৭নং রবার্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, (বহুবাজার থানার নিকটবর্ত্তী)।

অল্প মূলধনে ব্যবসায়

অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনে এবং সকলের পক্ষেই অবলম্বন করা যায় এইরূপে কয়েকটী ব্যবসায়ের ইঙ্গিত আমরা নিয়ে দিতেছি :-

১। মসল্লার দোকান, পাঁচনের দোকান, ছুটা পানের দোকান প্রভৃতি কম পুঁজিতে আরম্ভ করা যায়।

২। হুকার ব্যবসায় বেশ লাভজনক, ও বেশ কম টাকায় এই ব্যবসায় চালান যায়।

৩। ঘড়ি, সাইকেল, গ্রামোফন, প্রভৃতি মেরামত করা শিখিলে তাহাদ্বারাও বেশ স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন হইতে পারে। ঐ সঙ্গে পুরাতন জিনিষ কিনিয়া মেরামত করিয়া বিক্রয় করিলেও লাভ হইতে পারে।

৪। যাঁহারা ছয় সাত শত টাকা পুঁজি লাগাইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে কলের সাহায্যে আটা প্রস্তুতের ব্যবসায় মন্দ নহে। কলিকাতা সহরে রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগকে এই কাজ করিতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। খুব কম বাঙ্গালীই আজ এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন।

৫। কলের সাহায্যে সরিষার তৈল প্রস্তুতের কাজও কম পক্ষে ৩।৪ শত টাকায় হইতে পারে। কলিকাতা সহরের বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের বিশেষ অভাব। সততার সহিত কার্য্য করিলে সত্বরই এই ব্যবসায় জমিয়া যাইবে।

৬। ছাপাখানার ব্যবসায় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে যত অধিক মূলধন লাগাইবেন তত সুন্দর ভাবে কাজ চলিবে। নিতান্ত কম পক্ষে এক হাজার টাকা লইয়া সামান্য ভাবে এই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে, এবং তাহার যে আয় হয়, তাহাতে একটী পরিবারের ভরণ পোষণ অনায়াসে চলিতে পারে।

৭। রিক্সা গাড়ী কিনিয়া ভাড়া দিলে প্রত্যেক গাড়ীতে দৈনিক এক টাকা, দেড় টাকা আয় হইতে পারে।

৮। কার্ডবোর্ড বক্স বা কাগজের বাক্স প্রভৃতি করার কাজও মন্দ নহে। ইহার জন্য মেসিন কিনিতে পাওয়া যায়।

৯। মেসিনের সাহায্যে কালীর ও কুইনাইনের ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া অনেকে বিক্রয় করিতেছেন। এ কাজ লাভজনক।

১০। ফার্ণিচার পালিশ করিবার পেষ্ট, জমাট গঁদ, মেটাল বার্ণিশ, চিঠির ফাইল, তুলি, কম মূল্যের সুগন্ধি তৈল, কারী পাউডার প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজ কম পুঁজিতে চলিতে পারে।

— — —

সমবায় ব্যাঙ্ক ও কৃষিঋণ সমস্যা

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, পল্লীর কৃষক-দিগের আর্থিক অভাব পূরণ ও চাষের কাজ চালাইবার জন্য তাহাদের তিন প্রকার ঋণ পাইবার সুবিধা থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাহাদিগকে অল্পদিনের মধ্যে শোধ করিবার মেয়াদে টাকা ধার দিতে হইবে। এই টাকা তাহাদের প্রধান ফসল চাষ করিবার, আবশ্যকীয় খরচ ও চাষের সময়ে সংসার চালাইবার জন্য দরকার, ইহা তাহারা বৎসরের মধ্যেই পরিশোধ করিবে। আর এক প্রকারের টাকা ধার তাহাদের প্রয়োজন, তাহা তাহারা কিস্তিবন্দী করিয়া অল্পে অল্পে তিন হইতে পাঁচ বৎসরের শোধ করিবে। ইহা দ্বারা তাহাদের চাষের বলদ কেনা, গৃহ নির্ম্মাণ, চাষের সামান্য সামান্য উন্নতি ও ছোট ছোট দেনা শোধ হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ৫ হইতে ২০ বৎসরের কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করিবার মেয়াদে ঋণ পাওয়ার সুবিধা চাই। এই টাকায় তাহারা পুরাতন দেনা শোধ, চাষের জমি সংগ্রহ, জমি হইতে জল নিকাশের ব্যবস্থা, সেচের জন্য নালা কাটা, ও বাঁধ তৈয়ারী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য কার্য্যগুলি করিবে।

সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে এখন যে প্রকার ধার পাইবার ব্যবস্থা আছে, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক সমিতির মধ্যবর্ত্তিতায়। ইহা দ্বারা কৃষক ও কৃষকদিগের ন্যায় অবস্থার কারিগরগণ প্রথমোক্ত দুই প্রকারের ঋণ পাইতে পারে; শেষোক্ত প্রকারের অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের মেয়াদে শোধ করিবার ঋণ পাইবার কোন বন্দোবস্ত অন্ততঃ বাঙ্গালা প্রদেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই সমস্যা সমাধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে যে সকল অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে কৃষকশ্রেণীর ঋণের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে জমিয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা অত্যন্ত বেশী।

তাহারা অল্পে অল্পে শোধ করিবার সর্ত্তে, কম সুদে একটু মোটা রকমের টাকা ধার পাইবার সুবিধা না পাইলে তাহাদিগের এই ঋণ পরিশোধ করিবার কোন উপায় নাই।

যাঁহারা সমবায় আন্দোলনের উন্নতি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের নিকট এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা অধিক বলা বাহুল্য। সমিতির সভ্যগণ মহাজনের হাতে না পড়িয়া যাহাতে বাহিরের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে ও নিজেদের পরিশ্রমের সুফল নিজেরাই সম্ভোগ করিতে পারে ইহার ব্যবস্থা করাই সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য। যতদিন কৃষকেরা কেবলমাত্র চাষের বা তদানুষঙ্গিক কার্য্যের জন্যই সমবায় সমিতি হইতে ঋণ পাইবে এবং অপর কার্য্যের জন্য বেশী টাকার প্রয়োজনে তাহাদিগকে ব্যবসাদার মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হইবে, ততদিন চাষীদিগের কোন প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না; অপর পক্ষে, পল্লী সমিতি হইতে পুরাতন দেনা পরিশোধ করিবার জন্য টাকা ধার দিলে, কিস্তিবন্দী হিসাবে সাধারণতঃ তিন বৎসরের মধ্যে শোধ করিবার মেয়াদে চাষীদিগকে যে ঋণ দেওয়া হয় তাহা পরিশোধ করা তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব; তাহার ফলে সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিস্তি দিতে পারিবে না, ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যেখান হইতে টাকা সংগ্রহ করিবে সেখানেও তাহার কিস্তি খেলাপ হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ তিন বৎসরের অনধিক কাল সময়ের মধ্যে শোধ করিবার বন্দোবস্তে অর্থ সংগ্রহ করে, কাজেই পল্লীসমিতিকে তদপেক্ষা বেশী দিনের জন্য টাকা ধার দিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত আরও একটী কারণ আছে যাহার জন্য পুরাতন ও ক্রমে ক্রমে যে যে দেনা জমিয়া গিয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার জন্য অসীম দায়িত্বযুক্ত পল্লী সমিতি হইতে মোটা রকমের টাকা ধার দেওয়া যায় না। সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন কৃষকদিগেরই এই শ্রেণীর ঋণের প্রয়োজন হয়, তাহার টাকার পরিমাণও বেশী; পল্লীসমিতি হইতে এই প্রকারের ঋণ দেওয়া হইলে মিলিত ও অসীমাবদ্ধ দায়িত্বযুক্ত সাধারণ চাষী সভ্যদিগকে ভারগ্রস্ত করা হয়, তাহা সঙ্গত নহে।

কি উপায়ে গ্রামের উন্নতি হইতে পারে তাহা যাহারা ভাবিয়া থাকেন, দীর্ঘকালে কিস্তি হিসাবে শোধ করিবার মেয়াদে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের সকলেরই চিন্তার বিষয়। জমি বন্ধক দিয়া কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই একমত এবং এইরূপ ব্যাঙ্ক যে সমবায় পদ্ধতিতে স্থাপিত হইতে পারে সে সম্বন্ধেও কাহারও দ্বিমত নাই। এমন কি রাজকীয় কৃষি কমিশন (Royal Commission of Agriculture) ও তাঁহাদের রিপোর্টের ৩৮১ ও ৩৮২ সংখ্যক প্যারাগ্রাফে এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহার অন্তর্ভূক্ত সমিতিসমূহকে কি প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন তাহার কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমিতির বহু সভ্যেরই এই প্রকারের ঋণ পাইবার প্রয়োজন আছে। পল্লীসমিতির নিয়মে বেশী টাকা ধার দেওয়া ও দীর্ঘ সময়ে শোধ করিবার মেয়াদে ধার দেওয়া অনুমোদিত নহে। কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় একান্ত দায়ে পড়িয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের তাঁহাদের স্বীয়

পদমর্য্যাদা হেতু সুবিধা পাইয়া নিজেদের প্রয়োজনে সমিতি হইতে অনেক টাকা ধার লইয়া থাকেন। গভর্ণমেন্টের নিয়ম অনুসারে ২৫০৲ টাকার বেশী ধার দিতে হইলে তাহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মঞ্জুরী লইতে হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিয়ম প্রতিপালন অপেক্ষা লঙ্ঘনই বেশী করা হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই যে এই সকল সভ্যেরা তাঁহাদের অপারগতা হেতু কিস্তির টাকা ঠিকমত দিয়া তিন বৎসরে দেনা শোধ করিতে পারে না। অন্যান্য সভ্যদিগের ইহা খারাপ দৃষ্টান্ত-স্থল হয়। ফলে দেখা যাইতেছে কিস্তি খেলাপের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৮ সালে বগুড়ায় রাজসাহী বিভাগের যে দ্বিতীয় কো-অপারেটিভ কন্‌ফারেন্স হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ধারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলন চালাইবার যে কাজ হাতে লইয়াছেন তাহার কাজ ঠিকমত চালাইতে হইলে, যে সকল সভ্যের দীর্ঘ বৎসরের চুক্তিতে টাকা ধার লইবার দরকার তাঁহারা যাহাতে ধার পাইতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এ কারণ আমার প্রস্তাব যে প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অথবা একই শাসন-সীমার মধ্যস্থ জেলা বা জেলাবিভাগের অন্তর্গত কতকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত এক একটী করিয়া জমী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবার ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হউক। এই ব্যাঙ্কগুলির কাজ সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে ও কো-অপারেটিভ সোসাইটী এক্ট অনুসারে কেন্দ্রীয় ধরণের সমিতির ন্যায় রেজেষ্টারীকৃত হইবে। ব্যক্তি বিশেষ ও সমিতি উভয়েই ইহার অংশীদার হইবে। এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরে বলিতেছি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংযুক্ত থাকিয়াই এই সকল জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের কাজ চলিবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন যে প্রণালীতে গঠিত, তাহাতে বেশী দিনের জন্য টাকা ধার দিতে না পারার প্রধান কারণ এই যে ইহা নিজেই তিন বৎসরের বেশী সময়ের জন্য টাকা ধার পায় না। বাহিরের লোক যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে তাহারা যথেষ্ট বেশী হারে সুদ না পাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তিন বৎসরের বেশী সময়ের জন্য টাকা ফেলিয়া রাখিতে রাজী হইবে না। অর্থ-সংগ্রহের এই অসুবিধার জন্য, আমার প্রস্তাব, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজে খাটাইবার মূলধনের যে অংশ সাধারণ আমানতকারীগণের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই তাহারই একাংশ এই প্রয়োজনে ব্যবহার করা হউক। আমার বক্তব্য নিম্নে বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি।

প্রথম কথা, যে সকল সমিতি ব্যাঙ্কের অংশীদার, তাহাদিগের নিকট হইতেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মিশ্র ধরণের হইলে সমিতি ও ব্যক্তি অংশীদারের নিকট হইতে ব্যাঙ্কের সেয়ার মূলধন সংগৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত রেজেষ্টারীকৃত সমিতি প্রাপ্ত শেয়ার মূলধন সমিতি উঠিয়া না গেলে (liquidation) তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে না। ব্যক্তিগতভাবে যে সকল সভ্য আছেন, তাঁহাদিগের দেওয়া শেয়ার মূলধনও কোন কোন অবস্থায় ফেরৎ দিতে হইবে। এই সকল অনিশ্চিত প্রয়োজনের জন্য শেয়ার মূলধনের কতক অংশ রাখিয়া দিয়া বাকী অংশ, ধরিয়া লওয়া যাউক বারো আনা অংশ, প্রস্তাবিত কার্য্যে খাটান যাইতে পারে।

দ্বিতীয় কথা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বার্ষিক লভ্য হইতে রিজার্ভ ফণ্ড ও বিশেষ বিশেষ অন্যান্য ফণ্ড জমিয়া থাকে। আমানতকারীদিগের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা যাহাতে কখনও মারা না যায় এই সকল ফণ্ড তাহারই প্রতিভূস্বরূপ। কাজেই জমি বন্ধক রাখিয়া ইহা হইতে ধার দিতে একমাত্র ইহাই অপত্তি হইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত বা ঐরূপ কোন নিরাপদ স্থানে ভিন্ন অন্য প্রকারে এই টাকা লাগান ঠিক হইবে না। কিন্তু এই আপত্তির জবাবও দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বন্ধকী ব্যাঙ্কের কাজ যদি ঠিকমত পরিচালিত হয় তাহা হইলে ইহাতে টাকা খাটানো নিরাপদ নহে বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল পল্লী-সমিতি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সভ্য হইবে, সে সকল সমিতি দীর্ঘ ওয়াদার টাকা ধার পাইলে, 'ওভারডিও' (overdue) কমিয়া যাইবে ও অনাদায়ী টাকার সংখ্যাও কম হইবে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, রিজার্ভ বা অন্যান্য ফণ্ড জমাইবার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাতে সেই সকল উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে।

তৃতীয় কথা, পল্লী সমিতির রিজার্ভ ফণ্ড কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে স্বতন্ত্রভাবে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, বঙ্গীয় সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্টার মহাশয়ের এই আদেশ। এই টাকাগুলিও দীর্ঘ দিনের জন্য গচ্ছিত মনে করা যাইতে পারে। কারণ শেয়ার মূলধনের ন্যায় এই টাকাও সমিতি উঠিয়া না গেলে ফেরৎ দিতে হইবে না; রেজিষ্টারের আদেশ অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিপালিত হয় না, তাহা সত্য; এই কারণে পল্লীসমিতির রিজার্ভ ফণ্ডের যে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয় তাহার পরিমাণও অনেক স্থলে খুব কম। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভাল রকম চেষ্টা করিলেও এই টাকা যে তাহাদেরই কাজে লাগান হইবে ইহা সভ্যগণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, রেজিষ্ট্রারের আদেশ যাহাতে কার্য্যতঃ প্রতিপালিত হয় তাহা করা যাইতে পারে।

রেজিষ্ট্রারের সার্কুলারের নির্দ্দেশ অনুসারে শতকরা ৪৷৷৵০ সুদে সমিতির রিজার্ভফণ্ড খাটাইতে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে; কারণ ইহা খুবই কম সুদ। সুদের হার বাড়াইয়া শতকরা ৬৲ টাকা করা যায় কিনা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও বন্ধকী ব্যাঙ্ককে ৬৲ টাকা সুদে টাকা ধার দিতে পারে।

চতুর্থতঃ, অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে প্রভিডেণ্ট এন্‌ডাউমেণ্টের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহার টাকাও জমা হইতেছে। এন্‌ডাউমেণ্টের নিয়মাবলী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কে কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও, মূল নিয়ম, সকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই এক। অর্থাৎ প্রতি মাসে সামান্য টাকা জমা দিলে নির্দ্দিষ্ট বৎসর পরে আমানতকারী একটা মোটা টাকা পাইতে পারিবে। জমা দেওয়া টাকার উপর সাধারণতঃ শতকরা ৬৷৷০ টাকা হইতে ৭৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দেওয়া হয়। এই সুদ প্রতি ৬ মাস বা বৎসরান্তে আমানতকারীর হিসাবে জমা করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া হয় বলিয়াই সাধারণের মধ্যে ইহার কাজ বেশ ভালভাবে চলিতেছে। এই আমানত বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য বলা যাইতে পারে, কারণ প্রভিডেণ্ট এন্‌ডাউমেণ্ট ১০ হইতে ১৫ বৎসরের জন্য হইয়া থাকে। কাজেই এই টাকার এক অংশ ধরিয়া লওয়া যাউক ⅓ অংশ, বন্ধকী ব্যাঙ্কে নিরাপদে খাটান যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য পরীক্ষকের কর্ত্তব্য

জীবন বীমায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান যে কতদূর দায়িত্বপূর্ণ তাহা প্রত্যেক বিচক্ষণ বীমাব্যবসায়ীই অবগত আছেন। কারণ এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপরই জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের মরণ বাঁচন সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে বীমা নির্ব্বাচনে যদি ক্রটী থাকে, তাহা হইলে বীমাকারীগণের মধ্যে মৃত্যুহার আশাতিরিক্ত-রূপে বাড়িয়া যায়; সুতরাং সঞ্চয়এর পুঁজি ভাঙ্গিয়াই দাবীর টাকা মিটাইতে হয়। এই ভাবে দাবীর পরিমাণ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইলে পুঁজির পরিমাণও কমিয়া যায় সুতরাং কোম্পানীর ভবিষ্যতও নৈরাশ্য পূর্ণ হয়। বীমার পুঁজির উপরই বীমা অনুষ্ঠানের পরিপুষ্টি ও শ্রী বৃদ্ধি নির্ভর করে। আমরা স্বাস্থ্য পরীক্ষকদিগের সুবিধার জন্য নিম্নে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। আশা করি চিকিৎসক-বর্গ বীমাকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়ে এই সমস্ত বিষয় সম্যকভাবে অনুধাবন করিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট পেশ করিবেন। ইহাতে বীমা কোম্পানীগুলির মঙ্গল হইবে; বীমাকারীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সন্তোষজনক হইবে এবং চিকিৎসক-গণেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্বন্ধে কোম্পানীর কর্ত্তৃ-পক্ষেরও আস্থা বাড়িবে। বলা বাহুল্য উপরি-উক্ত তিনটীর সন্তোষজনক সমন্বয়ে দেশের ধন সঞ্চয়ে ও তৎপ্রয়োগে পরিপুষ্টি দেখা দিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী।

১। স্বাস্থ্য পরীক্ষাকারী চিকিৎসকের পক্ষে বীমার উদ্দেশ্যে কোনও আত্মীয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

করা উচিত নহে। তাহা ছাড়া তাঁহার নিয়োগ-কর্ত্তা, বা অন্য কোন চিকিৎসক যাঁহার সহিত তাঁহাকে একত্র কাজ করিতে হয়, অথবা এমন কোন নিকট বন্ধু যাহার সহিত টাকা পয়সার লেন্‌দেন আছে—এরূপ আবেদনকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা কখনও তাহাকে করা উচিত নহে।

২। মহিলা আবেদনকারিণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার কালে তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় বা আত্মীয়াকে নিকটে রাখা উচিত। অভাবে কোন ধাত্রী বা নার্সকে নিকটে রাখা উচিত।

৩। আবেদনকারীর সনাক্তের সন্তোষজনক ব্যবস্থা হওয়া উচিত, কারণ উপযুক্ত সনাক্ত না হওয়াতে অতীতে অনেক বীমা কোম্পানীকে প্রবঞ্চিত হইতে হইয়াছে। আবেদনকারী যদি ব্যক্তিগত ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষকের সহিত পরিচিত থাকেন কিংবা তাঁহার সন্তোষজনক পরিচয় পান, তাহা হইলে কোন কথাই নাই। তাহা না হইলে পরীক্ষাপত্রে তাঁহার সম্মুখে লিখিত ব্যক্তিগত বিবৃতির সহির সহিত আবেদন পত্রের সহির তুলনা করিলেও সনাক্ত করিবার যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া যাইবে।

৪। স্বাস্থ্য পরীক্ষককে আবেদন কারীর সনাক্তের জন্য দেহগত চিহ্নের বিবরণ দিতে হয়, যেমন কোন অস্ত্রের দাগ, তিল বা আঁচিল, জন্মাবস্থার কোন বিশেষ নিদর্শন, কোন বিশেষ লোমশ অংশ উল্কি অথবা টীকার দাগ ইত্যাদি। এই সমস্ত নিদর্শন এমন হওয়া উচিত যে—ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে যেন সহজেই ইহাদ্বারা আবেদন-কারীর সনাক্ত হইতে পারে।

৫। পারিবারিক ইতিহাস (family history) স্বাস্থ্য পরীক্ষায় খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ ঐ পারিবারিক ইতিহাসের উপরই অনেকাংশে গড়পড়তায় আবেদন কারীর প্রত্যাশিত আয়ু (expectation of life) নির্ভর করে। অনেক সময়ে নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর কারণ এইরূপ লেখা থাকে, যেমন, "তিন চার দিনের সামান্য জ্বর," "সন্তান প্রসূতি," "আকস্মিক মৃত্যু," "অতিসার (diarrhoea)," "বার্দ্ধক্য" ইত্যাদি। চিকিৎসক মহাশয় আরও বিশদ বর্ণনা জানিবার চেষ্টা করিবেন। কতদিনের অসুখ, রোগের নিদান এবং অসুস্থতার সহিত কাশি কিংবা থাইসিসের অন্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে কিনা, এ সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা করিয়া পারিবারিক ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইবেন। বিশেষ করিয়া থাইসিস রোগের কোনরূপ সন্দেহজনক নিদর্শন পাইলে তাহা বিবরণ পত্রে লেখা খুবই প্রয়োজনীয়।

৬। আবেদনকারীর বয়স নির্ভুল হওয়া উচিত, কারণ এই বয়সের উপর প্রিমিয়মের পরিমাণ নির্ভর করে। আবেদনকারীর বিবরণের সহিত যদি স্বাস্থ্য পরীক্ষকের বর্ণনায় মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি আন্দাজে আবেদনকারীর বয়স কত হইতে পারে এবং এই পার্থক্যের কারণ কি তাহা জানাইবেন। বলা বাহুল্য চিকিৎসকের মতের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

৭। আবেদনকারীর দৈর্ঘ্য, ওজন এবং অন্যান্য নানাবিধ মাপ ইত্যাদি নিজ হস্তে লইবেন, তাহা না হইলে অধিকাংশস্থলে এমন মারাত্মক ভুল হইয়া দাঁড়ায় যে risk এর সঠিক পরিমাণ করা যায় না। ওজনের যন্ত্রটী সঠিক হওয়া খুবই দরকার।

৮। প্রত্যেক আবেদনকারীর নাড়ি এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতি খুব সাবধানের সহিত লওয়া

উচিত। প্রথম পরীক্ষায় যদি নাড়ির গতি ৯০এর উপর এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ২৪ এর উপর হয়, তাহা হইলে পুনরায় ঐ গতি পরীক্ষা করা উচিত। নাড়ির গতিও **দাঁড়াইয়া বসিয়া** এবং **শায়িত অবস্থায়** লওয়া দরকার, তাহার পর উক্ত বিষয়ে পরীক্ষক মহাশয়ের মতামত রিপোর্টে লিখিবেন।

৯। আবেদনকারীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সন্তোষজনক পরীক্ষা ডাক্তার স্বয়ং করিবেন, এবং হার্নিয়া বা অন্য কোনরূপ জননেন্দ্রিয়জনিত রোগের সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হইবেন ও আবেদনকারীর বর্ণনার সহিত তাহার তুলনা করিবেন। যদি ঐরূপ কোন রোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবে হইয়াছিল এবং কতদিন পীড়িত ছিলেন, এ সমস্ত বিষয়ের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রিপোর্টে লিখিবেন।

১০। উপরি উক্ত রোগাদির বিষয় মহিলাগণের পরীক্ষা সম্ভবপর নহে, সুতরাং এস্থলে আবেদন কারিণীর বর্ণনার উপরই সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিলে ভাল হয়। মহিলাগণের নাভির তলদেশ পরীক্ষা করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না।

১১। স্বাস্থ্য পরীক্ষক স্বয়ং মূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। যদি প্রথম পরীক্ষাতে শর্করা বা এলবুমেন (albumen) দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পরে আলাদা দুইবার গুরু আহারের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পরে আবেদনকারীর মূত্র পরীক্ষা করা উচিত। শর্করা ও এলবুমেনের ফলাফলের সহিত প্রত্যেক বারের specific gravityর ও পরীক্ষা হওয়া উচিত। যদি ঐ specific gravity ১০১০এর কম অথবা ১০২৪এর অধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ প্রদর্শন করা উচিত, এবং পুনরায় মূত্র পরীক্ষা করা উচিত। যদি আহারের পর প্রথম পরীক্ষায় শর্করা বা এলবুমেন দৃষ্ট হয়,তাহা হইলে পুনরায় একাধিকবার ঐ অবস্থায় মূত্র পরীক্ষা প্রয়োজনীয়।

১২। মহিলা আবেদনকারিণীর পরীক্ষার জন্য মূত্র লইবার সময়ে ঋতু হইবার তারিখ জানিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য ঋতু হইবার অনতিপূর্ব্বে অথবা পরে (কিংবা ঋতুকালে) মহিলাগণের মূত্র পরীক্ষায় এলবুমেন ও সময় সময় রক্তকণিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় যদি মূত্র পরীক্ষায় এলবুমেন ইত্যাদি দৃষ্ট হয় তাহা হইলে ঋতুর বহু পূর্ব্বে বা পরে আবেদন কারিণীর মূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

১৩। পুরুষের ছাতির মাপ লইতে হয় ঠিক স্তনের উপর দিয়া অথবা ৬ষ্ঠ পাঁজরার উপর দিয়া, এবং মহিলার অনুরূপ মাপ লইতে হইলে বগলের (axillae) তলদেশ হইতে লওয়া উচিত।

১৪। প্রত্যেক স্বাস্থ্য-পরীক্ষক আবেদনকারীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবেন কিভাবে সুদীর্ঘ নিশ্বাস (inspiration) লইতে হয় এবং কিভাবে সম্পূর্ণ প্রশ্বাস (expiration) ফেলিতে হয়। দৈহিক মাপ নগ্ন অবস্থাতেই লওয়া উচিত।

১৫। তলপেটের মাপ সাধারণতঃ লওয়া হয় নাভির (umbrilicus) উপর দিয়া। বীমাকারীর দেহ স্থূল হইলে নাভীর নীচে iliac crest এর উপর দিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ ঐ স্থানেই মাংস ও মেদ বহুল (adipose tissue) দৃষ্ট হয়।

১৬। সম্পূর্ণ প্রশ্বাস ফেলিয়া ছাতির যাহা মাপ হয়, দীর্ঘতম নিশ্বাসে ছাতির বিস্তৃতি তাহা অপেক্ষা প্রায় ১০ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

পুরুষের পেটের মাপ সম্পূর্ণ প্রশ্বাস ফেলিয়া ছাতির মাপ অপেক্ষা অন্যূন ১০ পারসেণ্ট কম হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া ছাতির আয়তন অপেক্ষা ছাতির গতিশীলতা (mobility) বেশী দরকারী, কারণ দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা যেখানে ছাতি স্ফীতি সন্তোষজনক দৃষ্ট হয়, সেখানে স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি ও সেই অনুপাতে উন্নত দেখা যায়।

১৭। বিশেষ কারণ দৃষ্ট না হইলে মহিলা আবেদন কারিণীর হৃদযন্ত্র ও ফুস্‌ফুস পরীক্ষা সেমিজ বা অন্য কোন আবরণের উপর করা উচিত, এবং শরীরের অন্যান্য অংশ বিশেষের স্বাস্থ্য রিপোর্ট তাঁহার বর্ণনার উপরই লেখা সমীচীন। অবশ্য যদি কোন বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকে সে স্থলে পরীক্ষাই প্রয়োজন।

১৮। মহিলার কুক্ষিদেশ সাধারণতঃ আবরণ উন্মুক্ত না করিয়াই পরীক্ষা করা উচিত, তার যদি অতীত অস্ত্রোপচারের জন্য কোথায়ও ক্ষত চিহ্ন থাকিয়া যায় এবং তাহা আবেদনকারিণীকে কষ্ট দেয় এরূপ অবস্থায় অথবা কোনরূপ abnormal tumidityর কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সময়োপযোগী ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সে জন্য পরীক্ষক মহাশয় কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া যথাস্থান পরীক্ষা করিবেন। যোনিদ্বার দিয়া পরীক্ষা করিবার অবকাশ প্রায়ই দৃষ্ট হয়ই না।

১৯। প্রত্যেক বীমাকারীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষায়

blood pressureএর পরীক্ষা হওয়া খুবই দরকার; কারণ অন্য কোনরূপ স্বাস্থ্যহানিকর নিদর্শন না থাকিলেও যৌবনকালে blood-pressure খুব বেশী দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চিতই স্বাস্থ্য ভঙ্গের চিহ্ন বুঝিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ বুঝিতে না পারিলেও দেশের যুবকগণের মধ্যে এমন অনেক পুরুষ দৃষ্ট হয় যাঁহাদের blood pressure খুব বেশী।

২০। পরীক্ষা পত্রে এই প্রশ্ন থাকে, সাধারণভাবে আপনার চিকিৎসক কে (who is your usual medical attendant)? ইহার উত্তরে এমন চিকিৎসকের নাম করা উচিত যিনি একাধিকবার প্রস্তাবকারী ও তাঁহার পরিবার বর্গের চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কোন ডাক্তার যদি মাত্র একবার কোন উপলক্ষে প্রস্তাবকারী অথবা তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসার ভার লইয়া থাকেন, তাঁহার নাম কোন মতেই উক্ত প্রশ্নের উত্তরে আসিতে পারে না।

২১। স্বাস্থ্য পরীক্ষক মহাশয় পরীক্ষা বর্ণনা শেষ করিয়া তাঁহার মতামত জানাইবেন, প্রস্তাবকারী প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী অথবা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইবার উপযোগী, এবং তাহার কারণ ও প্রদর্শন করিবেন। প্রিমিয়মের পরিমাণে কোন রূপ সংখ্যা যোগ দিতে হইবে কিনা সে ভার হেড অফিসের উপরই দেওয়া সমীচীন। কিভাবে শ্রেণী বিভাগ হয় নিম্নে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল ;

(ক) প্রথম শ্রেণীর বীমা তাঁহারই হওয়া উচিত যাঁহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য খুব ভাল ; দেহ গঠন ও জীবনী পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত ; যাঁহার আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক এবং কর্ম্ম কেন্দ্র ও বাসস্থান এমন ভাবে অবস্থিত যে তাহাতে ভয়ের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর বীমা-কারীর স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অবস্থা মন্দ নহে, আর তাঁহার ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক স্বাস্থ্যের ইতিহাসে এমন একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যাহাতে বীমা-অনুষ্ঠানের উপর দায়িত্ব একটু গুরু হইয়া পড়ে, অর্থাৎ আবেদন-কারীর প্রত্যাশিত আয়ু (expectation of life) কম হইয়া পড়িতে পারে। এ অবস্থায় এই risk টুকু ঘাড়ে লইবার জন্য সামান্য একটু অতিরিক্ত প্রিমিয়ম আদায় করা হয় ; এই অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের ভার বীমার ভাষায় যাহাকে leading বলে riskএর প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর বীমা তাঁহাদেরই গণ্য করা হয় যাঁহাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ইতিহাস এত খারাপ যে বীমা অনুষ্ঠান ঐরূপ বীমা লওয়া খুব দায়িত্বজনক বলিয়া মনে করেন। কারণ কোনরূপ বিপজ্জনক রোগ বা রোগের ইতিহাস থাকিলে প্রস্তাব-কারীর আয়ুতে যথেষ্ট পার্থক্য আসা সম্ভব।

২২। পরীক্ষা পত্রের বর্ণনা কোম্পানীর হেড্ অফিসে পাঠাইবার পূর্ব্বে যত্ন পূর্ব্বক পুনরায় আলোচনা করিয়া লওয়া উচিত, এবং পরীক্ষা ফলের বর্ণনা নিজের নোট-বইএ টুকিয়া রাখাও দরকার, কারণ ভবিষ্যতে তাহার প্রয়োজন হইতে পারে। পরীক্ষার রিপোর্ট এজেন্ট অথবা পরীক্ষার্থীকে দেখান উচিত নহে।

উপরে আমরা যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বীমা আবেদন কারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় চিকিৎসকের প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইলাম। চিকিৎসক যন্ত্রের কল নহেন,

সুতরাং তাহার নিকট সব অবস্থাতেই এক নিয়মের প্রতি পালন আশা করা যায় না। তিনি যখন কোন বীমা- অনুষ্ঠান কর্ত্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষক নিযুক্ত হন, কোম্পানী তখন তাঁহার নিকট সময়োপযোগী চিকিৎসার জ্ঞান ছাড়া আরও অনেক কিছুই আশা করে। এবং তাঁহার প্রতি কোম্পানীর ষোল আনা বিশ্বাস স্থাপন সুচিত হয়। কর্ম্মকুশলতা, লোক চরিত্রের সম্যক অভিজ্ঞতা এবং নিষ্ঠা ও সততা তাঁহারও ষোল আনা থাকা আবশ্যক। ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি ভদ্র অথচ দৃঢ় হওয়া খুবই উচিত; কারণ অনেক সময়ে বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া এজেণ্ট ও বীমা প্রস্তাবকারী তাঁহার নিকট এমন রিপোর্ট চাহিয়া বসেন যাহা দিতে তাঁহার বিবেক বুদ্ধি প্রকৃতই ইতস্ততঃ করে। অথচ ব্যবহার এমন ভদ্র হওয়া উচিত যে বীমাকারী যেন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বীমা কোম্পানীর প্রতিও বিরক্ত না হয়েন।

ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

সভাপতির অভিভাষণ

বিগত ২২শে এপ্রিল তারিখ উপরোক্ত কোম্পানীর হেড অফিস (৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট) গৃহে কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট ও আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিবার নিমিত্ত একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

ভদ্রমহোদয়গণ,

এই প্রকার অধিবেশনের সাধারণ রীতি এই যে সভাপতি মহাশয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ও হিসাবপত্র মঞ্জুরী করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করার উপলক্ষে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া থাকেন। কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ার দরুণ আমাদের পক্ষে অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটির মূল্য কমিয়া যাওয়ায় সেই ঘাট্তি পূরণের জন্য আমাদিগকে ১২,৫০,০০০৲ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ১২½ লক্ষ টাকার ঘাট্তি পূরণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; শুনিলে অনেকেই আঁৎকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমাদের এই ঘাট্তি পূরণ করিতে আমাদিগকে আর বাহিরে কোথাও হাত্ড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই।

আমাদের মুলধন খাটাইয়াই যে আয় হইয়াছে তাহাতেই আমরা এই ১২½ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি পূরণের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছি। কাজেই পরে যখন গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন আমরা তাহা গণনার মধ্যেই আনি নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের নিজেদের সঞ্চিত মুলধন খাটাইবার ফলেই আমরা উপরোক্ত ১২॥০ লক্ষ টাকা ত চুকাইয়া দিয়াছি—অধিকন্তু গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় আমাদের অবস্থা আরও ভাল হইয়াছে।

এখন এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আবশ্যক হইয়াছে। সমস্ত জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ওলট্ পালট হইয়া যাইবার দরুণ সর্ব্বত্র বাজার এরূপ মন্দা হইয়া গিয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি হইতেও আর শতকরা ৪৲ টাকার বেশী আয় হইতেছে না। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সিকিউরিটি হইতেও আয় শতকরা ১॥০ টাকার উপর কমিয়া গিয়াছে। কাজেই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলির আয় অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে : গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতেও আর শতকরা ৪৲ টাকার বেশী আয় হইতেছে না, পক্ষান্তরে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য সিকিউরিটিও খুব বেশী পাওয়া যাইতেছে না। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া আমি বিশেষ সাহসের সহিত বলিতে পারি যে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়-দিগকে বোনাসের হার অনেক কমাইয়া দিতে হইবে।

কিন্তু আমাদের বেলা অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। আমাদের ঘাট্‌তির টাকা, আমাদের সঞ্চিত টাকা খাটাইয়াই যে আয় হইয়াছে, তাহা দিয়া যখন মিটাইয়া দিতে পারিয়াছি, তখন গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধির দরুণ যে আয় হইয়াছে, তাহা আমানত রহিয়াছে। ইহাতে ১৯৩০ সনের মূল্য নিরূপণের (valuationএর) সময় আমাদের মূলধনের মূল্য যাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে এখনও সেই সময়কার সেই হার অনুসারেই রহিয়াছে। মূলধনের মূল্য যখন আমাদের সমান হারেই রহিয়াছে, তখন ভবিষ্যতে আমরা যে টাকা খাটাইব, তাহাতে অপেক্ষাকৃত কম আয় হইলেও আগামী মূল্য নিরূপণের সময়ও আমরা আমাদের বোনাস কমাইব না।

আমাদের চাঁদার হার কম ; তাহা সত্ত্বেও, আমাদের কাজ যে প্রকার বাড়িতেছে তাহাতে, এবং খরচের হার নিয়মিত ভাবে কমাইয়া, আমরা এই অবস্থায় আসিতে সক্ষম হইব ইহা খুবই আশা করি ; অন্ততঃ যতদিন গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির সুদের হার শতকরা ৪৲ টাকা রহিয়াছে। অনেকে আশা করেন, শীঘ্রই ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল হইবে। আমি অবশ্য এরূপ আশা করি না। যদি প্রকৃতই হয় তাহা হইলে আমাদের অবস্থা আরও ভাল হইবে।

আমাদের হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন আমাদের ক্রমোন্নতিই পরি-লক্ষিত হইতেছে। আমাদের নূতন কাজ এবারেও বাড়িয়াছে এবং এই বৎসরে জীবন বীমার কার্য্যের পরিমাণ গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৮ ভাগ বেশী হইয়াছে। জীবন বীমা ফণ্ডে যে টাকা আছে তাহা খাটিয়া সুদে আয় হইয়াছে শতকরা ৫·৫৪ টাকা। আনন্দের বিষয় এই যে, আমি পূর্ব্বে যে সকল অবস্থার কথা উল্লেখ করিলাম, সেই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে, এই আয় কোন ক্রমেই কম নহে। আমাদের খরচের হার সামান্য কিছু কমান হইয়াছে। আমাদের জীবন বীমার কার্য্যবৃদ্ধির দরুণ যেরূপ কাজ বাড়িয়াছে এবং প্রথম বৎসরের কমিশন বেশী দিতে হইয়াছে, এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদের এই খরচের হার প্রকৃতপক্ষে যাহা মনে হয়, তাহা অপেক্ষাও কম। সাধারণ লোকে যে প্রকার পলিসি পরিত্যাগ (surrender) করিতেছে এবং বন্ধক রাখিয়া যে প্রকার টাকা কর্জ্জ নিতেছে, তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে শোচনীয় ইহাই বিশেষ প্রমাণিত হইতেছে।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখিয়া যে সমস্ত

পলিসি বাতিল হইতেছিল, তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই যাইবে—এই প্রকার আমাদের ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় বাতিল হওয়া পলিসি পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত আমরা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছি, (এ সম্বন্ধে আমি অবশ্য গত বৎসরেই বলিয়াছিলাম) তাহার ফল বিশেষ শুভজনক এবং আশাপ্রদ হইয়াছে বলিয়াই আমি বিবেচনা করি। কেননা, বর্ত্তমানে নূতন নিয়মানুসারে পুনর্জীবিত এবং পুনরুদ্ধৃত পলিসির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

আমার প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আমি আপনাদিগকে একটি বিষয় জানাইতেছি। আমরা এবারে আমাদের আর্টিকেল্‌স্ অব্ এ্যাসোসিয়েশনের ধারা কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। অন্যান্য বীমা কোম্পানীতে বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতঃ যে সকল ব্যবস্থার প্রচলন করা হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই ধারার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং আশা করা যায়, এইভাবে আমাদের নিয়মাবলী একটি আদর্শ নিয়মাবলীতে পরিবর্ত্তিত হইবে। এই ধারার মধ্যে একটিতে আছে পলিসি হোল্‌ডারেরা কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডে একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে না যে বোর্ডের মেম্বররা পলিসি-হোল্‌ডারের বিষয় কোন বিচার-বিবেচনা এতদিন করিতেন না। আমি বলিতে চাই, এই নিয়মানুসারে এইবারে পলিসি-হোল্‌ডারদিগের তরফ হইতেই একজন লোক সোজাসুজি বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

ন্যাশন্যাল্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ষষ্ঠবিংশতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ এই বৎসরের বার্ষিক রিপোর্ট ও ব্যালান্সসীটের এককপি আমাদিগের নিক` পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিম্নে আমরা এই বার্ষিক রিপোর্টের বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

আলোচ্য বৎসরে ১,৯৬,৭০,০০০৲ টাকায় ৯৮১৮ খানি বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল; তন্মধ্যে ১,৫৫,৭৩,৭৮২৲ টাকার ৭৮৪৭ খানি পলিসি গৃহীত হয়। বাকী প্রস্তাবগুলির মধ্যে কতক অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, কতকগুলির সম্বন্ধে আজিও শেষ মীমাংসা হয় নাই এবং বাকী কতকগুলির উপর কোম্পানী হইতে যে সকল সর্ত্ত করা হইয়াছে এবং loading বসানো হইয়াছে। প্রস্তাবকারীরা তাহাতে রাজী হয় নাই। এবৎসর যে সকল নূতন বীমার প্রস্তাব ইস্যু করা হইয়াছে তাহার মধ্য হইতে জীবনবীমার (Re-insurance) দরুণ দেয় প্রিমিয়ামের টাকা বাদ দিয়া নেট ৭,৪৮,৪৩৩৶৹ টাকার প্রিমিয়াম আয় হইবে।

দাবীর টাকা

আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু জনিত দাবীর টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫,৮৭,৫৬৩৵৮ টাকা এবং মেয়াদী বীমার বাবদ দেয় টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬,৯১,৬৪৫৲ টাকা।

সঞ্চয়

কোম্পানীর লাইফ এসিওরেন্স ফাণ্ড এবং অন্যান্য রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ আলোচ্য বর্ষে দাঁড়াইয়াছে মোট ১,৮৩,৩৫,০৪৫৷৶৫ টাকা। আলোচ্যবর্ষের গোড়ায় এই সকল ফণ্ডের পরিমাণ ছিল ১,৬৩,৩৭,৫৯০/৫ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর আয় বাড়িয়াছে ১৯,৯৭,৪৫৫৷৵০ টাকা।

সুদের আয়

ইন্‌কম্ ট্যাক্স বাদ দিয়া কোম্পানীর লগ্নীকৃত মূলধনের উপর মোট ৮,৯৪,৮০১৸৵৯ টাকার সুদ আদায় হইয়াছে।

খরচের আয়

প্রিমিয়ম আয়ের তুলনায় কোম্পানীর কার্য্যাদি পরিচালনার খরচের হার আলোচ্য বর্ষে ২৭.৩% পারসেণ্ট হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর Articles of Association-এ আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোম্পানীর সভাপতির অভিভাষণে বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীর অংশীদিগকে সেয়ার প্রতি ১২৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে বিক্রীত মজুদ	বোনাস্ সহ বীমার পরিমাণ	তদ্বাবদ প্রিমিয়ম আয়
পলিসির সংখ্যা—৪২,২৮৭ খানা	৭,৯৮,২২,৭৮২৲ টাকা	৩৬,০৫,৩৩০৵৫
ভারতের বাহিরে বিক্রীত মজুদ পলিসির সংখ্যা—৫৭৮ খানা	১৫,৩৭,৪৮৯৲ টাকা	৭১,৩৪০।৶০
মোট—৪২,৮৬৫ খানা	৮,১৩,৬০,২৭১৲ টাকা	৩৬,৭৬,৬৭০॥/৫

এইস্থানে পত্রশীর্ষে ন্যাশন্যালের মজুদ কাজের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল। এই বিবরণ হইতে কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় সাধারণে একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

আলোচ্যবর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন:—

ডিরেক্টরগণ

মিঃ জে, চৌধুরী ব্যারিষ্টার, মিঃ পি, সি, কর সলিসিটর, রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু, সি, আই, ই, উকিল, স্যার হরিশঙ্কর পাল, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এ্যাড্ভোকেট জেনারেল, কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, জমিদার।

মেসার্স জি, পি, দুতিয়া } ম্যানেজিং এজেন্সী
জে, পি, দুতিয়া } ফার্ম্মের মেম্বর

ম্যানেজার্স:—মেসার্স আর, জি, দাস এণ্ড কোং

সেক্রেটারী:—মিঃ এস্, এন, ব্যানার্জ্জী বি, এস, সি; এ, সি, আই, আই

অডিটার:—মেসার্স বাট্লিবয় এণ্ড পুরোহিত

এ্যাক্চুয়ারী:—মিঃ এইচ, এন, হাম্‌ফ্রীজ্, এ, আই, এ

সলিসিটর:—মেসার্স কর মেটা এণ্ড কোং

মেডিক্যাল রেফারী:—ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র এম, ডি, এফ, আর, সি, এস্

এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী:—মিঃ পি, সরকার

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সম্বন্ধে অনেকে প্রকাশ্যে এবং অনেকে কানাঘুষা বলিয়া থাকেন যে কোম্পানী বড় এবং ভাল হইলে কি হয়, ও কোম্পানী কি আর বাঙ্গালীর হাতে আছে; ও কোম্পানী ত' বোম্বাইওয়ালারাই গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। এই গ্রাসের অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি তাহা যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে এই সকল সমালোচকের চক্ষু চড়ক গাছে উঠিয়া যায়। আজ এই কথাটা আমরা একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখাইতে চাই।

গ্রাস করার অর্থ যদি এই হয় যে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় বাঙ্গালীদের আর কোনও হাত বা কর্ত্তৃত্ব নাই, সকল কর্ত্তৃত্বই এই তথাকথিত বোম্বাইওয়ালাদের হাতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ক্ষোভের এবং দুঃখের কারণ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন দেখি যে, এই কোম্পানীর ডিরেক্টর, পরিচালক বা কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ৮ জনের মধ্যে মাত্র দুইজন বোম্বাইওয়ালা এবং বাকী ছয়জনই বাঙ্গালী, তখন সমালোচকদিগের এই রটনার এবং কানাঘুষার কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। আর এই ছয়জন বাঙ্গালীই বাংলা-দেশের সর্ব্বজন পরিচিত দেশবরেণ্য সন্তান। সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, সার হরিশঙ্কর পাল, কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং মিঃ জেঃ চৌধুরী শুধু বাংলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; ইঁহাদের নামে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি

গৌরব অনুভব করে। রায় বাহাদুর তারক নাথ সাধু বিখ্যাত ব্যবহারাজীবি হিসাবে এবং মিঃ পল্টু কর, সুবিখ্যাত এটর্ণী বলিয়া সমগ্র দেশে সুপরিচিত। ধনে,মানে,বিদ্যায় এবং ব্যবসাবুদ্ধিতে ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন দিক্‌পাল। শুধু নাম্‌কা ওয়াস্তে দুতিয়াদের তাঁবেদারী করিয়া ডিরেক্টর বোর্ডে থাকার পাত্র—ইঁহারা কেহই নহেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ম্যানেজার বোম্বাই-ওয়ালা হইলেও কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার যে ডিরেক্টর বোর্ডের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে সেই বোর্ডের ৮ জনের মধ্যে ছয়জনই বাঙ্গালী এবং তাঁহারা এত বড় লোক যে তাঁহাদের কাহারও এই বোম্বাইওয়ালা দ্বয়ের মন যোগাইয়া চলিবার কিছুমাত্রও প্রয়োজন নাই।

অতঃপর দেখাযাউক কোম্পানীটি বোম্বাই ওয়ালাদের হাতে যাওয়ায় কোম্পানীর প্রিমিয়ামের টাকা বোম্বাইতে লগ্নী হইতেছে, না বাঙ্গলা দেশের উন্নতিকল্পে লগ্নী হইতেছে। ন্যাশন্যালে প্রতিবৎসর যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম আয় হইতেছে, সেই প্রিমিয়ামের টাকা খাটাইবার সময় কোম্পানীর কর্ত্তপক্ষগণ বাঙ্গলার স্বার্থ দেখিতেছেন - না বোম্বাইয়ের স্বার্থ দেখিতেছেন। ন্যাশন্যালের নামে যে কানাঘুষা করা হয় এবং পরোক্ষে দুর্ণাম রটনা করা হয় এইটাই তাহার অগ্নি পরীক্ষা। আমরা ন্যাশন্যালের সমগ্র লগ্নীর টাকার বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ইহার প্রিমিয়াম-লব্ধ আয়ের দ্বারা বাঙ্গলাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতি যেরূপ উপকৃত হইয়াছে এবং হইতেছে, বোম্বাই তাহার শতাংশের একাংশও পায় নাই। এ সম্বন্ধে আর বৃথা কথা না বলিয়া আমরা ন্যাশন্যালের লগ্নীর অঙ্কগুলি এখানে তুলিয়া দিলাম :—

বোম্বাই ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে লোনে লগ্নীর পরিমাণ	১,৪৪,৭৫০৲
কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টে লগ্নীর পরিমাণ	২১, ২৫, ৪৯৭৷৴
কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে লগ্নীর পরিমাণ	১৫, ২৫, ৩৫২৷৹
বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়েতে লগ্নীর পরিমাণ	৪, ০৪, ০০০৲
বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলওয়ে	৪, ০৪, ০০০৲
আহম্মদপুর কাটোয়া রেলওয়ে	১. ৫১, ৫০০৲
সাড়াসিরাজগঞ্জ রেলওয়ে	১৫, ২৬৭৷৹
হোসিয়ারপুর দোয়ার রেল	৩২, ৩০০৲
বিহার বক্তিয়ারপুর রেল	৪, ৭৯১৲
তাপ্তী ভ্যালি রেলওয়ে	১৭, ৪০১৷৹
বাঁরলা জুট মিল	৯৮, ৫০০৲
চিৎভাল্‌সা জুট মিল	৬১, ৯৫০৲
ওয়েভারলী জুটমিল	১, ২৯, ৮২২৷৹
ক্রেগ জুট মিল	১, ৭৯, ৭৪২৷৹
নদীয়া জুট মিল	১, ১১, ৮২৫৲
হুকুম চাঁদ জুট মিল	২৫, ০০০৲
চৌরঙ্গী প্রপার্টিজ্‌	৬৪,১৪৮৷৶৹
গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল	৩৫, ৯১০৲
মেদিনীপুর জমিদারী কোং	১, ৬০, ২১৮৵৹
রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটিতে লগ্নীর পরিমাণ	৫, ১৭, ৫৪৬৷৴
রেঙ্গুণ পোর্ট ট্রাষ্টে লগ্নীর পরিমাণ	৬, ৭৩, ০০০৲
ইম্পীরীয়াল ব্যাঙ্কের সেয়ারে	৭, ০১, ৯২৫৲
করাচী পোর্টট্রাষ্টে লগ্নীর পরিমাণ	১, ৭৪, ৮৭৫৲
সম্পত্তি বন্ধকের উপর দাদন	২০, ৬০, ০০০৲

বাড়ীর উপর লগ্নী
(মূল্যের ঘাট্‌তির জন্য ২১, ৮৩, ৩৪৯৲
Sinking fund আছে)

এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কাগজাদির উপর এবং পলিসিবন্ধক প্রভৃতিতে বহুলক্ষটাকা লগ্নীকরা আছে।

আমরা বহু আয়াস স্বীকার করতঃ ব্যালান্স্‌ সীটাদি ঘাঁটিয়া এই সকল অঙ্ক উদ্ধার করিলাম শুধু ইহাই দেখিবার এবং দেখাইবার জন্য যে এই যে বাঙ্গালা দেশের একটা কোম্পানী বোম্বাই ওয়ালাদের ঘরে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া দেশময় যে একটা চাপা গুজব উঠিয়াছে ইহার মূলে কি পরিমাণ সত্য আছে। এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ন্যাশন্যালের প্রিমিয়াম আয় দ্বারা বোম্বাইয়ের এক ইম্‌প্রুভমেণ্টট্রাষ্ট মাত্র ১৪৪৭৫৲ টাকা পাইয়াছে. আর বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট, রেল কোম্পানী সমূহ এবং জুটমিলাদি নানা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এযাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার দাদন পাইয়াছে ও পাইতেছে।

বীমা কোম্পানীর মালিক কে হইল না হইল—কোন্ জাতীর লোকের সেয়ারের পরিমাণ কত,সে সকল বিচারে কালক্ষয় করা কিম্বা চোখ হরিদ্রাভ করার কোনও প্রয়োজন নাই, যখন চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি যে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার বাঙ্গালী কর্ম্মকর্ত্তাদের উপরেই ন্যস্ত আছে এবং তাহাপেক্ষা আরও উত্তম প্রমাণ ও পরিচয় এই যে কোম্পানীর দাদনের টাকা প্রায় সমস্তই বাংলা দেশেই খাটানো হইতেছে। আমরা সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে এতদিনের কানা-ঘুষা এবং জল্পনাকল্পনার বুদ্‌বুদগুলি ভাঙ্গিয়া দিলাম।

কলিকাতার বাজার দর

শেয়ার মার্কেট—আগষ্ট মাস

পাট কলের শেয়ারের দর মন্দা যাইতেছে। হেসিয়ানের দর মন্দা হওয়াই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ বটে। হাওড়া ৫০৷৷৹ দরে শেষে হাত বদল করিয়াছে।

অনেকগুলি প্রেফারেন্স শেয়ারেরও পূর্ব্ব দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনির শেয়ারের দর প্রায় স্থির আছে।

চা বাগানের শেয়ারের দর আস্তে আস্তে তেজী হইতেছে। পাত্রাকোলার দর ১৮৲ বাড়িয়াছে।

নানাবিধ কোম্পানীর শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ডওয়াগণের দর সামান্য তেজী হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজের দর স্থির আছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷৹ সুদের কাগজ			৮৫৸৹, ৮৫৸৴৹, ৮৫৷৷৹, ৮৫৷৴৹
৩৷৷৹ সুদের ঋণ		(১৯৪৭-৫০)	৯৪৸৹
৪৲	” ”	(১৯৬০-৭০)	৯৮৶৹
৪৲	” ”	(১৯৪৩)	১০১৸৴৹
৫৲	” ”	(১৯৪৫-৫৫)	১১৩৷৷৹, ১১৩৶৹
৫৷৷৹	” ”	(১৯৩৮-৪০)	১০৭৸ খুঃ
৬৷৷৹	”	ট্রেজারী বণ্ড (১৯৩৫)	১০৭৷৷৹

ডিবেঞ্চার

৬॥০ সুদের (১৯০৫-৩৫) নৈহাটী জুট ডিবেঃ ১০১।০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৫৲ খুঃ
ঐ (পুরা)	১২০০৲, ১২০৬৲

রেলওয়ে

দার্জ্জিলিং হিমালয় রেল (প্রেফ)	৯২৲

কাপড় ও সুতার কল

কেশোরাম	৩/০, ৩।০

পাটকল

এলায়েন্স	২৯৮॥০ খুঃ
ঐ (প্রেফ)	১১২৲ খুঃ
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া	৩৫৮৲ খুঃ
বালী	১৫৪৲
বরানগর	১৫৫৲ খুঃ
বিরলা (অর্ডি)	৮৸০
চাঁপদানী	১৩৫৲
গোঁদলপাড়া	৭৯৯৲ খুঃ
হুগলী (প্রেফ)	১৭।৵০
হাওড়া	৫০॥৵০, ৫১৵০, ৫০৸০, ৫০॥০
হুকুমচাঁদ (প্রেফ)	১১১৲
কামারহাটী	৪৮০৲ ডিঃ বাদ
কাঁকনাড়া	৪৪৫॥০ খুঃ
কিনিসন (প্রেফ)	১৩২॥০
ল্যান্সডাউন	১৩৮৲, ১৩৯॥০
লোথিয়ান	২৯০৲
নর্থব্রুক (প্রেফ)	১৫০৲
ইউনিয়ন (প্রেফ)	১৩২৲

কয়লার খনি

এমালগেমাটেড	১৩॥০
বেঙ্গল	২১১৲ খুঃ
বরাকর	১১৵০
মিণ্টো	৪।০
নিউ বীরভূম	৯।০ খুঃ
নর্থ দামুদা	৩৵০
রাণীগঞ্জ	৩১॥০, ৩ ॥৶০
রেওয়া কোল ফিল্ড	৯৸০
সেন্দ্রা	৬৵০
শিবপুর	১৭৸০ (প্রিমি)
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	২৪৸০
সাউথ করণপুরা	২।৵০
তালচেড়	১॥/০
ইউনিয়ন	১০৸৵০

চা বাগান

বাঘমারী	৪৸০
বড়দিঘী	৪৩৸০, ৪৪৲
বানারহাট	৩৫৪৲
ভাতখাওয়া	৪৫॥০
বসমতীয়া	২১৲, ২১।০
বেতজানা	২৫।০
চণ্ডীপুর	১৩১॥০
দার্জ্জিলিং টি ও সিঙ্কোনা	২৯০৲
দেশাই ও পর্ব্বতীয়া	৩৭৪৲
দেলাঘাট	২০॥০, ২০৸৵০
ডিমাকুশী	২৫৲, ২৫॥০
দাফ্লাগড়	১৩৸৵০
ইষ্টার্ণ কাছাড়	১২৲
গিয়েলী	১৮৸৵০
হাতীক্ষিরা	২১।৵০
হাসিমারা	৩৮॥০, ৩৮৸০
হলদীবাড়ী	২৫।০
জয়বীরপাড়া	২০॥০ খুঃ
জটলীবাড়ী	১৫৸৵০, ১৬॥০
লেডো	১৯৫৲
নাগা হিল	১৬।০, ১৬॥০ খুঃ
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড়	২৭৫৲
পাত্রাকোলা	৯০৫৲, ৯০৯৲, ৯১৪৲
রাইডাক	৪৭।০
সিয়াজুলী	৩৫৲ খুঃ
সিঙ্গেল	১০৪৲ খুঃ

ডিস্তাভেলী	৩৬৷০, ৩৬৷৷, খুঃ
তেজপুর	৮৷০
তেলয়জান	১২৵০
টেঙ্গনপালী	১৬৷০ ১৭৷৷০
তিন আলী	১১৵০, ১৯৷৷০

নানাবিধ কোম্পানী

বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ)	১৪৵০, ডিঃ বাদ
„ টেলিফোন (প্রেফ)	১২৸০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট

পাকা গাঁট—অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর ৫ শিলিং চড়া আসিয়াছিল। এখানে প্রথমে নূতন পাট ২৯৸০ এবং পুরাতন পাট ২৯৲ দরে বিক্রয় হইতেছিল। পরে বিক্রেতারা আরও আট আনা কম দরে বিক্রয়ে রাজি হয়।

কাঁচা গাঁট—বিক্রেতারা এক্স, এল, আর ৪৷৷৵০ এবং এল, আর, ৫৵০ দর দিয়াছিল। সাহেবদের কলে প্যাক করা জাত এল, আর ৫৷০ এবং তোষা ৫৸০ দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রেলওয়ে আমদানী

	৭ই আগষ্ট	১লা জুলাই হইতে
১৯৩৫	৩২১৯৬/	১০১৩২৬৭/
১৯৩২	৪৩৮/	৬৯৬৮৬৬/

সোণার দর

কলিকাতা ৯ই আগষ্ট

পাকা সোণা	প্রতি ভরি ৩০৸০
বড়াল বার	„ ৩০৷৷৶০
চিনা পাত	„ ৩২৲

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৬৷০
ঐ খুচরা	৫৬৷৷০

করগেট ও লোহা

কলিকাতা ৯ই আগষ্ট

টাটা— প্রতি হন্দর

কড়ি মার্কা	৫৷৷০	হইতে	৬৷৷০	„	„
ঐ বে-মার্কা	৪৷৷০	„	৫৷৷০	„	„
বরগা	৬৵০	„	৭৲	„	„
এঞ্জেল	৫৸০	„	৬৲	„	„

বল্ট (আধ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ) ৫৸৵০ হইতে ৬৷০

গরাদে ৬৷০ হইতে ৬৸০

ব্ল্যাক সিট ও প্লেট	৬৸০ হইতে ১২৷৷০
করগেট টিন (২২ গেজ)	১১৵০ হইতে ১৩৲
„ (২৪ গেজ)	১০৸৵০ „ „
গ্যালভেনাইজড চাদর (২৪ গেজ)	১১৷৷০ — „

কন্টিন্যাণ্টাল :— প্রতি হন্দর

গোল রড (৩ সূতা ও নিম্ন)	৫৷০	হইতে ৬৲
টানা রড ঐ	৫৷৵০	„ ৬৷৷০
করগেট টিন (২৬ গেজ)	১২৷৷০	„ ১৫৷৷০
গ্যালভেনাইজড চাদর (২৬ গেজ)	১২৷৷০	হইতে ১৩৷৷০
কাঁটা তার	৮৸৵০—	

কন্টিন্যাণ্টাল অন্যান্য দ্রব্যের দর টাটার দরের সমান।

ইংলিশ — প্রতি হন্দর

টাটার বৃটিশ মালের সমান মাল ও বৃটিশ মালের দাম উপরোক্ত মালের দর অপেক্ষা হন্দর করা ২৲ হইতে ৩৲ টাকা অধিক।

করগেট—

আর, পি, ডি (২৪ গেজ) ১২৸০ হইতে ১৩৲

কুবের লিমিটেড, লৌহ ও ষ্টীল বিভাগ ৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা টেলিফোন নং কলিঃ—৫৯১৫।

জয়েষ্ট বা কড়ি	৫৷৵০	প্রতি হন্দর
টি বা বরগা	৫৸/০	„
এ্যাঙ্গেল	৫৸০	„
বল্ট (গোল)	৪৸৵০	„
„ (চৌকা)	৫৷৷০	„
করগেট চাদর ২২ গেজ	১২৵০	„
„ „ ২৪ „	১১৶০	„
„ „ ২৬ „	১৩৷৷০	„
কাঁটা তার	১০৸০	„
মটকা	৷৷/০	প্রত্যেকটি

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন নং ৬৬৪ কলিকাতা

সাবান প্রস্তুত কার্য্যে করঞ্জা তৈল

(শ্রীসৃষ্টিধর গোস্বামী)

করঞ্জা তৈল সাধারণতঃ ছোটনাগপুরেই বেশীর ভাগ জন্মাইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে করম্‌চা বলিয়া এক প্রকার ফল হইতে তৈল হইয়া থাকে। করঞ্জা তৈল এই করম্‌চা নহে। এই তৈলের রং সরিষা তৈলের ন্যায়; ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র। কিছু দিনের পুরাতন তৈল হইলে রং লাল হইয়া যায়। এই তৈল গায়ে মাখিলে খোষ পাচড়া ইত্যাদি চর্ম্মরোগ সারিয়া যায়; খাঁটী করঞ্জা তৈলে সাবান প্রস্তুত করিলে সাবান অত্যন্ত নরম হইয়া থাকে সেই জন্য এই তৈলের সহিত Hard oil অর্থাৎ নারিকেল কিংবা মহুয়া তৈল মিশাইয়া সাবান প্রস্তুত করিলে অতি উত্তম কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাঁচী জেলায় পুর্ব্বে প্রদীপ জালিবার জন্য এই তৈলের ব্যবহার হইত; রাঁচী সোপ ওয়ার্কস প্রথমে এই তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করেন। এখন ছোটনাগপুরে অনেক জায়গায় সাবান প্রস্তুতের জন্য এই তৈল ব্যবহার হইয়া থাকে।

বসন্তকালে এই ফল পাকিয়া পড়িয়া যায়। ইহার গাছ নিমগাছের ন্যায় বড় বড় হইয়া থাকে। একটি গাছ হইতে প্রায় ১০ মণ ফল পাওয়া যায়, ইহার বীচি বাহির করিয়া শুকাইয়া তৈল বাহির করা হইয়া থাকে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে নূতন আমদানীর সময় ৮৲, ৮।০ করে এই তৈল বিক্রয় হয়, পরে ১০৲ মণ পর্য্যন্ত দর হয়। এই তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করিলে খুব কম পড়তায় সাবান হইয়া থাকে। কিন্তু একেবারে খাঁটী করঞ্জা তেলের সাবান নরম হয়, সেইজন্য মণকরা ।৬ সের মহুয়া তৈল এই তৈলের সহিত মিশাইয়া সাবান প্রস্তুত করা উচিত।

Full boiling processএ এই তৈলের সাবান প্রস্তুত করিলে Deep brown রংএর সাবান হইয়া থাকে। ক্রমে কিছুদিন পরে সাবানে সামান্য সবুজাভ রং হইয়া থাকে। এই তৈলের সাবানে washing capacity ও lathering property খুব বেশী আছে, কিন্তু ইহার সাবান বড় দুর্গন্ধযুক্ত, সেইজন্য অনেকে পছন্দ করেন না।

Cold processএ ইহার দ্বারা কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করিলে হরিদ্রা রংএর সাবান পাওয়া যায়। মণকরা তৈলে ।৬ pure caustic sodaর আবশ্যক হয়। এই তৈলের analysis report নিম্নে দেওয়া হইল। Government of Bengal Industries Department হইতে ৪৮ নং বুলেটিন যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে করঞ্জা তৈল সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। করঞ্জা তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত কারকদের এই বুলেটিন পাঠ করা উচিত। তাহাতে অনেক উপকার হইবে।*

এই তৈলের দুর্গন্ধ কিছুতেই নষ্ট করা যায় না।

করঞ্জা তৈলের analysis report

Specific gravity at	31°C	0·9297
Acid value		11·92
Saponification value		185·3
Iodine value		92·8
Refrective index		77
Titer		31.3°C

* "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই বুলেটীনের আমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্পাদক—

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয় এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

১নং পত্র

ক

১। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে হ্যারিকেন লণ্ঠন তৈয়ারীর কারখানা করা যুক্তিসঙ্গত ও লাভজনক হইবে কিনা? হইলে কি রকম লাভ?

২। ভারতবর্ষে উক্ত কারখানা বর্ত্তমানে কয়টী আছে এবং তাহাদের ঠিকানা?

৩। ঐ হ্যারিকেন লণ্ঠন তৈয়ারী কোথায় ভাল শিখা যায়?

(ক) দেশে হইলে কোথায় কি ভাবে?

(খ) জার্ম্মেনী হইতে শিখিয়া আসার উপায় আছে কিনা? থাকিলে কি এবং কোথায়?

(গ) জার্ম্মেনীতে না হইলে জাপানে হয় কিনা এবং কোথায় কি ভাবে?

৪। দেশে, জার্ম্মেনী বা জাপান কোথায় কতদিন শিক্ষানবিশী করিতে হয় এবং আনুমানিক কত কম খরচে হইতে পারে, যায় যাতায়াত?

৫। কত অল্প মূলধন লইয়া এই রকম একটী কারখানা বাংলাদেশে চালান যাইতে পারে?

খ

১। আনারসের চাষ কি করিয়া করিতে হয়? কোথায় ভাল Sucker পাওয়া যায়? কিরূপ জমিতে ভাল হয় এবং কি সার দিতে হয়? বিঘা প্রতি কত লাভের সম্ভাবনা? ছায়াতে ভাল হয় না রোদে ভাল হয়?

২। লেবু গাছ আওতায় হয় কি? আওতায় কি কি গাছ লাগান যাইতে পারে? প্রত্যেকের

কি কি সার ভাল? কলম তৈরী করার বাংলা কিম্বা ইংরাজী বই কি কি আছে? ইতি—

নিঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রাহক নং ৫২৫
পোঃ—ভাটপাড়া—(২৪ পরগণা)

১নং পত্রের উত্তর

ক

১। ভারতবাসীর বর্ত্তমান মনোভাব লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়, যে সদুদ্দেশ্যে ও স্বাদেশিকতার ভাবে প্রণোদিত হইয়া কোন স্বদেশী প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করিয়া কার্য্য করিলে, যথেষ্ট লাভবান হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে হ্যারিকেন লণ্ঠনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। ইহার আবশ্যকতা পাড়াগাঁয়ে কেন, বহু সহরের অধিবাসীরাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন; এমতাবস্থায় দেশী কোন হ্যারিকেনের কারখানা খুলিলে খুবই লাভবান হইবার কথা। কিন্তু জিনিষ ভাল তৈয়ারী হওয়া আবশ্যক। কোন খারাপ জিনিষ ব্যবহার করিয়া যেন লোকে সকল স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের উপরই হতশ্রদ্ধ হইয়া না পড়ে। লাভের অংশ কি রকম দাঁড়াইবে তাহা অঙ্কপাত করিয়া দেখান কষ্টসাধ্য। পত্র-লেখক এ বিষয়ে ২৮ নং পোলক ষ্ট্রীটে ইণ্ডোস্থইস্ ট্রেডিং কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। তাহা ছাড়া বালীগঞ্জে ক্যাল্‌কাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও যাদবপুরের বেঙ্গল্ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ম্মকর্ত্তাদের সহিতও পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

২। ভারতবর্ষে হেরিক্যান লণ্ঠন তৈরীর কারখানা বেশী নাই। করাচী হইতে "প্রভাকর" নামে একটী হ্যারিকেন বাহির হইতেছে। এই সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় লেক্‌রোডে ডাক্তার শ্রীযুত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে।

৩-৪। এই সকল বিষয়ে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠিত 'ইন্‌ফর্ম্মেশন বুরো' (Information Bureau) তে পত্র ব্যবহার করিলে বিস্তারিত বিষয় জানা যাইবে। এদেশ হইতে কেহ বিদেশে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে তৎসংক্রান্ত সকল সংবাদই প্রদান করার জন্য উক্ত 'বুরো' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

খ

আনারসের চাষ সম্পর্কে "ব্যবসা ও বাণিজ্য" ১৩৩৭ সালের ভাদ্র মাসের সংখ্যাতে ৩০০ পৃষ্ঠায় একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হইয়াছে। ঐ বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয় তাহাতে পাইবেন। আনারসের চাষ করিতে হইলে খালি খেয়াল রাখিতে হয়, আনারসের ফল হইবার সময় উহাতে নানাপ্রকার বন্য জন্তুর আক্রমণ হইয়া থাকে। রাত্রিকালে খেঁক শিয়ালী, সজারু, দিনের বেলা গোসাপ—এই সকলই আনারসের শত্রু। ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করা দরকার। চুরি হইয়া যাইবারও ভয় আছে। মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিলে গড়ে অন্যূন ২০০ টাকার মত বিঘা প্রতি লাভ হইতে পারে। প্রথম বৎসরে খরচ একটু বেশী হয়। চারা হয়ত কিনিতে হইতে পারে, কিন্তু পরে আর চারা না কিনিলেও চলিতে পারে; কেননা আনারসের মাথা হইতেই ঐগুলি পাওয়া যাইবে। কাজেই লভ্যাংশ তখন অনেক বেশী হইবে। বর্ত্তমানে (আষাঢ় শ্রাবণ) কলিকাতায় আনারসের দর

গড়ে কুড়ি ১।০ ও বিঘায় ৬,০০০ চারা রোপণ করা যায় এই হারে হিসাব ধরা হইয়াছে। লভ্যাংশ যাহা ধরা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা বেশী হইবারই কথা। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, দার্জ্জিলিং, কালিম্‌পং ও সিঙ্গাপুরেই চারা ভাল পাওয়া যায়। রামধন মিত্রের লেনে ইণ্ডিয়ান গ্লোব নার্শারীতে পত্র লিখিলে আনারসের চারা পাইতে পারেন, তাহা ছাড়া আরও অনেক নার্শারী আছে। পরিচিত কেহ থাকিলে, তাহার মারফতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" উক্ত সংখ্যাতেই পাওয়া যাইবে।

২। লেবু গাছ আওতায় হয় না, বলা যায় না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ বিশেষতঃ মশা আওতার ফলের ধ্বংস করিয়া দেয়। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার c/o গ্লোব নার্শারী, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। পুস্তক সম্পর্কে Thacker Spink and Co, Ltd. Calcutta এই ঠিকানায় পত্র দিতে পারেন।

২ নং পত্র

অনুসন্ধানে জানিলাম শিবপুর বৈজ্ঞানিক লাঙ্গল আপনাদের নিকট পাওয়া যায় অতএব উহার মূল্যাদি ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানাইয়া বাধিত করিবেন, অথবা ক্যাটালগ থাকিলে তাহাও পাঠাইতে ভুলিবেন না নিবেদন ইতি।

বশংবদ
শ্রীননীগোপাল মাঝী
Hatiberia......vill
Chakdwip......Po (Midnapore)

২ নং পত্রের উত্তর

আমাদের নিকট কোনও লাঙ্গল পাওয়া যায় না। আপনি নিম্নের ঠিকানায় আমাদের নামোল্লেখকরতঃ চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ ও মূল্য তালিকাদি পাইবেন।

১। Marshall Sons & Co Ltd.
99 Clive Street

২। Martin & Co.
12 Mission Row, Calcutta.

৩। Messrs T. E. Thompson & Co Ld
Esplanade, Calcutta.

৪। W. Leslie and Co Ld.
Chowringhee, Calcutta.

৩ নং পত্র

"সুরমা এডভার্টাইজিং এজেন্সী" নামে আমার একটা প্রচারক এজেন্সী আছে। আমরা ব্যবসায়ী মাত্রেরই ব্যবসায়ের ও ব্যবসা দ্রব্যের গুণ, বিজ্ঞাপন ও হ্যাণ্ডবিল প্রচার করিয়া থাকি। রাস্তার উপর "সার্কুলেশন বোর্ড" দিয়াও লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। আপনি যদি আপনার কাগজের কয়েক সংখ্যায় আমাদের এজেন্সীর একটু আলোচনা করেন তাহা হইলে আপনার কাগজের বিজ্ঞাপন, সূচীপত্র যত ইচ্ছা পাঠাইবেন, আমরা বিনামূল্যে শিক্ষিত ও বেকার সমাজে বিলি করিব।

বিনীত
মোহাম্মদ আশ্‌রাফ্‌ হোসেন
Surma Advertising Agency
Po. Munshibazar, Sylhet.

৩ নং পত্রের উত্তর

আমাদের মফঃস্বলে কোনও প্রাচীর পত্র বা বিজ্ঞাপন বিলির প্রয়োজন নাই। আপনার নাম ঠিকানা এবং প্রস্তাবিত বিষয় ছাপাইয়া দিলাম। যদি কাহারও প্রয়োজন থাকে তবে আপনার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন। আমাদের এ বিষয়ে কোন দায়ীত্ব নাই।

৪ নং পত্র

১। গরু অথবা মহিষদ্বারা চালিত আক্ মাড়াই কল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় কিনা এবং যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার দাম কত? কোথায় পাওয়া যায় তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

২। হাতে চালান জল তুলিবার কল (কৃষি কার্য্যের উপযোগী) বাজারে পাওয়া যায় কিনা পাওয়া গেলে তাহার মূল্য ও ঠিকানাটি জানাইয়া বিশেষ বাধিত করিতে আজ্ঞা হইবে। নিবেদন ইতি—

Secretary, Studenhs' Library Kanda
B. M. E. School
গ্রাহক নং ৫৩৪৩

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

১। ও ২।—আপনি আমাদের নামোল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন; তাহাতে মূল্য তালিকা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল প্রাপ্ত হইবেন।

ঠিকানা :—

১। মার্টিন এণ্ড কোং—১২নং মিশন রো, কলিকাতা।

২। মার্শাল সন্স এণ্ড কোং লিমিটেড ৯৯ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। হাসান আলি এণ্ড সন্স ৩৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিমিটেড ৮৬।এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩নং পত্র

১৩৩৩ সালের মাঘ (১০ম সংখ্যায়) আলু অবিকৃত অবস্থায় রাখার প্রণালীতে বাজার চলিত সাল্‌ফিউরিক এসিড্ এর ব্যবহারের কথা লেখা আছে। এই বাজার চলিত সালফিউরিক এসিডের ইংরাজি নাম কি, কোথায় পাওয়া যাইবে এবং উহার দাম কত তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। ইতি—

ভবদীয়—
ডাঃ কিশোরীমোহন ঘোষ
পোঃ খাণসামা
জেঃ দিনাজপুর

৩নং প্রশ্নের উত্তর

সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ বুঝিতে একটা জিনিষই বুঝায়। ইহাই ইংরাজী নাম ইংরাজীতে লেখা হয় এইরূপ :—Sulphuric acid। ইহা সাধারণতঃ কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারেও (Laboratory) তে প্রস্তুত হয়, আর ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের নিমিত্ত বৃহৎ আকারেও তৈয়ারী হয়; দ্বিতীয় প্রকারকেই Commercial Sulphuric Acid বলা হইয়া থাকে; উহারই বাংলা করা হইয়াছে "বাজার চলিত ব্যবসায়ীর সলফিউরিক্ এসিড্।" আমাদের দেশে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ সালফিউরিক্ এসিড্ তৈয়ারী করিয়া থাকে। আমাদের নামোল্লেখ করিয়া বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড্ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের (Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.) 31, Chittaranjan Avenue South—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে—অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

তাহা ছাড়া—

Messrs D. Wardie & Co
Konnagar, E. I. R.

এবং Messrs Butto Krishto Pal & Co
Khengraputty, Calcutta.

এই ঠিকানাতেও পত্র লিখিলে দরাদি জানিতে পারিবেন।

৬নং পত্র

মহাশয়,

আপনার মাসিকের সন ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় "বাংলায় কাপড়ের কল ও স্বর্গীয় কেশবলাল মেহেতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জানিলাম যে বাঙ্গলায় বা বাঙ্গলার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে "কটন মিল্‌স্" সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় বিনা "ফি"তে শিক্ষা দেওয়া হয়; কোথায় ইহার সঠিক বৃত্তান্ত জানা যায়?

ইতি—
শ্রীপ্রফুল্ল কমল অধিকারী
Golmuri Po.
Singbhum.

৬নং পত্রের উত্তর

কোন প্রকার ব্যক্তিগত পরিচয় বা সম্বন্ধ না থাকিলে বিনা পয়সায় কোন কলে ঢুকিয়া কাজ শিক্ষা করা আজকাল সহজ নহে। বিশেষতঃ ব্যবসায় সম্পর্কিত অনেক তথ্য ও গুহ্য বিষয় সমূহ কিছুতেই জানা যায় না। উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যে সময়ে স্বর্গীয় কেশবলাল মেহতা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে কাপড়ের কলে শিক্ষানবিশি লইয়াছিলেন, সে আজ ২০।২২ বছর আগেকার কথা। এখন বোম্বাইয়ে যাইয়া কোনও কাপড়ের কলে শিক্ষানবিশী করা দুরূহ। তাহা ছাড়া বাংলায় এখন অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কল হইয়াছে। এই সকল কলে ঢুকিবার চেষ্টা করুন। এইখানে বাংলার কয়েকটী কলের নাম দিলাম।

১। বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিল্‌স্—২৮, পোলক ষ্ট্রীট্; ২। বঙ্গেশ্বরী কটন্ মিল্‌স্ লিঃ ১৪, ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা; ৩। কুষ্টিয়া মোহিনী মিল্‌স্ লিঃ কুষ্টিয়া; ৪। ঢাকেশ্বরী মিল্‌স্ লিঃ ঢাকা; ৫। কেশোরাম কটন্ মিল্‌স্ লিঃ গার্ডেন রীচ্, কলিকাতা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন্ মিল্‌স্, মৌড়ী, হাবড়া।

৭নং পত্র

মহাশয়,

১। বর্ত্তমান সময়ে, সহজে অল্পমূল্যে হস্তচালিত যন্ত্র সাহায্যে কি কি শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ ব্যবসা আরম্ভ করা যাইতে পারে? ঐ উৎপন্ন দ্রব্যের কাটৃতি মফঃস্বলের বাজারে প্রচুর পরিমাণে হইলেই ভাল। ঐরূপ কয়েকটী যন্ত্র, উহাদের মূল্য, প্রাপ্তিস্থান ও কত মূলধনে উহা নিয়া ব্যবসায়ে দাঁড়ান সম্ভবপর জানাইলে সুখী ও অনুগৃহীত হইব।

২। আপনাদের পত্রিকায় একবার Thread ball making machineryর বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম, উহার মূল্য কত? এবং উহার সম্বন্ধেই বা আপনার মত কি?

বিনীত—
শ্রীহৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য
পোঃ ইনাতগঞ্জ
(শ্রীহট্ট)
আগ্‌না বিদ্যালয়

৭নং পত্রের উত্তর

১। আপনি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতে পারিতেছেন না, এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে কোন প্রকার উপদেশ প্রদান করা কষ্টসাধ্য। আপনি আমাদের এই পত্রিকা-খানি যদি নিয়মিত পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহাতে নানাপ্রকার ইঙ্গিত ও সন্ধান পাইবেন। এই সম্পর্কে আমাদের পুরাতন সেট্ও আপনি পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই সকল পড়িয়া, আপনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, সেই স্থানের উপযোগী বা তাহার নিকট স্থিত কোন বাজার, গঞ্জ প্রভৃতির দ্রব্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনার পক্ষে যে প্রকার গৃহচালিত যন্ত্র ব্যবহার বা যে প্রকার প্রস্তুত দ্রব্যের আবশ্যক, তাহা লিখিলে তদনুযায়ী উপদেশ দিতে পারি। আপনি নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী লক্ষ্য করিয়া আপনার বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন।

(১) আপনার ওখানে কি কাঁচা মাল, কত সস্তায় পাওয়া যায়; ঐ কাঁচা মাল হইতে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়?

(২) ঐ কাঁচা মাল হইতে প্রস্তুত দ্রব্য বাহির হইতে যাহা আপনার ওখানে আসে, তাহার মূল্য কিরূপ ?

(৩) ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আপনি কি প্রকার সময় দিতে পারিবেন ? কত মূলধন খাটাইতেপারিবেন ?

(৪) ঐ প্রকার দ্রব্য ওখানেই আর কেহ প্রস্তুত করে কি না ? তাহার বা তাহাদের প্রতিযোগিতা কি প্রকার হইতে পারে আপনি মনে করেন ?

(৫) আপনার স্থান হইতে যান বাহনের সুবিধা অসুবিধা কি রকম ?

(৬) আপনি যে মাল উৎপন্ন করিতে যাইতেছেন, তাহার বাজার ওখানেই পাইবেন কি না ?

(৭) আপনার ওখানের লোকজন কি রকম জিনিষ চাহে ?—এইখানে অতি সাধারণ ভাবে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হইল। আপনি এই সকল প্রশ্ন অবলম্বনে আপনার চিন্তা পরিচালিত করিবেন বা আরও প্রশ্ন বাড়াইয়া বিষয়টী সম্যক আলোচনা করিয়া কোন একটী বা একাধিক বিশেষ বিষয়ের বিবরণ জানিতে চাহিলে তাহা বলিতে পারি। নতুবা, আপনি আমাদের পত্রিকা পড়িতে থাকুন, যেটায় সুবিধাবোধ করেন, সেই অনুসারে চলিতে থাকুন, ইহা ছাড়া আমরা আর কি উপদেশ দিতে পারি ?

Thread Balling machine বা গুলিসূতা প্রস্তুত করার মেশিন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আয়ব্যয়ের তালিকা ও নানা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ বিবরণ ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুরাতন সংখ্যা সমূহে বাহির হইয়া গিয়াছে। গত ৩৫ সাল হইতে প্রতিবৎসরের বাঁধাই সেট্ ২।০ টাকা মূল্যে আমাদের এখানে বিক্রয় হয়। প্রত্যেক বছরের সেটে একহাজার পৃষ্ঠার উপর কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত নানারূপ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে যাহার একটীর মূল্যই অনেক টাকা। এই সকল বৎসরের সেটের মধ্যে হাজার হাজার ব্যবসার এবং জীবিকার্জ্জনের সন্ধান পাইবেন। তাহার মধ্যে যেটী অথবা যে কয়টী আপনার নিজের পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে হইবে সেই সম্বন্ধে লিখিলে তখন আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারি, নচেৎ আন্দাজে কোন্ ব্যবসায়ের কথা আপনাকে লিখিব !

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ | ভাদ্র ১৩৪০ | ৫ম সংখ্যা

কাপড়ের উপর নক্সা ছাপিবার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ন্যাপথল (Naphthol)রংয়ের ছাপা—

(১) বস্ত্রের প্রতি প্রাথমিক ব্যবস্থা—

সোডা জলে প্রথমতঃ বস্ত্রাদি সিদ্ধ করিয়া লইবে। তারপর নিম্নলিখিত প্রকারের একটী মিশ্রিত দ্রব্য তৈয়ার করিয়া তাহাতে ধুইবে।

দ্রব্যাদি	½ সের ওজনের কাপড়ের জন্য	৫সের ওজনের কাপড়ের জন্য
ন্যাফ্থল-এ-এস্-জি (Naphthol AS-G)	১½ তোলা	৭ তোলা
টার্কী রেড্ অয়েল্ (Turkey Red oil)	১½ তোলা	৭ তোলা
কষ্টিক সোডা (Caustic Soda)	১½ তোলা	৭ তোলা
জল	৮ সের	১ মণ

প্রথমে ন্যাফ্থল ও টারকি রেড্ অয়েল লইয়া একটী গোলা তৈয়ারী কর। আগেই এক সের ঠাণ্ডা জলে কষ্টিক্ সোডা গলাইয়া রাখিবে; এই গলান জল গরম করিয়া ঐ গোলার সহিত মিশাইয়া দাও এবং বেশ করিয়া নাড়িতে থাক; তাহা হইলে একটী সুন্দর হলুদে রংয়ের গোলা

তৈয়ারি হইবে। বাকী যে জলটুকু আছে, উহা এখন ঢালিয়া এই গোলাটাকে ঠাণ্ডা করিয়া ফেল ; ওদিকে গোলাও তৈয়ারী হইয়া গেল।

(২) কি ভাবে কাজ করিতে হইবে—

ছাপিবার কাপড় এই জলে আধ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখ ; বেশ করিয়া নিংড়াইয়া ছায়ায় শুকাইয়ালও।

(৩) রংয়ের লেই প্রস্তুত প্রণালী—

দ্রব্যাদি—

ডেভেলপিং সল্ট্ (Developing Salt)	৬ তোলা
সাধারণ নূন	২০ তোলা
গঁদের আঠা	৬০ তোলা

১২ তোলা গঁদের আঠা গোলা জলের সহিত ডেভেলপিং সল্টটাকে মিশাও। তারপর নুনটা মিশাইয়া বাকী আঠার জলটুক ঢালিয়া সবটাকে ঠাণ্ডা করিয়া লও।

(৪) ছাপিবার প্রণালী—

এইভাবে রংয়ের গোলা করিয়া তাহা দ্বারা কাপড় ছাপিয়া লও। যদি কোন বিশেষ নমুনা ছাপিতে হয়, তাহা হইলে পরে বর্ণিত ডেভেলপারের Developer) এর উপর নির্ভর করিতে হইবে। কাপড় শুকাইয়া লইয়া নিম্নলিখিত প্রকারের জল তৈয়ার করিয়া তাহাতে ধুইয়া ফেল।

(৫) ছাপা হইবার পর ব্যবহারের জন্য জিনিষপত্রাদি

দ্রব্যাদি	২ সের ওজনের কাপড়ের জন্য	৫ সের ওজনের কাপড়ের জন্য
হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ (Hydrochloric Acid)	৫ তোলা	½ সের
জল	৮ সের	১ মণ

ঠাণ্ডা জলের মধ্যে নাড়িয়া নাড়িয়া এসিড্‌টা মিশাইয়া দাও। তারপর ছাপান কাপড়খানা বেশ ভাল করিয়া শুকাইলে, ২০ মিনিট কাল এই জলের মধ্যে রাখিয়া দাও। দেখিতে পাইবে হলদে রংটা উঠিয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা জলে কুঁচাইয়া ধুইয়া ফেল এবং সাবান দিয়া গরম কর। সাবান দেওয়া হইলে আবার জলে ধুইবে ; নিংড়াইয়া পরে শুকাইয়া লইবে।

(৬) রং তৈয়ারী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ—

প্রথম ব্যবহারের সময়ে ন্যাফ্‌থল ও রংয়ের গোলায় ডেভেলপিং সল্ট্‌কে বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া নানারকম রং করা যায়। যথা :—

রং	ন্যাফথল্ (Naphthols)	ডেভেলপিং সল্ট্ (Developing Salt)
হল্‌দে	ন্যাফ্‌থল এ-এস-জি (Naphthol AS-G)	পাকা লাল ক্ষার জি-জি অথবা পাকা হল্‌দে ক্ষার জি-সি (Fast Scarlet Salt G-G or Fast Yellow Salt G-C)
কমলা	ঐ	পাকা বোর্দো ক্ষার জি-পি (Fast Bordeaux Salt G-P).
লাল	ন্যাফ্‌থল এ-এস্ (Naphthol A-S)	পাকা লাল ক্ষার জি-এল্ (Fast red Salt G-L) অথবা পাকা লাল ক্ষার জি-জি (Fast scarlet Salt G-G) অথবা পাকা লাল জি-আর্ (Fast scarlet Salt G-R)
নীল	ঐ	পাকা নীল ক্ষার বি (Fast Blue Salt B)
খয়ের	ঐ	পাকা বোঁর্দো ক্ষার জি-পি (Fast Boardeaux Salt G-P)

(৭) সতর্কবাণী—

উপরের লিখিত যত প্রকার ধুইবার জলের কথা বলা হইয়াছে, সবগুলিই যেন কাপড় দিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে।

গরম জল দিয়া যখন ডেভেলপিং সল্টকে (Developing Salt) লেই প্রস্তুত করা হয়, তাহা যেন অনেকক্ষণ অনাবশ্যক ভাবে পড়িয়া না থাকে; কেননা, ক্ষারগুলি আলো বা রৌদ্রে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে পারে।

প্রত্যেক জিনিষই ছাপা হইয়া গেলে এসিড্ জলে ধুইতে ভুলিলে কাপড়ের উপর ন্যাফ্থলের হল্‌দে রংটা আর উঠিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রেশমের উপর ছাপান

ছাপিবার পূর্ব্বে রেশমকে কি করিতে হইবে—

রেশমের উপর বিশেষ ভাবে ছাপাইবার ব্যবস্থা খুব বেশী দিন হয় নাই যে আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল অবশ্য ইহাও সাধারণ কাপড় ছাপাইবার মতই বিস্তৃত ব্যবসায়।

আসলে ছাপিবার প্রণালী সূতার বস্ত্রেও যেমন রেশমের বস্ত্রেও তেমনই; কেবল মাত্র রেশমের বেলা একটু বিশেষ যত্ন নিতে হয়

এবং বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত চালনা করিতে হয়।

রেশমের জিনিষ পত্র হইতে যত কিছু আবর্জ্জনা আছে, সব দূর করিতে হইবে; তাহা না হইলে রং সমান ও উজ্জ্বল হইবে না।

সুতার কাপড়কে যেমন ধুইয়া শাদা করিয়া ফেলিতে হয় রেশমের কাপড়ে সকল সময়ে তাহা দরকার হয় না; সিদ্ধ করিয়া পালিশ দিকটাতে নমুনা ছাপিয়া দিলেই যথেষ্ট এবং সাধারণতঃ লোকেও তাহাই চাহিয়া থাকে।

সিদ্ধ করিবার দ্রব্যাদি

রেশমের বস্ত্র সাধারণতঃ পর পর তিনবার তিন রকমের জলে সিদ্ধ করিতে হয়। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দ্বারা এই সিদ্ধ করিবার জল তৈয়ার করিতে হয়।

দ্রব্যাদি	১ সের ওজন কাপড়ের জন্য	৫ সের ওজন কাপড়ের জন্য
	১নং জল	
সাবান	১৬ তোলা	১সের
সোডাএ্যাস্ (Soda Ash)	৪ তোলা	২০ তোলা
জল	৩০ সের	৩½ মণ
	২নং জল	
সাবান	১২ তোলা	৬০ তোলা
জল	৩০সের	৩½ মণ
	৩নং জল	
সাবান	৮তোলা	৪০ তোলা
জল	৩০ সের	৩½ মণ

ইহার প্রত্যেক বারেই জলে অন্যান্য জিনিষগুলিয়া পর পর তিনবার তিন রকম জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ কারবার প্রণালী সুতার কাপড় সিদ্ধ করিবার মতই। প্রত্যেক বারে ১½ ঘণ্টা করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। শেষ বার সিদ্ধ হইয়া গেলে কয়েকবার জল বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া ধুইয়া লইতে হয়। এই ধোয়াটা কোন স্রোতের জলে হইলেই ভাল হয়। পরিশেষে শুকাইয়া লইবে।

ছাপিবার জন্য রং প্রস্তত প্রণালী—

সুতার কাপড় ছাপাইবার সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এখানেও তাহাই খাটে। এখানে ঘন করিবার জন্য কেবল মাত্র গাম এ্যারেবিক্ (Gum Arabic) অথবা সাধারণ গঁদের গোলার দরকার হয়।

ছাপা হইয়া গেলে পর ঃ—

সাধারণতঃ যাহারা রেশমের কাপড়ের উপর ছাপায় তাহারা এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

(ক) বাষ্পীকরণ—

সুতার কাপড়ের বেলাও যেমন বাষ্পের ভাপনা দেওয়া হয় এখানেও তেমনই।

(খ) ধোয়া—

ধোয়া সম্পর্কে সুতার কাপড়ের বেলাও যেমন বলা হইয়াছে, এখানেও যেন ধুইতে কাপড়ে কোনরকমের ভাঁজ না থাকে তাহা হইলে ভাঁজের ঘষায় ঘষায় নমুনা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতার কাপড়েও যেমন, এখানেও তেমনি যদি কোন স্রোতের জলে অথবা বড় পুকুরে ধোয়া যায় তাহাতেই সুবিধা। একটা বাঁশ লইয়া তাহার একদিকে কাপড়ের একদিক বাঁধিয়া কাপড়ের অপর দিকটা লম্বালম্বি ভাবে একেবারে জলে ভাসাইয়া দিতে হয়।

(গ) সাবান দেওয়া—

সুতার কাপড়ে যেমন—এখানেও তেমনই।

(ঘ) কারুকর্ম্ম (Finishing)—

এইটী কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী; কেননা সিদ্ধ করিবার সময় কাপড়ের সাধারণ রং যেমন চলিয়া যায়—এই শেষ প্রণালীতে তাহা ফিরাইয়া আনিতে হইবে; রং বেশ উজ্জল হইবে এবং ছাপান কাপড়খানা ধরিলে হাতে যেন বেশ মস্‌মসে হয়।

এইজন্য সাধারণতঃ ছাপাওয়ালারা যাহা করে তাহা এই। তাহারা দুইখানি খুব পালিশ বাঁশ লইয়া তাহার মধ্য দিয়া কাপড় আটকাইবার মত ফাঁক করিয়া লয়। এই বাঁশ দুইখানি কাপড়ের দুই মাথায় আট্‌কাইয়া দড়ির টানা দিয়া কাপড়খানিকে বেশ টান্‌টান করিয়া রাখে।

ইহার পর "ছিপি" করিয়া একরকমের অর্দ্ধ-বৃত্তাকার ছুরি আছে, সেই ছুরিখানাতে নিম্ন-লিখিত গোলা মাখাইয়া ঐ কাপড়খানার উপর দিয়া একবার লম্বা ভাবে একবার আড়াআড়ি ভাবে ঘষিয়া দিতে থাকে। এই ভাবে ছুরিটা ঘর্ষণের ফলে কাপড়টার উপর একটা রং হয় আর কাপড়টা বেশ শক্ত হয়।

তাহারা এই ভাবে গোলা মাখাইয়া রাখিয়া দেয়; যখন প্রায় শুকাইয়া আসে, তখন কাঠের একটা রোলারে কাপড় খানাকে জড়াইয়া রৌদ্রে বেশ করিয়া শুকাইয়া লয়।

শুকাইলে পর ঐ কাঠের রোলারটা হইতে খুলিয়া লইয়া নমুনা বা দরকার মত ভাঁজ করিয়া দিলেই হইয়া গেল।

উপরে যে গোলাটার কথা বলা হইল, তাহা তৈয়ারী করিবার প্রণালী—

১নং গোলা

ময়দা	৫ তোলা
জল	১ সের

ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ময়দা গুলিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাইয়া আগুনে দিয়া একটা লেই তৈয়ারি করিতে হয়। যখন বেশ ঘন হইয়া আসে, তখন আগুন হইতে সরাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দিতে হয়।

২নং গোলা

খই	৫ তোলা
জল	১০ তোলা

খই গরম জলে সিদ্ধ করিয়া একখানি কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই একটী ঘন লেই তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

১ নং ও ২ নং গোলা মিশাইয়া ২ তোলা এ্যাসেটিক এসিড্‌ মিশাইয়া লও। এই গোলাকে ফিনিসিং পেষ্ট (Finishing Paste) বলা হয়।

ছাপাইবার প্রণালী

রেশম বেশ দামী জিনিস; ইহা ছাপা করিতে সকল সময় পাকা রং ব্যবহার করিতে হয়। অবশ্য সামান্য কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়া সূতার কাপড়ে যে সকল রং লাগাইতে হয়, এখানেও তাহাই লাগান যাইতে পারে। সে যাহা হউক, কাপড়ের মূল্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া কেবলমাত্র পাকা রংয়ের কথাই বলা হইল।

যে যে রংয়ের পাশে যে যে নাম দেওয়া হইল, ঐ সকল দ্রব্যের দ্বারা সেই সকল রং পাওয়া যাইবে।

নীল—গ্যালোফেনিন ডি (Gallophenine D) অথবা গ্যালোফেনিন জি-ডি (Gallophenine G D) অথবা গ্যালো নেভি ব্লু আর পি (Gallo Navy Blue R P) অথবা ক্রোম অক্সান পিওর ব্লু বি-এল্ ডি (Chrome Oxan Pure Blue B L D)।

হল্‌দে—এ্যালিজারিন্ হল্‌দে জি-জি (Alizarine Yellow G G) অথবা ক্রোম ফাষ্ট্ ইয়েলো—আর্ ডি (Chrome Fast Yellow R D)

বেগুনি—ক্রোম্ অকসান্ ব্রিলিয়াণ্ট্ ভায়লেট্ বি-ডি--এন্ (Chrome Oxan Brilliant Violet B D N)

কমলা—ক্রোম ফাষ্ট্ অরেঞ্জ আর্ ডি (Chrome Fast Orange R D)

সবুজ—ক্রোম্ গ্রীন্ জি-ডি এক্‌ষ্ট্রা (Chrome Green G D Extra) অথবা এ্যালিজারিন্ ভিরিডাইন্ এফ্-এফ্ (Alizarine Viridine F F)

খয়ের—এ্যালিজারিন্ চকোলেট্ (Alizarine Chocolate)

মিশা রং (Pink)—এন্‌থ্রাসিন্ স্কার্লেট্ (Anthracene Scarlet)

কটা (Brown)—এ্যালিজারিন্ অরেঞ্জ আর (Alizarine Orange R)

(ক) রংয়ের লেই করিবার দ্রব্যাদি—

রংয়ের লেই বা গোলা করিবার সাধারণ দ্রব্যাদি—

উল্লিখিত রংয়ের যে কোন একটা	৩½ তোলা
গরম জল	৭ তোলা
এ্যাসেটিক এসিড্	২ তোলা
গঁদের জল (Gum Solution)	৩½ তোলা
ক্রোম এ্যাসেটেট্ পাউডার (Chrome Acetate Powder)	৩½ তোলা

(খ) প্রস্তুত প্রণালী—রংটাকে গরম জলে গুলিয়া ফেল। গঁদের জল দিয়া নাড়িয়া দিয়া এসিডটা মিশাও। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে যখন ব্যবহারে লাগাইবে, তাহার একটু আগে ক্রোম এ্যাসেটেট্ (Chrome Acetate) টা মিশাও। কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই গোলা দেওয়ার জন্ম তৈয়ারী হইয়া গেল।

(গ) ছাপাইবার প্রণালী—সূতার কাপড় ছাপাইবার যে প্রকার প্রণালী এই কাপড় ছাপাইবারও তাহাই। ছাপা হইয়া গেলে শুকাও। এক ঘণ্টা ধরিয়া বাষ্পের ভাঁপ্ না দাও। কয়েকবার বেশ ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া দাও; ইতিমধ্যে একবার ঈষদুষ্ণ সাবান জলে ধুইবে। আবার ধুইয়া শুকাইয়া ফেল।

এলিজারিন সহযোগে লাল করিবার প্রণালী—

রংয়ের লেই করিবার দ্রব্যাদি— :—

রংয়ের মসলা	৫ তোলা
গরম জল	১০ তোলা
জলপাইয়ের তেল	১ তোলা
ক্যাল্‌সিয়াম্ এ্যাসেটেট্ (Calcium Acetate)	৩ তোলা
গঁদের জল	২৩ তোলা
ষ্ট্যানাস্ অক্‌জ্যালেট্ সলিউসন্ (Stannous Oxalate Solution)	২ তোলা
এ্যালুমিনিয়াম্ এ্যাসেটেট্ পাউডার (Aluminium Acetate Powder)	৬ তোলা

রংয়ের মসলাটা গরম জলে গুলিয়া ফেল। তারপর গঁদের জল মিশাও। তেলটা তার পরে।

এখন এ্যালুমিনিয়াম্ এ্যাসেটেট পাউডারটা মিশাইয়া ক্যালসিয়াম্ এ্যাসেটেট্ মিশাইবে এবং ষ্ট্যানাস্ অক্জ্যালেট্ সলিউসন্ সর্ব্বশেষে মিশাইবে, কাপড়ের মধ্য দিয়া এখন ছাঁকিয়া লইলেই গোলাটা ব্যবহারের জন্য তৈয়ারী হইল।

উক্ত ষ্ট্যানাস্ অক্জ্যালেট্ সলিউসন্ প্রস্তুত প্রণালী—

নাইট্রিক্ এ্যাসিড্ (Nitric Acid)	২০ তোলা
উষ্ণ জল	১০ তোলা
অক্জ্যালিক এ্যাসিড্ (Oxalic Acid)	১৫ তোলা
ষ্ট্যানাস্ ক্লোরাইড্ (Stannous Chloride)	৬২ তোলা

নাইট্রিক এসিড্কে গরম জলে দাও; তারপর অক্জ্যালিক্ এসিড্ মিশাও। তারপরে বার বার নাড়িয়া নাড়িয়া ষ্ট্যানাস্ ক্লোরাইড্টা ক্রমে ক্রমে মিশাও। এই মিশ্রণটাকে ঠাণ্ডা করিয়াই ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখিবে।

ছাপিবার প্রণালীতে আর কোন তফাৎ নাই; সাধারণ সুতার কাপড়ে যেমন এখানেও তেমনই।

গ্যালো ফাষ্ট্ ব্ল্যাক্ (Gallo Fast Black) যোগে কাল রং—

দ্রব্যাদি :—

রংয়ের মসলা	৩½ তোলা
গরম জল	১০ তোলা
এ্যাসেটিক এ্যাসিড্ Acetic Acid)	১ তোলা
ফর্ম্মিক এসিড্ (Formic Acid)	১½ তোলা
গঁদের জল	৩০ তোলা
রঙ্গেলাইট্ সি (Rongelite C)	½ তোলা
ক্রোম এ্যাসেটেট্ পাউডার	৫½ তোলা

রংয়ের মসলাটা গরম জলে গুলিয়া প্রথমে এ্যাসেটিক এসিড্ ও পরে ফর্ম্মিক এসিড্ মিশাও। সমস্ত জিনিসটা এইবারে গঁদের জলের সহিত মিশাইয়া দাও। এইবারে রঙ্গেলাইট্ সি (Rongelite C) মিশাও। ঠাণ্ডা হইলে পর ক্রোম এ্যাসেটেট্ (Chrome Acetate) মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লও।

ছাপিবার প্রণালী—একই রকমের। রেশমের কাপড় মূল্যবান; তাই আগেও যেমন বলা হইয়াছে, এখানেও তেমনই বলা যাইতেছে যে রং ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়; কাপড়টাও যাহাতে নষ্ট না হয়; ছাপার নমুনাটা সতর্কতার অভাবে কোন রকমে খারাপ বা বিশ্রী না হইয়া যায়।

অম্লজ রং সমূহ (Acid Colours)

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির সাহায্যে অম্লজ রং তৈয়ারী হইয়া থাকে—

রংয়ের মসলা	৫ তোলা
জল	৬০ „
গ্লিসারিন্	৫ „
গাম ট্রাগাসিন্থ্ অথবা এ্যারেবিক্ সলিউসন্ (Gun tragacinth or Arabic solution)	১০ „
সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া মিশাইবার জন্য জল	২০ „
টার্টারিক্ এসিড্ (Tartaric Acid)	৫ „

এইগুলি দিয়া একটা লেই করিয়া তাহা দ্বারা ছাপিয়া শুকাইয়া পরে রেশমী কাপড়টা একটা সাধারণ সুতার অল্প ভিজা কাপড় দিয়া জড়াইয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া বাষ্পের ভাপনা দাও। ইহার পরে শুকাইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া লও।

ঘন করিবার দ্রব্যাদি—রেশমের বস্ত্র ছাপাইবার জন্য যে সকল ঘন করিবার দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে হয়, সেই সকল সম্পর্কে লক্ষ্য করিতে হইবে যে এমন জিনিস ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে সমান ও উজ্জ্বল রং পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই সকল জিনিস ব্যবহার করা যাইতে পারে - গাম্ ট্রাগাসিন্থ্ (Gum tragacinth), গাম্ এ্যারাবিক্ (Gum Arabic) ও ব্রিটিশ্ গাম্ (British Gum).

রেশমের ব্যাপারে আটা পালো বা ময়দা একেবারেই নিরর্থক। (ক্রমশঃ)

মস্কোতে বাঙ্গালী ছাত্র

কিছুকাল পূর্ব্বে সহযোগী বাঙ্গলার বাণীতে এই সংবাদটী বাহির হইয়াছিল। বাঙ্গালী যুবক পৃথিবীর যে কোন অংশে গিয়া যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে ইহারই প্রমাণ স্বরূপ আমরা এই পত্রখানি প্রকাশ করিলাম।

১। **অক্ষয়কুমার সাহা।** নিবাস ময়মনসিংহ জেলায় সুসুঙ্গ পরগণার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে; ইনি ১৯২৫ সনে ঢাকা রেসিডেন্‌সিয়াল ইউনিভারসিটি হইতে বি, এস-সি, পাশ করিয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে এম, এস্-সি পড়িবার সময় স্বনামখ্যাত সার রমনের নিকট রুষীয়ায় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা-লাভের বিশেষ সুবিধা আছে জানিয়া মস্কোতে উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষালাভের আশায় ১৯২৬ সনে এখানে আসেন। একমাত্র মার্কিনে (America) উচ্চশিক্ষা লাভের সম্ভাবনা আছে এ যাবত আমরা এই কথাই জানিতাম; কিন্তু মস্কোতে ভারতীয় এবং অন্যান্য জাতির ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার প্রায় কপর্দ্দকহীন ভাবেই এখানে আসেন। তিনি কম্যুনিষ্ট নন, শুধু তাই নয়, রাজনীতির সাথে তিনি কোন সম্পর্কই রাখেন না; এমন কি মস্কোতে তিনি রাজনীতির সংশ্লিষ্ট ভারতীয়দের সাথেও কোন সম্পর্কই রাখেন নাই। তিনি এখানে সার রমনের রেকমেন্‌ডেশন্ লইয়াই উচ্চ-প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গবেষণার আশায় আসেন এবং এখানে সুবিখ্যাত একাডেমিক লাজারফের (Academic P. P. Lasareff) ফিজিকেল ইন্‌ষ্টীটিউটে সাদরে অভ্যর্থিত হন। এখানে তাঁহাকে শুধু শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে মাসিক দেড়শত টাকা 'স্কলারসিপ' দেওয়া হয়। অক্ষয়কুমার গত চারি বৎসর সম্মানের সহিত কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়াছেন। এই দক্ষতার জন্যই তাঁহাকে সেন্‌ট্রাল-কমিটি-অব-সায়েন্সের সভ্যরূপে মনোনীত করা হইয়াছে। তাঁহার ডিসার্টেসন on "Determination of the Ratio of the two Specific hears of gases by Kund's tube method." এখানে রুষীয় ও ইংরেজী ভাষায় ছাপান হইয়াছে। এ ছাড়া আরও Physiological optic সম্বন্ধে দুইটী পেপার ছাপার জন্য প্রস্তুত আছে। বর্ত্তমানে তিনি প্রায় ৪৫০৲ সাড়ে চারিশত টাকা বেতনে উক্ত ইন্‌ষ্টীটিউটে সহকারীর কাজে নিযুক্ত আছেন। অক্ষয়কুমার নিজ মনোনীত বিজ্ঞান চর্চ্চা ছাড়া বাঙ্গালা সাহিত্য রুষীয় ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া তাহার প্রচারে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এখন স্বদেশ প্রত্যাগমন মুখী।

২। **অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়।** অক্ষয়কুমার ছাড়া আর একজন দেশবাসীর নাম জানান কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার অনেকেই

বিদ্রোহী অবনী মুখার্জ্জির নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু অবনীনাথের জীবনের আর একটা দিক—গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা—বাঙ্গালী সমাজে অপরিচিত। আমি এই দিকটাই আজ দেশবাসীকে জানাইতে চাই।

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান—খুলনা জেলার সাতখিরা মহকুমার অন্তর্গত বাবুলিয়া গ্রামে। তিনি দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অল্পই পান। ১৯০৭ সনে তিনি বয়ন বিদ্যা শিখিবার জন্য আমেদাবাদ মিলে সামান্য মজুরের কাজে প্রবৃত্ত হন; প্রায় নিজের পায় দাঁড়াইয়া জাপান এবং জার্ম্মানীতে টেকষ্টাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। জার্ম্মানীতে অবস্থান কালে তিনি লিপজিক (leipzik) বিশ্ববিদ্যালয়ে ইবুরেগুলার ছাত্ররূপে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তাঁহার শিক্ষাটা self-taught ভাবেই বর্দ্ধিত হয়।

তিনি মস্কোর ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অব কম্যুনিষ্টএ প্রফেসার হইয়া চারি বৎসর গবেষণা কার্য্য করতঃ ইতিহাসে ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি বই লিখেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

১। 'Agrarian India"—একখানা প্রকাণ্ড বই—ইংরেজীতে ও রুষীয় ভাষায় ছাপা হইয়াছে; এই পুস্তকে মার্ক্সবাদ অনুসারে (Marksist view) ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখা হইয়াছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে সমালোচনা চল্‌ছে; তন্মধ্যে সমর্থনকারীর দলই প্রবল। দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

"ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ" এই পুস্তকে ১৭শ শতাব্দী হইতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ বিবৃত করা হইয়াছে। "১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ"—কে তিনি কৃষক সম্প্রদায়ের-আন্দোলন বলিয়া প্রমান করিয়াছেন।

৪। "ভারতে কৃষক-আন্দোলন"। এ ছাড়া সাময়িক ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে ৫১৬টী রচনা করিয়াছেন। কিছুদিন হইল লেনিনগ্রাড়ের exhibitionএ তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করা হয় এবং সমর্থিত হইয়া মিউজিয়মে একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই গেল শ্রীযুক্ত অবনীনাথের গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা। নিম্নে তাঁহার বাহির জীবনের একটু আভাষ দিয়াই পত্রখানা শেষ করিব।

১৯২৫ সনে শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রুষীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে "Honourary member of the Soviet Somea khond" মনোনীত হন। এতবড় সম্মান প্রতীচ্য জাতিদের মাঝে রুষীয়ায় এই সর্ব্ব প্রথম। আমাদের বঙ্গবাসী অবনীবাবুই ইহা লাভ করেন। ১৯২১ সনে মস্কোতে ইনি Scientific Association of Oriental Research এর সভ্য নিযুক্ত হন এবং কম্যুনিষ্ট একাডেমিতে Scientific Staff member হন। এছাড়া সেই বৎসরই তিনি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অব অরিয়েণ্টলজিতে প্রফেসারের পদ লাভ করেন। বর্ত্তমান বৎসর (১৯৩০) ইনি লেনিনগ্রাড Educatiounal Secretary of the Institute of Academy of Science এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছিপে মৎস্য-শিকার

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল্

আজকাল ছিপে মৎস্য-শিকারে কষ্ট, পরিশ্রম বা ব্যয় বড় কম হয় না, অসীম ধৈর্য্য ধারণেরও প্রয়োজন হয়; কিন্তু এ সকল সত্বেও যদি সর্ব্বশেষে বিফলমনোরথ হইয়া রিক্তহস্তে বাটী ফিরিয়া আসিতে হয় তখন মনোকষ্টের আর অবধি থাকে না, বিশেষতঃ যখন রাস্তা ঘাটে যান বাহনে মৎস্যশিকার উৎসাহীরা ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে থাকেন "কি মৎস্য ধরিলেন ?"—"কোথায় গিয়াছিলেন ?"—এবং সর্ব্বশেষে গৃহে ফিরিলে যখন আত্মীয়জনের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উত্যক্ত হইতে হয়, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিৎ।

অনেকে মনে করেন, ভাল ছিপ, সূতা এবং টোপ ও চারের জন্য যখন তিনি যথাবিধি আয়োজন করিয়াছেন তখন তাঁহার শিকার নিশ্চয়ই হইবে। সেই হিসাবে তিনি সমস্ত দিন সূতা বড়শী খাটাইয়া টোপের পর টোপ ফেলিয়া যান; কিন্তু বিবেচনার ভুলে শেষকালে হয়ত দু' একটি ছোট মাছ অথবা রিক্তহস্তে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

আর দশটা কাজের ন্যায় ইহাতেও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও বিবেচনার প্রয়োজন। মৎস্যও যে অন্যান্য জীবের ন্যায় কিছু বুদ্ধি ধারণ করে ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ সহর-তলির সন্নিকটস্থ জলাশয়গুলিতে ছিপ পড়িয়া পড়িয়া মৎস্যগুলি এমন সতর্ক হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা হঠাৎ বড়শীর টোপ ধরিতে চাহে না। সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই যাইতে হয় এবং পূর্ব্ব হইতে সকল খোঁজ খবর লইতে হয় অথবা উপরি উপরি দুই তিন দিন বসিতে হয়।

মৎস্য শিকারীর সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাচন করিতে হয় সূতা। এই সূতা কিরূপ হইবে তাহা নির্ব্বাচন করাও একটু সমস্যা। কারণ যে সকল পুকুরে ছিপ পড়ে কম তাহাতে শক্ত মোটা সূতা হইলে একরূপ চলিতে পারে, কিন্তু যে সব জলাশয়ের মাছ বহু সূতা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে বা সতর্ক বা ঘেঁচড়া হইয়া গিয়াছে সে জলাশয়ের জন্য সূতা নির্ব্বাচন একটু বিশেষ সতর্ক হইয়া করিতে হয়। একটু বড় মাছ তাহার বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে প্রায়ই একটু বেশী চালাক হইয়া পড়ে। চারের গন্ধে নিকটে আসিয়া সে সর্ব্ব প্রথমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে সেখানে সন্দেহের কিছু আছে কিনা। নিকটেই বড়শী পরান টোপ থাকে—ঐ টোপের চারিধারেও সে বহুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু চট্ করিয়া উহাতে মুখ দিতে চায় না। ঘুরিতে ঘুরিতে টোপের উপর তার লোভ জন্মায় বটে, কিন্তু পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথাও সে ভুলে না—সে জন্য যখনই সে বুঝিতে পারে ইহা তাহাকে ধরিবার জন্য কোন ফাঁদ,

তখনই সে বুদ্ধিমানের মত সরিয়া পড়ে। হয়তো মৎস্য চারে ঘুরিতেছে সেই সময় শিকারী চট্ করিয়া ছিপটিকে তুলিয়া লইলে তাহাতে নাড়া পাইয়া চারের বড় মাছ তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়ে। এইরূপ পুষ্করিণীতে মাছের সতর্ক চক্ষু এড়াইবার জন্য সুতাটিকে এমন দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাচন করিতে হয় যে উহা সহজে ধরা না পড়ে। অর্থাৎ সরু অথবা জলের রংয়ের সহিত মিশিয়া থাকিতে পারে এইরূপ বর্ণের সুতা হইলে উহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হয়। অনেক সুতা আবার শুষ্ক অবস্থায় সরু দেখাইলেও জলে পড়িলে খুব মোটা দেখায়, শিকারীকে ইহাও দেখিয়া সুতা নির্ব্বাচন করা উচিত। যে সুতা টানিলে অল্প বিস্তর বাড়িয়া যায় সেই সুতাই উত্তম—কারণ ঐরূপ হইলে মাছ বাঁধিলে হঠাৎ ছিড়িতে পারে না। হাতে ভাজা সুতা সাধারণতঃ ঐরূপ গুণসম্পন্ন, কিন্তু কলের সুতাগুলি তেমন স্প্রিং করে না।

দ্বিতীয়তঃ একবার সুতা কিনিয়া দুই এক বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ নয়। কারণ সিল্কের সুতা সিল্কের বস্ত্রের ন্যায় পচিয়া যাইতে পারে, সেকারণ প্রতি বৎসর শিকারের সময় হইলে এক সেট্ সুতা সংগ্রহ করা উচিত। ইউরোপে সুতার পরিবর্ত্তে প্রায়ই তাঁত ব্যবহার হয়। এই তাঁত খুব শক্ত। সুতায় জল বসিলে বা ড্যাম্প লাগিলে উহা শীঘ্র পচিয়া যায়, কিন্তু তাঁত কেবল বেশী দিনের পুরানো হইলে আপনিই নষ্ট হয়।

সুবৃহৎ মৎস্য বড়শীতে বাঁধান একটি দৈব বা chance, এই chanceএর একবার সুযোগ পাইয়া, যাহাতে আর হারাইতে না হয় তাহার জন্য সতর্ক হওয়া উচিত,—কারণ তাহা না হইলে শেষে মনস্তাপের সীমা থাকে না। সারাদিন

বসিবার পর হয়তো একটি বড় মাছের টান পাওয়া গেল—টানে মাছও বিঁধিল—কিন্তু সূতার মাঝখানে একস্থানে একটু দোষ থাকায় সেখান হইতে কাটিয়া চলিয়া গেল, ইহা অপেক্ষা পরিতাপ মৎস্য-শিকারীর আর কিছুই হইতে পারে না। সেকারণ মৎস্য ধরিতে বাহির হইবার পূর্ব্বে সূতা পরীক্ষা করিয়া উহা নিখুঁত আছে কি-না জানিয়া তবে বাহির হইতে হয়।

ছিপে মৎস্য শিকারের পরের কথা হইতেছে টোপ। এক এক প্রকার মাছ এক এক প্রকার টোপ বেশী পছন্দ করে। আবার অনেকক্ষেত্রে পুকুরের অবস্থা দেখিয়াও টোপ নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপে টোপ নির্ণয় করিতে হইলে ঐ জলাশয়ে পূর্ব্বে যাহারা মৎস্য ধরিয়াছেন তাঁহাদের নিকট সকল প্রকার খোঁজ লইতে হয়। সেই পুকুরে কোন্ টোপে বেশী মাছ ধরিয়াছে এবং কোন্ টোপে সাধারণতঃ লোকে মাছ ধরে এই দুইটিই ভাল করিয়া জানা উচিত; কারণ, তাহা হইলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। কোন পুকুরের মাছ সাধারণতঃ কেঁচোর টোপে বেশী উঠিয়াছে—অথচ সাধারণে পিপড়ের টোপে ও পাউরুটি দিয়াও মাছ ধরে। শেষোক্ত টোপেও যে মাছ উঠে না এমন নয়, কিন্তু কেঁচোর টোপ অধিক প্রিয় হওয়ায় এই টোপ ব্যবহার করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু ছিপের মধ্যস্থল হইতেও সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া মাছ ধরিয়া লইয়া আসা যায়।

দ্বিতীয়তঃ কিরূপে টোপ বড়শীতে পরাইতে

হইবে ইহাও বিবেচনার বিষয়। সকল সময়ই মনে রাখিতে হয় যে মাছ যেন সন্দেহের অবকাশ একেবারেই না পায়, কারণ টোপ পরাইবার সময় উহা এমনি ভাবে পরাইতে হয় যে উহাতে বড়শী আছে কিনা মাছ যেন কিছুতেই বুঝিতে না পারে—এবং উহার আকার যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক হওয়া চাই। তাহা হইলে মৎস্য বিনা সন্দেহে পুকুরের অন্যান্য অংশ হইতে যেমন আহার্য্য দ্রব্য খুঁটিয়া খাইয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ করিবে।

মাছের মধ্যে মৃগেল জাতীয় মাছেরা পচা বা দুর্গন্ধ টোপ বেশী পছন্দ করে—পচানী চারও ইহাদের পক্ষে বেশী লোভনীয়। ঘৃত ও তৈলাক্ত টোপ রোহিত মৎস্যেরা বেশী পছন্দ করে। চারে ঘৃত জাতীয় পদার্থ থাকিলে তাহাতে রুই মাছের ভিড় বেশী হয়। টোপের বর্ণ খুব সাদা হইলে উহা কাংলা মাছকে বেশী আকর্ষণ করে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ময়দা, পিটুলী পোড়া পাউরুটি, পিপড়ের টোপ, সুজি, চিড়া, কেঁচো, ভাত, বোলতা, চিংড়িমাছ বেশী ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে মেথি ভাজিয়া তাহা হইতে এক প্রকার টোপ প্রস্তুত করে। পাশ্চাত্যে বড়শীর গায়ে ফড়িং গাথিয়াও মাছ ধরিয়া থাকে। এ দেশে অনেকে পরল নামক এক প্রকার পচা কীটও এইজন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই সকল টোপ ছাড়া আরও অনেক অদ্ভুত টোপ ব্যবহার হয়—সে সকল ঠিক করা শিকারীর কৌশল ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। হাঁড়ীতে ভাজা বা রান্না চিংড়িমাছ, রান্না কাঁচকলা বা বেগুণ ভাজা দ্বারা বহু মৎস্য ধরিবার উদাহরণও অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে। শোল, শাল, ভেটকি প্রভৃতি মাছ ধরিবার কৌশল অন্য প্রকার ও অপেক্ষাকৃত সহজ। চেঙ্গ ফড়িং, আর্শোলা, ছোট মাছ, কাটামাছের টুকরা প্রভৃতি ঐ সকল মাছ ধরিবার পক্ষে উপযুক্ত টোপ।

চার মৎস্য শিকারীর আর একটী অতি আবশ্যকীয় দ্রব্য। সাধারণতঃ বেনেতি মশলার চার লোকে করিয়া থাকে, কিন্তু সহরগুলির অভ্যন্ত জলাশয়গুলিতে এই চার প্রায় একরূপ একটানা হইয়া গিয়াছে। উহাতে আর মাছ বড় ভিড়িতে চাহে না বা ভিড়িলেও টোপ ধরিতে চাহে না। এই সকল ক্ষেত্রে এমন চার করা দরকার যাহাতে মাছ আসিয়া মাতালের ন্যায় হইয়া পড়িবে, আর নড়িতে চাহিবে না, মাছ চারে আসিবার পর তাহাকে মুখচার—বা কুঁরা দিয়া চারে বসাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। যে পুকুরে বেশী বেনেতো মশলার চারে অনেক ছিপ পড়িয়াছে সেখানে ভিন্নরূপ নূতন চার করা আবশ্যক। বহু প্রকার পচানি চারও আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। খৈল, আলু, চিংড়ি মাছপচা, পানির পঁচা, পাঠার ভুড়ি পঁচা, কেঁচো পঁচা, মদের শিটা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পঁচানি চার—এই সকল চারের উগ্র গন্ধে সমস্ত পুকুরের মাছ একস্থানে সমবেত হয়। যে হাতে পচানি মাখা হয় সেই হাতের গন্ধ কিছুতেই যাইতে চায় না, তিন চার দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

চারে আসিয়াও মাছ টোপ খাইতে না চাওয়ায় আজকাল লোকে চারকাঠি পুঁতিয়া আড়ায় শুধু বড়শীতে মাছ গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। চারে মাছ লাগিলে উহা ধরাও বেশী শক্ত হয় না। তবে শিকারীকে একটু হিসাবী হওয়া দরকার।

চারে মৎস্য আসিলে তাহার ফুট দেখিয়া ধরা

যায় কি প্রকার মৎস্য আসিয়াছে, ইহা বুঝিয়া টোপ বদলাইয়া দেওয়া উচিৎ।

মাছ বড়শীতে ঠোকর দিলে ফাতনায় যে সঙ্কেত সৃষ্টি করে তাহাও শিখিবার বিষয়। সকল প্রকার মৎস্য একই প্রকার টানেনা। কেহ টোপ ধরিয়া ছুটিতে থাকে—তাহাতে ফাতনা ডুবিয়া যায়—কেহ পাশ হইতে ঠোকর মারিয়া সরিয়া পড়ে। শিকারী সতর্ক থাকিলে সেই সুযোগেই টান দিয়া উহাকে বিঁধিয়া ফেলিতে পারে। কোন পুকুরের মাছ হয়ত অল্প অল্প করিয়া টোপ খায়। এইজন্য কোন পুকুরের মাছের খাইবার রীতি বুঝিতেই অন্ততঃ একদিন লাগে। কাজেই এক দিনেই সকল সময় মাছ ধরা সম্ভব হয় না;

তাহার পর মাছ ধরিলে টান দিবার কৌশলও শিখিবার বিষয়। কোন কোন মাছ সোজা টানে ভাল গাঁথে। ছোট মাছ সাধারণতঃ সোজা টানে শীঘ্র গাঁথে। সোজা টান দিতে গেলে ফাতনা-টিকে ছিপের মাথার সন্নিকটে যতদূর রাখা যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বাঁকা টান প্রয়োজন হয় দূরে চার করিলে। ইহাই টান সম্বন্ধে মোটামুটি কথা।

নানা কারণে চারের উপরে গোলোযোগ হইতে পারে ও তাহাতে চারের মাছ সরিয়া পড়িতে পারে, সেইজন্য শিকারীর দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা উচিৎ। মাছ ধরিবার সময় যতদূর সম্ভব চুপচাপ করিয়া থাকাই ভাল। কথা কহিলেই যে সকল ক্ষেত্রে মন্দ ফল হইবে তাহার কোন মানে নাই। তবে এমন শব্দ করা উচিৎ নয় যাহাতে জলের মধ্যে কোন কম্পন সৃষ্টি করে। জলের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করিলেই উহা মাছকে স্পর্শ করে। জলের ধারে পায়ের দাপানী বা মাটীর উপর আঘাত অথবা ছায়ার সঞ্চালন অনিষ্টকর। কথা কহার আর একটী বড় দোষ হইতেছে যে উহাতে মনোযোগ নষ্ট করে এবং অনেক সময় সুযোগ খোয়া যায়।

কখন কখন কাঁকড়া বা ছোট মাছ এমনি জ্বালাতন করে যে বড় মাছ কিছুতেই চারের নিকট ঘেঁষিতে পারেনা। টার্পিন তৈল বা রসুন চারে ফেলিতে পারিলে এই সকল গোলোযোগে বেশ ফল পাওয়া যায়।

মাছ গাঁথিলে ছিপের নিচের দিকটা শক্ত করিয়া ধরিয়া মাথাটিকে উঁচা রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মাছ বড় হইলে তাড়াতাড়ি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা একেবারেই উচিৎ নয়। যতটুকু সময় উহার প্রয়োজন তাহা দেও-য়াই উচিৎ, নচেৎ ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। পরে মাছ বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে জলের তলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ধীরে ধীরে সূতা টানিয়া মাছটিকে নিমজ্জিত জালের উপর আনিয়া জালটিকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে আর একটি জালে পুরিয়া উহাকে জলে ফেলিয়া রাখিতে হয়, ইহাতে মাছ বেশ ভাল থাকে।

———

লণ্ড্রী বা বস্ত্রধাবন প্রণালী

আজকাল বাঙ্গলাদেশে এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতায় অনেক শিক্ষিত যুবক ডাইং ও ক্লিনিং কোম্পানী (Dyeing and Cleaning Company) নাম দিয়া নানাবিধ রজকালয় খুলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। এই উৎসাহী তরুণদিগের মধ্যে অনেকেই নিজেরা বস্ত্রধাবন বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় রাখেন না। তাঁহারা প্রচলিত ধোপাদিগের দ্বারা কাচাইয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখে গ্রাহকবর্গকে ধৌত বস্ত্র দিয়া মূল্য আদায় করেন। ধোপাগণকে ঐ মূল্যের একাংশ দিয়া বাকীটা তাঁহাদের দোকান ঘরের ভাড়া ইত্যাদি মিটাইয়া অবশিষ্ট নিজেদের লভ্যাংশ ভাবে বণ্টিত হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের এই কাজ প্রায় কমিশন এজেন্টের কাজের মতই হইয়া দাঁড়ায়, উপরন্তু লাভও তাঁহারা সুবিধাজনক পান না।

যে সমস্ত ধোপা নিযুক্ত হয় তাহারা মামুলী আটপৌরে বস্ত্রাদি মন্দ কাচে না বটে, কিন্তু মূল্যবান সিল্ক বা পশমী বস্ত্র কাচিতে একেবারেই অনভিজ্ঞ। সেইজন্য অধিকাংশ স্থলে হয় গ্রাহকবর্গ সম্পূর্ণ সন্তোষলাভ করেন না, নয়ত মূল্যবান বস্ত্রাদি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। যে সমস্ত উৎসাহী যুবক লণ্ড্রি পরিচালনা করেন, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা হইলে শুধু তাঁহাদের কার্য্য প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য হয় তাহা নহে, আয়ের দিকও যথেষ্ট সুপ্রশস্ত হয়। কাপড় কাচিবার প্রণালী, রং করা এবং অপ্রত্যাশিত দাগ দূর করা—এ সমস্ত বিষয়েই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। আমরা সেই উদ্দেশ্যে লণ্ড্রির বিষয়ে সময়োপযোগী কয়েকটী কথা বলিবার প্রয়াস পাইলাম।

প্রাথমিক ব্যবস্থার বিষয়ে প্রথমে বস্ত্র বাছাই দরকার। যে সমস্ত বস্ত্র ধোলাইএর জন্য আসে তাহা নানাবিধ রংয়ের ও নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত। সেইজন্য সাদা, রঙ্গীন, রেশমী এবং পশমী বস্ত্র সমস্ত আলাদা ভাবে বাছাই করা দরকার। তারপর প্রত্যেক বস্ত্রের উপর পরিচয় উদ্দেশ্যে ধোপার কালিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত লিখিয়া রাখা দরকার। প্রত্যেক গ্রাহকের কাপড় চোপড়ের উপর নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত থাকা উচিত, তাহা হইলে হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কোন বস্ত্রে যদি ছিদ্র থাকে, তাহা হইলে এমনভাবে তাহাকে রিপু করা প্রয়োজন যাহাতে কাচিবার সময়ে ছিদ্রটী বাড়িয়া না যায়। অথবা যদি কোন বস্ত্রে এমন দাগ থাকে যাহা সাধারণ ধোলাইএর দ্বারা দূর হয় না, তাহা হইলে কাচিবার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সে

সমস্ত দাগ দূর করিয়া পরে কাচাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

রঙীন বস্ত্র এবং পশমী কাপড় চোপড় শুকনা স্থানে রাখা উচিত, কারণ জলে বা তাপে তাহাদের রং নষ্ট অথবা কাঁচা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সাদা বস্ত্র পূর্ব্বদিনে ঠাণ্ডা জলে কাচিয়া লওয়া উচিত, তাহা হইলে নরম হইয়া দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা কম হয়। এস্থলে বলা ভাল যে, সাদা কার্পাস বস্ত্র এইভাবে ধৌত করিয়া রাখিলে ইহাদের মধ্যস্থিত মাড় ও গায়ের ময়লা বাহির হইয়া যায়। গরম জলে তাহা কাপড় চোপড়ের সহিত প্রায়ই লাগিয়া থাকে; সেই জন্যই পূর্ব্বে শীতল জলের দ্বারা ধৌত করা উচিত।

গরম জলে ফুটান।

ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া ময়লা বাহির করিবার পর কাপড় চোপড়গুলিকে গরম জলে ফুটাইতে হইবে। প্রথমে গরম জলে সাবানের কুচি দিতে হইবে যাহাতে জলের উপর সাবানের ফেনা পড়ে। তাহার পর কাপড় কাচিবার সোডা অথবা ক্ষার দিতে হইবে। সামান্য গরম অবস্থায় জলে বস্ত্রাদি ডুবাইয়া দেওয়া উচিত, এবং যতই গরম হইতে থাকিবে ততই ময়লা বাহির হইতে থাকিবে। প্রায় একঘণ্টা কাল গরম জলে বস্ত্রাদি ফুটাইতে হইবে, এবং ঐ অবস্থায় একটী শক্ত মোটা কাটি লইয়া উহাদিগকে ঘাটিতে হইবে। প্রচুর পরিমাণ-জল থাকিলে কাপড়-চোপড়গুলিকে নাড়িতে ও ঘাঁটিতে কষ্ট হইবে না। বস্ত্রাদি যথেষ্ট থাকিলে জলের রং ময়লা হইয়া হরিদ্রা বর্ণ ধরিয়া যায়। উক্ত পাত্রের ময়লা জল বদলাইয়া নূতন করিয়া টাটকা গরম জলে পুনরায় বস্ত্রাদি ধোওয়া উচিত; কারণ, ময়লা জলে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। যদি চিকণ বস্ত্র পরিষ্কার করিবার থাকে, তাহা হইলে জলে একটু বোরাক্স (borax) দিলে বস্ত্র মসৃণ ও ঝক্‌ঝকে হয়।

বস্ত্রাদি গরম জলে ফুটাইবার পর যথেষ্ট পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে পুনরায় তাহাদিগকে কাচিতে হয়। এই কাচিবার উপরই পারিপাট্য নির্ভর করে; কারণ যতক্ষণ বস্ত্রাদি হইতে সাবান ও সাবানের জল সম্পূর্ণরূপে দূর করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাতে ধৌত বস্ত্রের পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য আসেনা। অনেকেই ঘাটে পুকুরে ধোপার কাপড় কাচা দেখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহাদের অবলম্বিত প্রথার দ্বারা কাপড় চোপড়ের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়। কোন এক পাশ্চাত্য সাহিত্যরসিক ভারতবর্ষের কাপড় কাচার কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া লিখিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ধোপারা কাপড় কাচিবার ছলে ভদ্রলোকদিগের বস্ত্রাদি লইয়া তাহার দ্বারা পাথর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। কথাটী অতিরঞ্জিত হইলেও কিছু সত্য। সেই জন্যই আমাদের দেশে বস্ত্রাদি বেশী দিন টেঁকেনা; আমাদের প্রস্তাবিত প্রণালীতেও কাপড় সুপ্রচুর জলে কাচা আবশ্যক। এবং ইহার জন্য একটী প্রশস্ত পীড়ির বা কাঠের তক্তার প্রয়োজন; এই পীড়ির উপর বস্ত্রগুলি লইয়া এক এক করিয়া জলে উত্তমরূপে পিটিয়া সাবান ইত্যাদি বাহির করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। তাহা হইলে ময়লা ও সাবান সমস্ত ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, জল খুব প্রচুর ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

নীলের ব্যবহার

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে কিছু

দিন ব্যবহারের পর সাদা কাপড়-চোপড় সামান্য হরিদ্রাবর্ণের রং ধরিয়া যায়। সেই জন্য নীলের ব্যবহার দ্বারা সেই হরিদ্রাবর্ণের রং পরিষ্কার হইয়া যায়। সাধারণতঃ ২ গ্যালন জলে ১ চামচ তরল নীল ব্যবহার করিলে ফল সন্তোষজনক হয়। নীল একটু সতর্কতার সহিত জলের সহিত মিশাইতে দেওয়া উচিত। একটু একটু নীল জলে দিয়া জল কাটি দিয়া নাড়িতে হইবে, যাহাতে সমস্ত নীলটুকু তলায় না থিতাইয়া ভাল করিয়া মিশ্রিত হয়। কারণ, জলে থিতাইয়া গেলে বস্ত্রাদির রং অসমান হইবার সম্ভাবনা। নীল যখন জলের সহিত মিশিয়া যাইবে তখন জলে হাত অথবা ছোট একখানি কাপড় ডুবাইয়া পরীক্ষা করা উচিত। সাদা ও পাতলা পরিচ্ছদের জন্য নীলের রং ফিকে হওয়া উচিত। বস্ত্রাদি যদি ভারী হয় তাহা হইলে রংএর পরিমাণও গাঢ় হওয়া উচিত।

বস্ত্রাদি খুলিয়া নীলের জলে ডুবান উচিত, নতুবা ডোরা ডোরা দাগ পড়িবার সম্ভাবনা। জলে ডুবাইবার পূর্ব্বে একটী কাটী দিয়া জলটী ভাল করিয়া নাড়িয়া লওয়া উচিত, তাহা হইলে তলায় থিতান রং ভাল করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইবে। পরিচ্ছদাদি যদি অধিক ব্যবহারের দরুণ হরিদ্রাবর্ণ ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে ২।৪ মিনিট ডুবাইয়া রাখা উচিত। নতুবাএকবার অথবা দুইবার ডুবাইলেই যথেষ্ট।

মাড় দেওয়া

যে সমস্ত বস্ত্রকে কঠিন করিতে হইবে তাহাতে মাড় দেওয়া উচিত। ইহার জন্য উপযুক্ত মাড় প্রস্তুত করা উচিত। নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা মাড় তৈয়ার করিলে ফল সন্তোষজনক দৃষ্ট হয়।

চালের মাড়	১ চামচ বড়
ঠাণ্ডা জল	৩ ,,
সাদা মোম	১ টুকরা
বোরাক্স	১ চামচ ছোট
ফুটন্ত গরম জল	

প্রথমে ঠাণ্ডা জলের সহিত মাড়টী সম্পূর্ণভাবে মিশাইতে হইবে। তাহার পর মোমটী ভাল করিয়া মিশাইতে হইবে। তাহার পর অন্য একটী পাত্রে গরম জল দিয়া বোরাক্সটী গলাইতে হইবে। ২।৪ চামচের অধিক যেন গরম জল না দেওয়া হয়। পাত্রস্থ বোরাক্স ও গরম জল সম্পূর্ণ ভাবে মিশ্রিত হইলে তাহা পূর্ব্বস্থ ঠাণ্ডা জলে দ্রবীভূত মাড়ের সহিত ধীরে ধীরে মিশাইতে হইবে। গরম জল ঠাণ্ডা হইলে উক্ত মিশ্রিত পদার্থ চটচটে আটার ন্যায় হয়। ইহার পর ইহাতে আধ পাইন্ট শীতল জল মিশাইয়া খুব ভাল করিয়া ঝাকাইয়া ব্যবহার করিবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। সাধারণতঃ ৪ ভাগ জলের সহিত ১ ভাগ উপরোক্ত মিশ্রিত মাড় মিশাইয়া কাপড় চোপড়ে মাড় দেওয়া হয়। অবশ্য পরিচ্ছদাদি নরম, হালকি ও শক্ত অনুসারে মাড়ের পরিমাণ কম বেশী হয়। পরিবার কাপড়, গেঞ্জি, সেমিজ, ব্লাউজ ইত্যাদির জন্য মাড় তরল ও পাতলা হওয়া উচিত। অন্যান্য বস্ত্রাদির জন্য মাড়ের পরিমাণ বেশী হইলেই ভাল। মাড়ে কাপড়-চোপড় গুলি ডুবাইয়া হাত দিয়া কিংবা যন্ত্র দিয়া ভাল করিয়া নিংড়াইয়া শুকাইতে দেওয়া উচিত।

কাপড় শুকান

সাধারণতঃ দুইটী উপায়ে কাপড় শুকান হয়; এক, বাহিরে রৌদ্রে কাপড় চোপড় শুকাইতে দেওয়া হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ ঘরের ভিতর সাময়িক

ব্যবস্থার দ্বারা কাপড় শুকান হয়। আমাদের দেশের ধোপারা সাধারণতঃ বাহিরে মাঠে ময়দানে অথবা বেড়ার উপর কাপড় শুকাইতে দেয়। একথা সত্য যে বাহিরের রৌদ্র ও হাওয়া পাইলে বস্ত্রাদির যে শুধু জলুস্ বাড়ে তাহা নহে, বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতাও বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে সূর্য্যোত্তাপ যথেষ্ট পাওয়া যায়, তবে বর্ষা—কালে ও মেঘের দিনে বাহিরে ময়দানে ধৌত বস্ত্র শুকাইতে দেওয়া এক মস্ত সমস্যা।

অধুনা মাটির অথবা ঘাসের উপর কাপড় না দিয়া বাঁশের আশ্রিত দড়ির উপর বস্ত্রাদি শুকাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে কাপড় চোপড় ময়লা হইবার ভয় থাকেনা। অধিকন্তু এইরূপ দড়ির আলনা যেখানে সেখানে খাটান যাইতে পারে। বস্ত্রাদি টাঙ্গাইতেও যথেষ্ট সুবিধা দৃষ্ট হয়।

বর্ষাকাল এবং বৃষ্টিবাদলের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সেজন্য এমন একখানি ঘর তৈয়ার করা উচিত যাহার ভিতর দিয়া গরম বায়ুর চলাচল হইতে পারে। এই বায়ুর উত্তাপেই কাপড় শুকাইয়া যায়, এবং শীঘ্র শুকায়।

পাটকরা।

বস্ত্র শুকাইবার পর নিয়মিত ভাবে পাট করা উচিত। পাট করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বস্ত্রের উপর ও ভাঁজের ভিতর হাত দিয়া জল ছিটাইয়া ভিজাইয়া লইতে হয়। সমান ভাবে ভিজাইলে পাট হয় ভাল, অধিকন্তু ইস্ত্রির সময়ে কাজ দেয়। প্রত্যেক বস্ত্র পাট করিবার প্রথা স্বতন্ত্র—দেখিয়া শুনিয়া এ বিষয়েও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা দরকার। পাট করিবার পর এবং ইস্ত্রী করিবার পূর্ব্বে মাড়ও যথাস্থানে যথাযোগ্য ভাবে লাগান দরকার। যেখানে মাড় অধিক দিতে হইবে, এবং যেখানে কম দিতে হইবে সে সমস্ত ভাল করিয়া দেখিয়া রাখা দরকার।

ইস্ত্রী করা

রজকের নানাবিধ কাজে ইস্ত্রী করার বিদ্যাই খুব প্রয়োজনীয় এবং শক্ত। কারণ ইহার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধি, বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সামান্য বই পড়িয়া অথবা এক আধখানি বস্ত্র ইস্ত্রী করিয়া এ বিদ্যা অর্জ্জন করা যায় না। সামান্য কামিজ বা সার্টও নানা প্রকারের আছে এবং প্রকার ভেদে তাহাদের ইস্ত্রীর প্রথাও বিভিন্ন। যে সমস্ত সার্টের কলার—হাতের ও গলার—কঠিন, এবং অন্যান্য অংশ নরম, তাহার ইস্ত্রীও সেইরূপ প্রকারভেদ অনুযায়ী করিতে হইবে। মহিলা দিগের বস্ত্রাদিও সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত ইস্ত্রী করা দরকার। বাঙ্গালীর পরিবার ধুতি ও শাড়ী ইস্ত্রী করা খুব সহজ। গরম জামা ও কাপড় ইস্ত্রী করিবার জন্য অধিক পরিমাণে জল ছিটাইয়া লইতে হইবে, নতুবা পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। রেশমী কাপড় চোপড়ের পক্ষেও ঐ কথা প্রযোজ্য। তবে কোন্ কাপড়ে কতটুকু জল ছিটাইয়া লইতে হইবে, তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এই সঙ্গে এই কথা বলা দরকার যে, ইস্ত্রী করিবার সময় দেখা উচিত যে ইস্ত্রীর সহিত যেন ভিজা অংশগুলি সঙ্গে সঙ্গেই শুকাইয়া যায়, নতুবা কুঁচকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ইস্ত্রী করিবার সময়ে ইস্ত্রীটী ঠিক গরম হইয়াছে কিনা তাহা দেখা উচিত। যদি ইস্ত্রী ঠিক গরম না হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাদিও সন্তোষজনক ভাবে ইস্ত্রী হইবে না একথা বলা বাহুল্য। এমন গরম হওয়া চাই যে তাহার সহিত ভিজা কাপড় ঠেকাইলে একটা "হিস" শব্দ হয়। ইস্ত্রী খুব গরম হইলে এই শব্দ হইবেনা। অধিকন্তু একটু অসাবধান হইলেই বস্ত্রাদি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

মুখের লাবণ্য

সেকালে ও একালে

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহে বার্দ্ধক্যের বলী রেখা পড়িতে থাকে, অথচ বার্দ্ধক্যের বিরসতা কেহই পচ্ছন্দ করে না। নূতন কাপড় নূতন জামা পরিলে মনে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধতা অনুভূত হয়, তেমনি সেই সঙ্গে মুখখানিও কোমল ও লাবণ্যদীপ্ত হইলে আরও আনন্দ পাওয়া যায়। শীর্ণ দেহ ও বলীরেখাঙ্কিত ললাটে, সুন্দর বসন ভূষণ মানব মনকে কেবল লজ্জা দেয়। তাই নূতন ভূষণে সজ্জিত হইলেই মনে হয় মুখখানাও যদি এমনি নবীন হইত!

মুখের লাবণ্য অটুট রাখিবার বাসনা মানব মনে আদিমকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, রমণীগণের মনে এই বাসনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। অসভ্য বর্ব্বর যুগে উল্কী পরিয়া পুরুষ ও নারী সৌন্দর্য্য রক্ষার চেষ্টা করিত। সভ্য যুগেও পাশ্চাত্য রমণীগণ মুখে লাল উল্কী দিয়া গালের লালিমা অটুট রাখে। রাজা এডোয়ার্ডের সময়ে পাশ্চাত্যের ধনী বিলাসিনীগণ শত শত পাউণ্ড প্রসাধনে ব্যয় করিতেন। তাঁহারা সৌন্দর্য্য রক্ষার্থে যেরূপভাবে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহার একটা সাধারণ হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রসাধনে বাৎসরিক ব্যয়

সৌন্দর্য্য মলম ও প্রলেপ	৭০ পাউণ্ড
সৌন্দর্য্য চিকিৎসা	১০০
মোটা শরীর কমাইবার জন্য রবারের পোষাক	২০
সৌন্দর্য্য স্নান	৫০
কেশ বিন্যাস	৩০
হাতের নখ, পায়ের কড়া প্রভৃতি চিকিৎসা	২০
মোট	২৯০ পাউণ্ড

ইহা ছাড়াও কতকগুলি সাময়িক ব্যয়ও ছিল। যথা—

কপোল ভঙ্গ বা dimplc	১০০ পাউণ্ড
কৃত্রিম রক্তিমতা	৭০ ,,
মুখের ভাঙ্গা নিবারণ	৫০ ,,
	২২০ পাউণ্ড

যে সকল রমণী বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা সপ্তাহে এক পাউণ্ড অথবা দুই পাউণ্ড কেবল প্রসাধনের জন্য ব্যয়করাকে বর্ত্তমান যুগ-বিরোধী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও এমন অনেক বিলাসিনী

রমণী ছিলেন, যাঁহারা কেবলমাত্র মুখের লাবণ্য রক্ষার জন্য বৎসরে একশত পাউণ্ড ব্যয় করিতেন। হাসিলে যাহাদের গালে আপনা হইতে টোল পড়িত না, তাহারা ডাক্তারকে একশত পাউণ্ড দিয়া গালে টোল পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া আসিত। কেহ বা ১০ পাউণ্ড খরচ করিয়া গণ্ডদেশে চিরস্থায়ী রক্তিমাভা মুদ্রিত করিয়া দিত। সৌন্দর্য্য স্নানেও তাহাদের বাৎসরিক পঞ্চাশ পাউণ্ডের কম পড়িত না।

সেকালের লোক ইস্ত্রীর কল দিয়া তাহাদের ললাটের বলীরেখা দূর করিত। চিকিৎসকগণ একটী নিকেলের রোলার খনিজ দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া গরম জলে ডুবাইতেন। তারপর উহা খুব গরম হইলে এক প্রকার সৌন্দর্য্য ক্রীমের উপর দিয়া ইস্ত্রীর কলটি ঘষিয়া দিত। আর এক প্রকার ঢেউ খেলানো রবারের রোলার ছিল। বেশ গরম জলে মুখ ধুইয়া রোলারটি গরম তেলে ডুবাইয়া মুখ ও ঘাড়ের উপর দিয়া ঊর্দ্ধ দিকে রোলার চালাইতে হইত।

হাতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে রাজা এডোয়ার্ডের সময়ের মহিলাগণ আঙ্গুলে হাতীর দাঁতের একপ্রকার টুপি পরিতেন; উহাতে তাঁহাদের আঙ্গুলগুলি আগার দিকে ক্রমশঃ সরু হইত। সেলাইএর সময় ছুঁচের আঘাত নিবারণের জন্য দর্জ্জিরা যেরূপ লোহার টুপি পরিয়া থাকে, ইহাও অনেকটা সেই প্রকারের। আঙ্গুলের আগায় তেল মাখিয়া উহা প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত পরিধান করিতে হইত। সেই সময়ের মধ্যে আঙ্গুলগুলি সরু আকার ধারণ করিত।

এই রমণীগণ মুখের আকার সুন্দর করিবার জন্য কখনও বা মুখে এবং ঘাড়ে ভারতীয় রবারের মুখোস পরিতেন। সেই মুখোসের মধ্যে গরম তেল দেওয়া থাকিত, সেই তেলটি চামড়ায় মিশিয়া মুখচর্ম্ম কোমল করিয়া দিত। রবারের কাঁচুলী পরিয়া কোমর ও পাছার আকার সুন্দর রাখিবার প্রথা ছিল।

কখনও কখনও চক্ষু দুইটি টানা ও বড় দেখাইবার জন্য পাতার দুই কোণে নীল উল্কীর দাগ দেওয়া হইত। ভ্রূযুগ বাঁকা দেখাইবার জন্য ধনুকের মত আঁকিয়া দেওয়া হইত। সেকালের স্নানেও অনেক অর্থ ব্যয় হইত। একজন মহিলা দুধে স্নান করিতেন, আর একজন টাট্‌কা সুগন্ধি শত শত ভায়োলেট পুষ্প ভিজানো জলে গা ধুইতেন। লেবুর রস সেকালেও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইত, এখনও হয়।

ঘৃত পরীক্ষার সহজ উপায়

ঘৃত পরীক্ষার নিমিত্ত নানাপ্রকার স্থূল বা রাসায়নিক পরীক্ষার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ব্যয়সাধ্য; অথবা নানা প্রকার যন্ত্রপাতি বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞান না থাকিলে সেই সকল প্রণালী কাজে লাগানো চলে না। বাহিরের যে সকল পরীক্ষা— যথা রং, গন্ধ বা ঘনত্ব, এগুলি কোন ক্রমেই নির্ভরযোগ্য নহে। নিম্নে দুইটী প্রণালী দেওয়া হইল; এই পন্থা বেশ সস্তা, সহজ এবং যে কোনও লোকের পক্ষেই অবলম্বনীয়। এই পরীক্ষাগুলি বাহ্যিক ভাবে দেখিতে গেলে স্থূল মনে হয়; কিন্তু নানাপ্রকার ঘৃত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যখন খাঁটি ঘৃতের সহিত ভেজিটেব্‌ল্‌ ঘি (Vegetable Ghee), নানা পশুর চর্ব্বি বা মোম মিশান থাকিলেই ইহা ধরা পড়িয়া যাইবে। পরীক্ষার নিমিত্ত জিনিস-পত্রের মধ্যে দরকার কয়েকটী টেষ্ট্‌ টিউব্‌ (Test tube) আর রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে নাইট্রিক এসিড্‌ ও কাপড় কাচিবার সোডা (Sodium Carbonate)। ইহার কোন জিনিষই বহু ব্যয়সাধ্য নহে বা দুষ্প্রাপ্যও নহে।

নাইট্রিক এসিড্‌ সহযোগে পরীক্ষা ঃ—

নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ যদি খাঁটি ঘৃতে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোনও রং ধরিবে না; কিন্তু, যদি ঘৃতে ভেজিটেবল ঘৃত চর্ব্বি বা মোম থাকে তাহা হইলে নাইট্রিক এসিডের সহযোগে তাহাতে কোন না কোন রং ধরিবে।

প্রক্রিয়া ঃ—

কোন একটী ছোট পাত্রে কিছু জল ফুটাও। একটা টেষ্ট্‌ টিউবে সামান্য পরিমাণ (প্রায় টিউব্‌টীর $\frac{1}{6}$ অংশ) ঘৃত লইয়া ঐ গরম জলের উপর টেষ্ট্‌ টিউব্‌ ধরিয়া ঘৃতটাকে গলাইয়া ফেল। এখন দুই তিন ফোঁটা খাঁটি রং শূন্য নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ ঢালিয়া দাও, কিম্বা আবার টেষ্ট্‌ টিউব্‌টী ঐ গরম জলের উপর ধর। কয়েক মিনিট ধরিয়া রাখিলে যদি দেখা যায় যে ঘৃতের রং অবিকৃত রহিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঘৃতটা খাঁটি। আর যদি তাহা

না হয়, তাহা হইলে ঘৃতের রং উহার ভিতরের মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমাণ অনুযায়ী হলদে, কমলা বা লালাভ কপিল (Reddish Brown) হইবে। ভেজিটেবেল ঘি থাকিলে, গভীর হলদে হইয়া যাইবে; যদি চর্ব্বি থাকে তাহা হইলে কমলা রং হইয়া যাইবে; আর মোম থাকিলে ঘৃতের রং হইবে লালাভ হলদে। আর যদি ঐ সকল ঘিয়ের মধ্যে উপরোক্ত সব রকমের ভেজালই মিশ্রিত থাকে তবে একটা মাঝামাঝি গোছের রং হইবে। এই রংওয়ালা ঘৃতটা কিছুকাল রাখিয়া দিলে, খাঁটি ঘি অপেক্ষা মিশ্রিত ঘৃত আগেই জমিয়া যাইবে।

সোডা সহযোগে পরীক্ষা

তেল, চর্ব্বি ও সোডা যোগে সাবান তৈয়ারী হইয়া থাকে। কাজেই ঘৃতে যদি তেল বা চর্ব্বি মিশান থাকে, তাহা হইলে সোডা মিশাইলেই বেশ সাবান পাওয়া যাইবে।

প্রক্রিয়া

কিছু সোডা লইয়া তাহার তিন গুণ পরিমাণ গরম জলে গুলিয়া ফেল। তারপর আগের প্রক্রিয়ার মত টেষ্ট্ টিউবে ঘৃত

লইয়া গরম জলে গুলিয়া ফেল এবং ঐ সোডার জল প্রায় সম পরিমাণে উহাতে মিশাইয়া দাও। বেশ করিয়া নাড়িয়া দিয়া টিউবটিকে ফুটন্ত জলের মধ্যে আবার কয়েক মিনিটের জন্য বসাইয়া দাও। যদি খাঁটি ঘৃত হয়, তাহা হইলে টেষ্ট্ টিউবের মধ্যের তরল পদার্থ একটু ঘোলাটে রকমের হইবে। কিন্তু কোন রকম সাবান তৈয়ারী হইবে না। একটু কাল রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে, দুই স্তরে মাল জমা হইয়াছে; উপরের স্তরে গলিত ঘৃত, আর নীচের স্তরে সোডার জল। কিন্তু, ঘৃত যদি খারাপ হয় তাহা হইলে সোডা, ভেজিটেবল ঘি, ভেজিটেবল তেল, অথবা চর্ব্বি এই সকলের সহিত মিলিয়া সাবান তৈয়ারী হইয়া যাইবে। একটু রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে এক স্তর শাদা (অথবা হলদে) মাল হইয়া আছে—ইহাই সাবান। আর নীচেও দেখা যাইবে যে আর একটা স্তর জমা হইয়াছে ইহা খালি উদ্বৃত্ত সোডার জল। ঘৃতে যে পরিমাণ ভেজাল থাকিবে, সাবানও সেই পরিমাণে তৈয়ারী হইবে। অবশ্য পরীক্ষা দ্বারা ও অঙ্কদ্বারা হিসাব করিয়া ভেজালের পরিমাণ বাহির করা যায়, কিন্তু, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অনাবশ্যক। ঘি খাঁটি আছে কি না তাহা বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট।

সতর্কবাণী—কয়েকটী বিষয়ে কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা আছে।

(১) ঘৃত যত খাঁটি হউক না কেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ দধির ভাগ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে। এই জিনিসটা বাহির হইয়া পড়ে। যদি ঐ রকমের কিছু থাকে, তাহা হইলে তলা না নাড়িয়া আস্তে আস্তে উপর হইতে তরল পদার্থটা অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইতে হয়। অথবা ফিল্টার কাগজ দিয়া হউক বা যে ভাবে হউক, ঘৃতটা ছাঁকিয়া লওয়ার দরকার।

(২) রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইবার পর, ঘীয়ের নমুনাটা কখনোও সোজাসুজি আগুনের তাপে ধরিবে না।

(৩) সঠিক ফল পাইবার জন্য নাইট্রিক এ্যাসিড্ বা সোডা উভয় জিনিষ দিয়াই দুইবার পরীক্ষা করাই ভাল।

শারদীয়া পূজা আসিতেছে; এই সময় বাংলাদেশে ধনী দরিদ্র সকলের গৃহেই ঘিয়ের ব্যবহার যেরূপ হয় সমগ্র বছরের মধ্যেও সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। আবার এই সময়েই সেইজন্য ভেজাল ঘি কাটাইবার প্রশস্ত সময়। এইজন্য খাঁটি ঘি কিনিবার প্রক্রিয়াটী আমরা এইখানে প্রকাশ করিলাম।

["ইণ্ডাষ্ট্রী" পত্রিকায় প্রোঃ আর্ বি শেঠ, এম্-এস্ সি, পি-ই-এস্ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ।]

মহাশয়,

অদ্য কয়েকটী মোকামের ব্যাবসায়ীদিগের নাম ও ব্যাবসায়ের বিবরণ পাঠাইলাম ; উহা আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বশংবদ
শ্রীজগদ্বন্ধু হালদার
শিক্ষক, শত্রুজিৎপুর হাই স্কুল
মাগুরা (যশোহর)

জেলা যশোহর, পোঃ নহাটা, মোকাম রাজাপুর বাজার, থানা মহম্মদপুর।

	নাম	ব্যবসা
১।	শ্রীযুক্ত লালবিহারী সাহা	চিনি প্রস্তুতকারক ও মিষ্টান্ন বিক্রেতা।
২।	,, ক্ষুদীরাম সাহা	ষ্টেসনারী দোকান।
৩।	,, ননীগোপাল শিকদার	পাট, তেঁতুল, রবি শস্য ব্যবসায়ী।
৪।	,, পূর্ণ চন্দ্র সাহা	কাপড় ও ষ্টেসনারী দোকান।
৫।	,, আব্দুল বারি বিশ্বাস	পাট ব্যবসায়ী।
৬।	,, ক্ষীরোদ মোহন সাহা	চাউল ও তৈল ব্যবসায়ী।
৭।	,, রাজেন্দ্রনাথ সাহা	ষ্টেসনারী দোকান।
৮।	,, হীরালাল সাহা	পাট ও রবিশস্য ব্যবসায়ী।
৯।	,, অমূল্য রতন সাহা	ঔষধের দোকান (ডাক্তার)
১০।	,, আশুতোষ সাহা	পাট, রবি শস্য ব্যবসায়ী।
১১।	,, পতিত পাবন সাহা	তৈলের দোকান।
১২।	ডাক্তার যতীন্দ্র কুমার শিকদার	ঔষধের দোকান।
১৩।	শ্রীযুক্ত সীতানাথ সাহা	কাপড়, কাঠ, টীন, পাট ও রবি শস্য ব্যবসায়ী।
১৪।	,, সত্যগোপাল সাহা	পাট, টীন, কাট, রবি শস্য ব্যবসায়ী।
১৫।	,, নুরল হক্	টেলারিং সপ্
১৬।	,, গদাধর পোদ্দার	ষ্টেসনারী দোকান।
১৭।	,, রামলাল সূত্রধর	জুয়েলার্স ও মিউজিক ইনষ্ট্রুমেণ্ট বিক্রেতা।

জেলা যশোহর, মোঃ শক্রজিৎ পুর, পোঃ শক্রজিৎপুর, থানা মাগুরা ;

	নাম	ব্যবসা
১।	শ্রীযুক্ত মনিজীবন চৌধুরী দেবশর্ম্মা	মুদিখানা ও ষ্টেসনারী দোকান।
২।	,, রাম বিহারী কুরি	মিষ্টান্ন বিক্রেতা।
৩।	,, কালী চরণ সাহা	মুদীখানা দোকান।
৪।	,, কৃষ্ণলাল সেন	পাট, তেঁতুল ব্যবসায়ী।
৫।	,, অভয়া চরণ সেন	পাট, তেঁতুল, রবি শস্য ব্যবসায়ী।
৬।	,, বাঞ্ছারাম সেন	বিড়ী প্রস্তুতকারক।
৭।	,, রসিক লাল মণ্ডল	পাট, রবি শস্য ব্যবসায়ী।
৮।	,, চুণীলাল সর্দ্দার	বিড়ী মার্চেন্ট।
৯।	,, জ্যোতিষ চন্দ্র কুরি	মিষ্টান্ন বিক্রেতা।
১০।	,, সতীশ চন্দ্র কুরি	মিষ্টান্ন বিক্রেতা।
১১।	,, মাখনলাল সাহা	মুদীখানা দোকান।
১২।	,, অনন্ত কুমার দত্ত	ঔষধ ও ষ্টেসনারী দোকান।
১৩।	,, বিহারী লাল সাহা	কাপড়ের দোকান ও তেঁতুল, পাট ব্যবসায়ী।
১৪।	,, মহেন্দ্র নাথ সেন	পাট, তেঁতুল ও রবি শস্য ব্যবসায়ী।
১৫।	,, কেশব লাল সাহা	ষ্টেসনারী ও মুদীখানা দোকান।
১৬।	,, অধর চন্দ্র কাপুড়ীয়া	কাপড়ের দোকান।
১৭।	,, যতীনাথ মণ্ডল	পাট, তেঁতুল, চাউল ব্যবসায়ী, তৈল লবণ মার্চেন্ট
১৮।	,, অবিনাশ চন্দ্র দত্ত	ষ্টেসনারী দোকান।
১৯।	,, প্রফুল্ল কুমার দাস	ষ্টেসনারী মুদীখানা দোকান।
২০।	,, জগবন্ধু দাস	কাপড় দোকান।
২১।	,, হরিশ চন্দ্র দাস	ষ্টেসনারী মার্চ্চেন্ট।
২২।	,, পঞ্চানন সাহা	কাপড়, তেতুল, পাট ব্যবসায়ী।
২৩।	,, বিনোদ কৃষ্ণ সিংহ	ঔষধ, চাউল, কাপড় ব্যবসায়ী।
২৪।	,, মতিলাল সাহা	তৈল, কাপড় ব্যবসায়ী।
২৫।	,, আশুতোষ সাহা	ষ্টেসনারী, চাউল ও তৈল ব্যবসায়ী।
২৬।	ডাক্তার রামেন্দ্র নাথ ভৌমিক	ঔষধ ব্যবসায়ী।

জেলা যশোহর, মোঃ নহাট্টা, পোঃ নহাট্টা, থানা মহম্মদপুর।

	নাম	ব্যবসা
১।	শ্রীযুক্ত ননীগোপাল শিকদার	তৈল, লবণ, পাট, তুলা, রবিশস্য, তেঁতুল ব্যবসায়ী
২।	,, চন্দ্রকান্ত সাহা	তৈল লবণ মার্চ্চেন্ট।

	নাম	ব্যবসা
৩।	শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন সাহা	কাপড়, লবণ, পীচ, আলকাতরা ব্যবসায়ী
৪।	„ জগবন্ধু সাহা	কাপড়, তৈল, লবণ ব্যবসায়ী
৫।	„ অভয়াচরণ মণ্ডল	তুলা, তেঁতুল, পাট ব্যবসায়ী
৬।	„ স্মরণ মৃধা	জুতার দোকান
৭।	„ কিরণ চন্দ্র বিশ্বাস	ষ্টেশনারী দোকান
৮।	„ কেশবলাল মণ্ডল	ঔষধ ষ্টেশনারী পাট, তুলা, তেঁতুল ব্যবসায়ী
৯।	„ মোহিনীমোহন সাহা	আলু, গুড়, চাউল ব্যবসায়ী
১০।	„ কেদারনাথ কর্ম্মকার	লৌহ ব্যবসায়ী
১১।	„ কিনিরাম মালাকার	সাইকেল দোকান
১২।	„ পঞ্চানন মালাকার	টেলারিং সাইকেল দোকান
১৩।	„ বিধুভূষণ রায়	ষ্টেশনারী দোকান
১৪।	„ শ্যামচন্দ্র ঘোষ	ষ্টেশনারী দোকান
১৫।	„ কালীপদ অধিকারী	ষ্টেশনারী দোকান
১৬।	„ হরিপদ রায়	ঔষধ বিক্রেতা
১৭।	„ দ্বিজবর কর্ম্মকার	লৌহের দোকান ও অস্ত্র প্রস্তুত কারক
১৮।	„ শশধর সাহা	তৈল, লবণ, কাপড় বিক্রেতা

জেলা যশোহর, মোঃ বিনোদপুর, পোঃ বিনোদপুর থানা মহম্মদপুর।

	নাম	ব্যবসা
১।	শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সাহা	কাপড় ও তৈল ব্যবসায়ী
২।	„ বিনোদ বিহারী সাহা	কাপড় ও তৈল ব্যবসায়ী
৩।	„ কানাই লাল সাহা	তামাক, লবণ, তৈল ব্যবসায়ী
৪।	„ পতিতপাবন সাহা	কাপড়, তৈল ও ষ্টেসনারী দোকান
৫।	„ পুলিন চন্দ্র সাহা	কাপড় ও তৈল ব্যবসায়ী
৬।	„ ফণী ভূষণ সাহা	কাপড়ের দোকান
৭।	„ তারক নাথ কুরি	রবিশস্য ও পাট ব্যবসায়ী
৮।	„ আব্দুল হামিদ মিঞা	পাট ব্যবসায়ী
৯।	„ হরিলাল সাহা	স্বর্ণ ও পাট ব্যবসায়ী
	„ সোমেশ্বর কুরি	পাট ও চাউল ব্যবসায়ী
	„ নিবারণ চন্দ্র কুরি	পাট, তামাক, কাপড় ব্যবসায়ী
	„ নিলমণি মজুমদার	ষ্টেসনারী

	নাম	ব্যবসা
১৩।	শ্রীযুক্ত ক্ষুদীরাম পোদ্দার	তামাক মার্চ্চেণ্ট
১৪।	,, রহিম বক্স সর্দ্দার	সুতা, তৈল, ষ্টেসনারী
১৫।	,, সতীশচন্দ্র কুরি এণ্ড কোং	জেনারেল মার্চ্চেণ্ট, মোটরমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টিম্বার এণ্ড হার্ডওয়ার মার্চ্চেণ্ট।
১৬।	,, কালীপদ দত্ত	ষ্টেসনারী দোকান
১৭।	,, জ্যোতিশ চন্দ্র কুরি	পাট ও হার্ডওয়ার মার্চ্চেণ্ট করগেট লৌহ টীনবিক্রেতা
১৮।	,, বনবিহারী মণ্ডল	জেনারেল মার্চ্চেণ্ট এণ্ড কমিশন এজেণ্ট
১৯।	,, নারায়ণ চন্দ্র সাহা	ঔষধ বিক্রেতা
২০।	ডাক্তার নরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী	ডাক্তারী ঔষধ বিক্রেতা

জেলা যশোহর, মোঃ দরিমাগুরা নূতন বাজার পোঃ, থানা মাগুরা

	নাম	ব্যবসা
১।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সতীশচন্দ্র সাহা	পাট, ধান্য, চাউল, তৈল, লবণ ব্যবসায়ী
২।	" প্রসন্ন কুমার সাহা	পাট, ধান্য, চাউল, তৈল, লবণ ব্যবসায়ী
৩।	" অনন্ত কুমার সাহা	পাট, ধান্য, চাউল, তৈল, লবণ ব্যবসায়ী
৪।	" চন্দ্র ভূষণ দত্ত	লৌহ, কাপড়, মসলা, চিনি ব্যবসায়ী
৫।	" প্রমথ নাথ দত্ত	কাপড়, লৌহ, মসলা, চিনি ব্যবসায়ী
৬।	" শশীভূষণ রুদ্র	কাপড়, মসলা, ধান, চাউল ব্যবসায়ী
৭।	" বিশ্বনাথ সাহা	বিড়ি, তামাক পাতা, তৈল, লবণ ব্যবসায়ী
৮।	" পূর্ণ চন্দ্র সাহা	মুদীখানা
৯।	" অঘোর চন্দ্র রুদ্র	কাপড়, চাউল, ধান, পাট ব্যবসায়ী
১০।	" সুরেন্দ্র নাথ দত্ত	পাট ব্যবসায়ী
১১।	" বঙ্কু বিহারী সাহা	পাট ব্যবসায়ী।
১২।	" হরিদাস সাহা	
১৩।	" পূর্ণ দাস বৈরাগী	
১৪।	" জগদ্বন্ধু সাহা	
১৫।	" যোগীন্দ্র নাথ সাহা	
১৬।	" নাজেম মোল্লা	
১৭।	" সুরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক	
১৮।	" হীরা লাল বৈদ্য	
১৯।	" উপেন্দ্র নাথ প্রামাণিক	
২০।	" শরৎ চন্দ্র ভৌমিক	

জেলা যশোহর মোঃ মহকুমা মাগুরা, পোঃ মাগুরা

	নাম	ব্যবসা
১।	শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র যোয়াদ্দার	ঔষধ বিক্রেতা
২।	" এস্ সি, ভৌমিক	সাইকেল, ফুটবল, ষ্টোভ, হারমোনিয়াম বিক্রেতা
৩।	" অশ্বিনী কুমার সরকার	হোমিও ঔষধ বিক্রেতা
৪।	" ননী গোপাল দাস	তৈল ও ষ্টেসনারী মার্চ্চেন্ট
৫।	" নগেন্দ্র নাথ দত্ত	ষ্টেসনারী মার্চ্চেন্ট
৬।	" মন্মথ নাথ দত্ত	এজেন্ট, বার্মাসেল এণ্ড কোঃ বিস্কুট, সোডা, কারবাইড ও কাপড় বিক্রেতা
৭।	" রাম বিহারী দত্ত	মসলা, ষ্টেসনারী ব্যবসায়ী
৮।	" ক্ষীতিশ চন্দ্র বিশ্বাস	ষ্টেসনারী
৯।	" ইয়াদ সরিপ	ষ্টেসনারী, অর্ডার সাপ্লায়াস´
১০।	" নিরোদ বিহারী হালদার এণ্ড কোং	কাপড়, মসলা, ষ্টেসনারী ব্যবসায়ী
১১।	" রামতারক দত্ত	জেনারেল মার্চ্চেন্ট, কাপড়, সোডা, তৈল, ঘৃত
১২।	" বৃন্দাবন দাস	মসলা ষ্টেসনারী
১৩।	" রাম তারক দাস	ষ্টেসনারী
১৪।	" ভরত দাস	ওয়াচ্ মেকার ও ফটোগ্রাফার
১৫।	গোল্ডেন ফার্ম্মেসী	ঔষধ ব্যবসায়ী
১৬।	কমলা ষ্টোর্স´	জুতার দোকান।
১৭।	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী	জুতার দোকান
১৮।	" নেপাল চন্দ্র মুখার্জ্জী	দেশী কাপড় ব্যবসায়ী
১৯।	" নীস্তারিণী ভাণ্ডার	দেশী কাপড় ব্যবসায়ী
২০।	" সুরেন দত্ত	জেনারেল কাপড়, তৈল, ষ্টেসনারী
২১।	" রামেশ্বর সিংহ	পোষাকের কাপড়ের দোকান ও প্রস্তুত কারক
২২।	" বৈদ্যনাথ রুদ্র	ষ্টেসনারী ও মুদীখানা দোকান।

সিরাপে রং করা—

কোন খাদ্যদ্রব্য রং করিতে হইলে, তাহাতে এ্যানিলাইন্ রং ব্যবহার করিতে নাই। কেননা, ইহার ফল ভয়ানক খারাপ হইতে পারে। আর যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়, তাহা রাসায়নিক ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। নিম্নে কয়েকটী সিরাপ রং করিবার প্রণালী দেওয়া হইল। এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে, উল্লিখিত কথা কয়টী স্মরণ রাখা আবশ্যক।

লাল

কার্ম্মাইন্ (অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ) ৩০০৫ গ্রেণ
একোয়া এ্যামোনিয়া (ষ্ট্রং)
(Aqua Ammonia Strong) ৬ ড্রাম
গ্লিসারিন্ (বিশুদ্ধ)
(Glycerine Pure) ৩০ আউন্স্
পরিস্রুত জল
(Distilled Water) ৩০ আউন্স্

এ্যামোনিয়াতে কার্ম্মাইন্ চূর্ণ গলাও ও পরে গ্লিসারিন্ মিশাও। এখন এই জলটা একটু গরম কর। দেখিবে, এ্যামোনিয়ার গন্ধটা উঠিয়া যাইতেছে; যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণই গরম করিবে। এখন বাকী পরিস্রুত জল মিশাইয়া সমস্তটা বাড়াইয়া দাও।

হলদে

জাফ্রাণ (Saffran) ৩ আউন্স্
পরিস্রুত জল ১ কোয়ার্ট
এ্যালকোহোল্ ১ কোয়ার্ট

এ্যাল্কোহোলকে পাত্লা করিয়া তাহাতে জাফ্রাণ ভিজাইয়া রাখ। অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় রাখিয়া দাও। তিন চারি দিন এই ভাবে রাখিয়া দিলে বেশ গলিয়া গেল; পরে ঠাণ্ডা করিয়া ফিল্টার করিয়া ছাঁকিয়া দাও।

সবুজ

সবুজ রং করিতেও প্রথমে জাফ্রাণেরই ব্যবহার করিতে হয়; এবং উহার প্রস্তুত প্রণালীও ঐ একই রকম। ইহার সহিত ইণ্ডিগো কার্ম্মিণ জলে গুলিয়া মিশাইতে হইবে। খুব অল্প করিয়া মিশাইয়া দিতে দিতে যখন ইচ্ছামত রং হইবে, তখন আর রং মিশাইবার দরকার হইবে না।

পানীয় দ্রব্যকে সুগন্ধি করা—

যে সকল পানীয় দ্রব্যে এ্যাল্কোহোল নাই, তাহাদিগকে সুগন্ধি করিতে অনেক সময় নানা রকমের দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য ব্যবহার হইয়া থাকে এখানে কয়েকটা দেওয়া গেল। সমস্ত জিনিষই যেন সর্ব্ব বিষয়ে পরিষ্কার হয়।

লেবু

সাইট্রাল্	১ আউন্স্
লেবুর তেল	
(Oil of Leamon)	১৫ „
কোলোগ্ স্পিরিট্	
(Cologue Splrit)	৩ গ্যালন
জল	২ গ্যালন

সবগুলি মিশাইয়া দাও

আনারস

এ্যামিল এ্যাসেটেট্	
(Amyl Acetate)	১ ভাগ
এমিল বিউটিরেট্	
(Amyl Butyrate)	„
এথিল বিউটিরেট্	
(Ethil Butyrate)	৫ „
গ্লিসারিন্	
Glycerine)	৩ „
অয়েল অব লিমন্	
(Oil of Lemon)	০·২ „
অয়েল্ অব অরেঞ্জ	
(Oil of Orange)	০·২ „
এ্যাল্কহল্	১০০ „

কমলালেবু

অয়েল্ অব অরেঞ্জ	
(Oil of Orange)	১০ ভাগ
গ্লিসারিন্	১০ „
এল্ডেহাইড্	২ „
ক্লোরোফর্ম্	২ „
এথিল্ এসেটেট্	৫ „
এথিল্ বেঞ্জোয়েট্	
(Ethyl Benzoate)	১ ভাগ
এথিল ফর্ম্মেট্	
(Ethyl Formate)	১ „
এথিল্ বিউটিরেট্	
(Ethyl Butyrate)	১ „
এমিল এ্যাসেটিক ইথার	
(Amyl Acetic ether)	১ „
টার্টারিক এসিড্	
(Tartaric Acid)	১ „
মেথিল সেলিসিলিক্ ইথার	১ „

কর্পূরযুক্ত স্পিরিট অব ওয়াইন

অর্দ্ধ পাইণ্ট্ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ অব্ ওয়াইন্ (Rectified Spirit of wine) এর মধ্যে এক আউন্স্ কর্পূর গলাও। ভাঙ্গা, মচ-কান বা অন্য কোন প্রকারের চোট্ লাগা, বাত, পুরাতন সন্ধিবাত, মাথাধরা প্রভৃতি রোগে এই মিশ্রিত দ্রব্য মালিসের মত ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

সেভিং পেষ্ট্

বাদাম তেল	২ ভাগ
আদা সাবান	ঐ
সাধারণ নুন	১ ভাগ
গোলাপ জল	১ ভাগ

জলে গুলিয়া গোলাপের আতর দ্বারা সুগন্ধি করিয়া লও।

ইস্পাতের নিমিত্ত পালিশ।

ইস্পাতের জিনিষের উজ্জ্বলতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য এক প্রকার পালিশ নিম্নলিখিত প্রণালীতে করা যাইতে পারে। ১ কোয়ার্ট ফুটন্ত জলে ২ আউন্স অক্জেলিক এসিড্, এ্যাসিড্টা গলিয়া গেলে ২ আউন্স্ অতি সূক্ষ্ম পিউমিসষ্টোনের চূর্ণ ও ৩ আউন্স্ পরিমাণ ট্রং

এ্যামেনীয়া মিশাইয়া দাও। ইহাতেই পালিশ তৈয়ারী হইয়া গেল। কিন্তু ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সমস্ত জিনিষটাকে বেশ ভাল করিয়া নাড়িয়া লইবে। একখানি নরম কম্বলে পালিশটা মাখিয়া তাহা দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া পালিশটা লাগাইবে।

সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল

ক্যাষ্টর অয়েল	৪ আউন্স্
শূকরের চর্ব্বি	২ আউন্স্
শাদা মোম	২ ড্রাম
বার্গোমোট তেল	ঐ
ল্যাভেণ্ডার তেল	২০ ফোঁটা

আগে চর্ব্বি গুলি গলাইয়া লও। ঠাণ্ডা হইতে হইতে সুগন্ধি দ্রব্যগুলি মিশাও, তারপর নাড়িয়া নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফেল।

রৌপ্যের মত করিবার রং।

রৌপ্য গুঁড়া	৪ ভাগ
সাধারণ নুন	১৬ ,,
স্যাল এ্যামোনিয়াক্ (Sal ammoniac)	১৪ ,,
বাই ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারী (Bichloride mercury)	১ ,,

সমস্ত জিনিষগুলি জল দিয়া মিশাইয়া কাদা কাঁদা কর। যে জিনিষটাতে মাখাইতে হইবে সেটাকে ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া লইয়া একখানি নরম চামড়া দ্বারা লাগাইয়া দাও।

কৃত্রিম স্পঞ্জ

অবিমিশ্র সেলিউলজের (Cellulose) এর সহিত জিঙ্ক্ ক্লোরাইড্ (Zinc chloride) মিশাইয়া কৃত্রিম স্পঞ্জ্ জার্ম্মেনীতে তৈয়ারী হইতেছে। এই দুইটার মিশ্রিত দ্রব্যটা জলে ফাঁপিয়া উঠে, ঠাণ্ডা করিয়া লইলে বেশ শক্ত হইয়া যায়। যাহাতে শক্ত না হইয়া যায় তজ্জন্য আরও কিছু মিশাইতে হয়। এই ভাবে তৈয়ারী হইবে।

সেলিউলজ্ ১ ভাগ (ওজনে) এর সহিত ঘনীভূত (Concentrated) জিঙ্ক্ ক্লোরাইড্ (Zinc chloride) ২০ ভাগ ও ২০ ভাগ সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ (Sodium chloride) মিশাও। ইহাতে কাদা কাদা মত একটা জিনিষ পওয়া যাইবে; ইহার সহিত ১০ ভাগ পরিমাণ সৈন্ধব লবণ (Rock Solt) মিশাইয়া এমন একটা ছাঁচের মধ্যে ঢাল যাহাতে কতকগুলি আলপিন বসান আছে। কিছু কাল পরে ছাঁচ হইতে বাহির করিলেই অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত একটী দ্রব্য পাওয়া যাইবে। ইহাকে প্রথমে এ্যাল্‌কহল ও পরে জল দিয়া ধুইয়া দিলে যেটুকু নূনের ভাগ বেশী আছে, তাহা ধুইয়া গেলেই কৃত্রিম স্পঞ্জ্ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল।

বাজে মাল হইতে কাপড় কাচা সাবান তৈয়ারী

তেলকে পরিষ্কার করিতে গেলে দেখা যায়, তাহার শেষাংশে এমন কতকগুলি জিনিষ থাকে যাহা দ্বারা সাবান তৈয়ারী করা যাইতে পারে। তেলের পরিমাণ বা তাহার মধ্যে পূতিগন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যের পরিমাণ যত বেশী হয় সাবান তৈয়ারীর উপাদানও সেই অনুপাতে হইয়া থাকে। যেখানে তৈল পরিষ্কার করা হয়, সেখানে যদি কাছে কোথাও সাবানের কারখানা না-ও থাকে, তাহা হইলে এই তৈল পরিষ্কার করিবার কারখানাতেই সামান্য একটু পরিশ্রমে সাবান তৈয়ারী হইতে পারে। এইজন্য কোন বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার নাই। কেরোসিন তেলের টীন, লোহার পিপা ও কাঠের তৈয়ারী কয়েকটা সাধারণ বাক্স হইলেই কাজ চলিতে পারে। কষ্টিক সোডা ও সোডা এ্যাস্ অতি সহজেই পাওয়া যায়। আর সুগন্ধি করার জন্য লিমন গ্রাস অয়েল (Lemon Grass Oil) বা সাইট্রোনেলা অয়েল (Citronella oil) যে কোনও কেমিষ্টের দোকানে পাওয়া যায়।

C.T. P.—৫

তেল পরিষ্কার করিতে যে কষ্টিক সোডা (Caustic Soda) বা সোডা এ্যাস্ (Soda Ash) দরকার হয় তাহা সাধারণতঃ শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই হিসাবে যে পরিমাণ সাবানের মসলা উহাতে পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ জল, ৩০ হইতে ৪০ ভাগ চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ ও ১৫ হইতে ২০ ভাগ অমিশ্রিত তেল থাকে। ইহা ছাড়া আঠা জাতীয় পদার্থ বা অন্যান্য উপকরণও কিছু কিছু থাকে। চর্ব্বি জাতীয় যে দ্রব্য পাওয়া যাইবে, উহাই সাবান তৈয়ারীর উপাদান। উহাতে সাবানের প্রক্রিয়া না করার দরুণ উহা প্রধানতঃ দেখিতে ময়লা ও নরম পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। আর জল মিশাইলে কোন ফেনা হয় না, হাতে তেলতেলে লাগে এবং জলে সম্পূর্ণ গলিয়া যায় না। এই ভাবে অবশ্য এই জিনিষটা কখনও কোন পরিষ্কার করিবার কার্য্যে লাগান যায় না। কাজেই ইহার উপর কিছু কিছু প্রক্রিয়া করার

দরকার—অর্থাৎ ঐ জিনিষের মধ্যে যেটুকু শুধু তেল আছে, সেই তেলটুকু শক্তিহীন করা দরকার। এইজন্য কিয়ৎ পরিমাণ কষ্টিক সোডা সলিউসন্ (Caustic Soda Solution) উহাতে মিশাইতে হয়; তাহা হইলে যেটুকু খালি (free) তেল আছে, তাহা ঐ Caustic Soda Solutionএ মিশিয়া যাইবে। সাবানের এই উপাদানের বিশেষত্ব নির্ভর করে যে তেল হইতে এই জিনিষ গুলি তৈয়ারী হইয়াছে, সেই তেলের উপর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নারিকেল তেল অথবা মহুয়ার তেল হইতে যে উপাদান পাওয়া যায়, তাহা স্বভাবতঃ চীনাবাদামের তেল বা তিল তেলের উপাদান হইতে শক্ত হইবে। এই বিশেষত্ব অনুসারে ঠিক করিয়া লইতে হয় যে কোন্ উপাদানে কি প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য দিতে হইবে অথবা তাহাকে কি রকম ব্যবহার করিবার দরকার।

নারিকেল তেলের উপাদানকে সাবানে পরিণত করিতে হইলে আর কিছুই করিতে হয় না; কেবলমাত্র যথোপযুক্ত কষ্টিক্ সোডা সলিউসন (Caustic Soda Solution) মিশাইলেই চলে। যাহা কিছু তেল মুক্ত অবস্থায় (free) আছে, তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে এবং বেশ ভাল শক্ত সাবান তৈয়ারী হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তিলের তেলের বা চীনাবাদামের তেলের মসলাকে সাবানে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে আরও এমন কিছু তেল বা চর্ব্বি মিশাইতে হয় যাহাতে ঐ উপাদানে ফেনা জন্মিবার শক্তি হয় এবং উপযুক্ত মত শক্ত হয়। এই বিষয়ে আবার নারিকেল তেলই বিশেষ প্রশস্ত। উহাতে সাবানের এই উপাদানে ফেনার উপযুক্ত বা শক্ত হইবার মত মসলা দুই-ই পাওয়া যায়। কাজেই কিছু অল্প পরিমাণে নারিকেল তৈল বেশ মিশান চলিতে পারে। কুসুম তেল, এড়েণ্ডার বা রেড়ীর তেল (Castor Oil), মহুয়া তেল, চর্ব্বি প্রভৃতি মিশানে যাইতে পারে। অল্প পরিমাণ সোডা এ্যাস্ (Soda Ash) মিশাইলে সাবানটা একটু শক্ত হয় এবং পরিষ্কার করিবার ক্ষমতাও বাড়ে। কিন্তু, সোডা এ্যাস্ কখনই খুব বেশী পরিমাণ মিশাইবে না। কেননা, এই সকল পরিমাণের উপরে উঠিলে আসল তেল কোন নির্দ্দিষ্ট মাপের বেশী হইলে সাবানটা খারাপ হইয়া যায়। কয়েকদিন রাখিয়া দিলে এই তেল শাদা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় সাবানের গায়ে ইতস্ততঃ লাগিয়া থাকে। কাজেই সাবান দেখিতে বিশ্রী হইয়া যাইবে। নিম্নলিখিত তালিকাতে দেখা যাইবে ১০ পাউণ্ড (অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৫ সের) সাবানের বিভিন্ন উপাদানে কত পরিমাণ কি তেল মিশাইতে হইবে:—

যে তেলের উপাদান (পাউণ্ড)

	তিল	চীনা বাদাম	নারিকেল	মহুয়া
নারিকেল তৈল	২	২	—	২½
মহুয়া	৩	৩	২½	—
কষ্টিক সোডা শতকরা ৭২ ভাগ	১½	১½	১¾	১¼
জল	১২	১২	১০	১০
সোডা এ্যাস্	২	২	২	২
এনিলিন্ হলদে (Auiline Yellow)	⅛ তো	⅛ তো	⅛ তো	⅛ তো

এই মিশ্রণের ফলে সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩০ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট সাবান হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী

৪ গ্যালন ধরে এইরূপ একটী কেরোসিন তেলের টীনে ১০ পাউণ্ড পরিমাণ সাবানের এই

উপাদান লও। একটী উনুনের উপর ঈষৎ গরম করিতে দাও। পরে ৩ পাউণ্ড জল মিশাইয়া উপরোক্ত হারে তেল দাও। ৩ পাউণ্ড জলে কষ্টিক সোডা গুলিয়া টীনের মধ্যে ঢালিয়া দাও। এখন এইগুলি সমস্ত মিলাইয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া জাল দিতে থাক। মাঝে মাঝে একটু একটু নাড়িয়া দিবে। সিদ্ধ আরম্ভ হইলে, অবস্থা বুঝিয়া সমস্ত জিনিষটা মিশাইবার জন্যও হউক কি বাষ্প হইয়া যে জলটা উঠিয়া যাইতেছে, তাহা পূরণ করিবার নিমিত্তই হউক, মাঝে মাঝে ২।১ পাউণ্ড জল ঢালিয়া দিবে। অবশ্য দেখিতে হইবে জল যেন ঠিক দরকার মত দেওয়া হইতেছে। আধ ঘণ্টা জাল দেওয়া হইলে উহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণ লইয়া একটু জিহ্বায় আস্বাদ লইয়া দেখিতে হয় যে সাবানে ক্ষারের পরিমাণ বেশী হইতেছে কিনা! অল্প একটু টুকরা লইয়া জিহ্বায় লাগাইলে যদি জিহ্বা জ্বালা অথবা পুড়িয়া যাইবার মত লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মিশ্রণ এখনো ঠিক হয় নাই। কিন্তু জিহ্বায় লাগাইলে যদি শুধু তেল তেলই লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কষ্টিক বেশী নাই। যখন এক টুকরা প্রস্তুত দ্রব্য জিহ্বায় লাগাইলে জিহ্বা সামান্য একটু ধরিবে, আর হাতে ধরিলে বেশ একটু শক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে সাবান তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। এইরূপ হইলে, কিয়ৎ পরিমাণ এনিলিন্ ইয়োলো (aniline yellow) দুই আউন্স জলে গুলিয়া সমানভাবে সাবানটার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ইহার পর আবার সোডা এ্যাস্ লইয়া ৩ হইতে ৪ পাউণ্ড জলে-গুলিয়া একটু নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাইয়া দাও। দিয়া পরে অল্প কিছুক্ষণের জন্য গরম কর। এই সময়ে সাবানটা অর্দ্ধ তরল অবস্থায় থাকে; এইবার ঠাণ্ডা করিবার জন্য নামাইয়া লইবার উপযুক্ত সময়। নাবাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। এই গোলাটাকে একটা বাক্সের মধ্যেও ঢালিয়া লওয়া যাইতে পারে; অবশ্য বাক্সটী এমনভাবে তৈয়ারী হইবে যেন উহার পাশের তক্তাগুলি ইচ্ছামত খুলিয়া লওয়া যায়। গন্ধ করিবার জন্য অর্দ্ধ কি সিকি মাত্রা পরিমাণ লিমন গ্রাস অয়েল (Lemon Grass Oil) অথবা সাইট্রোনেলা অয়েল (Citronella Oil) ঐ সাবানের ফ্রেমটার মধ্যে নাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। দুই তিন দিন পরে সাবানটা শক্ত হইয়া যায়। বাক্সটীর পাশের তক্তাগুলি খুলিয়া ফেলিয়া সাবানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। এইবার ইহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইল।

গৃহস্থালীর কথা

—গায়ের রং ফর্সা করা—

Arsenic oxide ব্যবহার করিলে যে গায়ের রং ফর্সা হয় তাহা অনেকে বলিয়াছেন,—

Dr. Mellor লিখিয়াছেন,—Arsenic oxide is very poisonous; ·06 grain is nearly the fatal dose for an ordinary man, but the habitual use of small doses makes the system more or less immune to the effects of much larger quantity.

অধিকন্তু Dr. Mellor লিখিয়াছেন, যে Johnston says, Arsenic is consumed chiefly for two purposes. First, to give plumpness to the figure, cleanness and softness to the skin and beauty and freshness to the complexion.

Secondly, to improve the breathing and give longness of wind, so that steep and continuous heights may be climbed without difficulty and exhaustion of breath এবং এই সবের জন্য Arsenic যে মানুষ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহা উল্লেখ করিতেও তিনি ভুলেন নাই।

ছাগ দুগ্ধের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক গুণ

ছাগলের দুধ পাড়াগাঁয়ে বেশী না চলিলেও কলিকাতার মত সহরে তাহা গো-দুগ্ধের চেয়ে দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়। ছাগদুগ্ধ শিশু মাত্রেরই পক্ষে গো-দুগ্ধের চেয়ে সহজপাচ্য, মাখনের ভাগ ইহাতে বেশী, এবং যক্ষ্মা বীজাণু ইহাতে মোটেই থাকেনা। ইহার অপর বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে ত্বকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। যাঁহারা সুন্দর হইতে চাহেন তাঁহারা দু'বেলা এই দুধে মুখ, গলা, হাত ধুইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। বিলাতে ছাগদুগ্ধের চলন আজকাল খুব বাড়িয়া গিয়াছে—আমাদের দেশেও সহজেই এই উপকারী দুগ্ধের চলন্ বাড়ানো যাইতে পারে।

পিঁয়াজের আচার

মার্ব্বেলের মত আকারের পিঁয়াজ লও। শুক্না ছোবরাগুলি ছাড়াইয়া দাও। তারপর ঐগুলি গরম লবণ জলের ভিতর রাখিয়া দাও। কিছুক্ষণ রাখার পর জল ছাঁকিয়া লইয়া শুকাইতে দাও। ভাল করিয়া শুকাইয়া গেলে পরিষ্কার শুষ্ক পাত্রে রাখ। ইতিমধ্যে /১ একসের ভিনেগারে কুচি কুচি করিয়া কাটা মূলা (Horse Redish) ½ ছটাক, গোলমরিচ ½ ছটাক, অল্‌স্পাইস্ বা সকল রকম মসলা ½ ছটাক, নুন ½ ছটাক দিয়া একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রাখ। ইহার মধ্যে ½ ছটাক পরিমাণ সরিষাও দেওয়া যাইতে পারে। এই ভিনিগার মিশ্রণ একটু গরম করিয়া উক্ত পাত্রের মধ্যে এমন ভাবে ঢালিয়া দাও যাহাতে পিঁয়াজগুলি ভিনিগারে ডুবিয়া যায়। বোতলগুলি একমাসকাল রৌদ্রে রাখিলেই উত্তম পেঁয়াজের আচার তৈরী হইবে।

কাজলের কথা

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চোখে কাজল দিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাঙ্গলা দেশে সরিষার তৈলের প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে লোহার পাতে যে কালি উঠান হয় তদ্দ্বারাই সাধারণতঃ কাজল তৈরী হয় এবং উহার দ্বারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রখর, স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বলতর হওয়ার জন্য এবং আঞ্জনী নিবারণ জন্য দেওয়া হয়।

ইলিশ মাছ টাট্‌কা রাখার উপায়

ইলিশ মাছ অনেকদিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা রাখিতে হইলে, প্রথমে মাছ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া পরে এই কাটা মাছের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ লবণ উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহা মাটির হাঁড়িতে রাখিতে হয় এবং ঐ অবস্থায় মুখ বন্ধ করিয়া দিলেই বহুদিন যাবৎ মাছ টাট্‌কা থাকে। লবণ মিশ্রিত থাকার দরুণই মাছ পচিতে পারে না।

ইলিশ মাছকে দুইতিন মাস রাখিতে হইলে নুন দিয়া মাটীর হাড়ীর মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর কিছু টারটারিক এসিড ও সোডা মিশান জল ঢালিয়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে দুই তিন মাস কি তাহার চেয়েও বেশী দিন সমভাবে থাকিবে। আর (অন্য যে কোন রূপ মৎস্য) তিন চার দিন রাখিতে হইলে মৎস্যের নাড়িভুঁড়ী বহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া রাখিলে মৎস্য শীঘ্র নষ্ট হয় না। তবে এ ঐরূপ বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে মৎস্য টাটকা রাখা যায়।

ইলিশ মাছকে কাটিয়া কিছু লবণ ও নেবুর রস দিয়া ভাল করিয়া মাখিয়া রাখিলে ইহা দুই মাস পর্য্যন্ত বেশ টাট্‌কা থাকে।

আমাদের দেশের জেলেরা কেবল নুন দিয়াই ইলিশ মাছ টাট্‌কা রাখে ; কিন্তু দীর্ঘকাল এই-ভাবে রাখার দরুণ মাছের স্বাদ খারাপ হইয়া যায়। আমরা যে সকল উপায় উল্লেখ করিলাম তাহাতে মাছের স্বাদ অনেক ভাল থাকে।

আশ্বিন মাসের কৃষি
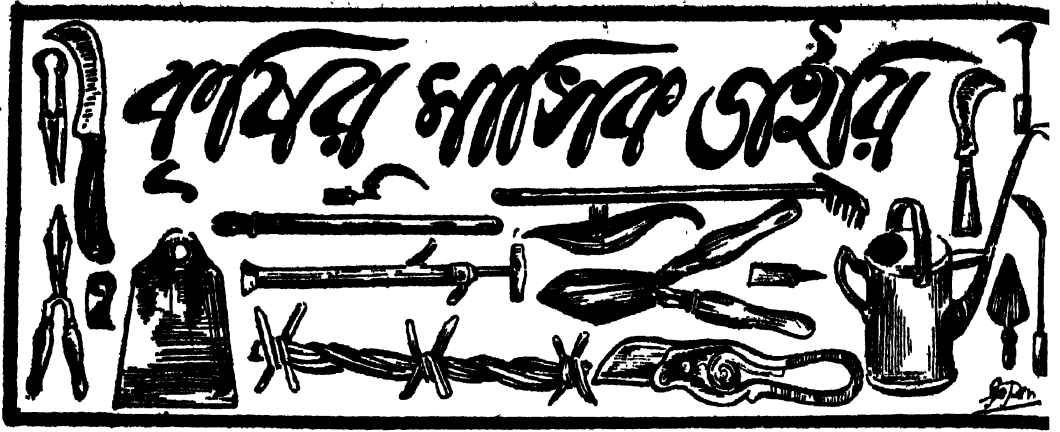
ভাদ্রমাস গত হইলে, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর দেরী করা উচিত নয়।

কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপন করিতে হইবে।

মটর, এবং মূলা নাবী জাতীয় সীম, শালগম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত।

নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সকল বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে।

বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পেঁয়াজও পটল চাষের এই সময়।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নাবাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

মুল্লাদি—মুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনী ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না। কিন্তু উহার শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাসের গাছ—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ বাগানের এক পাশে বা বাড়ীর আনাচে কানাচে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের বহু কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন কর।

তরমুজ—তরমুজাদি বালুকা মিশ্রিত বালি-মাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয় তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। তরমুজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটি মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাইতে হয়।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটল ক্ষেত্রের প্রধান পাইট ; পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়। বেলে দোয়াস

মাটীতে এক বৎসর অন্তর শুকনা পাঁক মাটী ছড়াইলে ফসল ভাল হয়। একই ক্ষেত্রে ৪ বৎসরের অধিক ভাল পটল জন্মে না। অনোচ্চ, খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্রবিশিষ্ট ক্ষেতেই পটল চাষ ভাল হয়। চুণ মিশ্রিত ছাই, পলিমাটী বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটল চাষ খুব লাভের হয়। নদীর চরে পটল খুব ভাল হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত পেঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির 'যো' হইলে খুড়িয়া দিবে। এই মাসে পেঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটী ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতের আলু বা কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে আবশ্যক মত জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—ফলের বাগান এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে অষ্টার, প্যান্সি, দোপাটী, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

এই সময় শাকাদি, সীম, ঝিঙে, লঙ্কা, শশা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুই, বেগুন, বরবটী, শাকালু, টেপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি ও দেশী সব্জী ক্রমান্বয় বপন করিতে হইবে।

পালমশাক ও টমাটোর জল্‌দি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে।

বিলাতী সব্জীর বীজ, বাঁধাকপি, ফুল কপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

ফুলের বাগান

দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারান্থাস, কক্সকোম্ব, লাইপোমিয়া, ধুতরা, রাধাপদ্ম, মার্টিনিয়া, ক্যানা প্রভৃতি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই।

ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারী করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, জুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারী করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলী, যুই, বেল প্রভৃতি ফুল গাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গামলা বদলাইবার সময় বর্ষারম্ভে; কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন।

মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা প্রভৃতির ঝাড় কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বাড়াইতে পারা যায়।

ফলের বাগান

আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তেও বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়।

আম, লিচু, কুল ও নানা প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। নেবু প্রভৃতি গাছের ডাল ঘাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এই রূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়াগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ্, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈরী করিতে হয়।

পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু চারা তৈরি করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় হয় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

যাহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এইবেলা সচেষ্ট হইবেন। এইবেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র

কৃষকের এখন বড় মরশুম। বিশেষতঃ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা প্রথম আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়। আষাঢ় মাসে বীজ ধান্য বপন উপযুক্ত সময়। এই মাসের শেষ কিংবা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটা হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাংলার দক্ষিণাংশে পাট নাবিতে হয়।

অন্যান্য

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দেবার এখনও একটু সময় আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য।

সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটী দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা—শিশু, সেগুণ, মেহাগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেত্রের পয়নালা ঠিক করিয়া দেওয়া এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাওয়া যায়, কোন লতাগুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া এইরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়।

কলার তেউর এ মাসে পুতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া এই সময় গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে।

আঁকের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে, তখন নিকট্স্থ চারি গাছা আক একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নইলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিলেই হইবে, নচেৎ গাছগুলি ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল ভাল হয় না।

ভারতে বিদেশী কয়লা

গত ১৯৩২ সনের এপ্রিল হইতে বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৯২ টাকা মূল্যে মোট ৪৭ হাজার ৪৭৮ টন কয়লা আমদানী হইয়াছে। ১৯৩১—৩২ সনে ১৪ লক্ষ ২১ হাজার ৮৮৮ টাকা মূল্যে ৬৭ হাজার ১৬৩ টন কয়লা আমদানী হইয়াছিল।

এই কয়লার মধ্যে যে দেশ হইতে যত টাকার ও যত টন আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব :—

দেশ	টন	মূল্য
ইংলণ্ড	১৫৯৯৪	৩৪৪৫৪২৲
দঃ আফ্রিকা	১৩৫১৬	২০২৯৭৮৲
অষ্ট্রেলিয়া	৩০১৫	৬১৬০০৲
অন্যান্য দেশ	২২৭৫	৩৭১৮০৲
কোক কয়লা	১২৬৭৮	৩০৬১৯২৲
	৪৭৪৭৮	৯৬২৮৯২৲

উক্ত কয়লার মধ্যে ভারতের যে প্রদেশে যত টন ও যত টাকার কয়লা আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব :—

প্রদেশ	টন	মূল্য
বাঙ্গলা	৬৮৯	৯১৭০৲
বোম্বাই	১১৮৩৬	২৮৭৬১০৲
সিন্ধু	১২২৩০	১৮৫৭৩৭৲
মাদ্রাজ	৩২০২	৭০৪৬৮৲
ব্রহ্মদেশ	১৯৫২১	৪০৯৯০৭৲
	৪৭৪৭৮	৯৬২৮৯২৲

"তৈল যুদ্ধের" আশঙ্কা

প্যারীর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, রুশিয়া কেরোসিন তৈলের দর কমাইয়া দিয়া পুনরায় "তৈলযুদ্ধ" আরম্ভ করিবে—এই আশঙ্কায় ইউরোপের তৈল-ব্যবসায়িগণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। রুশিয়া ১৯৩২ সনে ইংলণ্ডে মোট ৬ লক্ষ টন কেরোসিন রপ্তানী করিয়াছিল। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে রুশিয়ার মালপত্র আমদানী নিষিদ্ধ হওয়াতে অনেকে মনে করিতেছেন যে, রুশিয়া এই ৬ লক্ষ টন তৈল পৃথিবীর বাজারে কম দরে বিক্রয় আরম্ভ করিবে এবং উহার ফলে অন্যান্য তৈল ব্যবসায়িগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

* *

ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য

জাতিসঙ্ঘ হইতে প্রতি মাসে বিভিন্ন দেশের আমদানী ও রপ্তানীর বাণিজ্য সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। নিম্নে ডিসেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ৩ মাসে ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব দেওয়া হইল। ফেব্রুয়ারীর পরের বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই

	আমদানী (পাউণ্ড)	রপ্তানী (পাউণ্ড)
ডিসেম্বর	৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড	৩২ কোটি ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড
জানুয়ারী	৪৯ কোটি ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড	২৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড
ফেব্রুয়ারী	৪৪ কোটি ৫৯ লক্ষ পাউণ্ড	২৭ কোটী ৯২ লক্ষ পাউণ্ড

গত ১৯২৫ সনে ইংলণ্ডে প্রতি মাসে গড়ে বিদেশ হইতে ৯৭ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র আমদানী এবং ৬৪ কোটি ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

* *

ভারতে বহির্ব্বাণিজ্য

গত এপ্রিল মাসে সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মোট ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার মালপত্র ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। এই মাসে আমদানী বাদে মোট ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার স্বর্ণ, রৌপ্য, নোট প্রভৃতি ধন সম্পত্তি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পণ্যদ্রব্য ও ধন সম্পত্তি মিলিয়া এই মাসে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ ৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বেশী যাইতেছে।

* *

পাট আমদানী রপ্তানী

গত ২০শে মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার আড়ত সমূহে ও চটকল সমূহে মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সপ্তাহে ৬৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। এই সপ্তাহে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে মোট ২৩ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর এই সপ্তাহে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার বেল।

* *

বিদেশী চিনি আমদানী

এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের সমস্ত বন্দরে জাভা হইতে ২৮৭৮৫ হন্দর, ইউরোপ হইতে ১৪:৯৪ হন্দর ও অন্যান্য দেশ হইতে ২৭৭২ হন্দর মোট ৪৬০৫১ হন্দর চিনি আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরে এই সপ্তাহে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪৩৯৪৬ হন্দর।

এই সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে কত বস্তা চিনি মজুত ছিল তাহার হিসাব দেওয়া হইল। প্রতি দশ বস্তা এক টনের সমান।

কলিকাতা—

১৯৩৩ (১১ই মে)	৩৫০৩০
১৯৩২ (১৮ই মে)	৩৩৫০০

বোম্বাই—

১৯৩৩ (১৮ই মে)	৯০০০০
১৯৩২ (১১ই মে)	১৩০০০০

করাচী—

১৯৩৩ (১৭ই মে)	৮৭৫০০
১৯৩২ (২০শে মে)	১৫০০০০

মাদ্রাজ—

১৯৩৩ (১৫ই মে)	১১৫০০
১৯৩২ (১৬ই মে)	৪০০০০

রেঙ্গুণ—

১৯৩৩ (১৫ই মে)	১২৩৬০
১৯৩২ (১৬ই মে)	২৫৫৪০

* *

বিদেশ হইতে আমদানী সাবান

প্রায় দুই কোটি টাকা

ভারতবর্ষে গত ১৯২৯—৩০ সালে মোট ১৬১৪৯৪৬৪ টাকার সাবান আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে কাপড় কাচা সাবান মোট ১১০৬২৮৫ টাকার এবং গায়ে মাখা সাবান ৫০৪৩১৯৭ টাকার।

কোথা হইতে আসিয়াছে —	কাপড় কাচা টাকা	গায়ে মাখা টাকা
ইংলণ্ড	১০২২৫৫৫২০	৩৯৪৫৭৫৮
অষ্ট্রেলিয়া	৬৩১৯৮ ,,	২৬৯৬৮ ,,
নেদার ল্যাণ্ড	৬৭৫৪৪ ,,	—
ফ্রান্স	৬৫১০৯৬ ,,	১০১৭৯৪ ,,
জাপান	১৪২০৩ ,,	—
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	—	৭২৯২৭৮ ,,
জার্ম্মাণী	—	১০৯৩৩০ ,,

* *

বিলাতী জিনিষের আমদানী

হ্রাস

শুল্ক বিভাগের কালেক্টরের রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় যে পরিমাণ বিলাতী জিনিষ আমদানী হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে ৮০ লক্ষ টাকার কম জিনিষ আমদানী হইয়াছে। গত নবেম্বর মাসের তুলনায়ও ডিসেম্বর মাসে বিলাতী জিনিষ আমদানী ১২ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে মোট আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা; কিন্তু এবার আমদানী হইয়াছে ২ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা মাত্র। এবার কোন্ জিনিষ কি পরিমাণ আমদানী হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ;

কাপড়	২৩লক্ষ টাকা	(৭লক্ষ টাকার কম)
যন্ত্রপাতি	২৫ ,,	(৯ ,, ,,)
চিনি	২৩ ,,	(৫ ,, ,,)
তৈল	১৫ ,,	(১৩ ,, ,,)
লৌহ	৯ ,,	(১০ ,, ,,)
মদ	৭ ,,	(১ ,, ,,)
ধাতুদ্রব্য	৬ ,,	(৫ ,, ,,)
লোহালক্কর	৬ ,,	(২ ,, ,,)
তামাক	১ ,,	(৩ ,, ,,)

রপ্তানী

৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে গত ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাস অপেক্ষা মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটী ৫২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই মাসে কোন্ জিনিষ রপ্তানী বেশী কম হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

চট থলে প্রভৃতি	১ কোটী	৯৯ লক্ষ	(—১৪ লক্ষ)
কাঁচা পাট	১ „	৯০ „	(+৩৯ লক্ষ)
চা	১ „	৩৪ „	(—২৭ „)
গালা		২৩ „	(+২ „)
চামড়া		১৫ „	(—৫ „)
শস্য		১৩ „	(+১ „)
লৌহ (কাঁচা)		১১ „	(+৩ „)
ম্যাঙ্গানিজ		২ „	(—২ „)

এই মাসে গত মাস অপেক্ষা ৬০ লক্ষ গজ কম কাপড় আমদানী হইয়াছে এবং মূল্যের দিক দিয়া ৮ লক্ষ টাকার কম কাপড় আমদানী হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে সব মাল রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে কাঁচা পাট ছাড়া অধিকাংশ জিনিষ আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মাণী ও সিংহলে রপ্তানী হইয়াছে।

মহিলা বিমান পরিচালক

বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ ধনী ভারতরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত এস্, এম, মেটার কন্যা শ্রীমতী মণি মেটা করাচীতে যাইয়া গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে উড়ো জাহাজ পরিচালনা শিক্ষা করিতেছেন। ১৭ই মার্চ্চ তিনি শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া উপাধি পাইয়াছেন। কুমারী সুষমা মুখার্জ্জী নাম্নী একটী বাঙ্গালী মহিলা দমদম উড়ো জাহাজ ঘাঁটিতে এরোপ্লেন চালনা শিক্ষা করিতেছেন; তিনি শীঘ্রই প্রথম শ্রেণীর লাইসেন্স পাইবার জন্য পরীক্ষা দিবেন। অতঃপর তিনি এরোপ্লেনে পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশ্যে মাননীয় মন্ত্রী মিঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় এবং শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই এরোপ্লেন চালনাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। আমাদের যতদূর মনে হয়, মিসেস্ এন, সি, সেন (রাণী মৃণালিনী) ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বিমান পোতে আরোহন করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালীর মহিলার বিমান পোত পরিচালনা শিক্ষার প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হউক ইহাই আমাদের কামনা।

মাদ্রাজে জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভাতে সম্প্রতি জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা আইনের খসড়া তোলা হয়। এই খসড়াটির বিবেচনার ভার একটী কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। নূতন আইনের মূল কথা এই যে, মাদ্রাজ প্রদেশে একটা কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার আর্থিক সহায়তায় এই প্রদেশের স্থানে স্থানে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কৃষকের জমি বন্ধক রাখিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন এবং বহু বৎসরের কিস্তিতে ক্রমে ক্রমে কৃষকের নিকট হইতে নিজেদের পাওনা আদায় করিয়া লইবেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের টাকা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইবে এবং ৫০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ডিবেঞ্চারের সুদ আদায়ের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব লইবেন। কৃষকের কাছ হইতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক যাহাতে নিজের পাওনা আদায় করিতে সমর্থ হন, তজ্জন্য ব্যাঙ্ককে কৃষকের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

* *

রেলওয়েতে বরখাস্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গত ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন রেলওয়েতে নিম্নোক্ত কর্ম্মচারীদিগকে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে—

ই, বি, আর—ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—২৪, ভারতীয়—১৪৩৯।

ই, আই, আর—ইউরোপীয়ান ১১২, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—১৮৯, ভারতীয়—১২৩১৯।

জি, আই, পি—ইউরোপীয়ান—৪৫, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—১৩৩, ভারতীয়—৫৪৭৪।

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ—ইউরোপীয়ান—২, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—২২, ভারতীয়—৯২২৯।

বর্ম্মা রেলওয়ে—ইউরোপীয়ান ১, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—১৩, ভারতীয়—১৩৮৫।

* *

ধানের উপর অঙ্কিত চিত্র

ব্যাঙ্গালোরের স্বদেশী সভার উদ্যোগে যে খদ্দর ও স্বদেশী প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু ছিল,—ধানের উপর অঙ্কিত চিত্র সমূহ। বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র মিঃ বল্লুভাই দেশাই এই চিত্রগুলি আঁকিয়াছিলেন। ভারতের তোরণদ্বার, মহাত্মা গান্ধীজী, শিবাজী, শিব, তাজমহল এই সকলের চিত্র অতি নিপুণতার সহিত ধানের উপর আঁকা হইয়াছিল। মেসার্স এম-জি-আর-রাও এণ্ড সন্সের পক্ষ হইতে এই চিত্রপঞ্জী প্রদর্শন করা হয়। মহীশূরের মহারাজা চিত্রগুলির অঙ্কণভঙ্গী প্রশংসা করিয়া মিঃ দেশাইকে ৩০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আমাদের দেশে সচরাচর যে আকৃতির ধান দেখা যায়, অঙ্কিত ধানগুলির আকৃতিও তদ্রূপই। মিঃ দেশাইয়ের এই অসীম ধৈর্য্য ও নিপুণতার বস্তুবিকই প্রশংসা করিতে হয়। খুল্না জেলার দৌলতপুরে একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ধানের উপর, ডিমের উপর এবং আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যের উপর চিত্র আঁকিয়া বহু প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইয়াছেন।

* *

ঘোড়দৌড়ের পরিণাম

মাদ্রাজ ফার্ম্মের স্থানীয় এজেণ্ট রামচন্দ্রিয়ার সস্ত্রীক বিষপান করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিবার জন্য অভিযুক্ত হন। প্রকাশ যে, উক্ত এজেণ্ট ঘোড়দৌড়ে টাকার অপব্যয় করেন এবং ফার্ম্মের হিসাব পরীক্ষার পর তহবিল দেখিয়া অবমাননার আশঙ্কায় স্বামীস্ত্রীতে একত্রে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে বিষ পান করেন। আসামী নিজের দোষ স্বীকার করেন। আদালত ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া তাঁহাকে অভিযোগ হইতে রেহাই দিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বিষপানের ফলে মারা গিয়াছেন।

* *

পোষ্ট্যাল ক্যাস সার্টিফিকেটে নূতন হার

ভারত গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে পোষ্ট আফিস ক্যাস সার্টিফিকেট সমূহের সুদের হার আরো কমানো হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ১০ই জুন হইতে ৮৷৹ টাকার ক্যাস সার্টিফিকেট ৫ বৎসরে ১০৲ টাকা হইবে। ১লা জুন বা উক্ত তারিখের পূর্ব্বে যে কোন দিন যে সকল সার্টিফিকেট ৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই সকল সার্টিফিকেটের অধিকারিগণ ইচ্ছা করিলে আরও ৫ বৎসর সার্টিফিকেট রাখিতে পারেন;

সুতরাং ১০৲ টাকা আর ৫ বৎসরের শেষে ১২৲ টাকা ৪ আনা হইবে।

*　　　*

কচুরী পানা ধ্বংসের উপায় আবিষ্কার

কিছুদিন পূর্ব্বে বেহালা সোশ্যাল সার্ভিস লীগের ম্যালেরিয়া নিবারণী শাখার উদ্যোগে এক সভা আহূত হয়। এই সভায় শ্রীযুত সুবিমল বসু কচুরী পানা দেশের স্বাস্থ্যের ও কৃষির কি সর্ব্বনাশ করিতেছে – সেই বিষয়ে একটি গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা দান করেন। তৎপরে এই পানা তাঁহার নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা যে সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে তাহা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর শ্রীযুত বসু মহাশয় তাঁহার বহুদিনের গবেষণায় উদ্ভাবিত ঔষধ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বেহালা বাজারের পশ্চাৎভাগস্থ পুষ্করিণীতে কতকগুলি পূর্ণজাত সবল কচুরী পানার উপর প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, এই নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ কচুরীপানার পাতা ও ডাঁটার ভিতর দিয়া মূলে প্রবেশ করিবে এবং ইহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবে। তৃতীয় দিবসে এই পানাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে বাস্তবিকই তাহারা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সার জগদীশ বসুর ল্যবরেটরীতেও কচুরিপানা ধ্বংসের এক বিবরণ বাহির হইয়াছিল।

*　　　*

মহীশূরে স্বর্ণ উত্তোলন

গত এপ্রিল মাসে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার অঞ্চলের ৪টি খনি হইতে মোট ২৮২৮৩ আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে ৩০৩০১ আউন্স ফেব্রুয়ারী মাসে ২৯৪৩১ আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল।

কৃষিকার্য্য ও শিল্পে জীবিকা-সংস্থান

পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলি ও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা কতজন কৃষিকার্য্য ও কতজন শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল। উহা হইতে শিল্পকার্য্যে ভারতবাসী কত পশ্চাৎপদ তাহা বুঝা যাইবে। প্রত্যেক দেশের পার্শ্বে বন্ধনীর মধ্যে যে সাল দেওয়া হইল, সেই সালে মাথাগুণতির হিসাব হইতে এই তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেশ		কৃষি	শিল্প
আমেরিকা	(১৯২০)	২৬'৩	৩০'৮
ইংলণ্ড	(১৯২১)	৬'৮	৩৯'৭
ফ্রান্স	ঐ	৪১'৫	২৮'৪
জার্ম্মেণী	(১৯২৫)	৩০'৫	৫৮.১
ইটালী	(১৯২৪)	৫৬'১	২৭'০
পোলাণ্ড	ঐ	৭৫'৯	৮'৭
জেকোশ্লোভাকিয়া	ঐ	৪০'৩	৩৪'১
রুষিয়া	(১৯২৬)	৮৬'৭	৬'১
সুইডেন	(১৯২০)	৪০'৭	৩০,২
বেলাজিয়ম	ঐ	১৯'১	৩৯'৯
ডেনমার্ক	(১৯২১)	৩৪'৮	২৭'০
হল্যাণ্ড	(১৯২০)	২৩'৬	৩৬'১
কানাডা	(১৯২১)	৩১'০	২৬'৯
ভারতবর্ষ	ঐ	৭২'৩	১১'২
অষ্ট্রেলিয়া	ঐ	২১'৯	৩১'২
নিউজিলণ্ড	ঐ	২৭'১	২৭'৫

উপরোক্ত তালিকার শিল্পের মধ্যে খনিবিদ্যা ও জাহাজ-নির্ম্মাণ শিল্প ধরা হয় নাই। এই দুইটা বিষয় ধরিলে ভারতে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত লোকের হার আরও কম হইবে। এই তালিকার মধ্যে একমাত্র রুশিয়া ও পোলাণ্ডের মধ্যেই ভারতের তুলনায় কৃষিজীবির হার বেশী দেখা যায়। কিন্তু পোল্যাণ্ডে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের হার ভারতের চেয়ে অনেক বেশী; রুষিয়াতে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির হার ১৯২৬ সনের শতকরা ৬'৯ জন দেখান হইয়াছে। উহার পরে রুষিয়াতে পঞ্চ বার্ষিক শিল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বাড়িয়াছে। আর ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। ভারতে বিদেশীর কল কারখানা সমূহে যে সব কুলী মজুর আছে তাহাদিগকে শিল্পী বলিয়া ধরা হইয়াছে। উহারা সকলে জীবিকা লইয়া বিদেশীয় অর্থাগমের পক্ষে সহায়তা করে মাত্র। সুতরাং এই দিক দিয়াও ভারতবর্ষ অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক পেছনে পড়িয়া আছে।

চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সংবাদ

ইউরোপ ও আমিরিকার বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে অধুনা অনেক টাকা খাটিতেছে। সবাক চিত্রের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এই সম্পর্কে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে এক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ১৯৩১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে চলচ্চিত্র ব্যবসায় কিরূপ ছিল, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

পৃথিবীর সমস্ত দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে মূলধনের পরিমাণ ৫০০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড

আমেরিকায় মূলধনের পরিমাণ ৪০০, ০০০,-০০০ পাউণ্ড। হলিউডে ২৬টি ষ্টুডিও আছে। এই সমস্তের মূলধনের পরিমাণ ১৫, ৬০০, ০০০ পাউণ্ড।

১৯৩১-৩২ সালে চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য মোট ৪০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

হলিউডে যে সকল চলচ্চিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাকুরী করেন, তাঁহাদের বার্ষিক বেতনের পরিমাণ ১৭, ০০০, ০০০ পাউণ্ড।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের ব্যয় মোট ২০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড।

সিনেমা গৃহের সংখ্যা

ইউরোপে সিনেমা গৃহের সংখ্যা ২৮৯৫৪টি ; তন্মধ্যে সবাক চিত্র প্রদর্শনীর স্থান ৭৭২০টি।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মোট ১৭০৯৭টি সিনেমা গৃহ আছে। তন্মধ্যে টকি হাউসের সংখ্যা ১৩৫১৫টি।

দর্শকের সংখ্যা

প্রতি সপ্তাহে পৃথিবীর সকল দেশে যত লোক সিনেমা দেখে, তাহাদের সংখ্যা ২৫০, ০০০, ০০০ জন। আমেরিকায় দর্শকের সংখ্যাই ১১৫, ০০০, ০০০ জন।

আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সিনেমা গৃহগুলির বার্ষিক মোট আয় ৩১২, ০০০, ০০০ পাউণ্ড।

— ——

সমবায় ব্যাঙ্ক ও কৃষিঋণ সমস্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি বেঙ্গল কো অপারেটিভ প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স সোসাইটী (Bengal Co-operative Provident Insurance Society) রেজেষ্টারী করা হইয়াছে; ইহার কার্য্যের প্রসার লাভ করিবার প্রভূত সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার কার্য্যপদ্ধতি সাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে ও ঠিকমত বিজ্ঞাপনাদি দিলে কেন্দ্রীয়ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত পল্লীসমিতির সভ্য-সংখ্যার অর্দ্ধেক সভ্যকে বীমা করান যাইবে না এরূপ মনে হয় না। ২০০ সমিতির একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ৪,০০০ সভ্য থাকিলে এবং এই ৪,০০০ সভ্যের মাত্র এক চতুর্থাংশ বীমা করিয়া গড়পরতা মাসিক এক টাকা করিয়া জমা দিলে ১,০০০৲ টাকা আদায় হয়। তাহা হইলে বৎসরে ১২,০০০৲ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হইবে। এতদ্ভিন্ন যাহারা সমিতির সভ্য নহে, এরূপ এক হাজার নাগরিক বীমাকারী সংগ্রহ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে কিছু কঠিন নহে। ইহা হইতে বৎসরে আরও ১২,০০ টাকা জমা পাওয়া যাইতে পারে। উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল, একটি সাধারণ রকমের জেলা সহরের পক্ষে তাহা কম করিয়াই ধরা হইল। বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে টাকার অধিকাংশই স্থানীয় সমবায় আন্দোলনের কার্য্যেই খাটান হইবে; কিন্তু ইহা প্রধানতঃ দীর্ঘ সময়ের মেয়াদে গচ্ছিত বলিয়া ইহার এক ভাগ, ধরিয়া লওয়া যাক্ ⅓ অংশ, বন্ধকী ব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যার্থে নিরাপদে খাটাইতে পারা যায়।

উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে, কিছুদিন হইতে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়া আসিতেছে এমন কোন একটি ব্যাঙ্কের পক্ষে কার্য্য আরম্ভ করিবার মত অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। অবশ্য, ইহা দ্বারা কোন একটী স্থানের বড় চাষী বা ছোট জোৎদারদিগকে ঋণমুক্ত করিবার প্রয়োজনীয় যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে একথা কেহ বলিতেছে না। এই প্রশ্ন বিস্তৃত ভাবে দেখিবার

বা তাহার সমাধান করিবার ভার গভর্ণমেণ্টকে লইতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া, পল্লীসমিতির সভ্যদিগের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করিবার যে একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দিক হইতেও সেই বিষয়ে দৃষ্টি দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এই আন্দোলনের সকল সুবিধাই লাভ করিতে পারিবে। অনেক সমিতিতে দেখা যায়, তাহার কোন কোন সভ্য অনেক পরিমাণে টাকা ধার লইয়া নির্দ্দিষ্ট কিস্তিমত তাহা পরিশোধ করিতে পারেন না; ইহাতে সমিতির যে আর্থিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইতেছে, দিন দিনই তাহা দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। জমি বন্ধক লইয়া দীর্ঘ সময়ের ঋণদানের ব্যবস্থা হইলে ইহাও অনেকখানি আয়ত্তের মধ্যে রাখা যাইতে পারিবে।

উপরোক্ত যে সকল স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ হইবার কথা বলা হইল তাহার জন্য শতকরা ৬৲ হইতে ৭৲ টাকা সুদ দিতে হইবে। তাহা হইলে বন্ধকী ব্যাঙ্ক ৯।৵৹ সুদে টাকা ধার দিতে পারিবে; সাধারণ কর্জ্জের সুদ অপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের জন্য কর্জ্জের সুদ কম হওয়া উচিত ইহাতে কাহারও ভিন্নমত নাই। কিন্তু এই প্রকারের বন্ধকী ব্যাঙ্কের সফলতা কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষাসাপেক্ষ। ইহার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত পরিমাণে রিজার্ভ ফণ্ড জমা করা প্রয়োজন,তাহা ছাড়া সহজে ও তৎপরতার সহিত টাকা ধার দেওয়ার দায়িত্বও নিতান্ত কম নহে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয় সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা রাখা উচিত। ঋণের টাকা ঠিক সময়ে নির্দ্ধারিত কিস্তি অনুসারে যাহাতে আদায় হয় তাহার জন্য যথেষ্ট কড়া হইতে হইবে; কিস্তি খেলাপ ইচ্ছাকৃত হইলে,এমন কি কিস্তি খেলাপেও সমস্ত বাকী টাকার জন্য ডিস্‌পুট (dispute) দাখিল করিতে হইবে।

ব্যক্তিবিশেষ ও রেজেষ্টারীকৃত সমিতি ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত বন্ধকী ব্যাঙ্ক সংযুক্ত থাকিবে কেবলমাত্র সেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত পল্লী ব্যাঙ্ক ইহার সভ্য হইতে পারিবে এবং যে পল্লী ঋণদান-সমিতি বন্ধকী ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমিতির সভ্য নহে এরূপ কোন ব্যক্তিই বন্ধকী ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই প্রকার নিয়ম করিতে হইবে। কোন পল্লী-ঋণদান-সমিতির সভ্যের বন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হইলে তিনি যে পল্লীসমিতির সভ্য সেই সমিতিতেই তাঁহাকে প্রথমতঃ দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। সমিতির কোন বিশেষ জেনারেল মিটিং-এ (Extraordinary General Meeting) এই দরখাস্ত বিবেচিত হইবে। ঋণের পরিমাণ, যে কারণে ঋণ প্রয়োজন, কিস্তিতে কিস্তিতে যত টাকা করিয়া ঋণ পরিশোধ হইবে ও গ্রহীতা তাহা সাধারণ অবস্থায় ঠিক সময় দিতে সমর্থ কিনা এই সকল বিষয় সভায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হইবে। সমিতির সভ্যগণ দরখাস্ত-কারীকে ঋণ দেওয়া স্থির করিলে দরখাস্তকারীর নিকট হইতে ঋণের টাকা অনাদায় পক্ষে ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিবে অতঃপর প্রস্তাবের নকল ও উক্ত দরখাস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিবেন। তাহার পর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী এলাকার সুপার-ভাইজার দ্বারা এ সম্বন্ধে ভালরূপ অনুসন্ধান করাইয়া তাঁহার মন্তব্য সহ উক্ত দরখাস্ত বন্ধকী

ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিলে বন্ধকী ব্যাঙ্ক যথাবিহিত করিবে। পল্লীসমিতি অথবা সুপারভাইজারের মন্তব্যের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী একমত হইতে না পারিলে এই সংক্রান্ত কাগজ পত্র বন্ধকী ব্যাঙ্কে পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটি অথবা ওয়ার্কিং কমিটির নিকট ইহা উপস্থিত করিবেন।

বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্য কি প্রণালীতে পরিচালিত হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে,ব্যাঙ্কের আফিসে প্রয়োজনীয় খাতা-পত্রাদি রাখিবার ও পরিদর্শনাদি বাহিরের কার্য্য করিবার কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা কি ভাবে হইতে পারে তাহা দেখা আবশ্যক। বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিতই সংযুক্ত থাকিবে ও ইহার অন্তর্ভুক্ত পল্লী-সমিতির সভ্যের প্রয়োজনে অর্থের ব্যবস্থা করাই ইহার প্রধান কাজ হইবে। এ কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী অথবা ইহার বেতনভোগী প্রধান কর্ম্মচারী, তাঁহার পদের যে নামই হউক না কেন, সামান্য কিছু পারিশ্রমিক লইয়া অথবা বার্ষিক লাভ হইতে কিছু (Bonus) লইয়া বন্ধকী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইবেন। বাঙ্গালায় এখন একটিমাত্র বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে, তাহা নওগাঁয়ে। এখানে এই বন্দোবস্তে কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। নওগাঁ গাঁজা চাষীদের সমবায় সমিতির (Ganja Cultivators Co-Operative Society of Naogaon) ম্যানেজার, মূল সমিতির সহিত সংযুক্ত জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কে অবৈতনিক সেক্রেটারীর কাজ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবৈতনিক সম্পাদককে আবশ্যকীয় খাতা পত্রাদি রাখিবার জন্য আফিসের কাজে ও সাব রেজেষ্টারী অফিসে খোঁজ খবর লইবার কাজে সাহায্য করিবার জন্য কাজের পরিমাণ বুঝিয়া একজন বা দুইজন কেরাণী রাখা যাইতে পারে। বাহিরের কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সুপারভাইজার দ্বারা তাহাদের নিজ নিজ এলাকা মধ্যে হইতে পরিবে ; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে তাহাদের কাজের চাপ যে বাড়িবে তাহা নহে।। দক্ষ সুপারভাইজার সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে বন্ধকী ব্যাঙ্ক, ঋণদান সমিতির ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহায়, ইহা বুঝিতে পারিলে, বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্যের সফলতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কার্য্যে তাঁহারা শক্তিতে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবেন। বৎসরান্তের লাভের টাকা বণ্টন করিবার সময় ইঁহাদের সাহায্য করিবার কথা বিবেচনা করা হইবে। লেখক যে দুইটি প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এই সকল প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইতেছেন।

পল্লীসমিতি, এলাকার সুপারভাইজার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আফিস হইতে যে প্রকার সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হইবার পর ঋণ পাইবার দরখাস্ত বন্ধকী ব্যাঙ্কের নিকট আসিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পরেও ঐ দরখাস্ত সম্বন্ধে বন্ধকী ব্যাঙ্কে খুব ভালরূপ তদন্ত করা হইবে, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বন্ধকী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী একই ব্যক্তি হইলে এইরূপ তদন্তের ফলে দরখাস্ত সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না সেরূপ ক্ষেত্রে দরখাস্তে লিখিত বিষয় সম্বন্ধেও যে জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার লইবার কথা হইতেছে, তাহা অন্য কোথাও ঋণের দায়ে আবদ্ধ আছে কিনা, রেজেষ্টারী অফিসে অনুসন্ধান করা হইবে।

ইহার পর গ্রহণের দরখাস্ত বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর সভার দ্বারা বিবেচিত হইবার সময় আসিবে। উপবিধিতে, এতৎসম্পর্কিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ও ঋণগ্রহণ কারীদিগের প্রতিনিধি ব্যতীত, বাহিরের লোক, যাহাদের এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিও ডাইরেক্টর থাকিবার ব্যবস্থা রহিবে বলিয়া ডাইরেক্টর সভার নির্দ্দেশ সকল ক্ষেত্রেই যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাবের অনুরূপ হইবে এমন নহে।

যে-যে প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলে তাড়াতাড়ি করিয়া টাকা ধার দিলে যে বিপদ হইবার সম্ভাবনা তাহা হইবে না এবং অন'দায়ী টাকার পরিমাণও যতদূর সম্ভব কম হইবে। অন্যত্র যে সুদে টাকা ধার পাওয়া যায়, বন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে তাহা অপেক্ষা কম সুদে টাকা পাইবার সুবিধা হইলে বিশেষতঃ এককালে বেশী পরিমাণে টাকা ধার পাওয়া গেলে তাহার প্রলোভন নিতান্ত কম নহে; এ কারণ প্রভাবশালী কোন ডাইরে-ক্টর টাকা ধার পাইবার জন্য পল্লীসমিতি বা এলাকার সুপারভাইজার, এমন কি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহার স্বপক্ষে অযথা অনুকূল অভিমত সংগ্রহ করিতে পারেন। এইরূপ যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য পাঞ্জাবে যে ব্যবস্থা আছে তাহা অনুসরণ করিয়া উপবিধিতে নিয়ম থাকিবে যে রেজিষ্ট্রার একজন বিশেষ সভ্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন। তাঁহার মত না হইলে বন্ধকী ব্যাঙ্কের কোন ডাইরেক্টরই টাকা ধার পাইবেন না বা কোনও এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বেশী ধার পাইবেন না।

কারেন্সি রহস্য

শ্রীপ্রভাকর মিত্র, বি, এ, বি-কম

পৃথিবীর সদাগর চলেছেন বহুদূর। কত কড়ির পাহাড়, কত শঙ্খের স্তূপ, তামাক পাটের ক্ষেত, তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে' যুগের পর যুগ অতিক্রম করে' অবশেষে পাতালপুরীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। (Early History) অনেক মেহনৎ করে' অনেক কসরৎ দেখিয়ে' পাতালপুরী প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে' দেখেন, সোনার খাটে সোনার পরী আর রূপার খাটে এক রূপার পরী ঘুমোচ্ছে। বা চোক, পরশ কাঠি ছুঁয়াতে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। অনেক ফিকির খাটিয়ে তাদের দুজনকে উদ্ধার করে' এনে সদাগর তাদের হাতে পৃথিবীর ভাঁড়ার স'পে' দিলেন। চারি-দিকে 'ধন্য' 'ধন্য' পড়ে গেল। ঘরে ঘরে আনন্দ শঙ্খ বেজে উঠল। সদাগর প্রচার করলেন,—

আর ভয় নেই, এবার সোনা রূপার মায়া জালে লক্ষ্মী বাঁধা পড়লেন। হ'ল ও তাই; দেশে দেশে ভরা ডিঙ্গা পাল তুলে' সাগরে ভেসে চলল। অবাধ বিনিময় (Exchange) আর অজস্র গতাগতি হ'য়ে দেশ বিদেশের বণিক দেশদেশান্তরে পাড়ি দিলে। পৃথিবীর লোক ভাবলে, দুঃখের অবসান হ'ল। সত্যই বুঝি, সোনার রথে চড়ে' রূপার হাঁস চালিয়ে' লক্ষ্মী নেমে এলেন। (Gold and Silver as money).

এরকম কিছুদিন যাবার পর সোনা রূপা দুই পরীর মধ্যে গরমিল দেখা দিলে। একজনের মান রাখতে অপরের মান (Value) যায়। যখন কমলা মুগ্ধ হয়ে' সোনার পানে তাকান, অমনি রূপা অভিমানে মুখ ঢাকে, আবার যখন রূপার চটুল ব্যবহারে কমলা আনচান্ করেন; তখনি সোনার মুখ ভারি হয়ে' উঠে। রূপার চপলতায় আসর রসগুল হয়, আর সোনার পরী লজ্জা পেয়ে' কোথায় অদৃশ্য হয়ে' যায়। (Bimetallism and Gresham's Law)। পৃথিবীর সদাগর দেখেন, ভারি মুস্কিল; দুপরীর কাজে সামঞ্জস্য থাকে না। একজন নিজেকে সস্তা করে' বিলিয়ে দিতে চায়; অপরের আবার দর্শন মিলাই ভার। যেরূপেই হোক্, সোনা-রূপার এ গরমিল মিটাতেই হবে। দুজনের সমান অধিকার থাকতেই পারে না। তখন অনেক ভেবে চিন্তে তিনি রূপাকে ছোট খাটো হাল্কা কাজ দিলেন; আর ভাঁড়ারের (Basis of Reserve) ভার রইল সোনার উপর। পৃথিবীর লোক ভাবলে, এইটাই ঠিক হয়েছে। সোনা উচুদরের রাশভারি মেয়ে, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে; (Stable value and General acceptability) তার হাতে ভারী কাজই মানায়। আর, রূপা বড় চঞ্চল, (unstable value), তার হালকা কাজই ভাল, তবে তাকে ও একবারে বাদ দেওয়া চলে না, তা হ'লে কমলার ষোল আনা সেবা হবে না। তখন থেকেই সোনার হাতে ভাঁড়ারের চাবি গচ্ছিত রইল; আর রূপার হাতে রইল দৈনন্দিন খুচরা কাজ। (Triumph of monometallism).

এরূপে অনেকদিন নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেলে, মানুষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে; ভাবলে এতদিন তারা আসল জিনিষের সন্ধান পেয়েছে। আর ভয় নেই; সোনারূপার গরমিল ঘুচল, যে যার আপন কাজ করবে। সোনার কাজ, সবার উপর একচেটে দাবীর কাজ, ভাঁড়ারের কাজ; আর রূপা তার সহচরী (Token money) ছোট-খাটো খুটা নাটী কাজ নিয়েই থাকে। দেশ বিদেশ হ'তে সোনার পরীর আমন্ত্রণ লিপি (Bills of Exchange) আসে। যাবার সময় হয় না, পত্র বিনিময়েই (Foreign Exchange) কাজ সারে। বিশেষ অনুরোধে অতি সঙ্গোপনে বাহির হয়। রূপারপরী তাই দেখে, আর ভাবে, দুনিয়াটা সোনারপরীর ইন্দ্রজালে জড়িয়ে গেছে—কোন দিন বা রসাতলে যায়।

অভিশাপ ব্যর্থ হ'ল না। পশ্চিম আকাশে ঘোরতর মেঘ দেখা দিলে (The Great war)। পৃথিবীর লোক আতঙ্কে শিউরে উঠল। কি জানি, কোথায় বা বাজ পড়ে! ঝড় উঠল; পশ্চিমে তাণ্ডবলীলা সুরু হ'ল। সোনার ভাঁড়ারে 'টান' পড়ল, চারিদিকে 'যায়' 'যায়' শব্দ। সদাগর ব্যাকুল হ'য়ে সিদ্ধিদাতা গজাননের পূজা দিলেন। গণেশের দপ্তর থেকে মূষিক দিস্তা দিস্তা কাগজ (Bank notes and Bank Credits)

এনে খালি ভাঁড়ার ভর্ত্তি করে' দিলে, সদাগরের চিন্তা গেল ; ভাঁড়ার ভর্ত্তি হ'ল। কিন্তু মানুষের মনে সন্দেহ হ'ল সোনার ভাঁড়ারে আগের কি আছে। লোকের চোখে সোনা অনেক খানি নেমে গেল (Depreciation)। সদাগর চোখ বুজে' ধ্যানে বসলেন। কমলা স্বপ্নে দেখা দিলেন ; বাণী হ'ল, "ভয় নেই, সোনার সেবায় আমি প্রসন্ন"। সোনার কদর (Apprecia-

tion) আবার বাড়বে"। সদাগর দিকে দিকে ঘোষণা করে' দিলেন, সোনার গিন্নীপনাই নিষ্কলঙ্ক। ধীরে ধীরে আবার পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাই মেনে নিলে, যদিও অনেকে সোনার কার্য্য কলাপ বিশ্বাসে আনতে পারলে না। (of Stabilisation of prices) কিন্তু অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর ভাঁড়ারের চাবী সোনার হাতেই রইল; ভবিষ্যতের হাতে সোনার বিচারের ভার সঁপে' দিলে। সোনার পরীই জয়ী হ'ল অবশেষে (Restoration of Gold Standard)।

এরকম যায় কতকদিন; আবার অঘটন ঘটল (The Present Crisis) এবার সোনা তাল সামলাতে পারলে না; বেতাল হ'য়ে গেল। লোকে ভারে ভারে দ্রব্য সম্ভার এনে সোনার হাতে দেয়; আর পারিতোষিক নিয়ে বাড়ী আসে। এরকমই হয়; কিন্তু এবার দেখা গেল সোনার ভাঁড়ারের অনুপাতে দ্রব্যসম্ভার যেন বেশী এসে পড়েছে; ভাঁড়ারে স্থান হয় না। লোকে তখন দ্রব্য সম্ভার যে যার ঘরে এনে মজুত করলে, সোনার উপর তাদের ধিক্কার জন্মে' গেল। আদান প্রদান ব্যবহার সোনা জানে না। সদাগর বেগতিক দেখে মূষিকে দপ্তর ভাঁড়ার থেকে টেনে' বা'র করে' দিলেন (Divorce of Sterling from Gold)! তবুও স্থান কুলায় না। অভিমানে সোনা ঘরের কোন নিলে। একেবারে অসূর্য্যম্পশ্যা হ'য়ে উঠল। সদাগর অনেক স্তব স্তুতি করলেন; অনেক কাকুতি মিনতি জানালেন; কোন ফলই হ'ল না। সোনা অভিমানে স্ফীতা (Appreciated) হ'য়ে মুখ ঢাকলে। পূর্ব্বে নিজেকে সে খেলো করেছে; নিজের কদর কমিয়েছে; মজলিসে পর্য্যন্ত তার নাম উঠেছে; এবার সে আর বাইরে মুখ দেখাবে না,—এই তার পণ। পৃথিবী শুদ্ধ লোক হায় হায় করে উঠল। দেশে দেশে মজলিস্ বসল ও দেশে দেশে বৈঠক বসান হ'ল, কেমন করে' সোনার মান কমিয়ে তাকে সহজ করা যায়। উচু দরের সমজদার হ'য়ে ও যদি সে তার ভাঁড়ারের বিলি বন্দোবস্ত না করে, তবে তার একলার হাতে চাবী সপে' দিয়ে লোকে ক'দিন বিশ্বাস করবে? এই অনটনের দিনে সোনা যদি সহজ ভাবে চলাফেরা না করে, তবে পৃথিবী শুদ্ধ লোকের কষ্টের একশেষ হ'বে; ভাঁড়ার রক্ষা করবে কে? সদাগর ভয়ে ভয়ে দিন গুণছে, যদি কোন ও ফিকিরে সোনাকে সহজ করে' বশে আনতে পারি তবেই মঙ্গল, তা না হলে অমঙ্গলের বড় বাজ, বুঝিবা আগে তার মাথায়ই পড়বে। আকাশে আবার খণ্ড খণ্ড মেঘও দেখা দিয়েছে। গতিক মোটেই ভাল নয়। পৃথিবীর মানুষ ভাবছে, এ দুর্যোগ কাটালে তবে নূতন প্রভাত সে নূতন প্রভাতে বৃদ্ধ সদাগরের যে দর্শন মিলবে, তা ও অনেকে সন্দেহ করে। বিধাতার একি বিড়ম্বনা! সোনার পরীর অভিমানে সদাগরী ভাঁড়ার বুঝি তছনছ হয়!

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বার্ষিক রিপোর্ট

বিগত ২৬শে মে তারিখে কোম্পানীর রেজিষ্ট্রিকৃত আফিস বোম্বাইয়ের ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট বিল্‌ডিংস বাড়ীতে উপরোক্ত কোম্পানীর ঊনবিংশ সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বোম্বে হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুত দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণলাল এম্ ঝাভেরি।

এই সভায় উপরোক্ত কোম্পানীর পরিচালক-বর্গ তাঁহাদের বার্ষিক কার্য্যাবলী ও আয়-ব্যয়ের যে বিবরণী পত্র দাখিল করিয়াছেন, তাহার একখানি কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এই বিবরণ পত্রে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে যে বর্ষ শেষ হইয়াছে—সেই বৎসরে এই কোম্পানী ২৯,৫৪,০০০ টাকা মূল্যের ১৭৩৫ খানি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ২০,৮২,০০০৲ টাকা মূল্যের মোট ১৩০০খানি নূতন বীমাপত্র (পলিসি) মঞ্জুরী করা হইয়াছে। এই বীমা পত্রের মধ্যে ভারতের বাহিরের আছে মোট দশ হাজার টাকা মূল্যের চারিখানি পলিসি।

এই নূতন কাজের মধ্যে ৩২০০০ টাকার পলিসি পুনর্বীমা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর যে নূতন কাজ হইয়াছে তদ্বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,১৫,০১৮৸৵০ টাকা।

গত বৎসর কোম্পানীর যে পরিমাণ কাজ হইয়াছিল আলোচ্য বৎসর তাহাপেক্ষা ২,২৬,০০০ টাকার বেশী কাজ হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

পুনর্বীমা বাবদ দেয় প্রিমিয়ামের টাকা বাদ দিয়া আলোচ্য বর্ষে এই কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ নেট আয় হইয়াছে ২,৯৫,৬১৪৸৵০ টাকা। 'লগ্নী' ও নানারূপ বন্ধকীর বাবদ প্রাপ্ত সুদ ও বাড়ী ভাড়ার আয় হইয়াছে মোট ৩৭,২৩৮৸১০ পাই। আয়কর (Income Tax) বাবদ দেয় টাকা বাদ দিয়া এই আয় ধরা হইয়াছে। ইন্‌কম্ ট্যাক্স বাবদ দিতে হইয়াছে ২,১৫৫ টাকা ৫ আনা ৭ পাই। বৎসরের শেষে লাইফ ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬,২৭,১০৬৸/৮ টাকা।

গত বৎসর এই ফাণ্ডের পরিমাণ ছিল ৫০৩,১৬৬৮১০ টাকা। কোম্পানীর সমুদয় সম্পত্তির মোট মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৭,৯৩,৫৬৭৷।৩ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর মোট দাবীর পরিমাণ হইয়াছিল ৭৪,১২৩।৶৹ তন্মধ্যে মৃত্যু-জনিত দাবীর পরিমাণ ৫৫,৬২৯৶৹ এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় দাবীর পরিমাণ হইয়াছিল ১৮,৪৯৪৷৹ টাকা। আলোচ্য বর্ষের দাবীর টাকা ধরিয়া কোম্পানীর সৃষ্টি হইতে এযাবত কাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর দাবীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৩,৫৮,২৫০ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে মাত্র ১৯জন বীমাকারীর মৃত্যু হইয়াছে। এত অল্প সংখ্যক মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া পরিচালকবর্গের জীবন-বীমার নির্ব্বাচন শক্তির প্রশংসা করিতে হয়। আলোচ্য বর্ষের সমুদয় দাবীর টাকা মিটাইয়া দিয়া বর্ষশেষে মাত্র ২৩,৮৪৯।৶৹ টাকার দাবী মিটাইতে বাকী থাকে। কারণ, বীমাকারীর উত্তরাধিকারীগণ তখনও পর্য্যন্ত দাবীর টাকার আবশ্যকীয় প্রমাণ পত্রাদি কোম্পানীর নিকট দাখিল করিতে পারেন নাই।

এই কোম্পানীর ১,৬৬,৮৩৭ টাকা ৫ আনা ৬ পাই কোম্পানীর কাগজ ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে খাটিতেছে। কোম্পানীর নিজেদের ভূসম্পত্তির মূল্য ২,৩৬,১০০ টাকা এবং বন্ধকী জমি ও বাড়ীর মূল্যও ১,০১,২৪১ টাকা। কোম্পানীর বর্ত্তমান হেড অফিস নিজেদেরই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩২ সনের জুলাইমাসে এই বাড়ীতে কোম্পানীর আফিস উঠিয়া আসিয়াছে। এই বাড়ী হইতে এই ছয় মাসে যে ভাড়া আদায় হইয়াছে, তাহাতে শতকরা প্রায় ৬ টাকার মত কোম্পানীর আয় হইয়াছে। আয়কর বাদ দিয়াও সুদের বাবদ কোম্পানী শতকরা ৬.৫৩ হিসাবে পাইয়াছে।

সকলেই জানেন যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্যের উঠ্তি-পড়্তি হইয়া থাকে। তাহার ফলে যে টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে আবদ্ধ থাকে, তাহার মূল্যেরও ঐ অনুযায়ী বাড়্তি কম্তি হইয়া থাকে। যে সময়ে হিসাব লেখা হয়, সে সময় গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির যে মূল্য ছিল তাহা অপেক্ষা ১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য অনেক বেশী ছিল। এই মূল্য বৃদ্ধির দরুণ কোম্পানীর যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আবার যখন মূল্য হ্রাস হইবে, তখন সেই ঘাট্তি মিটাইবার জন্য এই মূল্য বৃদ্ধি গণনার মধ্যে ধরা হয় নাই। আর গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির মূল্য বাড়িতেছে দেখিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ এবার আর পৃথক ইনভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভ ফণ্ড করেন নাই; বরং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে কোম্পানীর কাগজের ঘাট্তি মিটাইবার জন্য যে পৃথক ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভ ফাণ্ড গঠন করা হইয়াছিল সেই তহবিলের সমুদয় টাকা লাইফ এসিওরেন্স ফাণ্ডে টানিয়া আনা হইয়াছে। ইহাতে জীবন বীমা বিভাগের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি করাই হইল।

ভারতবর্ষের যে দিনগুলি যাইতেছে, তাহা জগতের অন্যান্য দেশের আর্থিক অবস্থার অনুরূপ হইলেও এই দেশের কতকগুলি বিশেষত্ব রহিয়াছে। বিলাতের স্বর্ণমান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত উপায়ে আমাদের দেশ হইতে স্বর্ণ অসম্ভবরূপে চালান হইয়া যাইতে লাগিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, এই স্বর্ণরপ্তানীর দরুণ যে অর্থ দেশে আসিবে, তাহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সাধিত

হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আশা ফলবতী হয় নাই। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলি যদিও অপেক্ষাকৃত একটু ভাল কাজ পাইয়াছেন তথাপি ইঁহারাও আশানুরূপ আয় করিতে পারেন নাই। বৎসর হিসাবে আরও কার্য্যের বিস্তৃতি হওয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য সাধারণ সভায় সভাপতি এই সম্পর্কে যে কয়েকটী প্রণিধানযোগ্য কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি স্মরণ হইয়াছে। নিম্নে আমরা সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাংশের অনুবাদ দিলাম। তিনি বলিতেছেন "আমাদের নিজেদের বিশ্বাস যে, অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণ রপ্তানীতে আমাদের আর্থিক অবস্থার কোনই উন্নতি সাধিত হয় নাই। অপরন্তু, আমাদের দেশের মূলধন অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছে। ফলতঃ দেশের কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হয় নাই। বীমার ব্যবসায়েও ঐ একই কথা খাটে।"

বীমার কথা বলিতে গিয়া কিছু অবান্তর হইলেও আমরা দেওয়ান বাহাদুর ঝাভেরির আক্ষেপোক্তি সমর্থন করি।

সভাপতির বক্তৃতা

উপরোক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণের ঊনবিংশ সাধারণ সভায় সভাপতি বোম্বে হাইকোর্টের ভূত-

পূর্ব্ব জজ শ্রীযুত দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণলাল এম্ ঝাভেরি মহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—

এক বৎসরের বিশিষ্ট ঘটনাগুলি এক কথায় নিঃশেষ করা মুস্কিল। তথাপি যদি কিছু বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব—১৯৩২ সন সকলের পক্ষেই বড় দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক সকল অবস্থাতেই এই বৎসর একেবারে নিষ্ফলা গিয়াছে। দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় নেতৃবর্গ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন; কাজেই জনসাধারণ আর গভর্ণমেণ্টের প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। দেশের সর্ব্বত্র দমন আইন প্রবর্ত্তিত হইল। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যে সকল বিষয় মীমাংসা হইল তাহা জাতীয় প্রতিনিধিদের দাবী পূরণ করিতে পারে নাই। আর অর্থনৈতিক দিকে জগতের সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষও দারুণ অর্থ সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন স্বর্ণমান পরিত্যাগের ফলে দ্রব্যাদির মূল্য বিশেষ ভাবে বাড়িয়া যাইবে, তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। আমাদের দেশের স্বর্ণ বহুল পরিমাণে রপ্তানী হইতেই লাগিল। এই রপ্তানীর ফলে যে টাকা দেশের লোক পাইয়াছিল সেই টাকা উপযুক্ত ভাবে নানারূপ লগ্নীতে খাটান হইবে ইহাই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় নাই। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলিও এইভাবে কিছু কিছু লাভ করিবে ভরসা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। অবশ্য ভারতীয় কোম্পানীগুলি বিদেশীয় কোম্পানীগুলি অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল কাজ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু যে পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে, তদনুপাতে বীমা কোম্পানীর যে প্রকার ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট পাইবার আশা ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। আমাদের নিজেদের বিশ্বাস, স্বর্ণ রপ্তানীর দরুণ আমাদের অবস্থা আদৌ ভাল নাই। অপরপক্ষে এইভাবে আমাদের মজুত মূলধন হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় বীমার ব্যবসায়েরও সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তথাপি ইষ্ট্ এণ্ড্ ওয়েষ্ট্ যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন তাহা খুবই আশাপ্রদ। এই কোম্পানীর উন্নতি একাধিক বিষয়ে পরিলক্ষিত হইয়াছে। নূতন কাজের পরিমাণ ১৮,৫৬,০০০ হইতে ২০,৮২,০০০ টাকা হইয়াছে; আয় বাড়িয়াছে ২,৯৪,০০০ টাকা হইতে ৩,৩১,০০০ টাকা; আর জীবন বীমারফাণ্ডে বৃদ্ধি পাইয়াছে ৫,০৩,০০০ হইতে ৬,২৮,০০০।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর কার্য্য শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা গত বৎসরের ২০ পারসেণ্ট হইতে নামিয়া এ বৎসর ১৯ এ দাঁড়াইয়াছে। নষ্ট পলিসির সংখ্যা শতকরা এক পারসেণ্ট কমিয়াছে অর্থাৎ গত বৎসরে ছিল শতকরা ১৪% এবৎসর হইয়াছে শতকরা ১৩%। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে আমরা এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনেও জগদ্ব্যাপী শুধু যে পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিতে পারিয়াছি তাহা নহে, পরন্তু আমরা অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও যথেষ্ট উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের কার্য্য প্রণালীর গুণেই সর্ব্বসাধারণের মনে আমাদের প্রতি একটী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব জাগিয়াছে বলা যায়। আমরা সকল দিকেই আমাদের কার্য্য প্রণালীর উন্নতির চেষ্টা করিয়াছি। ইহা ছাড়া আমরা সর্ব্বদাই আমাদের বীমাকারীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছি এবং সর্ব্বোপরি কোম্পানীর সংস্থান নিরাপদ রাখিবার দিকেই বেশী লক্ষ্য

রাখিয়াছি। অনেক বীমা-কোম্পানী আছেন, যাঁহারা কোম্পানীর ইষ্টানিষ্ট কিম্বা ভবিষ্যৎ নিরাপদ অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উচ্চ হারে বোনাস্ ঘোষণা করিয়া থাকেন; আমরা এ প্রলোভনে পড়ি নাই। গত বিশেষ সাধারণ সভার বলিয়াছি, এবারেও বলিতেছি, আমরা এইভাবের প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা দূরে রহিয়াছি; কারণ,আমরা জানি এ জন্ত অনেক সময় অনাবশ্যক বিপৎপাতের মধ্যে পড়িতে হয়। ত্রৈবার্ষিক মূল্য নিরূপণের (triennial valuation এর) সময়ই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। আমাদের কার্য্য প্রণালীতে ভয়ের কোন কারণ নাই। আমাদের বর্ত্তমান হিসাব পরীক্ষক (Actuary) প্রোফেসার কে বি-মাধব এম্-এ, এ-আই-এ (লণ্ডন) বলিয়াছেন—

"আপনাদের ব্যবসায় নীতি ভাল এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত; চাঁদার হার সহজ, খরচের হার কম; আপনাদের টাকা লগ্নীর সুনিয়মে টাকা আয় হয় ভাল এবং জমেও তাড়াতাড়ি। আর কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত কোন প্রকার সিকিউরিটিরই মার নাই;—এই সকল কারণেই আমি আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

আমাদের আর একজন ভূতপূর্ব্ব হিসাব পরীক্ষক মিঃ জি-এস্ ম্যারাথে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন "মিঃ কে-বি-মাধব যে আপনাদের Valuation report দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আপনাদের উন্নতিতে প্রশংসাই করিতে হয়।"

আমরা এই উন্নতিতে সন্তুষ্ট নহি। আমরা একথা ঠিকই বুঝি যে বীমা জগতে আমাদের

অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, আমাদিগকে আরও অধিক খাটিতে হইবে। বীমা যাঁহারা করিয়াছেন এবং এই কোম্পানীতে যাঁহারা অংশী আছেন, তাঁহাদের পরস্পর সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের উপরই আমাদের অবস্থার উন্নতি নির্ভর করে। প্রত্যেক বীমাকারী যদি অন্ততঃ একজন করিয়া নূতন বীমাকারী সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের কার্য্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বা তিনগুণ হওয়া অসম্ভব নহে। আমাদের কার্য্যের যত প্রসার লাভ করিবে বীমাকারীদেরও বোনাস্ এবং লাভের আশা তত বেশী হইবে; কেননা, বেশী কাজ পাইলে আমরা বোনাস্ও বেশী করিয়া দিতে পারি। এইরূপে তাঁহারা যদি এই কোম্পানীর উন্নতি করিতে পারেন, তবে তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই লাভবান ও উপকৃত হইবেন।

আমাদের যাঁহারা সেক্রেটারী আছেন, ম্যানেজার আছেন বা অন্যান্য নানাভাবে বোম্বাই বা বোম্বাইর বাহিরে থাকিয়া কাজের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ-বৎসরও তাঁহারা কাজে কোন প্রকার ঔদাসীন্য দেখাইবেন না। এই ১৯৩৩ সন শেষ হইতে হইতেই আমাদের পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েসন রিপোর্ট বাহির হইবে এবং আশা করি বিগত ত্রৈবার্ষিক রিপোর্ট অপেক্ষা এবারে আমাদের আরও উন্নতি দেখা যাইবে। আমরা আশা করি, সর্ব্বসাধারণ এবং অংশীদারগণ আমাদিগকে তাঁহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

নোটীশ

কলিকাতা কর্পোরেশন

বিজ্ঞপ্তি

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩২৪ ধারার (১) (ঙ) প্রকরণের বিধানানুসারে কর্পোরেশন এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন ও তাঁহাদের ইচ্ছা ঘোষণা করিতেছেন যে নিম্নলিখিত রাস্তা ও অঞ্চলসমূহ কর্পোরেশনের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কুটীর (hut) নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইবে না।

কাশীপুর অঞ্চল

(১) পাইকপাড়াস্থিত সি, আই, টির গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ পরিকল্পনার (Rehousing Scheme) মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল এবং উপরোক্ত পরিকল্পনার উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সি, আই, ট্রাষ্ট রোডের ৫০ ফিটের মধ্যবর্ত্তী এলাকায়।

(২) কাশীপুর—চীৎপুর খোলা ময়দানের (Open space) জন্য সি, আই ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত জমির ১০০ ফুটের মধ্যে।

(৩) কাশীপুর চীৎপুর খোলা ময়দানে (open space) সহিত বেলগাছিয়া রোডের সংযোগকারী সি, আই, টি, স্কীমের ২৯নং রাস্তা।

(৪) খেলাত বাবু লেন (কাশীপুর) ভদ্রপল্লী।

(৫) নৃত্যগোপাল চাটার্জ্জী লেন, ভদ্রপল্লী।

কলিকাতা অঞ্চল

১নং ডিষ্ট্রিক্ট :—(১) বাগবাজার ষ্ট্রীট, (২) আনন্দ লেন, (৩) সরকুলার রোড, আপার (পশ্চিম দিক), (৪) গ্রে ষ্ট্রীট (যে অংশ এখনও ঘোষিত হয় নাই), (৫) যতীন মিত্র লেন, (৬) কীর্ত্তি মিত্র লেন, (৭) কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট, (৮) চৌধুরী লেন (৯) মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট, (১০) বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, (১১) মোহন বাগান রো, (১২) নলিন সরকার ষ্ট্রীট, (১৩) নিকাশী পাড়া লেন, (১৪) নীলাম্বর মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, (১৫) প্যার স্থ লেন, (১৬) পশুনাথ লেন, (১৭) পশুপতি বসু লেন, (১৮) ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, (১৯) রাধাকান্তজীউ ষ্ট্রীট, (২০) রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (২১) রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, (২২) রামধন মিত্র লেন, (২৩) রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, (২৪) রামরতন বসু লেন, (২৫) রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, (২৬) শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, (২৭) শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, (২৮) অভয়চরণ মিত্র ষ্ট্রীট, (২৯) বারোয়ারীতলা লেন, (৩০) বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, (চীৎপুর রোড হইতে সেন লেন পর্য্যন্ত), (৩১) বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, (৩২) ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, (৩৩) গৌরলাহা ষ্ট্রীট, (৩৪) গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, (৩৫) গোপী রায় লেন (৩৬) গোসাইপাড়া লেন, (৩৭) গুরুপ্রসাদ রায় লেন (৩৮) কৃষ্ণকুণ্ড ষ্ট্রীট, (৩৯) কুমারটুলী স্কোয়ার, (৪০) শঙ্কর হালদার লেন, (৪১) আহিরীটোলা ফাষ্ট লেন, (৪২) আহিরীটোলা ষ্ট্রীট (চীৎপুর রোড হইতে আহিরীটোলা ফাষ্ট লেন পর্য্যন্ত),

(৪৩) বাণিকতলা স্কোয়ার (৪নং ওয়ার্ড),(৪৪) রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট (সমগ্র রাস্তা), (৪৫) আপার সারকুলার রোড (পশ্চিমদিক) (৪৬) উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড,(৪৭) গ্রেষ্ট্রীট (পূর্ব্বতালিকায় যে অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল), (৪৮) মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, (৪৯) সুকীয়া ষ্ট্রীট, (৫০) মদন মিত্র লেন, (৫১) হরিঘোষ ষ্ট্রীট, (৫২) বেচুচাটুর্জ্জি ষ্ট্রীট, (৫৩) বত্রী দাস টেম্পল ষ্ট্রীট, (৫৪) পার্শী-বাগান লেন, (৫৫) গড়পার রোড (আপার সারকুলার রোড হইতে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত) (৫৬) বীডন রো, (৫৭) নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, (৫৮) সুকীয়া রো (৫৯) হালসী-বাগান রোড (রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট হইতে ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড পর্য্যন্ত), (৬০) মাণিকতলা স্কোয়ার (৬নং ওয়ার্ড) (এক্ষণে যাহার বিবেকানন্দ রোড নামকরণ হইয়াছে (৬১) সিমলা ষ্ট্রীট, (৬২) বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, (আপার চিৎপুর রোড ও চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ের মধ্যে), (৬৩) উত্তরে মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, দক্ষিণে মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ও পশ্চিমে চিত্তরঞ্জন এভেনিউ—এই সীমানার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল (৬৪) শোভাবাজার ষ্ট্রীট (সমগ্র রাস্তা) (৬৫) আহিরী টোলা ষ্ট্রীট (সমগ্র), (৬৬) বলরাম দে ষ্ট্রীট, (৬৭) পথুরিয়াটা ষ্ট্রীট।

২নং ডিষ্ট্রীক্ট :—(৬৮) ক্যানিং ষ্ট্রীট, (৬৯) ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, (৭০) সি আই টির ৭-বি এবং ৭-ডি নং স্কীমস্থিত সি আই টির সমস্ত নূতন ৪০ ফুট যে ৬৪ ফুট রাস্তা (৭১) ১০নং ও ১২নং ওয়ার্ডের সমগ্র অঞ্চল।

৩নং ডিষ্ট্রীক্ট :—

(৭২) ১৯নং ওয়ার্ডস্থিত লোয়ার সার্কুলার রোড, (৭৩) ৮নং এবং ৮এ নং স্কীমস্থিত সি, আই, টির সমস্ত নূতন রাস্তা-সমূহ, (৭৪) পদ্মপুকুর রোড।

উপরোক্ত ঘোষণা সম্পর্কে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তবে তাহা লিখিত-ভাবে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের নিকট অত্র লিখিত তারিখ হইতে ৩ মাসকাল মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

জে, সি, মুখার্জ্জি,
চীফ একজিকিউটিভ অফিসার
সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিস,
১৮ই আগষ্ট, ১৯৩৩।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ } আশ্বিন ১৩৪০ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কাপড়ের উপর নক্সা ছাপিবার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়

রং মিশ্রণ

সাধারণ—প্রত্যেক দিনের ব্যবহারের জন্য সাধারণতঃ রং দুই রকমের হইয়া থাকে। (১) একক রং অথবা (২) মিশ্রিত রং। অনেক সময় একটা রংয়েই রং হইয়া যায়; কিন্তু আবার অনেক সময় দুই তিনটা অন্য জিনিষ মিশাইলে একটা রং প্রস্তুত হইতে পারে। এখানে এই সকল সম্পর্কেই আলোচনা করা যাইতেছে। যাঁহারাই কাপড় ছাপাইতে যাইবেন তাঁহারা এইগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।

রংয়ের গাঢ়ত্বের প্রকার—একটা রংয়েরই সকল সময় গাঢ়ত্ব এক রকম হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে, অনেক সময় এক দোকানের নীল রং অথবা লাল রং আর এক দোকানের নীল বা লাল রংয়ের মত গাঢ় হয় না; কিছু কম বেশী থাকে। আবার একটা রংই একটা জিনিষের উপর লাগাইলেও কম বেশী দেওয়ার হিসাবে রংয়ের গাঢ়ত্ব হইয়া থাকে। একই দোকানের একই রংএর শ্রেণী ভেদ হিসাবেও গাঢ়ত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। যেমন, এক দোকান হইতে নিলেও কোন কোন

মৌলিক নীল, অম্লজ নীল অথবা এ্যালিজারিন্ নীল একই রকমের গাঢ় হইবে না; তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়া যাইবে।

তারপর, যে জমীনের উপর রং করা হয়, সেই জমীনেরও পার্থক্য অনুসারে একই রংয়ের বিভিন্ন প্রকার ভাব হইতে পারে। এই ধরুন, শাদা রংয়ের উপর একটী হল্‌দে ছবি বেশ হল্‌দে দেখাইবে; কিন্তু ঐ হল্‌দে রং দিয়াই যদি লালের উপর বা নীলের উপর ছবি আঁকা যায়, তাহা হইলে তাহা দেখিতে আর এক রকমের হইবে।

মিশ্রণ—সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর রং হইতেই যত প্রকারের বিভিন্ন রং বা তাহাদের গাঢ়ত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই তিন প্রকার রং যথা:—(১) প্রাথমিক রং—লাল, হল্‌দে ও নীল এই তিনটি রং পবিত্র ও অবিমিশ্রিত; (২) দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত—কমলা, সবুজ ও বেগুনি। প্রাথমিক রংয়ের যে কোন দুইটি বিশেষ কোন পরিমাণক্রমে মিশাইলে এই রং পাওয়া যাইবে। যেমন—লাল ও নীল মিশিয়া বেগুনি হয়; লাল ও হল্‌দে মিশিয়া কমলা হয়; হল্‌দে ও নীল মিশিয়া সবুজ হয়। (৩) তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত রং যথা—কপিল, (Brown), ধূসর (Grey) ও জলপাই বর্ণ (Olive)। এই রংগুলিতে তিনটীই প্রাথমিক রং পরিমাণ অনুসারে কম বেশী হিসাবে রহিয়াছে। অনেক সময় দুইটী প্রাথমিক রং মিশিয়া একটী দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রং হয়, সেটীর উপর আবার তৃতীয় প্রাথমিক রংটার কার্য্য হওয়াতেই এই সকল রংয়ের উৎপত্তি। অথবা এ রকমও হয় যে তিনটি প্রাথমিক রং মিশিয়া দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণীর রং হইল; তখন আবার এই দুইটী মিশিয়া তৃতীয় শ্রেণীর রংটা প্রস্তুত হইয়া যায়।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত রংগুলির সংমিশ্রণ প্রণালী নিম্নলিখিত উপায়ে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে:—

রং	দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রং দ্বারা প্রস্তুত	প্রাথমিক রং দ্বারা প্রস্তুত	প্রবল রং
কপিল রং (Brown)	কমলা ও বেগুনি	হল্‌দে লাল / লাল নীল	লাল
ধূসর	সবুজ ও বেগুনি	হল্‌দে নীল / নীল লাল	নীল
জলপাই	সবুজ ও কমলা	নীল হল্‌দে / হল্‌দে লাল	হল্‌দে

এইভাবে প্রাথমিক রং কি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রং নানাভাবে মিশাইয়া হাজার রকমের রং তৈয়ার করা যাইতে পারে। এই জন্য সামান্য একটু অভ্যাস করিতে হয়; অভ্যাস করিলেই ব্যাপারটা আর শক্ত থাকে না।

একটী যুক্ত বর্ণ (Compound shade) দুইটি প্রাথমিক বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রং মিশাইলেই হইতে পারে। খয়ের রংয়ের কথা ধরা যাইতে পারে। লাল এবং নীল মিশাইলেই খয়ের রং হয়। কিন্তু ইহা যে কোন গাঢ়ত্বের হউক অথবা দুইটী রংয়ের যেটাই অন্যটা অপেক্ষা বেশী বা কম হউক, খয়ের রংয়ে সকল সময় লাল এবং নীল রং থাকিবে—কোন রকমের হলদে মিশ্রিত না হইলেও তাহাই হইবে।

এই সকল কারণেই তৃতীয় শ্রেণীর রংয়ের যেগুলিতে তিনটী প্রাথমিক রং অথবা দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রং থাকে সেই রংয়ের বিভিন্ন গাঢ়ত্ব এক একটী প্রকার রংয়ের পরিমাণ অনুসারে হয়; কাজেই সেই সকল রং প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ অভ্যাস ও বেশ ভাল দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক।

মিশ্রণ প্রণালী—সাধারণতঃ রং মিশাইতে হইলে, যে কোন রকমের রংই হউক না প্রথমতঃ লাল মিশাইতে হয়, লালের পর হলদে ও নীল রং সর্ব্বশেষ।

আরও একটী বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। তিনটী প্রাথমিক রংয়ের মধ্যে হলদে রং মিশাইলে মিশ্রিত রংটা বেশ উজ্জল দেখায় কিন্তু রংয়ের গাঢ়ত্ব কমিয়া যায়; আবার নীল বা লাল রং মিশাইলে রংয়ের গাঢ়ত্ব বেশী হয় বটে কিন্তু রংটা যেন ম্লান বোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মিশ্রিত রংটাকে একটু গাঢ় করিতে হইবে, কি করিবে?—একটুখানি নীল মিশাইয়া দাও। রংটা বেশ গাঢ় হইয়া গেল কিন্তু দেখিতে একটু ম্লান হইয়া গেল। আবার হলদে একটু মিশাইয়া দাও; লালের গাঢ়ত্ব দূর হইয়া গিয়া রংটা বেশ খুলিয়া গেল।

রং মিশাইবার সময় এই নিয়মগুলি অবশ্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য :—

(ক) যে যে রং মিশাইয়া একটী মিশ্রিত রং করিতে হয়, সেই রংগুলি সকল এক শ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত। একটা উদাহরণ দিলেই বেশ ভাল বুঝা যাইবে। "সিরিউস্ (Sirius)" বা "রেপিড ফাষ্ট" (Rapid Fast) ইহার এক এক নমুনার নানা রং মিশান যায় কিন্তু, ইহার উভয় রংয়ের নমুনা যথা "সিরিউস্" এবং "রেপিড ফাষ্ট" দুইটী মিশান চলিবে না।

(খ) যে কোন রং মিশাইতে হইবে তাহাদের প্রত্যেকের সমান রকমের মসৃণ হইবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। যেমন কমলা রং করিতে লাল ও হলদে চাই। এখন লাল ও হলদে হয়ত একই শ্রেণী (যেমন (ক) তে বলা হইয়াছে) হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের ভিতর একটার যে মসৃণ হইবার ক্ষমতা (Levelling power) আছে; অন্যটার হয়ত তাহা নাই। এই দুইটী অসমান রং মিশাইলে যাহার উপর রং করা যাইবে তাহাতে রং সমান হইবে না।

(গ) আর একটী বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে অন্যান্য যে সকল দ্রব্য এই রংয়ের সংস্পর্শে আসিবার কথা তাহাদের সকলে উপরই প্রত্যেকটী রংয়ের পাকা হওয়া সম্পর্কে সমান প্রতিক্রিয়া থাকার দরকার।

চতুর্থ অধ্যায়

ছিটাইয়া রং দেওয়া

আধুনিক কালে যাহারা মোটরগাড়ী প্রভৃতিতে রং করিয়া থাকে অথবা কোঠার উপরের দিকে ছাদের নীচের অংশে রং লাগাইয়া থাকে তাহারা এক প্রকার যন্ত্রদ্বারা ছিটাইয়া রং দিয়া থাকে।

ইহা দেখিয়া, যাহারা কাপড় ছাপেন, তাঁহারাও এই বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কাপড়ে এই প্রণালী অবলম্বন করা যায় কিনা। একটা স্পঞ্জে রং মাখাইয়া বা অন্য কোন রকমে নানা প্রকার কারুকার্য্যপূর্ণ নমুনা তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, সাধারণ রেশম, নকল রেশম, পশম কি সূতার কাপড়ে হাতে কাটা ব্লক ও এই ভাবে রং ছিটাইয়া নমুনা তোলা দুই প্রকার কার্য্য এক সাথে চালান যাইতে পারে এবং তাহাতে ফল আশানুরূপ হইয়া থাকে। এই কার্য্য শাদা কাপড়ের উপরও করা যাইতে পারে কাপড়ে আগে অন্য রং করিয়া লইলেও কোন অসুবিধা নাই।

যন্ত্রপাতি—এই কার্য্যের জন্য দুই প্রকার যন্ত্রের সাধারণতঃ আবশ্যক। এক প্রকারের নাম এয়ার্ পেন্সিল (Air-pencil); অন্য প্রকারের নাম হাওয়া বন্দুক (Air-gun)।

যিনি ছাপাইতেছেন, তাঁহার নিজের হাত যদি পাকা হয় এবং তাঁহার নিজের কোন কল্পনা অনুসারে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে সোজাসুজি কাপড়ের উপর কোন নমুনা ছাপিতে পারেন, তিনি সাধারণতঃ এয়ার্ পেন্সিল্ (Air pencil) ব্যবহার করিতে পারেন।

আর, হাওয়া বন্দুকের ব্যবহার করিতে হইলে, সাধারণতঃ কোন কার্ড্‌বোর্ডের উপর

বা কোন ধাতব পদার্থের উপর নমুনা অনুসারে ছেঁদা করিয়া লইতে হয়। তারপর যাহা করিতে হয়, তাহা কতকটা কলের মত।

একটা নল থাকে। সেই নলটার সাথে আর একটা নল—রং গোলা পাত্রের মধ্য পর্য্যন্ত থাকে। দ্বিতীয় নলটাকে চাপ দিবার একটা বন্দোবস্ত আছে; সেখানে চাপ দিলেই রংয়ের পাত্রটা হইতে রং আসিয়া প্রথম নলটার মুখ দিয়া পড়িতে থাকে।

৮নং ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে গিল্যাণ্ডার্স্ আরবুথনট্ এণ্ড্ কোম্পানীর নিকট এই কল পাওয়া যাইবে।

যে কার্ডবোর্ডটার উপর ছেঁদা করিয়া নমুনা তুলিতে হয়, তাহাকে ষ্টেন্সিল্ (Stencil) বলে। এই ষ্টেন্সিলগুলি, কাগজ, কার্ডবোর্ড বা দস্তা, তামা, এল্যুমিনিয়ম্ প্রভৃতির পাতলা চাদর দ্বারা তৈয়ারী হইতে পারে। আর সেগুলি তৈয়ারী করিয়া লওয়াও খুব বেশী কিছু হাঙ্গামার ব্যাপার নহে।

ছাপিবার প্রণালী—যে কাপড়খানা ছাপিতে হইবে তাহাকে ইস্ত্রী করিয়া এমন করিতে হইবে যেন কোন রকমের ঘোচ না থাকে। ইহার পর একটা আলপিন দিয়া ষ্টেন্ছিলটা আঁটিয়া দিতে হয়।

সূতার কাপড়ে ছাপিতে হইলে রংটা সাধারণতঃ জলেই গুলিতে হয়। কিন্তু ছিটা দিয়া ছাপাইতে হইলে রং গুলিবার জন্য অন্য দ্রবনীয় পদার্থ ব্যবহার করিতে হয়। এই সকল দ্রাব্য পদার্থ জল অপেক্ষাও লঘু এবং সহজেই বাষ্পীভূত হইয়া যাওয়া দরকার, কেননা তাহা হইলেই কাপড়টা অতি শীঘ্র শুকাইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই আবার নতুন ভাবে ছাপাইবার উপযোগী হইতে পারিবে। সাধারণতঃ শুকাইবার জন্য বিশেষ কোন নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় না; তাহার কারণ এই যে ছিটা দিয়া রং দেওয়া মাত্রই কাপড় শুকাইতে আরম্ভ করে। কাজেই সাধারণতঃ রং গলিয়া যাইবার জন্য যাহা ব্যবহার করিতে হয় তাহা এই—এ্যাসিটন্ (Acetone), এ্যালকহল (Alcohol), ডিনেচার্ড স্পিরিট (Denatured Spirit), (Acetic Acid) এ্যাসেটিক এসিড্ এবং অন্যান্য জৈবিক দ্রব্য সমূহ।

কাপড়খানা টেবিলের উপর বিছাইয়া লইয়া এক অংশ ছাপা হইয়া গেলে, তাহা সরাইয়া দিয়া আবার তাহার পরের লম্বা দিকের অংশ টানিয়া লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। তারপর ষ্টেন্সিল খানাকে আবার জায়গামত রাখিয়া, রং ছিটাইয়া ছিটাইয়া ছাপার কাজ করিয়া যাইতে হয়। এইভাবেই পর পর একাদিক্রমে ছাপা হইয়া যাইতে থাকে।

সব সময়ে রং যেন খুব পাকা জাতীয় হয়। সাধারণতঃ যে সকল রংয়ে বসাইবার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে কষ্টিক্ সোডা (Caustic Soda) ব্যবহার করিতে হয়, যে সব রং বসাইবার জন্য টিনের দ্রাবক (Stannous Salts) এবং ফেরাস্ সাল্ফেট (Ferrous Sulphate) এবং যে সকল রং সাধারণতঃ কষ্টিক্ সোডা সহযোগে বাড়ান হয় যথা, ন্যাপ্থল ও অন্যান্য রেপিড্ ফাষ্ট্ (Rapid Fast) অথবা ভ্যাট্ (Vat Colours)—এই সকলগুলি ব্যবহার করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য মৌলিক বা অম্লজান ঘটিত রং (basic and acid colours) সাধারণতঃ যাহা পশম, রেশম ও নকল রেশমে দরকার হয় তাহাই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ঘন করিবার দ্রব্যাদির মিশ্রণ প্রণালীও একই রকমের।

এই ভাবের ছাপা কাপড় দেখিতে অতি সুন্দর হয় বলিয়া এবং অপেক্ষাকৃত ভাল রং এই ভাবেই পাওয়া যায় বলিয়া, সাধারণতঃ

এই রকমের ছাপা কাপড়ের মূল্য অত্যন্ত বেশী হইয়া থাকে।

কার্য্য প্রণালী—একখানি মোটা কম্বল টেবিলের উপরে বিছাও—যেমন নাকি সূতার কাপড়ে হাতের ব্লক দিয়া ছাপাইবার সময় করিতে হয়। যে কাপড়খানা ছাপাইতে হইবে সেখানাকে টেবিলের উপর বিছাইয়া আলপিন দিয়া আঁটিয়া দাও। তারপর কাপড়ের উপর ষ্টেন্সিলটাকেও আলপিন দিয়া আঁটিয়া দাও। রংয়ের পাত্রটার মধ্যে রংয়ের গোলাটা ঢাল ; পরে যে বন্দুকটা (Gun) দিয়া ছাপার কাজ হইবে তাহাতে ঠিক জায়গায় রং পূরিয়া লও। তারপর বন্দুকটার হাতলটার নীচের দিকটা বায়ুর চাপ দিবার উপযোগী নলের সহিত যোগ কর। এখন বন্দুকটাকে এমন ভাবে ধর যেন বাতাসের নলের মুখটা বৃদ্ধাঙ্গুলীর নীচে থাকে আর তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী যেন বন্দুকের ঘোড়ার উপর থাকে। ঘোড়া টিঁপিলেই যেখানে রং আছে সেখান হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবে ; এখন যেই মাত্র বৃদ্ধাঙ্গুলী টিঁপিয়া দিবে, তখনই বাতাসে চাপ দিয়া বন্দুকের মুখ দিয়া রংটাকে ঠেলিয়া দিবে! এখন ষ্টেন্সিলের নমুনা (Design) অনুযায়ী বন্দুকটাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া রং মাখাইয়া যাইতে থাক। এখন ঘোড়াটা যে রকম ভাবে টিপিবে, সেই অনুসারে রং ঘন বা পাতলা হইবে।

সাধারণতঃ বন্দুকটাকে কাপড় হইতে ৮।১০ ইঞ্চি দূরে ধরিতে হয়। রং গাঢ় বা পাতলা করিতে হইলে বন্দুকটাকেও ঐ রকম দূরে বা নিকটে রাখিবে। বন্দুকটা যত দূরে থাকিবে, রংয়ের গাঢ়ত্ব সেই অনুযায়ী কমিবে।

যদি নানা রকমের নমুনা তুলিতে হয়, তাহা হইলে ষ্টেন্সিল ও বন্দুকের মধ্যের রংয়ের পাত্রটা বদলাইয়া লইতে হইবে। প্রতি ষ্টেন্সিলের মধ্য দিয়া আবশ্যক মত রং ছিটাইয়া দিয়া গেলেই একটা সমষ্টিগত নমুনা তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

লণ্ড্রী বা বস্ত্রধাবন প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাদা বস্ত্রের তুলনায় রঙ্গীন বস্ত্র ধৌত করিতে একটু বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ রঙ্গীন বস্ত্র ধুইতে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার; প্রথম, কাপড়ের উপাদান দেখা উচিত এবং দ্বিতীয়তঃ রং কাঁচা কি পাকা তাহাও লক্ষ্য করা উচিত। এই দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া তবে কাচিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

রঙ্গীন কাপড় কাচিবার খুব সরল উপায় হইতেছে তাহাকে ঈষদুষ্ণ গরম সাবানের জলে প্রথমে ডুবাইয়া রাখা। জলে যেন কোনরূপ ক্ষার না থাকে, তাহা হইলে রংএ পার্থক্য আসিতে পারে। বস্ত্রগুলি গরম জলে রগড়াইলে ময়লা নির্গত হইবে। বস্ত্রের রং কোমল বলিয়া অনুভূত হইলে, তাহা বেশী রগড়াইলে অনিষ্ট হইতে পারে। ইহার পর পুনরায় শীতল জলে বস্ত্রগুলিকে কাচিতে হইবে। জলে একটু লবণ দিয়া রাখিলে ভাল হয়। তাহার পর নিংড়াইয়া ফেলিতে হয়। বস্ত্রাদি নিংড়াইয়া ভিতর দিকে বাহির করিয়া সাধারণ নিয়মে মাড় লাগাইতে হইবে। মাড় লাগাইবার পর ছায়াতে পুনরায় শুকাইতে দেওয়া উচিত; কারণ রৌদ্রে শুকাইতে দিলে রং নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। বস্ত্রাদি শুকাইয়া গেলে ভাল করিয়া ভাঁজ করিয়া তাহার উপর আর একখানি বস্ত্র দিয়া ইস্ত্রী করিতে হইবে।

যদি রং উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহা হইলে সাবান মোটেই ব্যবহার করা উচিত নহে। যদি জল ব্যবহার করিতে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে মাড় ও জল একত্র মিশাইয়া তাহাতে ডুবাইয়া কাচিলেই যথেষ্ট হইবে।

পশমীবস্ত্র।

পশমী বস্ত্র ধৌত করার জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতার দরকার। অনেকেই হয়ত দেখিয়াছেন ফ্ল্যানেলের বস্ত্র উত্তমরূপে ধৌত হইলে দেখিতে সুন্দর হয় এবং টিকেও অনেক দিন।

সাদা অথবা হাল্কি রংএর ফ্ল্যানেল কাচিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করা উচিত। প্রথমে একটী টবে গরম জল ঢালিতে হইবে। জলের উষ্ণতা যেন ১১০ ফারেণ হিটের অধিক না হয়। একটী পাত্রে ২গ্যালন জলে প্রায় ১ সের সাবানের কুচি দিয়া জলটী ফুটাইয়া সাবানকে একেবারে মিশাইয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয় পাত্রের জল প্রথম টবের জলের সহিত এমন ভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে যাহাতে যথেষ্ট সাবানের ফেনা বাহির হয়। মনে থাকে যেন

জলে যদি ফেনা না হয়, তাহা হইলে কোন কার্য্যই হইবেনা। ফ্ল্যানেলের বস্ত্রাদি ঐ জলে ডুবাইয়া ভালরূপে ধৌত করিতে হইবে। তাহার পর পুনরায় সেইরূপ উত্তপ্ত পরিষ্কার জলে বস্ত্রাদি পুনরায় ধুইয়া ফেলিতে হইবে। যদি থার্ম্মিটার না থাকে, তাহা হইলে আঙ্গুল দিয়াই উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। গরম জলের ভিতর আঙ্গুল দিলে যদি আঙ্গুলের মধ্যে সুড়সুড়ি অনুভূত হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে, জল ঠিক গরম হইয়াছে। বেশী উত্তপ্ত হইলে এই সুড়সুড়ির ভাব থাকিবে না। ফ্ল্যানেলের বস্ত্র অনেক গুলি হইলে দুইটী পাত্রে গরম জল রাখা উচিত; প্রথমে একটী পাত্রের জলে বস্ত্রগুলি ধৌত করিয়া পরে অপর পাত্রের জলে সে গুলিকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল বস্ত্রগুলির ভিতর দিক বাহির করিয়া ধুইতে হইবে।

প্রথমে সাবানের জলে ধীরে ধীরে রগড়াইয়া ময়লা বাহির করিতে হইবে। ভিতর দিক ও বাহির দিক, উভয় দিকই ধুইতে হইবে। যদি সহজে গলার কলার প্রভৃতির ময়লা দূর না হয় তাহা হইলে নরম ব্রুশ ব্যবহার করিলে ফল সন্তোষজনক হইতে দেখা যায়। একেবারে সব গুলি বস্ত্র একত্রে জলে দিয়া ধৌত করা উচিত নহে। প্রতিবার একটী একটী করিয়া বস্ত্র ধুইয়া শুকাইতে দিয়া পরে অপর বস্ত্রগুলি এক এক করিয়া ধোয়া উচিত। বস্ত্রগুলি ধৌত করিয়া তৎক্ষণাৎ শুকাইবার জন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত, নতুবা সেগুলি কঠিন হইয়া পড়ে এবং রংও খারাপ হইয়া যায়।

ফ্ল্যানেল ইস্ত্রী খুব সতর্কতার সহিত করা উচিত। ঠিক ইস্ত্রী নহে, ইস্ত্রীর যন্ত্র দিয়া খুব ধীরে চাপ দেওয়া উচিত। একখানি ভিজা কাপড় তাহার উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিতে হইবে নতুবা উল পুড়িয়া যাইতে পারে। বরং ফ্ল্যানেলের বস্ত্র অর্দ্ধ শুকনা অবস্থাতে উপরোক্ত নিয়মে চাপ দিলে ফল ভাল হয়। যদি ইস্ত্রী করিবার সময় ফ্ল্যানেলের উপর কোনরূপ অলুষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ভিজা কাপড় দিয়া সেই অংশটী রগড়াইতে হইবে, এবং ইস্ত্রী একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

রঙ্গীন উলের বস্ত্র ধৌত করিতে হইলে উপরোক্ত নিয়ম পালন করা ব্যতীত আর একটী বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি অবলম্বন করা উচিত, অর্থাৎ রং যাহাতে নষ্ট বা ফ্যাকাসে না হইয়া পড়ে। অবশ্য গাঢ় রঙ্গের সার্জ্জ, গ্যাবার্ডীন অথবা বনাতের কাপড় ধৌত করিতে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন হয় না, কারণ এ সমস্ত বস্ত্রের রং শীঘ্র নষ্ট হয় না। সাধারণ সাবানের স্থলে সাবানের ছিলা ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। সাবানের ছিলার দ্বারা নিম্নলিখিত প্রথায় সাবানের জল প্রস্তুত করা উচিত:—

সাবানের ছিলা	৪ বাটী
জল	১ গ্যালন

প্রায় ২০-২৫ মিনিট ফুটাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে।

রেশমীকাপড়।

পশম বা উলের ন্যায় রেশমের বস্ত্র জান্তব আঁশে তৈয়ার হয়। যদিও পশমের ন্যায় রেশমের বস্ত্র কোঁচকায় না, তথাপি ঘর্ষণ বা উত্তাপ অথবা ক্ষারের সংযোগে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শুকনো অবস্থার তুলনায় ভিজা অবস্থায় মজবুত কম হয়, সুতরাং কাচিবার সময়ে অসাবধান

হইলে নষ্ট হইতে পারে। খুব সহজে ঝলসিয়া যায় বলিয়া খুব গরম জল বা ইস্ত্রীর উত্তাপ দিলে চলিবে না। অধিকন্তু ইস্ত্রী যদি খুব গরম হয় তাহা হইলে সিল্ক ফাটিয়া যাইবার অথবা শক্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ক্ষার দিলে রেশম গলিয়া যাইতে পারে, সুতরাং রেশমের বস্ত্রাদি ধৌত করিতে ক্ষার ব্যবহার করা উচিত নহে। রেশমের বস্ত্র কাচিতে হইলে জলের উত্তাপ ১১০ ডিগ্রী ফারেনহাইট অপেক্ষা অধিক গরম হওয়া উচিত নহে। একটী বৃহৎ পাত্রে জল দিয়া তাহাতে এমন ভাবে সাবানের কুচি মিশাইতে হইবে যাহাতে ভাল করিয়া ফেনা হয়। এইরূপ জলে বস্ত্রাদি ডুবাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে, কিন্তু কোনরূপ জোরে রগড়ান বা পেটা উচিত নহে। যদি বস্ত্র খুব বেশী ময়লা হয় তাহা হইলে একাধিকবার সাবানের জলে ধুইতে হইবে এবং পরে সাদা জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। রেশমী বস্ত্র যদি সাদা রঙের হয় তাহা হইলে সামান্য নীলও দিতে পারা যায়। ধীরে ধীরে নিংড়াইয়া জল বাহির করিতে হইবে। জোরে নিংড়াইলে কাপড় ছিঁড়িয়া বা নরম হইয়া যাইতে পারে; অথবা এমন ভাবে কুঁচকাইয়া যাইতে পারে যে সহজে ভাঁজ ধরিবে না। তাহার পর সাবধানতার সহিত শুকাইতে দিতে হইবে।

রেশমী বস্ত্র যদি রঙীন হয়, তাহা হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। অবস্থা ভেদে জলের উত্তাপ কম করিতে হইবে, এবং ধৌত কার্য্য শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি শুকাইতে দিতে হইবে। রঙ যদি খুব গভীর হয়, তাহা হইলে সাধারণ সাবানের স্থলে সাবানের ছিলা (soap bark) ব্যবহার করিলে ভাল হয়। যেখানে পারিপাট্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য দৃষ্ট হইবে, সেখানে শেষবার পরিষ্কার জলে রেশমী বস্ত্র ধুইবার সময় সামান্য gum arabic জলে মিশাইয়া দিলে চিকনতার উন্নতি হয়। ইস্ত্রী করিবার সময় সামান্য ভিজা থাকিলে কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। gum arabic নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হইবে

গুঁড়া gum arabic	২ চামচ
গরম জল	১ কোয়ার্ট

gum arabic এর সহিত গরম জল ভাল করিয়া মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

রেশমী বস্ত্র ইস্ত্রী

রেশমী বস্ত্র খুব সহজে পুড়িয়া যাইতে পারে। একটু বেশী গরম হইলে ইস্ত্রী করিলে সাদা রেশমী বস্ত্র হরিদ্রাবর্ণের দাগ ধরিয়া যায়। সুতরাং ইস্ত্রী অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া বস্ত্রের উল্টা দিকে উপরে একখানি বস্ত্র রাখিয়া ইস্ত্রী করিলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। রেশমী বস্ত্র কিছু ভিজা থাকিলে মধ্যে মধ্যে দাগ ধরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বস্ত্র খুব বেশী ভিজা হইলে ইস্ত্রী করিলে সেগুলি শক্ত কাগজের ন্যায় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

বলা বাহুল্য, রেশম ও পশমের বস্ত্রে খুবই সতর্কতার প্রয়োজন। এমন কি সাবানের ব্যবহারের প্রতিও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা দরকার। আমাদের দেশে রিঠার প্রচলন আছে। রিঠাতে ফেনা হয়, এবং বস্ত্রাদি ধৌত কার্য্যে ফলও দেখায় খুব সন্তোষজনক। তাহা ছাড়া বাজারে Neutral Soap বলিয়া একরূপ সাবান পাওয়া যায় তাহাতে ক্ষারের অনিষ্টকারীতা পরিলক্ষিত হয় না। উক্ত সাবান বা রিঠা তপ্ত ফুটান জলে ফেলিয়া দিয়া খানিক নাড়াইলেই

ফেনা দেখা দিবে। তাহারপর রিঠাগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে উহার সহিত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া জলকে একেবারে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। এই জলেই বস্ত্রাদি ভাল করিয়া ডুবাইয়া চারিদিক হইতে ঠাসিতে হইবে। বস্ত্রগুলিকে না নিংড়াইয়া হাত দিয়া চাপিয়া জল বাহির করিতে হইবে। তাহার পর পরিষ্কার জলে ধুইতে হইবে। ইহার পরও যদি কোন বস্ত্রে ময়লা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় সাবানের জলে ধৌত করিতে হইবে। কিন্তু কখনও ৫।৭ মিনিটের অধিক সাবানের জলে কাপড়গুলিকে রাখা উচিত নহে। প্রতিবারেই সাবানের জলে ধুইয়া পুনরায় পরিষ্কার স্বচ্ছ জলে তাহাদিগকে ধৌত করা উচিত।

ড্রাই ক্লিনিং

আজকাল প্রত্যেক আধুনিক বস্ত্রধাবণশালাতে ড্রাই ক্লীনিং বা বিনা জলে ধোয়ার ব্যবস্থা আছে। জলের পরিবর্ত্তে পেট্রল (Petrol) বা বেঞ্জীন (Benzine) ব্যবহার করা হয়; কারণ এই দুইটী রাসায়নিক উপাদানে ময়লা দ্রুত দ্রবীভূত হয়, এবং বস্ত্র হইতে বাহির হইয়া যায়, অথচ বস্ত্রাদি কুঁচকাইয়া যায় না এবং রঙেরও কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

এইরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ড্রাই ক্লিনিং হয়। ১মঃ একটী নরম ব্রুশের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানটী পেট্রল কিংবা বেঞ্জীন দিয়া পরিষ্কার করা এবং ২য়ঃ পেট্রল বা বেঞ্জীনে সমস্ত বস্ত্রটী ডুবাইয়া ময়লা বাহির করা। প্রথম প্রক্রিয়ায় বস্ত্রটী একটি সমতল টেবিলের উপর বিস্তৃত করিতে হয়; তাহার পর ধীরে ধীরে ব্রুশ দিয়া পেট্রল লাগাইতে হয়। সামান্য ঘষিলেই ময়লা দূর হইয়া যায়। যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে দূর হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রুশের সাহায্যে পেট্রল দিয়া নির্দ্দিষ্ট ময়লা স্থানটী ঘষিতে হইবে। তাহা হইলে আপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অবশ্য কোন বস্ত্রের অংশ বিশেষ অপরিষ্কার বা ময়লাযুক্ত হইলে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিষ্কার করিলেই চলিবে। "মুট্যাক্স" (mutax) নামক একরূপ ব্রুশ বাজারে দেখা যায়, তাহা দ্বারা বেশ কাজ চলিতে পারে।

যদি বস্ত্রাদি রাসায়নিক পদার্থে ডুবাইয়া পরিষ্কার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের লাইনিং বাহির করিয়া ফেলা উচিত। তাহার পর বস্ত্রগুলি রগড়াইয়া ময়লা পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হইবে। ইহার পর ইস্ত্রী করিয়া আবার লাইনিং সেলাই করিয়া বসাইতে হইবে। এই উপায়ে নেকটাই, মাফলার, পুলোভার ইত্যাদি পরিষ্কৃত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের যক্ষ্মা রোগ

(ডাঃ কৃষ্ণগোপাল বসু)

স্বাস্থ্য হিসাবে আমাদের দেশ যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত দেশগুলির অপেক্ষা ন্যূনপক্ষে প্রায় শত বৎসরের পশ্চাতে রহিয়াছে, এ কথা বর্ত্তমানে দেশের স্বাস্থ্যের দিকে দৃক্‌পাত করিলে অস্বীকার করা যায় না। অন্যান্য ব্যাধির কথা দূরে রাখিয়া আমি আপাততঃ যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মধ্যে যক্ষ্মারোগের আধিক্য কেন—সে সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিব।

ইংরাজী ১৮৮২ সালে জার্ম্মাণ পণ্ডিত রবার্ট কক্ যক্ষ্মাবীজাণু আবিষ্কার করার পর হইতে বিভিন্ন দেশে যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে; এবং এই ভয়ানক ব্যাধি হইতে জনসাধারণকে কি উপায়ে রক্ষা করিয়া দেশের আর্থিক ও জনসম্পদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ১৮৮২ সালের পাঁচ বৎসর পরে ১৮৮৭ সালে সার রবার্ট ফিলিপ এডিনবরা সহরে প্রথম টিউবারকিউলোসিস ক্লিনিক গঠন করেন; উদ্দেশ্য—যক্ষ্মারোগীকে সাধারণ স্বাস্থ্যজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, চিকিৎসা করা, শুশ্রূষা করা এবং রোগকে সীমাবদ্ধ করা। ইহার পরে ১৯০৪ সালে ন্যাশন্যাল টিউবারকিউলোসিস্ এসোসিয়েসন গঠিত হয়। এইভাবে বিলাতে গত ৬০ বৎসরের সরকারের ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় রোগসংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

আমাদের পরমায়ু

কবিবর ডি এল রায়ের "ধন-ধান্যে পুষ্পে-ভরা" বাংলা দেশে "সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠের" রব আজ আর শুনা যায় না। এখন অধিকাংশ স্থানে নিবার্য্য ব্যাধিতে জীর্ণ শীর্ণ রোগক্লিষ্ট জনসাধারণ অসুস্থ, দুর্ব্বল, স্ত্রী-পুত্র পরিবার সমেত বাঙ্গলার বুকে দাঁড়াইয়া ধুকিতেছে; কৃষকেরা ক্রমশঃ রোগে নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে, চাষের শক্তি তাহাদের দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকেরা যে কত মূল্যবান সম্পদ তাহা আমরা জানিয়াও সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করি না। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতি নিবার্য্য রোগগুলি ক্রমশঃ তাহাদিগকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। গত লোক গণনায় বাঙ্গলার জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পৌণে পাঁচ কোটী—সাত কোটী নয়। অন্যান্য রোগে মৃত্যুসংখ্যা বাদ দিলে কেবলমাত্র যক্ষ্মারোগে প্রতি বৎসর বাঙ্গলাদেশে ১ লক্ষ লোক মারা যায়—আর বর্ত্তমানে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রায় ১০ লক্ষ লোক যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছে। বিলাতে গড়পড়তা লোকে ৪৩ বৎসর বাঁচে, আমরা গড়পরতা বাঁচি ২২ বৎসর।

আর স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ২টী বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রথমতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর—দ্বিতীয়তঃ নিজের উপর।

যক্ষ্মাজীবাণু

লণ্ডনে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ যক্ষ্মারোগে বেশী মারা যায়; কিন্তু আমাদের দেশে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক মারা যায় প্রায় ৪ গুণ বেশী। বাঙ্গলায় স্ত্রীলোকের যক্ষ্মাজনিতমৃত্যু সংখ্যা অধিক কেন, তাহা কয়েকটী কারণ আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে অধিকাংশ স্থলে বাল্যাবস্থায় আমাদের শরীরে যক্ষ্মাবীজাণু প্রবেশ করে, ইহা রুগ্ন পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী বা আত্মীয়স্বজন বা সহপাঠীর নিকট হইতে সংক্রামিত। যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত মাতার নিকট হইতে শতকরা ১২'৭ জন, পিতার নিকট হইতে শতকরা ৩' জন, ভগ্নির নিকট হইতে ৫'৯ জন, স্বামীর নিকট হইতে ২'৩, স্ত্রীর নিকট হইতে ৪'৩ লোক অজানিতভাবে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন।

বিবাহের পরে সঙ্কট

শৈশবে শরীরে প্রবিষ্ট যক্ষ্মাবীজাণু বাল্যকাল অবধি অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকে; কিন্তু যৌবনের পর হইতে নানা কারণ বশতঃ রোগটী প্রকাশ পায়; অবিবাহিতা অবস্থায় স্ত্রীলোকদের বিশেষ-ভাবে আক্রান্ত করিতে পারে না, কিন্তু বিবাহের পর বিশেষতঃ সন্তানাদি প্রসবের পর হইতে তাঁহাদের শরীর ক্ষয় হইতে আরম্ভ করে, ঐ অবস্থায় রোগ আত্ম প্রকাশ করে। হাসপাতালের হিসাবে দেখা গিয়াছে—বিবাহিত স্ত্রীলোক শতকরা ১৫ জন, পাঠ্যাবস্থায় বালিকারা ১'৫ জন, যক্ষ্মা রোগে ভোগেন। আরো দেখা যায় যে সব স্ত্রীলোক রুগ্ন শরীরেও প্রতি বৎসর কিম্বা ২ বৎসর অন্তর সন্তান প্রসব করেন, তাঁহাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, যৌবনে ১৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের যক্ষ্মাজনিত মৃত্যু সংখ্যা অত্যধিক—প্রতি হাজারে ৬৬ জন মারা যান্। জাতি হিসাবে মৃত্যুহার বিচার করিলে দেখা যায়—দেশীয় খৃষ্টান প্রতি হাজারে ৩'৮, মুসলমান ৩'৩, হিন্দু ২'৫, এংলো ইণ্ডিয়ান ২'২ জন মারা যান্।

পুরুষ সর্ব্ব বিষয়ে স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছে। আহারে, বিহারে, পরিচ্ছদে, সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায়, পুরুষ অধিক যত্ন পাইতে আশা করেন ও পাইয়াও থাকেন। আমাদের দেশে নারীরা তাঁহাদের স্বামী, গুরুজন, পুত্র-কন্যাদিগকে পরিতৃপ্তভাবে আহার করাইয়া তৃপ্ত হন; নিজেরা শরীরের দিকে, পরিচ্ছদের দিকে, কিম্বা আহারের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না; এবং পুরুষেরা ভুলিয়াও একবার জিজ্ঞাসা করে না। অনেক নারী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াও প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করেন না বলিয়া শেষে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুত্রকন্যা মানুষ করা, গর্ভধারণ করাতো দূরের কথা, রুগ্ন শীর্ণাবস্থায় শয্যায় শায়িতা থাকিয়া স্বামীর ও সংসারের কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছেন। রোগের যে অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য আসেন তাহার বহু পূর্ব্বে তাঁহাকে রোগে জরজরিত করিয়াছে। বাঁচিবার শেষ আশা লইয়া আত্মীয়-স্বজনকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহেন—সেরূপ অবস্থায় "শিবের অসাধ্য।" রোগের প্রথম অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অনেক রোগী ভাল হইয়াছেন।

প্রধান কারণ

স্ত্রীলোকের মধ্যে যক্ষ্মা বিস্তারের প্রধান কারণগুলি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বাল্য-বিবাহ, অধিক সংখ্যায় সন্তানাদি প্রসব, অপরিমিত আহার, বহুলোক একত্র বাস, পোষাক পরিচ্ছদের আধিক্য, প্রথমাবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি রোগ অবহেলা প্রভৃতি কারণগুলি বিদ্যমান। পল্লীরমণীর নীরোগ সুস্থ দেহ দেখিয়া সহরে রুগ্না বিলাসিনী নারী হিংসা করেন। স্কুল কলেজে শিক্ষিতা বালিকা যেন মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িতেছেন—তাঁহাদের স্বাস্থ্য নাই, ফুসফুসের টন্‌সিলের প্রভৃতির রোগ প্রায় দেখা যায়, ক্রমশঃ দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িতেছেন; সাংসারিক কাজকর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীনা বা করিবার শক্তি নাই, বিবাহের অযোগ্য, এমন কি মাতা হইবার দাবী করারও সামর্থ্য হারাইতেছেন।

ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের যেমন সাঁওতালী খাসিয়া ওঁরাও, মারাঠি, পাঞ্জাবী, গুজরাটী প্রভৃতি মেয়েদের সহিত আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যের তুলনা করিতে গেলে আমরা নিজেরাই লজ্জিত হইয়া পড়ি। ইউরোপের প্রত্যেক দেশে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক নারীকে শরীর চর্চ্চা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে পুরুষ এবং নারী উভয়েই দৈহিক বলে ও মানসিক শক্তিতে উভয়ের সমকক্ষ হইতে পারে। দৈহিক বলের চর্চ্চার সহিত মানসিক শক্তির উৎকর্ষতা লাভ করার ফলে দেশের আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অকর্ম্মণ্য, রুগ্না, যক্ষ্মারোগগ্রস্তা স্ত্রীলোক দেশের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কত পুত্রবতী যক্ষ্মারোগগ্রস্তা মাতা অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া সংসারের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা কয়জনে সন্ধান রাখেন। দেশের, জাতির ও সংসারের মঙ্গল দেখিতে হইলে আমাদিগকে নারীদের শরীর গঠন ও সর্ব্বতোভাবে শরীর রক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিতে হইবে; যাহাতে তাঁহারা রোগশূন্য হন, যাহাতে তাঁহারা সুস্থ বলবান সন্তানের মাতা হন, যাহাতে তাঁহারা জাতীয় উন্নতির অগ্রণী হন, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

এক পয়সার কর্পূর কিনে শিশিতে জল দিয়ে রাখতে হয়। পেট খারাপে বড় কাজে লাগে। ঐ সঙ্গে একটু পিপারমেণ্ট দিলে, বা এক পয়সার পিপারমেণ্ট কিনে আর একটা শিশিতে তার জল করে রাখলে আরো ভালো। পেটের অসুখে এই দুইটী মিশিয়ে খেলে খুব কাজে লাগে।

চূণের জল বদহজমের পক্ষে বড়ই উপকারী, শিশিতে সংগ্রহ ক'রে রাখতে হয়।

যোয়ান সর্ব্বদা ঘরে রাখতে হয়। পেটের ব্যথায় যোয়ান একটু নূন দিয়ে খেলে খুব কাজ দেয়।

বিট নূন আর একটী হজমী জিনিষ। দুর্গন্ধ বলে অনেকে পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু তা'তে এর গুণ যায় না। ছোট শিশিতে বিটনূন গুঁড়ো করে রাখতে হয়। দরকার মত যোয়ানের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াও চলে। নেবুর রসে বিটনূন খেলে পেট ফাঁপার পক্ষে বড় উপকারী।

হজ্‌মীগুলি

সোডাবাইকার্ব্ব, বেণের দোকানে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বিটনূন, সোডা, যোয়ান ও পিপারমেণ্ট পরিমাণ মত নিয়ে গুঁড়ো করে রাখলে অতি উৎকৃষ্ট হজমী চূর্ণ তৈরী হয়। নেবুর রস দিয়ে বেটে তাতে যোয়ান, বিট নূন মিশিয়ে গুলি তৈরী করলে দিব্যি হজ্‌মী গুলি হ'বে।

আলুই

ছোট ছেলেদের "আলুই" খাওয়ানো খুব ভাল। ঘরে কালমেঘ, যোয়ান মৌরি অনেক সময় তাতে হিং দিয়ে কাঠির মত করে রাখলে অনেক দিন থাকে। খরচ নিতান্তই সামান্য।

মুখে দুর্গন্ধ

জ্বরের সময় (বা অন্য সময়েও) সকালে উঠে মুখ খারাপ হয়ে থাকে। জলে এক ফোটা কার্ব্বলিক এসিড আর কষ্টীক মিশিয়ে সুন্দর mouth wash তৈরী হয়।

ঘায়ের মলম

বোরিক পাউডার আর ভেসেলিন মিশিয়ে রেখে দিলে কাটা বা থেৎলানোতে অনেক কাজে লাগবে। এক শিশি ভেসেলিন ৶০, বোরিক পাউডার ⁄০, এই চার আনায় বছর চলে যাবে।

চোখ উঠা

চোখ্ উঠায় শুধু গোলাপ জল না দিয়ে তারি সঙ্গে একটু বোরিক লোসন মিশিয়ে নেওয়া উচিত। তাতে কাজ চট্ করে হবে।

সর্দ্দি কাশিতে তুলসীপাতা

তুলসীগাছ একটা বড় উপকারী গাছ। আমাদের দেশে খোলা জায়গায় তুলসীগাছের বন হয়ে থাকে; খাস কলকাতা সহরে টবে বা তুলসীমঞ্চে এত তেজ হবে না। তবু প্রত্যেক বাড়ীতে যথাসম্ভব রাখা উচিত। সাধারণ সর্দ্দিকাসিতে তুলসী পাতার রস, আদার রসের বা মধুর সঙ্গে উপকারী। জ্বর হলে একটু পিপুল চূর্ণ (পিপুল বেনের দোকানে এক পয়সায় অনেক গুলো পাওয়া যায়) মধু দিয়ে মেড়ে তাতে তুলসীপাতার রস দিয়ে খেলে খুব উপকার পাওয়া যায়। সাধারণ সর্দ্দি জ্বর তাতেই ভাল হয়।

দাঁতের মাজন

বেনের দোকান থেকে এক পয়সার খড়ি, এক পয়সার পিপারমেণ্ট, আধ পয়সার ফট্‌কিরি, আধ পয়সার কর্পূর বেশ করে গুড়িয়ে মিশিয়ে পাৎলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলে সুন্দর দাঁতের মাজন তৈরী হয়। তিন পয়সায় মাস খানেক বেশ চলে যাবে।

বুকে সর্দ্দা কাশী উঠাইবার অব্যর্থ পাচন

১। গুল্ বনপ্‌সা (কাশ্মিরী) ১ তোলা
২। সঁওফ বা মৌরী ১½ তোলা
৩। মুলেঠী বা যষ্টি মধু ৫ পয়সা।
৪। মনাক্কা ২৪ দানা
৫। উন্নাভ্ (বেলায়েতী) ১২ দানা

সব জিনিষগুলি বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া ধুইয়া /।॰ সের জলে চড়াইয়া ৵॰ ছটাক থাকিতে নামাইবে। দিনে ২ বার ঈষৎ গরম গরম খাইবে।

চিৎপুর রোডের বড় মস্‌জিদ বা জ্যাকেরিয়া মস্‌জিদের সামনে যে হেকিমী ঔষধের দোকানগুলি আছে সেইখানে এই সব মসলা পাওয়া যায়। আমরা বহু রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং নিজেদের বাড়ীতেও বহুবার এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, সব জায়গাতেই অব্যর্থ ফল পাইয়াছি। এই পাচন গরম গরম চায়ের ন্যায় খাইতে হয়; খাইতেও বেশ সুস্বাদু।

কুকুরে কামড়াইবার ঔষধ

খেপা কুকুরে কিংবা খেপা শৃগালে কামড়াইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহারে কোন আশঙ্কা থাকে না; এই ঔষধ খাওয়াইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যায়

যেদিন কুকুরে কামড়াইবে তার তিন দিন পরে তিনটি মাছি মারিয়া ঢেলা গুড়ের তিনটি বড়ি করিয়া এক একটা বড়ির ভিতর এক একটি মাছি পুরিয়া রোগীকে তিন দিন সকালে খালিপেটে খাওয়াইয়া রুক্ষ স্নান করাইতে হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতে কোন আশঙ্কা থাকিবে না। ইহা বহু পরীক্ষিত।

বাতের ঔষধ

বাঘের চর্ব্বি দ্বারা মানবের ভীষণ বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়, এবং শরীরের যাবতীয় বেদনার পক্ষে ইহা পরম উপকারী। চর্ব্বি হইতে তৈল বাহির করিয়া বেদনার স্থানে তৈল ঈষৎ গরম করিয়া উত্তম রূপে মালিস করিতে হয়।

ফরিদপুর বণিক-সম্মিলনীর সভায় শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকারের অভিভাষণ

আপনাদের এ আয়োজনকে আমি সমগ্র বাঙ্গলা মফঃস্বলের ব্যবসায়ীগণের আত্মচেতনার এক বিশেষ আশাপ্রদ সূচনা বলিয়া মনে করি। সুদূর অতীতে বাঙ্গলার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেশেবিদেশে—এমন কি দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিয়াও একদা যে বাণিজ্য-সমৃদ্ধি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এখন কেবল মাত্র ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় পরিণত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে তাঁহাদের ব্যবসায়িক উদ্যম ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমানে এমন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে যে অতীত গৌরবের তুলনায় আজ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যবসানুষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থাকে পরম মর্ম্মন্তুদ বলিয়া মনে হয়। কলকারখানার আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠার পরে উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বাণিজ্য সম্পর্কে যে আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, তাহার ঢেউ বাঙ্গলায়ও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার কতটুকু সুবিধা আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি? বাঙ্গলার প্রধান শিল্প—চটকল, চা-বাগান, কয়লার খনি—আমরা যে দিকেই তাকাই না কেন—প্রথমাবস্থায় তাহার সমস্তই বিদেশীয়গণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই বিদেশীয়গণের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলার সমগ্র শিল্প সম্পদের তুলনায় তাহা অতি সামান্য মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থা আরও হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এস্থলে কেবল ইংরেজ বণিক নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণও ক্রমশঃ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ সেখানে কোনও কোনও বিষয়ে প্রধান ব্যবসায়ী হইলেও সকল প্রকার ব্যবসা প্রধানতঃ দেশবাসীর হাতে। কেবল মাত্র বাঙ্গলায় ইংরেজগণ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বার আগলাইয়া বসিয়াছে এবং দেশবাসীর পক্ষে অনেকস্থলে পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙ্গালীর ঔদাসীন্য

আমাদের ঔদাসীন্য এবং অনুদ্যমের ফলে আমাদের নিজের ঘরে কেবল ইংরেজ নয়,

গত ১৯শে আগষ্ট ফরিদপুর বণিক সম্মিলনীর সভার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার নিম্নলিখিত সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন।

অ-বাঙ্গালীও ব্যবসা বিস্তার করিয়া ধনাগমের সুবিধা করিয়া লইয়াছে। অর্থাগমের দিক দিয়া দেখিলে পাটের ব্যবসা বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহার অন্তর্বাণিজ্য, বিদেশী রপ্তানী এবং যান্ত্রিক উপায়ে বস্ত্রাদি প্রস্তুতকরণ সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর স্থান আজ অতি সঙ্কীর্ণ। যে অন্তর্বাণিজ্যে বাঙ্গালী তথাপি যৎকিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কলিকাতায় হাটখোলা অঞ্চলে যে সকল সমৃদ্ধ পাট ব্যবসায়ীগণের নাম সুপরিচিত ছিল, তাঁহাদের সংখ্যা ইদানীং একেবারে মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালী পাট ব্যবসায়ী বলিলে অতঃপর ফড়িয়া, ব্যাপারী এবং কতিপয় আড়তদার মাত্র বুঝাইবে।

লবণ ও চামড়ার ব্যবসা

বাঙ্গালীর লবণ এবং চামড়ার ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে অ-বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গলার ধান চালের ব্যবসাও ক্রমশঃ বাঙ্গালীর হাত হইতে সরিয়া মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণের হাতে পড়িয়াছে। কয়লার ব্যবসায়েও এখন বাঙ্গালীর স্থান আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলায় উৎপন্ন চা ফসলের বিক্রয় ব্যবস্থা করিতেছে কতিপয় ইংরেজ ব্যবসায়ী। চা-এর উৎপাদন কার্য্যও মুখ্যতঃ ইংরেজ ব্যবসায়ীর হাতে। বাঙ্গালী যাহা করিতেছেন, ইংরেজের তুলনায় তাহা অতি সামান্য মাত্র। যে ব্যাঙ্ক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান সহায়, বাঙ্গলায় তাহা আজ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ এবং বিদেশী পরিচালিত। ইংরেজ নতুবা অ-বাঙ্গালী কোম্পানী বঙ্গদেশে জীবনবীমা ব্যবসায়ের একচ্ছত্র অধিকারী ছিল। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী এই ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। অন্যান্য পণ্য সম্ভারের আদান প্রদান সম্পর্কে যোগাযোগ করিবার যে দালালী ব্যবসায়, যাহা পূর্ব্বে বাঙ্গালীরই হাতে ছিল, আজ তাহা ইংরেজ এবং অ-বাঙ্গালীর প্রায় একচেটিয়া। একচেঞ্জ, লবণ পাট, শস্য প্রভৃতির দালালগণের মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান শূন্য-প্রায়। বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে আমদানী এবং সেই সকল দেশের রপ্তানীর পরিমাণ বিপুল কিন্তু আমদানী রপ্তানী ব্যবসায় প্রায় সকল স্থলেই ইংরেজের আয়ত্তাধীন। অ-বাঙ্গালীও অনেকে সে স্থান অধিকার করিয়াছেন। এক্ষেত্রে বাঙ্গালী একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এইরূপে শিল্প বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী যে পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল

বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর এই দুর্গতি একদিনে সংঘটিত হয় নাই। ইহার ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারী এবং ভূ-সম্পত্তির প্রতি বাঙ্গালীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া ইহার একটি প্রধান কারণ। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়া কেবল ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভূ-স্বত্বের স্থিতিশীলতা ও নিরাপদ অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনে এতদিন যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল তাহাই ইহার মূল কারণ। ইহার ফলে স্বভাবতঃই বাঙ্গলার অধিবাসী ব্যবসা শিল্পের প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা-মূলক অর্থ উপার্জ্জনের পথ সুগম হইল এবং

উহা দ্বারা সমাজের উচ্চস্তরে উঠিবার উপায়ও হইল। ভূ-সম্পত্তির মালিক ধনে মানে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন লোকের কাছে ইহাই স্বাভাবিক মনে হইত। ফলে যে যে প্রকারেই অর্থ সঞ্চয় করুক না কেন, সঞ্চিত অর্থ ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জনেই নিয়োজিত হইল। ব্যবসায়ীর লাভ, জমিদারীর লভ্যাংশ, চাকুরীজীবির উদ্বৃত্ত ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইল না; ব্যবসা পরিচালনের ফলে লেন-দেন সম্পর্কে যে সকল পদ্ধতি এবং সুবিধা সুযোগের সৃষ্টি হয়, বাঙ্গলা দেশে তাহাও হইল না। সে আজ বহু কালের কথা নয়। প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর অনন্যসাধারণ ব্যবসায়ী বলিয়াই

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবসায় দ্বারা অর্জ্জিত বিপুল অর্থ ভূ-সম্পত্তি সঞ্চয়ে নিয়োজিত হইল। তাঁহার বংশ-ধরেরা জমিদার হইলেন, ব্যবসা করিলেন না। সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রাণকৃষ্ণ লাহার গদি আজও বর্ত্তমান, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ আজ প্রধানতঃ জমিদার এবং বিদ্বান বলিয়াই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের কারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি ত' হয়ই নাই, বরং সঙ্কোচ লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের সঞ্চিত অতুল অর্থরাজী শিল্প বাণিজ্যে ব্যবহৃত না

হইয়া কলিকাতা সহরে বহু সংখ্যক ইমারত অট্টালিকার সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতায় অনেক স্বনামখ্যাত পরিবার আছেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বিদেশী কোম্পানীগণের মৎসুদ্দি থাকিয়া প্রভূত অর্থ এবং খ্যাতি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ আজ হয় জমিদার, নয় উকিল, ব্যারিষ্টার হইয়া ব্যবসা শিল্পের পথ ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হাটখোলার স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পুত্র স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যদি তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয় সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় হইত না। আমার উদাহরণের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, হীরেন্দ্র নাথ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং বিদ্যা সম্ভারে বাঙ্গলার জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারেন এমন ব্যক্তি আজ বিরল। এই জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করা যে প্রয়োজনীয় তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলার মেধাবী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ ব্যবসা শিল্পের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গলার আজ এই দুরবস্থা। মফঃস্বলের অবস্থাও তদনুরূপ। ভাগ্যকুলের রায় এবং লৌহজঙ্গের পাল চৌধুরী পরিবার বাঙ্গলার অন্তর্বাণিজ্য বহু পরিমাণে আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহারা জমিদারী এবং জমিদারীতে লগ্নী কারবারের জন্য খ্যাত।

দৃষ্টান্তগুলি আপনাদের নিকট আমি এই সম্পর্কে উল্লেখ করিলাম যে, কিছুদিন হইতেই

বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ যে ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, এমন কি ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগের দিনেও বাঙ্গালী সে পথ উৎসাহ এবং উদ্যম সহকারে অনুসরণ করেন নাই।

ভূসম্পত্তির স্থিতিশীলতা এবং লাভ এতকাল সমস্ত বাঙ্গালীকে এমনি করিয়া কেবল জমি জমা খরিদ করিবার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে, আর সেই সুযোগে বাঙ্গলার ব্যবসা ভিন্ন প্রদেশের আগন্তুক উদ্যোগী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

তারপর বাঙ্গলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, ভূসম্পত্তিতে লাভের হ্রাস, ব্যবসা মন্দার দরুণ কৃষি বিপর্য্যয় ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালীর ভূ-সম্পত্তির মোহ যখন কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখন আমরা দেখিতেছি যে বাঙ্গলায় শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইংরেজ এবং ভারতের ভিন্ন প্রদেশবাসীগণ এমনি বিস্তৃত বনিয়াদের উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে যে সেখানে আমাদের কোনও স্থান অধিকার করিয়া লওয়া এখন অত্যন্ত আয়াস সাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালীকে ইহার পর প্রাণপণ শক্তিতে এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, নতুবা তাহার আত্মরক্ষার উপায় থাকিবে না। এই নব জাগরণের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ শিল্প কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গালীর পক্ষে জীবিকার্জ্জনের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া লওয়া সহসা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে বিদেশী এবং দেশী কারখানার উৎকট প্রতিযোগিতা বাঙ্গালীর প্রচেষ্টার উপর গুরুভার চাপাইয়া রাখিয়াছে। অনেক ঐকান্তিকতা তদতিরিক্ত সাধনা এবং সমবেত চেষ্টা দ্বারা সফল হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঙ্গলার আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিলে বাঙ্গালী এখনও তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে। বাঙ্গলায় যাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী সম্প্রদায় উদ্যোগী হইলে এই প্রকার ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আমার ধারণা। এই আভ্যন্তরীণ ব্যবসার ক্ষেত্র যে কত বড় তাহা আমরা অনেকে জানিও না। ভারতের বহির্বাণিজ্য অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনেক পরিমাণে বেশী এবং বহু লোকে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন।

বাঙ্গালীর বিমুখতা

কিন্তু এই বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অর্থ ইহা নয় যে, বাঙ্গালীর পক্ষে বহির্বাণিজ্যে মন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি কেবল কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। কিন্তু সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে শিল্প, বহির্বাণিজ্য বা আভ্যন্তরীণ ব্যবসা, সকল ক্ষেত্রেই যে বাঙ্গালীর সুযোগ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সুযোগের সঙ্কীর্ণতার জন্যই সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টার আবশ্যক। আজ এই পরিবর্ত্তনের সূচনা কালে বাঙ্গালীর শিল্পবাণিজ্যে কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহার বিমুখতা আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবং সে বিমুখতা যে বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংসের দিকেই লইয়া যাইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি এখন আপনাদিগকে ব্যবসাশিল্পে বাঙ্গালীর হীনাবস্থা ইদানীং কিরূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি।

আদম সুমারীর হিসাব

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আদমসুমারীতে জীবিকার্জ্জনের উপায় অনুসারে বাঙ্গলার অধিবাসীগণের যে

সংখ্যা বিভাগ করা হইয়াছে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অনুরূপ সংখ্যাপাতের সহিত তাহার বৈষম্য লক্ষ্য করিলে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি করিবে। আমি মাত্র কয়েকটি সংখ্যার উল্লেখ করিতেছি।

(শতকরা হিসাব)

	১৯২১	১৯৩১
কৃষি এবং পশুপালন	৭১'৯২	৬৮'৩৪
খনিজ ধাতুসংগ্রহ	•'৪১	•'২৯
শিল্প প্রতিষ্ঠান	১০'০০	৮'৮০
যান বাহন	২'২২	১'৯৩
ব্যবসা বাণিজ্য	৫'৯১	৬'৪৩
ভৃত্যোচিত কার্য্য	২'৭৪	৫'৫৮
বিশেষ কোন জীবিকার্জ্জন ব্যবস্থার অভাব	২'৮০	৪'৩২

মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় জীবিকার্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর অবস্থার কিরূপ দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে তাহা উপলব্ধ হইবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় ব্যবসায়ীগণের যে সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাও সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ করিলে নিরুৎসাহ হইতে হয়। এবিষয়ে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতেই বিবৃত হইয়াছে যে, যে যে ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার অধিকাংশ অ-প্রধান। বস্তুতঃ পাটব্যবসায়ীগণের মধ্যে ১৯২১ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৮,৮৬০ হইতে ৩৮৮০ এ সংখ্যা হ্রাস ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবসা মন্দা এই সংখ্যাহ্রাসের অন্যতম কারণ হইলেও একথা সত্য যে ইহা বাঙ্গালীর পাট-ব্যবসা হইতে স্থানচ্যুতির পরিচায়ক। উক্ত আদমসুমারীতে বাঙ্গলায় কুটীরশিল্পগুলি কিরূপে ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে তাহা বিবৃত বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গলার রেশম, শিল্প, চট, সতরঞ্চি বয়ন প্রভৃতি এখন সংশয়াপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

যৌবনরক্ষক ও আয়ুর্বর্দ্ধক

ব্রাহ্মীশাক

জগতের লোকমাত্রেই চিরযৌবন ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে অল্পাধিক পরিমাণে চিরকালই উৎসুক। এজন্য দেশে দেশে কত ঔষধ, কত প্রক্রিয়ারই না তত্ত্বানুসন্ধান হইয়া আসিতেছে! আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যজগতে উহার বহু গবেষণা চলিতেছে এবং নানাজনে নানাতত্ত্বের আবিষ্কারবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। ভারতীয় আর্য্য ঋষিরা তাঁহাদের যোগলব্ধ কত কি অলৌকিক তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত বংশধরদের অনেকেরই উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। তাই তাঁহারা আপন ঘরে রতন রেখে, বাইরে ঘোরেন কাচ কুড়োতে। ঋষিরচিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঐরূপ বহু তত্ত্বরূপ রত্ন নিহিত থাকিলেও, আমরা তাহা চিনিতে পারি না। বিদেশীয়েরা কখন কখন কোনটি চিনাইয়া দিলে, তবে আমরা চিনিয়া থাকি, আর তখন কেহ কেহ বাহাদুরী করিয়া বলেন যে "এতো আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।"

আমাদের দেশজাত ব্রাহ্মীশাককে অনেকেই চিনেন, উহা কোন অসাধারণ বস্তু নহে। কিন্তু ঐ সামান্য সামগ্রীতে যে কি অসাধারণ গুণ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ঋষিরা আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়া থাকিলেও, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে কয়জনে তাহা অবগত আছেন? কিছুকাল হইল, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দেশে উহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইয়া, উহার অসাধারণ গুণের কথা যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা এ দেশের অনেকে জানিতে পারেন। আমরাও ঐ গবেষনার ফল আমাদের কাগজে প্রকাশিত করিয়া তৎসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম।

সম্প্রতি "অমৃতবাজার পত্রিকায়" কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় এম-এস-সি, কবিশেখর মহাশয় ব্রাহ্মীশাকের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণের বিষয় যে আলোচনা করিয়াছেন, আমরা তাহারই সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম—

ব্রাহ্মী একটি বিশিষ্ট স্নায়ুপুষ্টিকারক শাক; ইহার পত্র মূত্রকারক ও স্মারক। দুর্দ্দম্য মলবদ্ধতাসহ মূত্ররোধ ঘটিলে উহা বিশেষ উপকারী। উহা

সাক্ষাৎরূপে হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজনা জন্মায় এবং দেহের সাধারণ বলবৃদ্ধি করে। স্বরনালীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া ঘটে এবং গলার স্বর ঠিক রাখে। ব্রাহ্মীকে "চড়ক" বয়স্থ অর্থাৎ যৌবন-রক্ষক বলিয়াছেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জনন যন্ত্র সতেজ ও সুস্থ রাখার গুণ ইহাতে আছে এবং তাহাতে জাত সন্তান সুস্থ হয়। স্মৃতিশক্তি বৰ্দ্ধন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ করার শক্তিও উহার আছে। ব্রাহ্মীকে "আয়ুস্ত" অর্থাৎ দীর্ঘায়ু-কারক বলা হইয়াছে। এই সকল গুণের জন্য উহাকে "রসায়ন" বা যৌবনস্থাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাতে শুধু দীর্ঘজীবন প্রদান করে না, উহা সুস্থ ও সবল জীবন দান করে।

ব্যবহারের প্রণালী

দুগ্ধের সহিত দুইতোলা (এক আউন্স) টাট্‌কা ব্রাহ্মীরস সেবনীয়। যখনই ব্রাহ্মী সেবন করিতে হয়, তখনই প্রচুর দুগ্ধ সেবন বিধেয়। টাট্‌কা রসের পরিবর্ত্তে চূর্ণও ব্যবহৃত হইতে পারে। চূর্ণ প্রস্তুত করিতে ব্রাহ্মীর পত্রগুলি ছায়াতে ও বাতাসে শুকাইয়া চূর্ণ করিতে হয় এবং ভাল কর্কযুক্ত শিশিতে রাখিয়া দিতে হয়; ব্যবহারের মাত্রা পাঁচ হইতে দশ গ্রেণ।

ব্রাহ্মী, বচ, হরিতকী ও পিপুলের সমভাগ চূর্ণ মধুযোগে যক্ষ্মারোগে ও স্বরভঙ্গে দেওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রাহ্মীঘৃত স্বরভঙ্গের অমোঘ ঔষধ। উহা যে কোন গলরোগ ও স্মৃতিক্ষীণতায় উপকারী।

উপসংহারে আবার আমরা আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রাহ্মীশাকের গুণাগুণের উল্লেখ করিলাম, যথা—

"ব্রাহ্মী স্মারক, শীতবীর্য্য, তিক্ত, কষায়, মধুর রস, লঘু, **মেধাজনক**, স্পর্শে শীতল, মধুর বিপাক, **আয়ুষ্কর, রসায়ন**, স্বরবৰ্দ্ধক, **স্মৃতিপ্রদ**, এবং কুষ্ঠ, **পাণ্ডু, মেহ**, ও **রক্তদোষ** নাশক।"

পূজার বাজার

বৎসরান্তে বাংলায় আবার শারদীয়োৎসব সমাগত। সারা বৎসর ধরিয়া যাহারা সুখ দুঃখ এবং আশা নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের প্রাণে এই পূজার আগমনীর সুর এক নূতন আনন্দ দিয়াছে। বাংলায় বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব আসিয়া পড়িয়াছে তাই পূজার বাজারেও সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজের বড়দিন এবং মুসলমানের ঈদের ন্যায় বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব এক বিরাট ব্যাপার। অতি বড় দুঃখী গরীবও আজ নব বস্ত্র পরিবে, সন্তান সন্ততিকে নূতন নূতন সাজ পোষাকে সজ্জিত করিবে এবং মহালয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পূজার কয়দিন আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া ষোড়ষোপচারে ভূরিভোজন করিবে। পূজার কয়দিন বাংলার আকাশে বাতাসে আগমনীর সুর চারিদিকে যেমন আনন্দের বারতা ছড়াইয়া দিবে, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহেও তেমনি দীয়তাং ভোজ্যতাং রব উঠিবে। তাই দোকানী পশারী এই কয় দিনে সারা বছরের উপার্জ্জন করিবার আশায় আপন আপন দোকান পাট নানারূপ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিতেছে। কাপড়, জামা, জুতা, ছাতা, সেমিজ, ফ্রক্, আয়না, চিরুণী, সাবান, এসেন্স, সুটকেস ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মানবের আরাম, আনন্দ এবং নিত্য ব্যবহারের যত রকমের দ্রব্য সামগ্রী কল্পনা করা যায় প্রত্যেক দোকানী পশারী সেই সকল দ্রব্য সম্ভারে আপন আপন দোকান সুসজ্জিত করিয়া খরিদ্দারের আশায় বসিয়া আছে।

আজ এই পূজার বাজারের প্রারম্ভে প্রত্যেক বাঙ্গালীকে বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। কবি গাহিয়াছেন—

"পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে"

এই পূজার বাজারে বাঙ্গালী অন্ততঃ কয়েক কোটী টাকার জিনিষ খরিদ করিবে। ঘি, ময়দা, আটা, চিনি, মিষ্টান্নাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পোষাক পরিচ্ছদাদির বাবদ বাংলার প্রতি গৃহে মাথা প্রতি একটি টাকা খরচ ধরিলেও এই পূজার বাজারে বাঙ্গালী যে কয়েক কোটী টাকার জিনিষ খরিদ করিবে ইহাতে আর একটুও সন্দেহের অবসর থাকে না। এই টাকাটা যদি বাঙ্গালী দোকানী ও পশারীর নিকট হইতে বাঙ্গালীরা খরিদ করেন তবে বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে আজ যে হাহাকার উঠিয়াছে তাহার যে কিছু লাঘব হইবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? পূজার বাজার করিবার সময় মনে রাখিবেন যে, যে টাকাটী পকেট হইতে বাহির করিয়া খরচ করিবেন,

তাহা যদি অবাঙ্গালীর দোকানে দেন তবে বাঙ্গলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে ঠিক সেই পরিমাণ নিঃস্ব করিবেন। আর যে টাকাটা আপনার জাতভাইয়ের দোকানে নিজের জাতির কারখানা-জাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয় করিবেন, তাহার ষোল আনাই বাঙ্গলাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করিবে।

বাঙ্গালীকে যদি বাঙ্গালী রক্ষা না করে তবে কে তাহার দুঃখ মোচন করিবে? এ যাবতকাল বাঙ্গালী ঘর কাঁদাইয়া পর হাসাইয়াছে, তাই তাহার গৃহে গৃহে আজ দুঃখ এবং দারিদ্র্য পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত বাংলা দেশটাকে কালো মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী পাইয়াও এবং উকীলের চোগাচাপ্‌কান ও সাম্‌লা পরিয়া বাঙ্গালী ১৫।২০ টাকা মাহিনায় মাড়োয়ারীর গদিতে কলম পিষিতেছে এবং উকীলের চিঠি লিখিয়া দিতেছে। ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন চলিতেছে, মা বোন্‌ অর্দ্ধাশনে অথবা উপবাসে দিন কাটাইতেছে, আর শিক্ষিত, অক্ষম, বাঙ্গালী বিশ্বপ্রেমের বচন আওড়াইয়া জগতের কাছে হাস্যাস্পদ হইতেছে। আজ একবার বাঙ্গালী জাতিকে আত্মস্থ হইতে বলি। আজ একবার বাঙ্গালীকে সংঘবদ্ধ হইয়া বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করি। দুঃখ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, অযুত বেকার বাহিনীর হাহাকারে পরিপূর্ণ, বাঙ্গলার এই মহাশ্মশানে আজ জগজ্জননী প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—তুমি যদি বাঙ্গালী হও, তবে বাঙ্গালীকে আজ রক্ষা কর। ইহার জন্য চাঁদা দিতে হইবে না, ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া দ্বারে দ্বারে তীর্থ কাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না, অতি ছোট একটা কাজ করিতে হইবে—সে এই যে, বাজারে বাহির হইয়া জিনিষ কিনিবার সময় বাংলার অন্তঃপুরে যে সকল অসূর্য্যম্পশ্যা বাঙ্গালী মেয়ে দুঃখে কষ্টে লজ্জা নিবারণের যথেষ্ট বস্ত্র পাইতেছেনা অর্দ্ধাশনে এবং অনশনে দিন কাটাইতেছে, তাহাদের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং বিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালীর দোকানে বাঙ্গালীর শ্রম-জাত জিনিষ পাইতে কদাচ অন্য কোনও দোকানে ঢুকিবে না এবং অন্য দেশের জিনিষও কিনিবে না। শুধু এই সত্য গ্রহণ করিলে অচিরকাল মধ্যেই বাংলা দেশের নষ্টশ্রী ফিরিয়া আসিবে ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী "সঙ্কল্প" "বাংলায় বাঙ্গালীর বিপত্তি" নামক যে সুচিন্তিত এবং সুলিখিত একটী প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন আমরা তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং পরিশেষে কোথায় কি স্বদেশী জিনিষ পাওয়া যায় তাহারও একটী বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

বাংলায় বাঙ্গালীর বিপত্তি

বাংলার এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে? অন্যের উপর দোষ চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পার—বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলিয়া যশঃ অর্জ্জন করিতে পার; কিন্তু একবার ভাবিয়াছ কি এ দোষের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী কিনা? আমাদের আলস্যের ও ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহে শনি প্রবেশ করিয়াছে। তুমি পরিশ্রমে কাতর হইয়া চাকুরীর উমেদারীতে দিন কাটাইয়াছ—কর্ম্মঠ,

শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী জাতি আসিয়া তোমার ব্যবসায় কাড়িয়া লইয়াছে। তুমি বিত্তালয়ের দেব দেউলে বীণাপাণির ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছ—বিদেশী বণিক আসিয়া তোমার মা ও ভগ্নীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র যোগাইয়াছে। ইহা কি বাঙ্গালীর পক্ষে কম লজ্জার কথা!

সুখের বিষয়, বহু চিন্তাশীল মনীষীর প্রতিভা-বলে বাংলায় মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বঙ্গলক্ষ্মী ভিন্ন আরও কয়েকটি মিলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। ইতিমধ্যে বঙ্গেশ্বরী, মহালক্ষ্মী, লক্ষ্মী-নারায়ণ মিলেও বস্ত্র বয়ন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সমস্ত মিলের বস্ত্র কোন বিদেশী মিল হইতে নিকৃষ্ট নহে। এই বহুদিনের এবং বহু শ্রমলব্ধ কৃচ্ছ্র সাধনার ফল বাংলার এই মিলগুলিকে তুমি বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে?

বাংলার অর্থের প্রতি জগতের শ্যেন দৃষ্টি হইতে যদি আজ বাংলাকে রক্ষা করিতে না পার তাহা হইলে জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। বিদেশীর সঙ্ঘ-বদ্ধ ষড়যন্ত্র হইতে আমরা নিজেদের শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যদি সঙ্ঘ-বদ্ধ না হই তাহা হইলে বাংলার শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য্য।

বাঙ্গালী, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তোমায় চড়াহারে টাকা ধার দেয় কাবুলি—তোমার বাংলা হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকারও অধিক শাল ও গায়ের কাপড় প্রভৃতি বেচিয়া লইয়া যায় পাঞ্জাবী—তোমার লজ্জা নিবারণের পোনের আনা বস্ত্র যোগায় বিদেশী——লেনদেনের বড় কারবার করে মাড়োয়াড়ী—তোমার ঘরে মুটে-

গিরি করে হিন্দুস্থানী—কলমেরামত করে উড়িয়া—পায়খানা পরিষ্কার করে বেহার ও যুক্ত প্রদেশের মেথর—কাঠ চেরে কচ্ছি করাতি। বড় বড় কনট্রাক্টের ঠিকা কাজ করে পাঞ্জাবী ও কচ্ছি—নৌকা চালায় বেহারী—মোটর চালায় শিখ। তুমি বাঙ্গালী বাংলায় কি কর? ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পপরিশ্রমের ও দৈনন্দিন খুটীনাটি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে তোমার হাতের কাজ তুমি বাঙ্গালী বিদেশীকে ছাড়িয়া দিয়া আজ তুমি এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাঙ্গাল। লক্ষ লক্ষ বিদেশী বাংলায় আসিয়া বাংলার টাকা লুটিয়া ধনবান হইতেছে আর তুমি তোমার অসহায় পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লাগাইয়া সামান্য বেতনের কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ! বাংলার এই অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্যথিত হইয়া কবি বিলাপ করিতেছেন—

"সাতকোটি সন্তানেরে হে বঙ্গজননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি!"

পূজা আসিতেছে। বাংলার বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ আবার পূজার জন্য দোকান সাজাইতেছেন। আজ বাংলার এই দুর্দ্দিনে তাঁহাদিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা বাংলার শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিতে যেন কার্পণ্য না করেন। গত কয়েক বৎসর তাঁহাদের যে অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রীতি এবং জাতীয় আন্দোলনে যে অনুরাগ দেশবাসী দেখিয়াছে তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে বাংলার ব্যবসায়ীগণ একটু সচেষ্ট হইলেই লক্ষ লক্ষ নর নারী ধনে প্রাণে রক্ষা পাইবে এবং তাঁহাদের অতুল ত্যাগ ও স্বদেশ-প্রীতি আবার বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার গৃহে আবার সুখ ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিবে। বাঙ্গালীকে বিদেশী জিনিষ ক্রয় হইতে প্রতিনিবৃত্তি করিয়া স্বদেশী গ্রহণে ব্রতী করা অপেক্ষা বড় দেশসেবা আর নাই। দেশের জন্য যাঁহারা বারবার কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন তাঁহাদের এবং যাঁহারা স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাদের দেশ সেবায় কোন পার্থক্য নাই।

সহৃদয় বাংলার নরনারীর নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন জানাইয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। সকলেরই জানা আছে, প্রত্যেক সভ্য এবং স্বাধীনদেশ তাঁহাদের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির জন্য স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি মার্কিনদেশ পর্য্যন্ত এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদের শিল্প-বাণিজ্যে প্রসার ও উন্নতি করিতেছে। বাংলা কি তবুও অহেতুকী বিশ্বপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাহার শিল্প ধ্বংস করিবে? বিদেশী প্রতিযোগিতার নিষ্পেষণে এবং তাহাদের বিবিধ স্বার্থান্বেষী উপায় অবলম্বনের ফলে বাংলার কাপড়ের কলগুলি ধ্বংসমুখে পতিত। আশা করি বাংলার এই সমস্ত দুরবস্থা চিন্তা করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী এবার পূজায় বাংলার প্রস্তুত মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বঙ্গলক্ষ্মী, লক্ষ্মীনারায়ণ, বঙ্গেশ্বরী, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি মিলের কাপড় খরিদ করিয়া বাংলার পয়সা বাংলায় রাখিয়া মায়ের পূজা সার্থক করিবেন। স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী স্মরণ রাখিবেন—"বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার মিলগুলির দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া জানাইয়াছেনঃ—

"বাংলা দেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেছে, তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের ক্ষেত দিয়েচে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরচি, কার কাছে? সেই ক্ষেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর কোন উপায় নেই, তারই কাছে। বাঙলা দেশে সব চেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধন-হীনতার প্লাবন। এদেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চির-দুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এদেশের ধনের কেবলই ভাগ হয় গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম, তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহু বিস্তার ঘটিয়েচে, তাই তারা জয়ী। একদেহে তারা বহুদেহ। তাদের জনসংখ্যা মাথা গণে নয় যন্ত্রের দ্বারা আপনাকে বহুগুণিত করেচে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিরলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হ'য়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানী ঘটে, তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য্য থাকে না। প্রভুমুখ-প্রত্যাশী জীবিকার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারিনে। বড়োকে ছোট করতে চাই, একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে সব প্রবৃত্তি ভাঙন ধরাবার সহায়, সেইগুলিই প্রবল হয়, গড়ে তোলবার শক্তি কেবলি খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।
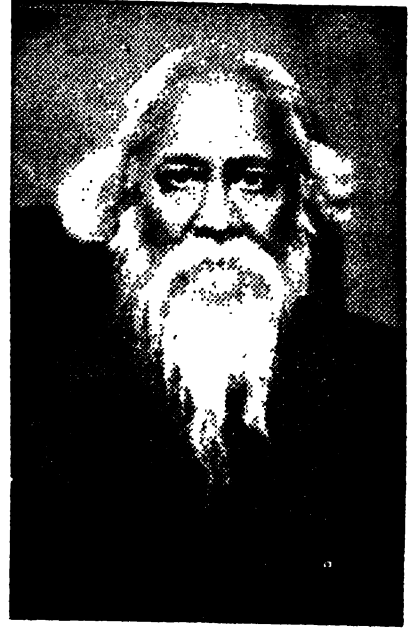
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী, তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হ'বে। মরতেই বসেচি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্র থেকে ঠেলে বাঙালীকে কেবলি কোণ-ঠাসা করচে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা কাজ ক'রে মানুষ—যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলি তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলি খাটাচ্চি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালী শুধু কৃষিজীবী, এবং

মসীজীবী ছিল না; ছিল সে যন্ত্রজীবী, মাড়াই-কল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েচে। তাঁত যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

বাঙলা দেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েচে কলম চালনায়। ঐ একটি মাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেচে আপিসের বড়বাবু হবার রাস্তায়। সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর কোন অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে, তার জন্য যারা দায়িক, তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তিভরে বলে, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।"

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরী না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত, তাকে আত্মসাৎ করাতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিকৃতে পারবো।

অশিক্ষা ও অনভ্যাসে আজ বাঙলা দেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেচে, সেই পরিমাণে আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েচি। বঙ্গবিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে কোনো উপলক্ষে পুনশ্চ ঘট্‌তে পারে। আমাদের সমর্থ হতে হবে—সক্ষম হতে হবে, মনে রাখতে হবে যে. আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মত কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়ই বাঙলা দেশে কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড় ব্যবসার বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয়নি, তাই সেগুলি চল্‌ছে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মন্থরগমনে। মন তৈরী ক'রে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাঙলা-দেশে সর্ব্বপ্রথমে যে ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ করেচে সে হলো পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয়, য়ুরোপের সে বিদ্যাই সব শেষে বাঙলা দেশে এসে পৌঁছলো। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতে খড়ি নিয়েছি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য্য জানেন কি ক'রে মার বাঁচানো যায়—সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল ক'রে নিয়েছিল। সে হলো হাতিয়ার বিদ্যার পাঠ। এই জন্যে পদে পদে হেরেচি. আমাদের কঙ্কালও বেরিয়ে পড়েচে।

যাই হোক, বাঙলা দেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার তাড়নায় বঙ্গলক্ষ্মী নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে! তার পরে দেখা দিল মোহিনী মিল, একে একে আরও কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেচে।

এদের যেমন ক'রে হোক রক্ষা করতে হবে —বাঙালীর উপর এই দায় রয়েচে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে, তা নয়, চাষের জমিও তৈরী হয়। কারখানাকে যদি বাঁচাই, তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাবো, তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গড়ে উঠবে।

বাঙলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্চে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে ব'লে যেন পণ করে। এ'কে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাস-কৃত বাঙালীর অন্ন-প্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেইজন্য বাঙালীর দুর্ব্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহ রক্ষা করতে যদি পারি, তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হ'তে পারে। সেই শক্তি নিরশন ক্ষীণতায় অবমর্দ্দিত হ'লে তাতে শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।

বাঙালীর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কি রকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্চে, বার বার সেটা আমাদের সাম্‌নে আনতে হবে। কলিকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাঙলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালী যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ ক'রে তারা বাঙালীর হাতের ও কলের জিনিষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।"

বাঙ্গলার অবশ্যম্ভাবী আসন্ন বিপদে শঙ্কিত হইয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীকে কাতরকণ্ঠে জানাইয়াছেন:—

"বিহার বিহারীদের জন্য, আসাম আসামীদের জন্য, যুক্তপ্রদেশ যুক্তপ্রদেশবাসীদের জন্য; কিন্তু বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাসবান্ বাঙ্গালী আমরা—আমাদের গৃহের দ্বার সকল প্রদেশের লোকের জন্য খুলিয়া রাখিয়াছি। প্রত্যেক অ-বাঙ্গালী কলিকাতায় অথবা বাঙ্গলার অন্যস্থানে আগমন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। অবিশ্বাসের কথা হইলেও সত্য কথা এই যে বাঙ্গালী তাহার নিজ জন্মভূমিতে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক্ দিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ভবানীপুরের চতুষ্পার্শে ৫ কি ৬ হাজার পাঞ্জাবীর একটা উপনিবেশ আছে। উহারা মোটরবাস চালনার ব্যবসাটা এক চেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। উহারা মোটর গাড়ীর মেরামত সংক্রান্ত কার্য্যও একচেটিয়া করিয়াছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কার্য্যেও উহারা সুদক্ষ, উহাদের দর্জ্জীর দোকান মিঠাইর দোকান, সরাইখানা প্রভৃতি আছে। যে সকল দোকানে পরিচালক পাঞ্জাবী নয়, উহারা সে সকল দোকানের ধার দিয়াও যায় না।

আমদানী বস্ত্রের ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষসংখ্যক মাড়োয়ারী ও ১০।১২ হাজার গুজরাটী, ভাটিয়া রহিয়াছে, উহারাও ব্যবসাটা একেবারে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। পাট, ডাল, কলাই, তিল, সরিষা প্রভৃতি ভূমিজাত উৎপন্ন কাঁচা মালের রপ্তানী ব্যবসাটাও উহারা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়াছে। উহাদেরও স্বতন্ত্র মুদী, নাপিত, ধোপা, ভৃত্য প্রভৃতি রহিয়াছে। এতদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, উহারা আমাদের এদেশে বাস করিতেছে কিন্তু আমাদের লোকেরা উহাদের নিকট হইতে এক পয়সাও উপকার পায় না। অবশ্য কৃতজ্ঞতার অনুরোধে আমি এ কথা বলিতে বাধ্য যে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সময়ে উহারা সদাশয়তার সহিত দান করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা হয়ত ৫ বৎসরে মাত্র একবার হইয়া
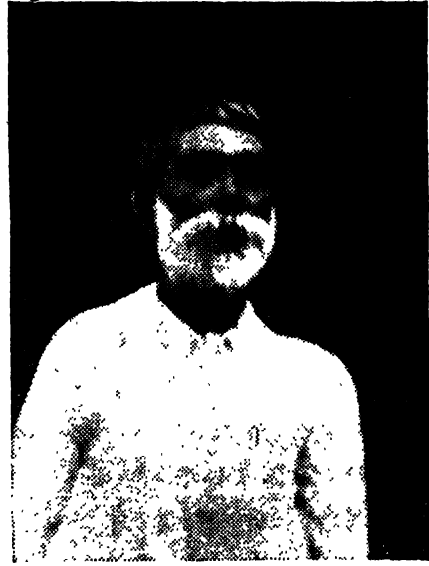
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

থাকে। তারপর মান্দ্রাজীদেরও একটা বড় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালীর মত উহারাও ব্যবসা ও বাণিজ্যে অসহায়। কিন্তু উহারা কিরূপে অতি অল্প খরচায় তেঁতুলের ঝোল (রসম্) ঘোল দ্বারা উদরপূর্ণ করিতে হয়, তাহা উত্তমরূপে শিখিয়াছে। সুতরাং কেরাণীগিরি কার্য্যে উহারা বাঙ্গালীদিগকে হটাইয়া দিতেছে। কলম পেশার ব্যবসা এপর্য্যন্ত বাঙ্গালীদেরই একচেটিয়া ছিল কিন্তু তাহা হইতেও তাহারা তাড়িত হইতেছে। মান্দ্রাজীদের

হোটেল, মুদির দোকান ও মিঠাইর দোকান আছে। উহারা কোন জিনিষের জন্য বাঙ্গালীর দোকানে যায় না। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে আমাদের মধ্যে অ-বাঙ্গালীদের প্রকাণ্ড উপনিবেশ থাকা সত্বেও বাঙ্গালী অর্থের দিক্ দিয়া বিন্দুমাত্র উপকৃত হইতেছে না। তবে বাঙ্গালী কোথায় যাইবে? যে কোন ব্যবসাই সে করিতে যাক্ ধাক্কা খাইয়া তাহাকে অন্যত্র চেষ্টা করিতে হয়, পরন্তু সেখান হইতেও ধাক্কা খাইয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিছুকাল যাবৎ দেখা যাইতেছে যে, সহরের বিশুদ্ধ বাঙ্গালীদের মহল্লায়ও অ-বাঙ্গালীদের মুদীর দোকান ও মিঠাইর দোকান ভুঁইফোড়ের মত গজাইয়া উঠিতেছে এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী এই সকল দোকানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেই ভালবাসে, সে তাহারই ভ্রাতা অপর অপর বাঙ্গালীর দোকান পছন্দ করে না। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, বাঙ্গালীর দোকানগুলি লয়প্রাপ্ত হইতেছে। অ-বাঙ্গালীদের মিঠাইর দোকানগুলিতে অবশ্য সস্তায় জিনিষ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কারণ এই যে, উহারা ভেজিটেবল্ ঘি ও ভেজাল ঘি ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

আরও একটী দুঃখের বিষয় রহিয়াছে। পটলডাঙ্গা, বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি অনেকগুলি বাঙ্গালীর বস্ত্রের দোকান স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ আশা করাই উচিৎ যে, এই সকল দোকানে বাঙ্গলার মিলের কাপড়ই প্রধানতঃ ক্রয় বিক্রয় হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল বাঙ্গালীর দোকানে বাঙ্গালার বাহিরের মিলের কাপড়ই প্রধানতঃ পাওয়া যায়। এই সকল দোকানদারদের অনেকেই বাঙ্গালী কলের কাপড়ের কম দামের লোভ দেখাইয়া বাঙ্গালী গ্রাহকগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, অথচ ঐ কম দরের কাপড় ২১ জোড়ার বেশী গ্রাহকগণকে দেয় না, পরন্তু অ-বাঙ্গালী কলের অন্যান্য বহু কাপড় বেশী দামে তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে বাঙ্গলার গৌরব—বাঙ্গলার নিজস্ব মিলগুলি তাহাদের উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয় করিতে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করে।

এরূপ অবস্থা যেন আর বেশী দিন চলিতে না পারে তাহা বিশেষভাবে দেখার সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য—বাঙ্গালার মিলের প্রস্তুত কাপড় সর্ব্বাগ্রে ব্যবহার করা ও বাঙ্গালীর দোকানের জিনিষ ক্রয় করা। আমি বিশ্বাস করি, এইরূপ কার্য্য স্বদেশপ্রেমের অন্তর্গত। স্বার্থত্যাগ করিয়াও বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গলার উৎপন্ন দ্রব্যের পোষকতা করা একান্ত কর্ত্তব্য। একমাত্র এই উপায়েই বাঙ্গালীকে অস্তিত্বলোপ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে"।

এইবার পূজার বাজার করিতে আসিয়া কোথায় খাঁটী স্বদেশী জিনিষ পাওয়া যাইবে তাহার একটী বিস্তৃত তালিকা আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। এই তালিকা প্রস্তুতের সময় সর্ব্বাগ্রে আমরা বাঙ্গলার জিনিষের নাম ঠিকানা দিয়াছি। তাহার পর প্রয়োজন বুঝিলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কারখানার নামধামাদি দিয়াছি। যেখানে প্রয়োজন বোধ করি নাই সেখানে অন্যান্য প্রাদেশিক জিনিষের নামধামাদি দেই নাই।

বাংলার খদ্দর

১। নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট

২। খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫ কলেজ স্কোয়ার

৩। খাদি মণ্ডল
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট

৪। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট

৫। বেঙ্গল খাদি ভাণ্ডার
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট

৬। দক্ষিণ কলিকাতা খাদি ভাণ্ডার
৪ রসা রোড্

৭। শিল্পাশ্রম
বি ১৫, কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা

৮। বিদ্যাশ্রম
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট

বাংলার মিল

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ
২৮ পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্, ঢাকা

মোহিনী মিলস্, কুষ্টিয়া নদিয়া

কেশোরাম কটন মিলস্
গার্ডেনরীচ্, কলিঃ

মহালক্ষ্মী কটন মিল
১১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্, ঢাকা

জগদ্ধাত্রী কটন মিলস্
১৫৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্
১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারত অভ্যুদয় কটন মিলস্, হাওড়া

শ্রীলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ, শ্রীহট্ট

কমলা ফাইন স্পিনিং মিলস্ লিঃ
৫নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিল, খুলনা

চট্টগ্রাম কটন মিল, চট্টগ্রাম

বাঙ্গলার মিলের বস্ত্র—ব্যবসায়িগণ

কমলালয়—কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট
কাত্যায়নী ষ্টোর্স ঐ
বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই ঐ
পল এণ্ড কোং ঐ
জহরলাল পান্নালাল ঐ

ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স, কলেজ ষ্ট্রীট
ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী ঐ
রাজলক্ষ্মী বস্ত্রালয় ঐ
বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগার ঐ
তারা ষ্টোর্স— ঐ

ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী—
চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং
১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
এবং ৩ নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
ইণ্টার ন্যাশন্যাল্ ষ্টোর্স্
১৭১।এ হ্যারিসন রোড্
এ বর্ম্মণ এণ্ড কোং, বহুবাজার, কলিঃ
ভারত বস্ত্রালয়, বহুবাজার, কলিঃ
বান্ধব বস্ত্রালয় ঐ
আর্য্য বস্ত্রালয় ঐ
শান্তিপুর বস্ত্রালয়—হ্যারিসন রোড্
কেশোরামের নিজস্ব দোকান—
(১) ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
(২) ১৬০ বহুবাজার ষ্ট্রীট
(৩) ৮৪ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড্
মহালক্ষ্মী কটন মিলের দোকান
:২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
শীতলা বস্ত্রালয়
২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

রেশমী কাপড় ও পোষাক বিক্রেতা

সিল্ক হোম
৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
মুর্শীদাবাদ সিল্ক ষ্টোর্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রীস এসোসিয়েসন
৩এ, হগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কো-অপারেটিভ্ ডিপো
৪৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
ইণ্ডিয়ান সিল্ক ষ্টোরস্
বহুবাজার ষ্ট্রীট
সিল্ক ভাণ্ডার
৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
ইণ্ডিয়ান সিল্ক ডিপো
১১৮নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড্

গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি

১। কলিকাতা হোসিয়ারী
২৮ নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২। এন্ বোসের বেলেঘাটা হোসিয়ারী
১ নং ক্যানেল ইষ্ট বাই লেন, কলিকাতা
৩। খিদিরপুর হোসিয়ারী
২ নং আশুবাবু লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা
৪। টালীগঞ্জ হোসিয়ারী
২৭.৩৫ রসা রোড্, কলিকাতা
৫। কোহিনুর হোসিয়ারী
২৩ নং রসা রোড, কলিকাতা
৬। কালীঘাট হোসিয়ারী
১২।৩ লেক রোড, কলিকাতা
৭। পারজোয়ার হোসিয়ারী
২৪।৫ বেনারস্ রোড, হাওড়া
৮। পাবনা শিল্প-সঞ্জীবনী, পাবনা
৯। ক্রাউন হোসিয়ারী
৩৮এ জয় মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০। ডি, এন, বসু এণ্ড কোং
২৪।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ
১১। পাবনা লক্ষ্মী, পাবনা, বাঙ্গলা

বর্ষাতি—

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্ ওয়ার্কস্
২ নং নজরালী লেন, কলিকাতা

কমলালয়, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ন্যাশন্যাল্ ডাই ও ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্
৩৯ নং রসা রোড, কলিকাতা

সুরেশ হৃষিকেশ দত্ত এণ্ড কোং
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ছাতার কাপড়—

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্ ওয়ার্কস্
২ নং নজরালী লেন, কলিকাতা

ন্যাশনাল ডাই এণ্ড ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
কলিকাতা,

অয়েল ক্লথ—

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
২নং নাজিরালী লেন, কলিকাতা

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ক্লথ কোং, রমনা, ঢাকা

ন্যাশনাল ডাই এণ্ড ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
৩৯ রসা রোড, কলিকাতা

বোতাম—

ইষ্টারন্ স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীস্
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

ভিক্টোরিয়া বাটন্ ম্যানু কোং
নারিন্দা, ঢাকা

ক্যালকাটা বাটন ওয়ার্কস্
৩৯ নং ইণ্টালী রোড, কলিকাতা

ক্যালকাটা হর্ণ ম্যানু কোং
১৯।৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

যশোর কুম্ব্ ও বাটন ফ্যাক্টরী
২০।১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ

গুলিসূতা ইত্যাদি—

ভারত ট্রেডিং কোং ২২ সুকিয়া লেন, কলিকাতা

চিত্তরঞ্জন ক্রুশে ম্যানু কোং মানিকতলা, কলিঃ

সিবনী ১৭ নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাবান

১। ন্যাশন্যাল্ সোপ্ এণ্ড কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্
৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

২। পারিজাত সোপ ওয়ার্কস্
৪৩।৩এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। কলিকাতা টয়লেট্ প্রডাক্ট্স্
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। ইন্‌ম্যান এণ্ড কোং পোঃ বক্স
নং ৮৯৮৩ কলিকাতা।

৫। কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্, কলিকাতা।
ক্যাল্‌সো পার্ক, বালীগঞ্জ।

৬। যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্, কলিকাতা।

৭। হিমানী সোপ ওয়ার্কস্,
৯ বেলগাছিয়া রোড কলিকাতা।

৮। **বঙ্গলক্ষ্মী সোপ্ ওয়ার্কস্**
২৮ পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। শিশির সোপ ওয়ার্কস্,
যশোর রোড্, কলিকাতা।

১০। বেঙ্গল কেমিক্যাল,
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১১। কলিকাতা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা

১২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া সোপ এণ্ড কেমিক্যাল
কোং লিঃ, কলিকাতা।

১৩। বেঙ্গল মিসেলেনী,
১৭৪নং মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

১৪। **বিহার মিসেলেনী,**
২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৫। মায়া সেভিং, মায়া প্রডাক্টস্
১০।১এ নেবুতলা রো, কলিকাতা।
১৬। ল্যাণ্ডকো লিষ্টার এন্‌টিসেপটিক্ এণ্ড
ড্রেসিং কোং, ১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৭। **এক্‌সেল্ লিমিটেড্**
৫নং রাণী ব্রাঞ্চ রোড, কলিকাতা।
১৮। মহীশুর সোপ ওয়ার্কস্—ক্লাইভ ষ্ট্রীট
১৯। গড্‌রেজ্ সোপ—
প্রাপ্তিস্থান :—মাড়োয়ারী ষ্টোর্স লিঃ

জুতার কালি

শ্রীনাথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
বেঙ্গল মিসেলেনী,
১৭৪ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কলিকাতা কেমিক্যাল কোং লিঃ
পণ্ডিতিয়া রোড, বালীগঞ্জ।
সরযূ—১১০ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মায়া বুটক্রীম, মায়া প্রডাক্টস্
১০।১এ নেবুতলা রো, কলিকাতা।
লাষ্টার বুট পলিশ, বঙ্গীয় শিল্প সদন,
৮১ হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা।
'মুচি' পালিশ ও ক্রীম বেঙ্গল প্রডাক্টস্
২৭ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা।
"ক্রাউন" ক্রিম, ক্রাউনহোয়াইট"
কেমিক্যাল এসোসিয়েশন
৫৫ কানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"পাদুকা" বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

লিখিবার কালি

"কাজল কালি" কেমিক্যাল এসোসিয়েশন
৫৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"স্কলার" বেঙ্গল প্রডাক্টস্ "আইডিয়াল"
পি, এম, বাগচী, কলিকাতা।
বিহার মিসেলেনী, ২ কলেজ স্কোয়ার
"বাইকো" দি বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
২১ গোপাল বসু লেন, কলিকাতা।
"সুলেখা"—হিমানী ওয়ার্কস্
৫৯ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।
"পিকক্"—বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড
কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"ল্যাজো" সমর ব্রাদার্স
২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
"ওয়াটার লিলি"
ওয়াটার লিলি কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
১৪১।২ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
"কোয়েলকালা"—এ বোস,
১৩নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এ্যাড্‌ভান্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
অমৃতলাল ওঝা লিঃ ১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

সুগন্ধি তৈল—

ইণ্ডিয়া বোকে—ধর ব্রাদার্স,
৮২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ক্রষ্টাল নারিকেল

বিহার মিসেলেনী,

২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ক্যান্থারাইডিন—বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

জবাকুসুম—সি, কে, সেন এণ্ড কোং

২৯নং কলুটোলা, কলিকাতা
কুন্তলীন—এইচ, বোস,
৫২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
লক্ষ্মীবিলাস—এম, এল, বোস, গড়পার অথবা
১২২ ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাঁচা তিল তৈল—জি, ঘোষ,
২০ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
কুলেরিয়া—
২১৪ দর্গারোড, পার্কসার্কাস্
নব কুন্তল—বেঙ্গল মিসেলেনী,
১৭৪ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা
নিরূপমা—হিমানী,
৫৯ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা
"রেডক্রস" ক্যাষ্টার অয়েল—কলিকাতা
রেজিয়াম তৈল—বসাক ফ্যাক্টরী,
ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চিকুরকান্তি হেয়ার অয়েল—টেক্‌নলজিক্যাল
ওয়ার্কস, ৮৯ হ্যারিসন রোড
কেশরঞ্জন—এন, এন, সেন, কলিকাতা
ক্যাষ্ট্রল—কলিকাতা কেমিক্যাল কোম্পানী,
পণ্ডিতিয়া রোড, বালিগঞ্জ
সুষমা—পি, সেট, ৩ রামকান্ত ধর লেন, কলিকাতা

এসেন্স—

অগুরু—বেঙ্গল কেমিক্যাল,
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
এইচ, বোস, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ইণ্ডিয়া বোকে—ধর ব্রাদার্স
৮২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
হিমানী—হিমানী ওয়ার্কস্,
বেলগাছিয়া, কলিকাতা
শেফালী—শ্রীনাথ কেমিক্যাল,
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
পি, এম, বাগচী, কলিকাতা
টেক্‌নলজিক্যাল ওয়ার্কস্,
৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস্—

দম দম ক্যাণ্টনমেণ্ট, ২৪ পরগণা

শ্রীগোবিন্দ গ্লাস ওয়ার্কস্
৯ এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ভারত গ্লাস ওয়ার্কস্
১০ দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, ২৪ পরঃ
কলিকাতা গ্লাস এণ্ড সিলিকেট ওয়াঃ
৬বি কুণ্ডু লেন, কলিকাতা

এনামেলের বাসন—

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস্
২।১ মিশন রো, কলিকাতা
সুর এনামেল ওয়ার্কস্
৯ মিডল রোড, কলিকাতা
এম্পায়ার এনামেল ওয়ার্কস্
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা
ইম্পিরিয়াল এনামেল ওয়ার্কস্
১০ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিঃ

এলুমিনিয়ম—

ভারত এলুমিনিয়াম ওয়ার্কস্
৫৬।১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এলুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং,
১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিনামাটীর বাসন—

বেঙ্গল পটারীস্, ৪৫ টেংরা রোড, কলিকাতা
উত্তরপাড়া পটারী ওয়ার্কস্, উত্তরপাড়া, হুগলী

বালী—

কে, সি, বসু এণ্ড কোং

২ কালাচাঁদ সান্যাল লেন
এন্, সি, মণ্ডল এণ্ড সন্স
২ অক্ষয় দত্ত লেন
বেঙ্গল বালি
৩৩৪ আপার চিৎপুর রোড

বিস্কুট—

দি লিলি বিস্কুট কোং কলিকাতা

কে, সি, বসু
২ কালাচাঁদ সান্যাল লেন

দি বেঙ্গল বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ
২ বি বাগমারী লেন, কলিঃ

আর্য্য কনফেক্‌সনারী
১০।১ চক্রবেড়ে রোড,

লজেঞ্জস্—

শেট ব্রদার্স
৭৮।৭৯ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গোপাল চন্দ্র মণ্ডল
৯।১ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ

দি ফাইন কনফেক্‌সনারী ওয়ার্কস্
১৭০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ

দাস সামন্ত এণ্ড কোং
১১৯সি গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারত কন্‌ফেক্‌সনারী ওয়ার্কস
১৯ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

দি বেঙ্গল কন্‌ফেক্‌সনারী ওয়ার্কস
১৭০নং ফর্ডাইস লেন, কলিকাতা

বেঙ্গল কন্‌ফেক্‌সনারী
৪ কালীঘাট, কলিকাতা

কলম পেন্সিল—

এফ্, এন্, গুপ্ত, ১২ নং বেলেঘাটা রোড

চিরুণী—

যশোর কুম্ব এণ্ড সেলুলয়েড ওয়ার্কস্, যশোহর

যশোর কুম্ব ফ্যাক্টরী, যশোহর

কলিকাতা হর্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
১৮ আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা

কাগজ—

টিটাগড় পেপার মিলস্ লিঃ, কলিকাতা

পেষ্টবোর্ড—

কুবের লিমিটেড্, ৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দিয়াশলাই—

বঙ্গীয় দিয়াশলাই কার্য্যালয়
১৭০ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিঃ

পাইওনিয়ার ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী
১৬ দমদম রোড প্রসন্ন ম্যাচ

ঈষাণী ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং
৪৬ মুরারীপুকুর রোড, কলিঃ

করিম ভাই ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী
৩১ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, কলিঃ

রামপুরিয়া ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী
৩৩ বেলগাছিয়া রোড, কলি

হায়দারী ম্যাচ্ কোং
১৫০এ বেলেঘাটা মেন রোড,

ভাগীরথী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী
১ যোগেন বসাক রোড, বরাহনগর

ঊষা ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী
৬৩ প্রতাপাদিত্য রোড, টালিগঞ্জ কলিকাতা

প্রসন্ন ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী
৩৩ বেচারাম দেউড়ি, ঢাকা

জলপাইগুড়ি, ইণ্ডাষ্ট্রী, জলপাইগুড়ি

দাঁতের মাজন ও পেষ্ট্—

বেঙ্গল কেমিক্যাল—
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

রদফেন, অবন্তী, এন্টিসেপ্টিক, কার্ব্বলিক্ ইত্যাদি

কলিডোণ্ট—পেষ্ট
ইন্‌ম্যান এণ্ড কোং, পোঃ বঃ নং কলিকাতা

সুরভী ও কলোডিনা
বিহার মিসেলেনী, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

নিম টুথ পেষ্ট কলিকাতা কেমিক্যাল

মায়া প্রডাক্টস্—১০।১এ নেবুতলা রো
মায়া টুথ পাউডার
কুন্দ টুথ পেষ্ট—ষ্টার্লিং প্রডাক্টস্ কোং
৭২।২ শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোড, কলিকাতা

ফেস্ পাউডার—

বেঙ্গল কেমিক্যাল,
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মায়া ফেস্ পাউডার, মায়া প্রডাক্টস্
নেবুতলা রো

রেণুকা—কলিকাতা কেমিক্যাল কোং
নার্শারী—ডাঃ বসুর লেবরেটরী,
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাস—

বেঙ্গল ব্রাস ফ্যাক্টরী,
১৫।১ সেণ্ট জেমস্ লেন, কলিকাতা

কলিকাতা হর্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
১৮ নং আনন্দ পালিত লেন, কলিকাতা

বসু এণ্ড কোং,
৯৬ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছুরী, কাঁচি—

প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী, কাঞ্চননগর, বর্দ্ধমান।
পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির, বেলগাছিয়া।
খান এণ্ড কোং,
১.২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

নীব—

এফ. এন্, গুপ্ত, বেলেঘাটা।
দি ওরিয়েণ্টাল লিমিটেড্,
১৪ বলাই সিং লেন, কলিকাতা।

মাষ্টার্ড—

বেঙ্গল মাষ্টার্ড কোং
১৯৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টর্চ ও ব্যাটারী

বেঙ্গল ব্যাটারী ওয়ার্কস্,
১৮৫—১ বৌবাজার ষ্ট্রীট,

পূর্ণীমা ব্যাটারী, বেলেঘাটা
বেঙ্গল ড্রাই ব্যাটারী,
২১।৩ বদন রায় লেন, বেলেঘাটা

চুলের কাঁটা—

যশোর কুম্ব্ ও সেলুলয়েড ওয়ার্কস্. যশোহর।
"ব্যাণ্ডোস" হেয়ার পিন,
বঙ্গীয় শিল্প ভাণ্ডার, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

সিন্দুর—

মায়া সুবাসিত সিন্দুর, মায়া প্রডাক্টস্,
১১।১এ, নেবুতলা রো, কলিকাতা।
সিঁথির সিন্দুর—ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কস্,
১২৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জুতার ফিতা—

জি এণ্ড বি ঘোষ কোং
২ মদন মোহন দত্ত লেন, কলিকাতা।

সেফ্‌টিপিন—

নবদুর্গা শিল্প বিদ্যালয়, বেহালা।

গঁদ—

'লাইকোল' বেঙ্গল পেষ্ট কোং,
১০ ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।
এস্, জি, আর, ব্রাদার্স,
১৭ বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা।

কণ্ডেন্সড মিল্ক—

এ, সি, রায়, কলিকাতা।
ভারত লক্ষ্মী ৩১।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট
সইন দাস এণ্ড কোং, ৩৪ কলেজ ষ্ট্রীট,

তাস—

মাতৃমন্দির, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ষ্টোভ—

বেঙ্গল কেমিক্যাল, শিল্প-পীঠ, বরাহনগর।

মেটাল পালিশ—

ওয়াটার লিপি, ১৪১।২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
মেটকো, এ বল্লভ, ১০ গোবিন্দ পাল লেন,
সিলভিন্, এরিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

কলিকাতা ৩১শে আগষ্ট

অদ্য বিদেশে হেসিয়ানের চাহিদা তেমন না থাকায় পাট কলের শেয়ারের দর মন্দা গিয়াছে। হাওড়া ৪৮৸০ এবং কামাহাটী ৪৫৩৲ পর্য্যন্ত নীচু দরে হাত বদলাইয়াছে।

কয়লার খনির শেয়ারের চাহিদা বেশী ছিল বটে, কিন্তু দর প্রায় স্থির আছে।

চা বাগানের শেয়ারের চাহিদা কম গিয়াছে এবং দর প্রায় স্থির আছে।

নানাবিধ কোম্পানির শেয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর প্রায় স্থির আছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কাগজ	৭৩॥৵০ খুঃ
৩॥০ " "	৮৫॥৶, ৮৫৸০ খুঃ
৩॥০ " ঋণ (১৯৪৭—৫০)	৯৫৲
৪৲ " " (১৯৫৪—৩৭)	১০১৸৶০
৪৲ " " (১৯৬০ · ৭০)	৯৮॥৵,৯৮॥০
৫৲ " " (১৯৩৯ ৪৪)	১০৭ খুঃ
৫৲ " " (১৯৪৫—৫৫)	১১৫॥০, ১১৩/০
৫৲ " বণ্ড (১৯৫৫)	১০৪৸৵০
৫৲ ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪)	১০৭৶, ১০৭৲
৪৲ নূতন পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮)	৯৯৸০

রেলওয়ে

চাপারমুখ সিলঘাট রেল	৭২, ৭৩৲
হরিদ্বার দেরা ব্রাঞ্চ রেল	১০৩৲
ময়মনসিংহ—ভৈরববাজার রেল	(প্রিবেট) —৮২০ ডিঃ বাদ

পাটকল

এলবিয়ন	২৪০৲, ২৩৮৲ খুঃ
এলায়েনস	২৭৩৲
ঐ (প্রেফ)	১১২৲
বজবজ	৩২৪৲
ক্লাইভ	২৬৲, ২৭৲ খুঃ
এম্পায়ার	৩৫৲, ৩৫৸০
হাওড়া	৪৯৵০, ৪৮৸৵০, ৪৮৵০, ৪৯৵০
ঐ (এ' প্রেফ)	১১৭৲
কামারহাটী	৪৫৫৲
ন্যাশনাল	২১॥০, ২১৸০
ওরিয়েন্ট	২১০৲
ওয়েভার্লী	১৸০

কয়লার খনি

এমালগেমাটেড	১৪৲, ১৪৸৵০
বেঙ্গল	২৩০৲, ২৩৭৲
" নাগপুর	৪১৸০
" ভাতদি	১॥৶০

ভালগোড়া	২৲, ২৵০
বোকারো ও রামগড় ৮৲, ৮০ অ ডিঃ সহ	
বরাকর	১৩৲, ১২৸৶০
ঐ (প্রেফ)	১১৬৲, ১১৭৲
বড়ধেমো	৪।৵০
বোরিয়া	১২॥৵০
সেন্ট্রাল কারকেন্দ	৫৵০
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	১৬॥০
ইকুইটেবল	১৮৸৶০, ১৯৸০
জয়ন্তী সেন্ট্রাল	॥০
কালাপাহাড়ী	১০৸০
কাট্রাস ঝড়িয়া	৩৫৸০, ৩৭৲
মণ্ডলপুর	৩৸৵০, ৪৲
নাজিয়া	৭৸০, ৮।০
নিউ বীরভূম	১১।০, ১১।৵০
নর্থ দামুদা	৩৸৵০
রাণীগঞ্জ	৩৫৵০
রেওয়া	১১৲ অঃ বঃ
সায়া কালিয়ারী	২৲
সেন্দ্রা	৮৸০
সাউথ করণপুরা	৩৷০ খুঃ
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	২৯৸০
তালচেড়	১৸৴০

চা বাগান

আমলক	৭৫৲
হাণ্টাপাড়া	৪০৭॥০ খুঃ
লেডো	১৯৩৲ অঃ বঃ
তিনআলী	২০৸৵০
তেজপুর	৮৸০, ৯।০
টোক্লানী	৭৲

নানাবিধ কোম্পানী

বেঙ্গল ফ্লাওয়ার	১১৫৲
" পেপার	৭২৲
বেনারস ইলেকট্রিক	১২৲
বার্ণ এণ্ড কোং (অডি)	১১৫৲ খুঃ
বি আই কর্পো (অডি)	৸৶০
বলরামপুর সুগার	১১৵০
কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেসন	১১৮৲
কটক ইলেকট্রিক	৬৲, ৬।০
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল	৪॥০
" ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন (অডি)	৪৩।০
" উড প্রোডাক্ট	৩০৲, ৩০।০
মারীক্যারী	১৬৫৲
পাটনা ইলেকট্রিক	১২৲, ১৩৲ খুঃ
টিটাগড় পেপার (প্রেফ মূলধনের শতকরা ৪০৲ আদায়ী।	৫০৲

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩:শে আগষ্ট

পাকা গাঁট :—অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর গতকল্য অপেক্ষা ২॥ শিলিং মন্দা আসিয়াছিল। এখানে ২৮।০ দরে নূতন পাট এবং ২৭।০ দরে পুরাতন পাটের বিক্রেতা ছিল। কিন্তু কোনও কারবার হয় নাই।

কাঁচা গাঁট :– কলওয়ালারা ৪৵০ দরে X L, R এবং ৪॥৵০ দরে L, R প্রায় একলক্ষ মণ খরিদ করিয়াছে।

ফাটকা - অদ্য বাজার খোলার সময় অক্টোবরের দর ২৯৸৵০ দর ছিল, মাঝে ৩০৶০ হইয়া ২৯৸৵০ দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে।

রেলওয়ে আমদানী

	২৯শে আগষ্ট	১লা জুলাই হইতে
১৯৩৩	৯৩১৩৯/	২২৮৫১৫৭/
১৯৩২	১০০৬৬৩/	২১৪২২৭১/

সোণা ও রূপা

টাকশালের বার প্রতি ভরি		৩২৶৯
বড়ালের	"	৩২৲
চিনাপাত	"	৩৩৸০
রূপা প্রতি ১০: পাইকারী		৫৬৲
ঐ খুচরা		৫৬.০

প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স ২৮নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

চাউলের দর

দাদখানি			৭।০
কাটারি ভোগ		"	৫৸৵০
বাদসা ভোগ	৫৲	"	৪৸০
গঙ্গাবাঁকতুলসী (সরেস)		"	৪৲
ঐ কোরা	৪।০	"	৫৲
ঐ আতপ	৪৸০	"	৫৲
ভাসা মাণিক	৪৲	"	৪।০
নাগরা অথবা ঝিঙ্গাশাল	৩৸০	"	৪৲
পাটনাই (সরেস)	৩৸০	"	৪৲
কলমা	৩॥০	"	৩৸০
ছাঁটা বালাম	৪৸০	"	৫৲
ছাচি মোটা			৩।০

বঙ্গলক্ষ্মী চাউলের আড়ৎ, ৩নং মহেন্দ্র সরকার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ও ৮।১ নং রাসবিহারী এভিনিউ।

আটা ও ময়দা

		প্রতি মণ	
পেটেণ্ট ময়দা	৫৸০	হইতে	৫৸৵০
সুপার ফাইন	৫॥০	"	৫॥৵০
হাউস হোল্ড	৫৵০	"	৫।০
৪নং ময়দা	৪৸৵০	"	৫৲
সুজী	৫॥০	"	৫॥৵০
আটা 'বি'	৫।০	"	৫।৵০
আটা ২নং	৪॥৵০	"	৪৸০
আটা 'এস'	৪॥/০	"	৪॥৶০
আটা ক	৪৵০	"	৪।০
আটা ৩নং	৩৲	"	৩৵০
পোলার্ড	২৵০	"	২৶০
ব্র্যান	২৲	"	২/০

এই সকল ইউরোপীয়ান পরিচালিত মিল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যেরই দর দেওয়া হইল।

কাশিম ও ইসমাইল—ময়দার দোকান ৫।২ গার্ষ্টিন প্লেস, কলিকাতা।

ঘৃত

	প্রতি মণ
শ্রী—	৫৬৲
ভারতী—	৪৬৲
খুরজা—	৪৬৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৪২৲
বাঁদাসাগর—	৩৫।০
দেশলক্ষ্মী—	৪৩॥০

শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত লিঃ, ২৬নং কটন ষ্ট্রীট,

"অভয়া"	৫৪৲
শ্রীধর (১নং খুরজা)	৪৫৲
সিকোয়াবাদ (খুরজা)	৪১৲
দেশলক্ষ্মী	৪৩।০
বাঁদাসাগর	৩৪॥০

৺রাইচরণ চেল এণ্ড কোং
১৫২নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিনি

খেচর	দোবরা	চিনি	১৫৻৫
„	একবরা	„	১৩॥৫
„	পেতে	„	১২৻৫
কোটচাঁদপুর	দোবরা	„	১৪॥০
„	একবরা	„	১২।০
আকড়া বা ঢুলুরা		„	৮॥৫
গোঁড়			৭।৫
শান্তিপুর ঢুলুয়া			৮॥৵০
„ গোঁড়		„	৭।৫

কানপুর চিনি

কানপুর দানাদার ১নং	" ১০৲ হইতে ১০।৴০	
„ ২নং	„ ১০৲ „ ৮॥৵৫	
পিটি ১নং	„ ১০৲ „ ৯৲, ৯৸০	
ইক্ষুজাত		৮।০
কাশীর চিনি		২১৲, ১২৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাঁ

২ বি, রামকুমার রক্ষিত লেন, বড়বাজার চিনিপটী, কলিকাতা।

করগেট ও লোহা

টাটা— প্রতি হন্দর

কড়ি মার্কা	৫।০	হইতে	৬।০	"
ঐ বে-মার্কা	৪।৵০	"	৫॥০	"
বরগা	৬৵০	"	৭৲	"
এঙ্গেল	৫৸০	"	৬৲	"

বল্ট (আধ ইঞ্চি ও ঊর্দ্ধ) ৬৲ হইতে

পরাদে ৬।০ „ ৬॥০

ব্লাক সিট ও প্লেট ৬৸৵০ „ ৭॥০

করগেট টিন (২২ গেজ) ১১৵০ হইতে ১৩৲

(২৪ গেজ) ১০৸৵০ „ ১৩৲

গ্যালভেনাইজড চাদর (২৪ গেজ) ১১॥—১৩৲

কন্টিনান্টাল :— প্রতি হন্দর

গোল রড (৩ সূতা ও নিম্ন) ৫।০ হইতে ৬৴

টানা রড ঐ ৫।৵০ „ ৬॥০

করগেট টিন (২৬ গেজ) ১২॥০ „ ১৪॥০

গ্যালভেনাইজড চাদর (২৬ গেজ)

১২॥০ হইতে ১৩॥০

কাঁটা তার ৮৸৵০—

কন্টিন্যান্টাল অন্যান্য দ্রব্যের দর টাটার দরের সমান।

ইংলিশ— প্রতি হন্দর

টাটার বৃটিশ মালের সমান মাল ও বৃটিশ মালের দাম উপরোক্ত মালের দর অপেক্ষা হন্দর করা ২৲ হইতে ৩৲ টাকা অধিক।

করগেট—

আর, পি, ডি (২৪ গেজ) ১২৸০—১৩৲

কুবের লিমিটেড, লৌহ ও ষ্টীল বিভাগ ৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা টেলিফোন নং কলিঃ ৫৯৪৫।

জয়েষ্ট বা কড়ি	৫৶০
টী বা বরগা	৬৵০
এঙ্গেল	৫৸৴০
বোল্ট [চৌকা]	৫৶০
বোল্ট [গোল]	৫॥০

করগেট চাদর ২২ গেজ ১২৶০ হন্দর

„ " ২৪ „ ১১৶০ „

„ „ ২৬ „ ১৩॥০ „

কাঁটা তার —১০।০

মটকা ৷০ হইতে ১৸০ প্রত্যেকটী

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন, কলিঃ ৬৬৪

ধাতু ও রং

ব্লক টিন বা রাং	১৭৭।৵০	প্রতি হন্দর
তামার ইনগট	৩৫৶০	"
সীসার বাট, বি এম, ছাপ	১২৶০	"
ঐ ঐ দেশীয়	১১॥০	"
এ্যাণ্টিমনি	১৭।/০	"
ফসফর ব্রোঞ্জ	৯৭ ০	"
পিতলের চাদর	৩৬।৵০	"
পিতলের ছড়	৩৩৸/০	"
তামার চাদর	৪৭৸০	"
তামার ছড়	৪৮॥৵০	"
সীসার চাদর	১৮।৵০	"
দস্তার টাল আমদানী	১৪ /০	"
ঐ দেশীয়	১২৸/০	"
সাদা দস্তা রং	৩৪॥০	"
সাদা সীসা রং	২৮৶০	"
সবুজ রং	২৮॥০	"
লাল রং	১৮॥০	"
তারপিন তৈল	১৮৸০	প্রতি ড্রাম
তিসির তৈল [পাকা]	৯॥০	"
ঐ [কাঁচা]	৮৸০	"
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৭॥৵০	প্রতিটন
ঐ আমদানী	১০॥৵০	প্রতি পিপী

মদনমোহন কোং বালতির দর

৭" ৮" ৯" ১০" ১১" ১২" ১৩" ১৪"

হনুমান মার্কা — – ——— —— ———
১।০ ২।০ ৩।০ ৪।০ ৫.০ ৬।০

তাজমহল ১॥৵০ ২॥৵০ ৩॥৵০ ৪॥৵০ ৫॥৵০ ৬॥৵০ ৯৲ ১১৲

রেডক্রশ ২॥০ ৩৲ ৪৲ ৫৲ ৬৲ ৭৲

ঈগল ৩৲ ৩॥০ ৪॥০ ৫॥০ ৬॥০ ৭॥০ ১০৲ ১২৲

রেলের সময় নির্দ্দেশ

ই, আই, আর (হাওড়া)

ট্রেণের নাম	পৌঁছে	ছাড়ে
পাঞ্জাব মেল সকাল	৭-২৪—রাত্রি	৯
বোম্বাই মেল সকাল	১০-৫০—রাত্রি	৮-৫

ইম্পিরিয়াল মেল—
কেবল বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০-০

পাঞ্জাব এক্সপ্রেস—(সাহারাণপুর)
বিকাল ১-৪০, সকাল ১১-১০ মিঃ

দিল্লী এক্সপ্রেস—(গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া)
বিকাল ৫-৩৫—বিকাল ৪-১০

দিল্লী এক্সপ্রেস—(আপ, গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া।
ডাউন (মেন লাইন) সকাল ৮-১০—বিকাল ২টা

ডেরাডুন এক্সপ্রেস সকাল ৫-৫০ – রাত্রি ১০-৩০

বেণারস এক্সপ্রেস সকাল ৬ ৫০—বিকাল ৪-৪৫

দানাপুর এক্সপ্রেস মেল লাইন হইয়া সকাল ৬-২০
— রাত্রি ৯-১৫

মোকামা এক্সপ্রেস সকাল ৭ রাত্রি ৭—০

ই, বি, আর (শিয়ালদহ)

চট্টগ্রাম মেল—রাত্রি ৮-২৪—সকাল ৭-৩০

আসাম মেল—মধ্যাহ্ন ১-১৫ মধ্যাহ্ন ১-৩০

সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার—সকাল ৭ ৫৮—রাত্রি ৮-৫০

বরিশাল এক্সপ্রেস - সকাল ১০-:৪—
বিকাল ৩-৪৪

দার্জ্জিলিং মেল—সকাল ৭-২৪—রাত্রি ৮-৪০

ঢাকা মেল – সকাল ৫-৩০—রাত্রি ১০-২৪

দিল্লী এক্সপ্রেস—সন্ধ্যা ৬-২৪, রাত্রি ১০-৪০

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস—সকাল ৬-৯, বিকাল ৯-৫৪

বি, এন, আর (হাওড়া)

মাদ্রাজ মেল সকাল ১০-৪৪ বিকাল ৭-৩৬

বোম্বাই মেল সকাল ৭-৫৪ বিকাল ৫-৩০

পুরী এক্সপ্রেস সকাল ৭-৩০ রাত্রি ৮-৩৬

হাওড়া পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জার সকাল ৭-১৩
রাত্রি ৯-৪৪

হাওড়া নাগপুর প্যাসেঞ্জার ৬ ৩০ – ৯-৫

গোমো প্যাসেঞ্জার ৯-৪৮—৬-৩২

গৃহস্থালীর কথা

লেবুর রস দ্বারা ঘসিয়া কিছু লবণ মাখাইয়া দিলে কাপড়ের লোহার দাগ উঠিয়া যায়।

*

এক চামচে বাইকার্ব্বোনেট অব সোডা অল্প গরম জলে মিশাইয়া তুলায় করিয়া মশক দংশন স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হয় এবং বিষ বিনষ্ট হয়।

*

থার্মোফ্লাস্ক কিছুদিন ফেলিয়া রাখার পর ব্যবহারের সময় দেখা যায় বোতলের মধ্যে দুর্গন্ধ হইয়াছে। ব্যবহারের পর পরিষ্কার জলে বোতল ও ছিপি ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতে হয় এবং ছিপিটার উপর কিছু লবণ মাখাইয়া রাখিয়া দিলে ঐরূপ দুর্গন্ধ জমিতে পারে না।

*

সুপক্ক কমলা লেবুর খোসা শুকাইয়া চা রাখিবার টীনের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে চা'য়ে অত্যন্ত সুগন্ধ হয়। চা ব্যবহারের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহা রাখিতে হয়।

*

হাতীর দাঁতের আসবাব পত্রের রং নষ্ট হইয়া গেলে উহা পুনরুদ্ধার করিতে হইলে স্প্যানিষ হোয়াইটিঙে লেমন্ যুস্ মিশাইয়া উহা দ্বারা অর্দ্ধ ঘণ্টা ঘসিয়া পরে উৎকৃষ্ট ভ্যাসিনার ক্রিম দিয়া পালিশ করিতে হয়। দ্রব্যটি যদি বেশী বিবর্ণ হয় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম সাবান জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

*

পাখীর খাঁচায় কীট হওয়া নিবারণ করিতে হইলে একটা ছোট পুটলী করিয়া কতকটা গন্ধক চূর্ণ খাঁচার মধ্যে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে পাখীর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

*

কাপড়ে কস বা কালির দাগ লাগিলে সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস, ফলের রসের দাগ লাগিলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড্ দিয়া তোলা যায়।

*

সেলাইয়ের কলে যে তেল ব্যবহার করা হয় সেই তেলে একটু ফ্লানেল লাগাইয়া পিতলের জিনিষের উপর সপ্তাহে একবার করিয়া ঘসিলে উহাতে দাগ পড়িতে বা বিবর্ণ হইতে পারে না।

* *

বয়স-ফোট বা ব্রণ নিবারণ করিতে হইলে এক পাঁইট পরিস্কৃত জলে এক ড্রাম (৬০ ফোটা) মিউরেটিক এসিড ও দুই ড্রাম ল্যাবেণ্ডার ওয়াটার মিশাইয়া ইহা দ্বারা প্রত্যহ দুই তিনবার ব্রণগুলিকে ভিজাইয়া দিতে হয়। ব্যবহারের পূর্ব্বে বোতল নাড়িয়া লইবে।

* * *

যে কোনও রকমের 'ব্রাস্ হুক—নূতন ব্যবহারের পূর্ব্বে অন্ততঃ একঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখা উচিত।

* * *

একটা লেবু কাটিয়া তাহার রস পায়ের কড়ার উপর ঘসিলে কড়া ক্রমে উঠিয়া যায়।

* * *

বড় ক্লান্ত বোধ করিলে এক গ্লাস গরম দুধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ কষ্ট দূর হয়। গরম দুধ চা অপেক্ষাও বেশী ক্লান্তিহারক।

(সম্মিলনী)

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্র ছাপা হয় এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাসা বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত পত্রাবলীর উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তর আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

১নং পত্র

মহাশয়,

(১) দুধের মাখন তোলার কল কোথায় পাওয়া যায়? ইহার মূল্য কত এবং বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ Skimming machine কার্য্যকরী কি?

(২) আমরা যে সব পোষ্টকার্ড পত্র লেখার কাজে ব্যবহার করি, সেই সব কার্ড সংবাদ আদান প্রদান করার পর আর কোন কাজে আসে না। অনেকের ঘরে এইরূপ কার্ড জমান অবস্থায় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল কার্ড কোনও কাজে লাগান যায় কি?

ইতি

শ্রীসরোজকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ,
চন্দ্রনাথ হাই স্কুল।
নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ)

১নং পত্রের উত্তর

(১) আপনার প্রশ্ন হইতে বুঝা যাইতেছে না যে আপনি মাখন তোলা কল দ্বারা কোন রকমের বৃহৎ অনুষ্ঠান করিতে চান কিনা। সাধারণতঃ গৃহে ব্যবহারের জন্য যে কল দরকার তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। যে কোন Stationery দোকানেই খোঁজ করিলে পাইবেন। প্রত্যেকটির সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৷৷০ আনা। কিন্তু এই সকল ছোটকল দ্বারা ব্যবসা করা যায় না। যদি কোন ব্যবসা আরম্ভ করিতে চান তাহা হইলে বড় কলের প্রয়োজন। এই সকল কল কুলীর দ্বারা অথবা কলের দ্বারা চালাইতে হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায়ও পত্র লিখিলে মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

1. Indo Swiss Trading Company,
   2, Church Lane, Calcutta.

2. Marshall & Sons,
   99. Clive Street, Calcutta.
3. Martin & Co.,
   12. Mission Row, Calcutta.
4. Leslie & Co. Ltd. Chowringhee.

(২) নাইট্রিক্ বা সালফিউরিক্ এসিডে গলাইয়া—জ্যালা প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা নানাপ্রকার খেলনা, পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারি করা যায়।

আর যদি আপনার সংগ্রহে ঐ জিনিস প্রচুর পরিমাণে জমা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কলিকাতাস্থ Salvation Army, Dharamtola St. অথবা Kuver Ltd. (84, Clive Street) এই ঠিকানায় আমাদের নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখিতে পারেন। কলিকাতায় ফেরিওয়ালারাও উহা ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা এত কম দামে কেনে (সাধারণতঃ ১৲ টাকা দেড় টাকা মণ দরে) যে আপনার অত দূর হইতে পাঠানো পোষাইবে না।

২নং পত্র

মহাশয়,

আমার বাড়ী বিক্রমপুর এবং মুন্সীগঞ্জের অন্তঃপাতী কাটাখালী নামক স্থানে ; আমার কারখানা করিবার মত উপযুক্ত স্থান আছে ; বিক্রমপুরে কি পরিমাণ বার্ষিক গুড় উৎপন্ন হয় এবং কি পরিমাণ গুড়ের চিনি করা যায়, বা তাহার seasonই কোন্ মাস হইতে কোন্ মাস পর্য্যন্ত, আর ১/• এক মণ গুড়ে কত সের পরিস্কার চিনি হয় এবং ২নং ইবা কিরূপে তৈরি করা হয়, অবশিষ্ট মাৎ-ই বা কি করিতে হয় এবং Hand power বা Engine power এর কত ইঞ্চি diameter এর machine দরকার, আর শুদ্ধ কলের জন্য কত টাকা লাগিতে পারে এবং মূলধনই বা কি পরিমাণ লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হয় ?

পোঃ জিং হুগলী
বাবুগঞ্জ—
C/o কথক বাড়ী।

২নং পত্রের উত্তর

আপনার বাড়ী লিখিতেছেন বিক্রমপুর ; আপনার চিঠির ঠিকানা দেখিতে পাইতেছি হুগলীর। ইহাতে এবং আপনার প্রশ্নের নমুনা দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি দেশে যান নাই বা থাকেন না। এই ভাবে কাজের সুবিধা হইবে না। আপনি যদি প্রকৃতপক্ষে আপনার নিজ গ্রামে কোনরূপ চিনির কারখানা করিতে চান, তাহা হইলে আপনাকে দেশে গিয়া সেখানকার বাজার দর এবং কি পরিমাণ গুড় আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটে পাইতে পারেন তাহা সবিশেষ জানিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আপনার নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে :—

(১) যে স্থানে কারখানা করিতে পারিবেন, ভরসা করেন, সেখান হইতে গুড় কিনিবার বা চিনি বেচিবার কি বন্দোবস্ত করিতে পারেন ?

(২) গুড়ের বাজার দর কত তাহা আপনাকে নিজেকে খোঁজ লইতে হইবে।

(৩) কারখানার কাজের নিমিত্ত যে লোকজন দরকার হইবে, তাহা আপনি সুযোগমত পাইবেন কিনা ? ঐ ভাবে মজুরি খরচ আপনার কি রকম পড়িবে ?

(৪) আপনার সেই স্থান হইতে যাতায়াতের কি প্রকার বন্দোবস্ত আছে ?

(৫) কত টাকা মূলধন আপনি খাটাইতে পারিবেন ?

এই সকল অনুসন্ধান লইতে থাকুন ও White Sugar Manufacture By R. C. Srivstava নামক বহি খানি পড়ুন। আমাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক আপনি Bhowani Engineering & Trading coy, Ltd, 56, Goribari Lane, Shambazar P. O. Calcutta—এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিলে কল সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। আর যদি আপনি বিশেষ মূলধন খাটাইতে না পারেন, তাহা হইলে, আপনার পক্ষে যশোহর জিলায় কোটচাঁদপুর ও মনিরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কি প্রকারে গৃহশিল্পের মত চিনির কারখানা স্থাপিত হইতে পারে তাহা নিজে দেখিয়া আসিবেন। যশোহর ষ্টেশনে নামিয়া ঐ সকল স্থানে যাইতে হয়। অল্প মূলধনে চিনি প্রস্তুত বিষয়ে ৩৮ এবং ৩৯ সালের ব্যবসা বাণিজ্যে আমূল সচিত্র বিবরণ এবং কাজের এষ্টিমেটাদি বাহির হইয়াছে। এই দুই সেট বই নিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন। দাম পাঁচ টাকা।

৩নং পত্র

মহাশয়,

গয়া, বিষ্টুপুর, বালাখানা এই সমস্ত তামাক প্রস্তুত করার ফরমূলা পুস্তকের কত দাম তাহা জানাইবেন। নিবেদন ইতি

শ্রীরসুল বক্স

গ্রাম—বালুবাড়ী, জেলা—দিনাজপুর

৩নং পত্রের উত্তর

এই সম্বন্ধে কোন বাংলা ফরমূলা পুস্তক আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইংরাজীতে লেখা বাঙ্গালীর বই আপনি "ইণ্ডাষ্ট্রী আফিস্ ২২, আর, জি, কর রোড, কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাইবেন। ঐ বহিখানির নাম—Indian Tobacco and its preparation.

১৩৩৫ সনের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" নানারূপ তামাক প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। আপনি উহা পড়িয়া দেখিতে পারেন; আপনার কাজে লাগিবে। উহার মূল্য ৩৫ সনের এক সেট—২৸০। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৪নং পত্র

মহাশয়,

১। আমাদের একটি ছোটখাট পিল মেকিং মেসিন আবশ্যক (Pill Making Machine)। একই মেশিনে আবশ্যক মত ১ গ্রেণ ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত পিল তৈয়ার করা যায় এরূপ মেশিন দরকার। মেশিন হাতে চালান আবশ্যক।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক—পত্রের উত্তরে ঐ প্রকার মেশিন কোথায় পাওয়া যায় জানাইবেন।

২। বর্ত্তমানে "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক মূল্য কত জানাইবেন। যদি ১ সংখ্যা বিনামূল্যে দেন তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুধু মাশুল ভি, পি, করিয়া ১ সংখ্যা পাঠাইবেন।

S. K. R. Debnath
"Luxmi Bhander"
P. O, Chhatak
Dt Sylhet

৪নং পত্রের উত্তর

১। আপনি আমাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক Dr Basu's Laboratory, 45, Amherst Street, Calcutta—এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

২। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র বার্ষিক মূল্য—৫।৵০ (সডাক)—ভিঃ পিঃ তে ৫।।৵০—ছয় মাসের জন্য কোন গ্রাহক করা হয় না; বৎসরের মধ্যে যে কোন মাসে গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে সকল সংখ্যা গ্রাহককে পাঠান হইয়া থাকে। প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—।৹ ভিঃ পিঃতে কাহাকেও নমুনা পাঠান হয় না। আপনাকে এই জন্যই ভিঃপিঃ পাঠান সম্ভব হইল না। ।।৹ আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে এক সংখ্যা আপনাকে পাঠান যাইতে পারে।

৫নং পত্র

মহাশয়,

Oil engine দ্বারা পরিচালিত ছোট একটী তৈলের কল (oil mill) কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহার দাম কত।

বিনীত—শ্রীকালীকুমার সেন
পোঃ ভাঙ্গাবাজার, জেলা সিলেট

৫নং পত্রের উত্তর

আপনি আমাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক J. N. Das & Co, Engineers and Manufacturers, 28, Strand Road, Calcutta এই ঠিকানায় অথবা Marshall & Sons Ld. Calcutta Martin & Co, 12, Mission Row, Calcutta—এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে, আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিতে পাইবেন।

একটি প্রশ্ন

আমাদের মাঘ (১৩৩৯) মাসে প্রকাশিত 'চিনির কারখানা—" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ Centrifugal Machine সম্পর্কিত নানা বিষয় অবগত হইতে চাহিয়াছেন। ঐ সকল পত্রেরই জিজ্ঞাস্য তথ্য প্রায় একরূপ; কাজেই সকলকে আমরা এক পংক্তি ভুক্ত করিয়া শুধু তাঁহাদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করিলাম; তাঁহাদের পত্র আর বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিলাম না। পত্র লেখকগণের নাম—K, K, Dutt. (Sub. No 5316) Allynagar Tea Eatate, Shamshernagar P. O. (South sylhet); K. N. Khak'ari Barahapjan P. O. (Upper Assam); Kali Kumar Sen P. O. Bhanga bazar (Sylhet); Haripada Dutt P. O. Karimgunge (sylhet); Ambica Charan Panja vill Kalai Kundoo, P. O. Sonakhali (Midnapore)।

উত্তর

আপনাদের সকলেরই প্রশ্নের ধারা একই নমুনার। আপনারা আমাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে বিস্তারিত সকল জানিতে পারিবেন। ঠিকানা—Martin & Co, 12, Mission Row, Calcutta, Bhowani Engineering & Trading Co. Ltd 56, Gouribari Lane, Shambazar, Calcutta. Marshall & Sons, 99, Clive Street, Calcutta।

— —

মাথা ধরার ঔষধ

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির মিশ্রণে একটী মাথা ধরার ঔষধ তৈয়ারী হইতে পারে। Oriental Balm, অমৃতাঞ্জন প্রভৃতি বেদনানাশক ঔষধের মালিশের ভিত্তি ঠিক এইরূপ।

ভ্যাসেলিন (Vaseline)	৪৪ ভাগ	
মেন্থিল্ স্যাসিসিল (Menthyl Salicyl)	১০	"
অয়েল্ অব্ কাজুপুট— (Oil of Cajuput)	২	"
অয়েল্ অব্ ইউক্যালিপটাস্ (Cil of Eucalyptus)	২	"
মেন্থল	২	"
উল্ ফ্যাট (Wool Fat)	২০	"

এইগুলি সমস্ত বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া বড় মুখের বোতলে পূরিয়া রাখ। ভেড়ার চর্ব্বি (Lamb fat) যে জায়গায় পাওয়া যাইবে, পশমের চর্ব্বি (Wool fat) ও সেখানেই পাওয়া যাইবে। পশম হইতে উদ্ধৃত চর্ব্বি দামে সস্তা বলিয়া তাহার কথাই দেওয়া হইয়াছে। ফলে যে কোনও চর্ব্বি দেওয়া যায়।

সুগন্ধি কেশ তৈল

নিম্নলিখিত প্রণালীতে একটী বেশ ভাল রকমের সুগন্ধি কেশ তৈল প্রস্তুত করা যায়।

সুগন্ধি তিল তৈল প্রস্তুত করিবার ফরমূলা এই বৎসরের শ্রাবণ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বাহির হইয়াছে।

তিল তৈল	১৬ আউন্স্	
নারিকেল তৈল	৮	"
হিইকো নার্সিসাস্ (Hieko Narcissus)	২ ড্রাম	
ফ্লোরা জেস্মিন্ (Flora Jasmine)	২ ড্রাম	
এ্যাল্‌কেনেট্ রুট্ (Alkanet root)		"

প্রথমে তেলগুলিকে রিফাইন্ করিয়া লও। রিফাইন্ করা হইয়া গেলে, সেই তেলের ভিতর এ্যাল্‌কেনেট্ রুট্ সাত দিন ধরিয়া ভিজাইয়া রাখ। তারপর আবার ফিল্টার করিয়া পরে গন্ধদ্রব্যগুলি মিশাও।

ঘরে এসেন্স্ তৈয়ারী

ঘরে মোটামুটি রকমের এসেন্স তৈয়ারী করা কষ্টের ব্যাপার নহে। সাধারণ রকমের আতর ও রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়াই এই কাজ করা যায়। উহাদের সহিত সামান্য কিছু পরিমাণ Benjoric acid (বেঞ্জোরিক এসিড্) মিশাইয়া লইতে হয়। প্রণালীটা এই রকমের—শতকরা ৬০ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ (Rectified Spirit) লও ৪৮ আউন্স্; তাহার সহিত

১ আউন্স সাধারণতঃ আতর মিশাও; অল্প কিছু বেঞ্জোয়িক এসিড দিয়া সমস্তটা একটা বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দাও। এই ভাবে এক মাস থাকিতে দাও।

দৈনিক ৩ বার করিয়া প্রত্যেক বারে ১৫ মিনিট ধরিয়া সমস্ত জিনিসটা বেশ করিয়া ঝাঁকিয়া দিবে।

সুগন্ধি দ্রব্য বা এসেন্স প্রভৃতি সাধারণতঃ তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। উহাদিগকে শক্ত ট্যাবলেটের আকারেও তৈয়ারী করা যায়, কিন্তু, তখন উপকরণগুলিও ঘন উপাদানের হওয়া দরকার। এই জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা যায়। প্লাষ্টার অব প্যারিস্ (Plaster of Paris) লও ৪ আউন্স; অথবা পরিশ্রুত মোম ৪ আউন্স. সোডিয়াম্ ক্লোরাইড (Sodium chloride) গুঁড়া ১০ গ্রেণ। এই দুইটি মিলাইয়া সামান্য কিছু জল দিয়া কাদার মত তৈয়ারী কর। খুব তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার ভিতর এসেন্স মিশাইয়া, বেশ করিয়া নাড়িয়া দাও। তারপর ছাঁচে ঢালিয়া লও। এই সুগন্ধি ট্যাবলেট গুলি কাপড়ে ঘসিয়া দিলে বস্ত্রাদি হইতে খুব সুগন্ধ বাহির হয়।

বসন্তের দাগ সারিবার উপায়

মুখে বসন্তের দাগ সকল সময় নষ্ট হয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন, যখন ঘাগুলি শুকাইতে আরম্ভ করে, তখন কচি ডাবের জল দিয়া উহার মুখ ধুইয়া দিলে আর দাগ থাকে না। কেহ

কেহ কোন কোন রকমের ক্রীম ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত প্রণালীটীও অবলম্বন করা যাইতে পারে। এই প্রণালী খালি মুখে নয়, শরীরের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ যে সকল জা গা সব সময়ের জন্য বাহিরে থাকে, সেই সমস্ত জায়গায়ই মাখান যায়। একখানি উটের লোমের ব্রুষ (Camels' hair brush) লইয়া তাহা দ্বারা সামান্য একটু একটু এসেটাম্ ক্যান্থারাইডিস্ (Acetum Cantharidis) প্রতি দাগের স্থানে লাগাইয়া দিতে হয়। ইহাতে ছোট ছোট এক একটী ফোস্কা উঠিবে। ঐ ফোস্কার ভিতরে গরম জল অথবা খুব পাতলা এরারুট দিয়া ধুইয়া দিতে হয়।

ভেসেলিন্ পমেড্

টাট্কা চর্ব্বি	২৫০ ভাগ
শাদা মোম (White wax)	২৫ "
ভেসেলিন্ (Vaseline)	২০০ "
বার্গেমট্ অয়েল (Bergamot oil)	১৫ "
ল্যাভেণ্ডার অয়েল (Lavender oil)	৩ "
এ্যাফ্রিকান জিরানিয়াম্ অয়েল (African geranium oil)	২ "
লিমন্ অয়েল (Lemon Oil)	২ "

প্রথমে চর্ব্বি ও মোম সাধারণ রকমের তাপে গলাইয়া ভেসেলিনের সহিত মিশাও। ইহার পর অন্যান্য তেলগুলি একে একে ঢালিয়া সমস্তটা বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া দাও।

সুগন্ধি তিল তৈল

শ্রাবণ মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' সুগন্ধি তিল তৈলের একটী ফরমূলা বাহির হইয়াছে। এবারে আরও একটী দেওয়া হইল। তেলটা সব সময়েই রিফাইন করা দরকার।

তিল তেল	২৪ আউন্স
ইষ্টাম্বল কাহি (Estambal Kahi)	১ তোলা
চন্দন তেল	১ তোলা
ল্যাভেণ্ডার তেল	২ ড্রাম
এ্যাল্‌কেনেট্ রুট্ (Alkanet root)	২ ড্রাম
ক্যান্থারাইডিন	২ ড্রাম

প্রথমে 'রুট'টা তেলে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দাও ১৫ দিনের জন্য। তারপর ফিল্টার করিয়া লইয়া এসেন্স্‌গুলি মিশাইয়া দাও।

কোপাল ভার্ণিশ

কর্পূর	১ ভাগ
ইথার	১২ "
কোপাল (বর্ণহীন ও সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করা)	৪ "
প্রুফ্ স্পিরিট্	৪ "
রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ অব্ টার্পেণ্টাইন্ (Rectified Spirit of Tmpentine)	¼ "

প্রথমে ইথারে কর্পূরটা গলাইয়া লও। যখন ভাল করিয়া গলিয়া যাইবে, তখন তাহার মধ্যে কোপাল মিশাও। এই মিশ্রিত দ্রব্যটা একটা বোতলে লইয়া নাড়িতে থাক। নাড়িতে নাড়িতে কোপালটা কতক গলিয়া যাইবে ও কতক ফুলিয়া উঠিবে। ইহার পর স্পিরিট দুইটী পর পর মিলাইয়া দাও। এখন খুব ভাল করিয়া নাড়িয়া দিলেই ভার্ণিশটা তৈয়ারী হইল।

জীবন বীমায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা

ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহাছাড়া থাইসিস, কালাজ্বর, বেরি-বেরি, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি মহামারী ত লাগিয়াই আছে। অর্থা-ভাবে চিকিৎসা হয় না; অজ্ঞানতার দরুণ প্রতিরোধেরও কোনরূপ চেষ্টা হয় না। আমাদের দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি যদি পাশ্চাত্য দেশের কোম্পানীগুলির ন্যায় জনসেবার মহৎ আদর্শ শিরে ধরিয়া এইভাবে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাহার ফল বীমা-কোম্পানীগুলি ত পাইবেনই, অধিকন্তু জনসাধারণও এইরূপ স্বাস্থ্য বিষয়ক সাহিত্য পাঠে উপকার পাইবেন। জনসাধারণের শরীর পুষ্ট ও উন্নত হইলে তাহাদিগের অধিকতর উপার্জ্জনের শক্তি হইবে, এবং তাহারা দীর্ঘায়ু হইবে; ফলে বীমা কোম্পানীগুলির বীমার প্রসার বাড়িবে এবং অসাময়িক মৃত্যু-তালিকা হ্রাস হওয়াতে কোম্পানীর সঞ্চয় তহবিলও যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইহা ছাড়াও সমাজের এইরূপ মঙ্গল সাধনের জন্য জনসাধারণের মনে বীমা কোম্পানীগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। অবশ্য ইহার জন্য গোড়ায় একটু খরচ বাড়িবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার সুফল অবশ্যম্ভাবী।

আমরা এবার আবেদন পত্র (appilcation form) ও ডাক্তারী পরীক্ষা পত্রের (medical examinaticu form) বিষয়ে দুই একটা কথা বলিব। দেশের শিক্ষিত উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি মাত্রই এই দুইটী মূল্যবান পত্রের সহিত কোন না কোন সময়ে পরিচিত হইয়াছেন। আজ-কাল বীমা প্রতিনিধির এত ছড়াছড়ি যে ঘরে ঘরে এই বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন-বীমার উপকারিতা দেশে এখনও সম্যকভাবে উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া এখনও

বীমা-এজেণ্টের প্রতিষ্ঠা ও যশঃ লোকসমাজে যথেষ্ট ভাবে প্রচার পায় নাই। আয় এবং উপার্জ্জন হিসাবেও এ পর্য্যন্ত অনেকে আশানুরূপ প্রতিষ্ঠা দেখাইতে পারেন নাই। তবে ইহা আশা করা যায় যে আরও ২০।২৫ বৎসর পরে বীমা-প্রতিনিধির সম্মান লোক সমক্ষে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস (Government Service) হইতে কোন অংশে ন্যূন হইবে না।

বীমা-এজেণ্ট প্রাথমিক বার্ত্তালাপের পর আবেদন পত্র বাহির করেন। এই আবেদন পত্রে সমস্ত বিষয়ের সন্তোষজনক উত্তর লিখিত হইলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ আবেদন পত্রখানি ইংরাজীতে লিখিত থাকে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিহাসের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন থাকে। এই প্রশ্নগুলির প্রতি অক্ষর ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ফর্ম্ম হইতে লওয়া হইয়াছে। সুতরাং এমন দুই একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যাহা বাস্তবিকই হাস্যকর। সকলেই জানেন আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী। সুতরাং ভারতবাসী বীমা প্রস্তাবকারীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়। Have you lived in a tropical country? অর্থাৎ আপনি কি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কখনও বাস করিয়াছেন? তাহা হইলে আমাদের সামান্য জ্ঞানে বোধ হয় প্রশ্নটি একটু হাস্যকর হইরা ওঠে। এ কথা প্রত্যেক দেশীয় বীমা অনুষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণ জানিয়াও বিহিত করেন না। অবশ্য ইংরাজ কিংবা অন্য কোন ইউরোপীয়ের নিকট এ প্রশ্ন করার অর্থ আছে; কিন্তু ভারতবাসীকে এ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

তাহার পর নেশা করার বিষয়ে প্রশ্ন থাকে। আপনি কি মদ্য পান করেন? আপনি কি আফিম খান? স্বাস্থ্য-তত্ত্বের মাপ কাটিতে পরিমিত ভাবে মদ্যপানে শরীরে ব্যাধি কিংবা অন্য কোনরূপ অপকার হয় না। আফিমের বিষয়েও ঐ কথা খাটে। বরং এমন একটা বয়স আছে যখন পরিমিত পরিমাণে আফিম খেলে ভাল ফলই দেখা যায়। কিন্তু কতটুকু খাইলে অপকার হয় না এবং কতখানি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টজনক, এ তথ্যের পূর্ণ সংবাদ পাওয়া কঠিন। তাহার পর রামের সবল,সুস্থদেহে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুরা যদি কোন অনিষ্ট না করে,তাহা হইলে শ্যামের শরীরেরও যে ঐ পরিমাণ পানে অনিষ্ট হইবে না, এরূপ মতও কোথাও পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে মদ্যপান যতটা প্রচলিত, আমাদের দেশে তাহা নহে; সুতরাং এরূপ বৈলক্ষণ্যেরও বিচার করা প্রয়োজন। এদিকে মদিরা আমাদের দেশবাসীর পক্ষে যতটা অনিষ্টকর আফিম ততটা নহে। পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় ভারতে আফিমের প্রচলন যথেষ্ট বেশী এবং পরিমিত ব্যবহার দ্বারা ইহাতে সাধারণে উপকারও পায়। তুল্য মূল্য বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বীমা প্রস্তাবকারীর স্বাস্থ্য হিসাবে একজন ইংরাজ যদি প্রত্যহ ৪ পেগ করিয়া মদ্যপান করে, তবে তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ মারাত্মক নহে। কিন্তু যদি কোন ভারতবাসী প্রত্যহ ঐ পরিমাণ সুরা পান করে, তাহা হইলে অচিরে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এ অবস্থায় উভয়ের বীমা সম্বন্ধেও পৃথক ব্যবহার প্রয়োজন। আবার কোন ভারতবাসী যদি মাসে ॥০ ভরি আফিম খায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে তত কুফল দৃষ্ট হইবে না,যতটা অনুরূপপরিমাণে কোন ইংরাজ

আফিম খাইলে তাহার পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। সুতরাং স্বাস্থ্য পরীক্ষকগণকে এরূপ বৈলক্ষণ্যের উপর সুদৃষ্টি রাখা দরকার।

আমাদের দেশে কুষ্ঠের প্রকোপ যথেষ্ট। এই ভীষণ দুষিত রোগ সমস্ত দেশময় এমনভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে যে অচিরে ইহার প্রতিরোধ না করিলে দেশবাসীর শরীর ও স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ, ইহা ছোঁয়াচে রোগ। অথচ আমাদের দেশের বীমার আবেদন পত্রে বা স্বাস্থ্য পত্রে কুষ্ঠ রোগের বিষয়ে কোন উল্লেখই থাকে না।

আরও একটী কথা। পারিবারিক ইতিহাসে (Family History) অনেক বিষয়ের প্রশ্ন থাকে, কিন্তু সহধর্ম্মিনীর সম্বন্ধে কোন সন্ধান রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় না। অথচ আমাদের দেশের পারিবারিক সংগঠন এইরূপ যে স্ত্রীর থাইসিস রোগ থাকিলে অথবা থাইসিস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইলে স্বামীরও যে ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা যত বেশী এবং তজ্জন্ত বীমা কোম্পানীর ঘাড়ে যে কতখানি দায়িত্ব আসিয়া পড়ে তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের মনে হয় এই সকল বিষয় আলোচনা করতঃ সময়োপযোগী ব্যবস্থা করা খুবই দরকার।

আমাদের দেশে আজকাল Blood pressure এর যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। শরীরে যথেষ্ট জীবনীশক্তি (vitality) ও পরিপুষ্টি না থাকিলে diastolic blood pressureএর বৃদ্ধিতে অকাল মৃত্যুর যথেষ্ট সম্ভাবনা। অথচ আমাদের দেশের জীবন বীমায় blood pressure দেখিবার বিশেষ ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। অনেক স্বাস্থ্য পরীক্ষক আবার blood pressure দেখিবার যন্ত্রপাতি রাখেন না, অনেকে এমন কি ইহার ব্যবহারও জানেন না। এ বিষয়েও আমরা বীমা-কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

সত্য কথা বলিতে কি যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে বীমা সম্বন্ধীয় তথ্য সমূহের সম্পূর্ণ আলোচনা না হইবে, ততদিন জীবন বীমার কাজ বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় আন্দাজেই সাধিত হইবে। উপস্থিত বীমা কার্য্যে যে সমস্ত মাপকাটী ব্যবহার করা যায় তাহা সমস্তই পাশ্চাত্য দেশ হইতে সংগৃহীত, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয় লোকের স্বাস্থ্য ও সমাজগঠন আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এ কথা পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। যেটুকু আলোচনা আমাদের দেশে হইয়াছে—তাহা প্রত্যেক বীমা অনুষ্ঠানের বিভিন্নরূপ অভিজ্ঞতার উপরই হইয়াছে। তাহাতে general average এর হিসাব হয় না। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপ লোকের বাস। উচ্চতা ও ওজন হিসাবে সকল প্রদেশের লোককেই এই হিসাবে ধরা যায় না। আয়ু হিসাবেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পশ্চিমের পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ স্বাস্থ্যবান পুরুষ ও নারী দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালায় বা মাদ্রাজে সেরূপ স্বাস্থ্য ও সুষ্ঠুর পরিচয় পাওয়া যায় না। রোগের বিষয় ধরিলেও এই কথা বলা যায়। বাঙ্গলা দেশে ওলাওঠা ও বসন্তের প্রকোপ খুব বেশী; তাহার তুলনায় পশ্চিমে প্লেগের সাময়িক আবির্ভাব কতদূর আতঙ্কজনক তাহা যাঁহারা কখনও পশ্চিমে বাস করিয়াছেন—তাঁহারাই অনুমান করিতে পারেন। শুধু তাহা নহে, আয়ুভেদে ও জাতিভেদে সাধারণ ও সংক্রামক রোগের প্রতিপত্তি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। খাদ্য হিসাবেও বিভিন্ন প্রদেশের

লোকের বিভিন্নরূপ পরিপুষ্টি দেখা যায়। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, ডাল, তরকারী প্রভৃতি। যত পশ্চিমে যাওয়া যায়, আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে মাছের প্রয়োজনীয়তা ততই কমিতে থাকে এবং এই সঙ্গে গোধুমের প্রচলনও অধিক দৃষ্ট হয়। মাদ্রাজেও ভাত প্রভৃতির প্রচলন আমাদের দেশেরই মত, কিন্তু মাংসের ব্যবহার নাই। মহারাষ্ট্র দেশে ভাত ও রুটী দুই খায়। এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের দরুণ এবং ভিন্নরূপ ধাতু হওয়ায় ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই দেহ গঠনে বিশিষ্টতা দৃষ্ট হয়। জীবন বীমার কাজে এই বিশিষ্টতার যথেষ্ট আলোচনা দরকার। কারণ, ইহার সাময়িক আলোচনা না হইলে বিভিন্ন প্রদেশের প্রত্যাশিত আয়ুর (expectation of life) হিসাব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হয়। ফলে হয়ত normal life অর্থাৎ তৎপ্রদেশের মাপ-কাটী অনুযায়ী স্বাস্থ্যবান পুরুষের উপর loading দিয়া বীমাকারীর উপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হয়। নতুবা subnormal life অর্থাৎ স্বাস্থ্যহীন পুরুষকে প্রচলিত হারে বীমাশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া জীবন বীমা অনুষ্ঠানকে অদূর-ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

বাস্তবিক জীবন বীমার পূর্ণ তথ্য যদি অবগত হওয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের দেশীয় অনুষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করিয়া স্থানীয় বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া আরও সুচারুরূপে কাজ করিতে সক্ষম হইত। আমরা একটী দেশীয় অনুষ্ঠানে এই বিষয়ের আলোচনা দেখিয়া সুখী হইলাম। বোম্বাই এর ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দেশীয় জীবন বীমা অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধানতম এবং সমধিক পরিপুষ্ট। ইহার পুঁজির প্রসারও যথেষ্ট। এই কর্ম্মকুশল অনুষ্ঠানের পরিচালকবর্গ শুধু কার্য্য প্রসারেই ব্যাপৃত নহেন। ইঁহারা জীবনবীমা সম্বন্ধীয় তথ্য বা statistics ও সংগ্রহ করিতেছেন। ইঁহাদের প্রকাশিত ওজন ও দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিক তালিকা দ্বারা এ দেশের বীমা সম্বন্ধীয় স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় একটী মহা অভাব দূর হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের সংগৃহীত তালিকায় ভারতের নানা প্রদেশের লোকের আপেক্ষিক ওজন ও দৈর্ঘ্যের বর্ণনা আছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গলা, সংযুক্ত প্রদেশ ইত্যাদি নানা প্রদেশের দৈর্ঘ্য ও ওজনের বৈশিষ্ট্য এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এরূপ একটী সাময়িক আলোচনা প্রত্যেক বীমা অনুষ্ঠানের নিকটই আবশ্যকীয় বলিয়া অনুভূত হইবে। আমরা ইহাও জানি যে বিশিষ্ট বৈদেশিক বীমা কোম্পানীগুলিও ওরিয়েন্টালের এই তালিকার উপর বিশেষ আস্থাবান। ওরিয়েন্টালের এই প্রচেষ্টা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। আমরা আশাকরি অন্যান্য দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিও এইরূপ সময়োপযোগী তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক দেশের জীবন বীমা কাজে সুষ্ঠু ও পরিপুষ্টি আনয়ন করিবেন।

কলিকাতা ইনসিওরেন্স কলেজ স্থাপন

ইন্সিওরেন্স ইন্ষ্টিটিউট্ স্থাপন হইবার প্রারম্ভ হইতেই কলিকাতায় একটা ইনসিওরেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়তা ইন্ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষগণ এবং ইন্সিওরেন্সের কার্য্য সংসৃষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। সমগ্র ভারতে কত লোক যে বীমার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাদের বাংলাদেশেই যে কত হাজার হাজার লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে তাহার ধারণা করা যায় না। দুঃখের বিষয়, মোট কত লোক যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যাহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে এক কলিকাতা সহরেই প্রায় ৮।১০ হাজার লোক এই ব্যবসায়ে নানা প্রকারে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। কলিকাতা সহরের কথা বাদ দিয়া সমগ্র বাংলা দেশেও যে এই পরিমাণ লোক বীমা ব্যবসায়ে নানাপ্রকারে নিযুক্ত আছে সে বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। ইঁহাদের অধিকাংশই বীমা বিদ্যা বিষয়ে কোনও জ্ঞান লাভ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকেই হয় ক্যান্ভাসার, না হয় কেরাণী। Rolling stoneএর মত তাঁহারা Canvassing অথবা কেরাণীর কাজে বীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, এই যা তাঁদের পরিচয়, ইহা ছাড়া বীমার বিষয়ে তাঁহাদের কোনও বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই। অথচ দেখা যাইতেছে বীমার কাজ জোগাড় করিতে হইলে এখন আর সে মামুলী প্রথায়—"মশাই গো! একটা ইন্সিওর করুন না।" 'অনেক দিন কোন কাজ পাইনি" ইত্যাদি স্তুতিবাদ করার দিন চলিয়া গিয়াছে।

এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার যুগে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর অসংখ্য ক্যান্ভাসার বীমাকারীদিগকে আপন আপন কোম্পানীর ভাল পয়েণ্ট দেখাইয়া কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং বীমা ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে এক্ষণে বীমা সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞান লাভ করার দরকার। এই জন্য ইন্সিওরেন্স ইন্ষ্টিটিউট্ স্থাপিত হইবার পরেই কলিকাতায় একটা ইন্সিওরেন্স কলেজ স্থাপন করার জন্য কর্তৃপক্ষীয়গণ অনেক চেষ্টা করেন এবং অগত্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে ইন্সিওরেন্স শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন সে জন্যেও ইহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অবশেষে এক দিকে ডাক্তার এস, সি, রায় এবং অপর দিকে মিঃ আই, বি, সেন ও মিঃ এস্ সি, রায় আপন আপন চেষ্টায় কলিকাতায় দুইটী ইন্সিওরেন্স কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। দুইটী কলেজেরই পৃষ্ঠপোষক ও অধ্যাপকদিগের নামের তালিকা এবং অধ্যাপনার বিষয় সমূহ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে এই সকল বিষয়ে উত্তমরূপ অধ্যাপনা হইলে এবং

শিক্ষার্থীগণ যথারীতি শিক্ষালাভ করিলে বীমা ব্যবসায়ের একটী দারুণ অভাব দূরীভূত হইবে। অমরা নিয়ে দুইটি বিত্তালয়েরই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিলাম।

ইন্সিওরেন্স এডুকেশন সোসাইটীর উত্তোগে কলিকাতাতে এলবার্ট হলের দোতালার উপর একটী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত কলেজ সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য নিম্নে প্রকাশ করা হইল :—

১। সাধারণতঃ সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ক্লাস হয়।

২। বৎসরে দুইটা টার্ম্ম—

গ্রীষ্মের টার্ম্ম—জুলাই—সেপ্টেম্বর।

শীতের টার্ম্ম—নভেম্বর—ফেব্রুয়ারী।

৩। মার্চ্চ মাসে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

৪। মাসিক বেতন ৫৲ টাকা; বৎসরে ১২ মাস বেতন দিতে হইবে।

৫। কোর্স এক বৎসরে শেষ হইবে; (বন্ধও ইহার মধ্যে ধরা হইবে)।

৬। ভর্ত্তির ফিঃ ৫৲ টাকা মাত্র।

৭। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে এম্-আই-ই-এস্ (মেম্বার অব দি ইন্সিওরেন্স এডুকেশন সোসাইটী) ডিগ্রী দেওয়া হইবে।

৮। বীমাকার্য্য সংগ্রহ এবং অফিস পরিচালনা, উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থাই করা হইবে। সম্ভবপর হইলে বীমা কোম্পানীর আফিসে ছাত্রদিগের ব্যবহারিক শিক্ষার (Practical trainingএর) ব্যবস্থা করা হইবে।

৯। বীমা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের মধ্যে যাহাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ সোসাইটীর বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়, তাহাদিগকে ফেলো অব ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সোসাইটী (Fellow of Indian Education Society—F,I,E,S,) ডিগ্রী দেওয়া হইবে।

১০। অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হইলে কলেজে ভর্ত্তি করা হইবে। ম্যাট্রিক ফেল হইলে ভর্ত্তির পূর্ব্বে একটী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

১১। লাইব্রেরী ও অন্যান্য চার্জ্জ বাবদ বৎসরে ১০৲ টাকা ফিস্ দিতে হইবে।

১২। পরীক্ষা ও ডিপ্লোমার ফিস্ ২৫৲ টাকা।

ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সোসাইটীর উত্তোগে এই কলেজটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মিঃ জে এন্ বসু—এম্-এল্-সি। সেক্রেটারী—ডাঃ এস্ সি রায়।

কলেজটী একটী গভর্ণিং বডি দ্বারা পরিচালিত হইবেন। শ্রীযুক্ত ডি পি খৈতান এই বডির প্রেসিডেন্ট ও শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার এম,এ, সেক্রেটারী। ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সোসাইটীর জেনারল সেক্রেটারীর নিকট পত্র ব্যবহার করিলে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

দ্বিতীয় কলেজটির নাম ও ঠিকানা—"কমার্স কলেজ" ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা (সিটিকলিজিয়েট স্কুলের বাড়ী)

শিক্ষণীয় বিষয়—

(ক) ইন্সিওরেন্স (এ আই-এ এবং এ-সি-আই-আই ষ্ট্যাণ্ডার্ড)

(খ) ব্যাঙ্কিং (এ আই-বি)

(গ) সেক্রেটারীসিপ (এ-আই-এস্-এ)

(ঘ) ইহা ছাড়া—

(১) সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ্‌রাইটিং

(২) জার্ণ্যালিজম্।

শিক্ষা দিয়া ছাত্রদিগকে রেলওয়ে ও গভর্ণমেণ্ট চাকুরীর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইবে।

পরিচালকবর্গ—

সভাপতি স্যর পি-সি-রায় কে-টি, সি-আই ই;

সহঃসভাপতি—শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার্স অব্ কমার্সের সভাপতি, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি প্রভৃতি। অন্যান্য সভ্যদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রহিয়াছেন:—

স্যার হরিশঙ্কর পাল কে টি, রায় শ্রীযুত এ-সি-ব্যানার্জ্জী বাহাদুর, ইণ্ডিয়ান্ মাইনিং ফেডারেশনের সভাপতি; শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, বার্-এট্‌ল, এম্-এল্-সি প্রভৃতি;

প্রোফেসর—শ্রীযুত পি-সি-মহলানবীশ আই ই-এস্, ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের অনারারী সেক্রেটারী; শ্রীযুক্ত এস্, এন্ ব্যানার্জ্জী বি-এস্-সি, এ-সি-আই-আই; শ্রীযুত জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম্-এ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, শ্রীযুক্ত আর, সি-শেঠ বি-এল্, ওেড্ ওয়ার হাউসের ডিরেক্টর, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর।

সম্পাদকদ্বয় -

শ্রীযুত—আই-বি-সেন্ (মার্চ্চেণ্ট্) ইণ্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট—

শ্রীযুক্ত—এস্-সি রায়, এম্-এ, বি-এল্ "ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ল্ডে"র এডিটর

সেসন—জুলাই হইতে মার্চ্চ।

মাহিনা—

(ক) এ-আই-এ-মাসিক—১০৲ টাকা

এ-সি-আই-আই-মাসিক—৬৲ টাকা

(খ) এ-আই বি—মাসিক ৬৲ টাকা

(গ) আর্-এ—৬৲ টাকা মাসিক।

(ঘ) এ আই-এস্-এ—৭৲ টাকা মাসিক।

সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ্‌রাইটিং—

সর্টহ্যাণ্ড—মাসিক ৩৲ টাকা

টাইপরাইটিং ,, ২৲ ,,

উভয়ে মিলিয়া ৪৲ ,,

উপরোক্ত হারে মাহিয়ানা ছাড়া প্রত্যেককে ভর্ত্তি ফিঃ দিতে হইবে ৫৲ টাকা। আর যাঁহারা মাসিক মাহিনা না দিবেন, তাঁহাদিগকে বিগত জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসের মাহিনা জানুয়ারী মাসেই দিতে হইবে। যাঁহারা এক সময়ে—দিবেন, তাঁহাদিগকে (ভর্ত্তি ফিঃ ছাড়া) সমস্ত টাকার উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে ডিস্কাউণ্ট দেওয়া হইবে। লণ্ডন্ চেম্বার অব কমার্সের বা রিফম্. আই-কম্ বা পি-ডব্লিউ-ডি, রেলওয়ে ও গভর্ণমেণ্টের প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্য যাঁহারা প্রস্তুত হইতে চান, তাঁহাদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

কোন বিশেষ বিষয়ে যদি কেহ বিশেষ শিক্ষা লাভের ইচ্ছা করেন, তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে; এজন্য বিশেষ ভাবে ফিঃ দিতে হইবে। সম্পাদকের নিকট হইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত প্রাইজ ও মেডালগুলি এই শিক্ষায়তনের পরীক্ষার্থীদিগকে তাহাদিগের পরীক্ষার ফল দৃষ্টে দেওয়া হইবে:—

১। যিনি এ-সি-আই-আই (দ্বিতীয় বিভাগ) পরীক্ষায় কলেজ হইতে প্রথম হইবেন, তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে (এই পদকটী শ্রীযুত আই-বি সেন দিবেন)।

২। যিনি এ-সি-আই-আই (প্রথম বিভাগ) পরীক্ষায় সকল বিষয়ে একবারে পাশ করিয়া কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে শ্রীযুত আই-বি-সেন একটী সুবর্ণ পদক দিবেন।

৩। যিনি এ-সি-আই-আই পরীক্ষায় (প্রথম বিভাগে) অন্ততঃ চারিটী বিষয়ে একেবারে উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে একটী রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। (শ্রীযুত আই-বি সেন প্রদত্ত)।

৪। যিনি এ-আই-বি (ব্যাঙ্কিং) পরীক্ষায় কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক একটী স্বর্ণপদক দিবেন।

৫। যিনি আর-এ-শেষ পরীক্ষায় কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে। (দাতা সোসাইটী অব দি রেজিষ্টার্ড একাউণ্টাণ্টস্—Society of the Registered Accountantes)।

৬। এ্যাকাউণ্ট্যান্সিতে যিনি পরীক্ষায় কলেজের মধ্যে প্রথম হইবেন, তাঁহাতে শ্রীযুত আই-বি-সেন একটী রৌপ্যপদক দিবেন।

৭। যিনি কলেজের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এ-আই-এ হইবেন, তাঁহাকে বেঙ্গল ন্যাশনাল্ চেম্বার্ অব কমার্স হইতে একটী স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে।

ছাত্রদিগকে ইন্সিওরেন্স, ব্যাংকিং, একাউণ্টেন্সী ও অডিটিং সম্পর্কিত ডিগ্রী লাভার্থ পাঠ্যের সংপ্রতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার জন্যও আবশ্যকমত উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইবে। অধ্যাপনা কার্য্যের জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যিনি যে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা সেই সেই বিভাগের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

যাহারা এই কলেজের উদ্যোক্তা তাঁহাদের সহিত এদেশের প্রধান প্রধান অফিসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই বিদ্যালয় হইতে যাঁহারা পাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে ঐ সকল আফিসে চাকুরী দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা (Practical training) দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের নিকট কলেজের বিবরণাদি যাহা প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে এইখানে প্রকাশ করিলাম। বিস্তারিত বিবরণ, প্রস্পেক্টাস্, এবং পাঠ্যাদির তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলেই সমুদয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

মিঃ আই, বি, সেন
১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
ফোন—ক্যাল্ ৩১১৬

শ্রীযুক্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়—

পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত কতিপয় ব্যবসাদারের নাম ও ঠিকানা পাঠাইলাম। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে ইহা আপনার পত্রিকার ডাইরেক্টরী বিভাগে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। পানিহাটী ও সুখচর পুরাতন গণ্ডগ্রাম, ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে নদীযোগে মাত্র ১০ ও ১১ মাইল। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্ নামক সরকারী বাঁধান রাস্তা উভয় গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে; এবং ঐ রাস্তা দিয়া কলিকাতা ও বারাকপুর যাতায়াতের মোটর বাস্ সার্ভিস আছে। প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ১০॥টা অবধি বাস্ চলে। মালামাল ই, বি, রেলের সোদপুর ষ্টেসনে নামাইতে হয়। কয়লা প্রভৃতি নামাইবার জন্য খুব বড় সাইডিং আছে, যাহা বারাকপুরের দক্ষিণে অপর কোন ষ্টেসনে নাই। হোর, মিলার কোম্পানীর ষ্টীমার নদী দিয়া যাতায়াত করিলেও থামে না; নৌকা হইতে মালামাল নামাইবার যথেষ্ট সুবিধা আছে। পরপারে হুগলী জিলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামের সহিত সাধারণের জন্য সরকারী পারঘাটা আছে। প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ৭॥টা পর্য্যন্ত খেয়া চলে। উভয় গ্রামেই ডাকঘর আছে। কেহ যদি দরকারী খবর বিশেষ করিয়া জানিতে চাহেন—শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন দত্ত, Secretary, Panihati Peoples Party, Panihati P. O. 24 Parganas এই ঠিকানায় পত্র দিলে উত্তর পাইবেন। ব্যবসায়ীগণের নাম ধামের সহিত সেই সেই ব্যবসায়ের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল, আশা করি ইহা প্রকৃত ব্যবসায়ীদের কাজে লাগিবে। ইতি—

শ্রীযতীন্দ্র মোহন দত্ত

পানিহাটীতে বহুকাল ধরিয়া চালের কারবার চলিতেছে। পূর্ব্বে বৎসরে ৫।৬ লক্ষ মণ চাউল আমদানী ও রপ্তানী হইত। এক্ষণে খুব কমিয়া গিয়াছে। ধান ছাঁটাইয়ের কলও ৪টী আছে।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা :—

ধান ও চাউলের ব্যবসায়ী—

* শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র শ্রীমানী
শ্রীজীবন ধন শ্রীমানী
শ্রীপশুপতি কোণ্ডার
* শ্রীদেবেন্দ্র নাথ কোণ্ডার
* শ্রীশিবচরণ দাস
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকেনারাম কুণ্ডু ব্রাদার্স
শ্রীসেখ মোবারক

ইহাঁদের সকলকার ঠিকানা :— চাউলপটী, পানিহাটী পোঃ আঃ জেলা ২৪ পরগণা।

ইহাঁদের মধ্যে তারকা চিহ্নিত ব্যক্তিগণের ধান কল আছে। বর্ত্তমানে শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Panihati Chawlputty Association এর সভাপতি।

রবিশস্য ও ঘৃত :—

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র শ্রীমানী—পানিহাটী পোঃ আঃ

মশলার কারবার :—

শ্রীজীবন কৃষ্ণ কুণ্ডু—পানিহাটী
শ্রীসুবোধ চন্দ্র শ্রীমানী—ঐ
শ্রীসত্যহরি নন্দী—সুখচর পোঃ আঃ

কেরোসিন তৈল :—

শ্রীতুলসী চরণ সাধুখাঁ—পানিহাটী
শ্রীবিজন বিহারী শেঠ—ঐ
শ্রীসত্যহরি নন্দী—সুখচর

বাসন (পিতল, কাঁসার তৈয়ারী ও বিক্রয়)

শ্রীমহিম চন্দ্র সাধুখাঁ—পানিহাটী
শ্রীআশুতোষ দাস— ঐ
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত কাঁসারী—ঐ
শ্রীননীলাল শ্রীমানী— ঐ

মিষ্টান্নের দোকান :—

৺শ্রীকৃষ্ণ দাস মোদক—সোদপুর পোঃ আঃ
(ইং ১৮৭৬-৭৭ সালে সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড যুবরাজ বেশে কলিকাতায় আসিলে ইহাঁদের আবিষ্কৃত "রামচাকী" খাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন)

৺হরিচরণ মোদক—পানিহাটী
শ্রীক্ষেত্রমোহন দাস—ঐ

ইহাঁরা সকলেই পানিহাটী "গুঁপো" সন্দেশ প্রস্তুত করেন।

কয়লা—

পানিহাটী ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থানে বর্ত্তমানে নানাবিধ কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, যথা—

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস—
মার্শ্যাল এণ্ড সন্স—
মুরারকা পেণ্ট এবং বার্ণিস ওয়ার্কস—
খাদি প্রতিষ্ঠান—
বঙ্গোদয় কটন মিলস্—
বাসন্তী কটন মিলস্—

প্রধান প্রধান কয়লা ব্যবসায়ীর নাম নিম্নে দেওয়া গেল—

* শ্রীদিবদাস মোদক—সোদপুর পোঃ
* শ্রীসন্তোষ চন্দ্র মোদক B. Sc.— ঐ

এ, কে, নন্দী এণ্ড কোং—সুখচর

* ইহারা মিল প্রভৃতিতে কয়লা যোগান দিবার Forward Contract করিয়া থাকেন। Sodpur Rail Station এ কয়লা wagon হইতে নামাইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

চূণ, সুরকী ইত্যাদি—

শ্রীতুলসী চরণ সাধুখাঁ- পানিহাটী।
শ্রীদিবদাস মোদক—সোদপুর।
শ্রীসন্তোষ চন্দ্র মোদক—ঐ

গুড় ও দেশী চিনী—

সুখচরের দেশী দোবরা চিনি এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। নিষ্ঠাবান ও আচারবান হিন্দু স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। দৈব ও পিতৃকার্য্যে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত। স্বর্গীয় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের আমলে এই সম্বন্ধে একবার প্রশ্ন উঠে, তাহাতে তিনি বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লয়েন ও নিজে ইহা দৈব ও পিতৃ কার্য্যে ব্যবহার করেন। তারকেশ্বরের মন্দিরে ইহার ব্যবহার বরাবর চলিয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমানে রিসিভার বাবুর আমলে বন্ধ হইয়াছে। যাঁহারাই দেশী চিনি প্রস্তুত করেন, তাঁহারাই গুড়ের ব্যবসা করেন। শীতকালেই ইঁহাদের কারবার জোর চলে।

শ্রীহরিদাস নাগ
শ্রীআশুতোষ সাঁতরা
৺হরিদাস ঘোষ—
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক—
৺কালিপদ শেঠ—

ইঁহাদের সকলের ঠিকানা :—
সুখচর পোঃ আঃ
জেলা ২৪ পরগনা।

বিড়ী—

শ্রীফকির চন্দ্র বৈরাগী—সুখচর
শ্রীতারক নাথ দাস—পানিহাটী

ইহারা large scale এ বিড়ী প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ও ফল বাজারে সরবরাহ করেন।

তামাক—

এককালে সুখচরের তামাক বিখ্যাত ছিল। সৌখীন লোকেও ইহা ব্যবহার করিতেন। অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাব ওয়াজিদ আলি সাহ ইহা ব্যবহার করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও প্রত্যহ ৩।৪ মণ তামাক রপ্তানী হইত। এক্ষণে রপ্তানী খুব কমিয়া গিয়াছে।

শ্রীভবতারণ খাঁ—সুখচর।

স্বর্ণকার—

শ্রীআশুতোষ শ্রীমানী—　পানিহাটী।
শ্রীমাণিক লাল দাস—　ঐ
শ্রীপঞ্চানন দাস (কাঁসারী)—　ঐ
শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ—　ঐ

মাছের ডিম্ ও চারা পোনা—

নিম্নলিখিত জেলিয়ারা গঙ্গা হইতে ডিম্ ধরেন ও স্ব স্ব পুষ্করিণীতে ফুটাইয়া বিক্রয় করেন। ইহাতে বোয়াল, সোল, চিতল প্রভৃতি হক্ মৎস্যের চারা থাকিবে না। এতৎপ্রসঙ্গে Bengal Home Crofters' Association এর

নাম দেওয়া হইল। ইহাঁরাও মেম্বর হইলে মাছ সরবরাহ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যদি বিশেষ জানিতে চাহেন ত' সেক্রেটারীকে ১১২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীবিপিন বিহারী তেওর— সুখচর
শ্রীসত্য হরি পাত্র— ঐ
শ্রীঅম্বিকা চরণ তেওর— ঐ
শ্রীঅক্ষয় কান্ত মালা—পানিহাটী
শ্রীধর্ম্মদাস ঘরামী— ঐ
Bengal Home Crofters' Association সুখচর

নৌকা তৈয়ারী—

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পানিহাটী।
শ্রীচারু চন্দ্র গাঁড়ার—আগড়পাড়া,
কামারহাটী পোঃ আঃ

ছাপাখানা ও লিথোগ্রাফী—

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র—সুখচর।

ইহাঁদের লিথোগ্রাফীর কাজ সর্ব্বজন প্রশংসিত; ইং ১৮৭০ সালে ইহাঁরা এই কার্য্য আরম্ভ করেন।

ডাক্তার :—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় M. B—পানিহাটী
শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় L. M. P—ঐ
শ্রীবিন্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় L M. P— ঐ
শ্রী রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় M. B—সুখচর
শ্রীসুজন নাথ ঘোষ M. B— ঐ

ডাক্তারখানা :—

* Parbati Charan Charitable Dispensary—পানিহাটী
Panihati Co-operative Dispensary—ঐ
Panihati Dispensary— ঐ

Sukchar Co-operative Dispensary—
স্থখচর

[* ইহারা অনেক টাকার ঔষধ খরিদ করেন, এজন্য নাম দেওয়া হইল]

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও ডাক্তারখানা :—

শ্রীহরিধন গঙ্গোপাধ্যায়—স্থখচর
শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী— ঐ
* মহেন্দ্র চ্যারিটেবল হোমিও ডিস্পেন্সারী—ঐ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ—পানিহাটী
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐ
শ্রীশশধর কুণ্ডু— ঐ
* কালিচন্দ্র চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী—ঐ
শ্রীরমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— ঐ

[* ইহারা অনেক টাকার ঔষধ খরিদ করেন, এজন্য নাম দেওয়া হইল]

কবিরাজ ও আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় :—

* শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল ভিষগরত্ন—স্থখচর
রস-চিকিৎসক্
স্থখচর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়—ঐ
শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত—পানিহাটী
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত—ঐ
(* ইনি স্বহস্তে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করেন]

Insurance Agents :—

শ্রীস্থশীলকুমার ঘোষ--পানিহাটী
শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়--ঐ
শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—স্থখচর

Bank—

Parbati Co-operative Bank—Panihati

ইহারা সময়ে সময়ে চাউলের ব্যবসায়ে অর্থসাহায্য করেন।

ঘানি :—

ইহারা সরিষা ভাজিয়া অতি উত্তম খাঁটী সরিষার তৈল বিক্রয় করেন। অনুরোধ করিলে অপরের সরিষা ভাজিয়া তৈল বাহির করিয়া দেন। প্রায় ১১।১২টী ঘানিগাছ ইহাদের আছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সাধুখাঁ—স্থখচর
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধুখাঁ— ঐ
শ্রীপাঁচকড়ি সাধুখাঁ ঐ
শ্রীরমাইচরণ সাধুখাঁ— ঐ
শ্রীশ্যামাচরণ সাধুখাঁ— ঐ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ— ঐ

সাইকেল মেরামত—

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়—স্থখচর

ঘড়ি মেরামত—

শ্রীঅমূল্যচরণ দে—পানিহাটী

Laundry—

শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পানিহাটী

ভোজনালয় :—

শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস—বঙ্গোদয় কটন মিলের নিকট পানিহাটী

চা ব্যবসায়ী :—

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ—পানিহাটী

গোটা, দন্তমঞ্জন প্রভৃতি :—

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়—পানিহাটী

ইহার স্বহস্তে প্রস্তুত গোটা খাইয়া স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইনি কিছু কিছু "গোটা" ফরাসী দেশে রপ্তানী করেন।

"Top-all" Cork—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় B. Sc—
পুরাতন বাটি, পানিহাটি

Old rags, Sabui grass etc.,—
৺মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সুখচর
(ইনি কাগজ কলের জন্ত পুরাতন নেকড়া, ছেঁড়া কাগজ, সাবুই ঘাস ইত্যাদি বহু পরিমাণে ক্রয় করেন)

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—পানিহাটী
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— „
শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— „

পুস্তক বিক্রয়

পানিহাটি ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে অনেক গুলি স্কুল, পাঠশালা আছে। পুস্তক বিক্রেতারা যদি ডিসেম্বর মাসে এজেন্ট পাঠান ত উপকৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। স্কুল পাঠশালা ব্যতীত

গ্রামে কয়েকটী বড় বড় লাইব্রেরী বা পাঠাগার আছে, তাহাতেও বৎসরে অনেক টাকার পুস্তক ক্রীত হয়।

পানিহাটী প্রাণনাথ হাই স্কুল—পানিহাটী
সোদপুর হাই ইংলিস স্কুল—সোদপুর
সুখচর উচ্চ প্রাইমারী স্কুল——সুখচর
আগড়পাড়া „ „—আগড় পাড়া
ঘোলা „ „—ঘোলা, সোদপুর P. O.
রাখাল পণ্ডিতের পাঠশালা—পানিহাটী
পানিহাটী ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরীর পাঠশালা –ঐ
আরও ২।৩টী পাঠশালা আছে—

Library :—

Panihati Friend's Library Estd. 1898
Panihati P. O.
Panihati Club Estd. 1914 „
Panihati Binapani Club Estd. 1922 „
Sasadhar Smriti Pathagar Estd. 1923
(Sukhchar)
Agarpara Public Library Estd. 1929
Kamarhatty P. O.

পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটী

মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান বাৎসরিক আয় ৩০,০০০৲ টাকার উপর। প্রত্যেক বৎসরে ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চমাসে নলকূপ খনন, ময়লা ফেলা গাড়ী মেরামত, ময়লা ফেলা টব প্রভৃতির জন্ম টেণ্ডার আহ্বান করেন। বিশেষ বিবরণ মিউনিসিপ্যাল আফিসে খোঁজ পাওয়া যাইবে।

Contractors :——

শ্রী গোপাল চন্দ্র ঘোষ এণ্ড কোং—সুখচর
শ্রী নিতাই লাল ঘোষ— ঐ

হাট, বাজার

পানিহাটী ও সুখচর উভয় গ্রামেই দৈনিক বাজার বসে। ইহা ছাড়া সপ্তাহে দুইবার করিয়া ২টী হাট বসে। হাটে ৬।৭ মাইল দূর হইতে শাক সব্‌জী প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে। পানিহাটী বৈষ্ণবদিগের একটী তীর্থ স্থান, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে রঘুনাথ দাসের দণ্ড মহোৎসব হইয়া থাকে; বিদেশ হইতে অনেক লোকজন আসে। ঐ সময় নানা দোকান পাট বসে। কার্ত্তিক মাসে শ্রীচৈতন্ত দেবের আগমন উপলক্ষে স্মরণীয় মহোৎসব হয়, তখনও অনেক লোক সমাগম হয় এবং নানা দোকান পাট বসে।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের নাম ব্যতীত আরও দুই একটী ব্যবসায়ের সন্ধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পানিহাটী জোলা পাড়ায় বহু জোলা মুসলমান কাটা কাপড়ের কাজ করে, কেহ কেহ দর্জ্জীর কাজ করে। অনেক ভাল ভাল শিল্পী কাজের অভাবে কলে মজুর গিরি করে। ইহাদের উপযুক্ত কার্য্যে লাগাইতে পারিলে ধনীদেরও সুবিধা ইহাদেরও সুবিধা। পূর্ব্বে সুখচর গ্রামে অনেক দড়ির কারবার ছিল। এক্ষনে সব কারবারই উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা সোনের সূতা পাকাইতে সিদ্ধহস্ত —অল্প মজুরীতে উৎকৃষ্ট সূতা পাকাইয়া দিতে পারেন কিন্তু দড়ির ব্যবসা উঠিয়া যাওয়াতে ইহারা সকলেই অলস ভাবে কাল যাপন করিতেছেন। যদি কোনও বণিক সূতা কাটান প্রয়োজন মনে করেন ত ইহাদের সহিত দাদন দিয়া কিংবা অপর কোন প্রকারের বন্দোবস্ত করিয়া সস্তায় ইহাদিগকে কাজে লাগাইতে

পারেন। স্থানীয় রাজ-মিস্ত্রিরা সুদক্ষ কারিগর। মন্দির নির্ম্মাণে যে grand arch এর প্রয়োজন হয়, তাহা ইহারা করিতে পারে। কিন্তু কর্ম্মাভাবে ইহাদের কর্ম্মশক্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। অন্য স্থানের ব্যবসায়ীদের উপকারে আসিতে পারে মনে করিয়া এগুলির উল্লেখ করা গেল।

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

"টাওয়ার" ব্লক

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের টাওয়ার ব্লক (কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের নূতন ইমারৎ) এর কক্ষগুলি (rooms) ভাড়া নিবার জন্ত দরখাস্ত করা যাইতেছে। কি ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক এবং কত ভাড়া দিতে পারিবেন তাহা দরখাস্তে উল্লেখ করিবেন। নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক দরখাস্ত গৃহীত হইবে। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের অফিসে নক্সা দেখা যাইতে পারে। এবং অন্ত বিবরণাদি পাওয়া যাইতে পারে।

৫ ও ৬নং কক্ষদ্বয় ইতিপূর্ব্বেই বিলি হইয়া গিয়াছে।

এম্, ভট্টাচার্জ্জি
সুপারিনুটেণ্ডেণ্ট।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সোল এডভারটাইজিং এজেন্সি লইবার জন্ত আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে। মনোনীত প্রার্থীকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা, কপিলেখা এবং লে-আউট (lay-out) ইত্যাদি করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন বিভাগের জন্ত তাঁহাকে সাধারণ ভাবে দায়ী থাকিতে হইবে এবং গেজেটের সম্পাদকের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে হইবে। গেজেটের অফিসে তাঁহাকে তাঁহার নিজের কর্ম্মচারীগণকে লইয়া বিজ্ঞাপন বিভাগের কার্য্যাদি করিতে হইবে। তজ্জন্ত তাঁহাকে মাসিক নিম্নতম করের পরিমাণ, তাঁহার সংগৃহীত বিজ্ঞাপন হইতে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ এবং তাঁহার কমিশনের হার আবেদন পত্রে উল্লেখ করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহে তাঁহার—অভিজ্ঞতা, কপি লেখা, টাইপোগ্রাফি এবং সাধারণ ভাবে বিজ্ঞাপন বিভাগের কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতাও আবেদন পত্রে উল্লেখ করিতে হইবে। আদায়ী টাকার উপর কমিশন দেওয়া হইবে এবং কোন অনাদায়ী টাকার জন্ত সোল এজেণ্টকে কোন কমিশন দেওয়া হইবে না। চীফ একজিকিউটীভ অফিসারের ইচ্ছানুযায়ী এজেণ্টের প্রাপ্য কমিশনের শতকরা ১০ ভাগের অনধিক টাকা জামীন স্বরূপ রাখা যাইতে পারে। বিজ্ঞাপনের অনাদায়ী টাকার জন্ত সোল এজেণ্ট ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকিবেন। অঙ্গীকৃত বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত এজেণ্টকে কোনই কমিশন দেওয়া হইবে না। ১৯৩৩, ১লা নবেম্বর মধ্যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন পত্র পৌঁছানো আবশ্যক।

বি, ভি, রামিয়া,
কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

গুলিসুতার কল

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে কাটাকাপড় কলে সেলাই করার পূর্ব্বে কাপড়ের ভাঁজগুলিকে স্বস্থানে রাখিবার জন্ত দরজীরা কম জোরের সুতা দ্বারা (weak thread) সমুদয় সেলাই করিবার স্থানগুলি টাঁকিয়া লয়। এই কম জোরের সুতাকে ইংরাজীতে Tucking thread বলে। সেলাই করার গুলি সুতা অথবা কাঠীমের সুতা যেমন শক্ত এই সকল Tucking thread তেমন শক্ত নহে। কারণ কাটা কাপড়ের ভাঁজ গুলি একবার এই কাঠীমের শক্ত সুতাদ্বারা সেলাই করা হইয়া গেলে এই সকল Tucking threadএর আর কোনও প্রয়োজন থাকে না, দর্জ্জীরা ইহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। অথচ দর্জ্জীর ব্যবসায়ে পাকা সেলাইয়ের জন্ত যে পরিমাণ শক্ত সুতার দরকার ঠিক সেই পরিমাণে কম জোর এবং কম দামের Tucking thread এরও দরকার। এই Tucking thread এর গুলি-সুতা বাজার চলতি এলো পাকের ফেটীর সুতা হইতে তৈরী হয়। আর শক্ত সুতার গুলি ২ প্লাই, ৩ প্লাই, ৪ প্লাই Twisted yarn অর্থাৎ ২ তার, ৩ তার, ৪ তার পাকের সুতার ফেটী হইতে তৈয়ারী হয়। যাহার যেরূপ গুলি করার দরকার, সেইরূপ পাকের ফেটীর সুতা বাজার হইতে কিনিয়া গুলি করিয়া লইতে হয়।

সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া এক বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলে কত লক্ষ লোক দরজীর কাজে নিযুক্ত আছে তাহা একবার বাংলার বেকার যুবক-দিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। এই সকল দরজীর দোকানে নিত্য ব্যবহারের জন্ত দৈনিক কত লক্ষ Tucking এবং sewing thread-এর গুলির দরকার তাহাও একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি। তাহা ছাড়া এই প্রদেশের ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের বাড়ীতে বস্ত্রাদি সেলাই, বোতাম আঁটা ও রিপুকর্ম্মের জন্ত কত গুলি-সুতার ব্যবহার হয় তাহাও একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি। ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে একমাত্র গুলি-সুতা বিক্রয়ের জন্ত আমাদের এই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশই এক সুবৃহৎ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

তাহার উপর বিড়ীর ব্যবসায়ের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। বিড়ীর মুখ বাঁধিবার জন্ত সুতা অপরিহার্য্য। এই সুতাও বাজারের ফেটী হইতে গুলির আকারে তৈরী হইয়া তবে বিক্রয় হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে সেই যে বিড়ীর ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ তাহা সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যব-

সায়ে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। ইহাদিগের এই বিড়ীর ব্যবসায়েও আজ দৈনিক বহু লক্ষ গুলি সূতার বেচাকেনা হইতেছে। সুতরাং বিড়ির জন্যেও গুলি সূতা তৈরীর এবং বিক্রয়ের যে এক বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দুঃখের বিষয়, এই গুলিসূতা তৈরীর ব্যবসাতেও যাহারা নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাদের প্রায় ষোল আনাই অ-বাঙ্গালী। যেমন বরাবর হইয়া আসিতেছে, সর্ব্বপ্রথম বোম্বাই সহরেই ফেটী হইতে গুলি পাকাইবার কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গুলিসূতা তৈরী হইতে আরম্ভ হয়। সর্ব্বশেষে কলিকাতায় গুলিসূতা পাকানো সুরু হয়। টোয়াইন বল তৈরী করা বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু ফেটী হইতে গুলি তৈরী করার ব্যবসা গত কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই ব্যবসায়ের মালিক, মহাজন এবং মজুর সকলেই অ-বাঙ্গালী। আমরা এ পর্য্যন্ত যতগুলি কারখানা দেখিয়াছি তাহার সবগুলিরই মালিক
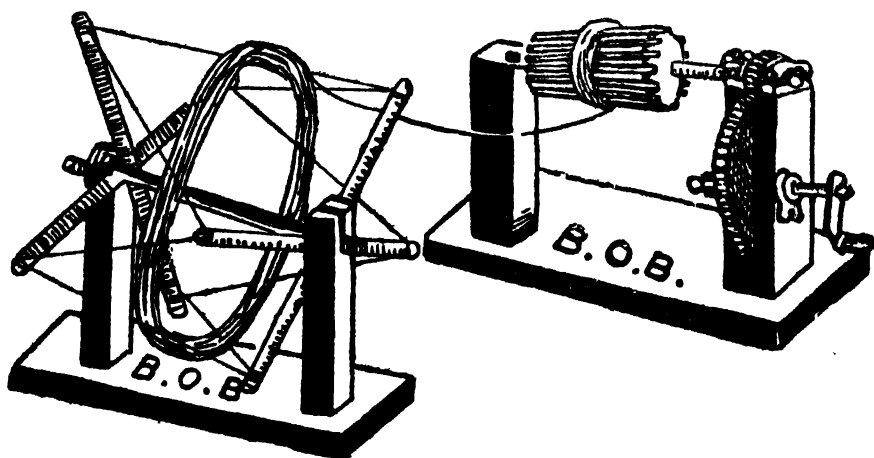
এই কলটীতে ফেটী হইতে চরকীতে (Hank) সূতা পরানো হয়।

অ-বাঙ্গালী——এবং সেই সকল কারখানায় যে সকল মজুর এবং মজুরণী কাজ করিতেছে তাহারাও অ-বাঙ্গালী। এই সকল কারখানায় কোন কোন সুদক্ষ এবং ক্ষিপ্রহস্ত মজুর দৈনিক দুই টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিয়া থাকে। ইহারা চুক্তি হিসাবে মজুরী পায়, কেহই মাস মাহিনায় নিযুক্ত নাই। দৈনিক যে পরিমাণ গুলি কাটিয়া দিতে পারিবে তাহার উপর মজুরী পাইবে, এই চুক্তিতেই সকলে কাজ করে। সুতরাং মালিকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া মূলধন খাটাইতে পারেন।

যাঁহারা টোয়াইন বল্ ব্যবহার করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে Thacker Spink, Newman, Hall & Anderson প্রমুখ ইংরেজ দোকান ছাড়া আর কোথায়ও এখন বিদেশী টোয়াইন বল ব্যাপকভাবে বিক্রয় হয় না। দেশীয় লোকেরা প্রায় সকলেই এখন দেশী টোয়াইন বল ব্যবহার করেন। মুরগীহাটায়

পাইকারী হিসাবে এই সকল টোয়াইন বল বিক্রয় হয়; কিন্তু প্রত্যেক টোয়াইন বলের মোড়কের উপর দেখিবেন; নির্ম্মাতাগণ (Manufacturers) সকলেই অবাঙ্গালী—হয় দিল্লীওয়ালা, আর না হয় বোম্বাইওয়ালা। এইরূপে অল্প মূলধন নিয়োগে যে সকল ছোট খাটো ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হয়, সে গুলি সব অবাঙ্গালীরা নিজেদের চেষ্টায় গড়িয়া তুলিয়া প্রভূত লাভবান হইতেছে, আর আমরা কেবল রাজনৈতিক জল্‌সা চালাইয়া সমগ্র দেশে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের চাহিদা সৃষ্টি করিতেছি এবং তাহার ষোল আনা সুবিধা অবাঙ্গালীরাই সম্ভোগ করিতেছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা কেবল চাকুরী চাকুরী করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে এবং বেকারের দল বাড়াইতেছে!

টোয়াইন বল তৈরীর ব্যাপারে যাহা দেখিয়াছি, গুলি সুতা তৈরীর ব্যাপারেও ঠিক সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি। এইরূপে যেদিকে তাকাই সেই দিকেই
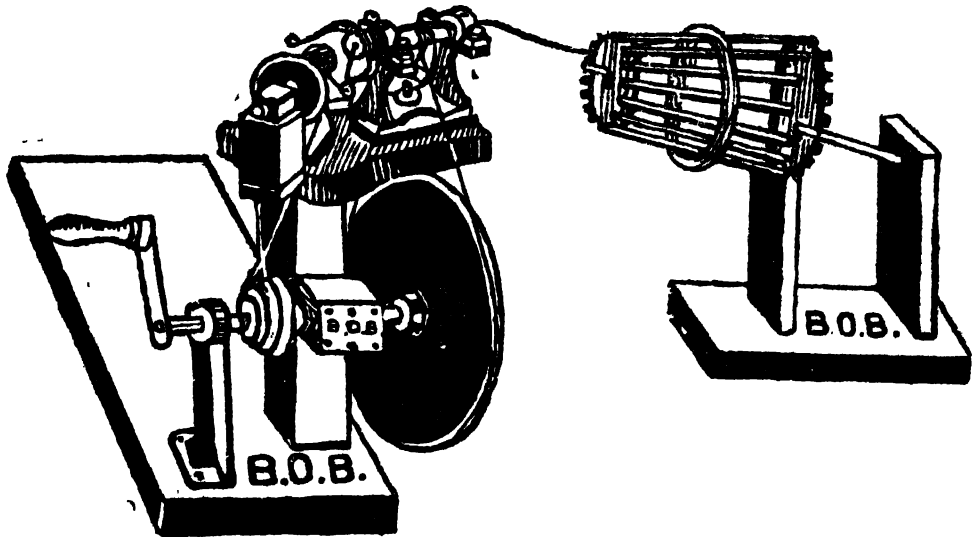
এই কলের সাহায্যে চরকী (Hank) হইতে গুলি সুতা পাকানো হয়।

বাঙ্গালীর শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া মনপ্রাণ হতাশায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। আজ তাই অল্পমূলধনে এইগুলি সুতা তৈরীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বেকার যুবকদিগের নিকট এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি; সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোয়ালিটীর ও আকারের গুলি সুতা বাজারে চলিতেছে।

১। Tucking বা টাঁকিবার জন্য কম জোরের গুলি সুতা।

২। কাটা কাপড়াদি সেলাই করার জন্য শক্ত পাকের Twisted Yarn এর গুলিসুতা।

৩। বিড়ি বাঁধিবার জন্য কম জোরের গুলিসুতা।

৪। দ্রব্যাদি প্যাক করার জন্য packing thread এর Twinee Ball

ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সমগ্র ভারতবর্ষে নানা প্রকার গুলি সুতা বিক্রয়ের যে এক বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এখন এই গুলি সুতায় কারবারে সামান্য মূলধন নিয়া নাবিলে কিরূপ আয় ব্যয় হইতে পারে তাহার একটী আনুমানিক এষ্টিমেট দেওয়া যাইতেছে।

গুলি পাকাইবার আয় ব্যয়ের হিসাব

দশ পাউণ্ড সুতার বাণ্ডিলের দাম ৭৲

এক পাউণ্ড Bleaching Powderএর দাম ॥৵০

এক পাউণ্ড সোডার দাম ৶১০

দেড় পোয়া এরোরুটের দাম জ্বালানী খরচ সমেত ৷৶১০

একজন মজুর দৈনিক এক হাজার গুলি কাটিতে পারে; এক বাণ্ডিল সুতায় ৩৫০০ গুলি তৈরী হয়; এবং ইহা কাটিতে দৈনিক সাড়ে তিন জনের মজুরী লাগে। প্রত্যেক মজুরের মজুরী দৈনিক এক টাকা হিসাবে ৩৫০০ গুলি কাটিতে দৈনিক মজুরী পড়ে ৩॥০

লেবেল মারা, প্যাক্ করা ইত্যাদি আনুসঙ্গিক ব্যয় দৈনিক ১৲

ঘর ভাড়া, আলো, পাখা, চাকর ইত্যাদি বাবদ দৈনিক ব্যয় ২৲

অন্যান্য খরচ বাবদ দৈনিক ব্যয় ১৲

মোট ব্যয় ১৫৲

বাজারে গুলিসূতা পয়সায় একটি করিয়া খুচরা বিক্রয় হয়; সেই হিসাবে ৩৫০০ গুলির দাম ৫৪।৶৹

ইহা হইতে পাইকারদিগকে শতকরা ২৫% হারে কমিশন বাদ দিলে যায় ১৩৷৶ তাহা ছাড়া বাজার চলিত দাম অপেক্ষা শতকরা ২৫% টাকা কম দামে মাল বেচিবার জন্য ইহা হইতে আরও বাদ দেওয়া গেল ১৩৷৶৹

অতএব বিক্রেয় মূল্য হইতে মোট বাদ গেল ২৭।৵৹

মাল তৈরী করার মোট খরচ পড়িয়াছে ১৫৲ সুতরাং এক বাণ্ডিলের আয় হইতে মোট খরচ পড়িল ৪২।৶৹

উপরোক্ত এষ্টিমেট হইতে দেখা গেল যে এক বাণ্ডিল সূতা হইতে গুলি তৈরী করার খরচ সর্ব্বসাকুল্যে ৪২।৶৹ এবং উহার বিক্রয় মূল্য মোট ৫৪।৶৹ সুতরাং প্রত্যেক বাণ্ডিল হইতে দৈনিক নিট্ আয় ১২।৹ ; এই হিসাবে একটি গুলিসূতার কল চালাইয়া মাসে ৩৬০৲ টাকার বেশী আয় হইতে পারে। সুতরাং প্রথম মাসের নিট্ আয় হইতে প্রথম কলটির দাম শোধ দিয়া আর একটি কল কেনার টাকা হাতে থাকিতে পারে। স্থানীয় চাহিদার পরিমাণ বুঝিয়া এইরূপ একটী, তুইটী বা ততোধিক কল কিনিয়া ধীরে ধীরে ব্যবসায়ের প্রসার করা যাইতে পারে এবং ক্রমে গুলি সূতা তৈরীর কারখানা করা যাইতে পারে।

কোরা সুতা ধোলাই করার প্রণালী

আমরা গুলিসূতা তৈরী করিবার একটা এষ্টিমেট্ দিয়াছি। এক্ষণে বাজার প্রচলিত কোরা সূতা কেমন করিয়া ধোলাই

করিতে হয় এবং কিরূপে তাহাতে মাড় দিয়া গুলি সুতা তৈরী করার উপযোগী করিতে হয় সে সম্বন্ধে বলিতেছি।

বাজারে দশ পাউণ্ডের প্যাকেট বাঁধা ফেটি সুতা বিক্রয় হয়; এইরূপ প্যাকেট বাঁধা ২০ নম্বরের কোরা সুতার ফেটীর দাম সাধারণতঃ ৭৲ টাকা; আর ধোয়া সুতার (Bleached) প্যাকেটের দাম কিছু বেশী লাগে। দশ পাউণ্ড কোরা সুতাকে ধোলাই করিতে হইলে এক পাউণ্ড Bleaching Powder এর সহিত এক পাউণ্ড সোডা মিশ্রিত করিয়া জলে গুলিয়া সেই জলে ১০ পাউণ্ড সুতা মৃদু আলে সিদ্ধ করিয়া লইলে সুতা দুধের ন্যায় সাদা হইয়া যায়। পরে এই সুতা ভাল জলে বার বার ধুইয়া কাচিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইতে হয়। পরে দেড় পোয়া এরারুট জলে গুলিয়া সিদ্ধ করিয়া সেই মাড়ে এই ধোয়া সুতা ভাল করিয়া ভিজাইয়া পুনরায় ছায়ায় শুকাইয়া লইলে এই সুতা যেমন সাদা তেমনি শক্ত হয়। এরারুট-এর মাড় না দিয়া খই ভিজাইয়া তাহার মাড়ও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু খইয়ের মাড়ে সুতার রং তেমন সাদা ও চক্‌চকে হয় না। কোরা ফেটী ধোলাই করিয়া মাড় দিবার পর ছায়ায় শুকাইয়া লইলেই উহা গুলি করিবার উপযুক্ত হইবে।

সামান্য ১৫০৲ দেড়শত টাকা পুঁজি লইয়া যে কোন বেকার যুবক এই ব্যবসায়ে নাবিতে পারেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্বদেশী মেলায় প্রত্যহ বিকালে ৩টা হইতে এই কলে মিনিটে তিন, চারিটা করিয়া গুলি তৈরী করিয়া দেখানো হইতেছে।

মেলা শেষ হইলে কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব্বে ৯।৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে "ব্যবসা ও বাণিজ্য" আপিসে আসিলে এই কল চালনা দেখানো হয় এবং কল কিনিলে ফেটী হইতে গুলি তৈরী করার সমস্ত প্রক্রিয়া শিখাইয়া দেওয়া হয়।

পুস্তক পরিচয়

ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফাইন্যান্স ইয়ার বুক এণ্ড ডিরেক্টারী (১৯৩৩)

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন মৌলিক বি, এ; এফ্ আর্, ইকন্, এম্ কর্তৃক সম্পাদিত ও রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর শ্রীযুত বি এন্ সেন্ কর্তৃক ১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ ৩১০ পৃষ্ঠা।

কিছুকাল হইল ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফাইন্যান্স ইয়ার বুক এণ্ড ডিরেক্টরীর (Insurance and Finance Year Book and Directory) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বীমা ব্যাপারে নিযুক্ত অথচ ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, এইরূপ লোকের পক্ষে এই পুস্তকখানি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ। বহিখানিকে এই সংস্করণে অনেকাংশে পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির করা হইয়াছে এবং নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে সমস্ত বীমা কোম্পানী ভারতে কারবার করিতেছে, তাহাদিগকে ভারতীয় ও অভারতীয় ভেদে বিভাগ করিয়া তাহাদের সম্পর্কিত সকল সংখ্যাতত্ব দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ আবশ্যক বিষয়গুলি যাহাতে সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় সংস্করণে বীমা আইন, বীমা শিক্ষা, সংবাদপত্রের তালিকা, ভারতীয় ও বিলাতী যে সকল কোম্পানী লিকুইডেসনে গিয়াছে, তাহাদের সংবাদ, লোকসংখ্যা গণনা, কি পরিমাণ বীমা বাতিল হইয়া যায় তাহার অনুপাত প্রভৃতি নানা নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ গুলি যত্নের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় পত্র (who's who in Indian Insurance) অনেকেই আগ্রহের সহিত পড়িবেন। জীবন বীমা, অগ্নি, মোটর ও সামুদ্রিক ও অন্যান্য সাধারণ বীমা সম্পর্কিত অনেক তথ্যও পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের সম্পাদক ও প্রকাশককে অভিনন্দন করিতেছি।

ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্—(মূল্য সডাক ৩।০)

ইহা ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পর্কিত একখানি মাসিক পত্রিকা। ব্যবসায় ও বাণিজ্য নীতি অধুনা জগতের সমগ্র নীতির সহিতই বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যানবাহনের প্রসার লাভ করায়, সংবাদ আদান প্রদানের সৌকর্য্য বৃদ্ধিতে ও কলকারখানা জাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত কোন দেশের ব্যবসায়ই আর সেই দেশে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। সমগ্র জগতের

সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ যুক্ত। "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" পত্রিকাখানি মনে হইতেছে এই সম্বন্ধ কোথায় কিভাবে স্থাপিত, সেই সকল সংবাদ দানে উদ্যোগী হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের ব্যবসায় সংক্রান্ত নানা তথ্যের সমাবেশের সহিত সমগ্র জগতের বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কিত বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যায় বৈদেশিকী স্তম্ভে গ্রেটব্রিটেনের একটা শিল্পবাণিজ্যের হিসাব আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানের ব্যবসায়ের অবস্থা আলোচিত হইয়াছে। সঙ্কলন স্তম্ভে নানা পত্রিকা হইতে তথ্যপূর্ণ ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। সংবাদিকা স্তম্ভে ভারত ও বাংলার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নানা Statistics দেওয়া হইয়াছে। ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ে উদ্যোগী করার চেষ্টা বোধ হয় আমাদেরই প্রথম। আমাদের সেই প্রচেষ্টা যে আজ এই অবস্থায় উন্নীত হইয়া দেশের ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে সক্ষম হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরাও আনন্দানুভব করিতেছি। আমরা এই নবীন সহযোগীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

উদয়ন—(বার্ষিক মূল্য—সডাক ৪॥০, ষাণ্মাসিক ২।০, প্রতি সংখ্যা ।৵০) প্রচ্ছদপটে, প্রচ্ছদপটের কল্পনায়, কাগজ ও ছাপার পারিপাট্যে ও সুপ্রসিদ্ধ লেখকবর্গের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধিসম্পন্ন এই প্রকার একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া প্রকাশকগণ সাহিত্যামোদী পাঠক বর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহজ সুচিন্তিত প্রবন্ধ "মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন" ইত্যাদি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুত পূর্ণ চন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, শ্রীযুত কালিদাস রায়, শ্রীযুতা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুত নলিনী কান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার প্রথিত যশা লেখকগণের রচনা এই সংখ্যায় একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রাথমিক আরম্ভের ঐশ্বর্য্য লইয়া "উদয়ন" বহুকাল যাবত জীবিত থাকিতে পারিলে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখায় যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

অভ্যুদয় (বার্ষিক মূল্য ৩৸০, প্রতি সংখ্যা ।৵০)—শ্রীযুত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক। চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া বাংলাদেশে এবং বাংলা সাহিত্যে তিনি সাধারণের নিকট সুপরিচিত। "সাধারণ পত্রিকায় যে প্রকার গল্প, উপন্যাস ও নভেলের ছড়াছড়ি"—এই পত্রিকাখানিতে ঠিক সেই প্রকার হয় নাই—একথা বলা চলে। ইহার প্রবন্ধের মূলে রহিয়াছে একটা মৌলিক রচনা ধারা, কৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসার প্রেরনা। "কোণার্কের কথা ও ধর্ম্মপদ," "ভগুমালো হরিজন", "আকাশ বিজয়ের কাহিনী"—বিশেষ আনন্দ দায়ক। এই সংখ্যায় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের ও শ্রীযুত কালিদাস রায়ের কবিতা, শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায়ের একটী গল্প, শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটী তিন অঙ্ক নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া, শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, সাহিত্যের আলোচনা ও অন্যান্য নানা বিষয়ে পত্রিকাখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বীমাসম্পর্কীয় কতকগুলি সংবাদ ও মন্তব্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় প্রশ্ন পত্রিকাখানির শেষের দিকে "আর্থিক ভারত" নামে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয় পত্রিকাখানি সকল প্রকার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী হইয়াছে। সাহিত্য প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে কারণে অভ্যুদয়ের প্রথম আরম্ভ, সেই কারণের পরিণাম স্বরূপ পরস্পরের বিবাদ যে উপলক্ষ্য করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা যদি ব্যক্তিগত হইয়া না দাঁড়ায়, তাহা হইলেই সুখের বিষয় হইবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩৪০ { ৭ম সংখ্যা

ফরিদপুর বণিক-সম্মিলনীর সভায় শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের অভিভাষণ

(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালার এই চরম দুর্গতিতে যে জীবন রক্ষার সমস্যা ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই প্রশ্নই মনে উদয় হয় যে সম্প্রতি বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে বিমুখতা দূর করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার পক্ষে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইতেছে না কেন?

আমার মনে হয় যে ইহার অন্যতম মুখ্য কারণ হইল বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যাপক দৃষ্টি এবং সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যমের অভাব। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এতদিন তাহার সঙ্কীর্ণ কর্ম্ম-কেন্দ্রে বসিয়া যে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে; নতুবা পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা তাহার পক্ষে সুদূর পরাহত। বর্ত্তমানে সর্ব্বদেশে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্ব্বিশেষে সকল ব্যবসা-শিল্পই পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারা বিশ্বশক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে। এই প্রভাবের প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে কোন ব্যবসা শিল্পই এখন আত্মরক্ষায় সক্ষম হইবে না।

এই বিশ্বশক্তি এখন নানারূপে আত্মপ্রকাশ

করিতেছে। একদিকে যেমন উন্নততর শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ইহার প্রকাশ দেখা যাইবে, অপরদিকে তেমনি বিভিন্নদেশের শুল্ক ব্যবস্থা, অর্থবিনিময় নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ইহার প্রভাব অভিব্যক্ত হইতেছে। স্থান কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে এই বিশ্বশক্তির সংঘাত এখন সকল দেশের ব্যবসা-শিল্পকেই সহ্য করিতে হইতেছে। যাহারা এই বিশ্বশক্তির দৈনন্দিন প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় অবহিত হইবে, তাহারাই ইহার সংঘাত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে; যাহারা এ বিষয়ে উদাসীন, নিশ্চেষ্ট থাকিবে তাহাদের পক্ষে ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। এই চরম সত্য উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ী-দিগকে কর্ম্মতৎপর হইতে হইবে। এই বিশ্বশক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন বাঙ্গালার পক্ষে এখন অবশ্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সংযোগের অভাবে বাঙ্গালীর ব্যবসা-শিল্পে কিরূপ অনর্থ ঘটিতেছে, দু'একটি দৃষ্টান্ত হইতেই আপনারা তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আজ মাত্র একমাস কাল পূর্ব্বে ঢাকা সহর

নিবাসী এক 'কুশিদা' বস্ত্র ব্যবসায়ী কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার নিকটেই আমি প্রথম জানিতে পারি যে ঢাকায় মাত্র ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেও মসলিন এবং 'কুশিদা' বস্ত্র বিক্রয় বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ঢাকা সহরের সন্নিকটস্থ গৃহস্থ পরিবারের মহিলাগণ অবসর সময়ে মহাজনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্ত্রখণ্ডের উপর রেশমী স্থতার দ্বারা নক্সা আঁকিয়া কুশিদাবস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে প্রায় ২।৩ হাজার গৃহস্থ পরিবারের অর্থোপার্জ্জনের সহায়তা হইত। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় ৩।৪ লক্ষ টাকার কুশিদাবস্ত্র জেদ্দা, আলজিরিয়া, টিউনিস্, কনষ্টান্টিনোপল্, সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইত। এই রপ্তানি বাণিজ্যের সহিত ঢাকার ব্যবসায়ীগণের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহারা স্ব স্ব উৎপন্ন মাল কলিকাতার কতিপয় অ-বাঙ্গালী রপ্তানীকারক কোম্পানীর নিকট নগদ মূল্য প্রাপ্তির চুক্তিতে পাঠাইতেন মাত্র। আজ ৪।৫ বৎসরের মধ্যে এই কুশিদা বস্ত্র রপ্তানির ব্যাপারে ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সর্ব্বসমেত রপ্তানীর মূল্য এখন মাত্র ৩০।৪০ হাজার টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ ঢাকার কুশিদা বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস এখন আসন্নপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই বিপত্তি নিরাকরণের জন্য বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের সহায়তায় কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিনা, তাহাই আলোচনা করিবার জন্য ঢাকা নিবাসী ব্যবসায়ী মহোদয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তই বাঙ্গালার মফঃস্বল ব্যবসায়িগণের পক্ষে পরম শিক্ষনীয় বলিয়া মনে হইবে।

আমি ঢাকা সহরের এই কুশিদা ব্যবসায়ীর রপ্তানি বাণিজ্য বিষয়ে অজ্ঞতা দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত এবং হতাশ হইয়াছি। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে বৃটিশ ট্রেড্ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কেন বিগত কয়েক বৎসর বিভিন্ন দেশে 'কুশিদা'র আমদানী হ্রাস পাইয়াছে, সে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে ট্রেড্ কমিশনার স্পষ্ট জবাব দেন যে বর্ত্তমান যুগে যে ব্যবসায়ী বিশ্ববাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন থাকিবে তাহার পক্ষে ইহাই অনিবার্য্য শাস্তি। ঢাকার কুশিদা বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস একদিনে হয় নাই, ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। যখনই চাহিদা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই ঢাকার ব্যবসায়ীগণ অনুসন্ধান করিতে পারিতেন যে উহার কারণ কি। যে সকল দেশে মাল রপ্তানি হইত, সেখানে শুল্কবৃদ্ধি হইয়াছে, কি সে দেশের লোকের রুচি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে সকল কারণ জানিতে পারিলে নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়, অন্ততঃ চেষ্টা করা যায়। ব্রিটিশ ট্রেড কমিশনারের উক্তি অর্থহীন নয়। বিশ্বশক্তির সহিত সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

ইহার পর প্রশ্ন উঠিবে বিশ্ববাণিজ্যের প্রগতির সহিত বাঙ্গালার মফঃস্বল ব্যবসায়ী-গণের যোগসূত্র স্থাপনের উপায় কি? আমার মনে হয় ইহার একমাত্র উপায় ব্যবসায়ীগণের সংহতি এবং কলিকাতায় কোন কেন্দ্রীয় ব্যবসা সংঘের সহিত তাহার সংযোগ সৃষ্টি। স্বতঃই প্রশ্ন হইবে যে আমি কলিকাতার উল্লেখ

করিলাম কেন? বিশ্বশক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের সংবাদ, উহার লাভ লোকসানের উপায় নির্দ্ধারণ এদেশে সর্ব্বাগ্রে কলিকাতায় পৌছে এবং তথায় আলোচিত হয়। কারণ কলিকাতা এদেশের অন্তর এবং বহির্ব্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। সেখানেই এই ব্যাপারের সকল তথ্য সংগ্রহ, মতামত প্রকাশ এবং রীতি পদ্ধতির আলোচনা করিবার জন্ম ব্যবস্থা ও সুযোগ রহিয়াছে। সুতরাং এই সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কাজ করা কলিকাতার পক্ষেই সম্ভব। বাঙ্গালার ব্যবসা-শিল্পের প্রসারের উপায় কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই করিতে হইবে। সংঘ সৃষ্টীর প্রয়োজন বর্ত্তমান
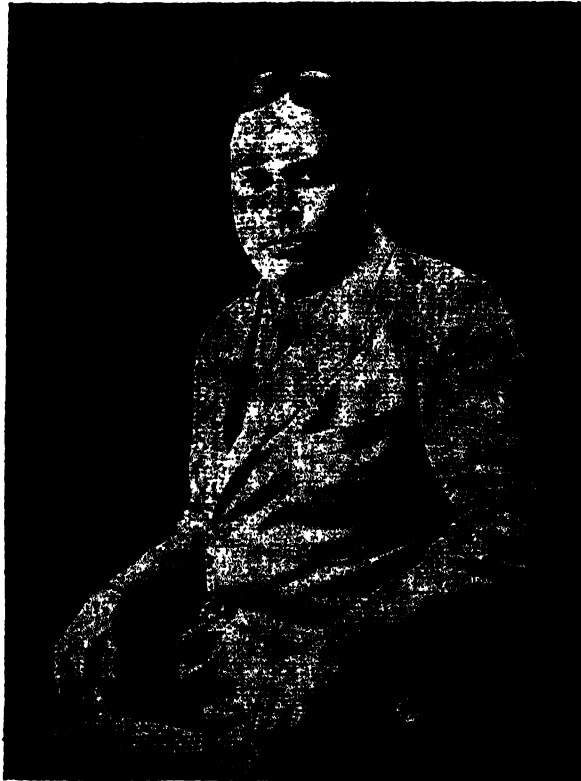
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

যুগে কেবল ব্যবসা ক্ষেত্রেই নয়, সকল প্রকার প্রচেষ্টাতেই উহার সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলাকে কেন্দ্র করিয়া যদি ব্যবসায়িগণের সঙ্ঘ সৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্ঘগুলি যদি কলিকাতার প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সহিত সংযোজিত থাকে, তাহা হইলে অনায়াসেই সমগ্র বিশ্বশক্তির সহিত যোগস্থাপন সম্ভব হইতে পারে। আপনারা এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন বলিয়াই আমি আপনাদের এ আয়োজনকে এক বিশেষ আশাপ্রদ সূচনা বলিয়া অনুভব করিয়াছি।

এই প্রকার সংহতিও পরস্পর যোগাযোগ

স্থাপনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমি দু একটী কথা বলিতে চাই। বাঙ্গলার মফঃস্বলে এখনও যে শিল্পব্যবসা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দেশের অর্থনৈতিক সংস্থানে তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বস্তুতঃ সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে বিবেচনা করিলে কৃষির সহিত ইহাদিগকেও মফঃস্বল বাঙ্গালার আর্থিক মেরুদণ্ড বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেই কারণে ইহার যথাসম্ভব উন্নতি সাধন করিবার জন্য আমাদিগকে কর্ম্মতৎপর হইতে হইবে। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংঘাতে ইহাদের রূপ বদলাইবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই হউক, এই সকল ব্যবসায় এবং শিল্পকে জীবিত রাখিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করিয়া তোলা আমাদের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালার কুটীর শিল্পগুলি অনেকস্থলে মুমূর্ষপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই শিল্পগুলিকে উন্নততর পরিচালন পদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। মুখ্যতঃ ইহা গবর্ণমেণ্টের কৃষিশিল্প বিভাগের কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্থাভাব এবং সম্যক মনোযোগের অভাবে গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগ এ বিষয়ে নিস্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার মফঃস্বলে বিবিধ কুটীর শিল্পের অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগে কতিপয় বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু তাহাও কার্য্যকরী হয় নাই। ফলে বাঙ্গালার কুটীর শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ধারণা স্পষ্ট ও সঠিক নহে এবং সে বিষয়ে আমরা যাহা বলি তাহা নিতান্তই অনুমান সাপেক্ষ। যে স্থলে

শিল্পবিশেষের বর্ত্তমান অবস্থা এবং সমস্যা সম্বন্ধেই আমাদের সঠিক ধারণা নাই, সেখানে তাহার উন্নতিসাধন সম্ভব হইতে পারে কি করিয়া? এ বিষয়ে আমার মনে হয় যে বাঙ্গালার শিল্পগুলি যদি আমার পূর্ব্ববর্ণিতরূপ জেলা সংঘের সহিত সম্মিলিত হয় এবং কলিকাতার কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ স্থাপন করে, তাহা হইলে নানা প্রকারে এই শিল্পগুলির সংরক্ষণ এবং উন্নতিসাধন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং উক্ত শিল্পের সহায়তা করাও সম্ভবপর হয়। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা হইতেই আমি দু' একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের চীফ কণ্ট্রোলার অব ষ্টোর্স বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত সাক্ষাৎকালে বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। আপনারা অবগত আছেন যে বাঙ্গালা এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে প্রস্তুত বহু দ্রব্য ক্রয় করেন। সৈনিক বিভাগ, রেলওয়ে দপ্তর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন অনেক দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অনেকস্থলে ভারতীয় ষ্টোর্স বিভাগকে মাল খরিদ করিবার ভার প্রদান করেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা চিফ্ কণ্ট্রোলার অব্ ষ্টোর্স এর নিকট তখন এই প্রস্তাব করি যে বাঙ্গালার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ষ্টোর্স বিভাগকে যে সকল মাল ক্রয় করিবার ভার অর্পণ করিবে সে সম্বন্ধে বাঙ্গালার কারখানার মালিকগণ এবং কুটির শিল্পীগণ যাহাতে তাহাদের মাল বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টও যে সকল মাল ক্রয় করিবেন, সে সম্বন্ধেও উক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গলা হইতে ষ্টোর্স বিভাগের ক্রয়ের জন্য কি কি মাল পাওয়া যাইতে পারে তাহার মূল্য এবং তালিকা প্রস্তুত এবং তাহা কিরূপ ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ষ্টোর্স বিভাগ এবং কুটির শিল্পীগণের মধ্যে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের পক্ষে যোগ স্থাপন করা সম্ভবপর কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল। চীফ্ কণ্ট্রোলার অব ষ্টোর্স আমাদের এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু আপনাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্যে উদ্যোগী হইবার সময় আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয় যে মফঃস্বলবাসী ব্যবসায়ী এবং শিল্পীগণ সঙ্ঘবদ্ধ না হইবার দরুণ এবং তাহাদের সহিত বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের কোন সংযোগ না থাকিবার জন্য, আমাদের প্রস্তাব কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমানে মফঃস্বলে কোন্ কোন্ ব্যবসায়ী এবং কারখানার মালিক রহিয়াছেন এবং তাঁহারা কি কি দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারেন তাহা আমরা উপযুক্ত সময়ে সঠিকরূপে জানিতে পারি না, এবং সেই কারণে ষ্টোর্স বিভাগেরও কখন কি জিনিষ প্রয়োজন, তাহা ইহাদিগকে জানাইয়া দিবার উপায় আমরা করিতে পারি না। মফঃস্বলের এই ব্যবসায়ী এবং শিল্পীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

এই প্রকার সঙ্ঘবদ্ধতা বাঙ্গালার পক্ষে এখন কিরূপ আবশ্যক হইয়াছে তাহা আর একটি দৃষ্টান্ত হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর রেলওয়ে, সেতু, গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য বহু ব্যয় সাপেক্ষ যে সকল কণ্ট্রাক্ট দিয়া থাকেন, তাহা বর্ত্তমানে অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই বোম্বাই অথবা পাঞ্জাব প্রদেশের কণ্ট্রাক্টারগণ পাইয়া থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালার কণ্ট্রাক্টারগণের যথেষ্ট সঙ্গতি এবং উদ্যোগ নাই বলিয়া তাঁহারা অনেক সময় এই প্রকার বড় বড় কণ্ট্রাক্ট সংগ্রহ করিতে পারেন না। ফলে অর্থোপার্জ্জনের এই বিশেষ সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী সহর গঠনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মহানগরী সংস্থাপন করিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে বাঙ্গালী কণ্ট্রাক্টার এই বিরাট নগর গঠনে কেবল রাস্তার দুইধারে গ্যাসবাত্তির থাম সরবরাহের সুযোগ পাইয়াছেন মাত্র। আমার মনে হয় যে যদি ইঁহারা একতা-বদ্ধ হন, এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্যে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে বড় বড় কণ্ট্রাক্টের অংশপরিমাণ আমরাও লাভ করিতে পারি। চিফ্ কণ্ট্রা-লারের সহিত আলোচনার ফলে বাঙ্গালার মফঃস্বল ব্যবসা শিল্পে সংহতির অভাবে যে এক গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া আপনাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

মুরগীর ব্যবসায়

মধ্যবিত্ত বেকার শ্রেণীর পক্ষে পোল্‌ট্রির ব্যবসায় অত্যন্ত লাভ জনক। বৈজ্ঞানিক মতে পোল্‌ট্রির ব্যবসা করিবার লোকের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী বলিয়াই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকের এই ব্যবসায়ে যোগদান করা বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক। বর্ত্তমানে এই ব্যবসা নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর চাষাদের হাতে থাকায় জনসাধারণের মধ্যে ইহার যথেষ্ট প্রচার লাভ করে নাই এবং এদেশের পোল্‌ট্রি কিম্বা তজ্জাত ডিমের অবস্থাও উন্নত হয় নাই। আমাদের দেশে এ ব্যবসায়ের ভবিষ্যত এত উজ্জল যে বলিয়া শেষ করা যায় না। পোল্‌ট্রির উপযুক্ত সুপরিসর স্থানের অভাব আমাদের দেশে নাই। কঙ্করময় পতিত জমী সম্পূর্ণ রূপেই কৃষিকার্য্যের পক্ষে অন্তরায়। কিন্তু পোল্‌ট্রির পক্ষে ইহাই আবার যথেষ্ট উপযোগী। কেবলমাত্র যে ব্যবসার জন্য, তাহা নহে, অবসর বিনোদনের পক্ষেও এই ব্যবসা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। দেশের স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের গৃহস্থালীর কাজ করিবার পরও যে সময় পান সেই সময় টুকু এই ব্যবসায়ে আত্ম নিয়োগ করিতে পারেন।

ডিমের ব্যবসা বা পোল্‌ট্রির অন্য আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ের জন্য সামান্য মূলধন হইলেই চলে। ভারতবর্ষের মুরগী যে পাশ্চাত্য দেশীয় মুরগী অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা নহে; বরঞ্চ এ দেশী মুর্‌গী পাশ্চাত্য মুর্‌গীর সমতুল্য। আছিল (Asil), চট্টগ্রাম, ব্রহ্মপুত্র, কোচিন প্রভৃতি জাতের মুর্‌গী পাশ্চাত্যের নামজাদা মুর্‌গী যেমন Wyandotte, Leghorn, Langshan, Orpinghtone, প্রভৃতির সমতুল্যই। চট্টগ্রাম হইতে প্রতিবৎসর লক্ষাধিক মুর্‌গী আমেরিকায় চালান যায়। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে ক্ষুদ্রকায় মুর্‌গী এবং ক্ষুদ্রাকৃতি ডিমেরই প্রাচুর্ভাব বেশী। তবে সুখের বিষয় এই যে উপস্থিত এদিকে দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং সামান্য প্রচেষ্টাও চলিতেছে।

ভারতবর্ষের মতো বৃহৎ দেশে—যেখানে জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশই কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সেখানে মুর্‌গীর ব্যবসা যে কেন চলিতে পারে না, একথা বোঝা কঠিন।

কৃষিকার্য্যের পর যে দীর্ঘ সময় বৎসরের অবশিষ্ট থাকে, সে সময়ের উপযোগী যে সকল গৌণব্যবসায়ের উল্লেখ করা হইয়া থাকে, যথা, সুতা পাকানো, বয়ন, দড়ি পাকানো, চরকা কাটা, খদ্দর বোনা প্রভৃতি,—তন্মধ্যে মুর্‌গীর ব্যবসা যে কেন আমরা সর্ব্বাগ্রে অনুমোদন করি—তাহার কারণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

(১) ভাল ভাবে কাজ চালাইতে হইলে অল্প মূলধন হইলেই চলিতে পারে।

(২) পালন ও পোষণ করিতে হইলেও বিশেষ ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। কারণ মাঠে যে টুকু শস্য পড়িয়া থাকে, তাহাতেই উহাদের চলিতে পারে।

(৩) পরিবারের বিশেষ কাহারও উপর বোঝা পড়ে না, কারণ পরিবারস্থ সকলেই অল্পবিস্তর এই কাজে সাহায্য করিতে পারে।

(৪) নিয়মিত আয়ের পক্ষে এ ব্যবসা বিশেষ লাভজনক।

(৫) চাষের পক্ষেও মুরগীর ব্যবসা সারের কাজ করিয়া থাকে।

(৬) বিদেশী ও অন্য ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতার দ্বারা এ ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা আদৌ নাই।

(৭) এ ব্যবসায়ে স্বাস্থ্য উন্নত হয় এবং লাভ হওয়ার সম্ভাবনা বর্ত্তমান। তাহাছাড়া খোলা হাওয়ায় থাকার জন্য মানসিক উৎকর্ষ এবং চিত্তবিনোদনও হয়।

তবে দুইটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথমতঃ সদাসর্ব্বদা মনোযোগ, দ্বিতীয়তঃ মুরগীর মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা। সদা সতর্ক দৃষ্টি এবং যাহাতে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ না হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা খুব দরকার।

অন্যান্য ব্যবসায়ের মত এ ব্যবসায়ের জন্যও ধৈর্য্য ও অভিনিবেশরাখা সমান ভাবে দরকার। অত্যন্ত উৎসাহ থাকিলেও কেবল মাত্র সমারোহ সহকারে আরম্ভ করিবার দোষেই অধিকাংশ ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। অল্প মূলধন লইয়া ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া পরে ব্যবসার বৃদ্ধি করা উচিত। যাঁহারা বড় ব্যবসা করিব এই রঙীন স্বপ্ন লইয়া প্রথমেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন—তাঁহারা নিজেদেরও ক্ষতি করেন, ব্যবসাটিকেও সর্ব্বনাশের পথে বসান; আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, তাঁহাদের এদিকে না আসাই ভাল। যাঁহারা প্রথমে অল্পে সন্তুষ্ট এবং ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়া চলিতে চাহেন, তাঁহারা এদিকে হাত দিলে সৌভাগ্যবান হইবেন। ব্যবসায় হিসাবে যে এ ব্যবসায়ের ভবিষ্যত উজ্জ্বল তাহা নিম্ন লিখিত বিষয় হইতে উপলব্ধ হইবে। ইয়োরোপীয় ও এ দেশীয় লোকেদের মধ্যে খাদ্য হিসাবে মুরগীর ডিম ও মাংসের আদর বাড়িয়াছে এবং ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সহরতলীতে এবং সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে কোনও প্রকার একখণ্ড জমী পাইলেই পোল্‌ট্রি ফার্ম্ম স্থাপন করা যায়। কারণ সহরের চাহিদা সহজেই মেটানো যায় এবং কৃষিকার্য্য অপেক্ষাও কম খরচে একাজ আরম্ভ করা যায়। সামান্য দুই এক বিঘা জমী কিছু তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে পারিলেই বহুসংখ্যক পাখীকে অনায়াসে পোষণ করা যাইতে পারে।

এতদিন যে কেন এ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মুরগী পালন কোনদিনই ব্যবসা হিসাবে পরিগণিত হয় নাই। বাজারের চাহিদা বলিয়া কোনো বিষয় লক্ষ্য করা হয় নাই, এবং কি করিয়া যে উৎকৃষ্ট ডিম বা মুরগীর আবাদ করা যায়-সে কথা কেহ ভাবেও নাই। বাড়ীতে কয়েকটা হাঁস ও মুরগী পুষিয়া রাখিতে পারিলেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইল, মনে করা হইত। কিন্তু লাভজনক করিয়া তুলিতে হইলে এই রূপ ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার। উপযুক্ত খাদ্য দেওয়ার দিকে নজর রাখিতে হইবে, এবং

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ডিম আহরণ এবং বাজারে চালান দিবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মুরগীর ব্যবসায়ে যে মুরগী বছরে এক শতেরও কম ডিম দেয়, তাহাতে লাভ পাওয়া যায় না। আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে উপযুক্তভাবে পালন করিলে এক একটী মুরগী প্রতি বৎসর ১৫০ এর বেশীও ডিম দিতে পারে। যে সমস্ত মুরগী ৬০-৭০টী ডিম দেয়, সে গুলিকে বিক্রয় করিয়া ভাল মুরগী ক্রয় করা উচিত।

পোলট্রির অর্থ।

বাস্তবিক ইংরাজী পোলট্রি (poultry) কথার অর্থ কি? যে সমস্ত গৃহপালিত পক্ষী ডিম পাড়ে এবং যাহাদের ডিম ও মাংস মানুষের আহারীয় রূপে ব্যবহার হয়, সেই সমস্ত পক্ষীদের poultry বলা হয়। পায়রা, ময়ুর, রাজহংস প্রভৃতি পক্ষী সাধারণতঃ পোষা হয় বসতবাড়ীর শোভা বৃদ্ধির জন্য; এ সমস্ত পক্ষীর ডিম বা মাংস আহারের জন্য সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না, কিন্তু তথাপি যেখানে ঐ সমস্ত পক্ষী রাখা হয় তাহাকেও চলিত ভাষায় পোলট্রি বলা হয়। আবার যে সমস্ত পক্ষী শিকার করিয়া তাহাদের মাংস খাওয়া হয়, তাহাদিগকে পোলট্রি বলা হয় না। পোলট্রি তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম, মুরগী, পেরু ইত্যাদি; দ্বিতীয় যে সমস্ত পাখি জলে সাঁতার দিতে পারে, যেমন হাঁস প্রভৃতি এবং তৃতীয় ঘুঘু প্রভৃতি। বলা বাহুল্য পোলট্রির ব্যবসা বলিতে সাধারণতঃ মোরগ ও মুরগীর ব্যবসাই বোঝায়। আমরা সেইজন্য অধিকাংশ স্থলে মুরগী পোষার কথাই লিখিব।

ব্যবসা হিসাবে পোলট্রি চার ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে।

ক। যে সমস্ত মুরগী ডিম পাড়ে খুব বেশী, অথচ খাইতে সুস্বাদু।

খ। যে সমস্ত পাখীর মাংস খাইতে সুস্বাদু, অথচ ডিম যথেষ্ট পাড়ে না।

গ। যে সমস্ত পাখীর মাংস সুস্বাদু, এবং ডিমও পাড়ে যথেষ্ট।

ঘ। যে সমস্ত পাখী কেবল মাত্র বসত-বাটীর শোভা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হয়।

পোলট্রির জন্য জায়গা বাছাই

আমাদের দেশে পোলট্রির উপযুক্ত জায়গার অভাব নাই। যেখানে বৃষ্টি কম পড়ে এমন স্থানই পোলট্রির পক্ষে উপযুক্ত। আবার যে সমস্ত স্থান বালু বা কঙ্করময়, এবং যাহাতে চুণ বা খড়ি মিশান থাকে, সেই সমস্ত স্থানই পোলট্রির পক্ষে খুব উপযুক্ত। জমী যত উচ্চ, দোআঁস্ এবং শুক্না হয় ততই ভাল; আবার নাবা, নিম্নভূমি ও জলীয় জমী পোলট্রির পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত। কোন পাহাড়ের পাশে যদি দক্ষিণ মুখো খোলা জমী পাওয়া যায়, তাহা হইলে পোলট্রির পক্ষে খুব উপযুক্ত বিবেচিত হয়।

বর্ষায় ও দারুণ শীতে মুরগীগণ কষ্ট পায়, এবং অনেকে মরিয়াও যায়। সেই জন্য ঐ সব ঋতুতে তাহাদিগের জন্য এরূপ বারান্দা তৈয়ার করা উচিত যাহা দিনে খুলিয়া দেওয়া যায় এবং রাত্রে একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারা যায়। গ্রীষ্মকালের দুপ্রহর রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্যও তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত একটী shade বা ছাওলা করা উচিত। গাছ পালার ছায়া যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই, কিন্তু যেখানে তাহা পাওয়া যায় না, সেখানে ঘাস কিংবা খড়ের চিক দিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপ হইতে পাখী গুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার ফলের গাছ যদি হয় তাহা হইলে খুব ভাল হয়, কারণ একদিকে গাছের ছায়াতে পাখীদের উপকার হইবে, অন্য পক্ষে আবার মুরগীর বিষ্টায় গাছের উৎকৃষ্টসারের কাজ করিবে।

পোলট্রি খুলিতে হইলে কি কি জিনিষ দরকার।

পোলট্রি খুলিতে হইলে নানাবিধ জিনিষের প্রয়োজন। সুবিধা বুঝিয়া অনেকরূপ যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিতে হয়। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটী জিনিষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই বিবেচিত হয়।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় তেল ও খৈলের ব্যবসা

তৈল

বিলাত এবং ফ্রান্স চন্দন-তৈলের প্রধান খরিদদার। আলোচ্য সনে বিলাত পূর্ব্বের চেয়ে কম চন্দন-তৈল আমদানী করিয়াছে, পক্ষান্তরে ফ্রান্সে আমদানী বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষে প্রথমতঃ মহীশূর রাজ্যেই চন্দন-তৈল প্রস্তুত হয়। মহীশূরের নবনিযুক্ত লণ্ডনস্থ ট্রেড কমিশনার ইউরোপ ও আমেরিকায় চন্দন-তৈল বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১৯২৮-২৯ সনে লিমন্-গ্রাস তেলের রপ্তানী বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল; কারণ ফ্রান্সে ও আমেরিকায় এই তৈল অনেক বিকাইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে এই তৈল বিক্রয়ের পরিমাণ লড়াইয়ের পূর্ব্বের অবস্থায় ঠেকিয়াছে। পাঞ্জাবের জনৈক প্রস্তুত- কারকের সহিত লণ্ডনের একটি ফার্ম্মের সাক্ষাৎ ব্যবসায়-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

ভেজিটেবল্ তেলের মধ্যে ক্যাষ্টর অয়েল বিলাতের বাজারে ১৯২৮-২৯ এবং ১৯২৯-৩০ সনে বেশ সুন্দর বিকাইয়াছে। এই দুই সনেই বিলাতের রপ্তানীর পরিমাণ লড়াইয়ের পূর্ব্বের চেয়ে বেশী; তবে শেষের বৎসর সুবিধাজনক মূল্য পাওয়া যায় নাই। সোফিয়া সহরস্থ একটি বুলগেরিয়ান ফার্ম্ম বোম্বাইয়ের জনৈক ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ পাতাইয়াছে; এই বুলগেরিয়ান ফার্ম্মটির সহিত এখন বোম্বাইয়ের চীনাবাদাম এবং মরিচের ব্যবসায়ও চলিতেছে। বোরদো সহরের একটি ফার্ম্মের সহিত বোম্বাইয়ের রেড়ীর বীজ ও রেড়ীর তেলের ব্যবসায় চলিতেছে। তবে বোম্বাই সহর হইতে রপ্তানীকৃত রেড়ীর তৈলের পরিমাণ এখন অর্দ্ধেকে পরিণত হইয়াছে। দেশের মধ্যে রেড়ীর তেলের প্রচলন বৃদ্ধির জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে। নারিকেল তেলের ব্যবসায়েও ভারতের বিশেষ সুবিধা নাই; কারণ রপ্তানীর চেয়ে আমদানীই বেশী। জেনোয়া সহরের একটি ইতালিয়ান ফার্ম্ম কলিকাতা ও দক্ষিণ ভারতের রপ্তানীকারকদের নিকট নারিকেল তেল গ্রহণ করিবার জন্য অনুসন্ধানাদি করিতেছে। মোট কথা, ভারতের তেল বিদেশের বাজারে সেরূপ ভাল চলিতেছে না। চীনাবাদামের তেল, মসিনার তেল, তিলের তেল কদাচিৎ কখনও ইউরোপের বাজারে যাইতেছে; এবং ইউরোপের তরফ হইতে এই সমস্ত ভারতীয় তেল সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে কখনও কখনও হঠাৎ দু-এক স্থান হইতে দু একটা খোঁজখবর আসিতেছে। ডাবলিনের একটি ফার্ম্ম সর্ষপ তৈল সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছে; লণ্ডনের একটি ফার্ম্ম মহুয়া তেল এবং মহুয়া তেলের খইল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছে; কানপুরের হারকোর্ট

ম্যাঞ্চেস্টারের টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের নিকট এই সমস্ত খোঁজখবর আসে; এবং এই ইনষ্টিটিউট ফার্ম্মগুলিকে আবশ্যকীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে।

খইল

লড়াইয়ের পর ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে যে সমস্ত পণ্য দ্রব্যের দ্রুত রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার মধ্যে খইলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে বিদেশে খইল রপ্তানীর পরিমাণ লড়াইয়ের আগের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ভারতীয় খইলের মধ্যে ইউরোপের বাজারে মসিনা এবং চীনাবাদামের খইল সব চেয়ে বেশী কাটিতেছে। কার্পাসের খইলের খরিদদার বিলাত এবং জার্ম্মানী। গত দুই বৎসর বিলাতে কার্পাস খইল রপ্তানী হইয়াছে; জার্ম্মাণীতে খইল রপ্তানী সম্বন্ধে ঠিক খবর জানা যায় নাই। ভারতে চীনাবাদামের আবাদ বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং চীনাবাদামের খইল রপ্তানীও বাড়িতেছে। বিলাত এবং হল্যাণ্ডে এই খইল বেশী রপ্তানি হইয়াছে; জার্ম্মাণীতে রপ্তানী কমিয়াছে। বিলাতে মসিনার খইল রপ্তানী পূর্ব্ববৎ, তবে হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে রপ্তানীর কোন স্থিরতা নাই।

গত দুই বৎসর হইতে ভারতীয় খইল সম্বন্ধে বিদেশ হইতে যথেষ্ট খোঁজখবর লওয়া হইতেছে; এ সম্বন্ধে বিলাতের আগ্রহই বেশী দেখা যাইতেছে। গ্লাসগোর একটি বিরাট ফার্ম্ম তেলের কলওয়ালা এবং রপ্তানীকারকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছে; কণ্টীনেণ্ট এবং আমেরিকা হইতেও চিঠিপত্র আসিয়াছে।

বোম্বাই হইতে বিলাতে যে খইল রপ্তানী হয় তৎসম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই খইলের মধ্যে অতি সামান্য মাত্রায় রেড়ী থাকে। খইল গরুর খাদ্য। বিলাতে এই সম্বন্ধে যে আইন আছে তাহাতে এমন কোন গরুর খাদ্য আমদানী করিতে দেওয়া হয় না যাহা গরুর পক্ষে হানিকর। খইল-ক্রেতাগণ এই আইনের ফাকিতে খইল কম দামে কিনিবার জন্য জিদ করিয়া থাকে। হাম্বর্গ এবং এণ্টোয়ার্প বন্দরে কিন্তু ভারতীয় খইলের এই দোষ উল্লেখ করিয়াই বিক্রীর চুক্তি করা হয়। বিলাতেও আমদানী সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বিলাতে খইল বিক্রয়ের কোন অসুবিধা উপস্থিত হইবে না।

ভারতের কৃষি

(শ্রীরামানুজ কর)

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে কৃষিকার্য্যে যত প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় পৃথিবীর কোন দেশে তত প্রকার হয় না। ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশে রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যে গত ১৯২৯-৩০ সালে কত একর জমিতে কোন শস্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

	আবাদী জমীর পরিমাণ একর	উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ টন
ধান	৮০১৮৬০০০	৩০৮৭৮০০০
গম	৩১৩৪৮০০০	১০৩৫[illegible]০০
ইক্ষু	২৫০৩০০০	২৭৬[illegible]০০
তুলা	২৫৭২১০০০	৫২৬৪০০০ গাঁইট
পাট	৩৪১৫০০০	১০৩৩৫০০০ গাঁইট
তিসি	২৮০১০০০	৩৭৪০০০ টন
সরিষা	৫৮৪৩০০০	১০৯২০০০ "
তিল	৫৬২২০০০	৪৫৯০০০ "
রেড়ী	১২৭২০০০	১০৭০০০ "
চীনাবাদাম	৫৬২৪০০০	২৫৭৩০০০ "
নীল	৭১০০০	১৪৬০০ হন্দর
কফি	১৭০৯০০	২৮০২২৮০০ পাউণ্ড
রবার	১২৬৪০০	১২৯৬৪৪০০ পাউণ্ড
চা	৭৮৮৮০০	৪৩৩২৩[illegible]০০ পাউণ্ড

১৯২৮-২৯ সালে কোন প্রদেশে কত হাজার একর জমীতে আবাদ হইয়াছিল তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

যুক্তপ্রদেশ	৩৪৮৬৬ হাজার একর
মন্দ্রাজ	৬৩৭০৮
বোম্বাই ও সিন্ধু	৬২০৭০
পাঞ্জাব	২৬৪২২
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	২৭৯৩২
বিহার ও উড়িষ্যা	২৪৬৩২
বাংলা	২২০৯৯
আসাম	৫৯৬৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২১৭৭
আজমীর মাড়য়ার	৬৪৭
দিল্লী	২১৫
কুর্গ	১৩৮
হায়দ্রাবাদ	২৬৬০৯
মহীশূর	৬৫১১
গোয়ালিয়র	৪৩২৮
বরদা	৩১৬৯

ব্রহ্মদেশে ১২১ লক্ষ একর জমীতে ধানের চাষ হয়। ৩২৩ হাজার একর জমীতে তুলার এবং ৫৮৫ হাজার একর জমীতে চীনা বাদামের আবাদ হয়। কাপাসের চাষে বোম্বাই, গমের চাষে পাঞ্জাব, আখ ও সরিষা চাষে যুক্তপ্রদেশ, ধান ও পাট চাষে বাংলা, চীনাবাদাম ও নীল চাষে মান্দ্রাজ, তিষির চাষে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, চায়ের আবাদে আসাম প্রথম স্থানীয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কোন দেশে কত হাজার একর জমীতে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

তুলা—

আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ৪৫৩২২ হাজার একর, মিশর ১৮০৮, ব্রাজিল ১২৯', সুদান ২৮৪, উগণ্ডা ৬৯৯, আর্জ্জেন্টিনা ২৫৬ হাজার একর

তিসি

আর্জ্জেন্টিনা ৭২৯৩, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ২৭২০, কানাডা ৩৭৮, উরুগুয়ে ২০৩, ফ্রান্স।°, বেলজিয়াম ৫৯, রুমানিয়া ৪৮, ইটালী ৪৭।

চা—

ডাচ অধিকৃত পূর্ব্বভারত ‘৪৬, সিংহল ৪৫০, ফরমোজা ১১১, জাপান ১০, দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন ৩।

কফি—

ব্রাজিল ৭০২২, কলম্বিয়া ৬৬২, ডাচ অধিকৃত পূর্ব্বভারত ২৯২, ভেনিজুয়েলা ২৪৭।

সরিষা (Rapeseed)

বুলগেরিয়া ১১৩, পোলাণ্ড ৫৯, ফ্রান্স ৪৪, জার্ম্মেনি ৪২, হাঙ্গেরী ৩৫, রুমানিয়া ১৫।

ধান—

ইন্দোচীন ১৩৪৩২, যাভা ৮৭১০, জাপান ৭৮১৮, শ্যাম ৬৩০৮, কোরিয়া ৩৭১৮, ফরমোজা ১৪৪৫, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ৯৬৫, মিশর ৪৩৮, স্পেন ১২১, বুলগেরিয়া ৮, ইটালী ৩৩৩।

গম—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৫৭৭০০, আর্জেন্টিনা ২০০৮০, ইটালী ১২২৫৮, স্পেন ১০৪৭৫, কানাডা ২৪১০৯, রুমানিয়া ৭২২০, ফ্রান্স ১২৯৫৭, জার্ম্মেনি অষ্ট্রেলিয়া ১৬১৬, হাঙ্গেরী ৪১৪২, টিউনিস ২০১০, বুলগেরিয়া ২৭৭৮, গ্রেটবৃটেন ১৪৫৮, মিশর ১৫৮৯, পোল্যাণ্ড ৩১৮৫।

ভারতের বাহিরে ইক্ষু ও বিটের চাষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয়; তাহার তালিকা সংগ্রহ করিতে না পারায় এ মাসে উদ্ধৃত হইল না।

১৯২২-২৩ সালের বিবরণীতে প্রকাশ পৃথিবীতে ১,৭৯,৩৩,০০০ টন আখ ও বীট চিনি উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ আরও বেশী হইবে। কিউবা, জাভা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সুজার দ্বীপ, হাওয়াই, পর্টোরিকো, আর্জ্জেন্টিনা, ব্রাজিল, অষ্ট্রেলিয়া, ফরমোজা প্রভৃতি দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়; জাভা হইতে বৎসরে প্রায় ৬ লক্ষ টন চিনি ভারতবর্ষে আমদানী হয়। কিউবাতে বৎসরে ৪০ লক্ষ এবং জাভাতে ২০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়।

উপরের তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী পরিমাণ জমিতে গম ও তুলার চাষ হয়। আর্জ্জেন্টিনাতে সরিষা, তিষি এবং কলাম্বিয়া, ডাচ, পূর্ব্ব ভারত, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশে কফির চাষ হয়। ভারতবর্ষে আবাদী জমীর পরিমাণ বেশী হইলেও অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদ করায় একর প্রতি যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে সে পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। এই সকল দেশে বহু ধনবান কৃষিকার্য্যে কোটি কোটি টাকা খাটাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষকগণ দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত। জমীদারেরা সহরে বিজলীর বাতাস ও আলোকে দিন যাপন করিতেছেন।

সরকারের খাস মহলেও কৃষি-কার্য্যের কোন উন্নতি হয় নাই। সর্ব্বত্র জল সেচনের সুবন্দোবস্ত নাই। আবাদী জমী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কোন কোন জমীর পরিমাণ আধকাঠা, সিকিকাঠা, দু ছটাক। বাঁকুড়া জেলায় একটী ক্ষুদ্র গ্রামে দেখিতেছি ৬০ একর জমী এক হাজার ছোট বড় টুকরায় বিভক্ত। কৃষকেরাও অশিক্ষিত; চিরাগত প্রথা অনুসারে চাষ করিয়া আসিতেছে; শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাকরীর দিকেই উমেদারী করিতেছেন। এদিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। অন্যান্য দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য নানা প্রকার নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে সরকারের কৃষিবিভাগ রহিয়াছে। তাহাতে প্রতি বৎসর সরকারের বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। সরকারের কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের গবেষণা ফল অশিক্ষিত কৃষকদের নিকট পৌছে না। ফলে তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া আছে।

কৃষিজাত দ্রব্যও ভারতে আমদানী হইয়া দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে কলিকাতায় গম আমদানী হওয়ায় পাঞ্জাবে গমের বাজার নষ্ট করিতেছে। জাপান হইতে বোম্বাইএ চাল আমদানী হওয়ায় বাংলায় চালের বাজার নষ্ট হইতেছে। জাভা হইতে চিনি আমদানী হইতেছে। পূর্ব্বে বাংলার চিনি ইউরোপে রপ্তানী হইত। বাংলায় খেজুর গাছের আবাদ করিয়া এবং পাটের চাষ হ্রাস করিয়া, ইক্ষু চাস করিয়া চিনির অভাব পূরণ করা চলে। ১৯২২-২৩ এবং ২৩-২৪ সালে যত জমীতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল ১৯২৯-৩০ সালে তদপেক্ষা কম জমীতে ইক্ষু চাষ হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও চেষ্টা করিলে জাভার চিনি আমদানী গতিরোধ করা চলে। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যতদিন কৃষিকার্য্যে যোগ না দেন ততদিন উন্নতির আশা বৃথা। কৃষিকার্য্যে উন্নতি করিতে হইলে গৃহপালিত পশুগুলির অবস্থাও

যাহাতে উন্নত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর অবস্থাও শোচনীয়। নিজেরাই যখন দুবেলা উদর পুরিয়া খাইতে পায় না তখন গৃহপালিত পশুর অবস্থা উন্নত হইবে কোথা হইতে? বিদেশী গভর্মেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন। গ্রীষ্মকালে দেশের নানাস্থানে পানীয় জলের অভাব হয়।

মধ্যবঙ্গে ৬০ লক্ষ একর জমী ঘরের মেজের ন্যায় সমতল। ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমীতে আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, পেঁপে, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের চাষ করা চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে ১৫॥০ কোটী টাকা ব্যয়ে এক বৃহৎ জলাধার করিয়া এই ৬০ লক্ষ একর জমীতে জলসেচনের বন্দোবস্ত করা যায়। ইহাতে ৮০ লক্ষ কৃষকের অর্থাৎ বাংলা দেশের অধিবাসীদের এক ষষ্ঠাংশের দুঃখ দূর হইবে। পশ্চিম বঙ্গে ৪০ লক্ষ একর জমী সমতল। এখানেও জল সেচনের সুবন্দোবস্ত করা চলে। মিশর দেশে ২৫॥০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬০ লক্ষ একর জমীতে জলসেচনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। মিশরদেশে সমস্ত আবাদী জমীতেই জলসেচনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। সিন্ধুদেশের লোকসংখ্যা ৩৮ লক্ষ। সেখানে সুক্কুরে যে জলাধার নির্ম্মিত হইতেছে তাহাতে ১৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই জলাধার হইতে ৫৯ লক্ষ একর জমীতে জল সেচন হইবে।

ভারতবর্ষে একশত অধিবাসীর মধ্যে ৮৫ জন কৃষিজীবী। পৃথিবীর আর কোন দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা এত বেশী নহে। ইংলণ্ডে শতকরা দশ জন মাত্র কৃষিজীবী; পৃথিবীর আর কোন দেশে এত কম কৃষিজীবি নাই। ভারতবর্ষের পরেই রুশিয়া শতকরা ৭০ জন, অষ্ট্রিয়ায় ৬২, ইটালীতে ৫২, আয়র্ল্যাণ্ডে ৪৫, কানাডায় ৪৩, ফ্রান্সে ৪২, জার্ম্মানিতে ৩৯, আমেরিকায় ৩৫, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৫, বেলজিয়ামে ৩৫, হল্যাণ্ডে ২২ জন মাত্র কৃষিজীবি।

বাংলাদেশে লোকসংখ্যা ৫০৯ লক্ষ। আবাদী জমীর পরিমাণ ২২০৯৯ হাজার একর অর্থাৎ প্রতি দুই জনের জন্য একর জমীও নাই। বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য অবাঙ্গালীর হাতে। বাংলা দেশে যত অবাঙ্গালী আসিয়া জীবিকার্জ্জন করে ভারতের বাহিরে আর কোন প্রদেশে বাহিরের তত লোক জীবিকার্জ্জন করিতে পারে না। হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বরদা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে আবাদী জমীর পরিমাণ জনপ্রতি এক একরের চেয়ে বেশী। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বেরার ও পাঞ্জাবে জনপ্রতি এক একরের বেশী। বাংলা দেশেই জনপ্রতি আবাদী জমীর পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষ; আবাদী জমীর পরিমাণ ২১৭৭ হাজার একর। অন্যান্য প্রদেশে জল-সেচনের সুবন্দোবস্তের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে; কিন্তু বাংলা দেশে মেদিনীপুর ব্যতীত আর কোন জেলায় সেচের কোন বন্দোবস্ত নাই। বোম্বাই প্রদেশের লোকসংখ্যা ২১৮ লক্ষ—আবাদী জমীর পরিমাণ ৩২০ লক্ষ একর। বোম্বাই প্রদেশের কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য, সমস্তই ঐ প্রদেশের লোকের হাতে রহিয়াছে। বোম্বাইএর তুলনায় বাঙ্গালীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালীর অবস্থা কত হীন হইয়াছে তাহা বাঙ্গালী জাতি এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

অপরাজিতা

[শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী]

আমাদের বাড়ীর আশে পাশে আনাচে কানাচে যে সকল গাছ গাছড়া, লতা, পাতা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে, তাহাদের গুণাগুণ জানা থাকিলে কত রোগের যে সুন্দর চিকিৎসা চিকিৎসকের বিনা সহায়তায় হইতে পারে তাহার কিছু পরিচয় বহু পত্রিকায় আমি প্রকাশ করিয়াছি। আজ যে লতাটীর বিষয় লিখিতেছি তাহা পল্লীগ্রামে বেড়ার গায়ে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে এবং অনেকেই ফটকের শোভা বৃদ্ধির জন্য ফটকের পার্শ্বে রোপণ করিয়া থাকেন ও উদ্যানের শোভার্থেও অনেকে ইহা রোপণ করিয়া থাকেন। এই লতাটির নাম হইতেছে—

অপরাজিতা

ইহা কি কেবল শোভাবৃদ্ধির জন্যই রোপণ করা হইয়া থাকে? না, ইহার অন্য কোন গুণ আছে? না, ইহা যে কেবল শোভাবৃদ্ধিকারক তাহা নহে। ইহার বহু আশ্চর্য্য রোগনাশিনী শক্তি আছে। ইহার এত গুণ যে এই মনোমুগ্ধকর লতাটী প্রত্যেক বাড়ীতেই যত্নপূর্ব্বক রোপণ করা উচিত। নিম্নে ইহার কয়েকটি রোগ নাশিনী শক্তির বিষয় লিখিত হইল।

প্রকার ভেদ

ইহা দুই প্রকার—শ্বেত পুষ্প ও নীল পুষ্প অপরাজিতা। পুষ্প ভেদে ইহার ভেদ করা হইয়াছে। ইহা বৃক্ষাশ্রিতা লতা। কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া এই লতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায় সারা বৎসরই পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, কেবল গ্রীষ্মের কিছু সময় ইহার ফুল ফুটিতে দেখা যায় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার

সমগ্র লতাপাতা ও মূল ঔষধের ক্রিয়া

১ শোথ ও উদরীরোগে, ২ শিররোগে, ৩ প্রমেহে, ৪ মূত্রকৃচ্ছ্রে, ৫ গলক্ষতে, ৬ রক্তদুষ্টিতে, ৭ ফুলায়, ৮ শ্লীপদে, ৯ সর্পদংশনে, ১০ শূলরোগে।

ইহার মূল অত্যন্ত বিরেচক মূত্রকারক ও বমনকারক। বিশেষতঃ মূত্রকৃচ্ছ্রে ও জ্বালা যন্ত্রণাময় প্রমেহে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী। ইহা

বিরেচক ও মূত্রকারক বলিয়া শোথ ও উদরীতে অতি শীঘ্র উপকার হইয়া থাকে। শিরোরোগেও ইহার মূলের রসের বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূলের বমনকারক শক্তি থাকায় অপরাজিতার মূলের রস সেবন করাইলে বিষ উঠিয়া গিয়া থাকে। ইহার লতাপাতা অত্যন্ত শ্লেষ্মানিধারক। স্বরভঙ্গে ও গলক্ষতে ইহার একটী বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং কোন কারণে ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা কিংবা কাণমূল ফুলিলে ইহার পাতা বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে চমৎকার কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার পাতার রসে চর্ম্মরোগ ভাল হইয়া থাকে।

ব্যবহার বিধি

শোথে, শিরোরোগে, প্রমেহে, মূত্রকৃচ্ছে গলক্ষতে, চর্ম্মরোগে, শূলে, ফুলায় ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোন্ কোন্ রোগে কিরূপভাবে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়, নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

শোথে

শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূল দুই আনা গোলমরিচ চূর্ণ এক আনা ও শ্বেত পুনর্নবার পাতার রস আধঃতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শোথ বিলীন হয়। ইহাতে শোথের ফুলা কমে এবং প্রস্রাব ও দাস্ত

বেশ পরিষ্কার হয়। কেবল মাত্র যদি শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূল দুই আনা হইতে চারিআনা মাত্রায় গরম জলে বাটিয়া সেবন করা যায়, তাহা হইলেও শোথ ভাল হইয়া থাকে। উদরী রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী।

শিররোগে

'আধকপালে' নামক শিররোগে শ্বেত অপরাজিতার কাঁচা মূলের রস নস্যের মত নাসিকা দ্বারা টানিয়া গ্রহণ করিলে আধকপালে আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রমেহে

গনোরিয়া বা প্রমেহের প্রথম অবস্থায় প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে, পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে শ্বেত অপরাজিতার কাঁচা মূল চারি আনা হইতে আধ তোলা, কাবাব চিনি দুই আনা ও একটু মিছরি, একসঙ্গে শীতল জলে বাটিয়া পান করিলে প্রস্রাবের জ্বালা, বন্ধ হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে

যেখানে অল্প প্রস্রাব হইতেছে ও জ্বালা করিতেছে সেইরূপ স্থলে শ্বেত অপরাজিতার কাঁচা মূল চারি আনা হইতে আধতোলা শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করিলে সুন্দর পরিষ্কার প্রস্রাব হইয়া থাকে ও জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে।

গলক্ষতে

গলার মধ্যে ঘা হইলে শ্বেত অপরাজিতার লতাপাতা দুইতোলা মাত্রায় লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঐ জল ঈষৎ গরম গরম কবল করিলে গলক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে। কাসিতে কাসিতে যদি স্বরভঙ্গ হইয়া যায় তাহা হইলেও ঐরূপ ভাবেই কাথ প্রস্তুত করিয়া কবল করিলে তাহা নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে শ্লেষ্মা বেশ সরল হইয়া থাকে ও কাস আরোগ্য হইয়া থাকে।

অপরাজিতার তৈল

ইহার লতাপাতা আধপোয়া, কাঁচা হলুদ এক ছটাক এক সঙ্গে একপোয়া খাঁটি সরিষার তৈলে বেশ করিয়া ভাজিয়া লইয়া সেই তৈল খোস, পাঁচড়া প্রভৃতিতে লাগাইলে আরোগ্য হয়। অপরাজিতার পাতার রস গায়ে মাখাইলে চর্ম্মরোগ ভাল হইয়া থাকে।

ফুলায়

ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা অথবা কর্ণমূল ফুলিয়া বেদনা হইলে অপরাজিতার পাতা, সমুদ্রফেনা ও সৈন্ধবলবন ঈষৎ গরম গরম প্রলেপ দিলে ফুলা বেদনা ভাল হইয়া থাকে।

শ্লীপদে

মহামতি "হারীত" বলেন যে, শ্লীপদে অপরাজিতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

সর্পদংশনে

মহর্ষি চরক বলেন যে, দর্ব্বীকর সর্প অর্থাৎ ফনাধরা সর্প কামড়াইলে নিসিন্দার মূলের ছাল ও শ্বেত অপরাজিতার মূলের ছাল জলে পেষণ করিয়া পান করাইবে। মহামতি সুশ্রুত ও দর্ব্বীকর সর্পের বিষ চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত অপরাজিতার প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন। ডাঃ থরণ্টনও নীল অপরাজিতার মূল সর্পাঘাতের ঔষধ বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

পরিণাম শূলে

ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হওয়ার পর এই শূলবেদনা ধরে। এইরূপ শূল বেদনায় নীল অপরাজিতার মূল বা মূলের ছাল, একটু মধু, চিনি ও গব্য ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া সাতদিন পান করিলে তাহার নিবৃত্তি হয়।

এডেন ও নুন

১৯০৩-১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সিনর অগাষ্টিনো বুর্গারেলা আজোলা এডেনে প্রথম নুন তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও ব্যবসায় বুদ্ধি বলেই এডেনের লবণশিল্প আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এডেনে অন্য কোন কোম্পানী আরম্ভ হইবার সাত আট বৎসর পূর্ব্বেই এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি অনুসারে কোন লবণ-শিল্পীই এডেনে তাহার প্রস্তুত লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না। কাজেই এডেনের লবণের কারখানাওয়ালাদের বাঙ্গালার বাজারের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

সিনর বুর্গারেলা ইটালীর লবণের ব্যবসায়িদের সহিত যুক্ত ছিলেন, কাজেই তাঁহার স্থাপিত এডেনের এই কারখানাতে কলিকাতার বিদেশীয় লবণ ব্যবসায়ীমহলে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। সকলে মিলিয়া একটা চেষ্টা করিলেন যাহাতে সিনর বুর্গারেলার লবণ বাজারে দাঁড়াইতে না পারে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না। ইহার সাত আট বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডো-এডেন-ওয়ার্কস্ (Indo-Aden-Works) ও অন্যান্য কয়েকটী ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

বর্ত্তমানে এডেনে নিম্নলিখিত চারিটী কোম্পানী কাজ করিতেছে :—

১। এডেন সল্ট্ ওয়ার্কস্

মালিক—অছুস্তিনো বুর্গারেলা এজোলা

জমির পরিমাণ—১,০০০ একর ;

নুনের পরিমাণ—১,২৫,০০০ টন বৎসরে

২। ইণ্ডো-এডেন সল্ট্ ওয়ার্কস্

(Indo-Aden Salt Works)

মালিক—আছলাভয় জুমাভয় লালজি

জমির পরিমাণ—৯০০ একর

নুনের পরিমাণ—৭৫,০০০ টন বৎসরে

৩। হাজিভয় সল্ট্ ওয়ার্কস্

(Hajeebhoy Salt Works)

মালিক—হাজিভয় লাল্জি

জমির পরিমাণ—৯৪৩ একর

নুনের পরিমাণ—১১,০০০ টন বৎসরে

৪। লিট্‌ল্ এডেন সল্ট্ ওয়ার্কস

(Little Aden Salt Works)

মালিক—পালনজি এণ্ড ব্রাদার্স

(Pallonji & Brothers)

জমির পরিমাণ—৯০০ একর

নুনের পরিমাণ—১৫,০০০ টন বৎসরে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে—এই চারিটি কারখানায় মোট উৎপন্ন হইয়াছিল ২,৩০,০০০ টন। বর্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ উৎপন্ন নুনের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ২,৫০,০০০ টন।

এডেনের আবহাওয়াও প্রকৃতপক্ষে লবণ তৈয়ারীর একান্ত উপযোগী। বৃষ্টি প্রায়ই পড়ে

না এবং মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে সারা বৎসরই নূন তৈয়ারী করা যায়। এই দিক দিয়া ভারতের অন্যান্য যে সকল নূনের কেন্দ্র আছে, তাহা অপেক্ষা এডেনের এইটী একটী মস্ত সুবিধা। অন্যান্য কেন্দ্রে বৎসরে অন্ততঃ তিন মাস নূন তৈয়ারী বন্ধই রাখিতে হয়। এডেনের বায়বিক তাপ বেশী এবং সর্ব্বত্র প্রায় সমান। ইহা ছাড়া দমকা বাতাস সর্ব্বক্ষণ থাকায় নূনের জল উপিয়া যাওয়াতে (Eraporation) তাহার দানা পাকাইতে খুব সুবিধা হয়। অগভীর (shallow) কতকগুলি পাত্র আছে; সেইগুলিতে হাওয়া কল দিয়া জল জমাইয়া রাখা হয়। বাহিরে সূর্য্যের কিরণে সেই জল হইতে দানা পাকান নূন পাওয়া যায়।

এডেনে নূনের খরচা টন প্রতি ৩৲ টাকার মত; আর কলিকাতায় পাঠাইবার মাশুল টন প্রতি ৫৲ টাকা। কলিকাতা পর্য্যন্ত ষ্টীমারযোগে নূন আসিতে প্রতি ১০০ মণে ৩০৲ টাকার বেশী আসল খরচ পড়ে না।

১৯০৪ সনে যখন এডেন-সল্ট-ওয়ার্কস্ (Aden Salt Works) স্থাপিত হয়, তখনই ভারতে একটী নূনের জন্য কোম্পানী গঠনের চেষ্টা হয়। তারপরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যখন ইণ্ডো এডেন ওয়ার্কস্ (Indo Aden works) প্রথম কলিকাতায় নূন চালান দেয়, তখন হয় দ্বিতীয় বার চেষ্টা। উপরোক্ত দুইটী কোম্পানীই লিভারপুল ও হামবার্গের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা স্থাপিত। এবং ইহাদের চেষ্টাই থাকে কলিকাতার বাজার হইতে এডেনের নূনকে সরাইয়া দেওয়া।

কলিকাতার বাজারে নূন সরবরাহ করিবার জন্য সর্ব্বশেষে দলবদ্ধ চেষ্টার সৃষ্টি হয় ১৯২৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী। সল্ট ইম্পোর্টস্ এসোসিয়েসন অব বেঙ্গল (Salt Imports Association of Bengal) নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়; এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কয়লা সম্পর্কিত ধর্ম্মঘট হওয়ায় লিভারপুলের নূনের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে প্রতি শত মণ নূনের দাম ৬২-৬৫ টাকা থাকে কিন্তু অক্টোবরের দিকে এই দাম চড়িয়া ১২২৲ টাকায় উঠে। অন্যান্য নূনের দরও তদনুপাতে চড়িয়া যায়।

এই সমিতিতে অন্যান্য সভ্যের সহিত ছিল য়ুরোপীয় নূন আমদানীকারকের মধ্যে কয়েকজন এজেন্টের চারিটী কোম্পানী। বুর্গায়েনার প্রতিনিধি ছিলেন গ্রাহাম ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড আর অন্যান্য তিনটী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছিলেন কলিকাতার এ এণ্ড জে লাল্‌জী। এই সমিতি কর্ত্তৃক দর পরিচালনা করায় কি ফল হইয়াছিল তাহা লবণশিল্প সম্বন্ধে ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্টের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেওয়া হইল :—

ক্রেতাগণকে কত বেশী টাকা দিতে হইয়াছে তাহার আনুমানিক হিসাব।

১৯২৬ (দ্বিতীয়ার্দ্ধ)	২৪,০০,০০০ টাকা
১৯২৭	৬০,০০,০০০ ,,
১৯২৮	৪২,০০,০০০ ,,
মোট	১২৬,০০,০০০ ,,

"মাশুল ভাড়া বৃদ্ধির হিসাব এবং লিভারপুলের লবণ তৈয়ারী খরচা কয়লার ধর্ম্মঘট হেতু বৃদ্ধি পাইয়াছিল—ইহা ধরিয়া লইলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিদেশী লবণ আমদানী কারকগণ কলিকাতার বাজারে লবণের সাধারণ দর অপেক্ষা অন্ততঃ এক কোটি টাকা বেশী পাইয়াছেন।"

এই সময়ে কতকগুলি রুম্যানিয়ান লবণ আসিয়া পড়ে; কাজেই লবণের দর প্রতি শত মণে ২৮৲ টাকা করিয়া কমাইতে হইল। ইতি মধ্যে সুদান ও সোমালিল্যাণ্ডে নূতন লবণের কারখানা স্থাপিত হয়। তাহারাও কলিকাতায় মাল চালান দিতে আরম্ভ করেন। কাজেই সমিতি আর উচ্চ দরে লবণ বিক্রয় করিতে পারে নাই এবং ১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসেই এই সমিতি ভাঙ্গিয়া যায়।

রুম্যানিয়া, পোর্ট সৈয়দ ও লোহিত সাগরের অন্যান্য লবণ তৈয়ারীর কেন্দ্র হইতে যে সকল লবণ আসিতে আরম্ভ করে, তাহার আবার একটা উল্টা ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। লিভারপুলের ও হামবার্গের নূনের আমদানী শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া গেল। এডেনে যাহারা নূন তৈয়ারী করিত, তাহারা তাহাদের সমস্ত নূনই কলিকাতায় চালান দিত; কিন্তু নূনের বাজারে স্পেন, পোর্ট সৈয়দ মাসোওয়া, ডি জিবুট, ট্যুনিস্ ও অন্যান্য বন্দরের নূনের—আমদানী বেশী হওয়ায় প্রতিযোগিতাও ভয়ানক বাড়িয়া যায়। কাজেই ইহাদিগকেও নূনের দর কমাইয়া দিতে হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্পেন দেশীয় করকচ ও অন্যান্য প্রকারের লোহিত সাগরের সস্তা নূণ এত আসিতে থাকে যে এডেনের নূনের কারখানা সমূহের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। লিভারপুলের নূনের আমদানী শতকরা দশ ভাগ কমিয়া গেল আর হামবার্গের কমিল শতকরা ৪ ভাগ। কলিকাতার নূনের দর শতকরা ৩৬৲ টাকায় নাবিয়া আসিল এবং আরও নাবিবার আশঙ্কা হইতে লাগিল। এই সময়েই করাচী ও ওখার নূন সরবরাহকারীরা রক্ষণ শুল্কের দাবী জানাইল। এই সময়ে কলিকাতায় সর্ব্বসমেত ২৬,০০০ টনের বেশী নূন আমদানী হইত না; এই আমদানী নূনের উপর রক্ষণ শুল্ক হিসাবে মণ প্রতি সাড়ে চারিআনা হারে কর ধার্য্য করা হইল। এই করের বিরুদ্ধে—ব্যবস্থাপরিষদের মনোনীত সভ্য সকলে এবং বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হয় নাই।

এ সকল খুব বেশী দিনের কথা নহে। যাহা হৌক, এই ভাবে কর ধার্য্য করার ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে ইটালীয় বণিকদের পকেটে বার্ষিক প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ও বোম্বাই বাসী কোটিপতি ধনীদের পকেটে বার্ষিক প্রায় দশ লক্ষ করিয়া টাকা দিতে লাগিলেন। বোম্বাই বাসী বণিকগণকে আবার এডেনের জায়গার জন্য কিছুই দিতে হইত না যেহেতু এডেন ভারতেরই অংশ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই যে টাকাটা বোম্বাইবাসীদের হাতে চলিয়া যাইত, ইহা দিত কাহারা? —বাঙ্গালাই প্রকৃত পক্ষে। রক্ষণ শুল্কের নামে প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা প্রদেশকেই এই সমস্ত টাকার ভার গ্রহণ করিতে হইল।

১০ই মার্চ্চ (১৯৩১) এডেনের নূনের দর কলিকাতার বাজারে শত মণ প্রতি ৩৬৲ টাকা হয়। ২০শে মার্চ্চ তারিখেই এই শুল্কের আশঙ্কায় এই দর উঠে ৬২৲।৬৩৲ টাকা। ১৯৩২ সনের শেষ অবধিই এই চড়া দর ছিল।

এখন আবার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই দর নাবিয়াছে কিঞ্চিন্ন্যূন ৫৩৲ টাকায়।

এখন মজা দাঁড়াইয়াছে এই যে, এডেনের শাসনভার ভারত গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে বিলাতী গভর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে এই নূন শিল্পের ৪০ লক্ষ টাকার সুযোগ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। যেই মাত্র শাসন ভার পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, সেই হইতেই মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা শুল্ক এডেনের নূন ব্যবসায়ীদিগকে দিতে হইবে।

এই কারণেই ব্যবস্থা পরিষদে বোম্বাইয়ের কোটিপতি স্যার ফিরোজ সেথ্না আবেগময়ী ভাষায় এই হস্তান্তরের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন আর বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা ও জাতীয় পত্রিকা

গুলিতে এই হস্তান্তরের বিরুদ্ধে লেখনী চালনার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। এ গেল এক দিক।

এইবার বাংলার লবণ শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টার বিষয় বলা যাইবে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লবণ কর স্থাপিত হইলে, শ্রীযুত জে-চৌধুরী এম্-এ, বার্-এট্-ল—১লা বৈশাখ তারিখে এক আবেদন পত্র প্রচার করিয়া বাঙ্গলার লবণ শিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। এই আবেদন পত্রানুযায়ী কয়েকটী যুবক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। ফলে সল্ট্ ম্যানুফ্যাকচারার্স্ এ্যাসোসিয়েসন (Salt Manufacturers Association) নামে একটী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির পরামর্শানুযায়ী দুইটী কোম্পানী গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমটীর নাম প্রিমিয়ার সল্ট্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী (Premier Salt manufacturing Company)। এই কোম্পানী দুই বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার বিপদাপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া কাঁথির সমুদ্রতীরে দুইটী লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন; এবং বাঙ্গলার বাজারেও উত্তম প্রকারের পরিষ্কার নূন আমদানী করিয়াছেন। এই কোম্পানীর নূন ওয়েলিং টন্ স্কোয়ায়ের স্বদেশী মেলায় প্রদর্শিত হয়। অন্য কোম্পানীর নাম ন্যাশনাল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড্ (National Salt Company Ltd)। কয়েক জন সুদক্ষ কর্ম্মী বাঙ্গালী যুবকদ্বারা এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাকদ্বীপে কারখানা করিয়াছেন এবং শীঘ্রই নূন সরবরাহ করিতে পারিবেন আশা করা যায়।

শ্রীযুত পি-সি সান্যাল গভর্ণমেণ্টের নিকট

হইতে লাইসেন্স লইয়া চট্টগ্রামে আরও একটী নূনের কারখানা করিতেছেন।

আরও কয়েক জন বাঙ্গালী যুবক একত্রিত হইয়া ছয়খানি লাইসেন্স লইয়াছেন; তাঁহারা সুন্দরবনের তীরে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কারখানা স্থাপিত করিতেছেন।

এডেন যদি হস্তান্তরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বিদেশী নূনের উপর যে ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা এডেনের নূনকেও দিতে হইবে। অর্থাৎ বার্ষিক যে ৫,১০,০০০ টন নূন এখানে আমদানী হয়, তন্মধ্যে ৪,৭৫,০০০ টন নূনের উপরই এই কর ধার্য্য করা হইবে। ওদিকে মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা কর ধার্য্য করার ফলে বাঙ্গলার নূন শিল্পের সমূহ উপকার হইবে। *

* বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পি চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

বাঙ্গলাদেশে গুজরাতী করাতী

বিক্রমপুরের বহু নমঃশূদ্র, করাতীর কার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। গাছকে করাত দ্বারা চেলা করিয়া তক্তা করাই করাতীর কার্য্য। এই নমঃশূদ্রগণ পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, আসাম এমনকি সুদূর নেপাল পর্য্যন্ত নিজেদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করিয়াছে; কত পুরুষ যাবৎ উহারা আসাম ও নেপালে যাইয়া করাতীর কার্য্য করিতেছে, তাহা বলা সহজ নহে। এতদ্দেশে এই কাজ নমঃশূদ্রদের প্রায় একচেটিয়া।

কলিকাতা নগরীর নিমতলাতে ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত কাষ্ঠসমূহ জাহাজ হইতে নামান হয়; সেখানে অনেকগুলি বড় বড় কাঠের গোলা আছে। এই সকল কাঠের গোলায় আজকাল ঢের গুজরাতী করাতী কাজ করিতেছে।

ঢাকা নদীতটে কয়েকটী বড় বড় কাঠের গোলা আছে। ঢাকার এক প্রসিদ্ধ ধনী চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কাঠের গোলায় কাজ করাইবার জন্য কলিকাতা হইতে চারিজন গুজরাতীকে আনিয়াছিলেন। উহারা খুব সময়নিষ্ঠ, অল্প সময়ে বেশী কাজ দিতে পারে, অথচ উহাদের কাজ হয় খুব নিখুঁত; সুতরাং ক্রমে ক্রমে সমস্তগুলি কাঠের গোলাই গুজরাতীদের হাতে আসিল; চারিজনের স্থলে উহার অনেকগুণ বেশী গুজরাতী ঢাকাতে বাসা বাঁধিল। বিক্রমপুরের করাতীগণ ব্যবসাহারা হইয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া গেল।

দেশীয় করাতীগণ খুব লম্বা করাত নিয়া কাজ করে; গুজরাতীরা ছোট করাত দিয়া কাজ করে। লম্বা করাত দিয়া কাজ করিতে গাছটাকে অনেক উপরে তুলিতে হয়; সুতরাং গাছ তুলিবার সময়ে বহুলোকের কায়িক সাহায্য এবং বহু সময় আবশ্যক হয় এবং ঐ কার্য্যে অনেক সময় গাছ পড়িয়া যাইয়া করাতীদের প্রাণ নষ্ট হয়, অথবা গুরুতর আহত হইয়া জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হয়; একজন করাতী গাছের উপরে চড়িয়া দাঁড়াইয়া কার্য্য করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি নীচে দাঁড়াইয়া কার্য্য করে।

ছোট করাতে কাজ করিলে গাছটাকে সামান্য উর্দ্ধে তুলিলেই হয়; গাছটাকে সামান্য উপরে তুলিতে অল্প লোকের কায়িক সাহায্য ও অল্প সময় আবশ্যক হয়; দুর্ঘটনার আশঙ্কাও অনেক কম হয়। গাছের উপরে চড়িয়া যে কাজ করে, একমাত্র তাহাকেই দাঁড়াইয়া কাজ চালাইতে হয়। নীচের ব্যক্তি বসিয়াই কাজ করে।

এতদ্ব্যতীত গাছকে সহজে উপরে তুলিবার একটা আলাহিদা কায়দাই তাহারা জানে,

নমঃশূদ্রদের তুলনায় উহারা শরীরে শক্তি রাখে কম, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহারা কষ্টসহিষ্ণু এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেশী; উহাদের করাত ছোট এবং হাল্কা বলিয়া মেহনতও হয় খুব কম। পরন্তু উহাদের করাত চালাইবার কায়দা এমন দ্রুত, যে অল্প সময়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়, আর উহারা এমন নিপুণ যে গাছের কোন অংশ নষ্ট হয় না, কাজটী হয় নিখুঁত। করাতে খুব ভাল ধার দিবার কায়দাও উহারা জানে।

উহারা ওদেশ হইতে এদেশে আসে ৩৮৲ আটত্রিশ টাকা রেল ভাড়া দিয়া—আসিতে যাইতে ৭৬ টাকা ব্যয় হয়; কি দুর্জ্জয় সঙ্কল্প! এতদূরে আসিয়া যাহারা স্বদেশে ব্যবসাকে কায়েম করিয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে পিছু হটাইয়া দিয়া সেই স্থলে গুজরাতীরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তবে ঢাকার দেশীয় করাতীদের কপাল ছিল ভাল; তাই তাহারা এই যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী করাতীগণ আসিত কাথিয়াবারের অন্তর্গত এক করদ রাজ্য হইতে; সেখানে এমনই অদ্ভুত প্রথা যে বিবাহের লগ্ন বার বৎসরে একবার হয়; সুতরাং ঐসময়ে বিদেশ হইতে প্রবাসীগণ স্বদেশে যাইয়া সম্মিলিত হয়। বিগত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে উহাদের স্বদেশে বিবাহের একটা লগ্ন গিয়াছে; তদুপলক্ষে ঢাকা হইতে যাবতীয় গুজরাতী করাতীগণ জন্মভূমিতে চারি মাসের জন্য চলিয়া গেল; এদিকে কাঠের গোলার কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। মালিকগণ নিরুপায় হইয়া বিক্রমপুরীয় করাতীগণের শরণাপন্ন হইলেন; নমঃশূদ্রগণ ইতিমধ্যে দায়ে পড়িয়া নানা ফিকিরে গুজরাতী করাতীগণের কর্ম্মপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল এবং অসুখ বিসুখ হইয়া গুজরাতী করাতীগণের লোকাভাব হইলে সময়ে সময়ে গুজরাতীরা নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নমঃশূদ্রগণকে যোগালুরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত বলিয়া নমঃশূদ্রগণ ছোট করাত চালাইবার এবং সহজে গাছ তুলিবার কতকটা কায়দা কানুন আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এখন মালিকগণের আগ্রহ দেখিয়া নমঃশূদ্র করাতীগণ বাজার হইতে ছোট করাত কিনিয়া কাজ করিতে লাগিল; ছোট করাতে অনভ্যস্ত বলিয়া প্রথম প্রথম অনেক কাঠ নষ্ট হইতে লাগিল; তখন মালিকগণেরও ঠেকা বলিয়া ঐ লোকসানকে তাঁহারা লোকসান বলিয়া মনে করিলেন না।

চারি মাসের পরে গুজরাতীগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দেশীয় করাতীরা তাহাদের অভ্যস্ত উপায়ে কার্য্য করিতেছে এবং চারি মাসে বাঙ্গালীরা গুজরাতী কায়দায় বহু পরিমাণে হাত পাকাইয়াছে এবং মালিকেরাও গুজরাতীদিগকে পুনর্নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন গুজরাতীগণ মজুরীর হার কমাইয়া দিয়া প্রতিযোগীতায় প্রবৃত্ত হইল; বাঙ্গালীরাও কম মজুরীতে কাজ করিতে স্বীকৃত হইল দূর দেশাগত গুজরাতীদের কম মজুরীতে পোষাইল না; তাই পরে তাহারা সদলবলে ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বাঙ্গালীর মজুরীর হার আর বাড়িল না। নমঃশূদ্রগণ স্ব ব্যবসা ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু এই নেহাৎ কম মজুরীতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে না।

এখনও পর্য্যন্ত নমঃশূদ্রগণ ছোট করাত চালনায় গুজরাতীদের সমতুল্য দক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই এবং উহাদের মত করাত ভাল ধার দিতেও শিখে নাই।

বাঙ্গালী করাতী পূর্ব্ব পুরুষ হইতে যে করাত ব্যবহার করিতেছিল, তাহাতেই ছিল তাহারা সন্তুষ্ট; বাহির হইতে প্রতিযোগিতা আসিবে, এই কল্পনাও তাহারা করিতে পারে নাই। গুজরাতী করাতী পুরুষ পরম্পরাগত প্রথা হইতে উৎকৃষ্টতর প্রথা আবিষ্কার ও অবলম্বন করিয়াছে এবং বহু দেশ ডিঙ্গাইয়া ভিন্নভাষাভাষী এবং ভিন্ন আবহাওয়া পূর্ণ বাঙ্গলা দেশে আসিয়া বাঙ্গালীকে ব্যবসায়-ভ্রষ্ট করিয়াছে।

কলিকাতার নিমতলাতে কাঠের গোলাসমূহ হইতে যে বাঙ্গালী করাতীদের ভাত উঠিয়া গিয়াছে. তাহা কেহ জানেন কি? জানিলেও তাহার প্রতীকারে কেহ ব্রতী হইয়াছেন কি? কলিকাতার বাহিরে আরো কত স্থানে বোধ হয় বাঙ্গালী করাতীদের ভাত মারা গিয়াছে; সে খবর আমরা রাখি না; যে স্থানে যে করাতীদের ভাত মারা গিয়াছে, অন্য করাতীরাও হয়ত তাহা জানে না। যাহারা মারা যায়, জানে কেবল সেই-ই। সংহতি নাই, সহানুভূতি নাই, উদ্যোগ নাই—আছে কেবল পোড়া অদৃষ্টের দোষ দেওয়া।

(আনন্দবাজার)

বাংলায় চীনা বাদামের চাষ

বাংলা দেশের কৃষকেরা প্রধানতঃ ধান চাষ করিয়াই সন্তুষ্ট—অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য তাহারা বাহিরের উপর নির্ভর করে। বাংলার যে কোন হাটে গেলেই দেখা যায় যে ডাল, কলাই, লঙ্কা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইতেছে।

ছোটখাট ফসলের মধ্যে চীনা বাদাম অন্যতম। উহা খুব জনপ্রিয়, হাটে, বাজারে, মেলায় উহা কাঁচা ও ভাজা অবস্থায় ফিরি করিতে দেখা যায়। এই চীনা বাদাম খোসা-সমেত প্রতি সের ৵৹ আনা হইতে ।৹ আনা এবং খোসা ছাড়ান অবস্থায় প্রতি সের ।৵৹ আনা হইতে ।৶৹ আনা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। খাদ্য হিসাবে উহা খুব পুষ্টিকর। যে জমিতে উহা চাষ হয়, তাহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়, উহার তৈল রান্নাবান্নায়, মাথার তৈল হিসাবে, সাবান প্রস্তুতের জন্য এবং রেচক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনা বাদামের গাছ এবং খোল গরুর পক্ষে খুব পুষ্টিকর খাদ্য। মোটের উপর এমন সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহারোপযোগী শস্য আর কতই আছে।

দুঃখের বিষয় বাংলায় যে চীনা বাদাম ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশ মান্দ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং মধ্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। অথচ বাংলাদেশে অল্প চেষ্টাতেই এই ফসল জন্মান যায়। যে সব জমি উচু এবং বালিপূর্ণ তাহাতে উহা বেশ ভাল জন্মে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলার লাল মাটি এবং নদীয়া, বহরমপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার বেলে মাটিতে উহা বেশ ভালরূপে জন্মিতে পারে।

চীনা বাদাম দুইবার চাষ করা চলে। জুন মাসে চাষ করিলে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে এবং সেপ্টেম্বরে চাষ করিলে এপ্রিলে ফসল পাওয়া যায়। কাজেই আউস ধান বা পাটের পরিবর্ত্তে উহা অনায়াসে চাষ করা যায়। যদি সেপ্টেম্বরে চাষ করা যায়, তাহা হইলে জমিতে কিছু জল দিতে হয়। অন্য সময়ে চাষ করিলে জল দিবার ও প্রয়োজন হয় না। জমি চাষ করিয়া উহা স্যাৎসেতে থাকা অবস্থায় চীনা বাদাম গুলির খোসা ছাড়াইয়া ৫ হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে দূরে লাগাইতে হয়। একটী বীজ হইতে আর একটী বীজ ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি দূরে দূরে লাগাইতে হয়। এই ভাবে লাগাইলে প্রতি একর জমিতে ২০ সের বীজ দরকার হয়। যে সব জমি একেবারেই উর্ব্বর নহে, তাহাতে ১০০ মণ গোবর এবং একমণ সিসিফসফার নামক সার দিলে খুব ভাল ফসল পাওয়া যায়। তবে বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিতে সার দিবারই প্রয়ো-

জন হয় না। প্রতি বিঘা জমিতে ১২ হইতে ১৬ মণ চীনা বাদাম জন্মে। বহরমপুরে এক বিঘায় ১৭ মণ এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলাতে এক বিঘায় ১২ মণ ফসল পাওয়া গিয়াছে।

ধান বা পাটের তুলনায় চীনাবাদাম চাষের ব্যয় অতি সামান্য। উহার চাষে মাত্র একবার আগাছা বাছিয়া দিতে হয়। যদি প্রতি মণ চীনা বাদামের মূল্য ৫ টাকা করিয়াও ধরা হয়, তাহা হইলে প্রতি বিঘাতে ৫০ টাকার ফসল পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র উহার চাষ আরম্ভ হইয়া উহার দর কমিয়া গেলেও প্রতি বিঘায় ৩৫ টাকার ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ধানের বা পাটের তুলনায় উহাও লাভজনক। বাঙ্গলায় যেমন কৃষকেরা পাট বেচিয়া দেনা পাওনা মিটায়, মাদ্রাজের কৃষকেরা সেই প্রকার চীনা বাদামের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গলায় যদি উহার চাষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পাটের দর হ্রাসের জন্য কৃষকের যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে বিদূরিত হইতে পারে। অধিকন্তু উহার চাষের ফলে জমির উর্ব্বরতা শক্তিও বাড়িতে পারে। এই ফসল চাষ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার, বেঙ্গল, রমনা (ঢাকা) এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

কলিকাতার বাজার দর

শেয়ার মার্কেট

অদ্য পাটকলের শেয়ারের দর স্থির ভাবে আছে। হাওড়া ৪৮৲ ও কামারহাটী ৪৫০৲ দরে হাত বদলাইয়াছে।

কয়লার খনির শেয়ারের দর বেশী গিয়াছে।

চা-বাগানের শেয়ারের দর স্থির আছে।

নানাবিধ কোম্পানীর শেয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর স্থির আছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮৩৵০, ৮৩৵০, ৮৩৷
৩৷০ „ ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৩৵০
৪৲ „ „ (১৯৬০ ৭০)	৯৮৵০ ৯৮৵০
৫৲ „ „ (১৯৪৬ ৫৫)	১১৩৷৵০
৫৲ „ „ (২৯৫০ ৪৩)	১০৬৵০
৫৲ „ ইউ পি এণ্ড (১৯৪৪)	১০৬৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পুর)	১২২৬৷০
ঐ (কন্‌ট্রি)	৩০২৷০

রেলওয়ে

হোসিয়ারপুর—দুয়ার ব্রাঞ্চ রেল	

কাপড় ও সুতার কল

	৪৮৲
বঙ্গলক্ষ্মী	৬৯৲ ৭০৲
কেশোরাম	৩৵০
মুইর মিল (অডি)	২৫০৲

নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি)	১॥৵০

পাটকল

এলায়েন (প্রেফ)	১২৪॥০
বালী	১৩০৲ খুঃ
বরানগর	১১৭৲খুঃ
বেলভেডিয়ার	৩০৩৲
বিরলা (অর্ডি)	৭।৵
চাঁপদানী	১৩২৲
ক্লাইভ	২৪৬৸৶০, ২৫৵০ খুঃ
ডেল্টা	৩২২৲ খুঃ
গৌরীপুর	৩৪২৲
হাওড়া	৪৮৲
ঐ ("এ" প্রেফ)	১২১৲
হুকুমচাঁদ	১১৬৷৶০
ঐ (প্রেফ)	৯৭।০
কামারহাটি	৪৫০৲
কাঁকনাড়া	৪০৮৷।০
ফিনিসন	৫৮৭৲
ন্যাশনাল	২০৭৴০, ২১৶০
নিউসেণ্ট্রাল	৩৪৭৲ খুঃ
প্রেসিডেন্সী	৫।৶০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	৩০৯৲
ঐ (প্রেফ)	১১৫৲

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড	১৪৲
বেঙ্গল	২৩৯৲
বড়ধেমো	৪৶০
বরাকর	১৩৬৶, ১৪॥৵০
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	১৭৸০
ইকুইটেবল	২০৲, ২০॥৶০
ঘুসিক ও মুস্লিয়া	৩।০
নর্থ বীরভূম	১১॥০
নর্থ দামুদা	৩॥৶০
রাণীগঞ্জ	৪০৲
রেওয়া	১১।০, ১৵০
সেন্ত্রা	১০৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	২৮।০
সাউথ করণপুরা	৫৲
তালচের	১৸০, ২৲

চা-বাগান

বার্টেলী	৬৸০
ইষ্টার্ণ কাছাড়	১২।০
হাতীকিরা	২১৴০
জটলীবাড়ী	১৬৸৶
মহিমা	১৪৲
নিউ তেড়াই	১২৲ অঃ বঃ
রাইডাক	৪৯।০
রুটেমা	৮৶০
সারুগাঁও	১৩।০
টেঙ্গপানী	১৮।৶০ অঃ বঃ

নানাবিধ কোম্পানী

বর্মা কর্পোঃ	৮৸৵
বেঙ্গল টেলিফোন (অর্ডি)	১৮৲
„ আয়রণ	৩৶০
„ টিম্বার	১৪০৲ ডিঃ বাদ
„ পেপার (অর্ডি)	৭২৲
ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং	৭৸০ অঃ বঃ
বি আই কর্পোঃ (অর্ডি)	॥৵০
কনকর্ড অব ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স	৮।০ প্রিমি
কলিকাতা ট্রাম (অর্ডি)	১৬৸৴০
কের এণ্ড কোং	১৪॥০
কানপুর সুগার	৩৪॥০
হাওড়া অয়েল	৯৲

কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং	১।০/০
„ ফায়ার ক্লে (প্রেফ)	১ ৪৲
মজঃফরপুর ইলেকট্রিক	৯।০
রস্তা সুগার	১০॥/০
রোটাস সুগার	৯।০
সমস্তিপুর	১৩।০
ইণ্ডো-বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম (প্রেফ)	১০৬৲
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন (অর্ডি)	৩৮৲
„ পেপার পাল্‌প	১১২৲
টিটাগড় পেপার (পুরা)	১৩৬৲
ঐ (অর্ডি)	১৫।০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর

পাকা গাঁট :—অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর গতকল্য অপেক্ষা ৩৮০ শিলিং কম আসিয়াছিল। ১নং তৈরী ২৪৲ টাকা হইতে ২৪॥০ গাঁট দরে এবং লাইটনিং ১২৲ টাকা দরে অনেক বিক্রয় হইয়াছে।

কাঁচা গাঁট :—সাহেবদের কলে প্যাক করা এম্ এল্, আর, ৩।৶০ মণ দরে এবং এল আর ৪৵০ দরে কিছু কিছু বিক্রয় হইয়াছে।

ফাটকা—অদ্য বাজার খোলার সময় ডিসেম্বরের দর ২৫॥/০ ছিল। মাঝে ২৫॥০—২৬/০ হইয়া ২৫৸০ দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে।

রেলওয়ে আমদানী

১৬ই অক্টোবর ১লা জুলাই হইতে

১৯৩৩	১৩:০১০/	৬৪৭৬৭০৬/
১৯৩২	১৬২১৯/	৬২২০৯৩৭/

আশুগঞ্জ পাটের দর

ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ১৭শে অক্টোবর

আশুগঞ্জ বাজারে পাটের দর প্রতি মণ ২।০ আনা অবধি নামিয়াছে। এতাবৎ পাটের মণ৩।০ বেশী হয় নাই।

সোণার দর

কলিকাতা ২০শে অক্টোবর

পাকা সোনা	প্রতি ভরি	৩২॥০
বড়াল বার	„ „	৩২ ৶০
চিনা পাতা	„ „	৩৪৲

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৬।০
„ খুচরা	৫৬॥০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

লোহা ও করগেট

কলিকাতা ২০ অক্টোবর

	প্রতি হন্দর
টাটা—	
কড়ি	হইতে
মার্কা	৫।০ „ ৬।০
বেম ার্ক	৪।০ „ ৫।০
বরগা	৬৶০ „ ৭৲
এঙ্গেল	৫৸৶০ „ ৬।০
বল্ট আধ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ	৬৶০ „ ৬।০
গরাদে „	৬।০ „ ৬৸০
ব্ল্যাক সিট ও প্লেট	৬৸৶০ „ ১২।০
করগেট টিন (২২ গেজ)	১১৶০ „ ১৩৲
„ (২৪ গেজ)	১০৸৶০ „ ১৩৲
গ্যালভানাইজড চাদর (২৪ গেজ)	১১।০ „ ১৩৲
কন্টিন্যান্টাল—	প্রতি হন্দর
গোল রড (৩ সুতা ও নিম্ন)	৫।০ „ ৬৲
টানা রড („)	৫।৵০ „ ৬।০
করগেট টিন (২৬ গেজ)	১২॥০ „ ১৪।০
গ্যালভানাইজড চাদর (২৬ গেজ)	১২॥০ „ ১৩।০

কাঁটা তার ,, ৮৸৵০

কণ্টিন্যাণ্টাল অন্যান্য দ্রব্যের দর টাটার দরের সমান

ইংলিশ— প্রতি হন্দর

টাটার ব্রিটীশ মালের সমান মাল ও ব্রিটীশ মালের দাম উপরিউক্ত মালের দর অপেক্ষা হন্দর করা ২৲ হইতে ৩৲ অধিক।

করগেট—

আর, পি, ডি, (২৪ গেজ) ১২৸০ হইতে ১৩৲

কুবের লিমিটেড,
লোহা ও ষ্টীল বিভাগ,
৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

		প্রতি হন্দর
জয়েষ্ট বা কড়ি	৫৷৵০	,,
টি বা বরগা	৬।৵০	,,
এ্যাঞ্জেল	৫৸০	,,
বল্ট গোল	৫।০	,,
,, চৌকা	৫৷০	,,
করগেট চাদর ২২ গেজ	১২৶০	,,
,, ,, ২৪ ,,	১১।০	,,
২৬ ,,	১৩।০	,,
কাঁটা তার	১০৸০	,,
মটকা	৷০ হইতে ১৸০ প্রত্যেকটি	

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধাতু ও রং

কলিকাতা, ১৯শে অক্টোবর

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৯২৸৵০
তামার ইনগট	৩৫৶০
সীসার বাট বি এম ছাপ	১২৷০
ঐ দেশীয়	১১৸০
এ্যাণ্টিমনি	২৮৶০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	৯৮৷৶০
পিতলের চাদর	৩৮৷০
পিতলের ছড়	৩৪৸০
তামার চাদর	৪৭৷৶০
তামার ছড়	৪৯৷৵০
সীসার চাদর	১৯৷৵০
দস্তার টালি আমদানী	১৪৸৶০
ঐ দেশীয়	১৩।০
সাদা দস্তা রং	৩৪৷৵০
সাদা সীসা রং	২৮.০
সবুজ রং	১৮৶০
লাল রং	১৮৸৶০
	প্রতি ড্রাম
তারপিন তৈল	১৯৲
তিসির তৈল (পাকা)	৯৸৵০
ঐ (কাঁচা)	৮৸০
	প্রতি টন
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৭৸০
	প্রতি পিপা
ঐ আমদানী	১০৸০

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন নং ৬৬৪ কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী—লোহার	প্রতি হন্দর
কড়ি (জয়েষ্ট বা বীমা) মার্কা	৫৶০—৫৷৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৪।৴০—৪৸৴০
বরগা টী-আয়রণ	৬৶০—৬।৶০
এঞ্জেল আয়রণ কোনা	৫৸৶০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।০
২৪ গেজ ,,	১০৸৵০

২৬ গেজ „ ১২।৶০
২৪ গেজ আর পি ডি মার্কা ১৩৲
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১১৷৶০—১৪৲
কাটা তার ১০০ পাউণ্ড বাণ্ডিল ৮৸০
ষ্টীল পাটী বোলট গরাদে ৬৶০—৬৷০
„ বোলটু গোল) ৬৶০—৬৷০
„ গোল রড ৴০—৷৴০ সুতা ৫৶০—৫৸০
„ টানা রড চৌকা ৴০—৶০ „ ৫৸ —৬৲
„ বাণ্ডিল হাল ৭৲—৭৸০
প্লেট—তিন সুতা মোটা পর্য্যন্ত ৭৷০—৭৸০
„ চাদর ৩—১৬ খানা বাণ্ডিল ৯।৵০—১০৲
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৮৸৵০—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৫ ০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০নং ২৷০ সাট
কোদাল ৪,৫, ৬নং ৸৶০ ৮৸৶০, ৯৸৶০, ডজন
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬৷৶০
গ্যাঃ প্লেন বালাত ৭—১২ ইঞ্চি ১৷০—৬৷০
লোহার চেয়ার ৮৷০ ১৫৲ ১৮৲ ডজন
লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ইঞ্চি ⁄১০—৷৴০ গ্রোস
ঐ কবজা ৭৩নং ১৷—৪ইঞ্চি ।০—৸৵১৪ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২নং (গজ) ১২ —১৪৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজ (মটকা) ৪ ল্যাপ ।৶৫—৷৴০ পীস
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷—২৷ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাক্তি ১১৷০—১৩৲ „
গ্যাঃ বোলটু ৸—৩ইঞ্চি ৷৶০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ইঃ ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ ১৷ ইঃ ।৶৫ ফুট
পাম্প ৫নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲, ৬নং ১৬৲

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা
মীরবহরঘাট লোহাপটী, বড়বাজার কলিকাতা
টেলিগ্রাম—"লোহার মালিক" কলিকাতা
ফোন নং ২৫৬৫ বড়বাজার।

ঘৃতের দর

(২০-১০-৩৩)

শিবদুর্গা মার্কা ৫১৲ ৫২৲
রামকৃষ্ণ মার্কা ৪৪৲
সেকুয়াবাদ ৪০৲
খুরজা মার্কা ৪১৲
জগৎলক্ষ্মী (গাওয়া) ৪৩৲ ৪০৲
বাঁদাসাগর ৩৬৲—৩৭৲

৺রামকৃষ্ণ—শরৎচন্দ্র রক্ষিত ও
শ্রীকালীদাস রক্ষিত
৪নং বড়তলা ষ্ট্রীট, চিনিপটী, কলিকাতা
ফোন ১৬৮১ নং বি, বি

অভয়া ৫৪৲
শ্রীধর ১নং খুরজা ৪৬৲
খুরজা মার্কা ৫২৲
দেশলক্ষ্মী ৪৪৲
বাঁধাসাগর ৩৬৷০

শ্রীদাশরথি রক্ষিত
১৫২নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীমার্কা ঘৃত
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
লোয়ার চিৎপুর রোড্

রাম সীতা মার্কা ঘৃত—
সুধীর কুমার কড়োরী
৯০ বটতলা ষ্ট্রীট।

খাঁটি সরিষার তৈলের দর

সাথিয়া মার্কা

এক গাড়ী ১০।৶০
এক মণ ৯৲

খুচরা /২৷৷০　　৸০

পাইকারী চাউলের দর

(২৫০১০-৩৩)

		প্রতিমণ
পেশোয়ারী	১৩	হইতে ১৪৲
দাদখানি	৬৲	হইতে ৯৲
কাটারি ভোগ	৫৲	হইতে ৫।১
বাদসা ভোগ	৪।১	„ ৪৷৷০
মাজা	৫৲	„ ৭৲
বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৲	„ ৪।০
ঐ ঢেঁকি ছাটা		৪৲
রূপশাল	৩৸৶০	„ ৪৲
ঝিঙ্গেশাল	৩৷৷০	„ ৩৸০
নাগরা		৩৷৷০
পাটনাই	৩৸০	„ ৪৲
মোটা দেশী		৩৲
দেশী ঢেঁকি ছাটা	২।০	৩৷৷০
বালাম ঐ	৪৲	„ ৪৷৷০
আড়ৎ ছাটা বালাম	৩৷৷০	„ ৩৸১
সিতাশাল (সরু)		৪।০
পাটনাই আতপ	৩৸০	৪৲
ভাসামানিক	৪৲	৪।০
বাঁকতুলসী ঐ	৪৷৷০	৫৲
সিঙ্গাপুর ঐ	৩।০	৩৷৷০
কামিনী ঐ	৪৷৷০	৫৲
গোবিন্দ ভোগ ঐ	৬৲	৭৲

রেলের টাইম্ টেবল্

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে, তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

হাওড়া ষ্টেশন

ই আই আর ঃ—

পৌঁছে ছাড়ে

কলিকাতা দিল্লী মেল—
সকাল ৮-২৪ রাত্রি ১০-০

বোম্বে মেল সকাল ১০-৩০ রাত্রি ৮-৪৫

কলিকাতা পাঞ্জাব মেল—
সকাল ৬-৩০ রাত্রি ৮-৩০

ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান
মেল বোম্বাইয়ের
বেলার্ডপীয়ার পর্য্যন্ত
(কবল বৃহস্পতিবার)— ... রাত্রি ১০-১৫

পাঞ্জাব এক্সপ্রেস, মেন
লাইন এবং সাহারানপুর
হইয়া —রাত্রি ১-৪০ সকাল ১১-১০

দিল্লী এক্সপ্রেস গ্র্যাণ্ড
কর্ড হইয়া —বৈকাল ৫-৩৫ বৈকাল ৪-৩০

দেরাদুন এক্সপ্রেস
গ্র্যাণ্ডকর্ড হইয়া —সকাল ৫-৫৪ রাত্রি ১০-৩০

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট
এক্সপ্রেস, মেন লাইন
হইয়া (কেবল তৃতীয়
এবং মধ্যম শ্রেণী) সকাল ৮-১০ বৈকাল ৪-৪৫

মোকামা পর্য্যন্ত এক্স-
প্রেস এবং তারপর
মোগলসরাই পর্য্যন্ত
প্যাসেঞ্জার মেন
লাইন হইয়া সকাল ৬-২০ রাত্রি ৯-৩০

কিউল পর্য্যন্ত এক্স-
প্রেস এবং তারপর
দানাপুর পর্য্যন্ত
প্যাসেঞ্জার লূপ হইয়া—সকাল ৭-৩৫ রাত্রি ৭-৩০

বি এন আর ঃ—

বোম্বে মেল ... সকাল ৃ-৫৪ সন্ধ্যা ৫-৩০
মাদ্রাজ মেল ... সকাল ১০-৪৪ সন্ধ্যা ৭-৩৪
পুরী এক্সপ্রেস ... সকাল ৭-৩০ রাত্রি ৮-৪৬
গমো প্যাসেঞ্জার ... রাত্রি ৯-৪৮ সকাল ৬-৩২
পুরুলিয়া ফাষ্ট
প্যাসেঞ্জার ... সকাল ৬-০ রাত্রি ৯-৪৪
হাওড়া-নাগপুর
প্যাসেঞ্জার ... সকাল ৬-৩০ রাত্রি ৯-৫

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই আই আর ঃ—

দিল্লী-শিয়ালদহ
এক্সপ্রেস নৈহাটী ও
বেনারস হইয়া ... সন্ধ্যা ৬-৪০ রাত্রি ১০-৪০

ই বি আর ঃ—

দার্জ্জিলিং মেল ... সকাল ৭-২৪ রাত্রি ৮-৪০
আসাম মেল ... মধ্যাহ্ন ১-১৫ মধ্যাহ্ন ১-৩০
ঢাকা মেল ... সকাল ৫-৩৯ রাত্রি ১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল ... রাত্রি ৮-২৪ সকাল ৭-৩০
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস সকাল ৬-৯ রাত্রি ৯ ৫০
বরিশাল এক্সপ্রেস সকাল ১০-৩৪ বৈকাল ৩-৪৪
সিরাজগঞ্জ ... সকাল ৭-৩৫ রাত্রি ৮-৫০

কার্ত্তিক মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই কপি, টমাটো, বিলাতী লঙ্কা, প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈরী হইয়াছে, সেই সকল চারা আশ্বিনে বসাইবার সুবিধা না হইয়া থাকিলে এই মাসের প্রথমে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে।

মূলজ শব্জীর চাষ এই সময় আর বাকী রাখা উচিত নহে। মূলা, শালগম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ, মটর, মারী জাতীয়, সিম, শশা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য এই মাসের প্রথমে যেন আর বাকী না থাকে।

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি প্রভৃতির চারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে উহা এ সময়ে জমিতে নাড়িয়া বসান আবশ্যক। সমুদয় বিদেশী সব্জী বীজ বপন করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। শীতের লাউ, কুমড়া, শশা, মটর, উচ্ছে, সীম, পালম শাক প্রভৃতির বীজ এখনও বপন করা চলে।

বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড় বাঁধিয়া আবশ্যক মত জল দিবে।

জলদি কপির চারা যাহা ক্ষেতে বসান হইয়াছে তাহাতে এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকাপাতাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

পেঁয়াজ বীজ এ সময়ে বপন করা আবশ্যক। কল সমেত পেঁয়াজের মূলও এ সময়ে আধ হাত অন্তর অন্তর লাগ ইতে পারা যায়। তরমুজ বীজ এ সময়ে বপন করিতে হয়। দোঁয়াশ মাটীতে অথবা পলি মাটীযুক্ত নদীর চর জমীতে তরমুজ ভাল জন্মে ও আকারে বড় হয়।

আলু বসাইতে বাকী থাকিলে এই সময় আর কালবিলম্ব করিবে না। গত মাসে যে সব আলু বসান হইয়াছে তাহাতে এখন আবশ্যকানুযায়ী দাঁড় বাঁধিয়া দিতে হইবে।

বীজ আলু বড় হইলে ৩।৪টী চোক সমেত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কর্ত্তিত স্থানের উপর কলিচুনের গুড়া অথবা ছাইএর গুড়া ছড়াইয়া ৩।৪ দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার পরই জমিতে রোপণ করিলে উহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বীজ ছোট হইলে উহা আস্ত বসান উচিত। পটল মূলও এ সময় বপন

করিতে হয়। পটলের মূলগুলি গোবর মিশ্রিত অল্প জলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া মূলগুলি একটু সতেজ হইয়া উঠিলে জমিতে বসাইতে হয়। বেলে দোঁয়াশ মাটীতে অথবা চর জমিতে পটল ভাল জন্মে, উপযুক্ত রৌদ্র বিশিষ্ট স্থানে পটলের চাষ করা উচিত। শুকনা পাঁক, ছাই, হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটল ভাল জন্মে।

রবি শস্য

এ সময় সমুদয় রবিশস্য যথা—মুগ, মসুর, মটর, ছোলা, খেসারি, তিল, সরিষা, তিসি, যব, চই প্রভৃতি বীজ বপন করা আবশ্যক। ধনে, মৌরী, জিরা, মেথি প্রভৃতি বেনেতি মশলার বীজও এ সময়ে বপন করা আবশ্যক। বোরো ধান্যের বীজ এ সময় বপন করা হয়।

উচ্ছে, পটল, তরমুজাদি বপন না হইয়া থাকিলে এখন আর কালবিলম্ব করিবে না।

কার্পাস গাছের গোড়ায় মাটি দিয়া এখন আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। গাছ এক হাত পরিমাণ হইলেই ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, তাহাতে গাছ বেশ ঝাড়ে বাড়ে।

ফলের বাগান

ফলের বাগান এ সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোলাপ গাছের গোড়া খুড়িয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হয়, পরে ডাল ছাটিয়া গোড়ায় নূতন মাটী ও তরল সার প্রয়োগ করিলে শীত-কালে প্রচুর ফুল পাওয়া যায়।

ফুলের বাগান

এই সময় সর্ব্বপ্রকার মরসুমি ফুল বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। হলিহক্, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্ব্বিনা, পিটুনয়া, ক্যাণ্ডিটাফ্ট, সুইটপি, ডেইজি, ভেনাস ফ্লাক্স, মেরিগোল্ড পপি প্রভৃতি ফুলবীজ অতি শীঘ্র বপন করা উচিত। অষ্টার প্যান্সি গত মাসের বৃষ্টির জন্য বপনের সুবিধা না হওয়া থাকিলে এখন আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

এই সময় মরসুমি ফুল টবে করিতে হইলে গাছের পাতা পচা সার ১ ভাগ, গোবর সার ১ ভাগ, খৈল পচা সার ১ ভাগ, পুকুরের কাল পচা পাক মাটি ১ ভাগ, বালি মাটি ১ ভাগ, ভাল আঁটাল মাটি ১ ভাগ একত্রে মিশাইয়া বেশ করিয়া শুকাইয়া লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া চালুনি দ্বারা ছাকিয়া লইবে, পরে এই মাটি টবে রাখিয়া ৩।৪ দিন উহাতে অল্প অল্প জলের ছিটা দিয়া ভিজাইয়া লইবে; এই মাটি শুকাইয়া গেলে জমীর মাটির মত টবের মাটি বেশ পাইট করিয়া লইয়া ভাল সতেজ চারা বসাইয়া দিবে। মরসুমি ফুলগাছের শিকড় অত্যন্ত কোমল, সর্ব্বদা উহার মাটি আলগা ও সরস রাখা আবশ্যক। গাছে যাহাতে ভালরূপ আলো, বাতাস, রৌদ্র ও শিশির পায় এমন স্থানে টব রাখিয়া দেওয়া উচিত। যত্ন করিলে যে কোন মরসুমি ফুল টবে বেশ ভালরূপ তৈরী করা যাইতে পারে।

গোলাপ গাছের গোড়া খুড়িয়া ৮।১০ দিন রৌদ্র ও শিশির খাওয়াইয়া গোড়ায় সার ও নূতন মাটি এই সময় দিতে হয়। গোড়া খোড়া অবস্থায় উহাতে কাল চূণের ছিটা দিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়।

বাংলায় পাটের চাষ

বাঙ্গলা, বিহার উড়িষ্যা এবং আসামপ্রদেশে এই বৎসর কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে প্রকাশ যে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর প্রায় একুশ লক্ষ গাঁইট অধিক উৎপন্ন হইয়াছে।

জেলা	গত বৎসর		এই বৎসর	
	একর জমি	বেল	একর জমি	বেল
২৪ পরগণা	৪২,০০০	১২৬০০০	৬১৫০০	২০০০০০০
নদীয়া	২৫,০০০	৬০০০০	৩৬০০০	৯৫০০০
মুর্শিদাবাদ	১৩,২০০	১৩২৩০০	২১০০০	৬৫০০০
যশোহর	৪৪,১০০	১৩২৩০০	৭০০০০	২১৫০০০
খুলনা	২০.৫০০	৫০৩০০	৩১০০০	৮৫০০০
বর্দ্ধমান	১৯০০	৬০০০	৩০০০	১১০০০
মেদিনীপুর	৫০০০	১৫০০০	৫০০০	১৫০০০
হুগলী	১৭৩০০	৬০০০০	৩৪০০০	১২৭০০০
হাওড়া	৩৭০০	৯০০০	৪০০০	৯০০০
রাজসাহী	৫৫০০০	১২০০০০	৯১০০০	২৮০০০০
দিনাজপুর	৪২৭০০	১৪০০০০	৫৯০০০	১৯০০০০
জলপাইগুড়ি	২৫০০০	৭৫০০০	৩২০০০	১১০০০০
দার্জ্জিলিং	২১০০	৭০০০	২০০০	৭০০০
রংপুর	১৯০০০০	৬৫০০০০	২৫২০০০	৮৫০০০০
বগুড়া	৬২০০০	১৮০০০০	৮৫০০০	২৫৫০০০
পাবনা	৫৭০০০	১৬০০০০	৮০০০০	২৭০০০০

জেলা	গত বৎসর		এই বৎসর	
	একর জমি	বেল	একর জমি	বেল
মালদহ	১৭৫০০	৪৫০০০	৩০০০০	৮০০০০
কুচবিহার	২০৯০০	৩৭০০০	২৫০০০	৪৪০০০
ঢাকা	২৭৩৩০০	৭০০০০০	২৬৫০০০	৮৭৫·০০
মৈমনসিং	৪২০০০০	১৪০০০০০	৫৬৬০০০	১৯৪৪৪০০
ফরিদপুর	১৩৩০০০	৪০০০০০	১৫০০০০	৫০১০০০
বাখরগঞ্জ	২১৬০০	৭৫০০০	৩২০০০	১০০০০০
চট্টগ্রাম	৩০০	১৩০০	৩০০	১২০০
ত্রিপুরা	১৫৭০০০	৫৪০০০০	১৮৩০০০	৬২৫০০০
নোয়াখালি	৩২০০০	১০০০০০	৫০০০০	১৫৫০০০
ত্রিপুরা ষ্টেট	১১০০	১৭০০	১৪০০	২৩০০
বাঙ্গলার মোট	১৬৩৩২০০	৫১২৭৫০০	২১৬৮৭০০	৭০৯২১০৩
মোট বিহার উড়িষ্যা	১৫৭০০০	৪৩৩২০০	১৯২১০০	৭৭৩২০০
মোট আসাম	১ ৯১ ০	২৮৩৯০০	১৩০২০০	৩৬৭৯০০
মোট তিন প্রদেশের	১৮৯৯৩০০	৫৮৪৪৬০০	২৫৯১০০০	৭৯২৩২০০

এই সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে কংগ্রেস এবং নানারূপ প্রতিষ্ঠান হইতে চাষীদিগকে পাটের চাষ কমাইবার জন্ম যত আন্দোলন হইয়াছে সে সবই নিস্ফল হইয়াছে। এ দেশের চাষীরা নিরক্ষর, সংঘবদ্ধ হইতে জানে না এবং সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতেও পারে না। দেশের শিক্ষিত লোকেরা কখনও তাহাদের সহিত মেলা মেশা করেন না, সুতরাং যখন তাঁহারা তাহাদিগকে কোনও হিত বচন শুনাইতে যান, তখন তাহারা ভাবে যে ইহার মধ্যে বাবুদের নিশ্চয়ই কোন মতলব বা দুরভিসন্ধি আছে; ফলে বাবুরা তাহাদের উত্তর দিকে চলিতে বলিলে তাহারা দক্ষিণ মুখো হয়।

এ অবস্থায় এক সরকার কর্ত্তৃক আইনের দ্বারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত না করিলে বাংলার কৃষককুলের আর রক্ষা নাই। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা পাটের ব্যবসায়ের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া দুই পয়সা করিয়া খাইতেছিল তাহারাও পথে বসিয়াছে।

আমেরিকায় যেবার বাজারের চাহিদা অপেক্ষা তুলার ফলন বেশী হয়, সেবার কৃষকেরা তাহাদের সংঘের নির্দ্দেশ অনুসারে উৎপন্ন ফসলের নির্দ্দিষ্ট একটা অংশ আগুণে পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া দেয় এবং এইরূপে বাজারের দর ঠিক রাখে। গত বৎসর গমের উৎপন্ন অত্যধিক হওয়ায় আমেরিকার বাজারে গমের দর হু হু করিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। জাহাজ ভাড়া দিয়া পৃথিবীর অন্যত্র গম বেচিয়া লাভের আশা না থাকায় আমেরিকার কৃষকেরা গম সব জ্বালাইয়া দিয়াছিল এবং উনুনে জ্বালানী কাঠের স্থলে ব্যবহার করিয়াছিল। এইরূপে সেখানকার

কৃষক সংঘ তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার দর ঠিক রাখে। গভর্ণমেণ্টও তাহাদের পশ্চাতে বলদান করেন। আর এই হতভাগ্য দেশে, যেখানকার প্রায় শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষির উপরেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে, গত কয়েক বৎসর হইতে পাটের দর, উৎপন্ন মূল্যেরও অনেক নীচে বিক্রয় হইতেছে বলিয়া সমগ্র দেশে এই যে দারুণ হাহাকার উঠিয়াছে, ইহার প্রতীকারের হাত গভর্ণমেণ্টের নিকট থাকিতেও সরকার সে বিষয়ে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার এবং ডাক্তার নরেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ জননেতাগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট অনেক প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আজিও তাহার কোনটীও কার্য্যে পরিণত হইল না। বিলাতের রাজনীতি এবং ব্যবসানীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা জোর গলায় বলিতেছেন—"Increase the purchasing power of the agriculturists." অর্থাৎ কৃষকদের নানারূপ দ্রব্যাদি কিনিবার শক্তি বাড়াইয়া দাও তাহা হইলে তাহারা বিলাতী পণ্য কিনিবে। কিন্তু কৃষকের কিনিবার শক্তি বাড়াইতে হইলেই তাহার কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যাদি যাহাতে সে লাভের সহিত বাজারে বেচিতে পারে তাহার উপায় ও আয়োজন পুর্ব্বাহ্নে করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ সব জল্পনা কল্পনা আকাশ কুসুমে পরিণত হইবে। বাংলার কৃষকের সর্ব্ব প্রধান কৃষিজাত জিনিষ হইতেছে পাট। এই পাট উৎপন্ন করিবার খরচ মণ প্রতি গড়ে প্রায় ৫৲ টাকা পড়ে; অথচ পাটের দর বাজারে ২॥০ টাকা ৩ টাকার বেশী নহে। সুতরাং বাংলার কৃষক এবং তাহাদের সহিত একই সূত্রে গাঁথা বাংলার মধ্যবিত্ত লোক বাঁচিবে কেমন করিয়া?—এখন আইনের দ্বারা পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ না করিলে আর রক্ষা নাই। দেশময় এ সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

দেশী বকালে প্রস্তুত সুগন্ধি তৈল

স্মরণাতীত কাল হইতে বাংলা দেশের গৃহলক্ষ্মীরা এ দেশের বনজ এবং শৈলজ লতা, পাতা, ফল, ফুল, মূল ও বাকল এর সাহায্যে নারিকেল তেল শোধিত ও সুগন্ধ যুক্ত করিয়া কেশ প্রসাধন করিতেন, সেই তেল ব্যবহারের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী রমণীর কেশের শোভা ও সৌন্দর্য্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। হিল্লোলিত তরঙ্গের ন্যায় বঙ্গনারীর আলুলায়িত কেশের শোভা দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন :—

"বিনাইয়া বিনোদিনী কেশের শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

ফলতঃ যাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের এই উক্তির সাক্ষ্য দিবেন। বাংলার বাহিরে বিহার বলুন, সমগ্র উত্তর ভারত বলুন, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র এবং ব্যাপক ভাবে দক্ষিণ ভারতের কথাই বলুন, বঙ্গনারীর কেশের সৌন্দর্য্য ও শোভার সহিত ইহাদের কোনও দেশের নারীর কেশের তুলনা হইতে পারে না। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যের বাহ্যাড়ম্বর, চাকচিক্য ও সুগন্ধের মোহে আমরা আমাদের দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত সেই সকল তেলের ব্যবহার বহুকাল হইতে একরূপ বর্জ্জন করিয়াছি; তাহার ফলে বাঙ্গালী রমণী তাঁহার কেশের অতুল শোভা ও সম্পদ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। চুলের পতন দুই পুরুষের উপর সুরু হইয়াছে, আর এক পুরুষ হইলেই বঙ্গনারীর মাথা বোম্বাই ও গুজরাটের রমণীদের মাথার মত হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এই যে মাথায় মরামাস, অকাল পক্কতা, ভুস্ ভুস্ করিয়া চুল উঠিয়া যাওয়া, মাথায় চিরুণী চালাইলে ধানের ক্ষেতে আঁচড়া দেওয়ার মত চিরুণীর মুখে রাশি রাশি চুল উঠিয়া আসা, ত্রিশ বছর বয়স না হইতেই মাথায় টাক্‌পড়া এবং হাতীর মাথার ন্যায় বিরল কেশী হওয়া এই সকলের মূলে যে সকল কারণ রহিয়াছে আমরা তাহার প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি :—

১। বর্ত্তমান যুগে ধনাদের ত' কথাই নাই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল ভদ্রলোকের বাড়ীতেই নারীরা আর কোনওরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চান না; এইরূপে কোনওরূপ শারীরিক ব্যায়াম্ না করায় তাঁহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য অতিশীঘ্রই খারাপ হইয়া যায় এবং প্রায় সকলেই কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, লিভারের অসুখ এবং নানারূপ

আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হ'ন। স্বাস্থ্য খারাপ হইলে মাথায় ঘড়া ঘড়া তেল ঢালিলেও চুল গজাইবে না, কিম্বা চুল পড়াও বন্ধ হইবে না।

২। আধুনিক মেয়েরা দিনরাত কেবল পড়াশুনা ও মানসিক শ্রমে নিযুক্ত থাকেন, অথচ তাহাকে Balance করার জন্য কোনওরূপ ব্যায়াম বা শ্রম সাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করেন না। তাহার ফলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আসে এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়, সুতরাং চুলের দফাও রফা হইয়া যায়।

৩। একদিকে শারীরিক ব্যায়াম বর্জ্জিত জীবন যাপন এবং অন্য দিকে নানারূপ গুরুপাক এবং মসলা মিশ্রিত মুখরোচক খাদ্য খাওয়ায় প্রায় সকল মেয়েকেই কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভুগিতে দেখা যায়। কোষ্ঠাবদ্ধাবস্থায় দূষিত মল পেটের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকায় শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে শরীরের মধ্যে Tocsin poison এর সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় প্রত্যেক কেশের মূলে সুজির দানার ন্যায় যে সূক্ষ্ম oil sac বা তেলের থলি আছে সেগুলি দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে চুলে একটু টান পড়িলেই উহা উঠিয়া যায় এবং এই-রূপে চুল পড়া সুরু হয়।

৪। দীর্ঘকাল যাবত শরীর খারাপ থাকিলে এবং শরীরে পুষ্টি ও বল না থাকিলে চুলের গোড়ায় যে Oil sac আছে তাহা শুকাইয়া যায়, সুতরাং চুলে একটু টান পড়িলেই, এমন কি মাথায় তেল মাখিবার সময় যে সামান্য ঘর্ষণ লাগে তাহার ফলেই মাথার চুল ভুস্ ভুস্ করিয়া উঠিয়া যায়।

এই সকল বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শরীর এবং স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে মাথায় ঘড়া ঘড়া তেল ঢালিলেও চুলের কোনও উন্নতি হয় না। যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল তাহাদের মুখে যেমন লাবণ্য চোখে যেমন জ্যোতি, শরীরে যেমন শোভা ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে, মাথায়ও তেমনি নিবিড় কেশরাশি মেঘের মত জমিয়া ওঠে এবং চুলের চাকচিক্য দেখিয়া লোকের চোখ জুড়াইয়া যায়। **মাথায় চুল গজাইবার ইহাই প্রথম এবং শেষ সঙ্কেত**; এইটী সর্ব্বাগ্রে পালন করিয়া তবে তেলের সাহায্য লইতে হয়।

বাংলাদেশের রমণীদের চুলের সর্ব্বনাশ হইবার অন্যতম প্রধান কারণ,—এ্যালকহল্ বা সুরাসার মিশ্রিত নানারূপ গন্ধদ্রব্য সহযোগে প্রস্তুত তেল ব্যবহার। তেল ভাল কি মন্দ তাহার বিচার হয় তেলের গুণের দ্বারা নহে, কিন্তু কোন তেলের গন্ধ কেমন মিষ্ট ও চিত্ত বিমোহনকারী তাহার উপর দিয়াই ভাল মন্দের বিচার করা হয়। ইহার ফলে সুগন্ধি তেল প্রস্তুতকারকগণ দিনরাত নানারূপ এসেন্সের মিশ্রণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন কিরূপ মিশ্রণের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুগন্ধ যুক্ত তেল তৈয়ারী করিতে পারেন। কিন্তু সুরাসার ব্যতীত কোনও এসেন্স বাজারে বিক্রয় হইতে পারে না! চুলের উপর এই সকল এসেন্স ও সুরাসারের ক্রিয়া অতি ভীষণ। তাহার ফলেই শতকরা নিরানব্বই জন নারী আজ বিরল কেশী এবং ইন্দ্রলুপ্তগ্রস্তা হইয়াছেন।

আজ তাই আমরা বহুশতাব্দীর পরীক্ষিত কতকগুলি দেশীয় বকালের দ্বারা সুগন্ধি কেশ-তৈল প্রস্তুত করিবার একটী প্রাচীন পদ্ধতি বর্ণনা করিলাম। বলাবাহুল্য দেশে সুরাসার মিশ্রিত সুগন্ধি তেল প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে স্মরণাতীত

কাল ধরিয়া বাংলা দেশে এই সকল মসলার কিছু কিছু দিয়া লোকে গন্ধ তেল তৈরী করিত।

তেল প্রস্তুত প্রণালী

মসলাগুলির নাম : -

১। কুঁচ কি দানা (ইহাতে মাথার মরামাস্ বা খুস্কি দূর করে)
২। তাম্বুল (গন্ধদ্রব্য)
৩। একাঙ্গী ঐ
৪। গোলাপ ফুল (সুগন্ধের জন্য)
৫। ঘোড়া-বচ বা কস্তুরো ঐ
৬। দোনা ফুল ঐ
৭। আউবেল (মাথা ঠাণ্ডা রাখে)
৮। শৈলজ ঐ
৯। নাগর মুথা ঐ
১০। জটামাংসী (ঔষধিগুণ যুক্ত)
১১। আম্‌লা (কেশের গোড়া শক্ত করে)
১২। ছোট মেথী (সুগন্ধ এবং ঐ)
১৩। পচাপাতা (গন্ধ ধারণ করার জন্য fixing and stabilizing)
১৪। ভৃঙ্গ রাজের পাতা (ঠাণ্ডা এবং ঔষধিগুণ যুক্ত)

এইগুলি সব প্রায় সমপরিমাণ লইয়া ইহাদের সকলের একত্র ওজন আধা পোয়ার বেশী করিবার দরকার নাই। "প্রায় সমপরিমাণে" এই জন্য বলিলাম যে এই ১৪ খানি বকালের মধ্যে কোন একখানির ওজন কিছু কম বেশী হইলেও কোন মারাত্মক ক্ষতি নাই।

এই বার এই সকল বকাল একত্রে বড় হামানদিস্তায় আধ কোটা করিবে। বকালগুলি যেন ধুলার মত গুঁড়া হইয়া না যায়, সে দিকে বিশেষ খেয়াল রাখিবে,অথচ বড় বড় টুক্‌রাও না থাকে। অর্দ্ধচূর্ণ অবস্থা করিলেই হইল। তারপর ঘাণীর তৈরী নারিকেল তেল /২॥• সের লইয়া একটী কড়ির বয়ামে অথবা মাটীর ভাঁড়ে রাখিবে এবং তাহার মধ্যে এই অর্দ্ধচূর্ণিত বকালগুলি ফেলিয়া দিবে। পরে এই পাত্রটী প্রতিদিন রৌদ্রে দিবে। ১৫ দিন হইতে এক মাস কাল তক্ রৌদ্রে দিবার পর এই তেল ব্যবহারের উপযোগী হইবে। আড়াইসের নারিকেল তেলের জন্য আধাপোয়া মসলা লাগে। ইহার কম বেশী নারিকেল তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে মসলার পরিমাণও এই হিসাবের অনুপাতে বাড়াইতে অথবা কমাইতে হয়। এই তৈল ৬ মাস ব্যবহার করার পর আমাদের পাঠক পাঠিকারা যদি তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আমাদের লিখিয়া জানান তবে বিশেষ বাধিত হইব। এই সকল মসলা বাঁশতলা ষ্ট্রীটের নিকট মাথা ঘসা গলিতে তেলের মসলা বিক্রয় কারী বেনেতি দোকানে পাওয়া যায়।

নানারূপ মুখরোচক কারী

কথিত আছে, আবিসিনিয়ার রাজা ছিলেন অত্যন্ত সুখী। এত সুখী যে কোন খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া খাইবার মত কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইত না। এই জন্য তাঁহার খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া দিবার নিমিত্ত তিনি কয়েকজন দাস রাখিয়াছিলেন। যে কোন খাদ্যদ্রব্য রাজার খাইতে ইচ্ছা হইত,তাহা চিবাইয়া খাইবার মত হইলে,এই সকল দাসের ডাক পড়িত ; তাহারা চিবাইয়া দিলে, সেই চিবান দ্রব্য রাজা গলাধঃকরণ করিতেন। এটা হয়ত গল্পও হইতে পারে,—সত্যও হইতে পারে। গল্পই হৌক, আর সত্যই হৌক,এরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেটী প্রবাদ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশেও যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে আর ইহাকে প্রবাদ বলা চলে না।

আমাদের নিকট কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, মহাশয় অমুক জিনিসটী আপনারা বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন কি? অমুক কল সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনিতে গেলে কত সস্তায় পাওয়া যায় সে খোঁজ খবর গুলি আনিয়া দিবেন কি? সেই কলের প্রস্তুত দ্রব্যাদি আপনার

নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলে, আপনি তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন কি? পারিলে, তাহা কতদূরে ইত্যাদি। এই জাতীয় প্রশ্নগুলিকে আমরা আবিসীনিয়ার রাজার কার্য্যের অনুরূপ ব্যাপার ছাড়া আর কি বলিব জানি না। এই সকল প্রশ্নের ধারা দেখিয়া মনে হয় যে প্রশ্ন কর্ত্তা বাড়ী বসিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিবেন আর তাঁর হইয়া অপর লোক সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া বাণিজ্যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিবে। আমরা সকল সময়ে সুখটুকুই পাইতে চাই। সুখটুকু পাইবার জন্য যে দুঃখ করিতে হয়, তাহা গ্রহণ করিতে রাজী নহি।

টাকা রোজগার করিয়া মোটরে চড়িব, বাড়ী করিয়া নানা সুখ সুবিধা ভোগ করিব—এ সুখ-স্বপ্ন আমাদের অনেকের মাথায় আসে, কিন্তু সেই টাকা করিতে যে কি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, আমরা সেই পরিশ্রমের কষ্টটুকু স্বীকার করিতে চাহি না বলিয়াই আজ আমরা বাংলাদেশে "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়াছি এবং সুদূর মাড়োয়ার হইতে লোটাকম্বল সম্বল করিয়া আসিয়া মাড়োয়ারী বাংলাদেশে অর্থ করিয়া খাইতেছে; যাহাদিগকে দেখিলে নাক সিঁটকাইয়া উঠি—সেই উড়িষ্যাবাসীরা ঘরে বাহিরে, নানা কাজে কর্ম্মে—বহু টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, আর আমরা না খাইয়া মরিতেছি; এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে পুরাতন হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা এমনই অসাড় হইয়া গিয়াছি যে—এই পুরাতন কথাগুলিই ঝালাইয়া ঝালাইয়া আমাদের পাঠকদিগের নিকট বার বার বলিতে হইবে।

শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে সকল রকম কাজ করা পোষায় না—এই কথাগুলি কেহ কেহ যুক্তি-স্বরূপ বলিয়া থাকেন। এ কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। কিন্তু শিক্ষা ও 'কাল্‌চার' বজায় রাখিয়াও যে সকল কাজ করা যায় সেদিকেও আমাদের উৎসাহ কই? শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহাদের মর্য্যাদা বোধ বজায় রাখিয়াও কি ভাবে স্বাধীন পন্থা অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন—আমরা 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' প্রতিমাসে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এ মাসে আমরা বিশেষ ভাবে কয়েকটী ফরমূলা ও রিসিপি দিতেছি। এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে প্রভূত মূলধনের আবশ্যক হয় না; কোন প্রকার অসম্ভব রকমের risk বা বিপদের আশঙ্কা মাথায় করিয়া লইতে হয় না। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিলেই সুফল পাওয়া যায়। চাই শুধু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—আমাদের রেস্তোঁরাগুলিতে কি প্রকার ভীড় হইয়া থাকে। অথচ দেখা যায় ইহাদের প্রায় সবগুলিই সেই এক গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে। ইহাতে কি ভাবে নূতনত্ব দেওয়া যায়—আমাদের এই ফর্ম্মুলাগুলি তাহারই নিদর্শন দিবে।

চাউচাও

ইহা একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য। বহু ভাল ভাল হোটেলে এই জিনিসটীর বিশেষ আদর। ইহা-দ্বারা যথেষ্ট পয়সা আয় হইতে পারে।

কারী পাউডার	দু' ছটাক।

[কারী পাউডার কি ভাবে তৈয়ারী করিতে হয়, তাহা পরে দেওয়া গেল।]

সরিষার গুঁড়া	তিন ছটাক
আদা	দেড় "
হরিদ্রা	এক "
লঙ্কা	অর্দ্ধ কাঁচ্চা
গোলমরিচের গুঁড়া	" "
ধনে	সিকি "
সাতমিসালী মসলা (Allspice)	" "
জৈত্রি	ত্রিশ রতি
থাইম্ (Thyme)	" "
সুগন্ধ যুক্ত কিছু	" "
সেলারি বীজ (Celery seed)	অর্দ্ধ কাচ্চা
সিভার ভিনেগার	সাত সের এক ছটাক

সমস্ত গুঁড়াগুলি ভিনিগারে মিশাইয়া মৃদু জ্বালে চড়াইয়া তিন ঘণ্টা রাখিয়া দাও। সরিষা প্রভৃতি নুন মাখিয়া সামান্য সিদ্ধ করিয়া জল গালিয়া ফেল। তাহাতে এই যে মসল্লা মিশান ভিনিগার জল—গরম থাকিতে থাকিতে মিশাও। চাউ চাউ ছোট ছোট পাত্রে মুখ আট্‌কাইয়া রাখিলে ভাল থাকে।

উপরে যে কারী পাউডার এর কথা বলা হইয়াছে, তাহা দুই রকমে তৈয়ারী হইতে পারে।

প্রথম প্রকার

ধনের চাল	দেড় কাচ্চা
হলুদ	অর্দ্ধ "
টাট্‌কা আদা	সওয়া তোলা
জিরা	আঠার রতি
গোল-মরিচ	চুয়ার "
পোস্তো দানা	চুরাশির "
রসুন	দুই কোয়া
দারুচিনি	১½ কাচ্চা
এলাচি	পাঁচ দানা
লবঙ্গ	আটটী মাত্র
লঙ্কা	দুইটী কি একটী মাত্র
নারিকেল কোরা	আধ খানা নারিকেলের

দ্বিতীয় প্রকার

ধনে	দুই ছটাক
হলুদ	" "
দারুচিনি	এক "
Caynne বা লঙ্কা	এক কাঁচ্চা
সরিষা	অর্দ্ধ ছটাক
আদার কোরা	" "
সাত মিশালী মসলা (Allspice)	এক কাঁচ্চা
Fenugreek seed	এক ছটাক

———
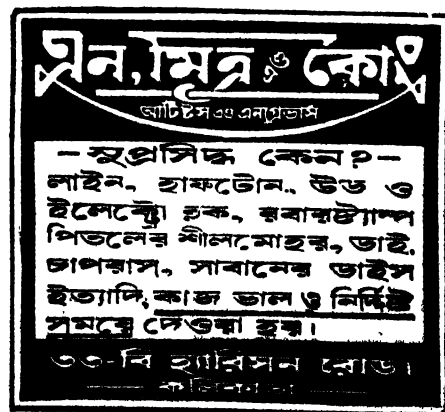
এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্র ছাপা হয় এবং আমাদের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত পত্রাবলীর উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তর আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

১নং পত্র

মহাশয়,

গত ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক মাসের ৭ম সংখ্যা "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় গুলি সূতা পাকাইবার কল সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম। লিখা আছে ১৫০৲ টাকা মূলধনেই এই ব্যবসা চলিবে।

১। কলের মূল্য সূতাদি ও অন্যান্য বিষয়ে কিভাবে কোন্‌টায় কত খরচ পড়িবে ইত্যাদি আয় ব্যয়ের একখানা বিস্তারিত এষ্টিমেট্‌ দিয়া বাধিত করিবেন।

২। যদিও চালাইবার প্রণালী বালকেও বুঝিতে পারে তথাপি ২।৪।৫ দিন কোন কল চালকের নিকট হাতে কলমে সূতা কাঁচিবার মসলা ও মাড় দিবার প্রক্রিয়া সহ সূতা পাকানো শিক্ষা করা যাইতে পারে, এমন কোন কলচালকের সন্ধান দিয়া দিতে পারেন কি?

৩। বড় বাজারের সূতাপটীতে যে সূতা পাওয়া যায় তাহা দেশী সূতা কি না? এবং বড় বাজারের ফেটী সূতা হইতে যে সূতা পাকানো হইবে সেইটা বাজারের বিদেশীয় সূতার সহিত প্রতিযোগিতায় সমানভাবে দাঁড়াইতে পারিবে কিনা?

- ' —— পাকাইবার কলটী (সিঙ্গার মেসিনের ন্যায়) by instalmentএ খরিদ করার কোনরূপ সুযোগ করিয়া নেওয়া যায় কি না?

৫। একটী লোক দৈনিক ৬ ঘণ্টা কাজ করিলে গড়ে অন্ততঃ ৬০০।৭০০ শত গুলি সূতা তৈরী হইবে। এখন কথা হইল মাল উৎপন্নের সঙ্গে সঙ্গে কাট্‌তি করা দরকার। ৫০০০,৭০০০ হাজার করে গুলি এক সঙ্গে কোন্ কোন্ দোকানে সর্ব্বদা পাইকারী দরে বিক্রি করা যায়, এমন

২।৪।৫টি দোকানের সন্ধান অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বলিয়া দিতে পারেন কি?

৬। আমার শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। সুতরাং এই দেহ নিয়া সহজে অন্য কোন ব্যবসা করা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা সে বিষয়েও উপদেশ দিবেন।

নিবেদক—
শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
২৬।১ স্কুল রো (চাউল পটী লেন)
ভবানীপুর, কলিকাতা।

১নং পত্রের উত্তর

১ ও ২। ১৩৪০ সনের আশ্বিন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকাতে অর্থাৎ বিগত সংখ্যায় "গুলি সূতার কল" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; উহাতেই আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় সকলই অবগত হইতে পারিবেন।

সূতা কাটিবার প্রণালীও উহাতে বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে।

৩। সূতাপটিতে যে সূতা পাওয়া যায় তাহা দেশী বিদেশী দুই রকমেরই আছে। দেখিয়া কিনিতে হয় এবং প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে সূতার কেনা দরের উপর। আসল কথা এই আপনি গোড়ায় একটু ভুল করিতেছেন; আমাদের এই কলটি সূতা পাকাইবার কল নহে; গুলি সূতা তৈয়ারীর কল। কাজেই পাকান সূতার গুলিই তৈয়ারী করুন, আর এলা কেটির সূতা হইতেই তৈয়ারী করুন তাহা খালি সূতার গুলির উপর নির্ভর করে, সূতার উপর নহে। বাজার দর একটা মোটামুটি ভাবে উল্লিখিত প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতেই প্রতিযোগিতার ব্যাপারের একটা আঁচ পাইবেন।

৪। ইহা সূতা পাকাইবার কল নহে—গুলি সূতার কল—Instalment systemএ বিক্রয় হয় না। উহার মূল্য এককালীন অগ্রিম দেয়।

৫। মাল উৎপন্ন করিয়া কাট্‌তি করার শক্তির উপরেই সমস্ত ব্যবসা নির্ভর করে। কোন নতুন মাল বাজারে ধরাইতে হইলে যে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। আপনার ভগ্নস্বাস্থ্যে সকল কার্য্য সম্ভবপর না হইলে আপনি লোক দ্বারা করাইলেও আপনার লাভের অংশ খুব বেশী না হইলেও মোটের উপর লাভ যে হইবে ইহা আপনি আশ্বিনের প্রবন্ধটি পড়িলেই সব বুঝিতে পারিবেন।

৬। আপনি কি পরিমাণ টাকা খাটাইতে পারিবেন, এবং ব্যবসায়ে কি পরিমাণ সময় দিতে পারিবেন তাহার উপরই অনেক বিষয় নির্ভর করে। আপনি আমাদের পত্রিকাখানির গ্রাহক হইয়া যদি রীতিমত কয়েক মাস পাঠ করেন, তাহাতে ব্যবসায়ের অনেক সন্ধান বা আবশ্যকানুযায়ী নানা প্রকার আলোচনার বিষয় পাঠ করিতে পারিবেন। আপনি সেই অনুসারে নিজেই একটি লাইন বাছিয়া লইতে পারিবেন। কোন রকমের কর্ম্ম কৌলিন্যের ভাব আপনার মনে না থাকিলে, আপনি বসিয়া বসিয়াও অনেক কাজ করিতে পারিবেন।

২নং পত্র

মহাশয়,

আপনাদের ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" দেখিলাম যে বাণপুর (আসানসোল) টেক্‌নিক্যাল ক্লাস এই নাম দিয়া হীরাপুর টেক্‌নিক্যাল ক্লাস খোলা হইয়াছে। এই টেক্‌নিক্যাল ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার জন্য শিক্ষানবিশ-

গণকে কাহার নিকট ও কোন্ সময়ে আবেদন করিতে হয় এবং কিরূপ যোগ্যতা থাকা চাই। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত খবর দিয়া বাধিত করিবেন।

বশম্বদ

শ্রীসন্তোষ কুমার বসু।

দ্বারভাঙ্গা।

২নং পত্রের উত্তর

আমাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক Director of Industries, Government of Bengal—40-1A Free School Street এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই, সেখান হইতে আবশ্যকমত কাগজপত্র সকল পাওয়া যাইবে।

৩নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" ৫২৬৯নং গ্রাহক। আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া অনুগৃহীত করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—

শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস শিক্ষক।

পোঃ কাওরাইদ, জিলা ঢাকা।

১। ইন্‌ভেলাপ তৈরীর পুরাতন মেসিন কোথায় কত মূল্যে পাইব?

২। সস্তা দরে নানা সাইজের ইন্‌ভেলাপ ক্রয় করিতে কোথায় পাওয়া যায়।

৩। পকেট পঞ্জিকা ডায়েরী সহ (প্রতি পৃষ্ঠায় এক তারিখ থাকিবে) প্রতি হাজার অন্ততঃ কাগজ, ছাপা, পিন প্রভৃতি সমুদয় খরচ সহ ১৫৲ টাকায় কোন প্রেস্ ছাপাইয়া পৌছাইয়া দিতে পারেন কিনা, তাহা হইলে কাগজ ও সাইজের নমুনা সত্বর পাঠাইবেন।

৪। হলুদ, নীল ও কাল রং পাকা করিয়া সূতায় লাগাইতে কি কি গাছ গাছড়ার প্রয়োজন?

৫। নূতন তৈয়ারী কাপড় ধোলাই করিতে কি কি জিনিষ কি পরিমাণে দিতে হয় তাহার ফরমুলা লিখিলে বাধিত হইব।

৩নং পত্রের উত্তর

১। আমরা নূতন মেসিন কোথায় পাওয়া যায়, সম্পর্কে নানা সংবাদ দিতে পারি; কিন্তু পুরাতন মেসিনের সংবাদ জানি না। আপনি ঐ জাতীয় মেসিন বুক বাইণ্ডিংয়ের যে সকল দোকান আছে, সেই সব স্থানে খোঁজ করিলে পাইবেন। বৈঠকখানা রোড, এণ্টনীবাগান লেন, ছকুখানসামা লেন প্রভৃতি জায়গায় অনেক বুক বাইণ্ডারের দোকান আছে। সেখানে অনুসন্ধান করিলেই পুরাতন মেসিন পাইবেন।

২। কলিকাতায় আসিয়া অথবা আপনার কোন বিশ্বস্ত লোক দিয়া কলিকাতার বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই বিষয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। কলিকাতায় আসিতে পারিলে অন্যান্য সমস্যারও মীমাংসা হইবে।

৩। আপনার ডায়েরীর এষ্টিমেটের জন্য কলিকাতার যে কোনও প্রেসে পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। আমরা সাধারণ ভাবে গোটা দুই তিনেক নাম দিলাম।

ক। সুধা প্রেস—১৯৮।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ। কটন প্রেস—৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

গ। সরস্বতী প্রেস—১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘ। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস – কলেজ স্কোয়ার।

৩। Calcutta Printing Works—রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।

৪। চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ ১৫, কলেজ স্কোয়ার—এই ঠিকানায় শ্রীযুত পি, সি, রায় প্রণীত রং করার প্রণালী সম্পর্কিত বহির বিষয় লিখিলে আপনার আবশ্যকমত বিষয় উহাতে জানিতে পারিবেন।

৫। "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পুরাতন সংখ্যা সমূহে কাপড় রঙ্গাইবার নানারূপ প্রণালী সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; উহাতে কাপড় কাটিবার প্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পুরাতন সেট বারো মাসের একত্রে বাঁধাই পাওয়া যায়; দাম আড়াই টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। পত্র লিখিলে এই সকল পুরাতন সেটের প্রত্যেক বছরের প্রবন্ধ সূচী বিনামূল্যে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

৪নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনাদের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম—আপনারা হস্ত চালিত চাউল, আটা, ডাইল, চিনি প্রভৃতির কল বিক্রয় করেন। আমি বর্ত্তমানে সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে আটা, ডাইল, চাউল এবং বিশেষ করিয়া গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার কল প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া, হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত উভয়বিধ কলের প্রতিষ্ঠা করিতে সমস্ত খরচের একটা estimate আমাকে জানাইতে পারিবেন কি? কত টাকা মূলধন হইলে ঐ কাজ successfully করা যাইবে। আগামী গুড়ের মরসুমের সময়েই আমি চিনির কল চালাইতে চাই। কোনরূপ বড় scaleএ এখন কাজ করিবার সামর্থ্য নাই। আশাকরি, এ বিষয়ে আমাকে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এবং সদুপদেশ দিয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত:—

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ ধর জিং পাবনা।

৪নং পত্রের উত্তর

আমরা আমাদের নিজের কল ব্যতীত অন্য কোন কল বিক্রয় করি না। আমাদের মারফত সংবাদ লইলে কল ও দাম সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই জন্য আমাদের নিকট না থাকিলে আমরা আমাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীতে পত্র লিখিতে উপদেশ দিয়া থাকি।

চিনির কলের এষ্টিমেট এবং আপনার জিজ্ঞাস্য যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ১৩৩৮ এবং ১৩৩৯ সনের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। আপনি ঐ সকল পুরাতন সেট পড়িলে আপনার জিজ্ঞাস্য সকল বিষয়ের জবাব পাইবেন। উহার প্রত্যেক খানির মূল্য ২॥০ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ইহা ছাড়া, আপনি আমাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানা সমূহে পত্র ব্যবহার করিলে যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ক্যাটালগ পাইবেন।

1. Martin & Co.
   12, Mission Row, Calcutta
2. Marshall & Sons
   99, Clive street, Calcutta
3. J. M. Dass & Co.
   28, Strand Road Calcutta
4. Bhowani Engineering & Trading Coy. Ltd.
   56, Gouribari Lane, Calcutta
5. Gopal Chandra Das & Co. Ltd.
   86-A, Clive Street

6. Kuver Ltd.
84. Clive Street, Calcutta

৫নং পত্র

মহাশয়,

নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী যদি আপনাদের সাহায্যে জানিতে পারি তাহা হইলে কৃতজ্ঞ হইব।

বিনীত—

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১। জাপান, ইংল্যাণ্ড,আমেরিকা, জার্ম্মাণী, জামসেদপুর বা অন্যান্য দেশের কয়েকটী মহাজন যাঁহারা হরিতকী ও লা খরিদ করেন—

২। কলিকাতা বা বম্বেতে দেশী বা বিদেশী ব্যাপারী এ লাইনের কে কে আছেন—

৩। দেশী বা বিদেশী কি কি কাগজে এই লাইনের ব্যবসার খবরাখবর পাওয়া যায়—

৫নং পত্রের উত্তর

১। বিদেশী Importers দের নামের তালিকা সহজে পাওয়া যায় না। যে সকল ভাল ভাল Exportersদের নাম ডিরেক্টরীতে থাকে, তাহার বেশীর ভাগই Producers and Exporters। সাধারণতঃ এই সমস্ত কারবার যে সকল জায়গায় ভারতীয় Trade Commissioner আছে, তাহাদের মারফত অথবা আমাদের দেশে ঐ দেশীয় Consul general-এর মারফত ব্যবসা চালাইতে হয়। কাজেই আপনি এখানকার Japan,America ও Germanyর Consul Generalদের সহিত পত্রালাপ করুন। বিলাতে ভারতীয় Trade Commissioner এর সহিতও পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। তাঁহার ঠিকানা— High Commissioners for the trade of India, India House, Aldwych, London (?) ইহা ছাড়া আপনি Bengal National Chamber of Commerce এর সহিতও পত্র ব্যবহার করিতে পারেন; তাঁহারাও আপনার কোন সাহায্য করিতে পারেন।

২। আপনি নিম্নলিখিত ঠিকানা সমূহে পত্র ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন :—

1 Adam Osman, Osman Buildings, 8, Balai Dutt Street, Calcutta

2 Bankey Lall Gopinath,
13, Jeliatolla Street, Calcutta

3 Belilios & Co. 233, Belilios Road, Howrah

4 Berman & Co.
7, Swallow Lane, Calcutta

5 H. E. Bode and Sons, Alice Building Hornby Road, Bombay

6 A. H. Daduchanji and Co,
44 46, Ardeshir Dady Street,
Khetwadi, Bombay

7 H. A. Desai and Co.
71-73, Apollo Street, Bombay

8 International Trading Coy.
Manhar Building, Lohar Chawl,
Bombay

৩। রীতিমত ও আবশ্যকমত সকল সংবাদ কোন কাগজেই পাইবেন কিনা সন্দেহ। দৈনিক বাজার দর যে বাহির হয় তাহাতে আপনি দরের তারতম্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে মালের পরিমাণ সম্পর্কে সংবাদ পাইবেন। এই জন্য আপনি যে কোনও দৈনিক কাগজ দেখিতে পারেন। কোন এজেন্ট বা কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার করাই ভাল।

———

বীমা কোম্পানীকে প্রতারণার অভিযোগ

বিগত ২৪শে জুলাই তারিখে চাঁদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী মির্জাহুর রহমানের কোর্টে সান্ লাইফ্ এসিওরেন্স্ কোম্পানীর একটী বীমা সম্পর্কিত জুয়াচুরির বিচারের শেষ হইয়াছে। উক্ত বিচারে প্রথমতঃ চাঁদপুরের উকীল শ্রীযুত দীনেশ চন্দ্র মজুমদার বি, এল, সান্ লাইফের এজেন্ট শ্রীযুত কুঞ্জলাল ঘোষ, স্থানীয় এলোপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্র চন্দ্র কর্ম্মকার, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুত গুরুকান্ত রায় ও কবিরাজ শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র দে ভিষগরত্ন অভিযুক্ত হন। ইহা ছাড়াও অভিযুক্ত ছিলেন সান্ লাইফ কোম্পানীর নিযুক্ত ডাক্তার ঢাকার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। কিন্তু তিনি বিচার শেষ হইতে না হইতেই মারা যান—বাদী বলেন আত্মহত্যা করিয়াছে এবং বিবাদী বলেন—আত্মহত্যা নয়।

ইহা ছাড়া এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ পরে বাদীপক্ষে সাক্ষী হওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া লওয়া হয়। কাজেই অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকেন—চাঁদপুরের উকীল দীনেশচন্দ্র মজুমদার ও সান্ লাইফের এজেন্ট কুঞ্জলাল ঘোষ। এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন; প্রমাণ স্বরূপ অনেক দলিলাদি উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং দুই মাস কাল ধরিয়া মোকর্দ্দমা চলে। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আলোচনা করিয়া বিচারক এই দুই ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির নানা ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেকের

উপর দেড় বৎসর সশ্রম কারাবাস ও ৫০০৲ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ছয়মাস কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন। বিচারকের রায়ে ঘটনাটীর বিবরণ যেভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে আমরা নিয়ে ঠিক সেইভাবে বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদার চাঁদপুরের একজন উকীল। তিনি আগে কুমিল্লায় প্র্যাকৃটিস্ করিতেন, পরে চাঁদপুরে আসেন। তাঁহাকে চাঁদপুর মিউনিস্যালিটির ট্যাক্স দারগা একটি ইন্সিওর করিতে বলেন। ট্যাক্স দারগার ছেলে শ্রীযুত হিমাংশু রায় স্তাশন্যাল ইণ্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একজন এজেণ্ট। তাঁহার পক্ষ হইয়া তাঁহার পিতাই বীমার কাজ যোগাড় করিয়া দিতেন। দীনেশবাবুকে বীমা করিতে বলাতে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। পরে তিনি তাঁহার ছোটভাই মনোরঞ্জন মজুমদারের নাম প্রস্তাব করেন। দীনেশবাবু অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হন ও চাঁদপুরের ডাক্তার শ্রীযুত শ্রীদামচন্দ্র দাসের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া ২০০০৲ টাকার একটা প্রস্তাব ন্যাশনাল্ ইণ্ডিয়ানে উপস্থিত করেন। প্রকাশ যে, শ্রীদামবাবু তাঁহার রিপোর্ট এই ভাবে দেন :—

"বীমাকারী লম্বাগঠনের ও মধ্যম রকম রংয়ের একটী যুবক। কিন্তু তিনি টিউবার কিউলিসিসে আক্রান্ত। তাঁহার শরীরের ওজন ও ছাতির মাপে ভয়ানক অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। আর ইঁহাদের বংশেও মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই সকল কারণে আমি তাঁহাকে জীবন বীমার জন্য অনুমোদন করিতে পারি না।"

তাঁহার মতে মনোরঞ্জনের জীবন বীমা করার পক্ষে নিকৃষ্ট স্থানীয়। পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই "মনোরঞ্জনের বাবা বহুমূত্র রোগে মারা গিয়াছেন। তাঁহার দুই ভাই ও ভগ্নী দুই বৎসরের মধ্যেই মারা যায়। পারিবারিক ইতিহাস এই কারণেই খারাপ। মনোরঞ্জনকে দেখিতে রুগ্ন ছিল, তাহার শরীরও রোগা ও শরীরের ওজনও কমিয়া যাইতেছিল। তাহার নাড়ীর গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত; ঘুস্‌ঘুসে জ্বর ছিল। ছাতি চওড়া কিন্তু তাহার মত ২০ বৎসর বয়স্ক ছেলের পক্ষে ছাতি ফুলাইলে যতটা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা অনেক কম। তাহার শরীরের ওজন ৮ ষ্টোন্ (১৪ পাউণ্ডে এক ষ্টোন্) এবং তাহার যে উচ্চতা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, তাহার সহিত শরীরের ওজনের সামঞ্জস্য নাই। এই সকল কারণেই আমি মনোরঞ্জনকে জীবন বীমার পক্ষে অনুপযুক্ত বোধ করিয়াছি।"

ইহা গেল ১৯৩১ সনের ১৯শে ডিসেম্বরের কথা। ফলে, স্তাশনাল ইণ্ডিয়ানের সহিত বীমার প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায় এবং তদনুসারে তাহাকে জানান হয়।

পরে ঐ সালেই ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে সান্ লাইফের এজেণ্ট শ্রীযুত কুঞ্জলাল ঘোষ এই মনোরঞ্জনেরই একটা ১৫,০০০৲টাকার বীমা করান। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয়, এই বীমার ব্যাপারে মনোরঞ্জনের অভিভাবক ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দীনেশ বাবুর মত ছিল না বলিয়া মনোরঞ্জনকে ঢাকার নিকট বর্ত্তী মালখানগর ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত তালতলাবাজারে বসিয়া ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়। সান্‌লাইফের ঢাকার ডাক্তার বীরেন্দ্র মজুমদারই এই পরীক্ষা করেন বলিয়া প্রকাশ এবং এই অনুসারে বীমার পলিসিও ইস্যু করা হইয়া যায়।

এখন, সান্‌লাইফের একটী নিয়ম আছে, যাহাদের বয়স ২১ বৎসরের কম, তাহাদিগের যাহারা অভিভাবক থাকেন, তাহাদিগকে একটী ফর্ম্মে সহি করিতে হয়—অন্য কোন আদালতে ঐ নাবালকের আর কোন অভিভাবক নিযুক্ত হয় নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য। এই ফর্ম সহি করিবার সময়ই নাকি দীনেশ বাবু মনোরঞ্জনের জীবনবীমার কথা টের পান। যাহাহৌক, পারিবারিক কোন গোলমাল ভবিষ্যতে উপস্থিত না হয়, এই জন্য তিনি অভিভাবকের ফর্ম্মে সহি করেন ও প্রিমিয়ামের টাকা দিয়া দেন। মোটের উপর দুই বারের প্রিমিয়াম দেওয়া হইবার পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩২ সনের ১৫ই এপ্রিল তারিখে মনোরঞ্জন মারা যায়। তখন এই ১৫,০০০৲ টাকার দাবী করিয়া দীনেশবাবু সান্‌লাইফ কোম্পানীর নিকট পত্র দেন। এই দাবীর সহিত অত্যাবশ্যক কাগজ-পত্রও দেওয়া হয়। তাহাতে যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, তাহাতে তাহারা জানান যে মনোরঞ্জন আমাশয়ে মারা গিয়াছে।

সান্‌লাইফের ঢাকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ মিচেল এই দাবীর পত্র ও মৃত্যু সংবাদ পাইয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ২০ বছরের ছেলের ১৫,০০০৲ টাকার বীমা—তাহাও মাত্র দুইটী প্রিমিয়াম দিয়াই সে মারা গেল! তাই তিনি এই সম্পর্কে খোঁজ লইতে চাঁদপুরে গেলেন। চাঁদপুরে "চিটাগঙ্গ্‌ জুট্‌ কোং"নামে পাটের কলের ম্যানেজার মিঃ ডান্‌কানের সহিত মিঃ মিচেলের পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুত্ব ছিল। তিনি এই সংবাদ মিঃ ডান্‌কান্‌কে জানাইলে, মিঃ ডান্‌কান্‌ তাঁহার আফিসের হেড্‌ ক্লার্ক শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ সেন-গুপ্তের মারফত জানিতে পারেন, এই মনোরঞ্জন আমাশয়ে মারা যায় নাই—সে মারা গিয়াছে যক্ষ্মা রোগে। রাজেন বাবু তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, তিনি দীনেশ বাবুর বাসার নিকটেই থাকিতেন এবং অনেকদিন ধরিয়া আছেন। তিনি মনো-রঞ্জনকে ভালরূপেই চিনিতেন এবং মনোরঞ্জন যখন মারা যায় তখনও উপস্থিত ছিলেন এবং শ্মশানে গিয়াছিলেন।

মিঃ মিচেল্‌ রাজেন বাবুর নিকট হইতে মনোরঞ্জনের মৃত্যুর কারণ জানিতে পারিয়া ত্রিপুরার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সকল বিষয় জানান। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন ছিলেন আত-তায়ীর হাতে নিহত মিঃ এলিসন্‌। মিঃ এলিসন্‌ আবার মিঃ মিচেলের বন্ধু ছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়া চাঁদপুরে চলিয়া আসেন। পরে মিঃ মিচেল্‌, মিঃ এলিসন্‌ ও চাঁদপুর সার্কেলের ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুত সুবর্ণ বসু—তিন জনে মিলিয়া এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়া চাঁদপুরে মোকদ্দমা রুজু করেন।

মিঃ মিচেল্‌ ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার বীরেন বাবুকে নির্দ্দেশ দেন যে তিনি যেন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুকে দেখান যে তালতলা বাজারে কোথায় বসিয়া মনোরঞ্জনকে পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন। রাজেন বাবুর বাড়ী তালতলার নিকটে মাল্‌খানগরে। তিনিও সান্‌ লাইফের একজন এজেণ্ট ও কোন সময়ে ইন্সপেক্টরও ছিলেন। মিচেল সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে মে মাসের শেষ ভাগে বীরেন বাবু তালতলা যান এবং প্রকাশ যে তিনি কোথায় বসিয়া মনোরঞ্জনকে পরীক্ষা করেন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না।

ইহার কয়েক দিন পরে ইন্সপেক্টর সুবর্ণ বাবু ঢাকায় আসেন। সেখানে গিয়াই তিনি মিচেলের

সহিত দেখা করেন, ডাক্তার বীরেন বাবুর একটা জবানবন্দী নেন এবং ঠিক হয়, তারপরের দিনই রাজেন বাবু, বীরেন বাবু ও সুবর্ণ বাবু মিলিয়া তালতলা যাইবেন। ৩১শে মে লঞ্চে করিয়া তিনজনে তালতলা রওয়ানা হ'ন। পথিমধ্যে ইন্সপেক্টর সুবর্ণবাবু বীরেনবাবুর নোট বহি চাহেন। বীরেনবাবু বলেন তিনি নোটবহি ঢাকাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, সেই নোট বহিতে তিনি মনোরঞ্জন সম্পর্কে যাহা টুকিয়াছিলেন, তাহার একটা নকল তিনি একখানি কাগজে লিখিয়া আনিয়াছেন। সুবর্ণবাবু কাগজখানি চাহিলে, বীরেনবাবু তাহা দিতে চাহিলেন না। বলিলেন—গোপনীয় আরও কি কি লেখা আছে; তখন সুবর্ণবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বীরেনবাবু কাগজ-খানি দেখিয়া মনোরঞ্জনের উচ্চতা ও শরীরের ওজন কত তাহা বলিলেন। সুবর্ণবাবুও তাহা টুকিয়া লইলেন। তাহার পর বীরেন বাবু কাগজখানি ছুঁড়িয়া নদীতে ফেলিয়া দিলেন। উহা প্রথমতঃ নদীতে পড়ে নাই—বীরেনবাবু পুনরায় উঠিয়া গিয়া উহা ফেলিয়া দিলেন। যাহা হৌক, ওখানে যে নোট লওয়া হইয়াছিল, সেই নোটে দেখা গেল, মনোরঞ্জনের শরীরের ওজন লেখা আছে ১১০ পাউণ্ড। কিন্তু আসল ডাক্তারী রিপোর্টে যাহা সান্ লাইফএর কাছে পাঠানো হইয়াছে তাহাতে ১২৮ পাউণ্ড লেখা আছে। সুবর্ণবাবু এইকথা উল্লেখ করিলে বীরেনবাবু বলিলেন—সে বোধ হয় ভুল হইয়া থাকিবে। সকলে পরে তালতলায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বীরেনবাবু এবারেও কোথায় বসিয়া মনোরঞ্জনকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন,তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। বীরেনবাবু কোনও কাজের উপলক্ষ করিয়া ঐ লঞ্চেই ঢাকা ফিরিয়া আসিলেন। সুবর্ণ বাবু আবশ্যকীয় তদন্তের জন্য সেখানেই সেই দিন থাকিলেন। পরের দিন ঢাকায় ফিরিয়া মিচেল সাহেবকে সকল কথা বলিলেন। বীরেন বাবুও সেই সময়ে মিচেল সাহেবের আফিসে ছিলেন; তিনজনে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ বীরেন বাবুর ডিস্পেন্সারীতে উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণ বাবু তখন নোট বহি খানি চাহিলে, বীরেন বাবু সেখানা নিয়াই যে পাতায় মনোরঞ্জনের বিষয় নোট করা আছে, তাহা বাহির করিয়া মনো-রঞ্জনের ওজন দেখিতে পাইলেন ১২৮ পাউণ্ড লেখা আছে। সেই লেখাটা যেন দুই বার করিয়া লেখা সন্দেহ হওয়ায় সুবর্ণ বাবু ও মিচেল সাহেব দুইজনে মিলিয়াই সেই জায়গায় সহি করিলেন।

প্রকাশ, তখন বীরেন বাবু সুবর্ণ বাবুকে অন্য এক ঘরে যাইতে বলেন। সুবর্ণ বাবু উঠিয়া গেলে বীরেন বাবু সাহেবের পা ধরিয়া বলেন—তিনি আদৌ তালতলা যান নাই; মনোরঞ্জনকে ঢাকাতেই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আর মেডিক্যাল রিপোর্টে এইজন্য শরীরের ওজন ১১০ পাউণ্ড হইতে ১২৮ পাউণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে সান্-লাইফ তাহার বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করে। তিনি তখন সাহেবকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাহাকে পুলিসের হাতে না দেন; তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। বীরেন বাবু নাকি এরূপ আরও এক সময় আবার সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—তিনি যেন তাহাকে পুলিসে ধরাইয়া না দেন, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সুবর্ণ বাবু বীরেন বাবুকে পুলিস দিয়া ধরাইয়া ঢাকায় এস্-ডি-ও-র নিকট উপস্থিত করেন। এস্-ডি-ও তাঁহাকে জামীনে খালাস দেন।

২রা জুলাই তারিখে সকাল ৯—৯।০টা এইরকম সময় বীরেন বাবু মিচেল সাহেবের বাসায় যান। সেখানে তঁাহাকে না পাইয়া তিনি নাকি সেখানে একখানি চিঠি রাখিয়া আসেন, তাহাতে তাঁহার আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পের কথা থাকে, আরও অন্যান্য কিছু কিছু কথা থাকে। সেইদিনই বিকালে তিনটার সময় তিনি মৃতপ্রায় অবস্থায় বাসায় ফিরেন ও ৪টার সময় মারা যান। সংবাদ পাইয়াই মিচেল সাহেব এই সংবাদ সুবর্ণ বাবুকে টেলিগ্রাম করিয়া জানান।

মিচেল সাহেবকে যে চিঠিখানি বীরেন বাবু লিখেন—তাহা আদালতে দাখিল করা হয়—সেখানি এই ভাবের—To my Master Mitchell, Manager, Sun Life Coy.—

মহাশয়, আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখা হইল না। আমার সময় অল্প, কাজেই অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। দরকার হইলে, আপনি আমার পরিবারের সাহায্য করিবেন। আমার অনুরোধ অতি সংক্ষিপ্ত। আপনার আফিসের কেরাণী নির্ম্মল আটমাস আগে আমার নিকট হইতে ৫০৲টাকা নিয়াছিল ; আপনার অফিসের কেরাণী শান্তি তাহা জানে। আপনি

ঐ টাকা আদায় করিয়া আমাদের পরিবারের কাহাকেও দিতে চেষ্টা করিবেন। নমস্কার! আপনার স্নেহভাজন—বি, সি, মজুমদার।"

আদালতে যখন মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, তখন বাদীপক্ষে বহু কাগজ-পত্র ও সাক্ষী উপস্থিত করা হয়। বিবাদীপক্ষ হইতে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা হয় নাই। বিবাদী পক্ষে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত কামিনী কুমার দত্ত। তিনি বাদী পক্ষের সাক্ষীদিগকে নানা রকমে জেরা করেন। সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মহকুমা হাকিম যে যে মন্তব্যে উপস্থিত হ'ন তাহা এই—

(১) তারকবাবুর (মনোরঞ্জন ও দীনেশ বাবুর পিতা) বহুমূত্র রোগ ছিল এবং তিনি তাহাতেই বা তৎসংক্রান্ত কোন অসুখে মারা যান।

(২) দীনেশ বাবুর ভগ্নী কিরণবালা, ভ্রাতা প্রিয়লাল, বঙ্কিম ও মনোরঞ্জন সকলেই থাইসিস্ বা টিউবার কিউলিসিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং উহাতেই মারা যান।

(৩) ডিসেম্বর মাসে (১৯৩১)মনোরঞ্জনের শারীরিক অবস্থা এমন ছিল না যে কোন বিশ্বস্ত বীমা কোম্পানী তাহার শারীরিক অবস্থা বা পারিবারিক ইতিহাস জ্ঞাত হইয়া—তাহার জীবন বীমা করিবার জন্য গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ানের ডাক্তার শ্রীযুত শ্রীরামচন্দ্র দাস এম্. বি যে ডাক্তারী রিপোর্ট দিয়াছিলেন, উহাই মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব তদনুযায়ী মনোরঞ্জনের জীবন সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ।

(৫) ১৯-১২-৩১ তারিখে মনোরঞ্জনের জীবন প্রকৃতই জীবন বীমার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল—এমন কি ২০০০৲ টাকার জন্যেও নহে।

(৬) কাজেই ডাঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার যে ২৬-১২-৩১ তারিখে এইব্যক্তির জীবনই ১৫,০০০৲ টাকার জন্য বীমা করিবার পক্ষে সর্ব্বোত্তম (First class) বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা কখনই সত্য নহে।

(৭) জীবনবীমার প্রস্তাব ও ডাক্তারী রিপোর্টে নানা প্রকার সত্য গোপন ও মিথ্যা সংবাদের বিষয় না থাকিলে সান্‌লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ১৫,০০০৲ টাকার জীবন বীমার প্রস্তাবে রাজী হইতেন না।

এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিয়া মহকুমা হাকিম সিদ্ধান্ত করেন যে মনোরঞ্জনের জন্য যে ১৫,০০০৲ টাকার বীমা করার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা আগাগোড়াই জুয়াচুরি ও ঠকাইবার মতলবে পরিপূর্ণ। এই জন্য তিনি উপরোক্ত মত শাস্তির বিধান করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম যে এই রায়ের বিরুদ্ধে আসামীগণ আপীল দায়ের করিয়াছেন। আমরা এবং বীমা জগতের সকলেই এই আপীলের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

শুনিলাম আসামীরা এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কুমিল্লার জজ Mr. Benjamin I. C, S, এর নিকট আপীল করিয়াছিলেন; কিন্তু জজ সাহেব কোনও কারণে এই মোকর্দ্দমার বিচার করিতে নাকি অস্বীকার করিয়া অন্য কোনও জেলা জজের নিকট মোকর্দ্দমা Transfer করিতে উপদেশ দেন। আসামীদের প্রার্থনামতে অতঃপর ঢাকার সাহেব বাহাদুরের নিকট উক্ত আপীল দায়ের হইয়াছে। আশা করা যায় যে এই নভেম্বর মাসের মধ্যেই আপীলের ফলাফল জানা যাইবে।

ট্রপিক্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড (দিল্লী)

১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর উক্ত কোম্পানীর পঞ্চম বর্ষ শেষ হইয়াছে। এই বর্ষের কার্য্য বিবরণী ও হিসাবপত্র বিগত ১০ই আগষ্ট তারিখের অংশীদারগণের সাধারণ সভার অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়। কোম্পানীর বাংলাদেশস্থ শাখার সেক্রেটারী উহার একখানি কপি আমাদের আফিশে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই রিপোর্ট অবলম্বনে আমরা উক্ত কোম্পানীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

নুতন কার্য্য

আলোচ্য বর্ষে এই কোম্পানী ১২,৩০,৩৩৪৷৷০ আনা মূল্যের ৬৭৩ খানি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। এতন্মধ্যে যে কয়খানি বীমায় পরিণত হইয়াছে, তাহা এবং গত বৎসরের পলিসির সংখ্যা লইয়া মোট ১০,০৮,৮৩৪৷৷০ আনা মূল্যের ৫৭২ খানি পলিসি বীমায় প.রণত হইয়াছে। ইহাদের বার্ষিক চাঁদা আদায় হইবে ৫২,৫৫০৷৷০ আনা। বাকী যেগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই, তাহাদের কতকগুলি অস্বীকার করা হইয়াছে, কতকগুলির বিষয় বিচারাধীন অথবা কতকগুলির কাগজপত্র দেখা হইতেছে।

ক্রমোন্নতি

নীচে কোম্পানীর গত তিন বৎসরের কার্য্যের হিসাব দেওয়া গেল। ইহা হইতে দেখা যাইবে কোম্পানী পর পর কিরূপ উন্নতি করিয়া আসিতেছে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এই প্রকার না থাকিলে, ১৯৩২ সনের কার্য্য প্রণালী আরও অধিকতর ভাল হইত সন্দেহ নাই। পরিচালকবর্গ ভবিষ্যতে সমধিক উন্নতির আশা করেন। এই ১৯৩৩ সনের প্রথমার্দ্ধেই ইঁহারা যেরূপ কাজ পাইতেছেন, তাহাতে ইঁহারা খুবই আশা করেন যে এই বৎসরেই ইঁহারা এত নূতন কার্য্য পাইবেন যে তাঁহারা সকল পুরাতন কোম্পানীর সমকক্ষ হইতে খুবই সমর্থ হইবেন। নিম্নে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইল তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে এই কোম্পানীর জীবন বীমার পুঁজি গত ১৯৩২ সনের এক বৎসরেই দ্বিগুণাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। নিম্নে সংখ্যাগুলি দিলাম :—

বৎসর	নেট্ প্রিমিয়াম আয়	সমস্ত বিভাগহইতে নেট আয়	জীবন বীমার পুঁজি
১৯৩০	১,২৮,৮১০৵/০	১,৩০,৮৩৫৷৶৩	৩০,০৫১৵/.০
১৯৩১	১,৪০,৭১৩৷/০	১,৫৫,২২৫৷৩	৭৭,৫৪৫৸৶৭
১৯৩২	১,৫৫,৫৬০৸০	১,৬৭,৮৮২৷৶২	১,৫৫,৪৮৯৷৶৯

আয় ব্যয়

সকল খরচা বাদ দিয়া সমস্ত বিভাগ হইতে কোম্পানীর আয় হইয়াছে ১,৬৭,৮৮২।৶২পাই। এই আয় গত বৎসরের আয় অপেক্ষা ২২,৬৫৭৶৮ বেশী হইয়াছে। আর দাবীর টাকা, কোম্পানী পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়, Surrender বা পলিসি প্রত্যর্পণ জনিত টাকা ফেরৎ, Depreciation বা ঘাট্‌তি প্রভৃতি সকল রকমের খরচ ধরিয়া মোট খরচ হইয়াছে ৮৯,৯৩৮৷৶৹; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবীলে মোট ৭৭,৯৪৩৬৴২ পাই যোগ করা গিয়াছে।

খরচের হার

অতীব আনন্দের বিষয় এই যে কোম্পানীর খরচের হার উত্তরোত্তর কমিয়াই আসিতেছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর আয়ের অনুপাতে ব্যয় হিসাব করিলে দেখা যায় খরচের হিসাব দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪০ টাকা মাত্র। কোম্পানীর এই সবে নূতন অবস্থা; ইহার কার্য্যের পরিমাণও বাড়িতেছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া ও অনেক পুরাতন কোম্পানীর রিপোর্ট আলোচনা করিয়া দেখিলে এই খরচের হার বেশী বলা ত' চলেই না, বরং আশাপ্রদ বলা যাইতে পারে।

দাবী

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ৯টী মৃত্যুর দাবী পূরণ করিতে হইয়াছে। এই বাবদ কোম্পানীর নিকট ১৭,০০০, টাকা দাবী উপস্থিত হইয়াছিল। এই দাবী এবং গত বৎসরের বাকী পড়া অশোধিত দাবীর টাকার মধ্য হইতে কোম্পানী ১৪,০০০৲ টাকার দাবী মিটাইয়াছেন।

কোম্পানীর এই সবে শিশু অবস্থা। এই অবস্থার ভিতরেই কাহারও মিয়াদ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। কাজেই সে জাতীয় দাবী কোম্পানীকে মিটাইতে হয় নাই। যেখানে প্রায় ছয়শত বীমাকারী রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কেহই মারা যাইবে না একথা বলা চলে না। কিন্তু এই প্রথম অবস্থায় জীবন নির্ব্বাচনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান আবশ্যক। ইহা ছাড়া, যাহাদের দাবীর টাকা মিটাইতে হইয়াছে তাহাদের টাকা দেওয়াতে কোন প্রকার অযথা দেরী না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। দাবীর যে টাকা মিটাইতে এখনো বাকি আছে, তাহা বোধ হয় আবশ্যকীয় কাগজপত্র ঠিকমত না পাওয়াতেই দেরি হইতেছে। ডিরেক্টারের রিপোর্টে এবিষয়ে একটু কিছু উল্লেখ আমরা আশা করিয়াছিলাম।

এই বৎসর কোম্পানীর পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে; কাজেই ইহার প্রথম পঞ্চমবার্ষিক মূল্য নিরূপণ কার্য্য এ বৎসরেই হইয়াছে। এই রিপোর্টের বিবরণ আমরা অন্যত্র দিলাম। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কোম্পানী প্রতি হাজার টাকার উপর ৫০৲ টাকা করিয়া বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছেন।

লগ্নী

এই কোম্পানীর ১,৫৪,০০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে খাটিতেছে; ১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই সকল সিকিউরিটীর যে বাজার দর ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহার অপেক্ষা বাজার দর ১৬,০০০৲ টাকার উপরে বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই এই বাড়্‌তির ফলে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত রিপোর্টখানি আলোচনা করিয়া যে কয়েকটী কথা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে তাহা এই :—

(১) এই একবৎসরেই কোম্পানীর জীবন-বীমা বিভাগে পুঁজির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী হইয়া ১,৫৫,৪৮৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছে ;

(২) খরচের হার উত্তরোত্তর কমাইয়া এবার শতকরা ৪০ টাকায় নাবাইয়া আনা হইয়াছে ;

(৩) দাবীর টাকা যথাসম্ভব সত্বর দেওয়া হইয়াছে।

(৪) কোম্পানীর লগ্নী বেশীর ভাগই গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে ন্যস্ত।

(৫) এই প্রথম পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশন বা মূল্য নিরূপণের (First Quinqenial Report) উপর নির্ভর করিয়া কোম্পানী প্রতি ১০০০৲ টাকায় ৫০৲ টাকা বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছেন।

সভাপতির অভিভাষণ

১৯৩৪ সনের ১০ই আগষ্ট্ তারিখে উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণের যে সাধারণ সভা হয়, তাহাতে সভাপতি ডাক্তার এম্.এ, আন্সারী নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন :—

ভদ্রমহোদয়গণ,

এই পাঁচ বৎসর কাজ করিবার পর আমরা মোটের উপর কোথায় দাঁড়াইয়া আছি তাহা আমাদিগের পক্ষে দেখা দরকার। একথা বোধ হয় আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জগদ্ব্যাপী এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছে যাহাতে সকল রকমের ব্যবসায়ই অল্পবিস্তর ঘা খাইয়াছে এবং খাইতেছে। যে পাঁচ বৎসরের কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের Valuation Report প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার সাড়ে তিন বৎসর কালই এই অর্থকৃচ্ছ্রতা চলিয়াছে। কাজেই আমাদের ব্যবসায়েও যে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু সকল বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও অংশীদারগণ ও বীমাকারীরা সকলেই বুঝিবেন যে আমাদের কাজ অত্যন্ত আশাপ্রদ হইয়াছে। আমাদের যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহাতে আমরা গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে

যাঁহারা বীমা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি হাজারে ৫০৲ টাকা করিয়া বোনাস্ ঘোষণা করিতে পারিয়াছি। আমাদের হিসাব পরীক্ষকের মন্তব্য হইতেই দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও আমাদের অবস্থা কোন ক্রমেই হীন হয় নাই :—

যে কোনও জীবনবীমা কোম্পানীর পক্ষে এই প্রকার প্রাথমিক অবস্থায় আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ যে সময়ের বিষয়ে আলোচনা হইতেছে এই সময়টা ভারতীয় জীবনবীমার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কটজনক অবস্থা। আপনাদের কোম্পানী এই সঙ্কটজনক অবস্থা অতি সহজেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বারের ভ্যালুয়েশন্ বা মূল্য নিরূপণে যাহা দেখা যায়, তাহা অত্যন্ত উৎসাহজনক ও আশাপ্রদ। এইজন্য আপনাদিগকে আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি আশা করি, আপনারা ভবিষ্যতেও সতর্কতা এবং ব্যয়সঙ্কোচের সহিত চলিয়া এমন অবস্থায় আসিবেন যেন পরে যখন আবার মূল্য নিরূপণ কার্য্য হইবে, তখন আপনারা জীবনবীমার কার্য্যে সকলের আদর্শ স্থানীয় হইতে পারেন।"

আমরা আশা করি শীঘ্রই আমাদের দেশে শান্তির অবস্থা আসিবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বিগত কালেও আমরা যেমন উন্নতির সহিত কার্য্য করিতে পারিয়াছি, ভবিষ্যতেও আমাদের উন্নতির গতি ও প্রসার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

কর্ম্মী ও সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে আমরা আমাদের প্রথম অবস্থা হইতেই যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতেছি। ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে দক্ষিণআফ্রিকা, কেণিয়া, মেসোপটেমিয়া, এ্যারেবিয়া ও মিশর প্রভৃতি দেশে আমাদের বীমাকারিগণ রহিয়াছেন। এই প্রথম পঞ্চম-বার্ষিক শেষ হইয়াছে; এখনই আমরা কার্য্য-প্রণালী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিব যে তাহাতে যে শুধু আমাদের ব্যবসায়েরই সুবিধা হইবে, তাহা নহে, আমাদের বীমাকারীদেরও যাহাতে যথেষ্ট সুবিধা হয় তাহাও দেখিব। বিভিন্ন কেন্দ্রে বর্ত্তমানে আমাদের অনেকগুলি শাখা ও উপশাখা রহিয়াছে। ভারতের এমন কোন প্রদেশ নাই যেখানে আমাদের প্রতিনিধি নাই; আমাদের নিজেদের শাখার সংখ্যা কুড়িটীর কম নহে। আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন, যাহারা বীমা করিতে চান বা যাহারা এই কোম্পানীতে বীমা করিয়াছেন, তাহাদের সকলের পক্ষেই সুবিধা হইয়াছে যে তাঁহারা ইহার যে কোন ব্রাঞ্চে তাঁহাদের চাঁদার টাকা দাখিল করিতে পারিবেন বা অন্যান্য যাহাকিছু সাহায্যের দরকার, তাহা পাইবেন। বীমা করার সুবিধাই এই যে ইহাতে দরের উঠ্‌তি, পড়্‌তি নাই, অথচ বীমাকারী যে টাকা দিবেন তাহা ত পাইবেনই, তাহা ছাড়া বোনাস্ প্রভৃতি স্বরূপ আরও বেশী কিছু পাইবেন। যাঁহারা বীমা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিব—"ট্রপিক্যালে জীবন বীমা করার চেয়ে আপনার পক্ষে অধিকতর সুবিধা জনক আর কিছুই নাই"। কোম্পানী আপনাকে বিগত কালেও যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিবেন।"

বাংলাদেশে অত্যল্প কালের মধ্যেই ট্রপিক্যাল যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার মূলে ভূতপূর্ব্ব মালসী ভায়া হেমন্তকুমার সরকারের কৃতিত্ব ও কর্ম্মকুশলতা বিদ্যমান রহিয়াছে। ট্রপিক্যালের প্রিমিয়ামের আয় বাংলাদেশে খাটাইবার জন্য হেমন্ত ভায়া যে

ব্যবস্থা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

হিসাব পরীক্ষকের রিপোর্ট।

হিসাব-পরীক্ষক মিঃ জি-এস্-ম্যারাথে নিম্নলিখিত পত্রখানি উক্ত কোম্পানীর পরিচালক-বর্গের নিকট লিখিয়াছেন :—

১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানীর যে অবস্থা ছিল তাহারই ভ্যালুয়েশন বা মূল্যনিরূপণ কার্য্য নির্দ্ধারণ করার ভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। তদনুসারে কোম্পানীর প্রথম পঞ্চ বার্ষিক ভ্যালুয়েশনের ফল আপনাদিগকে জানাইতেছি। ভ্যালুয়েশন করিয়া দেখা গেল, যে ব্যালান্স সীট্ অনুসারে যে টাকা বেশী হইয়াছে, তদনুসারে উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ ৪০,৪৬৭৷৶৯ পাই। এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ৭,১৮৭৷৶৬ প্রাথমিক খরচের জন্য বাদ যাইবে। বাকী—৩৩,২৭৯৮৶৩ পাই, আর্টিকেল্‌স্ অব্ এসোসিয়েশনের ধারা অনুযায়ী অংশীদার ও বীমাকারিগণের মধ্যে ১ : ৯ অনুপাতে বিতরণ করা হইবে। অর্থাৎ দশ ভাগের ৯ ভাগ পাইবেন বীমাকারীগণ এবং এক ভাগ পাইবেন অংশীগণ। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের নিকট হইতে টেলিগ্রামে জানিলাম—অংশীদারগণের ১০ই আগষ্টের সাধারণ সভায় স্থির হইয়াছে যে তাঁহাদের অংশের উদ্বৃত্ত টাকা পরিচালকবর্গ যে ভাবে বিবেচনা করেন, সেই ভাবে বীমাকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারেন।

বীমাকারিগণের অংশের পরিমাণ ২৯,৯৫১৮৶৪ পাই ; ইহার সহিত অংশীদারগণের অংশ হইতে ২,৯৭০।৶১০ পাই যোগ দিলে তাঁহাদের অংশে একুনে দাঁড়ায়—৩২,৯২২।৶২ পাই। এই টাকা হইতেই যাহারা এই পাঁচ বৎসরের বার্ষিক চাঁদা দিয়াছেন বা যাঁহাদের নিকট বার্ষিক চাঁদা দায়ের হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি হাজার টাকার উপর বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে 'বোনাস' দেওয়া যায়।

সুদের আয়ের হার ধরা হইয়াছে শতকরা ৪৷০ টাকা। কোম্পানীর টাকা যে প্রকার নিরাপদ সিকিউরিটিতে খাটান হইয়াছে, তাহাতে এই হার বেশী ত হয়ই নাই, বরং কোম্পানী যদি সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ চালাইয়া নিতে পারেন তাহা হইলে সুদের আয় আরও বেশী হইবে আশা করা যায়।

যে সকল পলিসি লভ্যাংশ চাহে না, তাহাদের দরুণ খরচ এবং লাভের হার ধরা হইয়াছে শতকরা সাড়ে সতর টাকা ; আর যে সকল পলিসির লভ্যাংশ ধরা আছে, তাহাদের প্রতি হার ধরা হইয়াছে শতকরা সাড়েকুড়ি টাকা। প্রথম বৎসর যে নূতন কাজের দরুণ খরচ হইয়াছে তাহা অপেক্ষা প্রথম বৎসরের চাঁদার আয় হইয়াছে ৭ গুণ। এই অনুসারে হিসাব ধরিয়া দেখা হইয়াছে যে ১৯৩১ সনে আয়ের অনুপাতে খরচ হইয়াছে ২৩.৩ ; ও ১৯৩২ সনে খরচ হইয়াছে ২০.১। ইহা দ্বারা আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে খরচের হার আরও অনেক কমিয়া যাইবে ; এবং ভবিষ্যতের খরচের জন্য যে টাকা ধরা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়।

এই ভাবে দেখা যায়, আপনাদের কোম্পানীর বয়সের কথা বিবেচনা করিলে আপনারা যাহা করিয়াছেন, তাহা একান্ত প্রশংসনীয়। আপনাদের যে সময়ের হিসাব পরীক্ষা করা হইতেছে, এই সময়টা ভারতবর্ষের বীমার পক্ষে ভয়ানক সঙ্কট-জনক অবস্থা। তাহাতে একথা বিশেষ ভাবেই বলা চলে যে আপনারা এই সঙ্কট সঙ্কুল অবস্থা

অতিক্রম করিয়াছেন। এজন্য আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। উপসংহারে আমি আশা করি আপনারা যে ভাবে সতর্কতা ও ব্যবসায় বুদ্ধির সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, এই ভাবে চলিতে পারিলে, ভবিষ্যতে আরও ভাল ফল দেখাইতে পারিবেন ; এবং আগামী মূল্য নিরূপণের সময় আপনারা এত কার্য্য করিতে পারিবেন যে আপনারা ভারতবর্ষের বীমা ব্যবসায়িদের আদর্শস্থানীয় হইবেন।

বীমা জগতে হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ আজ একটী নিজস্ব স্থান অধিকার করিয়াছে। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে যেমন বাহিরের কর্ম্মীদের একান্ত চেষ্টা, তেমনই আফিসের কর্ম্মচারিবৃন্দের পরস্পরের সহকারিতা ও সহানুভূতি। কথিত আছে বাটার কার্য্য-প্রণালীর মূলসূত্র ছিল তাহার কর্ম্মচারিবর্গের সহকারিতা ও সহানুভূতি। টমাস বাটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁহাদের ব্যবসায়ের এত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। হিন্দুস্থানের কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন নিয়োদ্ধৃত চিঠি দুইখানি হইতে উপলব্ধি হইবে।

প্রথম খানি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের লেখা। কার্য্যব্যপদেশে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জনকে বাংলার এই বিজয়ার দিনেও সুদূর সিমলায় দিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে তিনি সকলের সহিত বিজয়ার আলিঙ্গনাদি করিবার সুযোগ পান নাই। এই আনন্দের দিনে প্রবাস হইতে তাঁহার মনে পড়িয়াছে,—তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারিবৃন্দ—যাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও একনিষ্ঠ চেষ্টার ফলে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষময় এই বিপুল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন।

দ্বিতীয় খানি—ঐ চিঠির উত্তর। কিরূপ আগ্রহ, গভীর শ্রদ্ধা ও কোম্পানীর প্রতি নিষ্ঠা লইয়া এই সমস্ত সহকারীরা কাজ চালাইতেছেন, ইহাতে তাহাই প্রকটিত হইবে।

নলিনীরঞ্জন সিমলা হইতে লিখিতেছেন,—

বন্ধুবর্গ,—আপনাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক বিজয়ার সম্ভাষণ জানাইতেছি। আমার জন্ম বাংলার পল্লীগ্রামে। আমাদের পুরাতন আচার, রীতিনীতি আজিও বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। কাজেই আমি বুঝিতেছি এই বিজয়ার আনন্দই আমাদিগকে নূতন আশা,

আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দে উদ্দীপিত করে। আমি সরল ভাবে বিশ্বাস করি, জীবনের এই অগ্রগতিতে আপনারা আপনাদের চিরজাগ্রত কর্ম্ম শক্তি ও উপযোগিতা সর্ব্বতোভাবে দেখাইতে পারিবেন। আপনাদের এই কর্ম্ম শক্তির বিকাশ হইবে আপনাদের দেশের ও দশের জন্য, বিশেষতঃ যে হিন্দুস্থানের আপনারা প্রধান অবলম্বন—সেই হিন্দুস্থানের জন্য কতদূর কি করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন, তাহার মধ্য দিয়া।

এই শুভ মুহূর্ত্তে আমি আপনাদের প্রত্যেককে ভাবিয়া দেখিতে বলি যে এই কোম্পানী কি প্রকার উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে। আর আরও ভাবিয়া দেখিতে বলি, এই উন্নতি সাধনের হেতু-স্বরূপ আপনারা কতখানি কি করিয়াছেন। যাহা করিয়াছেন, তাহাই কি যথেষ্ট? আপনাদের বুদ্ধি, বিচার শক্তি, কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতা দ্বারা যতদূর সম্ভব, তাহাই আপনারা করিয়াছেন কি? যদি তাহা পারিয়া থাকেন, তাহা হইলেই আপনাদের ও আমার উভয়েরই গর্ব্ব করিবার আছে। যদি না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমি বিশ্বাস করি, আপনার সমগ্র সহানুভূতি দিবার পশ্চাতে আপনার অনিচ্ছাকৃত কতকগুলি ব্যাপার অবশ্য রহিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করি এখানে এমন কেহ নাই যিনি কাজে ফাঁকি দিতে চাহেন। বিশেষতঃ আমি বিশ্বাস করি আপনারা আপনাদের শক্তির কোন রকম অপব্যবহার এখানে করেন না। আমাদের অসম্ভাবিত উন্নতিতেই একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। আপনাদের যোগ্যতা না থাকিলে, ইহা কখনই সম্ভব হইত না। কিন্তু আমার মতে, ইহাই শেষ নহে।

অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় বীমার ব্যবসাতেও ভবিষ্যতের উপর অনেক নির্ভর করিতে হয়। আমাদিগকে সকল সময়েই ভবিষ্যতের দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়। এই ভবিষ্যৎ চিন্তার মধ্যে আপনার চিন্তা কতখানি? আপনার কি এই সোসাইটী সম্বন্ধে চিন্তা অন্য চিন্তার আগে জাগিয়া থাকে? আপনি কি ঐকান্তিক ও আগ্রহ পূর্ণ যত্নের সহিত কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত আছেন? আপনি কি কোম্পানীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করেন? আপনি কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আপনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না বা কোন মুহূর্ত্ত নষ্ট হইতে দিতে পারেন না? আমরা গত কালে যে সকল কাজ করিয়াছি, ভবিষ্যতে আমাদিগকে তদপেক্ষা আরও বেশী কাজ করিতে হইবে।

আর ইহা কি কখনও সম্ভব যে আপনারা বা আমি নিয়মিত কার্য্য না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব? এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আমাদের কর্ম্মোপযোগিতা বজায় রাখিতে হইবে। আমি কি এই শুভ মুহূর্ত্তে আপনাদের নিকট হইতে ইহা আশা করিতে পারি না যে ভবিষ্যতে এই কোম্পানী আপনাদের নিকট হইতে দ্বিগুণ উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রেরণা লাভ করিবে? আমি খুবই বিশ্বাস করি, আমাদের একজনও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইবে না; আমি আপনাদের সাহায্য বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া থাকি।

এইভাবে, আপনারা যে কেবল কোম্পানীরই উন্নতি করিতেছেন তাহা নহে, আপনারা আপনাদের কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহ দ্বারা আপনাদের ভবিষ্যৎ, ও আপনাদের বংশধরগণের ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন। মানুষ ও ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার একমাত্র উপায় কর্ম্ম। জীবনে অনাবিল

আনন্দলাভ করিবার একমাত্র উপায় কর্ম্ম। কর্ম্মই মুক্তির সেতু। সম্ভাবে সম্পাদিত কাজই নিজের, ভগবানের ও মনুষ্যত্বের কর্ম্ম।

সর্ব্বদা সর্ব্ব ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গী হইতে পারি নাই; এবং ইহা যে সব সময় সম্ভব নহে, তাহাও বোধ হয় বুঝিতে পারেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে কোন সময়ে আমার কাজ আপনাদের নিকট কঠোর বোধ হইয়াছে। কিন্তু, আপনারা নিশ্চিত জানিবেন যে এই কোম্পানীর সাধারণ হিতাকাঙ্ক্ষার পরই আমি আপনাদেরই হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। আমি এই সোসাইটী সম্পর্কে যতদূর চিন্তা করিয়া থাকি, আপনাদের সম্পর্কেও ততদূর করি—ইহা বোধ হয় আপনারা বিশ্বাস করিবেন। আপনারা হয় ত জানেন না, আপনাদের ভবিষ্যত উন্নতির চিন্তায় আমার কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়।

ইতি—

আপনাদের সহৃদয় হিতাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার।

দ্বিতীয়খানি এই প্রকারের—

শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয় মহাশয়, হিন্দুস্থানের প্রধান অফিসের কর্ম্মচারীবৃন্দের নিকট হইতে আপনার বিজয়া-সম্ভাষণের জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। এই সুযোগে আমরা আপনাকে আমাদের বিজয়ার সম্মান জ্ঞাপন করিতেছি ও আমরা আপনার সুখময় ও স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

জীবন বীমার ক্ষেত্রে আমাদের এই সোসাইটী যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত আছি এবং ইহার সহিত যুক্ত আছি বলিয়া আমরা গর্ব্বানুভব করিয়া থাকি। আমরা ইহার উন্নতির জন্য সামান্য যাহা কিছু কাজ করিতে পারিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের যাহার উপর যে সকল কাজ ন্যস্ত আছে, আমরা তাহা পালন করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছি এবং আমরা এই কোম্পানীর সহিত যুক্ত থাকিয়া আমাদের উৎসাহ ও অনুরাগ কখনই ক্ষান্ত হইতে দিব না। আমাদের অণুমাত্র শ্রমের জন্যও যদি কোম্পানীর এই উন্নতি সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাতেই আপনি আমাদের অনুরাগের সম্যক্ প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন।

আপনার উৎসাহপূর্ণ ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত বাক্যাবলীর জন্য আপনাকে আরও ধন্যবাদ জানাইতেছি। আশা করি সম্মান ও গৌরব অর্জ্জন করিয়া আপনি আরও উন্নতি লাভ করিতে থাকুন।

ইতি—

বিনয়াবনত—

হেড্ অফিসের কর্ম্মচারিবৃন্দ

কলিকাতা কর্পোরেশন
লাইসেন্স ডিপার্টমেণ্ট
গাড়ী ও ঘোড়ার উপর ট্যাক্স
দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধ ১৯৩৩-৩৪

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬৭ (১) ও (২) ধারামতে ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা, দৌড়ের ঘোড়া, ঘোড়া, টাট্টু এবং খচ্চর ইত্যাদির মালিকগণকে জানান যাইতেছে যে ১৯৩৩, ১লা নবেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহারা যেন তাঁহাদের জীবজন্তু যান বাহনাদি ও তজ্জন্য প্রদেয় ট্যাক্সের একটী বিবরণ অবিলম্বে মিউনিসিপ্যাল আফিসে দাখিল করেন। উক্ত বিবরণী প্রদানের (চালান) মুদ্রিত ফর্ম্ম এখনও না পাইয়া থাকিলে, সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিসে লাইসেন্স বিভাগে আবেদন করিলেই পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত আরও জানান যাইতেছে যে ৩০শে নবেম্বরের মধ্যেও যদি উক্ত চালান দাখিল করা না হয় তাহা হইলে দোষদ্দ করিয়া ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হইবে। যাহারা নিজ স্থানে বসিয়াই উক্ত কর প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এতদ্ সম্পর্কে টাকা গ্রহণ ও লাইসেন্স প্রদানে ক্ষমতা প্রাপ্ত ইনস্পেক্টরের নিকট টাকা প্রদান করিয়া লাইসেন্স লইতে পারেন। ব্যবহৃত না হওয়ার যুক্তিতে যাহারা ঘোড়ার গাড়ীর ট্যাক্স প্রদান করিতে অসম্মত, ১৯৩৩, ৩১শে ডিসেম্বরের পর এ বিষয়ে তাহাদের কোন আবেদনই গৃহীত হইবে না।

গরুর গাড়ী রেজেষ্ট্রি করণ

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা অনুসারে গত ৫ই অক্টোবর হইতে বর্ত্তমান অর্দ্ধ বৎসরের নিমিত্ত গরুর গাড়ী রেজেষ্ট্রী করা আরম্ভ হইয়াছে। গরুরগাড়ীর এবং ঠেলাগাড়ীর (যাহা মানুষের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় না) মালিকগণ যেন অবিলম্বে উহা রেজেষ্ট্রী করিয়া লন। প্রত্যেকখানি গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন ফি ৪৲ মাত্র। এতদ্ব্যতীত গাড়ীর সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিবার নম্বর প্লেটের জন্য অতিরিক্ত ১৲ ফি দিতে হইবে।

গরুরগাড়ী চালকের টিকেট

উক্ত আইনের ১৮৭ ধারানুযায়ী প্রত্যেক গরুরগাড়ী চালকের সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এরূপভাবে কর্পোরেশন অনুমোদিত একখানি করিয়া টিকেট ধারণ করিতে হইবে।

কুকুরের উপর ট্যাক্স

উক্ত আইনের ১৭৩ ধারানুযায়ী কলিকাতার প্রত্যেক কুকুরের জন্য বার্ষিক ৫৲ ট্যাক্স এবং প্রত্যেক কুকুরের মালিকগণকে তাঁহাদের পালিত কুকুরের তালিকা কর্পোরেশনে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ট্যাক্স প্রদান করার পর কর্পোরেশন হইতে লাইসেন্স ও কুকুরের গলায় ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য নম্বর সম্বলিত একটী প্লেট দেওয়া হইবে। কোন কুকুরের গলায় এইরূপ নম্বর সম্বলিত প্লেট না থাকিলে উহাকে মারিয়া ফেলিবার কিংবা ধরিবার সম্ভাবনা থাকিবে।

বি, কি, [illegible]।
কর্পোরেশনের সেক্রেটারী।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা নবেম্বর, ১৯৩৩

ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিজ্ঞাপন দিবেন কেন?

১। বর্ত্তমান দুঃখ দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার দিনে এই ধরণের কাগজ পড়িবার জন্য সকলেই ব্যাকুল, সুতরাং যে কাগজ পড়ার জন্য বেশী লোকে ব্যাকুল সেই কাগজে বিজ্ঞাপন্ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

২। বিজ্ঞাপন দাতার সব সময় বিচার ক'রে দেখা উচিত (discriminate) যে, কোন্ শ্রেণীর লোকে তাঁর বিজ্ঞাপন পড়ে এবং তাহাদের purchasing power বা কিনবার ক্ষমতাই বা কতটুকু। হোতে পারে হয়ত অমুক মাসিকে ন্যাংটা ছবি ও প্রেমের গল্পের হাট বাজার, সুতরাং বহুলোক সেই মাসিকখানি পড়ে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ লে বোঝা যায়, যে সেই সব পাঠকদের পনের আনাই ছাত্র অথবা অল্প বেতনের চাকুরে যুবক, যারা হয় এখনও উপার্জ্জনক্ষম হয়নি. আর না হয় তাদের তেমন কোন আয় নাই। বিজ্ঞাপনের দিক থেকে দেখিলে,এই সব পাঠকদের purchasing power বা কিন্‌বার ক্ষমতাই এখনও জন্মায় নি।

সুতরাং তাঁদের কাছে বিজ্ঞাপন প্রচার করা আর বেণাবনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।

৩। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" বেকারের বন্ধু এবং ব্যবসায়ীর সুহৃদ্। ইহার যাঁহারা গ্রাহক ও পাঠক তাঁহারা হয় ব্যবসায়ী, না হয় ব্যবসা করিবার চেষ্টায় ঘুরিতেছেন, আর না হয় খরিদ্দার —কোথায় কোন জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায় তারই বিজ্ঞাপন খুঁজিতেছেন। এবং হয় নিজের দরকারে না হয় ব্যবসা করার জন্য কোন না কোনও জিনিষ কিন্‌বেন। ইঁহাদের purchasing power বা কিন্‌বার ক্ষমতাও আছে; সুতরাং বিজ্ঞাপনের দিক্ থেকে যে কাগজের গ্রাহক ও পাঠক অধিকাংশই এই শ্রেণীর,সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও শ্রেয়ঃ।

৪। ব্যবসা ও বাণিজ্য কারবারী কাগজ ব'লে নানারকম জিনিষের গুণাগুণ প্রচার করা ইহার একটা ব্রত। সুতরাং কাগজের মধ্যে নানারূপ প্রবন্ধ লিখে আমরা বিজ্ঞাপন দাতাদের সমস্ত জিনিষের গুণ ব্যাখ্যা ক'রে থাকি এবং এজন্য কোনও চার্জ্জ করি না।

৫। বিজ্ঞাপনদাতারা আপনাপন দোকান সম্বন্ধে অনেক খবর এই কাগজের মারফতে বিনা খরচায় প্রচার করিতে পারেন—যা আর কোনও কাগজ করে না এবং ক'রবে না।

ফোন্—বড়বাজার ৩৩৫৫

ম্যানেজার—ব্যবসা ও বাণিজ্য অফিস

৯,৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৪০ { ৮ম সংখ্যা

ফরিদপুর বণিক সম্মিলনীর সভায় শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের অভিভাষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাঙ্গলার মফঃস্বলের ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণ সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে, আমাদের চেম্বারের পক্ষ হইতে তাহাদের সহায়তা করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে; তাহারাও আমাদের পরস্পর সহায়তায় শক্তি সঞ্চয় করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। এ সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। বিশ্বশক্তির প্রভাবে বহু দেশে বহুভাবে ব্যবসা শিল্পের বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই সচেষ্ট। তাহারা স্বদেশের এবং বিদেশের সকল তথ্য সম্পূর্ণ রূপ জানে। আমরাই কেবল জানিনা যে আমাদের নিজের ঘরে কি অভাব, কি অভিযোগ, কোথায় আমাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, কোথায় আমাদের শিল্প বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত, কোথায় আমাদের ভুল ভ্রান্তি, কোথায় আমাদের অক্ষমতা;—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা করিতে পারিলে আমাদের পথ পরিষ্কার হইবেই।

মফঃস্বলের ব্যবসায়ীগণের পক্ষেও এই কথা বলা যাইতে পারে। তাহা আপনারা পূর্ব্ব-বর্ণিত 'কুশিদা' ব্যবসায়ীর ব্যাপার হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রেই যে রপ্তানি বাণিজ্যের সহিত মফঃস্বলের ব্যবসার সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে এমন নয়। কোন কোন ব্যবসা হয়ত কেবল একটি জেলাকেই কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইতেছে। আবার কোন ব্যবসা হয়ত একাধিক জেলার মধ্যে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার ব্যবসায়ের পক্ষেও বিশ্ববাণিজ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। এই প্রকার কত ব্যবসা যে আমদানী বাণিজ্যের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা এ ক্ষেত্রেসম্ভব নয়।

ফরিদপুরের ব্যবসা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আপনারা যে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়াছেন তাহা আমার নিকট স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। ফরিদপুরের প্রধান ব্যবসায়িক পণ্য গুলি সমস্তই বহির্বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। সর্ব্ব প্রধান পণ্য পাট যে মুখ্যতঃ বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে ফরিদপুর জেলায় বাঙ্গালী পাট ব্যবসায়ীর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ফরিদপুরের ন্যায় ব্যবসা কেন্দ্রে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় পাটের গাঁইট বাঁধিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত একটিও প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা পরম পরিতাপের বিষয়। আশা করি, আপনাদের ব্যবসা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে আপনারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ফরিদপুরের উৎপন্ন ধনিয়াও দেশ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। এই ব্যবসা ক্রমশঃ যাহাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তারপর রসুন ব্যবসাও এখন ফরিদপুরের অন্যতম প্রধান ব্যবসা বলিয়া বিবেচ্য। প্রতিবৎসর ফরিদপুর হইতে বহু পরিমাণ রসুন সুদূর ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হইতেছে; এই ব্যবসাও যাহাতে সু-পরিচালিত থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।

এই রসুনের ব্যবসা উপলক্ষ্য করিয়াই আমার বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস ফরিদপুরের রসুন যে ব্রহ্মে বিক্রয় হয় সে সম্বন্ধে ফরিদপুরের রসুন ব্যবসায়ী কোন খোঁজই রাখেন না এবং খোঁজ রাখাও প্রয়োজন মনে করেন না। উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় হইলেই হইল। কেন এবং কোথায় বিক্রী হয় আবার অকস্মাৎ একদিন কেন যে বিক্রী বন্ধ হইয়া যায় তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না; ভাবি, ও অদৃষ্টের খেলা। আসল কথা অন্যান্য দেশও ইতিমধ্যে বসিয়া থাকে নাই। তাহারাও রসুন উৎপন্ন করে। তাহাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সহায়; সরকারী কৃষি বিভাগের সাহায্যে অথবা নিজেরাই বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে তাহারা কৃষি বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করে। তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে রসুনের চাষের উন্নতি করে; পৃথিবীর কোথায় রসুনের চাহিদা আছে, দেশ বিদেশ হইতে সে খোঁজ লয়; সে দেশের লোক কিরূপ রসুনই বা পছন্দ করে তাহাও জানিয়া লয়। তারপর একদিন যখন সেই উন্নত প্রণালীতে উৎপন্ন রসুন উক্ত দেশের বাজার সম্পূর্ণ একচেটিয়া করিয়া লয়, তখন ফরিদপুরে রসুন

ব্যবসায়ী হইতে রস্থন উৎপন্নকারী কৃষকের জীবিকা নষ্ট হইয়া যায়। কৃষক না খাইয়া মরে, ব্যবসায়ী দেউলে হয় মহাজন স্থদ পায়না, জমীদার খাজনা পায় না। মহাজন ও জমীদার মাছ কিনিতে পারে না, অতএব মৎস্য ব্যবসাটী নষ্ট হইয়া যায়, কাপড় কিনিতে পারে না, অতএব বস্ত্র ব্যবসাটী নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের দেশের বিরাট মূর্খতার পরিচায়ক একটি প্রবাদ আছে যে আদার ব্যাপারীকে জাহাজের খোঁজ লইতে নাই। আমি নিবেদন করি, জাহাজের খোঁজ লয় নাই বলিয়াই আজ আদার ব্যাপারী মরিতে বসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে সহমরণে যাইতেছি। আজ আদার ব্যাপারীকে কেবল জাহাজের সংবাদ নয়, দেশ বিদেশের বাণিজ্যের, দেশ বিদেশের লোকের পছন্দের, দেশ বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সংবাদ লইতে হইবে। কৃষিতত্ত্ববিদের সহিত, কৃষকের সহিত ব্যবসায়ীর, ব্যবসায়ীর সহিত অর্থনীতিকের ঘনিষ্ট যোগ স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু একা এ কাজ সম্ভব নহে বলিয়াই সংঘ-গঠন করাই এখন প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। তবে মনে রাখিবেন, আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায় আমাদের মনের জড়তা ও অজ্ঞানতা। যদি আমাদের এই মানসিক

জড়তা দূর না হয়, যদি জগতের ব্যবসার নূতন পদ্ধতি আমরা আয়ত্ত করিতে না পারি তবে আমাদের কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। একদিন আমাদের দেশে রেশমের চাষ ছিল; উদ্যোগের অভাবে অন্য দেশ সে ব্যবসা কাড়িয়া লইল—নীল আসিল, তাহাও উঠিয়া গেল; পাটও যাইবার পথে—আঁক লইয়া চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সনাতনী পদ্ধতিতে সর্ব্বনাশকে ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। আপনারা যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন সেজন্য আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে প্রয়োজন সম্বন্ধে আর দু' একটা কথা বলিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা যে কেবল বাংলার ব্যবসায়ীগণের পক্ষেই প্রয়োজন এমন নয়; বস্তুতঃ ইউরোপ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি ব্যবসা শিল্পে উন্নততর দেশে আজও সঙ্ঘ-সৃষ্টির প্রয়োজন প্রচারিত হইতেছে। ইউরোপ, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে ব্যবসায়ী কারখানা মালিকের পক্ষে সঙ্ঘভুক্ত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; এই সকল দেশে ব্যবসা শিল্প এখন সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়াই দ্রুত-গতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অন্যান্য দেশকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ইদানীং ইংলণ্ডে ব্যালফোর কমিটি তাহাদের বিবরণীতে

এ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। ইউরোপের কতিপয় দেশে বিস্তৃত সঙ্ঘ-নিয়ন্ত্রনের কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত কমিটি বলিয়াছেন—ইংলণ্ডে ব্যবসা সঙ্ঘ-গুলির মেম্বর সংখ্যার অপ্রাচুর্য্য ও তাহাদের আর্থিক সংস্থানের অভাবে তাহাদের কর্ম্মক্ষমতাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমরা আমাদের তদন্তে ব্যাপৃত থাকা-কালীন ফ্রান্স এবং জার্ম্মানীর সুনিয়ন্ত্রিত এবং বৃহৎ ব্যবসা-সঙ্ঘগুলির কার্য্য-কলাপ যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছে। এই দেশগুলিতে ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ-ভুক্ত না হইলেই চলে না। আজ ইংলণ্ডের মত ব্যবসা-শিল্পে অগ্রগণ্য দেশেও, তথায় ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ নিয়ন্ত্রনের যথেষ্ট ব্যবস্থা নাই বলিয়া ফ্রান্স ও জার্ম্মানিকে ঈর্ষা করিতেছে; ইহার পর ভারতবর্ষের মত দেশে ব্যবসা সঙ্ঘ সংস্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত যুক্তি প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন।

আপনারা যে একটি "কমার্শ্যাল" বা ব্যবসা সহায়ক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ফরিদপুরের ন্যায় ব্যবসা কেন্দ্রে একটি "কমার্শ্যাল" ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা যে প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার মফঃস্বল সহরে খাঁটি কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। বাঙ্গালায় ৮ শতেরও অধিক লোন-আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার কোনটিও নিছক "কমার্শ্যাল" ব্যাঙ্কের কার্য্য-পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই লোন আফিসগুলি তাহাদের সংগৃহীত আমানতের টাকা স্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখিয়া লগ্নী করিয়াছে এবং এখন ব্যবসা মন্দার দরুণ সেই টাকা আদায় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। এ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি আপনাদের প্রস্তাবিত কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিতে চাই। আমি আশা করি, আপনারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে কোনমতেই আপনাদের নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কটিকে খাঁটি কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে দিবেন না। কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কে সাধারণতঃ অল্পকালের জন্য টাকা আমানত রাখা হয়। সুতরাং ইহার লগ্নী কার্য্য এমন ভাবে হওয়া উচিত যে উপযুক্ত সময়ে এবং অনায়াসে আপনা হইতেই ঋণের টাকা আদায় হইয়া আসে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেই সাধারণতঃ কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক বিপদগ্রস্ত হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কগুলি বিনষ্ট হইবার প্রধান কারণ, এই নিয়মের অননুবর্ত্তিতা। ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেই যে কেবল শিল্পের এবং ব্যবসায়ের সাহায্য করিতে হইবে, এই উৎসাহে আমরা কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির এই মূলসূত্র ভুলিয়া যাই।

এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের যে মুখ্য কাজ অর্থাৎ ব্যবসা পরিচালনা কল্পে ঋণদান করা, তাহার স্থলে উক্ত ব্যাঙ্ক কোন কোন কোম্পানীকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সূচনা কালে তাহাদিগকে কারখানা স্থাপন করিতেও ঋণদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য উহা অত্যন্ত বিপদজনক এবং কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কিং প্রথার বিরোধী কাজ। একথাও অস্বীকার করা চলে না যে কোন কোন স্থলে প্রবঞ্চনা, প্রভৃতিও দেখা

গিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে কার্য্য প্রণালী সুনিয়ম বদ্ধ হইলে, এবং কর্ত্তৃপক্ষেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে, ঐ সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আশা করি কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কালে এ সকল বিষয়ে আপনারা দৃষ্টি রাখিবেন।

এ যাবৎ আমাদের দেশে, বিশেষতঃ মফঃস্বল সহরে, কমার্শ্যালব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার এক অন্তরায় রহিয়াছে,—ব্যবসায়ীক সম্বন্ধীয় লেন দেনমূলক হস্তান্তর করণোপযোগী নিদর্শন পত্রের অভাব,—অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে credit instrument বলে। কিন্তু তাহা হইলেও এখন হুণ্ডীর প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মফঃস্বল ব্যাংকের সহিত কলিকাতার ব্যাঙ্কের যোগাযোগ স্থাপনের ফলে এই সকল হুণ্ডী বিক্রয় করা সহজ সাধ্য হইতেছে। রেলওয়ে রসীদের উপর টাকা ধার দিবার প্রথাও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির অনুমোদিত লাইসেন্স প্রাপ্ত গুদামের প্রতিষ্ঠা হইলে গুদাম রসিদের উপরেও লেন-দেন চলিতে পারিবে। এমতাবস্থায় ফরিদপুরের ন্যায় ব্যবসা কেন্দ্রে একটী কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে বলিয়াই আমি আশা করি। আপনাদেরই ফরিদপুরে ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম লোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ এই দুর্দ্দিনেও উহা মাথা তুলিয়া দাড়াইয়া আছে, ইহা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার মনে হয় যে বিগত ৬৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা আপনাদিগকে এই কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপনে সহায়তা করিবে।

কিন্তু এই "কমার্শ্যাল" ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে আপনাদের একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক প্রতিভা এখনও বিভিন্নমুখী হইতে পারে নাই। যখনই কোন একটা ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক বলিয়া মনে হইয়াছে, তখনই বাঙ্গালীর উদ্যম কেবল সেই দিকেই বিস্তৃতভাবে নিয়োজিত হইয়াছে। ফলে টান ও যোগানের (supply and demand) বৈষম্য ও অন্তঃ প্রতিযোগিতার দরুণ সেই ব্যবসা বা

শিল্পের কদর নষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নষ্ট হইবার অথবা প্রসার লাভ না করিবার কারণ এই যে সম্যক্‌রূপে কার্য্য করিবার শক্তি এবং সামর্থ্যের অভাবে প্রতিষ্ঠান গুলি কখনও বল সঞ্চয় করিয়া বড় হইতে পারে নাই। অভাবে এবং অজ্ঞতায় উহারা অনেকেই অর্দ্ধপথে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালার লোন আফিস, চা বাগান, কয়লার খনি সাবানের কারখানা প্রভৃতির ইতিহাস এইরূপ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ইহার জন্যই বাঙ্গালার ব্যবসায়িক উদ্যম তেমন প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেনা। বাঙ্গালার উদ্যম এরূপ বিক্ষিপ্ত ভাবে নিয়োজিত হইতে থাকিলে বাঙ্গালীর পক্ষে শিল্প অথবা ব্যবসায়ে শক্তি লাভ করা সুদূরপরাহতই থাকিবে। আমাদের কেবল সমবেত হইলেই চলিবেনা, সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ হওয়া চাই; বিভিন্ন প্রকারের এক একটি আদর্শ শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাতে যথেষ্ট একতা বোধ এবং আন্তরিকতা থাকা চাই। এই প্রকারে বাঙ্গালীর ব্যবসা শিল্পে শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে, আবার বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক উদ্যমে জন সাধারণের আস্থা ফিরিয়া আসিবে। আশা করি, আপনাদের কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সমগ্র ফরিদপুরের অধিবাসী এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং ফরিদপুরের ব্যবসায়ী সঙ্ঘেরও ইহা অন্যতম লক্ষ্যের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

বস্তুতঃ ফরিদপুর ব্যবসায়ী সঙ্ঘকে এই সকল বিষয়ে জনমত সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব লইতে হইবে; এজন্য আপনাদের মধ্যে যাঁহারা উদ্যোক্তা রহিয়াছেন, তাঁহাদের অপাততঃ ফরিদপুর জেলাবাসী সমস্ত ব্যবসায়ীবর্গকে এক করিয়া আপনা-

দের প্রস্তাবিত সঙ্ঘকে একটি প্রকৃত শক্তিমান প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তোলাই প্রধান কাম্যবস্তু হইবে বলিয়া আমি আশা করি।

আপনাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে আমি দেখিলাম যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে আপনার আপনাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। আমি ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। বর্ত্তমান আইনে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা শিল্পের প্রতিনিধি পাঠাইবার বিধি নাই, কিন্তু ইহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচনের পথ খোলা আছে। আপনাদের সংঘ যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় ব্যবসায়ীদ্বারা সংগঠিত হইলে গবর্ণমেণ্ট উহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকার করিবেন এবং কলিকাতার কেন্দ্র সঙ্ঘও এ বিষয়ে আপনাদিগকে সাহায্য করিবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও যান বাহন, বাজার, ষ্টীমার ঘাট, রেলওয়ে ষ্টেশন পোষ্টাফিস ইত্যাদি সম্পর্কে সহায়তা লাভ করিবার জন্য আপনাদের প্রতিনিধিবর্গকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইবে। তখন স্থানীয় যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য হউক কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সহিত আপনাদের সম্পর্ক বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

আর একটী কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আজ কয়েক বৎসর যাবত যে নিদারুণ ব্যবসা মন্দা সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিভীষিকার ছায়াপাত করিয়াছে, আপনাদের জেলাও তাঁহা হইতে মুক্তি পায় নাই। বস্তুতঃ, পৃথিবীর অনেক দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ এই ব্যবসা মন্দার দরুণ গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আবার ভারতবর্ষের মধ্যেও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বাঙ্গালা প্রদেশ। কয়েকটী অঙ্কপাত হইতেই আপনারা এই ক্ষতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন।

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দ, এই দশবৎসরের গড়পড়তা হিসাবে বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায় তাহাদের বিক্রয় যোগ্য, বিবিধ ফসলের দরুণ দর পাইয়াছে প্রায় ৭২½ কোটী টাকা। এই কৃষিপণ্যের বিক্রয় মূল্য ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ৫৩ কোটী টাকায় হ্রাস পাইয়া ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে ৪০ কোটী টাকায় আসিয়া দাড়াইয়াছে; ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে এই মূল্যের পরিমাণ হইয়াছে মাত্র কিঞ্চিদধিক ৩২½ কোটী টাকা; অর্থাৎ বাঙ্গলার কৃষক সম্প্রদায়ের ফসল বিক্রয়ের একত্রিত আয় অর্দ্ধেকের অপেক্ষাও কমিয়া গিয়াছে।

ফরিদপুরের প্রধান ফসল পাট—যাহার দরুণ বাঙ্গালার কৃষকবর্গের আয় ছিল প্রায় ৩৫½ কোটী টাকা, তাহার পরিমাণ বিগত ৩ বৎসরে যথাক্রমে ১৭½ কোটী হইতে ১০½ কোটীতে নামিয়া ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৮ কোটী ৬২ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে অর্থাৎ পাটের দরুণ বাঙ্গালার চাষীর আয়, তাহার পূর্ব্বের আয়ের এক চতুর্থাংশেরও কম হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই বাঙ্গালায় ব্যবসা শিল্পগুলির মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; এই বিপর্য্যয় নিরোধ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইল দেশের মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণ বাড়াইয়া বাজার দর বৃদ্ধির সহায়তা করা। এই উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি করিতে গেলে টাকার সহিত বিলাতি মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভারত সরকার একশেষ হারে কোন

পরিবর্ত্তন করিতে একান্ত বিমুখ। দেশের কৃষিশিল্প-বাণিজ্যে যেমন বিপর্য্যয়ই ঘটুক না কেন, এক্‌চেন্‌জের সমতা রক্ষা করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের এই চক্ষুর সম্মুখে দেশের পর দেশ মুদ্রা বিনিময়ের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের স্ব স্ব অর্থ প্রচলন ব্যবহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে এবং তাহার সহায়তায় দেশের কৃষি, এবং বাণিজ্য শিল্পীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; জাপান, যুক্তরাষ্ট্র—এমন কি ইংলণ্ড পর্য্যন্ত এই পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে-আর আমরা নিঃসহায়—তাই দিনের পর দিন আমরা নিদারুণ ক্ষতির গুরুভার বহন করিতে বাধ্য হইতেছি। কাজেই এ বিষয়ে আপনাদের কোন আশার কথা বলিবার আমার সামর্থ্য নাই। তবু আমার মনে হয় যে কৃষি বিপর্য্যয়ের জন্য আমাদের ব্যবসা শিল্প যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহা হইতে ইহাদিগকে আংশিক পরিমাণে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে. জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক্ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই প্রকার ব্যাঙ্ক. বন্ধকীঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, যে পরিমাণ টাকা ব্যবসা শিল্পে আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে তাহা উপেক্ষণীয় নয়। আমি এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, তাহা হয়ত আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে, সুতরাং তাহার পুনরুক্তি হইতে বিরত হইলাম।

আজ আমাদের সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাঙ্গলায় অর্থনৈতিক সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দেশবাসীর জন্ম আমরা দুইবেলা দুইমুঠা অন্নের সংস্থান এবং মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় সংগ্রহ করিবার শক্তিও হারাইতে বসিয়াছি। কিন্তু এই দুঃসহ অবস্থা আমাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। সুজলা সুফলা বাঙ্গালার কৃষি সম্পদ যাহাই থাকুক, এখন আর তাহা দেশবাসীর ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এইজন্য আমাদিগকে এখন শিল্প-ব্যবসায়ের দিকে আত্ম-নিয়োগ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আর্থিক-সংস্থানের ভিত্তি প্রশস্ত এবং সুদৃঢ় করিতে হইবে। ব্যবসা-শিল্পকে আর এখন জীবনের গৌণ অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলে চলিবে না। যাঁহারা ব্যবসা-শিল্পে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাঁহাদের এখন ক্রমশঃ ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কি করিলে বাঙ্গালী ব্যবসা-শিল্পে ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। এজন্য আজ বাঙ্গালীর সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন সঙ্ঘ-শক্তির। কেবল তাহাই নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে আর্থিক পরস্পর নির্ভরশীলতা রহিয়াছে তাহাও আমাদিগকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে।

বর্ত্তমান ব্যবসা-মন্দা আমাদের যতই কঠোর ভাবে আঘাত করুক না কেন, ইহা আমাদের নিকট আজ কৃষি ও বাণিজ্য শিল্পের ঘনিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। ব্যবসায়ী অথবা কারখানা জাত মালের চাহিদা নাই—তাই চাষীর আবাদী ফসল আজ চরম সস্তা দরে বিকাইতেছে। চাষীরও ফসলের দাম নাই বলিয়া চরম অর্থাভাব ঘটিয়াছে,—জিনিষ কিনিবার সামর্থ্য তাহার আসিবে কোথা হইতে? তাই ব্যবসা শিল্পও পুষ্টিলাভ করিতেছে না। আজ কবির ভাষায় আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছি—

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

(সমাপ্ত)

SALESMANSHIP
বা
জিনিষবিক্রয়ের প্রণালী

১৯০৬ সালে বাংলা দেশময় একটা স্বদেশীর ঢেউ আসে। সেই প্রেরণায় অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ফলে এক সময়ে নানা প্রকার স্বদেশী দ্রব্যসম্ভারে দেশের বাজার ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সেগুলি অনেকদিন বাজার অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। কারণ, জিনিষ ভাল হইয়াছিল কি মন্দ হইয়াছিল তাহা নহে, তাহার প্রধান কারণ সেগুলি ঠিকমত খরিদ্দারের কাছে পৌঁছানই হইত না। এই যে খরিদ্দারের কাছে মাল পৌঁচান ইহা একটী ব্যক্তিগত ক্ষমতা। মানুষ নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়বলে এ ক্ষমতা অবশ্য বাড়াইতে পারে।

এই জিনিষটীকে ইংরাজীতে বলে salesmanship; বাংলায় এক প্রকার বলা যায়, "বিক্রয় করিবার ক্ষমতা।" প্রকৃতপক্ষে, অনেকেরই ব্যবসা ও বাণিজ্যে উন্নতি বা অবনতি এই ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আজকাল কলকারখানার যুগ। টাকা হইলেই কল বসাইয়া সুদক্ষ কারিগর আনাইয়া যে কোন জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া ফেলা যাইতে পারে। সেজন্য বিশেষ কিছু ভাবিতে হয় না। কিন্তু ঐ মালগুলি কোথায় কি ভাবে কাটাইতে হইবে, তাহাতে কি লাভ হইতে পারে বা না পারে, এই সকল বুঝিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে মালের কাটতি।

কাজেই যিনি বেশ ভাল বিক্রয়ী হইতে চান, তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে হইবে, কাহার কোথায় কোন্ জিনিষের অভাব রহিয়াছে। যিনি এই অভাবটা খুব সহজভাবে বুঝিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার মাল সহজেই কাটাইতে পারিবেন। একটা মোটামুটি রকমের উদাহরণ দেওয়া যাউক।

প্রত্যেকের বাড়ীতেই জামা কাপড় খাটাইতে আল্‌নার দরকার হয়। গৃহস্থের এই অভাবের কথা প্রথম যিনি বুঝিলেন তিনি কাঠের আল্‌না তৈয়ারী করিলেন। গৃহস্থেরও সুবিধা হইল, যিনি প্রস্তুত করিলেন তিনিও দু'পয়সা পাইলেন। কিন্তু আর একজন দেখিলেন আল্‌নার আকার বড়, উহা রাখিতে অনেক জায়গা লাগিয়া যায়; সঙ্গে লইয়া একস্থান হইতে অন্যত্র সহজে চলা-ফেরা করা যায় না। কাঠের মজুরী বেশী লাগে বলিয়া দামে সস্তা দেওয়া যায় না। তিনি একখানি কাঠে কয়েকটী জামা টাঙ্গাইবার র‍্যাক্ লাগাইয়া একটী ব্র্যাকেট তৈয়ারী করিলেন। গৃহস্থের আরও সুবিধা হইল। অধিকন্তু সুবিধা হইল স্কুল কলেজের

ছাত্রদেরও যেন বোর্ডিংএর বাসিন্দাদের। এই ভাবে যিনি র‍্যাকেট প্রথম তৈয়ারী করিলেন, তাঁহার লাভ আরও বেশী হইয়া গেল। প্রকৃত-পক্ষে এই অভাববোধ ঠিক করিবার উপরই ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। আমরা উপরে যে উদাহরণ দিলাম, তাহাতে অবশ্য মাল প্রস্তুত-কারক ও বিক্রেতা উভয়কেই জড়িত করা হইয়াছে। এমন বহু জিনিষ আছে, যাহার মাল প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে কলে, সেল্‌স্‌-ম্যানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, উহার চাহিদা কোথায়? এইখানেই চাই লোকচরিত্র জ্ঞান।

দ্বিতীয় কথা এই, যে জিনিষ বিক্রয় করিতে হইবে, সেই জিনিষ ভাল হওয়া চাই। আমাদের দেশের অনেক ব্যবসায়ীই এই কথাটী ভুলিয়া যান। জিনিষ ভাল করিবার জন্য একটা চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম অনেকেই স্বীকার করিতে চান না। যে কোন রকমে খরিদ্দারকে বুঝ দিয়া দিতে পারিলেই হইল মনে করেন। কিন্তু এটী একটী মারাত্মক ভুল। কথায় পটাইয়া বা কোন সাময়িক উত্তেজনার সময় যে কোন রকম মাল চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, একথা সত্য; কিন্তু, তাহাতে স্থায়ী লাভ কখনই সম্ভব নহে। কিছুকাল আগে—বেশীদিনের কথা নয়, বছর পাঁচেক আগে আমাদের জানাশুনা এক ভদ্রলোক দেশীজুতার কালী বাজারে খুঁজিতেছিলেন। আজ-কাল অবশ্য নানাপ্রকার কালী বাহির হইয়াছে; কিন্তু তখন সবে বাহির হইতে সুরু হইয়াছে। তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেশী কালী কোথাও পাইলেন না—প্রায় দোকানদারই উত্তর দিলেন—মশাই, দিশীতে ঘেন্না ধরে গেছে। এই কথাটাই যিনি বলিয়াছিলেন তিনি দেখাইলেন তাঁহার দোকানের পশ্চাদ্দেশে স্তূপীকৃত রহিয়াছে দেশী জুতার কালী। কবে, স্বদেশীর যুগে বোধ হয় ঐ জিনিষটা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; তখন ঝোঁকের মাথায় মানুষ যাহা পাই-য়াছে, তাহাই কিনিয়াছে। কিন্তু, যে পরিমাণ মাল তখন বিক্রয় হইয়াছে, মালের প্রস্তুতকারক-গণ সে পরিমাণে উহার উপযোগিতা বা অন্যান্য গুণের উৎকর্ষ করিতে পারেন নাই বা সেই-দিকে মনই দেন নাই। ফলে যখনই ঝোঁক কমিয়া গেল, তখন মানুষের আর ভাল জিনিষ পাইতে খারাপ জিনিষ কিনিবার আগ্রহ রহিল না। কেবল দিশী বলিয়া যে জিনিষ

ভাল নহে তাহা চিরকাল লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিবে।

এক সময় এমন ছিল, কোন একটা জিনিষ একটা লোকেই প্রস্তুত করিত; কিম্বা একজন লোকেই এক জায়গায় বিক্রয় করিত—কাজেই খরিদ্দারদের আর জিনিস বাছাই করিবার মত সুযোগ থাকিত না। আজকাল আর সে কথা খাটে না। বাজারে ভয়ানক প্রতিযোগিতা। এক রকমের মাল দশ রকমের লোকে দশ ভাবে তৈয়ারী করিতেছে; প্রত্যেক মাল চালাইবার জন্য মালের গুণাগুণ সম্পর্কে এত কথা সাধারণকে জানান হইয়া থাকে যে, কোন খরিদ্দারের নিকট আর কোন মালের ভালমন্দ বিষয়ে অজ্ঞাত নাই। ইহাকেই অনেক সেকেলে ধরণের লোক পরিতাপের সহিত বলিয়া থাকেন, "কোন ব্যবসায়ের এখন আর গুমোর নাই।" আগে তাঁহারা ব্যবসায়ের গুমোরের উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতেন, এখন আর সেদিন নাই। এখন খোলা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। কাজেই যাহার মাল ভাল হইবে না, তাহাকে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে হটিয়াই যাইতে হইবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, "কতক লোককে কতক সময়ের জন্য ঠকান যায়, কিন্তু সকল লোককে সকল সময়ের জন্য ঠকান যায় না।" কাজেই ব্যক্তিগত গুণের পরই প্রথম আবশ্যক ভাল জিনিষটী; যে জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে, তাহা ভাল হওয়া চাই।

এই সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে আমরা আরও তথ্য প্রকাশিত করিব।

ইক্ষু চাষ।

[শ্রী সুরথ কুমার সরকার]

বঙ্গদেশে কাজলা, বোম্বাই, ধলি, গাংনি, ভুঁড়ি, হেঁড়ে ঝুপো প্রভৃতি নানা প্রকার ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। এই সকল ইক্ষু প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মায়, তবে দো-আঁশ মাটিতে ইহার আবাদ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়া থাকে। এঁটেল মাটিতে ইক্ষুর চাষ করিলে ইক্ষুগুলি দেখিতে খুবই মোটা হয়, কিন্তু তদনুপাতে উহাতে রস থাকে না এবং সেই রসে চিনির পরিমাণও কম থাকে বলিয়া এইরূপ ইক্ষু গুড় প্রস্তুতের পক্ষে ততদূর উপযোগী নহে। দোআঁশ মাটির ইক্ষুতে রস বেশী থাকে ও তাহাতে গুড়ের অংশও অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এঁটেল মাটীর ইক্ষুর রসে যখন ৭%এর অধিক গুড় পাওয়া যায় না, তখন দোআঁশ মাটির ইক্ষু রসে ৮।৯% পর্য্যন্ত গুড় পাওয়া যায়। তাল, খেজুর ও ইক্ষু—ইহাদের রস জ্বাল দিতে গেলে দেখা যায় যে, যে রসে চিনির পরিমাণ অধিক থাকে তাহা হইতে প্রথম শ্রেণীর গুড় পাওয়া যায় ও সেই গুড় অতি সুন্দর সোনালী রং বিশিষ্ট এবং দানাদার হইয়া থাকে। কিন্তু রসে চিনির পরিমাণ যতই কম হয়, রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে তত অধিক সময় লাগে ও অত্যধিক জ্বাল দেওয়ার ফলে গুড়ও নিম্নতর শ্রেণীর হয়। এইজন্য গুড় প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ইক্ষুর চাষ করিতে হইলে উহা দো-আঁশ মাটিতে করাই শ্রেয়ঃ।

ইক্ষু চাষের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমিতে কার্ত্তিক মাসে ২।৩ বার চাষ দিয়া রাখিয়া পরে মাঘ মাসে বিঘা প্রতি দুই গাড়ী হিসাবে পচা সার ছিটাইয়া পুনরায় চাষ দিতে হইবে। ইহার ১০।১২ দিন পরে পুনরায় একবার চাষ ও মই দিয়া ক্ষেত্রে ইক্ষু রোপন করা যাইতে পারে।

ইক্ষু যদিও বারমাসই রোপণ করা যায় তাহা হইলেও গুড় প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ইক্ষুর আবাদ করিতে হইলে তাহা মাঘ বা ফাল্গুন মাসেই আরম্ভ করা উচিত। অন্য সময়ে গুড় প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ইক্ষু রোপণ করিলে দেখা যায় যে ইক্ষুর রসে চিনির অংশ কমিয়া যাওয়ার ফলে সেই গুড়ে দানার অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। ইহাও পরীক্ষিত সত্য যে অসময়ে রোপিত ইক্ষুর গুড়ে দানা হইলেও সেই দানা একটী বর্ষার পরেই গলিয়া ঝোল হইয়া যায়। তবে কাঁচা খাইবার উদ্দেশ্যে ইক্ষু যে কোনও সময়েই রোপণ করা যাইতে পারে।

ইক্ষু চাষে বিঘা প্রতি ৬৮০ পণ বা ৪৮০০ বীজের প্রয়োজন হয়। "ইক্ষুবীজ" শব্দে আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কোনও ফল বা তাহার শস্যের ইঙ্গিত করিব না। ইক্ষুর দুই বা তিনটী গাঁইট

বিশিষ্ট এক একটী টুকরাকেই আমরা ইক্ষু বীজ বলিব।

ইক্ষুর গাঁইট হইতে বীজ প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে সমস্ত ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বীজোপযোগী ইক্ষু বাছিয়া কাটিতে হয়। তৎপরে প্রত্যেকখানি ইক্ষু সমান তিন খণ্ডে ভাগ করিয়া কাটিয়া উহার গোড়ার অংশে একেবারেই চোখ নাই বলিয়া উহা বর্জ্জন করিতে হইবে এবং ডগার ও মাঝের অংশ পৃথক ভাবে কোনও ছায়াযুক্ত স্থানে কাঁড়ি দিতে হইবে। যে সকল ইক্ষু ক্ষেত্রের মধ্যে শুইয়া পড়ে অথবা হেলিয়া যায় সেই ইক্ষু গুলিই এই-রূপ বীজ প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সরল ও খাড়া ইক্ষু বীজের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। কারণ, এই সকল ইক্ষুর চোখ খুব কম থাকে ও যাহা থাকে তাহাও অপরিপুষ্ট বলিয়া উহা হইতে চারা বাহির হয় না—অথবা হইলেও অত্যন্ত দেরীতে হইয়া থাকে, বীজের জন্য নির্ব্বাচিত ইক্ষুগুলি যাহাতে ঘন গাঁইট বিশিষ্ট হয় তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কাঁড়ি দেওয়া অবস্থায় সপ্তাহকাল রাখিবার পরে মধ্যভাগের ইক্ষুগুলি দুই বা তিনটি গাঁইট অন্তর কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে। ইক্ষু কাটিবার সময় বিশেষ ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় ইক্ষু থেঁৎলাইয়া গেলে তাহা হইতে চারা বাহির হইবে না।

কোনও একটী ছায়াযুক্ত স্থানে অর্দ্ধ হস্ত গভীর ও আবশ্যকমত লম্বা ও চওড়া গর্ত্ত করিয়া কতকগুলি পুরাতন ও শুষ্ক বাঁশপাতা উহার তলায় এক পর্দ্দা বিছাইয়া দিয়া তাহার উপরে উপরোক্ত ইক্ষুর মাঝের অংশের টুকরাগুলি এক প্রস্থ বিছাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে উহার উপর সামান্য পরিমাণে গুঁড়া মাটি ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় একপ্রস্থ বাঁশের পাতা ও ইক্ষু বিছাইতে হইবে। এইরূপে তিন প্রস্থ ইক্ষু বিছাইয়া তদুপরি আর এক প্রস্থ বাঁশপাতা বিছান হইলে তাহার উপরে এক বা দেড় ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। অতঃপর মাঝে মাঝে জলের ছিটা দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই ইক্ষুগুলির গাঁইট হইতে ছক বাহির হইতে আরম্ভ হইবে।

পিপীলিকা ও উইপোকা ইক্ষু চাষের প্রধান ও প্রথম শত্রু। বীজ প্রস্তুতের সময় হাপরে বাঁশপাতা বা তাহার অভাবে খৈল না দিলে উহাদের অত্যাচারে একটীও চারা পাইবার আশা থাকে না। অত্যন্ত উগ্র ও কাঁচা খৈলে একপ্রকার লাল পিপীলিকা জন্মায় বলিয়া বাঁশপাতা পাওয়া গেলে আর খৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। বাঁশপাতা সংগ্রহ করা যেস্থলে কষ্টসাধ্য সেখানে খৈলের গুঁড়ার সহিত উহার একচতুর্থাংশ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া মিশাইয়া লইয়া বাঁশপাতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে পিপীলিকা ও উইপোকার কবল হইতে ইক্ষুগুলি রক্ষা পাইবে।

হাপর দিবার ২০ দিন পরে উপরের মাটি ও পাতা সরাইয়া দেখা প্রয়োজন যে ইক্ষুর টুকরা গুলির গাঁইট হইতে ছক বাহির হইয়াছে কি না। যদি ছক বাহির হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার উপরে কতকগুলি আউশ ধানের বিচালী চাপা-ইয়া দিয়া সামান্য জল দেওয়া আবশ্যক। ছক বাহির না হইয়া থাকিলে বিচালীর পরিবর্ত্তে হাপরের উপরে কেশে খড় বিছাইয়া মাঝে মাঝে জলের ছিটা দিতে হইবে।

প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া ছকগুলির বৃদ্ধি বন্ধ করে ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার ছকগুলি সত্বর বাহির হইয়া থাকে। ছক বাহির করার জন্যই যখন এত পরিশ্রম তখন প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইলে সেই সময়ের মধ্যে ছকগুলি অত্যন্ত লম্বা হইয়া যাইবে ও উহাদিগকে রোপণ করার সময় দেখা যাইবে যে অধিকাংশ ছকই সামান্য চাপেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই জন্য ছকগুলি যাহাতে রোপণের পূর্ব্বেই অধিক লম্বা হইয়া না পড়ে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ছকগুলি দৈর্ঘে এক অঙ্গুলীর অধিক হইতে দেওয়া উচিত নহে। কোনও কারণে যদি উহারা তিন অঙ্গুলীরও অধিক দীর্ঘ হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেই সকল বীজের আর কোনই আশা থাকে না। বীজ রোপণ কালে ছকগুলি মাটির মধ্যে সম্পূর্ণতঃ প্রোথিত থাকিলে তাহার যেরূপ সংক্তে পরিপুষ্টি হয়, উহারা মাটির উপরে ভাসিয়া থাকিলে সেরূপ হয় না। বিশেষতঃ ফাল্গুন চৈত্রের রৌদ্রে উহারা শুকাইয়া মরিয়া যায়; জল সিঞ্চন ব্যতীত উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার আর কোনই উপায় থাকে না। এজন্যও ছকগুলি বেশী লম্বা হইতে দেওয়া উচিত নহে।

বীজ ইক্ষুগুলির ডগার অংশ পৃথকভাবে কোনও নিরাপদ ও ছায়াযুক্ত স্থানে একটী অর্দ্ধ হস্ত গভীর চৌবাচ্চা করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে রোপণ করিতে হইবে।

চৌবাচ্চার তলদেশের মাটি কোদলাইয়া তাহার উপরে এক ইঞ্চি পরিমাণে টাট্কা খৈলের গুঁড়া দিয়া পুনরায় কোদালী দ্বারা উহা মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে উক্ত চৌবাচ্চায় যথেষ্ঠ পরিমাণে জল ঢালিয়া কাদা করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর ইক্ষুর ডগাগুলি খাড়া অবস্থায় একদিকে সামান্য হেলাইয়া পাশাপাশি বেশ ঘন করিয়া রোপণ করিতে হইবে। সমস্ত বীজ এইভাবে রোপণ করা হইয়া গেলে কতকগুলি শুষ্ক বাঁশের পাতা উহার উপরে ছিটাইয়া দিয়া তাহাতে প্রত্যহ জলের ছিটা দিতে হইবে। জলের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে ইহা ইক্ষুগুলির অঙ্গ বহিয়া মাটি স্পর্শ করিবে মাত্র—মাটি আর কর্দ্দমাক্ত হইবে না। জলের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে সমস্ত বীজ পচিয়া নষ্ট হইতে পারে।

ইক্ষুর ডগার বীজ ১৫।১৬ দিনের মধ্যেই ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হয়। সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই ক্ষেত্র যাহাতে প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। জমি প্রস্তুত হইলে ডগার বীজগুলি চৌবাচ্চা হইতে তুলিয়া ২।৩টী চোখ রাখিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে হইবে। তৎপরে ক্ষেত্রে সারিবন্দিভাবে খুকি করিয়া তন্মধ্যে বীজগুলি পুঁতিয়া যাইতে হইবে। ইক্ষুক্ষেত্রের একটী সারি হইতে অপর সারির দূরত্ব দুই হাত করিয়া হওয়া প্রয়োজন এবং ইহার এক হস্ত পরিমিত স্থান হইতে অর্দ্ধ হস্ত গভীরভাবে মাটি তুলিয়া এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশ বা নালীর মধ্যে প্রতি দুই হাত অন্তর একটী করিয়া খুবি প্রস্তুত করিতে হয়। বৈকালে সূর্য্যোত্তাপ কমিয়া গেলে এই খুবির মধ্যে ইক্ষুবীজ রোপণ করা বিধেয়।

ছাপর হইতে ইক্ষুবীজ উঠাইবার সময় লক্ষ্য

রাখা উচিত যেন হাপরটী বেশ ভিজা থাকে, অন্যথায় বীজগুলির নবজাত শিকড় ছিঁড়িয়া বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে। বীজ উঠাইয়া প্রত্যেকটীকে পরস্পর হইতে সাধ্যমত ভাবে পৃথক ও অসংলগ্ন করিয়া রাখিতে হইবে। অন্যথায় চুকগুলি চাপাচাপিতে ভাঙ্গিয়া যাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

ইক্ষু রোপণের সময়ে প্রত্যেক মাদায় (খুবিতে) এক ছটাক হিসাবে টাট্‌কা সরিষার খৈল মিশাইয়া দিলে ইক্ষুর পরম শত্রু উই পোকা ও পিপীলিকার কবল হইতে বীজগুলি রক্ষা পাইবে। ইক্ষু বীজ রোপণ করা হইয়া গেলে পুনরায় সম পরিমাণ খৈল লইয়া ক্ষেত্রময় সমস্ত নালীর উপরে ছিটাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

রোপণের সময়ে প্রতি মাদায় ৪।৫টী করিয়া ইক্ষুর চুক যাহাতে থাকে তদুদ্দেশ্যে ২।৩ খানি বীজ ইক্ষু রোপণ করা উচিত। বীজ রোপণ করিয়া উহার উপরে ২।৩ অঙ্গুলী পরিমাণ গুঁড়া মাটি চাপা দিয়া চুকগুলি ঢাকিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় প্রখর রৌদ্র তাপে চুকগুলি শুকাইয়া নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। বীজ রোপণ করা হইয়া গেলেই সমস্ত বীজে এরূপ পরিমাণে জলসিঞ্চন করা আবশ্যক যে প্রত্যেক বীজের গোড়ায় ২০।২২ মিনিট কাল জল দাঁড়াইয়া থাকে।

বীজ রোপণের ২।৩ দিন পরে "যো" হইলে নিড়ানির দ্বারা গভীর ভাবে মাটি খোঁচাইয়া (খুসিয়া) দিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্যে

সাবধানতা অবলম্বন না করিলে অঙ্কুরিত চারার গায়ে আঘাত লাগিয়া উহা নষ্ট হইতে পারে। খুঁড়িবার সময়ে যদি দেখা যায় যে ইক্ষু চারার কোনও পাতা শুষ্ক হইয়াছে তাহা হইলে সেই পাতাটী খুব ধারাল ছুরী দ্বারা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিলে কীট পতঙ্গের অত্যাচারের আশঙ্কা অনেক কম হয়।

ইক্ষুর গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়ার ৩।৪দিন পরে পুনরায় একবার জল সিঞ্চন করা প্রয়োজন। অতঃপর জমির "যো" হইলেই কোদাল দ্বারা সমস্ত মাটি চালিয়া সমান করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য করিবার সময়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যে কোনও চড়ার উপরে দুই-আড়াই ইঞ্চির অধিক মাটি চালা না পড়ে। এইরূপে মাটি সমান করিয়া দেওয়ার ১৫।১৬ দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে ক্ষেত্রে পুনরায় একবার জল সিঞ্চন করা প্রয়োজন। তৎপরে বৈশাখ মাসের মধ্যে সুবিধাজনক যে কোন সময়ে সমগ্র ক্ষেত্রটী একবার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দিতে হয়।

অতঃপর ইক্ষুগুলি "ঝুপো" মারিয়া উঠিলে (অত্যধিক কাঁচা ও অর্দ্ধশুষ্ক পাতার ঝোপ হইলে) উহার শুষ্ক ও অর্দ্ধশুষ্ক পাতাগুলির দ্বারা প্রত্যেক ঝাড় ইক্ষু জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহার অন্যথা করিলে ক্রমে ইক্ষুগুলি হেলিয়া পড়িয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ও প্রত্যেকটী ইক্ষুদণ্ড তাহার নিজস্ব ডালপালা জন্মাইয়া এক একটা "ইক্ষুবৃক্ষ" হইতে চেষ্টা করে। ইক্ষুর ডালপালা বাহির হইতে আরম্ভ হইলেই উহার গাঁইট গুলি ঘন ঘন হইতে আরম্ভ হয় ও উহার রসও কমিয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে অথবা আষাঢ় মাসের প্রথমে "যো" বুঝিয়া পুনরায় সমস্ত ক্ষেত্র একবার কোদলাইয়া তাহার মাটি সমানভাবে চালিয়া দেওয়া প্রয়োজন। জমি কোদলান শেষ হইয়া গেলে ইক্ষুর ঝাড়গুলি ইতিপূর্ব্বে যতদূর পর্য্যন্ত বাঁধা হইয়াছিল তাহার উর্দ্ধদেশে আর একবার পুরাতন পাতা জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই কার্য্যের সময় ইক্ষুগুলির পুরাতন বন্ধন খুলিয়া দেওয়ার আবশ্যক নাই—ইক্ষুর নূতন যেটুকু বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই অংশ মাত্র নূতন করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপে ইক্ষুগুলি বাঁধিয়া দিবার পরে যথেষ্ট আলোক ও সূর্য্যোত্তাপের অভাব বশতঃ ও বর্ষার জল পাইয়া উহারা অতি সহজেই বেশ মোটা, সুরসাল ও পাতলা গাঁইট বিশিষ্ট হয়। এই জন্য ইক্ষুচাষীর স্মরণ রাখা উচিত যে ইক্ষুচাষের সর্ব্বপ্রধান পাইট উহাকে সময়মত জড়াইয়া বাঁধা।

আষাঢ় মাসের শেষভাগে ইক্ষুর গোড়ায় ৪।৫ অঙ্গুলী উচ্চ করিয়া মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে ও দাঁড়ার মাটী হাত দিয়া ঈষৎ চাপিয়া দিতে হইবে। বর্ষায় ইক্ষুর যে নূতন শিকড় বাহির হয় তাহারা যাহাতে ইক্ষুগুলিকে অধিকতর পুষ্ট করিতে পারে তজ্জন্যই এই দাঁড়া বাঁধার ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত বর্ষায় মাটি নরম হয় বলিয়া দাঁড়া না বাঁধিয়া দিলে ইক্ষুগুলি হেলিয়া অথবা শুইয়া পড়িবারও আশঙ্কা থাকে। শায়িত ইক্ষুদণ্ড আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না, উহার গাঁইটগুলি অপেক্ষাকৃত ঘন হয়, উহা হইতে সহজেই ডালপালা নির্গত হইয়া থাকে এবং উহার রসে চিনির অংশও কমিয়া যায় এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যে প্রকারেই হউক ইক্ষুদণ্ড খাড়া করিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

মুরগীর ঘর

মুরগীর ব্যবসা করিতে হইলেই মুরগীর জন্য ঘরের প্রয়োজনীয়তার বিষয় সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর ঘরখানি এবং আশে পাশে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। আর এই পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক করে রাখিতে হইলে ঐ ঘরের বায়ু চলাচল যেন ভাল হয়।

কি ভাবে মুরগীর জন্য ঘর তৈয়ার করা যায়, এ কথার বিচার করিতে হইলে প্রথমে একটী ছোট-খাট পোলট্রির বিষয় বলা উচিত। মনে করুন ১২টী মুরগী লইয়া একটী পোলট্রি খোলা হইয়াছে। ১২টী মুরগী রাখিতে হইলে ৬ফুট লম্বা, ৬ফুট চওড়া এবং সম্মুখে ৪ফুট উচ্চ একটী ঘর তৈয়ার করিলেই যথেষ্ট হইবে। ৬ফুট চওড়া, ১২ ফুট লম্বা একটী ঘরে শীতের দিনে ৫০টী মুরগী রাখা যাইতে পারে। অবশ্য গ্রীষ্মকালে ইহা অপেক্ষা কম মুরগীর জন্য স্থান হইতে পারে। ইহা ছাড়া ১২টী পাখীর জন্য একটী ছোট উঠান ৩৬ফুট লম্বা ও ১৮ ফুট চওড়া এবং ৫০টী পাখীর জন্য অপেক্ষাকৃত বড় উঠান ১০৮ ফুট ও ৩৬ফুট হইলে কাজ চলিতে পারে; অবশ্য উঠান বা আঙ্গিনা যত বড় হয়, ততই ভাল। ছবিতে যেরূপ দেখান হইয়াছে, ঘর খানি এক কোণে হওয়া উচিত, এবং সমুখে খোলা জমী বা উঠান থাকা উচিত। ঘরটী অন্যদিকে বন্ধ হওয়া উচিত, কিন্তু সম্মুখের শেডটী খোলা হওয়া দরকার। এই শেডটী জমী হইতে প্রায় ১ফুট উচু হওয়া উচিত, এবং উপরে জাল দেওয়া হইলে খুব ভাল হয়। বর্ষাকালেও যেন এইরূপ শেডে কয়েকটী মুরগী রাখা যাইতে পারে। ঘরের ছাতও একটু বিস্তৃত হইলে ভাল; এবং উপরে একটী নালীও হইলে জল নিকাশের সুবিধা হয়। এইরূপ একটী ছোট ঘর তৈয়ার করা খুব সহজ। এইরূপ ঘর দক্ষিণ মুখী হওয়া উচিত, এবং ইষ্টক, কাঠ বা মাটীর দেয়াল দিলে ভাল হয়। ঘরের চারিদিক খোলা রাখিয়া জাল দিয়া বন্ধ রাখিলে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা হয়। ইট কিংবা মাটীর দেয়াল হইলে ভিতরে ও বাহিরে চুণকাম করিয়া দেওয়া উচিত, এবং যদি কাঠের দেয়াল করা হয়, তাহা হইলে ৭ ভাগ কেরোসিন এবং ১ ভাগ আল্‌কাতরা দিয়া ভিতর দিকটা লেপ দেওয়া দরকার। বাহিরের দিকে প্রথমে কেরোসিন দ্বারা এবং পরে white paint দিয়া পেণ্ট করিয়া দিলে ভাল হয় নচেৎ আলকাৎরা মাখাইয়া দিলেও বেশ কাজ চলে এবং উইয়ের উপদ্রব হইতে দেওয়াল রক্ষা করা যায়।

ছাত তৈয়ার করিতে হইলে খড়, ইট বা টালি ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু টিন

বা করগেট ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ গ্রীষ্মকালে উহা অত্যন্ত গরম হওয়ায় মুরগীর ভয়ানক কষ্ট হয়। দেওয়াল ও চাতের মাঝখানে কোনরূপ খালি জায়গা থাকা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে ইঁদুর বিড়ালের উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক ঘরে একটী করিয়া trap door রাখা উচিত।

এইবার আমরা মুরগীর ঘরের এবং শেডের মেঝের কথা বলিব। বলা বাহুল্য, ভিজা মেঝের উপর মোরগ ও মুরগী সচ্ছন্দে ছুটাছুটী করিতে পারিলেও এরূপ ভিজা মেঝের ঘরে রাখিলে ইহারা অচিরেই অসুস্থ হইয়া মারা যায়। জমী যদি ভিজা হয় তাহা হইলে মাটী খুঁড়িয়া শক্ত জমী বাহির করা উচিত। শক্ত জমী বাহির

মুরগীর ঘর

হইলে তাহার উপর এক চাপ ইষ্টকচূর্ণ বা পাথরের কুঁচি ১ ফুট কিংবা ২ ফুট উঁচু করিয়া দেওয়া দরকার। এমন ভাবে কাঁকর প্রভৃতি দেওয়া উচিত যাহাতে সাধারণ জমী হইতে অন্ততঃ ৬ ফুট উঁচু হয়। ইহার উপর আবার এক চাপ টাটকা চুণ ও পাথর গুঁড়ার কংক্রীট দিয়া শক্ত করা উচিত। যদি ইঁদুরের ভয় থাকে তাহা হইলে কংক্রীটের তলে লোহার সূক্ষ্ম জালতি দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালের অন্ততঃ ৩ফুট উপর পর্য্যন্ত একটা আবরণ দিলে ইঁদুর আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। কংক্রীটের শক্ত জমীর উপর শুকনা মাটী বা বালি এবং খড় দিতে পারা যায়। মুরগীর মেঝে রোজই অথবা ২।৩ দিন অন্তর পরিষ্কার করা উচিত।

এইরূপে কংক্রীটের মেঝে তৈয়ারী হইলে তাহার উপর শুষ্ক বালী, মাটীর গুঁড়া অথবা খড় বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর মুরগী রাখিতে হয়।

জমী যদি শুকনা হয় তাহা হইলে এ সমস্ত করিবার কোন দরকার নাই। ঘর এবং শেডের জন্য মাটী চাপিয়া দিলেই যথেষ্ট, কিন্তু শেডের জন্য প্রথম কয়েক ইঞ্চি জমী তুলিয়া ফেলিয়া তলার মাটীটি প্রথম দুর্ম্মুশ দিয়া শক্ত করিয়া ফেলা উচিত, তাহার পর উপরে মাটী দিয়া পুনরায় দুর্ম্মুশ দিয়া শক্ত করিয়া ফেলা প্রয়োজন। মোরগ ও মুরগীর বিষ্ঠা প্রতিদিন প্রাতে পরিষ্কার করা উচিত, এবং মাসে অন্ততঃ একবার মেজের উপরিভাগ তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মাটীর দ্বারা পুনরায় তৈয়ার করা প্রয়োজন। এই ভাবে ঘর ও শেড পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

মুরগীর বাসা

মুরগীর ঘরের বিষয় যথেষ্ট বলা হইয়াছে। অবশ্য ঘরের বিষয় প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যেন সমস্ত হাতের নিকটে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং
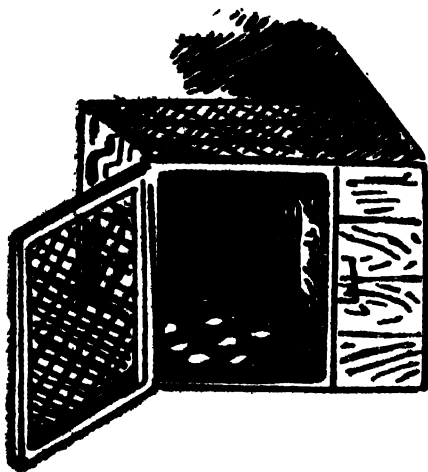
Trap door বিশিষ্ট মুরগীর ঘর

হাওয়াযুক্ত হওয়া খুবই দরকার। মুরগীর বাসাগুলিও দেয়াল হইতে ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চি উঁচুতে দেয়াল ধরিয়া তৈয়ার করা উচিত। ঐ বাসাগুলি ভাল শক্ত কাঠের তিন ইঞ্চি করিয়া চওড়া হওয়া উচিত, এবং ধারগুলি গোল হওয়া দরকার। যদি যথেষ্ট স্থান থাকে, তাহা হইলে পাখীগুলি উড়িয়া নামিতে নতুবা পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ বসিবার স্থানগুলির ব্যাস ১॥ হইতে ২॥ ইঞ্চি হওয়া উচিত। কাঠের স্থানগুলি ঢিলা হওয়া উচিত, এবং মধ্যে মধ্যে সে গুলিকে বাহির করিয়া পরিষ্কার করিয়া তৈল ও মোম দিয়া মাজিয়া ঘষিয়া রাখা উচিত, তাহা না হইলে উই বা অনুরূপ পোকা ধরিতে পারে। বড় পাখীর জন্য ঐ বাসা প্রায় ১ ফুট বা ১॥ ফুট উঁচুতে হওয়া উচিত, এবং ছোট ছোট পাখীর জন্য ২ হইতে ৩ ফুট উচ্চে অবস্থিত হওয়া উচিত।

বসিবার কাঠগুলি পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার, এবং প্রত্যেক দিন প্রাতে মাটি কিংবা বালী কিংবা ছাই ছড়াইয়া দেওয়া উচিত।
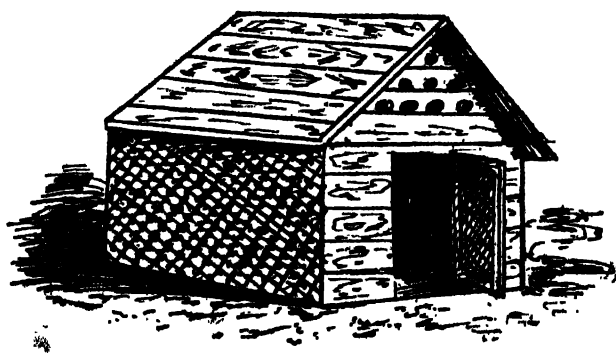
ডিম পাড়িবার বাসা।

ডিম পাড়িবার স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন। সেই জন্য প্রত্যেক পাখীর বাসায় আলাদা স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ডিম পাড়িবার ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণতঃ মাটীর গামলা

ব্যবহার হয়। ঐ গামলাগুলির ব্যাস হয় ১৮ ইঞ্চি এবং ৯ ইঞ্চি গভীর হয়, এবং পাখীদের বাসার এক কোণে রাখা হয়। প্রায় ৬ ইঞ্চি গভীর সূক্ষ্ম মাটী, বালি কিংবা শুক্‌না ছাই দিয়া গামলাগুলি ভরিয়া রাখা হয়। ইহা ছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যবসায়ীগণ অন্যান্য নানাবিধ ডিম পাড়িবার স্থান ব্যবহার করেন। তাহার একটীর ছবি দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত স্থানে ডিম পাড়িবার এমন সুব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ডিম পাড়িবার পর মুরগীগুলি যেন ডিমগুলি না মাড়াইয়া চলিয়া আসিতে পারে।

স্নান ও খাওয়ার ব্যবস্থা।

মোরগ ও মুরগীর স্নান ও আহারের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব সরল হওয়া উচিত। এমন একটী লম্বা বাক্সের বন্দোবস্ত করা দরকার যাহাতে সব পাখীগুলি এক সঙ্গে দানা ইত্যাদি খাইতে পারে, এবং দুই পার্শ্বে জলের আধার দুইটী এমন ভাবে রাখা দরকার যে তাহাতে জল খাওয়া চলিতে পারে। জলের পাত্র দুইটী লোহার না হইয়া বরং কাঠের হইলেই ভাল হয়, কারণ লোহার হইলে মরিচা ধরিবার সম্ভাবনা। মরিচা ধরিলে পাখীদের লোম বা পালক ছিঁড়িয়া গিয়া আঘাত লাগিবার ভয় আছে।

আর এক প্রকার খাওয়াবার পাত্র আছে যাহাতে খাওয়ান আপনিই হয়। এই পাত্রটীর আকৃতি মোরগ ও মুরগীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে এবং এমন ভাবে প্রস্তুত যে খাইবার স্থানটী আপনিই দানা দ্বারা ভরিয়া যায়। তাহা ছাড়া

পাত্রটী এমন ভাবে প্রস্তুত যে ছানা গুলি খাবার ছড়াইতে পারে না ; ছোট মুরগী ও ছানাগুলির জন্য দানার গামলা একটু গভীর হওয়া উচিত। গামলার চারিদিকে এমন ভাবে জাল দেওয়া থাকে, যে সুবিধা মত তাহা উপরে বা নীচে করিতে পারা যায়।

মুরগীরা তৃষ্ণাতুর জীব, সুতরাং তাহাদের পানীয় জলের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা উচিত। সাধারণতঃ শেডের এক ছায়া পূর্ণ স্থানে জলের পাত্র রাখা হয়। পাত্রটী প্রতিদিন পরিষ্কার করা উচিত। দিনে দুইবার করিয়া জল পরিবর্ত্তন করা দরকার। পাত্রটী যখন খুব অপরিস্কার হইয়া যায়, তখন তাহা বদলাইয়া একটী নূতন পাত্র রাখা উচিত।

মুরগীর ছানাগুলি যখন ছাড়া থাকে তখন দেখা উচিত যাহাতে তাহারা জলপাত্রে পড়িয়া না যায়। ছানাগুলিকে বড় বড় পাখী হইতে আলাদা রাখিলেই ভাল হয়। তাহাদের জল পাত্র গুলি ছোট এবং অগভীর হওয়া উচিত। কখনও কখনও জলের পাত্রের মধ্যস্থল উঁচু করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে মুরগীগুলি জলে নামিয়া জল নষ্ট না করিতে পারে।

পাখীগুলির স্নানের জন্য মাটী, ধূলা বা ছাই রাখা দরকার, কারণ এইরূপ ধূলায় স্নান না করিলে তাহাদের শরীরে পোকা ধরে—বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে, যখন মাটী সেঁতসেঁতে থাকে, এবং শুকনা ধূলা পাওয়া যায় না। এইরূপ ধূলাযুক্ত স্নানের স্থানটী ২ হইতে ৩ ফুট লম্বা এবং চওড়া হওয়া উচিত, এবং ইহাতে অন্ততঃ একফুট পরিমাণ মাটী ও ছাই মিশ্রিত থাকা দরকার। এই ধূলার সহিত সামান্য পরিমাণ disenfectant যেমন গন্ধকগুঁড়া মিশান থাকিলে ভাল হয়। ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটী সর্ব্বদাই ছাই ও ধূলায় পরিপূর্ণ থাকা উচিত।

(ক্রমশঃ)

দণ্ডিত দোকানদারগণের তালিকা

গত জুন ও জুলাই মাসে কলিকাতার যে সমস্ত দোকানদারগণ পচা ও ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করার জন্য দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

দোকানদারের নাম ও ঠিকানা।	বিক্রিত দ্রব্য	দণ্ডের তারিখ ও জরিমানার পরিমাণ
রাধানাথ পাইন বহুবাজার বাজার	ফল	২১—৭—৩৩ ৬৲
আকলু বহুবাজার বাজার	পচা মাছ	২৮—৭—৩৩ ৫৲
ধরিচন শিউ ১১৪ প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট	সোডাওয়াটার	২৮—৭—৩৩ ২৲
গঙ্গা ৬ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ	মিষ্টান্ন	২১—৭—৩৩ ১৲
চেতী সাহা রাম সাহা ৭, কলাবাগান বস্তি	সরিষার তেল	১৪—৭—৩৩ ৮৲
হিরুয়া ৩৬, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট	মিষ্টান্ন	১৪—৭—৩৩ ৩৲
বিরেশ নাথ ভট্টাচার্য্য ৭৮, হ্যারিসন রোড	”	২৮—৭—৩৩ ৮৲
বিমল চন্দ্র ঘোষ ৪৮, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ	”	২৮—৭—৩৩ ৪৲
শিবশঙ্কর কোং ১৫১, হ্যারিসন রোড	পটাস্ সাইট্রাস্	১০—৭—৩৩ ১২৫৲
কানাইলাল সাধুখাঁ ১৮৪, অপার চীৎপুর রোড	সরিষার তেল	১৫—৭—৩৩ ১৫৲

প্রভুল কুমার মুখার্জ্জি	মাখম	২২—৭—৩৩
১৭-১৯ আর, জি, কর রোড		৪৲
পাগল পাকই	মাছ	২২—৭—৩৩
শ্যামবাজার বাজার		২॥০
হরি সাহ	সরিষার তৈল	৮—৭—৩৩
৪৭ নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট		৪৲
শ্রীমতী সুন্দরী শ্যানাই	সরিষার তেল	১৫—৭—৩৩
১১৯, আপার চিৎপুর রোড		১২৲
সূর্য্যনাথ সিংহ	খাবার	৮—৭—৩৩
১০৩ বিডন ষ্ট্রীট		৪৲
হরেন্দ্র লাল সাহা	ঘৃত	৮—৭—৩৩
৫৯, গৌরীবাড়ী লেন		২৫৲
অন্নদা প্রসাদ ঘোষ	দুধ	৮—৭—৩৩
৮৭-১ বিডন ষ্ট্রীট		৫৲
অনন্ত ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	মাখম	৮—৭—৩৩
৮০-৮১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট		৪৲
উমেশ চন্দ্র দে	সরিষার তেল	৬—৭—৩৩
১৭৩-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট		১০৲
চীরঞ্জীলাল রঘুনাথ	ঘি	১৫—৭—৩৩
৮, গ্রে ষ্ট্রীট		১৫৲
পঞ্চানন ও আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঘি	১৫—৭—৩৩
১৮, নিলমণি মিত্র ষ্ট্রীট		১৫৲
জগন্নাথ ও লক্ষ্মীদাস	মিষ্টান্ন	১৫—৭—৩৩
১৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট		৬৲
ভোলা সাহা ও সুখদেব	”	১৫—৭—৩৩
১৫৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট		৫৲
দাশরথী মোদক	”	২২—৭—৩৩
৫৪-১, গ্রে ষ্ট্রীট		৪৲
ভূষণ চন্দ্র মোদক	”	২১—৭—৩৩
৮, গ্রে ষ্ট্রীট		৫৲
হলধর মিশ্র	খাবার	২২—৭—৩৩
২০, উল্টাডাঙ্গা		৫৲

বলরাম পাণ্ডা, কৃষ্ণ তেওয়ারী ও		
বনমালি পাণ্ডা ২ গ্রে ষ্ট্রীট	খাবার	২২—৭—৩৩
সুধাংশু চরণ ঘোষ		৫৲
৬৭, কালিপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট	মিষ্টান্ন	২২—৭—৩৩
প্রেমসুখ লাল, গিরিধারী লাল		২৲
মেঘরাজ আগরওয়ালা	সরিষার তেল	২৯—৭—৩৩
১৫৯, মাণিকতলা ষ্ট্রীট		৫০৲
আবদুর রহমান	ডিম	২৯—৭—৩৩
৮০-৮১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট		৫৲
অমূল্য চরণ দে	পচা ফল	২৯—৭—৩৩
১৫৯, মাণিকতলা ষ্ট্রীট		৩৲
রামেশ্বর রাম ও রামঅবতার	সোডা জল	২৯—৭—৩৩
৫৪, গ্রে ষ্ট্রীট		৫৲
গুলজরি লাল, রামচাঁদ	মিষ্টান্ন	২৯—৭—৩৩
৭৬-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট	”	৪৲
মদনমোহন ঘোষ		২৯—৭—৩৩
১৪, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট	মিষ্টান্ন	৪৲
কৃষ্ট পাণ্ডা		১৫—৭—৩৩
৬৮, মিত্র লেন	সরিষার তেল	১০৲
সাধন গরাই		৮—৭—৩৩
১২৩-১, অপার সারকুলার রোড	মাখম	২৲
সদাশিব		২৯—৭—৩৩
৫৬, অপার চিৎপুর রোড	পচা মাছ	২৲
হরি লাল গুপ্ত		৮—৭—৩৩
১৯৭, দর্মাহাটা ষ্ট্রীট	...	৪৲
পিতাম্বর আগরওয়ালা		৮—৭—৩৩
৫০, ” ”	...	৪৲
সতীশ চন্দ্র হালদার		৮—৭—৩৩
” ”	...	৪৲
অতুল বিহারী সরকার		৮—৭—৩৩
১৮-এ, নিমতলা ষ্ট্রীট	...	৪৲
লছমী নারায়ণ সাহা		৮—৭—৩৩
২৪ ” ”	...	৫৲
রামনাথ		২২—৭—৩৩
৯-২১, কালাকার ষ্ট্রীট	দুগ্ধ	২৫৲
সত্যচরণ, কালীপদ ব্যানার্জ্জি		২৯—৭—৩৩
৩২, বাঁশতলা ষ্ট্রীট	ঘৃত	৫৲
পুরাণ চন্দ্র পাল		২৯—৭—৩৩
২, তনসুক লেন	সাগু	৭৲

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষি।

তরমুজ, খরমুজা, লাউ, কুমড়া, ভুঁয়ে শশা, করলা, উচ্ছে, কাঁকুড়, পেঁয়াজ, মটর, পালম শাক প্রভৃতির বীজ এই সময়ে বপন করা হয়। বিদেশী সজীর মধ্যে সিলেরী, টম্যাটো, মটর, মূলা, বীট প্রভৃতির বপন কার্য্য কার্ত্তিক মাসে সমাধা না হইলে এই মাসে উহা বপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পটল মূল ও আলু এসময়েও লাগান চলে। ফুলকপি ও বাঁধাকপি চারা কোন কোন স্থলে এসময়েও লাগান হইয়া থাকে। শীত-প্রধান স্থানে হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এবং আসামে এখনও ফুল ও বাঁধা কপির বীজ বপন করা চলে। নিম্নবঙ্গে কপি চারা বসাইতে আর মোটেই বিলম্ব করা উচিত নহে।

যে সমস্ত কপি চারা ও বিদেশী সজী বীজ কার্ত্তিক মাসে বসান হইয়া গিয়াছে তাহাদের এসময়ে পরিচর্য্যা করা বিশেষ আবশ্যক। গাছ বেশ বসিয়া গেলে সেই সমস্ত গাছের গোড়ায় মাটি টানিয়া উঁচু করিয়া দেওয়া আবশ্যক। লাউ, কুমড়া, শশা, তরমুজ, খরমুজা প্রভৃতির গাছ বাহির হইলে উহাদের গোড়া খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্ব বপিত আলু এবং বিদেশী সজার ভাটীতে এখন হইতে জল সেচন করিতে পারা যায়। বেগুণ, লঙ্কা কার্পাস চয়ন, আকের জমিতে জল সেচন এবং আকের পাতা বাঁধিয়া দেওয়া এই সময়ের কার্য্য। যব, গম, ছোলা, যই, মুগ, মটর, প্রভৃতি রবিশস্তের বীজ কার্ত্তিক মাসে লাগান না হইয়া থাকিলে এই সময়ে লাগাইতে আর মোটেই বিলম্ব করা উচিত নয়।

ভার্ব্বেনা, ক্রাইসেন্থিমাম, ডায়েস্থাস, সুইট্‌পি, ন্যাশটারসিয়াম, ফ্লক্স, এষ্টার, প্যান্সি পিটুনিয়া, মিগ্নোনেট প্রভৃতি মরশুমী ফুল বীজ কার্ত্তিকমাসে লাগান না হইয়া থাকিলে এই সময়ে অবিলম্বে উহা লাগান উচিত। মরশুমী ফুল বীজের চারা সংগ্রহ করিয়া এখন লাগাইতে পারিলে ভাল হয়।

এই সময় গোলাপ গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সঙ্গে উহাদের গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৭।৮ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া লইয়া গাছের গোড়ায় নীরস জমি হইলে তরল সার এবং সরস জমিতে গুঁড়া সার প্রয়োগ করা অবশ্যক। মার্শালনীল

প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাটিবার আবশ্যক হয় না। হাইব্রিড গোপের ডাল বড় হয় এজন্য সেগুলির গোড়া ঘেঁসিয়া ছাঁটিবার আবশ্যক করে না। শুষ্কপ্রায় ও পুরাতন ডাল ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া আবশ্যক। ডাল ছাঁটিবার সময় Pruning shear ব্যবহার করা উচিত।

পচা গোময় সার, সরিষার খইল, পাতা পচা সার ও পোড়ামাটী প্রত্যেকটী একভাগ করিয়া লইয়া একত্র মিশাইয়া গোলাপ গাছে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মিশ্র সারের সহিত ভুষা মিশাইয়া দিলে ফুলের বর্ণ বেশ উজ্জ্বল হয়। পুরাতন পাকা বাটীর রাবিশ চুর্ণ অভাবে পোড়ামাটী ও সামান্য গুঁড়া চুণ মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

যাবতীয় ফল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কিছুদিন রৌদ্র লাগাইয়া তাহাদের গোড়ায় গোবর সারের সহিত নূতন মাটী মিশাইয়া প্রয়োগ করা উচিত।

"কৃষি লক্ষ্মী"

মাথাঘোরায়ঃ—যাহার মাথা ঘোরে তাহাকে দুর্ব্বাঘাসের ডগা একতোলা গব্যঘৃতে ভাজিয়া খাওয়াইবে। পরে, বীচি না হইয়াছে এইরূপ ডুমুর এক তোলা ভাল ঘৃতে ভাজিয়া খাইতে দিবে। পরে লাউএর তৈল কিঞ্চিৎ মাথায় মলিবে। ইহাতে মাথা ঘোরা ভাল হইবে। (লাউএর তৈল পশারির দোকানে পাওয়া যায়)।

স্তন্যবৃদ্ধিঃ—শ্বেতসর্ষপ ও বৃহতীমূল বাটিয়া দুগ্ধের সহিত খাইলে স্তনে দুগ্ধ হয়। (প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা, দুধ এক পোয়া)।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের শিকড় শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লইবে। এই গুঁড়া আধ তোলা ও আতপ চাউলের গুঁড়া আধ তোলা একত্র করিয়া আধসের দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সাত দিবস খাইলে অধিক দুগ্ধ হইবে।

দন্তস্রাবনেঃ—যাঁহাদের দাঁতের গোড়া শিথিল হইয়াছে বা দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে অথবা উপদংশ জনিত রোগের জন্য দাঁতের পীড়া আছে, তাঁহাদের পক্ষে আস্‌-সেওড়ার ডালের দাঁতন বিশেষ উপকারী।

কোষ্ঠ বদ্ধতায়—ঘোলের সহিত একটু যোয়ানের গুঁড়া ও বিট্‌লবণ মিশাইয়া খাইবে। হরীতকীর গুঁড়া চারি আনা মাত্রায় গুড়ের সহিত প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। ত্রিফলা চুর্ণ ঘোলের সহিত খাইবে।

শূল বেদনা—অর্দ্ধপোয়া দাড়িম্বের রসে দুই আনা যবক্ষারের গুড়া মিশাইয়া পান করিবে। অবগাহন (Hot bath)—কুলপাতা বা বেল পাতা দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ জলে কোমর পর্যান্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকিবে।

—রক্তপ্রদরে—

(১) কাঁটানটের মূল চারি আনা একটু মধু সহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর বন্ধ হইয়া থাকে।

(২) রক্তপ্রদর যদি অনেক দিনের হয় তাহা হইলে কাঁটানটের মূল চারি আনা বাটিয়া এক তোলা গাঁদা ফুলের পাতার রস সহ মিশাইয়া সেবন করিলে সুন্দর ফল দর্শিয়া থাকে।

পাণ্ডু রোগে—ভৃঙ্গরাজের রস সেবনে যকৃতের ক্রিয়া সতেজ করতঃ রক্ত শুদ্ধি হওয়ায় পাণ্ডু (ন্যাবা) রোগ উপশমিত হয়।

কুষ্ঠেঃ—কুষ্ঠরোগে নিমপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঘা ও পচন বাড়িতে পারে না এবং অত্যন্ত রক্ত শোধক ও বলকারক বলিয়া ভৃঙ্গ-রাজের রস ১ তোলা, মঞ্জিষ্ঠা চূর্ণ৵০ আনা সহ প্রত্যহ এক বা দুইবার খাইলে কুষ্ঠের ক্ষত কমিয়া আসে।

রক্তভেদ হইলেঃ—যাহার রক্ত-ভেদ হয় এবং যাহার মলের সহিত রক্ত পড়ে তাহার ঔষধি—

রেউচিনি—১।৷০ তোলা
মৌরী— ৷৷০ „

দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া রোগীকে অল্প অল্প করিয়া দিনের মধ্যে পাঁচ সাত বার খাওয়াইবে। ইহাতে রক্তপড়া ভাল হইবে।

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে, তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

হাওড়া ষ্টেশন

ই আই আর ঃ—

	পৌঁছে	ছাড়ে
কলিকাতা-দিল্লী মেল—	সকাল ৮-২৪	রাত্রি ১০-০
বোম্বে মেল	সকাল ১০-৩০	রাত্রি ৮-৪৫
কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল—	সকাল ৬-৩০	রাত্রি ৮-৩০
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল বোম্বাইয়ের বেলার্ডপীয়ার পর্য্যন্ত (কেবল বৃহস্পতিবার)—		রাত্রি ১০-১৫
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস মেন লাইন এবং সাহারানপুর হইয়া—	রাত্রি ১-৪০	সকাল ১১-১০
দিল্লী এক্সপ্রেস গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া—	বৈকাল ৫-৩৫	বৈকাল ৪-৩০
দেরাদুন এক্সপ্রেস গ্র্যাণ্ডকর্ড হইয়া—	সকাল ৫-৫৪	রাত্রি ১০-৩০
বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট এক্সপ্রেস, মেন লাইন হইয়া (কেবল তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণী)	সকাল ৮-১০	বৈকাল ৪-৪৫
মোকামা পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর মোগলসরাই পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার মেন লাইন হইয়া	সকাল ৬-২০	রাত্রি ৯-২০
কিউল পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর দানাপুর পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জারলুপ হইয়া—	সকাল ৭-৩৫	রাত্রি ৭-৩০

বি এন আর ঃ—

বোম্বে মেল ...	সকাল ৭-৫৪	সন্ধ্যা ৫-৩০
মাদ্রাজ মেল ...	সকাল ১০-৪৪	সন্ধ্যা ৭-৩৪
পুরী এক্সপ্রেস ...	সকাল ৭-৩০	রাত্রি ৮-৪৬
গামা প্যাসেঞ্জার...	রাত্রি ৯-৪৮	সকাল ৬-৩২
পুরুলিয়া ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার ...	সকাল ৬-০	রাত্রি ৯-৪৪
হাওড়া-নাগপুর প্যাসেঞ্জার ...	সকাল ৬-৩০	রাত্রি ৯-৫

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই আই আর ঃ—

দার্জ্জিলিং মেল ...	সকাল ৭-২৪	রাত্রি ৮-৪০
আসাম মেল ...	মধ্যাহ্ন ১-১৫	মধ্যাহ্ন ১-৩০
ঢাকা মেল ...	সকাল ৫-৩৯	রাত্রি ১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল ...	রাত্রি ৮-২৪	সকাল ৭-৩০
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল ৬-৯	রাত্রি ৯-৫০
বরিশাল এক্সপ্রেস	সকাল ১০-৩৪	বৈকাল ৬-৪৪
সিরাজগঞ্জ ...	সকাল ৭-৩৫	রাত্রি ৮-৫০

পাটের বাজার

পাটের বাজার কিছু চড়া। বিক্রেতারা পাট বিক্রী করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। ভবিষ্যৎ প্রারম্ভে ২০৶০ আনা, সর্ব্বনিম্ন ২০৶০ আনা, সর্ব্বোচ্চ—২৫॥০ আনা। বন্ধের সময়—২১॥৵০ আনা।

কোং কাগজ

৩৲ সুদের কাগজ	৮২।০, ৮২৸০
৩॥০ " "	৯৮।০
৪৲ " "	১০১।৶০
৪॥০ " "	১০৲॥৵০, ১১২৲
৫৲ " "	১১৪।৶০
৫॥০ "	১০৭।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—লোহার প্রতি হন্দর কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৪।৵০—৫॥৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৪॥৵০—৪৸৵০
বরগা টী-আয়রণ	৬৵০—৬।৵০
এঞ্জেল আয়রণ কোনা	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড্ করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।০
২৪ গেজ "	১১৲
২৬ গেজ "	১২।৵০
২৪ গেজ আর, পি ভি মার্কা	১০।০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট	১১।৵০
২৬ গেজ " "	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৪৲
কাটা তার ১০০ পাউণ্ড বাণ্ডিল	৮৸০
ষ্টীল পাটী, বোলট গরাদে	৬৵০—৬।০
" বোলট্ গোল	৬৵০—৬।০
" গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬।০
" গোল রড ৶—।৶০ সূতা	৫৵০—৫॥০
" টানা রড চৌকা ৶—।৵	৫৸০—৬৲
" বাণ্ডিল হাল	৭।০ ৭৸০
প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭॥০—৭৸০
" চাদর ৩—১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৬।০—৬॥০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৮৸৵০—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬নং ৭৸৵০ ৮৸৵০	৯৸৵ ডজন
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বি	৬।৵০ "
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৬—১২ ইঞ্চি	১॥০—৬॥০
ঐ রিভিট ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲

লোহার চেয়ার ৮।০ ১৫৲ ১৮৲ ”
লোহার চেয়ার রঙের গোল ও চৌকা ৮।০ ”
ঐ হালের লোহার সিট ১৫৲ ”
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সীট) ১৮৲ ”
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৴১০—॥৶ গ্রোস
ঐ কব্‌জা ৭৩নং ১॥—৪ইঞ্চি ।০—৸৵
পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ) ১২৲—১৪৲
হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি ।৶৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঃ ॥০—৸৴০ ”
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥—২॥ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাক্তি ১১॥০—১৬৲ „
গ্যাঃ বোলটু নট ৸—৩ইঞ্চি ॥৶০—১৵ গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪।০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ইঃ
।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ ১॥ ইঞ্চি
।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲, ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২।৵০ মণ

শস্য—

সোনামুগ —৩৸০
হাল্‌ি ৩।০, ৩।০
পাটনাই ছোলা ২॥০—২৸০
সহরে —২॥৴০
দেশী ২।৵০, ২।০
মাসকলাই ২॥৶০—২॥০
কালিকলাই ১৸৵০—২।৴০
অড়হর ২৶১০—২।০
সাদা মটর ২৸৵০
পায়রা মটর ২।৵০

মুগুরী দেশী ২।৵০—২৸৴০
খেসারী ১৸৵০—২।০
তিসি ৬।০—৩।৵০
দেশী সরিষা ৩৲—৩৵০
কাজলি ৩।৴০-৫৲
খেতী ৩।৶০—১৭॥০

তৈল—

সরিষা কলের ১০৵০—১১৲
কাণপুর ১৩৵০
ইলেকট্রিক ১২॥০
নাঃ কোচিন ১৪৲—১৫৲
১ রেড়ি তৈল ১২৲
খইল সরিষার ১৵—১।৴০
খইল রেড়ির ২।৶০—২॥০

ঘৃতের দর

শিবদুর্গা মার্কা ৫১৲ ৫২৲
রামকৃষ্ণ মার্কা ৪৪৲
সেকুয়াবাদ ৪০৲
খুরজা মার্কা ৪০৲
জগৎলক্ষী (গাওয়া) ৪৩৲—৪০৲
বাঁদাসাগর ৩৬৲—৩৭৲

৺রামকৃষ্ণ—শরৎচন্দ্র রক্ষিত ও
শ্রীকালীদাস রক্ষিত
৪নং বড়তলা ষ্ট্রীট, চিনিপটী, কলিকাতা

অভয়া ৫৪৲
শ্রীধর ১নং খুরজা ৪৬৲
খুরজা মার্কা ৪২৲
দেশলক্ষী ৪৩৲
বাঁদাসাগর ৩৭৲

শ্রীদাসরথি রক্ষিত
১৫২নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীমার্কা ঘৃত—

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

লোয়ার চিৎপুর রোড্

রাম সীতা মার্কা ঘৃত—

সুধীর কুমার কড়োরী

৯০ বটতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

চাউলের দর

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
রাদশাভোগ	৫॥০
মাজা বাঁকতুলসী	৫॥০
ভাসা মাণিক	৪।০
নাগরা অথবা ঝিঙ্গাশাল	৩৸০—৪৲
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
কলমা	৩॥০—৩৸০
ছাচি মোটা	৩।০
ছাঁটা বালাম	৪৸০—৫৲

আটা, ময়দা

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতিমণ	৫৵০—৫॥০
উৎকৃষ্ট		৫৶০—৫।০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৸০—৪৸৵০
ময়দা (৪নং)		৪॥ —৪॥৶০
সুজী		৫৲—৫৵
আটা (বি)		৪৸০—৪৸৵০
আটা (২)		৪।৶০—৪॥০
আটা (এস)		৪।০—৪।৵০
আটা (কে)		৩৸০—৩৸৶০
আটা (৩)		২৸০—২৸৶০
পোলার্ড ভুষি		১৸৵০—২৲
ভুষি		১॥৵০—১৸০

কেরোসিন—

গির্জ্জা মার্কা প্রতি পেটীর দাম	৯৴১০—৯।০
হাতিমার্কা	৬৮০
হাঁসমার্কা নূতন টিম	—৫৴০
রাণীমার্কা	৫৸৵০
দলুয়া শান্তিপুর	১০৻৫
গোড়া ঐ	৭।৵০
দোবরা সুকচর	১৪৸১০—১৫৴০
একঘরা	১২৸০—১৩৻৫
সাদা জাবা	১॥০—১॥৵১০
লাল লাসী	৮।১০—৮॥৴০
কানপুর পিটা	৮॥৴১০—৯৵১০

মসলা—

সুপারি জাহাজী গোটা	৭৴০—৭।৶০
কাটা	৭।৴০—৭॥৴০
দেশী নূতন	১০।৴০—১১॥৵০
পুরাতন লঙ্কা পাটনাই	১১॥০—১৪॥০
হরিদ্রা নূতন	৬৲—৬।৵০
ধনে	৪॥৵০—৪৸০
জিরা	১৬৲—১৭।০
মরিচ	১৮।৵০—১৯৵০

গালা—

চাচ গালা (পাতলা)	২২৲—২৬।০
চিরুণি গালা (মোটা)	১৬—২০৲
মধ্য	৯৲—১০ ০
মোম	২৯৲—৩৩৲

লবণ—

১/মণ	২৶৻৫
১০০ বস্তা মায় খরচ সহ	২১৸৴১০
করকচ	২৸৶১০
সৈন্ধব	৩৸০

গুড়—

খেজুর গুড় (ভাঁড়ের)	৪৲—৪৵০
আকের গুড় (ভাঁড়ের)	৪৸৶০—৫৵০

নানাবিধ চাট্‌নী প্রস্তুতের ফরমুলা

চাটনী—

খাবার পর চাটনি সকলেরই চাই। ছোট বড়, ধনী, নির্ধন সকলেই মুখরোচক চাট্‌নি কিছু কিছু প্রত্যহই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই চাট্‌নি যদি আবার হজমিকারক হয়, তাহা হইলে আহার এবং ঔষধ দুইই হইবে। আর চাট্‌নি যে শুধু আমাদের দেশেই ব্যবহার হয় তাহা নহে, সকল দেশেই ইহার ব্যবহার আছে। কাজেই ঠিকমত প্রস্তুত করিতে পারিলে, আমাদের পক্ষে বিদেশে খাদ্য চালান দেওয়া কিছুই অসম্ভব হইবে না। আমরা নিম্নে এইরূপ একটি চাট্‌নীর ফরমূলা দিলাম :—

আদা	এক ছটাক
গোলমরিচের গুঁড়া	এক ছটাক
সরিষা	অর্দ্ধ ছটাক
ধনে চাল	অর্দ্ধ ছটাক
সাত মিশালী মসলা (Allspice)	অর্দ্ধ ছটাক
জৈত্রী	সিকি ছটাক
লবঙ্গ	সিকি ছটাক
জায়ফল	সিকি ছটাক
লঙ্কার দানা	সিকি ছটাক
এলাচির দানা	পৌনে এক কাচ্চা
রসুন	দুই ছটাক
ছোট পিঁয়াজ	ঐ
মল্‌ট ভিনিগার	চারি পাইন্ট্‌

যে সমস্ত মসলার খোসা ছাড়াইতে হইবে সেগুলির ও পিঁয়াজ রসুন প্রভৃতির খোসা ছাড়াইয়া থেঁতো করিয়া ভিনিগারের সহিত মিলাইয়া মিনিট ১৫ সিদ্ধ কর। পরে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও। ইহার সহিত আড়াই পাইন্ট ব্যাঙের ছাতার কাথ ও দেড় পাইন্ট ইণ্ডিয়া সয় মিলাইয়া ১৫ মিনিট ধরিয়া ফুটাও। তারপর মস্‌লিন বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া লও।

এই জাতীয় চাট্‌নি আরও এক রকমে তৈয়ারী করা যায়।

India Soy	অর্দ্ধ সের
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভিনিগার	সওয়া ছয় সের
ব্যাঙের ছাতার কাথ	দুই ছটাক
রসুন	দুই ছটাক
ছোট পিঁয়াজ	দুই ছটাক
লাল লঙ্কা	দুই ছটাক
লবঙ্গ	সিকি ছটাক

জৈত্রী	সিকি ছটাক
দারুচিনি	এক কাচ্চা
এলাচির দানা	সিকি ছটাক

ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া, পরে ছাঁকিয়া লও।

এখানে একটি বিদেশী চাট্‌নী প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হইল। ইহার নাম—লিক্‌লন্‌ সায়ার চাট্‌নী—

রশুন	এক ছটাক
আদা	এক ছটাক
গোলমরিচের গুঁড়া	দেড় ছটাক
Cayenne pepper বা লঙ্কার বীচির গুঁড়া	অর্দ্ধ ছটাক
Ossein	সিকি ছটাক
জায়ফল	অর্দ্ধ ছটাক
নূন	এক ছটাক
ইণ্ডিয়া সয়্ (India Soy)	দেড় পাইণ্ট

সবটা মিলিয়া যাহাতে এক গ্যালন (তিন সের দশ ছটাক) হইতে পারে এইরূপ পরিমাণ মল্ট ভিনিগার। মসলাগুলির খোসা ছাড়াইয়া একটু থেঁতো করিয়া অর্দ্ধ গ্যালন ভিনিগারে চাপাইয়া ২০ মিনিট ধরিয়া ফুটাও। ছাঁকিয়া লইয়া সয় মিশাইয়া ভিনিগার মিশাইয়া এক গ্যালন পরিমাণ মত কর। তারপর আবার ৫ মিনিট ধরিয়া সিদ্ধ কর। যতদিন সম্ভব এক সাথে রাখিয়া দিবে।

নিম্নে আরও কয়েক প্রকারের চাট্‌নি দেওয়া হইল। নানা দেশের রুচি অনুসারে এইগুলি সংগৃহীত।

উরসেষ্টার সায়ার চাট্‌নী—

সাতমিশালী মসলা	অর্দ্ধ কাচ্চা
লবঙ্গ	সিকি কাচ্চা
গোলমরিচ	ঐ
আদা	ঐ
তরকারির মসলা	অর্দ্ধ ছটাক
লাল মরিচ	সিকি কাচ্চা
সরিষা	এক ছটাক
Shallots (থেঁত্‌লান)	এক ছটাক
লাল চিনি	এক পোয়া
নূন	এক ছটাক
তেঁতুল	দুই ছটাক
সেরি মদ	এক পাইণ্ট
ওয়াইন্‌ ভিনিগার	দুই পাইণ্ট

সমস্ত মসলাগুলি টাট্‌কা-টাট্‌কা থেঁতলাইয়া লইবে। তারপর ভিনিগার মিশাইয়া এক ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাইবে। ফুটাইতে ফুটাইতে যে পরিমাণ ভিনিগার বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, তাহা ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া দিবে। এখন সেরি মিশাও। দরকার হইলে ক্যারামেল রং দাও। এক সপ্তাহ ধরিয়া এক ধারে রাখিয়া দাও। তাহার পর ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখ।

আর এক প্রকারের চাট্‌নি যথা :—

লাল চিনি	১৬ ভাগ
তেঁতুল	১৬ ভাগ
পিঁয়াজ	৪ ভাগ
আদা বাটা	৪ ভাগ
নূন	৭ ভাগ
রশুন	২ ভাগ
লঙ্কা	২ ভাগ
Soy	২ ভাগ
পাকা আপেল	৩৪ ভাগ
সরিষার গুঁড়া	২ ভাগ
তরকারির মসলা	১ ভাগ
ভিনিগার	দরকারমত

আপেলগুলি ছুলিয়া কাটিয়া লও। ইহাতে তেঁতুল ও কিস্‌মিস্ মিলাইয়া ভিনিগারে সিদ্ধ করিতে থাক। যখন বেশ নরম হইবে তখন খুব ছোট ফাঁকের চালুনির মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লও। পিঁয়াজ ও রসুনগুলি একটি খলের মধ্যে বাটিয়া লও; ইহার সহিত উপরের যে জিনিষটি ছাঁকিয়া লইলে, তাহা মিশাইয়া দাও। এখন অন্যান্য জিনিসগুলি মিশাও। ভিনিগার দাও ৬০ ভাগ। গরম করিয়া যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন নাবাইয়া ঠাণ্ডা কর; পরে সেরি মদ মিশাও ১০ ভাগ। ভিনিগার মিশাইয়া এমন ভাবের তরল অবস্থায় রাখ যেন ঢালা যায়। যদি এই জিনিষটা মিষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে শেষবার সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে গুড় মিশাইয়া দিবে।

এখানে আর একটি চাট্‌নী প্রস্তুত প্রণালী দিতেছি। এটির একটি কৌতুকজনক নাম আছে —পেটুকের চাট্‌নী।

তেঁতুল	এক পোয়া
কিস্‌মিস্	দেড় পোয়া
রশুন	এক ছটাক
ছোট পিঁয়াজ	দুই ছটাক
গাজর (Horse Radish Root)	দুই ছটাক
গোলমরিচ	এক ছটাক
লঙ্কার দানা	সিকি ছটাক
কাঁচা আদা	দেড় ছটাক
সিরাপ (গোল্‌ডেন) (Golden Syrup)	আড়াই পোয়া
দগ্ধ শর্করা	অর্দ্ধ সের
লবঙ্গের গুঁড়া	অর্দ্ধ ছটাক
India Soy	এক পাইণ্ট
মল্‌ট ভিনিগার	এক গ্যালন

মূল ও মসলা যেগুলি আছে, সেগুলিকে থেঁতলাইয়া ভিনিগারে মিশাইয়া ১৫ মিনিট ধরিয়া সিদ্ধ কর; তারপর ছাঁকিয়া লও। এখন ইহার সহিত মিশাও—গোল্‌ডেন সিরাপ, সয় ও দগ্ধ শর্করা। ইহার পর ১০ মিনিট ধরিয়া অল্প জ্বালে ফুটাইয়া লও।

নীচে আরও এক রকম চাট্‌নীর প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল:—

লঙ্কার দানা	সিকি কাচ্চা
গোলমরিচ	পৌনে এক কাচ্চা
সাতমিশালী মসলা	সিকি ছটাক
রশুন	অর্দ্ধ ছটাক
মল্‌ট ভিনিগার	এক সের তের ছটাক

মসলা ও রশুন থেঁতলাইয়া ১০ মিনিট ধরিয়া ভিনিগারে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লও।

আদা বাটা	অর্দ্ধ ছটাক
হলুদ	অর্দ্ধ ছটাক
সরিষার গুঁড়া	এক ছটাক
দিশী এরারুট গুঁড়া	এক ছটাক
ষ্ট্রং এসেটিক এসিড (Strong Acetic Acid)	আট আউন্স

ইহার মধ্যের গুঁড়াগুলি লইয়া একটা খলে করিয়া এসেটিক এসিডের সাহিত মিশাও। তারপর উপরের ভিনিগারে সিদ্ধ দ্রব্যটা মিশাইয়া ৫ মিনিট ধরিয়া সিদ্ধ কর। সিদ্ধ করিয়া ঘন করিয়া ফেলিতে হইবে।

নীচে কয়েকটি মসলার প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হইল। এই মসলাগুলি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দিলে সেই দ্রব্য খুব সুগন্ধ হইবে।

দারুচিনির গুঁড়া	আড়াই ছটাক
লবঙ্গের গুঁড়া	সওয়া এক ছটাক
জায়ফল গুঁড়া	ঐ

জিরার গুঁড়া	পৌনে এক ছটাক
ধনে চালের গুঁড়া	ঐ
আদার গুঁড়া	অর্দ্ধ ছটাক
সাতমিসালী মসলা	সিকি ছটাক

সকলগুলি বেশ করিয়া শুকাইয়া গুঁড়া কর; পরে একটি চালুনীতে ছাঁকিয়া লও।

আদা	পাঁচ সের
গোলমরিচ	সওয়া পাঁচ সের
White peper corn	তিন পোয়া
সাতমিশালী মসলা	তিন পোয়া
লঙ্কা	ছয় ছটাক
সরিষার গুঁড়া	নয় ছটাক
লঙ্কার দানা	এক পোয়া

আদা ও লঙ্কা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লও, তারপর অন্যান্য সকল দ্রব্য বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া লও।

ফুটন্ত ভিনিগার পাইণ্ট প্রতি আধ ছটাক মিলাইয়া লইলেই বেশ চলিতে পারে।

গোলমরিচের গুঁড়া	সওয়া এক ছটাক
সাতমিশালী মসলা	অর্দ্ধ ছটাক
জায়ফল	দুই তোলা
জৈত্রী	দুই তোলা
লবঙ্গ	দুই তোলা
দারুচিনি	এক তোলা
জিরার গুঁড়া	এক তোলা
Cayenne Pepper বা লঙ্কার বীচি	কুড়ি রতি
মদের স্পিরিট (Spirit of Wine)	সাড়ে সাত ছটাক
পরিস্রুত জল (Distilled water)	আড়াই ছটাক

সমস্ত মসলা থেঁতলাইয়া স্পিরিট ও জল মিশাও। এইভাবে ১৪ দিন রাখিয়া দাও; খালি মাঝে মাঝে একটু একটু নাড়িয়া দিবে। ইহার পর ছাঁকিয়া লও।

দ্রষ্টব্য:- উপরে কয়েক জায়গায় India Soyএর উল্লেখ আছে। কলাই শুঁটি বাটিয়া জলে গুলিয়া লইলেই এই জিনিষ হয়। ইহা কতকটা আমাদের দেশে ব্যবহৃত পিটুলি গোলার মত।

পাউডার ও তরল সাবান শিল্প

(শ্রীরোহিণী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

মল বিধৌতকারি চূর্ণ এবং তরল সাবানের ব্যবহার বর্ত্তমানে পুনরায় ধীরে ধীরে মানব সমাজে পরিচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের বাংলাদেশে পূর্ব্বে ইহার প্রচলন ছিল খুব। স্বল্প মূল্যের এই প্রকার বিচূর্ণিত সাবান অদ্যাপিও তাহার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বিক্রয়ের উপযোগী উপাদানে প্রস্তুত বিধায় ইহা সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরীশক্তি প্রয়োগ করে। নিত্য প্রয়োজনীয় মানবের পোষাক-পরিচ্ছদ মাজন, অঙ্গরাগ, প্রসাধনের ফলে বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে আজ এই সাবানের অভিনব বিকাশ।

সভ্যতার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের অসম্পূর্ণ ব্যবহৃত সেই সাজিমাটি, সোডা, Soap nuts, সব্‌জি বৃক্ষ (Plants), খনিজ (mineral) এবং (Chemical) রাসায়নিক্ দ্রব্যের ভস্ম হইতেই আজ ইহার অভিনব রূপান্তর। Chemical solution এর ফলে পাশ্চাত্যের আলোকোদ্ভুত এই পাউডার সাবান আধুনিক সভ্যজগতকে medicinal toilet হিসাবে শারীরিক ও মানসিক রুচিকে মার্জ্জিত, প্রসাধিত ও ব্যাধি-মুক্ত করিতে প্রবুদ্ধিত হইয়াছে। নিম্নে উল্লিখিত সাবান প্রস্তুতের কতকগুলি recipes প্রদত্ত হইল। প্রধান উপকরণ যাহা হইতে এই Soap powder প্রস্তুত হয়—তাহা একমাত্র সাবানেরই সহিত incorporated. যেমন Salt, Soda-ash, Tripoli, Silex, Felspar, Infusorial earth, ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত মল বিধৌতকারী মসল্লার নানারূপ মিশ্রণ সাবানে সংযোজিত হয়। যেমন Sal-ammoniac, Carbonate of Ammonia, Sodium Carbonate এবং বিভিন্ন প্রকার ধাতব poroxides. এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি, তাহা এই যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে যত প্রকারের স্বদেশী অঙ্গরাগ সাবান আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে প্রসাধন ও ঔষধি হিসাবে এই প্রকারের Soap Powder, একমাত্র "কুঙ্কুম" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। নানারূপ সংক্রামক পীড়া প্রভৃতিতে প্রতি বৎসর কত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মারা যায়, কত শিশু এই বৎসরেই রোগাক্রান্ত হইয়া আতুর ঘরে পটল তুলিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। স্থানীয় Death registration এর record হইতে জানা যায় যে পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এইবৎসরে সংক্রামক পীড়াতে শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা কত অধিক হইয়াছে।

ইংরাজি ভাষায় সোপ (Soap) কথাটীর Latin শব্দার্থ Sopa ; বাহিরের ধূলিপূর্ণ বাতাস হইতে মানব শরীরে যে সমুদয় ময়লা প্রতি লোমকূপে স্থান পায় এবং নানা প্রকার শারীরিক ব্যাধির সৃজন করে,তাহার প্রতিরোধক এই সাবান বা সাফ করিবার দ্রব্য। কিন্তু হায়রে নব সভ্যতা, তুমি আজ তোমার স্বদেশজাত সেই সব্‌জি খনিজ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য হইতে উদ্ভুত ঔষধকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক Fats and oils এ মুগ্ধ হইয়াছ। নিম্নলিখিত বাক্য হইতেই তাহা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইবে।

It leads us to the view that in a certain civilized country the Tallow and greases mixed with pot ashes formed the starting point in the manufacture of soap. But now-a days the meaning of the word soap has been extended to include the products obtained from various fats and oils.

প্রসাধন বা টয়লেটের সোপ পাউডার যে ভাবে প্রস্তুত হয় তাহার formula নিয়ে দেওয়া হইল। সোপ পাউডার manufacturing এ dried soap chips প্রশস্ত এবং তাহা filler ও এলক্যালাই এর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়।

TYPICAL RECIPES

Settled soap	2½ lbs
Soda ash 580	4 lbs.
Silica	22 lbs
Salt	1 lb

এই সমুদয়কে একত্রে মিশাইতে হইবে। তৎপরে ঐ সংমিশ্রণ দ্রব্যকে শুকাইতে হইবে। এবং গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই অভীষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হইল। পরে ইচ্ছামত সুগন্ধি মিশাইতে পারা যায়। তাহার পর প্যাক্, সিল্ এবং বাক্সে পুরিয়া বিক্রয়ের উপযোগী করিয়া বাজারে পাঠাইতে পারা যায়।

II.

Settled Soap	2 lbs
Soda ash 580°	3 lbs

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে।

III

Setlled soap	1 lbs
Soda ash (580°)	4 lbs

পূর্ব্ব প্রণালী অনুযায়ী।

IV

yellow soap	6 parts
Soda crystals	3 parts
Pearl ash	1½ parts
Sulphate of soda	1½ parts
Cottonseed oil	1 part

এই দ্রব্যগুলি যতদূর সম্ভব সুন্দরভাবে মিশ্রিত করিবে। তাহার সহিত কোনরূপ জলে সংস্পর্শ থাকিবে না। তৎপরে মিশ্রিত দ্রব্যগুলি রৌদ্রে বিস্তৃত করিয়া শুকাইয়া লইবে; তারপর coarse powderএ পরিণত করিতে হইবে। (This soap is adapted to hard waters, as the excess of alkali neutralises the lime),

Hard soap	5 parts
Soda ash	3 parts
Si icate of soda	2 parts
Borax	1 part

প্রত্যেক দ্রব্য প্রথমে আলাহিদাভাবে বিশেষরূপে শুকাইয়া লইয়া পরে খুব ভাল করিয়া মিশাইতে হইবে।

অনেকে হয়ত বলিবেন সাবান থাকিতে, আবার লোকে সাবান পাউডার ব্যবহার করিবে কেন? এই কেন কথাটির উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। সকল দ্রব্যই আপনাপন গুণ, মর্য্যাদা এবং কার্য্যকরী শক্তি হিসাবে স্ব স্ব যোগ্যস্থান অধিকার করে। তবে প্রথমে ইহাকে বাজারে পরিচিত করাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে যে সমুদয় recipi প্রদত্ত হইল তাহা medicinal toiletএর নহে। ইহা গৃহের (Household) scouring purposeএর নিমিত্ত ব্যবহার করা যায়।*

---

* আমরা এই প্রবন্ধে লিখিত "কুঙ্কুম" সাবান দেখি নাই কিম্বা এ সম্বন্ধে কিছু জানি না।

সম্পাদক।
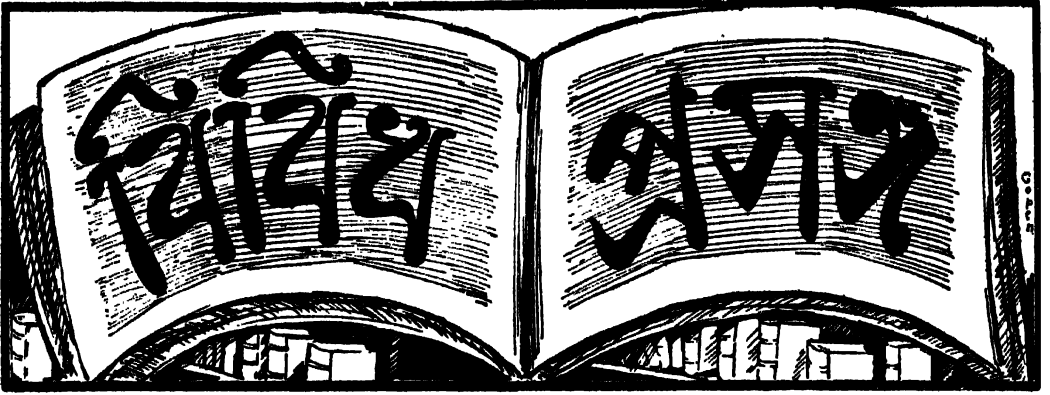
ভারতে চাউল ভোজী—

বাঙ্গালা, আসাম, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও মহারাষ্ট্র দেশের প্রায় সাড়ে সত্তর কোটী লোকের প্রধান খাদ্য চাউল। প্রতি বৎসর এই সকল লোকের জন্য ৯০,৪৭,৭০,০০০ মণ চাউলের প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিমাণ চাউল ভারতে উৎপন্ন হয় না, সেই জন্য প্রতি বৎসর রেঙ্গুন হইতে প্রায় ২ কোটী ৭০ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করা হয়। প্রচুর চাউল উৎপাদনের প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইলে, ভারতেই ভারতবাসীর খাদ্যোপযোগী সমস্ত চাউল উৎপন্ন হইতে পারে।

বাঙ্গালী কনষ্টেবলের সংখ্যা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কুমার শান্তিশেখরেশ্বর রায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে গত ১লা জানুয়ারী হইতে নূতন ৩১৪ জন বাঙ্গালীকে ও ৮৪৫ জন অবাঙ্গালীকে কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হইয়াছে। যে কোন বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে পুলিশ কনেষ্টবলের চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন।

বাঙ্গালী বালিকার উদ্যম—

মেদিনীপুর নন্দীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মজুমদারের ১৭ বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী সেবারাণী উড়োজাহাজে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি প্রথম সিংহল হইতে দমদমে আসিবেন।

পাবনায় প্রাচীন কীর্ত্তি—

পাবনার অন্তর্গত রাজনারায়ণপুর গ্রামের ছয় মাইল দূরে ছাতক গ্রামে এক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ গ্রাম হইতে চারি মাইল দূরে আরও একটা দুর্গ বাহির হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এই দুই দুর্গ ভৌমিক জমিদার রাজা দেবীদাসের নির্ম্মিত।

বরদায় নূতন বিবাহ আইন—

হিন্দু বিবাহে পুরোহিত বর কন্যাকে যে মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন তাহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বর কন্যা যদি সংস্কৃত না জানে তবে বিবাহের সময় তাহারা জনসাধারণের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যায়।

বিবাহের মত জীবনের গুরুতর অনুষ্ঠানে এই জন্ম বরোদা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আইন করিয়াছেন যে বর বা কন্যা যদি সংস্কৃত ভাষা না জানে তাহা হইলে পুরোহিতকে বিবাহের প্রতিজ্ঞাগুলি বর কন্যার বোধ্য ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে পুরোহিতের ৫০৲ টাকা অর্থ দণ্ড হইবে।

বৃদ্ধ ভারতবাসী—

মধ্যপ্রদেশের লোক গণনার সময়ে একজন দীর্ঘজীবী ব্যক্তির নাম পাওয়া গিয়াছে। ইহার বয়স বর্ত্তমানে ১৫০ বৎসর। সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইহার সম্বন্ধে তাঁহার বিবৃতিতে এইরূপ লিখিতেছেন,—"নাগপুর কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সেন্সাস্ অফিসার স্বয়ং এই ব্যক্তির সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছেন। এই লোকটির বয়স, সাধারণের হিসাবে ১৫০ বৎসর। দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ এবং টিপু সুলতানের পতন দেখিয়াছেন। দুইটি ঐতিহাসিক ব্যাপারে সন, তারিখ ধরিয়া বিচার করিলে, তাঁহার বয়স সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকিলেও তাহার বয়স ১৩০ বৎসরের কম কিছুতেই নহে। ১৯১৮ সন পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি একদিনের জন্যও নিদ্রা যান নাই, মাত্র চেয়ারে বসিয়া তিনি একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেন। এই ব্যক্তিই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দীর্ঘজীবি ব্যক্তি।

বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার বাৎসরিক বিবরণ—

বিগত ১৯৩২ সনে এই সভা হইতে মোট ৭৮১টী বিধবা বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে নমঃশূদ্র ১০২, রাজবংশী ৬০, কায়স্থ ৩২, নাপিত ১৫,

ব্রাহ্মণ ৪২, সূত্রধর ২৫, বৈদ্য ৭, সাহা ১৮, মাহিষ্য ৬০, কাপালি ৩০, মালাকার ১৬, তিলি ২, কুম্ভকার ২, সুবর্ণবণিক ৩, বারুজীবি ৮, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় ৩০, গোপ ১০, সদ্‌গোপ ১১, বিবিধ জাতি ৩০৮টী। এই বৎসরে মেদিনীপুর ২০, কলিকাতা ৬০, চট্টগ্রাম ৬, মুর্শিদাবাদ ৫, যশোহর ২৮, নদীয়া ১২, পাবনা ৩১, হাওড়া ১৭, ২৪-পরগণা ৩০, হুগলী ৬, বরিশাল ৯, জলপাইগুড়ি ৪, খুলনা ৮, ত্রিপুরা ১৯, ঢাকা ১৪২, বর্দ্ধমান ৯, ময়মনসিং ১০৪, ফরিদপুর ২৬, বগুড়া ১৯, মালদহ ৮, রাজসাহী ২, সিলেট ৬৩ ও অন্যান্য স্থানে ২১০টি বিধবা বিবাহ হইয়াছে।

কলিকাতা সভার অধীন বাংলাদেশে মোট ১৪০টি শাখা সভা আছে। এই সকল সভার কর্ম্মিগণ বিনা পারিশ্রমিকে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্দ্ধমানে এই সভার চারিজন প্রচারক বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। কলিকাতায় পণ্ডিত শ্রীযুত দীননাথ সিদ্ধান্তালঙ্কার ও পণ্ডিত শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ স্মৃতিভূষণ; নবদ্বীপে শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার বসু, ঢাকাতে শ্রীযুত গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রচার করিতেছেন। এই সভার কার্য্যালয় বর্ত্তমানে ২০৫ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, দোতলায়। বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে। পুনরায় বিবাহ প্রার্থিনী বিধবাকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা হয়। বর্ত্তমানে সভার লিষ্টভুক্ত পাত্র সংখ্যা ৭০০ ও পাত্রী সংখ্যা ৫৫০, সকল শ্রেণীর পাত্র পাত্রীই ফর্ম্ম পুরণ করিয়াছেন।

কলিকাতা সহরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমোন্নতি—

গত ১৯২৩ সন হইতে কলিকাতা কর-পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা

করিয়া আসিতেছেন। ক্রমশঃ এই ব্যবস্থার যে উন্নতি হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

	১৯২৩ সন	১৯৩১ সন
স্কুলের সংখ্যা	২১	২২০
ছাত্র সংখ্যা	২,৪৬৮	২৭,৮০২
খরচ	১,৪৮,০০০৲	১০,৩৬,০০০৲

ভদ্রলোকের হল চালনা—

ঢাকার যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য মাণিকগঞ্জ মহকুমার আটীপাড়া গ্রামের ভদ্রলোকদের এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বেকার যুবকগণ কৃষি, গোপালন ও মৎস্য পালন ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। এই প্রস্তাবানুযায়ী ডাঃ পরেশচন্দ্র সাহা তাঁহার জমীতে স্বয়ং হল চালনা আরম্ভ করেন এবং বহু যুবক তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ইতিপূর্ব্বেই তথায় গোপালন ও দুগ্ধের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বেকার ভদ্র যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। যশোহরের শ্রীধরপুর এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের ভদ্র সন্তানেরা স্বহস্তে হল কর্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহার মধ্যে শ্রীধরপুর নিবাসী ৺মহেন্দ্র নাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত অমূল্যকৃষ্ণ বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাথমিক শিক্ষায় চট্টগ্রাম—

চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটী তাঁহাদের ১৯৩২-৩৩ সনের বাজেটে আয় দেখাইয়াছেন ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭শত টাকা আর ব্যয় দেখাইয়াছেন ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬শত টাকা। কাজেই তহবিলে উদ্বৃত্ত হইবে ২৫ হাজার টাকা। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলোচ্যবর্ষে ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে ৩৪ হাজার ২ শত ২০ টাকা; ইহার মধ্যে সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে ১৬ হাজার ৫৬ টাকা। চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা এদেশে প্রকৃতই আদর্শ স্থানীয়। তাঁহারা এতদিন কেবল বালকদিগকেই বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন হইতে তাঁহারা বালিকাদিগকেও বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতেছেন, তবে এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে।

কলিকাতায় নূতন হাসপাতাল—

মস্তিষ্ক বিকৃতদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার হরনাথ বসু কলিকাতা ১৪০নং বলরাম দে ষ্ট্রীটে একটী নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ঐ হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

বেকার যুবকদের অন্নসংস্থান—

ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ বয়োস ভদ্রযুবকদের শিক্ষার জন্য একটি স্কীম করিয়াছেন। এই স্কীম অনুসারে ভদ্র সন্তানগণ ফরিদপুরের কৃষি উদ্যানে শিক্ষা লাভ করিলে তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যের জন্য খাস মহালের জমি দেওয়া হয়। প্রথম শিক্ষার্থীদল এইরূপে তাহাদের শিক্ষা শেষ করায় তাহাদিগকে জমি দান করা হইয়াছে।

কাপড় আমদানি—

সরকারী বাণিজ্য তথ্য বিভাগ গত তিন বৎসরের কাপড় আমদানির যে তুলনামূলক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ—১৯২৯-৩০ সনে বাঙ্গালায় কাপড় আমদানি হইয়াছিল ২০ কোটি টাকারও অধিক। তাহার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩০-৩১ সনে আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ এক বৎসরেই একেবারে ১৩ কোটি টাকা কমিয়া যায়। তাহার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সনে আমদানি আরও কমিয়া গিয়া হয় ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। শুধু বাংলার নহে, বোম্বাইর অবস্থাও এইরূপ। ১৯২৯-৩০ সনে বোম্বায়ে কাপড় আমদানি হইয়াছিল ১৪ কোটি টাকার, ১৯৩০-৩১ সনে হইয়াছিল ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩১-৩২ সনে হইয়াছিল ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার। সমগ্র ভারতে ১৯২৯-৩০ সনে কাপড় আমদানির পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা, ১৯৩০-৩১ সনে হয় ২০ কোটি টাকা। ১৯৩১-৩২ সনে হইয়াছে ১৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ তিন বৎসর পূর্ব্বে কেবল বাঙ্গালায় যত টাকার বিদেশী কাপড় আমদানি হইত, তিন বৎসর পরে সমগ্র ভারতের আমদানির পরিমাণ তাহার তিন চতুর্থ অংশও নহে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ল্যাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়কুল ভারতের কাপড়ের বাজার পুনরায় দখল করিবার জন্য কেন এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানী দূতালির ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ পুনরায় মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে।

ভারতে রাশিয়ার তেল—

মস্কোর সংবাদে কিছুকাল পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল যে, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল কোম্পানী এবং শোভিয়েট অয়েল কোম্পানীর মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে শোভিয়েট অয়েল কোম্পানী ভারতে দশ লক্ষ টনেরও অধিক তৈল প্রেরণ করিবেন। শীঘ্রই চুক্তি অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইহার ফলে এদেশে কেরোসিন তৈল খুবই সস্তা হইবার আশা করা গিয়াছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশে কয়েকটি নূতন কেরোসিন তৈলের খুব বড় বড়

বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। ইহাতে বোঝা যায় যে নূতন তেলের আমদানি সুরু হইয়াছে এবং বিক্রয়ও হইতেছে। কিন্তু ধনী ব্যবসায়ীদিগের ringএর ফলে গরীব লোকদিগের ভাগ্যে কোনও সুবিধা হয় নাই। তাহাদের দশা যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

টাকায় তিন মণ ধান—

সিরাজগঞ্জ মহকুমায় গত বৎসর অত্যধিক ধান্য জন্মিবার ফলে তরাসে টাকায় তিন মণ এবং লাহিড়ি মনোহরপুরে টাকায় দুই মণ ধান বিক্রয় হইয়াছিল। দেশে একদিকে যেমন টাকার মন্বন্তর হইয়াছে, কৃষিজাত দ্রব্যেরও তেমনি ফলন বাড়িয়া যাওয়ায় ধান চাউল কল্পনাতীত কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। যাঁহাদের টাকা আছে তাঁহারা যদি এই সময় ধান বাঁধি করিয়া দিতে পারিতেন তবে ২।৩ বৎসর পরে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিতেন।

জন প্রতি কাপড় ক্রয়—

আমাদের দেশের লোক জন প্রতি বৎসর কত দেশী ও বিদেশী কাপড় কিনিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল —

সন	বিদেশী কাপড় গজ	দেশী কাপড় গজ	মোট গজ
১৯০২-৩	৬.৮৮	২.৫১	৮.৫৯
১৯১২-১৩	৯ ৩৩	৩.৫৮	১২.৯১
১৯২২-২৩	৪.৬৮	৪.৮০	৯.৪৮
১৯২৬-২৮	৫.৬৯	৬.৫২	১২.১১
১৯২৮-২৯	৫.৫৪	৫.০৪	১০.৫৮
১৯২৯-৩০	৫.৪৬	৬.৫৮	১২.০৪
১৯৩০-৩১	২.৪৮	৭.০১	৯.৪৯
১৯৩১ ৩২	২.১৭	৮.২৩	১০.৪০

ভারতে খদ্দর বিক্রয়—

১৯২৬-২৭ সনে	৩২,৮৮,৭৯৪৲
১৯২৭-২৮ সনে	৩৩,০৮,৬৩৪৲
১৯২৮-২৯ সনে	৬৯,৪৩,০৭৭৲
১৯২৯-৩০ সনে	৬৭,১৯,৮৬৯৲
১৯৩০-৩১ সনে	৯০,৯৪,৯৩২৲,টাকার

খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। খদ্দর আন্দোলনের ফলে

	কাটুনী	তাঁতী
১৯২৮-২৯ সনে	৫,২৭,১২১৲	৭,৩৯,১১৭৲
১৯২৯-৩০ সনে	১১,০২,২৪৫৲	১২,২০,৪৭৫৲
১৯৩০-৩১ সনে	৭,৭৫,৮৭১৲	১১,৪৯,৬৭৯৲

পাইয়াছে।

চা-পান প্রচার—

ভারতের চা-উৎপাদকগণ চা-বিক্রয় প্রসার কল্পে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন। যাহাতে সেই স্থানের অধিবাসিগণকে চা-পানে অভ্যস্ত করিতে বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়া থাকে। ইণ্ডিয়ান টি সেস্ কমিটিও প্রচার কার্য্য করিয়া থাকেন। ফলে ভারতীয় চায়ের বাৎসরিক চা-পানের পরিমাণ ১ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৬০ কোটী পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

দেশলাইয়ের উপর ট্যাক্সের গুজব—

কলিকাতার বাজারে গুজব যে শীঘ্রই কয়েকটী নূতন পণ্যের উপর ট্যাক্স বসিবে। শোনা যাইতেছে যে, দেশলাইয়ের উপর প্রতি গ্রোসে ৸০ আনা করিয়া ডিউটি ধরা হইবে। বর্ত্তমানে কলিকাতায় পূরা সাইজ দেশলাইয়ের দাম প্রতি গ্রোস ১৲ হইতে ১৶০ আনার মধ্যে পাওয়া যায়। এই ডিউটি বসিলে দেশলাইয়ের দাম প্রতি গ্রোস ১৸০ হইতে ২৶০ আনা হইবে। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশলাই খুচরা পয়সায় ১টি বিক্রী হইলেও প্রথম শ্রেণীর দেশলাইয়ের ১টির দাম দেড় পয়সা হইবে।

ভারতে চিনি—

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১৩৷৷০ লক্ষ টন (১টনে প্রায় ২৮ মণ) চিনির প্রয়োজন। ইহার মধ্যে ভারতে এক লক্ষ টন চিনি কলে প্রস্তুত হয়, প্রায় ২৷৷০ লক্ষ টন চিনি দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত হয় এবং বিদেশ হইতে ১০ লক্ষ টন চিনি আমদানী হয়। সম্প্রতি চিনির উপর যে শুল্ক বসিয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতেই এই চিনি যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে নানাদিকে তাহার চেষ্টা ও আয়োজন হইতেছে এবং অবাঙ্গালীরা ১২ হইতে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া অনেকগুলি চিনির কল বসাইতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা যে তিমিরে সে তিমিরে। কয়েকটী ছোট ছোট কুটীর শিল্পের আকারে চিনির কারখানা স্থাপন করা ছাড়া বাংলায় আজিও উল্লেখযোগ্য কোনও আয়োজন হয় নাই।

আফিমের বিক্রয় হ্রাস—

ভারত সরকারের আফিম বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত ১৯৩১ সনে আফিম বিক্রয় করিয়া ভারত সরকারের মোট ১,১৪,৪১,৬৯৩৲ টাকা লাভ হইয়াছে। ১৯৩০ সনে এই বিভাগে ভারত সরকারের আরও ৩২,৭৮,৮৮০৲ টাকা বেশী লাভ হইয়াছিল।

এডেন বন্দর—

এডেন এযাবৎ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীনে ছিল। গত ১লা এপ্রিল হইতে এডেনকে পৃথক করিয়া উহার শাসনভার একজন চীফ্ কমিশনারের উপর অর্পিত হইয়াছে।

ভারতের শর্করা—

১৯৩০-৩১ সনে ভারতবর্ষে ২৭ লক্ষ ৭৭ হাজার একর জমীতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ২৫ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমীতে। ১৯২৯-৩০ ও ১৯৩০-৩১ সনে যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ৬৬ হাজার এবং ৩১ লক্ষ ৭৮

হাজার টন গুড় প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৩১ সনের জানুয়ারীর মাঝামাঝি রুশিয়া হইতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন বীট চিনি ভারতের পশ্চিম উপকূলে আমদানী হইয়াছিল। গত বৎসর ভারতে ইক্ষু হইতে ৮৯ হাজার ৭৬৮ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৬৮ হাজার ৫০ টন। গুড় হইতে চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল যথাক্রমে ২১,১৫০ টন ও ৩১,০৩৮ টন।

রেলওয়ের আয় হ্রাস –

১৯৩১ সনের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের রেলওয়ে সমূহের আয় ৮৬ কোটি ৪৫ লক্ষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের আয় অপেক্ষা এই বৎসর ৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা আয় কম হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের আয় গত বৎসরে তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা প্রায় ১৪ টাকা কম হইয়াছে, কিন্তু ব্যয় কম করাতে আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা হইয়াছে।
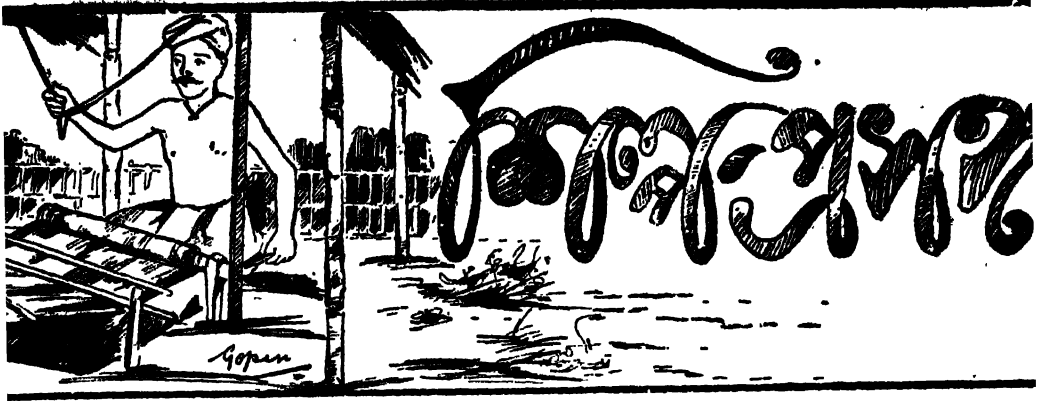
দিনাজপুরে বিজলী বাতি—

দিনাজপুর সহরে ইলেক্ট্রিক আলোর জন্য প্রতি মাসে প্রতি বাতিস্তম্ভ বাবদ ২৲ টাকা হার খরচায় ঢাকার এক ফার্ম্মের টেণ্ডার দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। উক্ত ফার্ম্মের সহিত চুক্তি দশ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে।

কুষ্টিয়ায় বৈদ্যুতিক আলো—

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটি মেসার্স সি, ভদ্র এণ্ড কোম্পানীকে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই প্রস্তাব সহরবাসী সকলেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

বরিশালে বিজলী বাতি—

কলিকাতার মেসার্স রায় এণ্ড কোংকে বরিশালের মিউনিসিপ্যালিটী সহরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট আবশ্যকীয় লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিয়াছেন। বিজলী বাতির আলোকে সহর আলোকিত হইবে।

নূতন কাপড়ের কল—

বর্দ্ধমান জেলার কালনা সহরের নিকট শ্রীরামপুর গ্রামে নদীয়া কটন মিল নামে একটি কাপড়ের কল স্থাপিত হইতেছে। মেদিনীপুর সহরেও একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার কথা চলিতেছে।

শ্রীহট্টে শ্রীলক্ষ্মী কটন মিল নামে এক কাপড়ের কল স্থাপিত হইতেছে। ইহা লইয়া আসাম প্রদেশে দুইটী কাপড়ের কল হইল।

দেশী ছাতার কাপড়—

দি ন্যাশনাল ডাই এণ্ড ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীযুত এম্, ঘোষ, এম-এ, বি-এল্ মহাশয় এবং বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের শ্রীযুত এস্, এম, বোস মহাশয় দেশী ছাতার কাপড় বাহির করিয়াছেন। বাজারে যে সমস্ত সাধারণ বিদেশী ছাতার কাপড় পাওয়া যায় তাহাতে জল নিবারণী রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রায়ই থাকে না, কিন্তু শ্রীযুত ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় তাঁহাদের প্রস্তুত ছাতার কাপড় জলনিবারণী করিয়াছেন। বাজার চলিত বিদেশী ছাতার কাপড়ের তুলনায় ইহা উৎকৃষ্ট এবং দামেও বিশেষ পার্থক্য নাই।

নূতন আবিষ্কার—

পানিপথের মিঃ অমরনাথ নলকূপ সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বহু চেষ্টার পর তিনি নলকূপের পর্দ্দা ও চালনী উদ্ভাবন করিয়াছেন। মিঃ অমরনাথের উদ্ভাবিত নল কূপের ছাকনী বা চালনী কোন ধাতু নির্ম্মিত নহে। সুতরাং তাহাতে জল দূষিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই নব উদ্ভাবিত দ্রব্যটী যথাযথ পরীক্ষা করা হইয়াছে ও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত আমেরিকা বা অপরাপর স্থানে ধাতুনির্ম্মিত পর্দ্দা নলকূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এক্ষণে এই ভারতীয় যুবকের নব উদ্ভাবনের দ্বারা অনেকটা প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হইবে।

মুর্শিদাবাদে দিয়াশলাই—

মুর্শিদাবাদ সহরে লালবাগ অঞ্চলে যে দিয়াশলাইয়ের কল স্থাপিত হইয়াছে তথাকার প্রস্তুত দিয়াশলাই বাজারে বিক্রয় হইতেছে। উৎকৃষ্ট দিয়াশলাই বলিয়া বাজারে উহার আদর হইয়াছে।

সারের পরীক্ষা—

বাঁকুড়ার জমিতে পরীক্ষিত হইয়াছে যে আমন বা বোরো ধানের পক্ষে Luna Phosএর সার দিলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মৈমনসিংহে এমোনিয়াম সালফেটের সার দিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে যে, উহাতে ফসলের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ব বাংলায় কৃষকদের মধ্যে খনিজ সারের প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গালীর শিল্প শিক্ষার সুবিধা—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ কয়েকজন যুবককে রাসায়নিক কারখানায় সার্জ্জিক্যাল ড্রেসিং ও এণ্টিসেপ্‌টিক কটন তৈয়ারী শিক্ষা দিবেন। বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তীর্ণ বাঙ্গালী যুবকগণের আবেদন গ্রাহ্য হইবে। বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ঠিকানা—৪০।১এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট। বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

নূতন ধরণের তাঁত—

পাঞ্জাবের সরকারী বয়ন বিদ্যালয়ের বাঙ্গালী অধ্যক্ষ মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এক নূতন ধরণের তাঁত আবিষ্কার করিয়াছেন। এই তাঁতে এক সঙ্গে দুইখানা কাপড় তৈরী হইতে পারিবে। ঠকঠকি তাঁত অপেক্ষা দ্বিগুণ কার্য্য ইহাতে হয়। উক্ত বয়ন বিদ্যালয়ে ইহার দ্বারা কার্য্য করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে নক্সা বয়ন করিবার ডবি ও জেকার্ড কলও ব্যবহার করা যায়।

নূতন ধরণের চরকা—

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার শ্রীপুরের সন্নিকটে মেরাল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত উমাপদ কাব্যতীর্থ কবিরাজ মহাশয় একটী নূতন ধরণের চরকা কল আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে এককালীন ৫ খিয়া সূতা সমভাবে কাটা ও গুটান যায়।

মোহিনী মোহনের বাৎসরিক স্মৃতি সভা

পিতৃ তর্পণ আমাদিগের দেশের এক অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। এই দেশের মহাজনেরাই ভক্তিভরে বলিয়াছেন :—

"পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ,
পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।"

সত্যসত্যই পুত্রের নিকট পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম এবং পিতাই পরম তপস্যার বস্তু। পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে সকল দেবতাই প্রীত হন। ব্যবহারিক জগতেও নিত্য দেখিতে পাই, যে সকল সন্তান পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং ভালবাসে তাহাদিগের মহাকল্যাণ সাধিত হয়। এবং ভগবান তাহাদিগকে নানারূপে সুখী করেন। দৃষ্টান্তের জন্য আজ আর অন্যত্র যাইব না। মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে এই পিতৃ মাতৃ তর্পণের যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ব্যবস্থা দেখিয়াছি তাহাই তাঁহাদিগের পরিবারের উন্নতির মূল উৎস বলিয়া মনে হয়। মোহিনী মোহনের ন্যায় পিতৃমাতৃ ভক্ত সন্তান কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়; আবার তাঁহার পুত্রেরাও তাঁহারই ন্যায় পিতৃভক্ত। ফল এই হইয়াছে—মোহিনী মোহনের গৃহে কল্যাণ সদা জাগ্রত এবং এই পরিবারের দিন দিন উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সমগ্র বাংলা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

মোহিনী মোহনের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পুত্রেরা কুষ্টিয়ায় ৭ই নভেম্বর তারিখে পিতৃ তর্পণের যে আয়োজন করিয়া থাকেন এবং এই উপলক্ষে সেখানে যে স্মৃতি সভার আয়োজন হয় তাহা একটা দেখিবার জিনিষ সন্দেহ নাই। গত বৎসর এই বাৎসরিক স্মৃতি সভার সভাপতি-রূপে কুষ্টিয়ায় গিয়া মোহিনী মোহনের অসাধারণ কীর্ত্তি, মোহিনী মিল দেখিবার আমার সুযোগ এবং সুবিধা হয়। ৭৫ বৎসর বয়সের পেন্সন-প্রাপ্ত একজন বুড়ো বাঙ্গালী কেবল দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, সততা এবং সদিচ্ছার বলে যে কী অসাধ্য সাধন করিতে পারে তাহা এই মোহিনী মিল দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

গত বৎসর মোহিনী মোহনের স্মৃতিসভা উপলক্ষে যখন কুষ্টিয়ায় গিয়াছিলাম তখন তাঁহার পুত্রেরা পরম যত্নে মোহিনী মিলের সকল বিভাগে আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া

ছিলেন। আমি বিস্মিত বিমুগ্ধ হইয়া মোহিনী মোহন এবং তাঁহার স্থাপিত মোহিনী মিলের পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

মন্দার বাজারে ভাবনা চিন্তারও অন্ত নাই, তার উপর কলম পেশীদের সময় ও অবসরের অভাব ত' লাগিয়াই আছে। শুনিলাম, এবারকার স্মৃতি-সভায় একেবারে কুম্ভ মেলার যোগ। স্বয়ং

মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা ৺মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী

এবারও তাঁহার স্মৃতিসভায় আমার ডাক পড়িবে একথা কল্পনায়ও ছিল না। হঠাৎ দেখি মিলের একজন প্রধান কর্ম্মচারী এই স্মৃতি সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে আমার নিকট এক নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া হাজির। শরীর অসুস্থ, এই

আচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র সভাপতি, কলিকাতার মেয়র সন্তোষ ভায়া, প্রিয় দর্শন নলিনীরঞ্জন এবং সাহিত্যরথী জলধর দাদা বক্তারূপে যাইতেছেন। হোতার যখন অভাব নাই এবং শরীরও যখন অপটু তখন প্রথমটা আপত্তি করিলাম বটে, কিন্তু

রণদা বাবু যখন বলিলেন যে আপনাকে নিয়া যাবার জন্যে আমার উপর বিশেষ তাগিদ আছে, তখন এই স্নেহের ডাক আর উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এতগুলি লোক একত্রে তীর্থ দর্শনে যাইতেছি—মনে করিয়া নানারূপ অবসাদের মধ্যেও মনে একটা উৎসাহ ও আনন্দের সৃষ্টি হইল। কিন্তু যাবার আগের দিন যখন শুনিলাম যে সন্তোষ ভায়া চট্টগ্রামের বিপ্লবী-দিগের মামলার ব্রীফ্ হাতে নিয়া বসিয়াছেন এবং নলিনীবাবু সর্দ্দিতে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন তখন মনটা দমিয়া গেল। যে অসুখ এবং অবসাদের জন্য কুষ্টিয়ায় যাইতে প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম, সেই অসুখ এবং অবসন্নতার ভাবটা যেন এই সংবাদে আরও বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তখনই মনে হইল, কথা দিয়াছি, উহার আর নড়চড় হইতে পারে না। কুষ্টিয়ায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হইলাম। নলিনীবাবু ফোন্ করিয়া জানাইলেন যে তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাঁহার একটা লেখা আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন, সভায় পড়িয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করার জন্য।

৭ই নভেম্বর প্রত্যুষে চট্টগ্রাম মেলে কুষ্টিয়ায় রওনা হইতে হইবে। ষ্টেশনে গিয়া দেখি সমরেশ ভায়া আমার অনেক আগেই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছেন এবং কামরায় বসিয়া গাড়ী ছাড়ার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। ভায়ার অধীরতা দেখিয়া মনে পড়িল :—

"গৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে—
স্রোতস্বতী সাগর উদ্দেশে।"

সমরেশ আমাদের জাতীয় শিল্পের উন্নতি কল্পে স্বত্বসর্ব্বস্ব সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র এবং মোহিনীবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর জামাতা। মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন—"অসার খলু সংসারে" একমাত্র সার বস্তু "শ্বশুর মন্দিরং" সুতরাং এ হেন শ্বশুরালয়ে অতিত্বরায় যাইবার জন্য ভায়ার যে ব্যাকুলতা এবং অধীরতা লক্ষ্য করিলাম তাহা ক্ষমার্হ, ভায়াকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম—"রহু ধৈর্য্যং"।

যজ্ঞের প্রধান হোতা আচার্য্য দেবকে দেখিলাম না, জলধর দাদাকেও দেখিলাম না ব্যাপার কি? ভায়া বলিলেন তাঁহারা দু'জনে পাশের কামরাতে আছেন। বলিলাম—আপনি কেন নির্জ্জন কারাদণ্ড বরণ করিলেন? ভায়া অপরাধীর ন্যায় নীরবে একটী সুদৃশ্য সিগারেট কেস্ দেখাইলেন। বুঝিলাম, দেশমান্য গুরুজনদিগের সামনে পা ফাঁক করিয়া সিগারেট ফুঁকিবার সৎসাহস ছেলেটার আজিও হয় নাই। ভায়া বলিলেন, আপনাকে কিন্তু ও কাম্‌রায় বড়দের মধ্যে যেতে দিচ্ছি না; আমি বলিলাম—নিশ্চয়ই না, কিন্তু একবার প্রণাম ক'রে আসি।

সুট্‌কেশ এবং বিছানাটা বেঞ্চের উপর রেখে পাশের কামরায় উঠতেই দেখি, দরজার আয়না ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে এবং রেলের একটা কর্ম্মচারী তার তদারক করার জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি গাড়ীতে উঠে আচার্য্য-দেবকে প্রণাম ক'রতেই, প্রথমে গোটাকয়েক কিল্ ও চড় বৃষ্টি হ'ল এবং তার পর দুই একটা ঝাঁকানি দিয়ে স্নেহ সম্ভাষণ সুরু হ'ল। "তুই তা হ'লে এসেছিস্? বেশ! বেশ!!" তার পর আর দ্বিরুক্তি না ক'রেই সেই দিনকার অমৃত বাজার ও আনন্দ বাজার বের ক'রে বল্লেন যে এই দুটো পড়্; তোরাত ব্যবসা বাণিজ্য দিনরাত ব্যবসার কথা লিখিস্; এই 'রূপীর ডিভ্যালু-

দেশের সম্বন্ধে তোর কি বলার আছে, বল্ ত ! – নলিনীরঞ্জনের সঙ্গে ত' এই নিয়ে আমার মহাতর্ক-যুদ্ধ বেধে গেছে। তুই কোন্ মতের তাই বল্।' আমি ত মহা মুস্কিলে পড়িলাম। টাকার এই devaluation বা মূল্য হ্রাস নিয়ে দুই দলে নানা রথী মহারথী সম্মুখ সমরে নাবিয়াছেন এবং এখন যদিও কেবল মহাযুদ্ধ সুরু হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে মতান্তর হইতে মনান্তর যেরূপ সহজে সুরু হয় তাহাতে ভয় হয় যে মসীযুদ্ধ হইতে শেষে অসি যুদ্ধের অবতারণা না হয়। যাহাহউক আচার্য্য দেবের হুকুম, কিছু বলিতেই হইবে, নচেৎ আবার চড়, কীল সুরু হইবে। সুতরাং আমতা-আমতা করিয়া কাগুজে চালাকী ভাঁজিয়া আমি বলিলাম—

স্যার, এ সম্বন্ধে দুই দলের মতের সঙ্গেই আমার মিলও আছে আবার অমিলও আছে। ধরুণ, টাকার মূল্য যদি ধরা ছোঁয়ার মত (in an appreciable degree) কমিয়া যায়, তাহা হইলে যে দামে আমরা বিদেশ থেকে বিদেশী মাল আমদানী ক'রতাম, তার চেয়ে অনেক বেশী দাম দিয়ে তবে সেই সব জিনিষ আমদানী ক'রতে হবে এবং এইজন্য এদেশে বিদেশী মালের দাম অনেক বেড়ে যাবে। এইরূপে যদি বিদেশী মালের দাম বেড়ে যায় তা' হ'লে সেই সব জিনিষ এ দেশে তৈরী করার জন্যে দেশের মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্খা জেগে উঠবে এবং তাহার ফলে নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনাও হবে। এই দিক থেকে দেখতে

গেলে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এর সবই নির্ভর ক'রছে টাকাটাকে কর্তারা কত devaluate ক'রবেন তার উপর। অর্থাৎ পাউণ্ডের তুলনায় টাকার মূল্য অথবা purchasing power কতটা কম করা হইবে তাহার উপরেই আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি অবনতি নির্ভর ক'রবে। কিন্তু মূল্যটা যে কত কমান হইবে সে সম্বন্ধে কর্তারা একেবারে নীরব। যদি এই মূল্য কমানোর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়, জাপানী, জার্ম্মাণী ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে খর্ব্ব করিয়া ব্রিটীশ বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া, তাহা হইলে দেশীয় শিল্পের উন্নতির আশা আকাশ কুসুম বৎ। আর যদি টাকার মূল্যটা এরূপ কমানো হয় যাহার ফলে যাবতীয় বিদেশীপণ্যের মূল্য দেশে খুব চড়া দামে বিক্রয় হইবে তাহা হইলে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহার আর একটা দিক আছে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইলেও জন সাধারণকে অনেক চড়া দামে এই সব জিনিষ কিনিতে হইবে এবং এই জন্য প্রধানতঃ বাংলাদেশের সমূহ আর্থিক ক্ষতি হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ টাটা আয়রণ ওয়ার্কসের কথা বলা যাইতে পারে। করগেট্ বা ঢেউটীন বাংলা দেশেই অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার হয়। টাটা কোম্পানীকে সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট করগেট সীট প্রভৃতির সম্বন্ধে যে রক্ষাশুল্কের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফলে গত কয়েক বৎসর হইতে আমাদিগকে অনেক চড়া দামে করগেট সীট আদি খরিদ করিতে হইতেছে। যদি রক্ষা শুল্ক না থাকিত তবে জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম্ ও আমেরিকাজাত করগেট সীটাদির প্রতিযোগিতার ফলে অনেক সস্তা দামে আমরা এই সকল দ্রব্য কিনিতে পারিতাম। এই রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমরা বর্ত্তমান বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম দামে এই সব দ্রব্য কিনিতেছিলাম। কিন্তু টাটা কোম্পানীর সুবিধা করিতে গিয়া সমগ্র দেশকে আজ এই কত বৎসর ধরিয়া যে আর্থিক দণ্ড দিতে হইতেছে এবং ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের কিম্বা আমাদের বাংলাদেশের কি আর্থিক উন্নতি হইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এইরূপে লবণ, কাপড় ইত্যাদি অন্যান্য বিদেশজাত পণ্য রক্ষা শুল্কের ফলে বাংলাদেশে অনেক চড়া দামে বিক্রয় হইতেছে বাংলাদেশ ইহার দরুণ এযাবৎ কি ফল লাভ করিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া একদল লোক যে অকারণ চীৎকার করিতেছে একথা বলা যায় না।

টাকার মূল্য হ্রাস হইলে সমুদয় কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী মূল্য বাড়িবে সুতরাং কৃষকেরা উপকৃত হইবে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছে যে এমনিই ত রেঙ্গুনের চাউল এবং আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার গম এ দেশে আসিয়া এত সস্তা দামে বিকাইতেছে যে আমাদের দেশের কৃষকেরা তাহাদের সহিত কিছুতেই দরে টক্কর দিতে পারিতেছে না। এর উপর টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে যদি কৃষিজাত দ্রব্যের দাম আরও চড়িয়া যায়, তবে বিদেশ হইতে এই সকল কৃষিজাত দ্রব্য আসিয়া আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিবে এবং তাহার ফলে আমাদের কৃষিজাত জিনিষ বাজারে অচল এবং অবিক্রেয় হইয়া উঠিবে। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য চড়িবে বলিয়া ভুড়ি-লাফ্ মারিয়ে কি হইবে, জিনিষই যে অবিক্রেয় হইয়া উঠিবে

তার উপায় কি ? কিন্তু বাংলাদেশের পাটের সম্বন্ধে একথা বলা খাটে না। পাট বাংলার এক চেটিয়া সম্পত্তি। পৃথিবীর সকল দেশকেই বাংলার বাজার হইতে পাট কিনিতে হয়। সুতরাং টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে কৃষিজাত পাটের মূল্য যদি বাড়িয়া যায় তবে বাংলার পাটচাষীরা যে বাঁচিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং পাট যখন আর কোথায়ও জন্মে না, তখন ইহাতে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কাও নাই। মোটের উপর আমার বক্তব্যটা এই ভাবেই বলিলাম। আচার্য্যদেব এক ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন যে তুই দেখ্‌ছি তা' হ'লে Plus-minus এর দলে। আমিও যত ভাব্‌ছি ততই দেখ্‌ছি—এই ব্যাপারটার মধ্যে ওই plus-minus এর খটাখটি' রহিয়াছে খুব।

চট্টগ্রাম মেল ঝড়ের গতিতে অবিরাম ছুটিতেছে,—চাকার ঘড় ঘড়ানি এবং ইঞ্জিনের ভক্‌ ভক্‌ ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ রূপী কর্ণবধিরকারী আওয়াজের মধ্যে কথা বলা এবং অপরকে শোনানো যে কি ঝক্‌মারী তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। গলার দফা ত' গাড়ীর মধ্যেই শেষ করিলাম; সন্ধ্যাতে আবার জন-সভায় গলাবাজী করিতে হইবে, নহিলে নিস্তার নাই। সেই ফরমাস্‌ তামিল করার জন্যেই এবার আবার তলব করিয়া লইয়া যাইতেছে, সুতরাং ক্ষমা নাই, অব্যাহতি নাই। গলা যখন ধরিয়া আসিয়াছে তখন আমার পাশে মোহিনী মিলের সেলিং এজেন্ট চিমন লাল বসিয়া ছিলেন; তিনি এই আলোচনায় যোগ দিলেন। তিনি আওয়াজ দিতেই আমি তড়াক করিয়া Fring line ত্যাগ করিয়া এক লাফে পিছনের বেঞ্চিতে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

চলন্ত মেলের খোলা জানালা দিয়া হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল। বেঞ্চির এক কোনে জলধর দাদা আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত করিয়া চক্ষু মুদিয়া মুখ হইতে অনবরত বিশ্রস্তিন্যাস উদ্‌গীরণ করিতেছিলেন। শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার সহিত বহু দিন হইতে নন্‌কো-অপারেশন করিয়াছে, তাহার উপর মেলের ঘর-ঘর শব্দে যেটুকু শোনার আশা ছিল তাহাও নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে, সুতরাং দাদা আমার নির্লিপ্ত যোগীর ন্যায় অথবা তাঁহার অতিপ্রিয় অচল ঘন হিমালয়ের ন্যায় ধীর, স্থির এবং গম্ভীর মেজাজে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া ছিলেন। তবে পর্ব্বত যে বহ্নিমান আছেন, তাহা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত কুণ্ডলীকৃত ধূমের দ্বারাই বুঝা যাইতেছিল। আমি তাঁহার সঙ্গলাভ করার জন্য কয়েকবার "দাদা" "দাদা" বলিয়া চেঁচাইলাম। কিন্তু দেখিলাম বৃথা,—কান একেবারে নন্‌কো করিয়া বসিয়া আছে। ভাবিলাম শাপে বর হইয়াছে। দাদা আমার এই টাকা আর পাউণ্ডের কচ্‌ কচি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া নিয়া নয়ন ভরিয়া আচার্য্য দেবকে দেখিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে ভারতের অতীত যুগের শান্ত, স্নিগ্ধ তপোবনে বেদ উপনিষদ রচয়িতা সেই সকল মহাতপা ঋষিদিগের কথা মনে হইতে লাগিল। দেবঋষিঅধ্যুষিত প্রাচীন ভারতের শেষ নিদর্শন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র আজ আমার এত কাছে বসিয়া আছেন মনে করিয়া শরীর ও মন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী গায়ে, পরিধানে ময়লা একখানা মোটা খদ্দরের কাপড়, পায়ে একটা ফুল মোজা বা Cycle Hose; তাহার পায়ের

পাতার অংশটা পোকায় কাটিয়া একেবারে ঝাঁঝরী করিয়া দিয়াছে এবং কোন কোন ছিদ্র এতবড় যে একটা টাকা অনায়াসে গলিয়া যায়। সেই সকল বড় ছিদ্র হইতে আচার্য্যের ধূলি মলিন অসংস্কৃত পায়ের চামড়ার এক এক অংশ দেখা যাইতেছে; সরু পায়ে ফুল মোজা দুইটী ঢিলা পাঞ্জাবীর মত ঢল্ ঢল্ করিতেছে। পাছে খসিয়া পড়ে এই জন্য হাঁটুর নীচে কাপড়ের পাড়ের ফালি দিয়া মোজা দুইটী বাঁধা। বিশ্ব-বিখ্যাত প্রফেসার আইনষ্টাইনের মত উস্কখুস্ক লম্বা চুলগুলি কপালের চারিধারের অযত্নবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই নীচে প্রতিভা দীপ্ত স্বদেশ এবং স্বজাতি প্রীতিতে পরিপূর্ণ করুণা ভরা আঁখি দুইটী জল্ জল্, ছল্ ছল্ করিতেছে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিদ্যোজ্জ্যোতি সমুদ্ভাবিত সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ করুণা ভরা এমন সুন্দর মুখ যৌবনের প্রারম্ভে আর একজনের মাত্র দেখিয়াছিলাম—তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া সারা ভারতবর্ষে কত মহাজনের সাহচর্য্য লাভ করিলাম। কিন্তু পুণ্য, পবিত্রতা এবং সরলতার আধার স্বরূপ এমন সুন্দর মুখ আর দেখিলাম না। এই বুঝি বাংলার শেষ তপস্বী মাতৃপূজার শেষপূজারী, ঋষি ও সাধক।

আত্মগ্লানি এবং ধিক্কারে মন তিতাইয়া উঠিতে লাগিল। হায়! এত বড় একটা জাগ্রত জীবন্ত বিরাট আদর্শ সম্মুখে দেখিয়াও আমরা কেন ইঁহার মত সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে শিখিলাম না? বার বার সংকল্প করিয়াও কেন সে সংকল্প রক্ষা করিতে পারি না! আমারও পরিধানে খদ্দরের ধুতি ও জামা ছিল—কিন্তু আত্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, হায়! আমার এই খদ্দরের আবরণ ত' মন এবং প্রাণের পরিবর্ত্তন সূচক বেশ নহে; এযে পোষাকী লোক ভুলানো মিটিং-কা কাপড়া। বাহিরে খদ্দর পরিয়াছি সত্য, কিন্তু সমস্ত মন যে ভোগ বিলাসের পঙ্ককূপে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে! মন যে মেজাজী হইয়া উঁচু চাল চলনের মোহাবর্ত্তে ঘূর্ণিপাক খাইয়া মরিতেছে। আচার্য্যের সম্মুখে আমার এই খদ্দরের বেশ যেন আমাকে বৃশ্চিক দংশনে জ্বালাইয়া তুলিতেছিল—কবি ঠিক বলিয়াছেন—

"মন না রঙ্গায়ে কাপড় রঙ্গালে যোগি,
কি ভুল করিলে হায়!"

আমার সমগ্র মণপ্রাণ কেবলই যেন আচার্য্যের চরণতলে লুটাইয়া লুটাইয়া এই বলিতেছিল, হে বাঙ্গালার চিরকুমার ত্যাগীতাপস! বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর জন্য সর্ব্বত্যাগী একনিষ্ঠ যোগী ও সাধক!—তুমিই আমাকে এই মোহ পঙ্ক হইতে টানিয়া উঠাও—তোমার ওই সরল সুন্দর অনাড়ম্বর জীবন আমার জীবনে সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠুক।

কতক্ষণ এইরূপ চিন্তায় বিভোর ছিলাম জানিনা, হঠাৎ চিমনলালের ডাকে যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিল। আমরা রাণাঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছি, খাবার জন্যে সমরেশের কামরায় আমার ডাক পড়িয়াছে। আমি ক্ষণিকের সেই শ্মশান বৈরাগ্যের প্রভাব

অতিক্রম করিয়া মোহাবিষ্টের ন্যায় আচার্য্যের কামরা ত্যাগ করিয়া সমরেশের সহিত যাইয়া মিলিত হইলাম এবং প্রাতরাশ শেষ করিলাম।

গিরিজাবাবুদের স্নেহাতিশয্যের নিদর্শন এই রাণাঘাট হইতেই সুরু হয় এবং পাকস্থলীর loading এই ষ্টেশনে এমন ভাবে হয় যে কুষ্টিয়ায় পৌছিয়া অন্ততঃ আরও ২৪ ঘণ্টা না গেলে পাকস্থলীর unloading এর আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এবার রাণাঘাট এবং কুষ্টিয়ায় আমার পাকস্থলীতে যেরূপ loading দিয়াছিলেন, তাহার বোঝা নাবাইতে কলিকাতায় ফিরিয়া সপ্তাহকাল ধরিয়া আমাকে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হেকিমী ইত্যাদি নানারূপ তুক্ তাকের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। আচার্য্যদেব এইখানেও সর্ব্বত্যাগী, সুতরাং সর্ব্বজয়ী। তিনি কুষ্টিয়ায় পৌছিয়াই রমাবাবুর গৃহে অন্তরীণ হইলেন এবং গোটাকয়েক বড়ী সিদ্ধ খাইয়া একবাটী পল্তার ঝোল চুমুক দিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, একটী অন্নদানা স্পর্শও করিলেন না।

শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

গিরিজাবাবুরা বেশ একটু টাইলে রাখার জন্য আমাকে আটকাইলেন তাঁহাদের নিজ সংস্থ

গেষ্ট্ হাউসে বা নবযুগের অতিথিশালায়। সেখানে সুন্দর সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যার ব্যবস্থা আছে, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতিতে মোহিনীমিলের মনোগ্রাম আঁকা আছে। সুসজ্জিত বাথ্রুম, কমোড্, ওয়াস্ বেছিন, ড্রেসিং টেবিল, আয়না, চিরুণী, ব্রাশ, সুগন্ধি তেল, নূতন টুথ্ব্রাশ, জিব্ছোলা, টুথ্পাউডার, টার্কীশ তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি যুগোপযোগী বিলাসী বাবুর যাহাকিছুদরকার তাহা সব যথাস্থানে সুসজ্জিত আছে। আমি একাকী সেই সোণার পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছট্ফট্ করিতে লাগিলাম; ভাবিলাম ইহাই বিধিলিপি!

কুষ্টিয়ায় গতবারেও গিয়াছি, এবারেও গেলাম। কলিকাতা হইতে ১১১ মাইল দুরে মফঃস্বলের একটা ছোট সহরের উপান্তে, জঙ্গলের মধ্যে মোহিনীবাবু কেন যে এই মিলের আয়োজন করিলেন, সে কথা যখনই মনে হয় তখনই তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় এবং আশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কথা মনে করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই। মিল, ফ্যাক্টরী,কলকারখানা বলিতেই লোকে কলিকাতা এবং তাহার উপকণ্ঠস্থ জনপদগুলির কথাই মনে করে। কলিকাতার আশে পাশে ছাড়াও যে আবার কলকারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ কাপড়ের কল—একথা বাংলাদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত কেহ ধারণাই করিতে পারিত না। আজ ঢাকায় ঢাকেশ্বরী এবং লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল স্থাপিত হইয়াছে, চট্টগ্রামে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কটনমিল স্থাপিত হইয়াছে, নারায়ণগঞ্জে চিত্তরঞ্জন কটনমিল স্থাপিত হইয়াছে, খুলনায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিল স্থাপিত হইয়াছে। আজ যে বাঙ্গলায় নানাস্থানে কাপড়ের কল স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে, তাহার অগ্রদূত এবং উদ্যোক্তা ছিলেন মোহিনীমোহন।

কলকারখানার কেন্দ্রে সাধারণতঃ যেরূপ দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়—মফঃস্বলের মিলসমূহে সেরূপ কোনও দুর্নীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান কারণ এখানকার মিলের কর্ম্মীগণ সকলেই আপন আপন বাড়ী হইতে কাজ করিতে আসে এবং দৈনিক কার্য্যাবসানে নিজের বাড়ীতেই ফিরিয়া যায়। কুষ্টিয়ার মিল এরিয়ার মধ্যে কোনও খোলা ভাঁটীর ব্যবস্থা নাই, অথচ নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা আছে। মিলের কর্ম্মীদের জন্য খেলার ব্যবস্থা আছে, থিয়েটার ঘর আছে, সার্ব্বজনীন পূজার জন্য নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে, রাস্তাঘাট সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সমস্ত রাত্রি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত থাকে। রাত্রিতে মিল এরিয়ায় পাহারার বন্দোবস্ত আছে—চারিদিকের ব্যবস্থার মধ্যে একটা আন্তরিক সহানুভূতির সাড়া পাওয়া যায়। মিলের কর্তৃপক্ষ কর্ম্মীদের মঙ্গলের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন,কিন্তু একটা বিষয়ের অভাব দেখিয়া মন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছে। এখানে কোনও সুসজ্জিত লাইব্রেরী দেখিলাম না। লাইব্রেরী না থাকুক, কর্ম্মীদের মানসিক উন্নতির জন্য অন্ততঃ একটা পাঠাগার থাকিলেও তাহারা অবসর সময় নানারূপ সংবাদপত্রাদি পড়িয়া চিত্ত বিনোদন করিতে পারে এবং নিজেদের নানারূপ উন্নতিও করিতে পারে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষদিগকে উদ্যোগী হইবার জন্য আমার অনুরোধ জানাইলাম।

বাংলাদেশের আধুনিক যুগের ছেলেরা রাজনীতি সম্বন্ধে মনে করে যে গান্ধিজীর পূর্ব্বে

১৯২১ সালের আগে এদেশে রাজনীতি বলিয়া বোধ হয় কোন জিনিষই ছিল না। অথচ ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের ফলে কত লোক যে জেলে গিয়াছে, নির্ব্বাসন ভোগ করিয়াছে, দ্বীপান্তরিত হইয়াছে এবং ফাঁসিকাটে ঝুলিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শিল্প সৃষ্টির সম্বন্ধেও লোকের ধারণা যে বঙ্গলক্ষ্মী মিল স্থাপনই বুঝি বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রথম শিল্পোদ্যম! কিন্তু তাহার কত বৎসর পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ১৮৯২ সালে যে আচার্য্যদেব নিজের পকেট হইতে ৮০০৲ টাকা দিয়া বেঙ্গল কেমিক্যালের সূচনা করিয়াছিলেন, সে কথা আধুনিক যুগের ছেলেরা কেহ জানেও না বা তাহার খোঁজও করে না। মোহিনী মোহন বঙ্গলক্ষ্মী মিল ত' দূরের কথা, বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনেরও বহু পূর্ব্বে ১৯০৩ সালে কুষ্টিয়ার উপান্তে একটা জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ীতে বসিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁত বোনা আরম্ভ করিয়া দেন এবং তাহাই উত্তর কালে মোহিনী মিলে পরিণত হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশের ডেপুটী, মুন্সেফ, সদরালা প্রভৃতি পেন্সন নিয়া, হয় কাশীবাসী বা পশ্চিমাঞ্চলবাসী—হন, আর না হয় ঘরে বসিয়া নাতিপুতি নাড়া চাড়া করেন এবং অন্যান্য পেন্সন ভোগীদের সঙ্গে বসিয়া অতীত জীবনের জাবর কাটেন।

আমাদের বাড়ীর সম্মুখে গোলদীঘিতে পেন্সন ভোগীদের এইরূপ একটা দঙ্গল আছে। রোজ সকালে বিকালে সেখানে ইঁহাদের একটা ralley হয়; যদি কেহ সেখানে যান, তবে শুনিবেন কেহ হয়ত বলিতেছেন, 'কাল ভাই আমি একখানা ফেনী বাতাসা এক পোয়া জলে ফেলিয়া সেই জলটুকু খেয়েছিলাম; কিন্তু সেই একখানি বাতাসা খাবার ফলে সারা রাত্তির বুক জলে মরি আর কি!' আর একজন বলিতেছেন, 'আমি মিষ্টির ধার দিয়েও যাই না। আধ পয়সার মুড়ি হামান দিস্তায় গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই মুড়ির গুঁড়া দুধে ফেলিয়া খাই—তাতে বেশ থাকি; কিন্তু যদি এক চামচ বেশী মুড়ির গুঁড়া খাই, অমনি ঢেকুর উঠিতে থাকে', কেহবা আবার বলিতেছেন, 'আমি আজ দশ বৎসর যাবত রাত্রে সাগু খেয়ে বেশ আছি। এর ব্যতিক্রম হ'লেই চোঁয়া ঢেকুর আর বুকজ্বালা।' গোল দিঘীর পিঁজরাপোলে কোথাও এইরূপ খাদ্যের আলোচনা হইতেছে, কোথায়ও বা পেন্সনীরা মিলিয়া কোন্ সাহেব কবে তাঁহাকে একটু হ্যাণ্ডসেক্ করেছিলেন—কবে কোন্ সাহেব তাঁর দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়েছিলেন, এইসব পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিয়া জটলা পাকাইতেছেন। যে দেশের পেন্সনীরা তাঁহাদের শেষ জীবন এইরূপ অলস আলোচনায় অতিবাহিত করেন, যে দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে লোকে বলিয়া আসিতেছে এবং শুনিয়া আসিতেছে যে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" সে দেশে মোহিনীমোহন ৭৫ বৎসর বয়সে কেন যে এই শ্রমসাধ্য, বিঘ্ন বহুল, শিল্প প্রচেষ্টার মধ্যে

তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের শেষ সম্বল সর্ব্বস্ব ইহার পশ্চাতে ঢালিয়া দিলেন তাহা আমার ধারণারও অতীত। আজ তাঁহার স্থাপিত মিলের অসাধারণ উন্নতি ও সাফল্য দেখিয়া সমগ্র ভারতের লোক বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া আজ সমগ্র বাংলা দেশের শিল্প প্রচেষ্টার সাধন ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আজ সত্য সত্যই মোহিনীমোহনের অমর আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বাঙ্গলার অযুতকণ্ঠ হইতে গীত হইতেছে।

"কুষ্টিয়া তব সাধন পীঠ
মোদের তীর্থ ভূমি।"

মোহিনী মিলের স্মৃতিসভায় পঠিত শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের অভিভাষণ এই সংখ্যায় স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক।

ময়মনসিংহে ভারতীয় বীমা প্রতিনিধি সমিতির অধিবেশন

ময়মনসিংহে ভারতীয় বীমা প্রতিনিধি-সমিতির (Indian Insurance Agents Association of Mymensing) বার্ষিক সভা ময়মনসিংহে বিগত ১৩ই আগষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী-চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিতির সংখ্যাও বেশ ছিল। সভার সাধারণ কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটী মন্তব্য গ্রহণ করেন। দেশপ্রিয় যে ভারতীয় কয়েকটী বীমার সহিত যুক্ত ছিলেন, এই কথাই ঐ মন্তব্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। মিঃ এস্, আর, দত্ত বি, এ, তাঁহার রিপোর্ট পাঠকালে বলেন যে ভারতীয় বীমার উন্নতিকল্পে এই সকল সমিতির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। বিশেষতঃ বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত এক-যোগে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে এই প্রণালী ছাড়া উপায় নাই।

মিঃ এন্, কে, রায়, মিঃ এ, এ, খাঁ ও সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর চাকলাদার প্রত্যেকেই বীমা সম্বন্ধে—"ভারতীয় জিনিস ক্রয়কর ও ভারতীয় জিনিষই বিক্রয় কর" (Buy Indian and Sell Indian) নীতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। মিঃ লাহিড়ী-চৌধুরী একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন; উহা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের জন্ত

নিম্নলিখিত প্রকারে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—রায় ইউ. সি, চাকলাদার বাহাদুর (হিন্দুস্থান) সহঃ সভাপতি—মিঃ এন, কে, রায় (ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স) মিঃ এচ, সি, চৌধুরী (ফরওয়ার্ড) সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—মিঃ এস, এম, আইচ, (ওরিয়েণ্টাল) সহঃ সম্পাদক—মিঃ এস্. সি রায় (ইউনিক্) পরিচালক সমিতি—মিঃ এস, আর, দত্ত বি, এ, (ফরওয়ার্ড); মিঃ এম, এন,রায় (এম্পায়ার), মিঃ এ, এ, খাঁ (লক্ষ্মী); মিঃ এস, বি, গুপ্ত (ন্যাশনাল); মিঃ ডি.এন, সেন (নিউ ইণ্ডিয়া); মিঃ এন, চাকলাদার (হিন্দুস্থান); শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ (ফরওয়ার্ড); মিঃ কে, সি, দাস এম. এ, বি, এল (অন্ধ্র)

আগষ্ট মাসে নূতন বীমা কোম্পানী

১৯৩৩ সনের গত আগষ্ট মাসে সমগ্র বাংলায় যে সকল নূতন বীমা কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হইয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাদের উদ্দেশ্য ও অনুমোদিত মূলধন তাহাদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানার পার্শ্বে দেওয়া গেল:—

১। ওরিয়েণ্টাল্ গার্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ৯৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা —ইন্সিওরেন্স ও ব্যাঙ্কিং। মূলধন ১,০০,০০০৲ টাকা।

২। দি লাইট্ অব্ হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ত্রিপুরা; প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স ও ব্যাঙ্কিং। মূলধন—১,০০,০০০৲ টাকা।

৩। ইণ্ডিয়া জেনারল্ ইন্সিওরেন্স লিমিটেড, কুমিল্লা, ২০,০০০৲ টাকা।

৪। গ্রেট এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্স লিমিটেড, কুমিল্লা প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স, ২০,০০০৲ টাকা।

৫। এমিকাস্ ইন্সিওরেন্স লিমিটেড ৮৩বি আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স, ২০,০০০৲ টাকা।

৬। নালান্দা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড,—২, রয়াল এক্‌চেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা,—১,০০,০০০৲ টাকা।

৭। ধ্রুবতারা ইন্সিওরেন্স ও ব্যাঙ্কিং লিমিটেড, ত্রিপুরা, প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স, ২০,০০০৲ টাকা

৮। অল্ ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স লিমিটেড ;চাঁদপুর, ত্রিপুরা, ২০,০০০৲ টাকা।

৯। ন্যাশনাল্ বেনাভোলেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, ত্রিপুরা, প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স, ১,০০,০০০৲ টাকা।

১০। সান্‌রাইজ ব্যাঙ্কিং এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ত্রিপুরা, প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স, ২০,০০০৲ টাকা।

মেট্রোপোলিটান ইন্সিওরেন্সের বীমা কর্ম্মীদের সমিতি—

পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও প্রীতির ভাব বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত এবং বীমাকারীদের ও ভারতীয় বীমার সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণার্থে মেট্রোপোলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মীগণের এক সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া অস্থায়ী পরিচালক সমিতি (Executive Committee) গঠিত হইয়াছে।

মিঃ এচ্, এম্, রায় বি, এ ; বি, এল, সভাপতি

মিঃ প্রবোধচন্দ্র নাগ এম, এ, ও মিঃ কিরণ কুমার বসু বি, এ, সহঃ সভাপতি

মিঃ প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, সম্পাদক

মিঃ সুধীর চরণ মুখার্জ্জী ও মিঃ শম্ভুনাথ বসু সহকারী সম্পাদক

মিঃ মতিলাল পাল, কোষাধ্যক্ষ

এই প্রকার সমিতির যে আবশ্যকতা আছে, এবিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করা দরকার হয় না। বীমার কার্য্য প্রসারের নিমিত্ত আমরা এই সমিতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

নূতন নিয়োগ

মিঃ পি, চৌধুরী এখন আর ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের সেক্রেটারী নাই। তাঁহাকে সেক্রেটারীর পদ হইতে অপসারণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স ও রিয়াল প্রপার্টির মিঃ এস্, এন্, দাস এখানে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ল্ডের সহকারী সম্পাদক মিঃ প্রভাকর মিত্র বি, এ, বি-কম্ উপরোক্ত কোম্পানীতেই ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অফিসার ভাবে ইকুইটেবলের কাজে যোগদান করিয়াছেন। মিঃ দাশ ও মিঃ মিত্র উভয়েই বীমাক্ষেত্রের কাজে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা কোম্পানীর কাজে উন্নতি করুন ইহাই আমরা কামনা করি।

স্থান পরিবর্ত্তন

"কমার্শিয়াল গেজেট" নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়, উহার অফিস ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ২নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসে উঠিয়া গিয়াছে। চিঠিপত্রাদি ভবিষ্যতে ঐ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

এজেল্ স্ ইনসিওরেন্স্ কোম্পানী

"সিলন্ অব্জার্ভার" নামে একটী পত্রিকা সিংহল হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে বীমা সম্পর্কিত একটী প্রয়োজনীয় রায়ের সংবাদ বাহির

হইয়াছে। রায় দিয়াছেন ওখানকার অস্থায়ী ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ ভি, এম্, ফার্ণেণ্ডো ও রায় হইয়াছে এঞ্জেলস্ ইন্সিওরেন্সের বিরুদ্ধে।

ঘটনাটী এই — মিঃ জি, এ, ফ্রিম্যান ওখানকার একজন দন্ত চিকিৎসক। তাঁহার কতক টাকা ধারের আবশ্যক হয়। তখন তিনি কাহারও কাহারও পরামর্শমত এঞ্জেলের একখানি পলিসি গ্রহণ করেন ও ঐ পলিসির জন্য প্রিমিয়ামও দেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে দেখিতে পাইলেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী তাঁহাকে টাকা ধার দিতেছে না। তখন তিনি প্রিমিয়ামের টাকা আদায় করিবার জন্য খরচ খরচাসমেত টাকার দাবী করিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। কোম্পানীর তরফ হইতে বলা হয় যে, যে সকল সর্ত্তে ফ্রিম্যান আবদ্ধ আছে, সেই সকল সর্ত্তানুসারে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা চলে না। কিন্তু কোম্পানী টাকা ধার দেয় নাই এবং লিষ্ট্ রেজিষ্টারে যেভাবে হিসাব রাখা হইয়াছে তাহাও সন্তোষজনক নহে। এই কারণে জজ মন্তব্য করেন যে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর যুক্তি শুধু ফ্রিম্যানকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

কাজেই তিনি কোম্পানীর বিপক্ষে রায় দিয়া দেন।

সিন্ধুদেশের ইন্সিওরেন্স কোম্পানী

ইংরাজী একটী প্রবাদ আছে—"It never rains but pours"—এ খালি বৃষ্টি নহে—অনবরত ধারা। আমাদের দেশে যে রকম ব্যাঙের ছাতার মত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গজাইরা উঠিতেছে, তাহাতে এই প্রসঙ্গে ঐ উপরোক্ত প্রবাদটী বলা অপ্রাসঙ্গিক নয়। গত বৎসর বাংলায় এইরূপ বহু কোম্পানীর সৃষ্টি হইয়াছে। এ বৎসর শুনিতেছি, করাচীতেও ঐরূপ কতকগুলি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গজাইতেছে, তাঁহারা শুধু "এ ঘাটের জল ওঘাটে ঢালিয়া" ইন্সিওরেন্সের কাজ চালাইবেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই করাচীতে এই জাতীয় ১৫টী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। প্রকৃত বীমার কাজ ইহাতে বাধা পায় বলিয়া সোশ্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের করাচী বিভাগের এজেন্সী সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস, জি, তালওয়ার-খাঁ মহাশয় এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। তিনি ও অন্যান্য পুরাতন বীমাকর্ম্মীরা সকলে একত্রিত হইয়া বক্তৃতা দান ও লেখনী চালনা করিয়া এই অব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছেন। আশা করা যায় এইভাবে সমবেত চেষ্টায় ও গভর্ণমেণ্টের সহকারিতা লাভ করিলে, শীঘ্রই ইহার একটা প্রতিকার হইবে।

ইন্সিওরেন্সে নূতন বিধান

শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ব্যবস্থার জন্য কঠোরতর আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে। ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ আর, এস, শর্ম্মার প্রশ্নের উত্তরে স্যার জোসেফ ভোর এই জাতীয় উত্তর দিয়াছিলেন। অন্যান্য কয়েকটী ব্যবস্থার সহিত ভারতীয় ও অভারতীয় কোম্পানীগুলিকে যে বিভিন্ন পন্থায় হিসাব পত্রাদি দাখিল করিতে হয়, এই ব্যবস্থার রদ হওয়া আবশ্যক। নূতন বিল উপস্থিত হইবার সময়ই আমরা একটা কথা বলিতে চাই যে এইভাবে আইনের পরিবর্ত্তন করিলে তাহা সকলেরই মনোজ্ঞ হইবে। তাহা না হইলে ভারতীয় কোম্পানীগুলির উপর একটা অনর্থক চাপ দেওয়া হইবে।

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কন্‌ফারেন্স, লাহোর

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির এক বৈঠক গত ৩রা ও ৭ই আগষ্ট তারিখে হইয়া গিয়াছে। কার্য্যকরী সমিতির পরিচালকবর্গ নির্ণয় করাই ঐ সভার উদ্দেশ্য ছিল। স্থির হয় যে কার্য্যকরী সমিতির সকল সভ্য মনোনয়ন না করিয়া কেবলমাত্র সভাপতি, একজন সহকারী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও এক্‌জিকিউটিভ কমিটির আটজন মাত্র সভ্য মনোনয়ন করা হউক; এবং যতদিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১০০জন পর্য্যন্ত সভ্য অভ্যর্থনা সমিতির তালিকাভুক্ত না হয়, ততদিন বাকী দুইজন সহকারী সভাপতি, হিসাব পরীক্ষক ও এক্‌জিকিউটিভ কমিটির অন্য পাঁচজন সভ্য নির্ব্বাচন বন্ধ থাকুক। এতদনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হন :—

সভাপতি—লালা হরকিষেণ লাল
সহঃ সভাপতি—পণ্ডিত কে, শান্তানম্
সাধারণ সম্পাদক—লালা ত্রিলোকচন্দ্র কাপুর
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক—মিঃ এস, এস, টুলি
কোষাধ্যক্ষ—লালা ভীম সেন আচার

অভ্যর্থনা সমিতির ১০০ জন সভ্য হইলেই বাকী পরিচালকবর্গ ও অন্যান্য সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। যে কোন ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্টস্, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এ্যাক্‌চুয়ারী, লিগাল্ এ্যাডভাইজার, মেডিক্যাল এ্যাড্‌ভাইজার—যাহাদের হেড অফিস্ পাঞ্জাবে—এমন কেহই অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারেন। ইহা ছাড়াও যে কোনও ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, ম্যানেজার, ইন্সপেক্টর, অর্গানাইজার, এজেন্ট, চীফ্ এজেন্ট ও মেডিক্যাল একজামিনার—যাহারা পাঞ্জাবে কাজ করিতেছেন, তাঁহারা ও অন্যান্য যাঁহারা বীমার ব্যাপারে যুক্ত আছেন, তাঁহারাও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারেন।

সেন রায় এণ্ড কোম্পানী

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে মেসার্স সেন রায় এণ্ড কোম্পানী বোম্বের ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার চীফ্ এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। সেন রায় কোম্পানীর একজন উৎসাহী কর্ম্মী ও অংশীদার মিঃ এন, সি, রায়। তিনি বীমা ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্ম্মী। তিনি অনেক কাল ধরিয়া নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী- ও ন্যাশ্‌ন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডে কাজ করিয়াছেন। আশা করি এই কোম্পানী সফলতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল

"ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফাইন্যান্স রিভিউ" পত্রিকার পূর্ব্বতন সম্পাদক ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল এম, এ;

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটীশ

কলিকাতা কর্পোরেশনের মাণিকতলা অঞ্চল ও ৩নং ডিষ্ট্রিক্টের এলাকাধীন রাস্তা সমূহের পার্শ্ববর্ত্তী ফলের গাছ সমূহ ইজারা নেওয়ার জন্য কে কত সেলামী (Premium) দিতে পারেন জনসাধারণের নিকট হইতে তাহার প্রস্তাব সম্বলিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। সীলমোহরাঙ্কিত পৃথক পৃথক খামের উপর "ফলের গাছের জন্য সেলামী" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। সর্ত্তানুযায়ী প্রত্যেক জমার জন্য বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে খাজনা দেওয়ার নিয়মে দখল পাওয়ার তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ছুটীর দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন অফিসের সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে সর্ত্তাদি দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর সোমবার বা তৎপূর্ব্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উহা পৌছান চাই। ৩নং ডিষ্ট্রিক্টে আন্দাজ ২০টী নারিকেল গাছ, ৭টী খেজুর গাছ ও ৭টী তাল গাছ আছে। এবং মাণিকতলা অঞ্চলে আন্দাজ ৮টী নারিকেল গাছ, ১টী আম গাছ, ৫টী তাল ও ৪টী তেঁতুল গাছ আছে।

এইচ, এন, ভট্টাচার্য্য
চীফ ভেলুয়ার ও সার্ভেয়ার

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল
অফিস

২১শে নবেম্বর, ১৯৩৩ সাল

পি, এইচ, ডি, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া ছয় মাস কারাভোগ করেন। কয়েক দিন হইল, তিনি ঐ কারা ভোগান্তে আসিয়া মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডে তাঁহার পূর্ব্বের কাজে যোগদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পুনরায় আমাদের মধ্যে অভিনন্দিত করিয়া লইতেছি।

ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ এ্যাক্চুয়ারিস্ পরীক্ষা

বিগত মে মাসে কলিকাতায় যে উপরোক্ত পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

প্রভাতকুমার ঘোষ	Part I
অনিল চন্দ্র নাগ	Part I
এস্, এম, পাল	Part I
বি, আর, গুপ্ত	Part II A
টি, এস, স্বামিনাথন	Part II A & II B
এম্, এম্, এন্, মারর	Part II B
* বাভব কস্তুরচাঁদ সা	Part III A
* আর্থার্ জোসেফ্ মেল্‌স্	Part III B

* ইঁহারা এখন এসোসিয়েট হইলেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ | পৌষ ১৩৪০ | ৯ম সংখ্যা

Salesmanship বা বিক্রয়ের প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীত আবশ্যকতা—নিজের বিশ্বাস। "নিজের বিশ্বাস"—কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। ইহার অর্থ দুই ভাবে হইতে পারে। প্রথম, মাল কাটাইবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাব নিজের উপর বিশ্বাস, দ্বিতীয়, যে জিনিসটা আমাকে বাজারে চালাইতে হইবে, তাহার গুণাগুণের উপর বিশ্বাস।

নিজের উপর বিশ্বাসের অর্থ এই যে—আমার নিজের ধারণা থাকা দরকার যে আমি এই কাজ পারি। কোন বিপদ আপদ, কোন বাধাবিপত্তি আমাকে ঠেকাইতে পারিবে না। আমি কাজে লাগিয়া যাইব এবং সে কাজে কেহ আমাকে হটাইতে পারিবে না, আমাকে সফলকাম হইতেই হইবে। ইহাই হইল নিজের উপর বিশ্বাস।

আর মাল যদি ভাল বলিয়া জানা থাকে তাহা হইলে তাহার উপর একটা বিশ্বাস আপনা হইতেই আসিবে।

এইখানে একটী কথা বলার আবশ্যকতা আছে। আমাদের সাধারণতঃ অনেক জিনিস সম্পর্কেই খুঁটিনাটি জ্ঞান খুব কম। এক ভদ্রলোক একখানি বহি লইয়া কোনও স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের নিকট উপস্থিত হইলেন ঐ স্কুলে বহিখানি পাঠ্য করাইবার জন্য। হেড্‌মাষ্টার

মহাশয় তাঁহাকে হয়ত বহি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কি কি আছে তাহা দেখাইতে বলিলেন। কিন্তু যিনি বই লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি কেবল একখানি বই নেন্ নাই বা শুধু এক জায়গায়ই যাইবেন না; কাজেই তিনি কোন বই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার সুযোগ পান নাই। ফলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায়, তাঁহার বহিখানি আর বিবেচনার জন্য লওয়া হইল না। কাজে যিনি নামিবেন, তিনি সেই সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে—যতদূর সম্ভব সঠিক সংবাদ লইবেন। বিলাত হইতে প্রকাশিত কোনও এক মাসিক পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন, তিনি একজন টাইপ রাইটিং মেসিন্ বিক্রেতার সংবাদ জানেন। ঐ ব্যক্তি মেসিন্ বিক্রয় করিবার জন্য কোন এক বড় বণিকের আফিসে উপস্থিত হইলেন। আপিসের ম্যানেজার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐ ব্যক্তিকে কলের উপযোগিতা সম্পর্কে এক সময়ে যতগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই বিক্রেতা সবগুলির উত্তর দিয়াছিলেন; তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তখনই ছয়টী কলের জন্য অর্ডার লিখিয়া দিলেন।

যে জিনিস তিনি বিক্রয় করিতেছেন, তৎসম্পর্কে যত প্রকারের খুঁটিনাটি প্রশ্ন হইতে পারে সে সম্বন্ধে সকল কথাই জানা চাই, তবেই জিনিষ বিক্রয় করা সহজ হইবে।

এই ভাবের খুঁটিনাটি সংবাদ রাখাতে ঐ মাল সম্পর্কে একটা বিশ্বাসের ভাব নিজের মনে জাগিয়া কাজে উৎসাহ আসিবে। Salesman-এর পক্ষে এই উৎসাহই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী। এই উৎসাহ বলে কোন কঠিন কার্য্যই কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। যিনি নিজের উপলব্ধি দিয়া একটা জিনিষ গ্রহণ করিয়াছেন, সে উপলব্ধি বা অনুভূতি অন্যকে দিতে কষ্ট হয় না। তাহার প্রেরণার বলে, অন্যের কঠিন বা সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান চিত্ত আপনা হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। উৎসাহীর ধর্ম্মই এই যে সে বস্তুতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। সেই প্রাণই অন্য প্রাণকে টানিয়া আনে। উৎসাহী ব্যতীত এ ভাব অসম্ভব। খরিদ্দার কোনও একটী বিষয় জানিতে চাহিতেছেন, বিক্রেতা সেই জিনিস সম্পর্কে ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন বা অন্যমনস্ক ভাবে নেহাৎ না দিলে নয় এইরূপ ভাবে উত্তর দিতেছেন—এইরূপ স্থলে খরিদ্দারের মনে সেই জিনিষ লইবার জন্য আর উৎসাহ বাড়ে না। কিন্তু, খরিদ্দারের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিক্রেতা তাহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া—ঐ জিনিস সম্পর্কে সকল তথ্য আনন্দের সহিত খরিদ্দারকে বুঝাইয়া দেন খরিদ্দার তখন মনে করিতে থাকেন, তাইত. এমন সুযোগ হারাইতে নাই। এই ভাবেই অনেক জিনিস বিক্রয় হইয়া যায়।

কোনও কোনও লেখক একজন বিক্রেতাকে (Salesman) একজন চিত্রকরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। চিত্রকর তাঁহার তুলি ও রং লইয়া একখানি শাদা ক্যানভ্যাস্কে এমন ভাবে রঙীন করিয়া তুলেন যে মনে হয়, সেই শাদা কাপড়খানিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেখানে নানাপ্রকার নর নারীর নানা অভিব্যক্তি, নদ, নদী, গিরি কন্দর প্রভৃতি নৈসর্গিক নানা দৃশ্য—প্রভৃতির অবতারণা করায় দ্রষ্টার মনে আর উহার উপর শাদা কাপড়ের

বোধ থাকে না। যেন সে সকল জীবন্ত ভাবেই তাহার সম্মুখে কাজ করিতেছে।

ব্যবসায়ী কি করেন? তিনি প্রাণশূন্য ছবি লইয়া ব্যস্ত থাকেন না। তাঁহার কারবার মানুষ-জীবন্ত মানুষ লইয়া। মানুষের কি কি অভাব এবং সেই অভাব বোধ দূর করিয়া তিনি প্রকৃতপক্ষে জনশূন্য স্থানকে জনপূর্ণ করিয়া দেন। নৈসর্গিক দৃশ্যসমূহের অবতারণা এখানে করিতে হয় না; আপনা হইতেই প্রকৃতি নূতন ভাব ধারণ করে। এখানে ব্যবসায়ীও ভাবুক কবি, তবে অন্য রকমে। কাজেই কবিত্বের বা কলাবিদের সকল গুণই ব্যবসায়ীর মধ্যেও দেখা যায়।

কলাবিদের একটী প্রধান গুণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি। অন্যের নিকট যাহার বিশেষ কোন-রূপ মূল্য না থাকে, তাঁহার নিকট তাহা বিশেষ মূল্যবান হইয়া দাঁড়ায়। পরে অবশ্য সকলেই দেখে যে প্রকৃতই তাহা মূল্যবান ছিল। এই পর্য্যবেক্ষণ শক্তি সকল ব্যবসায়ীরই বিশেষ ভাবে থাকা আবশ্যক। খালি আবশ্যক নহে, যাঁহারা ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকৃতই পর্য্যবেক্ষণ শক্তি রহিয়াছে। রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে সাধারণ দর্শক যেমন রাস্তার চমৎকারিত্বে বা দোকানের সৌন্দর্য্যে বা রাস্তার অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, ব্যবসায়ী তখন দেখেন, কোন্ দোকানগুলি কি ভাবে সাজান, কেন ঐ ভাবে সাজান, ঐ অঞ্চলের লোকজন কি দ্রব্য চাহে; তাহাদের কিসের অভাব এবং কি ভাবে তাঁহার পক্ষে ঐ সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব। এই সকল বস্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করিতে পারিলে কোন উন্নতির আশা নাই।

কেন তাহা বলিতেছি। পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উপরই নির্ভর করে অনেক কৌশল। একথা

সত্য যে প্রত্যেক কাজ করিবার একটা কৌশল থাকে। এই কৌশল অনেকাংশে নির্ভর করে সাধারণ বুদ্ধির উপর। আমাদের দেশে ট্রেনে থার্ড ক্লাসে চলিতে চলিতে দেখা যায় বহু যুবক ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেকেই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহার মধ্যে বহুলোক আছে যাহারা ঠিক কৌশল বুঝিতে পারে না। একটা গাড়ীতে হয়ত অসম্ভব ভীড় হইয়াছে; লোকে বসিবার জায়গা পাইতেছে না, গরমে প্রাণ আই-ঢাই করিতেছে, তখন তাহার মধ্যেই জায়গা করিয়া একটা লোক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতেছে—"মহাশয় আপনারা অমুক দন্তমঞ্জনের এই গুণ আছে শুনিয়া থাকিবেন।" ইত্যাদি। তখন কাহারও সেই সময় কথা শুনিবার মত অবস্থা থাকে না বা কোন বিষয় ভাবিবার অবস্থা থাকে না। তখন সেই বিক্রেতার গুণাগুণ ব্যাখ্যা বিপজ্জনক ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে এবং অনেকে হয়ত তাহাকে আর বলিতেই দিবে না। এই-খানে কৌশলের অভাব। বিক্রেতার সাধারণ বুদ্ধি খরচ করিয়া এখানে বুঝা উচিত ছিল—যে এই যে লোকসজ্ঞ—ইহা এখন আর কোন কথা শুনিতে চাহে না। এইখানে সেই লোকটার পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অভাব দেখা যাইতেছে। তাহার উচিত ছিল এইরূপ জনাকীর্ণ গাড়ীতে সময়ক্ষেপ না করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিয়া চেষ্টা করা।

একথা সত্য—প্রত্যেক লোকেরই একটা না একটা খেয়াল থাকে বা এক একটা বিশেষত্ব থাকে। সেই লোকটার সেই বিশেষত্বটুকু যদি ঠিক পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক সময় অনেক কাজ আদায় করা যায়। এই বিশেষত্বটুকু ধরিতে হইলে পর্য্যবেক্ষণ শক্তির দরকার। যিনি সূক্ষ্মদর্শী হইবেন, তিনি তাঁহার নিকটে আগত সকল লোকের সকল বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবেন; তাহাতেই সেই লোকটার চরিত্র, প্রকৃতি বা অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান হইবে।

খরিদ্দারের প্রকৃতি সাধারণতঃ নানা রকমের হয়। এই প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝিলে কাজে অনেক সুবিধা হয়—আর না বুঝিলেই খরিদ্দার হাতছাড়া হইয়া যায়। যদি দেখা যায় খরিদ্দারের প্রকৃতি ভয়ানক রুক্ষ, বিক্রেতাকে তখন একান্ত শান্ত মেজাজ অবলম্বন করিতে হইবে। মন হইতে প্রকৃতপক্ষে ক্রোধ দূর করিয়া হাসিমুখে কথা বলিতে হইবে। এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে হাসিমুখ দেখিলে কতকটা শান্ত ভাব অবলম্বন না করে। একবার একটা লোককে একটা কথা শুনাইতে পারিলেই, সেই লোককেই আবার দ্বিতীয় কথা শুনান যায়।

এমন অনেক সময় হইতে পারে, একজন মোটর কারের বিক্রেতা এক বড় লোকের বাড়ী গেলেন। বিক্রেতা প্রথমে লক্ষ্য করিবেন, তাঁহার গাড়ী কিনিবার আবশ্যকতা আছে কিনা; গাড়ী কিনিবার তাঁহার সখ কি রকম—ইত্যাদি। প্রথম দিন হয়ত বিক্রেতাকে সেই ব্যক্তি আমলই দিলেন না। তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া তিনি হয়ত অপর এক ব্যক্তির সহিতই কথায় বেশী নিযুক্ত রহিলেন। তিনি হয়ত খোঁজই লইলেন না—এই ব্যক্তি কোথা হইতে—কি দরকারে আসিয়াছেন। তখন যদি বিক্রেতা বিরক্ত হইয়া যান, বা অন্য দিন না যান, তাহা

হইলে তিনি মস্ত ভুল করিবেন। তিনি নিতান্ত ধৈর্য্য সহকারে দেখিবেন, সেই ভদ্রলোকটী কি রকম ব্যবহার করেন; প্রথম দিন না হয়, বেশীক্ষণ আলাপ না করিয়া তিনি তাঁহার মোটরকার সম্পর্কিত কতকগুলি চিত্রপুস্তক তাঁহার টেবিলের উপর রাখিয়া আসিলেন। দেখা যাইবে, দ্বিতীয় দিন আর পূর্ব্বের মত ভাব নাই। বিশেষতঃ তাঁহার যদি মোটরকারের দরকার থাকে, তাহা হইলে তিনি ইতিমধ্যেই ঐ কাগজখানি অদ্যোপান্ত পড়িয়া থাকিবেন; এবং সেই সম্পর্কে যত জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিবে, তাহাই জানিতে চাহিবেন। কাজেই দ্বিতীয় দিন আর তাহার পক্ষে প্রথম দিনের মত অসুবিধা বা নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে না। একবার যদি মোটরকার সম্পর্কে তাঁহার প্রাণে আন্দোলন জাগাইতে পারিলেন, তাহা হইলেই বিক্রেতার পক্ষে কাজকর্ম্ম অনেক সুবিধা হইবে।

অনেক সময় এমন হয়, কোন আফিসে কোন সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইবে। তাহার সহকর্ম্মী যাহারা আছে, তাহারা হয়ত দেখা করিতে দিতে চাহিবে না; কার্ড পাঠাইলেও হয়ত তাহা সেখানে পৌছাইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে অনেক সময় কর্ত্তব্য সেই সহকারীকে উপেক্ষা করা। তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া সোজা চলিয়া যাইতে হয়—সাহেবের কাছে। সেখানে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে হয়। এইভাবে সোজাসুজি একদিন চলিয়া গেলে ঠিক বুঝা যাইবে প্রকৃতপক্ষে যে বাধা দিতেছে, তাহার ঐ বাধা দিবার হেতু বা শক্তি কতখানি! যদি প্রকৃতপক্ষেই দেখা যায় যে না—সেই লোকটার ক্ষমতা আছে, এবং বাধা দিতে পারে, তখন নাহয় তাহাকেই দুই চারিটী মিঠে কথায় অথবা আবশ্যকমত দুইচারিটী পয়সা খরচ করিয়া তাহাকেই হাত করিয়া লইতে হয়। সময়মত কাহাকেও একটী সিগারেট দিলে যে কাজ হয়, হয়ত তাহা অন্য সময়ে বা অন্য যায়গায় পাঁচটী টাকা দিলেও হয় না।

(ক্রমশঃ)

ইক্ষু চাষ

শ্রীসুরথকুমার সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দাঁড়া টানা হইয়া গেলে শ্রাবণ মাসে এক সারির দুই ঝাড় ইক্ষু একত্রে জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ ইক্ষু যতই দীর্ঘ হইতেছে ততই উহার পড়িবার আশঙ্কাও বাড়িতেছে। উহারা যাহাতে সহজে পড়িয়া যাইতে না পারে তজ্জন্যই এক একটী ঝাড় পৃথকভাবে না জড়াইয়া দুই ঝাড় একত্রে জড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

একবার জড়াইয়া বাঁধিবার পরে ইক্ষুগুলি দুই হাতের বেশী লম্বা হইলেই পুনরায় উহাদিগকে বাঁধিতে হয়। বৃদ্ধির পরিমাণ কমবেশী হইলে উল্লিখিত বাঁধিবার সময়েরও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তন হইবে। ভাদ্র মাসের মধ্যে ইক্ষুগুলি আরও দুই হস্ত বৃদ্ধি পাইলে পৃথক দুই সারি হইতে দুইটী জোড়া গুচ্ছ লইয়া একত্রে জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে। এই সময়ে ইক্ষুগুলি তাহাদের সাধারণ দৈর্ঘ্য (৬ হাত) না পাইলে উহাদের গোড়ায় পুনরায় বেশ করিয়া মাটি দেওয়া প্রয়োজন।

ইক্ষুগাছগুলি সাধারণতঃ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই সময়ে উহাদিগকে প্রতি সপ্তাহেই বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অগ্রহায়ণ মাসে শিশির পড়িতে আরম্ভ হইলেই ইক্ষুর বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। পৌষ মাসে ইক্ষুর গায়ে হুক ও তাহা হইতে শাখা বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপ হুক ও শাখা দেখিতে পাইলেই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তবে মাটির মধ্য হইতে যে সকল হুক বাহির হইবে তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ এই হুকগুলিতে নিজেদের শিকড় থাকায় মূল কাণ্ডের কোনও অনিষ্ট করে না ও ইহা হইতে পর বৎসরেও

একই জমীতে বিশেষ পরিশ্রম ব্যতীতও ইক্ষু পাওয়া যায়। যে সকল স্থানে হুক জন্মাইবে না সেই সকল স্থানে কতকগুলি নূতন বীজ ইক্ষু রোপণ করিলেই দ্বিতীয় বৎসরেও অতি সুন্দর ইক্ষু হইবে। এইরূপ ভাবে তৃতীয় বৎসরেও একই জমিতে ইক্ষুর আবাদ রাখা যাইতে পারে।

পৌষ বা মাঘ মাসে যখন ইক্ষুগুলির ডগায় পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট হইতে আরম্ভ করে ও সমস্ত পাতাই ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া উঠে তখনই ইক্ষু পক্ক হইয়াছে বলিয়া বোঝা যায়। ইক্ষু পক্ক হইলে উহা আর ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া অধিকতর পক্ক করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। উপরের লিখিত লক্ষণ দুইটী প্রকাশ পাইলেই ইক্ষুগুলি কাটিয়া ও মাড়াই করিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত অবস্থার পরে ইক্ষু কাটিতে যতই বিলম্ব হইবে গুড়ের পরিমাণও ততই কমিতে থাকিবে ও ইক্ষুগুলিও বাঁশের ন্যায় শক্ত হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়াও এই সময়ে, ইক্ষু কাটিবার পূর্ব্বেই, যদি এক পালা বৃষ্টি হয় তাহা হইলে ইক্ষুর রস ঈষৎ লবণাক্ত স্বাদের হইয়া যাইবে ও উহার মিষ্টত্বের হানি হইবে।

মাঘ মাসেও যদি ইক্ষুর পত্রে পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থার প্রকাশ না হয়, তাহা হইলেও এই মাসেই সমস্ত ইক্ষু কাটিয়া লওয়া উচিত। কারণ এই সময়ে ইক্ষুতে "জোয়া" নামক এক প্রকার কীটের আক্রমণ আরম্ভ হয়। ইহারা ইক্ষুতে প্রবেশ করিলে সেই ইক্ষু নিঃশেষে খাইয়া ফেলে অথচ কীটদষ্ট ইক্ষুগুলি ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে ফেলিয়া দেওয়া ব্যতীত ইহাদিগকে তাড়াইবারও কোনও উপায় নাই। ইক্ষুতে

জোরা পোকার আক্রমণ হইলে উহার পত্রগুলি শুকাইয়া যাইতে থাকে এবং উহার গাত্রে ভিতরে রসের অভাবজনিত এক প্রকার শাদা শাদা দাগ দেখা যায়।

ইক্ষুর আর দুইটী প্রধান শত্রু বন্য শূকর ও শৃগাল। ইহারা দন্ত দ্বারা চিবাইয়া ইক্ষুর বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহাদিগকে নিবারণের জন্য উপযুক্ত বেড়া দিয়া ক্ষেত্র ঘিরিয়া রাখা প্রয়োজন। কিন্তু শুষ্ক বাঁশ, কাঠ, কাঁটা গাছ প্রভৃতির বেড়া দিতে হইলে ইক্ষুগুলি অন্ততঃ দুই হস্ত উচ্চ না হইলে উহা দেওয়া উচিত হইবে না। কারণ উহাতে উই পোকার দৌরাত্ম্যে ফসল জন্মান কঠিন হইয়া পড়িবে। যেখানে বাঁশ কাঠ প্রভৃতির বেড়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, সেখানে উই পোকা দেখা গেলেই ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতি দশ বার হাত অন্তর নিম্নলিখিত উপায়ে কতকগুলি হাঁড়ি পুঁতিয়া রাখিয়া দিলে উই পোকা নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

একটী হাঁড়িতে কতকগুলি শুষ্ক তালপাতার টুকরা রাখিয়া উহার মুখ একখানি চট দ্বারা বাঁধিতে হইবে। তৎপরে হাঁড়িটী মাটিতে গর্ত্ত করিয়া উপুড় করিয়া পুঁতিয়া রাখিলে দুই তিন দিনের মধ্যে নিকটবর্ত্তী উই পোকাগুলি ওই হাঁড়ির মধ্যে আসিয়া জমা হইবে। উই পোকা আসিয়াছে কিনা বুঝিবার জন্য মধ্যে মধ্যে হাঁড়ির উপরে কাণ পাতিয়া কোনও রূপ শব্দ যায় কি না লক্ষ্য করিতে হয়। উই পোকা খাইতে আরম্ভ করিলে উহাদের নড়াচড়ার শব্দ বেশ বুঝিতে পারা যায়। উই পোকা আসিয়া উহার মধ্যে জমা হইলে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা শক্ত নহে। এইরূপে একই স্থান হইতে কয়েকবার উই পোকা মারিলেই উহারা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

এক বিঘা জমির ইক্ষুতে ফসল অনুসারে ১৫/০ মণ হইতে ৩০/০ মণ পর্য্যন্ত গুড় পাওয়া যায়। কম পক্ষে পনর মণ গুড় হইলেও তাহার মূল্য অন্ততঃ ১৫০৲ টাকা। ইক্ষু আবাদের ব্যয় সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ২৫৲ টাকা পড়ে। সুতরাং ফসল খুব খারাপ হইলেও ইহার চাষে বিঘাপ্রতি অন্ততঃপক্ষে ১০ ৲ টাকা লাভ থাকে। তবে সাধারণতঃ যাহা দেখা যায়, ইক্ষুর আবাদ করিয়া বিঘা প্রতি ৩০।৩৫৲ টাকা সকল চাষীরই ঘরে আসে।

পিঁয়াজ

(ডাক্তার যামিনীরঞ্জন মজুমদার)

গুণ :—উগ্র, বীর্য্য-বর্দ্ধক এবং রক্ত পরিষ্কারক। কেহ কেহ ইহার দোষ কীর্ত্তন করেন, আবার কেহ কেহ শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন; মোটের উপর এক দুর্গন্ধ ব্যতীত শরীরের পক্ষে হিতকর অনেক গুণ ইহাতে বিদ্যমান আছে। ইহা কাঁচা খাওয়া যায়। মৎস্য, মাংস, ডাল এবং তরি-তরকারীর স্বাদ বৃদ্ধি করিতে ইহার মত দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের হিন্দুগণ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য সব দেশবাসী খাদ্যের বিশিষ্ট উপকরণ রূপে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। বাংলাদেশের উচ্চ জাতি অখাদ্য বলিয়া পূর্ব্বে ইহা আহার করিতেন না, কিন্তু এখন আর ইহা তাঁহাদের মধ্যে অচল নাই।

মৃত্তিকা :—হাল্কা বেলে দোঁয়াস মাটিই পিঁয়াজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ছায়াযুক্ত স্থানে ইহা ভাল জন্মে না। জমি মুক্ত আলযুক্ত হওয়া চাই এবং মাটি ভালরূপে চাষ করিয়া ঢেলা গুঁড়া করিয়া দিতে হইবে। যদি বৃষ্টিতে কিংবা জল সেচনে গাছের গোড়ার মাটি শক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা খোঁচাইয়া আল্‌গা করিয়া না দিলে পিঁয়াজ বড় হয় না।

সময় :—আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে—অগ্রহায়ণে।

সার :—পুরাতন গোবর সার এবং ছাই, চাষের সময় দিতে হয়। সুলভ হইলে ভেড়ার সার অথবা মিশ্র সারও মন্দ নহে। এক বিঘায় ৫০ মণ গোবর সার যথেষ্ট

বপন :—দুই প্রকারে পিঁয়াজ উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

(১) বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া তাহা রোপন; পিঁয়াজের বীজ ছোট ছোট। একটা বেলে দোঁয়াস চৌকা জায়গায় সার দিয়া মাটি ভাল রূপে গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়; তারপর তাহাতে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পাতলা করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বেশী বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকিলে চারা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। চারা কিছু দীর্ঘাকার হইলে তবে উহা রোপন করিতে হয়। ১৫ ইঞ্চি অন্তর পিলি করিয়া তাহার মাঝে ৪—৬ইঞ্চি অন্তর চারা রোপন করা উচিত।

(২) পিঁয়াজের কোয়াও উপরোক্ত ভাবে পিলি করিয়া উপরোক্ত ভাবে রোপন করা যায় এবং তাহাতে ফলনও ভাল হয়। এমন ভাবে কোয়া রোপিবে যে মাটিতে যেন একেবারে ঢাকিয়া না যায়; কোয়া রোপন করিলে গাছ হইতে কলি বাহির হয়। ঐ কলি একটী সুখাদ্য। বাজারে উহা বিক্রয় হয়। ভাল কলি হইলে শুধু কলি বিক্রয় করিয়া বিঘা প্রতি ৩০৲ ৩৫৲ লাভ হইতে পারে।

পিঁয়াজ রোপন করিবার পর জমি কড়া

হইয়া গেলে জল সিঞ্চন করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে জমি ও গাছের অবস্থা দেখিয়া জল দেওয়া উচিত। বৃষ্টি হইলে জল দিবার আবশ্যক নাই।

গ্রীষ্মের প্রথমে গাছ শুকাইয়া গেলে পিঁয়াজ মাটি হইতে উঠাইয়া রৌদ্রে রস মারিয়া ঘরে উঠাইয়া রাখিতে হইবে।

রাখিবার নিয়ম:—পিঁয়াজ ঘরের মাঝে গাদা করিয়া রাখিলে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়; এজন্য ঘরের মাঝে বাঁশের চালির ৩,৪ তাক মাচাং করিয়া তাহাতে রক্ষা করিবে। ঐরূপ করিলে নষ্ট হইবার ভয় থাকে না।

শ্রেণী—১। বিলাতী পিঁয়াজ ২। পাটনাই ও বোম্বাই ৩। দেশী।

বিলাতী পিঁয়াজ খাইতে মিষ্ট। উহার বীজ খুব যত্ন করিয়া রাখিবে; উহার বীজ বপন করিতে হয়; উৎকৃষ্ট পাটনাই এবং বোম্বাই পিঁয়াজ বিলাতী পিঁয়াজ হইতে আকারে এবং আস্বাদে হীন নহে, ফলনও খুব বেশী হয়। বিলাতী, পাটনাই ও বোম্বাই পিঁয়াজ আকারে খুব বড়। দেশী পিঁয়াজ আকারে ছোট। অন্য পিঁয়াজ হইতে উহার তেজ বেশী, গন্ধও উগ্র। দেশী পিঁয়াজের ফলন অন্য পিঁয়াজ হইতে একটু কম।

বীজ—বিঘা প্রতি এক ছটাক বীজের চারার দরকার হয়। কোয়া লাগাইলে ১৫—১৮ সের দরকার হয়।

ফলন—বিঘা প্রতি ৮০—১২৫ মণ ফলে।

লাভ—অন্যূন—১০০৲।

বাঙ্গলার কোর্ট অব ওয়ার্ড বিভাগ

১৯৩১-৩২ সালের রিপোর্ট

গত ১৯৩১-৩২ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ড বিভাগের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট অনুসারে ১৯৩১-৩২ সালের প্রথমে বাঙ্গলা দেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমলে ৯৮টী জমিদারী ছিল। এই বৎসর ১১টী নূতন জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমলে আসে। ১টী জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমল হইতে বিমুক্ত হয় এবং ঢাকা নবাব এষ্টেটের দুইটী জমিদারীকে একত্রীভূত করা হয়। ফলে বৎসরের শেষে ১০৭টী জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে ছিল। এই বৎসর যে ১১টী নূতন জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আসে, তাহাদের নাম।

(১) মেদিনীপুর জেলাস্থ মহেশপুরের চৌধুরী নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ীর জমিদারী, (২) ঢাকা জেলাস্থ মুড়াপাড়ার রায় কেশব চন্দ্র ব্যানার্জ্জি বাহাদুরের জমিদারী, (৩) ময়মনসিংহ জেলাস্থ শেরপুরের রায় হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের জমিদারী (৪) ঢাকা এবং ফরিদপুর জেলাস্থ মৌলবী গোলাম সত্তার চৌধুরীর জমিদারী (৫) বরিশাল জেলাস্থ মিসেস এম টি ব্রাউনের জমিদারী (৬) চট্টগ্রামের শ্রীমতী প্রবীণা বালা দেবীর জমিদারী (৭) চট্টগ্রামের মিসেস এফ এম ই ব্রাউন'লার জমিদারী (৮) ত্রিপুরা জেলাস্থ বাবু সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমিদারী (৯) ত্রিপুরা জেলার মজিৎপুরের বাবু জগৎচন্দ্র রায় ও অন্যান্য জমিদারী (১০) রাজসাহী জেলাস্থ বীরকুৎসার বাবু পঞ্চানন ব্যানার্জ্জির জমিদারী (১১) দিনাজপুর জেলাস্থ বাবু যতীন্দ্রনাথ মল্লিকের জমিদারী। এই বৎসর নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমল হইতে বিমুক্ত হয়। এই জমিদারীটি যখন কোর্ট অব ওয়ার্ড গ্রহণ করেন তখন উহার বার্ষিক আয় ১,৫২,৯১৮ টাকা এবং মোট ঋণের পরিমাণ ৪,১৮,৩৫৯ টাকা ছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে মুক্ত হইবার সময় উহার ঋণের পরিমাণ কমিয়া ১,৫২,৯৫৮ টাকা হয় এবং বার্ষিক আয় আরও ১০,০২৯ টাকা বৃদ্ধি পায়।

কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে যতগুলি জমিদারী আছে, তাহাদিগকে বৎসরে গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজস্ব ও সেস্ হিসাবে ৪৮,৩৬,৯১৫ টাকা দিতে হয় এবং উপরন্তু ভূস্বামিগণের নিকট বকেয়া সমেত উহাদের ২,১ ৯,৩০২ টাকা দেনা ছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ড এই বৎসরে গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের

শতকরা ৭৮·৩ ভাগ এবং উপরন্থ ভূস্বামীদের পাওনার ৬১·৮ ভাগ পরিশোধ করিয়াছেন। এই সমস্ত জমিদারীর বার্ষিক আয় মোটমাট ১,৬·,৯১,৩৫২ টাকা এবং বকেয়া বাবদ উহাদের আরও ২,৩২,৭৯,৩৬৩ টাকা পাওনা ছিল। উহার ভিতর কোর্ট অব ওয়ার্ড বৎসরের মধ্যে মোটমাট ১,৩৯,৫৯,১৫৭ টাকা বা শতকরা ৩৫·১ ভাগ মাত্র আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে এই বৎসর হাল খাজনার শতকরা ৮৪ভাগ আদায় হইয়াছে।

এই বৎসরের শেষে সমস্ত জমিদারীগুলির মোটমাট ঋণের পরিমাণ ছিল ২,৭৩,৪৮,৬৬০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের শেষে ঋণের পরিমাণ ছিল ২,৫০,৩০,৮০৬ টাকা। এই বৎসরে ১১টি নূতন জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমলে আসাতেই মোটমাট ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে। তবে কৃষকদের দুরবস্থায় জন্য খাজনা আদায় না হওয়াতে কোন কোন জমিদারীর পক্ষে নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং ঋণের অপরিশোধিত সুদ বাবদও ঋণ বাড়িয়াছে। এই বৎসর সমস্ত জমিদারীর ঋণের আসল টাকার মধ্যে ১২,১০,৩৯৩ টাকা এবং সুদের মধ্যে ১৪,১৮,৪০৫ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে

কোর্ট অব ওয়ার্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে কোর্ট অব ওয়ার্ড বিভিন্ন জমিদারী গ্রহণ করিবার সময় যে ভাবে উহাদের ঋণ আদায় করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে সেই আশা সফল হইতেছে না। নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য অনেক জমিদারীর ঋণের পরিমাণ বাড়িতেছে। তবে অনেক জমিদারীর ঋণের মোট অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ড পরিশোধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে সমস্ত জমিদারীর হাল খাজনা বাবদ যত টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার শতকরা ৯·৫ ভাগ কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয় হইয়াছে।

নিম্নে বাজলাদেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডের পরিচালনাধীন কয়েকটী বড় বড় জমিদারীর বার্ষিক আয় এবং ১৯৩১-৩২ সালের শেষে উহাদের ঋণের পরিমাণ কত ছিল তাহা দেখান হইল—

	বার্ষিক আয়	ঋণের পরিমাণ
বর্দ্ধমান রাজ	৫১২৮৯৯০৲	১৯৪৪৯২৬৲
কাশীমবাজার	২৩২৪৭৮১৲	১১৭৩ ২৯০৲
মহিষাদল	৬৭০৪২৭৲	৭৯৯৲
ভবানীপুর বড়তলা (২৪ পরগণা)	২৫৬৪৯১৲	১১৩৯৯৩৲
সৈয়দপুর ট্রাষ্ট	২৩৭৯০০৲	×
নবাব হবিবুল্লা	২৫৭১২৩৲	৭৭৫৪৩৮৲
নবাবজাদা আতিকুল্লা	২৪:০৬৪৲	৪৮১২৩০৲
নবাবজাদি পরীবানু	২৪৫·৬৪৲	১৫০০০৲
ভাওয়াল	৬৯৫৭৪৭৲	৩২৮৯০৲
দক্ষিণ সাহাবাজপুর	২১২০৯৪৲	×
ভুলুয়া	৪৩৩১৫৯৲	৭৮৭৯৭৲
মালদুয়ার	২২৮২৭৮৲	৪০৭০৬৯৲
কাকিনা	৪৪৬৯১৮৲	২৫২১১৩৭৲

বাজলাদেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আর যে সব জমিদারী আছে তাহার সমস্তগুলিরই আয় দুই লক্ষ টাকার নীচে।

বিহার ও উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সরকারী তদন্তের রিপোর্ট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুরাতন ফ্যাক্টরীর স্থান

কিছুদিন পূর্ব্বেও উড়িষ্যায় চিল্কাহ্রদের কাছে সৌরকরে নুন তৈয়ার করা হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও এইরূপে কিছু কিছু কাজ চলিয়াছিল। তারপরে পূর্ব্ব-তীরে রেল লাইন খোলার জন্য দক্ষিণস্থ মাদ্রাজ ফ্যাক্টরীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ না হইয়া ইহা কালক্রমে উঠিয়া যায়। প্রাচীন ফ্যাক্টরীগুলি পংস্পদ, সেয়ারতল, উদস্তনাসী প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত ছিল; কিন্তু কালক্রমে তুয়া দ্বীপ এবং গুরুবাই অঞ্চলে নূতন ফ্যাক্টরী খোলার পরেই উহা একদম বন্ধ হইয়া যায়। আমার কাছে অনেকে এই অঞ্চলে লবণ প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে কিনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই আমি পুরাতন ফ্যাক্টরীর স্থলসমূহ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

হ্রদের বিবরণ

চিল্কাহ্রদ লম্বায় ৪৪ মাইল এবং বিস্তারে ২০ মাইল; গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে ইহার আকার হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগর এবং বালুকাময় ভূমি; উত্তর-পশ্চিমদিকে পূর্ব্বঘাটের শৈলমালার পাদদেশ; কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের দিকে যে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইন গিয়াছে, তাহাও ইহার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে এককালে চিল্কাহ্রদ বঙ্গোপসাগরের একটী অংশ ছিল; কিন্তু বায়ুর প্রকোপে এক স্তর পুরু বালু জমিয়া উহাকে সমুদ্র হইতে একেবারে পৃথক করিয়া দিয়া গিয়াছে। এখন একটী সরু খালের মত যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রায় প্রতি বৎসরেই বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে; মাঝে মাঝে উহা একদম বন্ধ হইয়াও যায়। একসময়ে যে উহা একটী নদীর মোহনার মত ছিল তাহা বেশ আন্দাজ করা যায়। গরমের দিনে মৌসুমীবায়ুতাড়িত বালুরাশি এক একবার ইহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া যায়। এই সময়ে হ্রদ সমুদ্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশের অনেকগুলি নদীর জল এই হ্রদে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে। যখন বর্ষাকালে বিপুল কলরোলে উদ্দাম নদীর জল তীর ছাপাইয়া আসিয়া ইহার মধ্যে পড়িতে থাকে, তখন বালুস্তরের বাঁধন কাটিয়া যায়; দুই তিনটি স্থল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উন্মত্ত জলস্রোত সমুদ্রের

পানে ছুটিতে থাকে। তবে কোন স্থল যে এই অবাধ জলধারার পথ করিয়া দিবে, তাহা কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারে না। বর্ত্তমান মোহনা পুরী হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত; মনে হয় ইহার কাছে কাছেই সর্ব্বদা হ্রদের প্রবেশমুখ বিদ্যমান থাকে।

হ্রদের মুখ খোলা রাখিবার প্রচেষ্টা

মাঝে মাঝে অনেক চেষ্টা হইয়াছে, যাহাতে হ্রদের মুখ সর্ব্বদা খোলা থাকে; কিন্তু অসম্ভব অর্থব্যয় না করিলে যে এই প্রচেষ্টা সফল হইবে তাহা মনে হয় না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে একবার এই প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। হাণ্টার সাহেব লিখিত ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাকাউণ্ট অফ বেঙ্গলে (উনবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৪-২৫) উল্লেখ করা হইয়াছে, যে, ইঞ্জিনীয়ারগণ সহজেই খাল খনন করিতে পারেন, কিন্তু উহাকে সর্ব্বদা কার্য্যোপযোগী রাখাই অত্যন্ত মুস্কিলের ব্যাপার। এতদঞ্চলে খুব বেশী বন্যা হয় বলিয়া স্থানীয় জমীদারগণ বিহার এবং উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টকে ইহার মুখ খোলা রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে গভর্ণমেণ্টের পাব্লিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্ট ১৯২৭ সালে একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হওয়ার পর দেখা গেল যে বায়ুতাড়িত বালুকণা দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত মুখ একবারে বন্ধ করিয়া দিল।

লোণা জল সরবরাহ

মনে রাখিতে হইবে যে, যখন মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে তখন হ্রদের জল প্রায়

পরিষ্কারই থাকে। লোণা জলও একমাত্র এই খালের সাহায্যেই প্রবেশ করিতে পারে। কাজেই ইহার উপর ভরসা করিয়া হ্রদের কোন দ্বীপে কারখানা তুলিতে গেলে নিতান্ত ভাগ্যের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যদি খাল দিয়া কোন কারণে সমুদ্রের লোণা জল আসিবার পথ না পায় তাহা হইলে সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রম হইবে।

লোণা জলের তারতম্য

বৎসরের ঋতুতে ঋতুকে-জলে লবণের শক্তি কিরূপ থাকে, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্ম আমি চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বে যে সমস্ত ফ্যাক্টরী এখানে বর্ত্তমান ছিল, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বেই তাহা কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে। কাজেই আমি তাহাদের নথীপত্র হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাই নাই। এই অঞ্চলে অনুসন্ধান করিতে আসিয়া জুয়োলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেণ্ট যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আমার মন্তব্য তাহার উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে হ্রদের পশ্চিম প্রান্ত পূর্ব্বঘাটের পাদদেশ ছুইয়া গিয়াছে; পূর্ব্বদিকে যতদূর চাহিয়া দেখা যায়, কেবল অশান্ত উদ্বেল জলরাশি,—একটী দ্বীপও এইদিকে আবরণ টানিয়া দেয় নাই। পূর্ব্ব-তীরের সন্নিকটে কতকগুলি ব-দ্বীপমালা দ্বীপ এবং উপদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাদের অনেকগুলিই জোয়ার জলের কোন তোয়াক্কা রাখে না, উহার উপরে অবস্থিত। অনেকগুলি আবার বৎসরে সময়ে সময়ে জোয়ার জলে প্লাবিত হইয়া যায়। জুওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য হইতে দেখা যায় যে বর্ষাকালে হ্রদমুখ হইতে দশ মাইলের মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জের কাছে লোণা জলের শক্তি ০·২ বয়মে হইতে ৩·৫ বয়মে'তে পরিবর্ত্তিত হয়, মার্চ্চ এপ্রিল মাসে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে একেবারে পরিষ্কার জল হইতে বেশ শক্তিশালী লোণা জলে পরিবর্ত্তিত হইতে ইহাব কোন বাধা নাই। যদি এই দ্বীপ-পুঞ্জের কাছাকাছি কোন ফ্যাক্টরী করা যায়, তাহা হইলে নূন তৈয়ারীর জন্ম ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাস হইতে জুন পর্য্যন্ত বেশ ভাল জলই পাওয়া যাইবে।

কারখানা তুলিবার জায়গা

লোণা জল হ্রদের মুখ হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে, কাজেই ফ্যাক্টরীর জায়গা উহার কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কলিকাতা বাজারের চাহিদা মিটানোই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা বেশী, যদি এখানকার প্রস্তুত নূন কটকের কর্কচের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা সফল হইবে না বলিয়াই আমার ধারণা। এই জায়গায় জলের গভীরত্ব আদৌ বেশী নহে; অনুসন্ধান করিবার সময় আমাদের লঞ্চ তো বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেই নাই, অনেক সময় দেশী নৌকাও চড়ায় বাধিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। কাজেই হ্রদের মুখ হইতে রেলওয়ে পর্য্যন্ত মাল স্থানান্তরিত করিতে যেমন দেরী হইবে, ব্যয়ও তদনুপাতে বাড়িয়া যাইবে।

উড়িষ্যার বাজার

কলিকাতা এবং উড়িষ্যার বাজারে লবণ পাঠাইবার পক্ষে এই জায়গা সুবিধাজনক কিনা তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ট্যারিফ বোর্ডও কলিকাতার লবণের বাজার সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ফল বোর্ডের রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ

করিয়াছে। উড়িষ্যার বাজারকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; বালেশ্বর জেলাকে লইয়া বৈতরণী নদীর উত্তর ভূভাগে গুঁড়া লবণ খাওয়াই রেওয়াজ, ইহার দক্ষিণ দিকেই কর্কচ লবণ চলিয়া থাকে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বিজ্ঞপ্তির ৩নং পরিশিষ্টে দেখান হইয়াছে যে জয়পুররোড ষ্টেশনের দক্ষিণে আর বেশী পরিমাণে কলিকাতার লবণ চালান হয় না; কেবলমাত্র কটক জেলার সীমান্তে অবস্থিত চাঁদবালী সহরে ৯।১০ হাজার মণ কলিকাতার লবণ আসিয়া থাকে, সমুদ্রপথে। হ্রদ হইতে কলিকাতায় যদি জলযানে লবণ পাঠান যায়, তাহা হইলে প্রতিমণে দুই আনা করিয়া খরচ পড়িবে, বেঙ্গল নাগপুর লাইনে চালান দিলে মণ প্রতি ভাড়া পড়িবে তিন আনা নয় পাই করিয়া। কাজেই গুঁড়া নুন কলিকাতায় চালান দিলে ষ্টীমার পথে দেওয়াই সুবিধাজনক। কর্কচ লবণ পাঠাইতে হইলে রেলেই পাঠাইতে হইবে।

মান্দ্রাজ হইতে উড়িষ্যায় আমদানী

পূর্ব্বে যে বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার পরিশিষ্টে (৩নং) দেখান হইয়াছে যে উড়িষ্যা এবং তৎসন্নিহিত করদ রাজ্যগুলির জন্য যে সাত লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়, তাহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ইষ্ট কোষ্ট এবং তালচের শাখা পথে আসিতে বাধ্য। এই সাত লক্ষ মণ লবণের মধ্যে ৫৬০০০০ মণ লবণ কটকের দক্ষিণে, এবং ১৪০০০০ মণ উত্তরে বিক্রয় হয়। মান্দ্রাজের ফ্যাক্টরী সমূহ হইতে যাহা রপ্তানী হয় তাহার মোটামুটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	মণ
নৌপদ	৩৯০০০০
পুণ্ডি	১৫১ ০০
সুমদি	১২০০০০
হুম্মা	৪২০০০

দেখা যাইতেছে যে, উড়িষ্যার বাজারে নৌপদের আধিপত্যই বেশী। যদি নৌপদের মাল অন্যত্র রপ্তানী করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত উড়িষ্যাপ্রদেশ ইহার জন্য মুস্কিলে পড়িবে। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, অন্যত্র নৌপদের বাজার গড়িয়া তোলা যায় কিনা এবং চিল্কা হ্রদ অঞ্চলে নুনের ব্যবসার গোড়াপত্তন করিবার পক্ষে ইহার প্রভাব কিরূপ হইবে।

হ্রদ অঞ্চলের বাজার

হ্রদের ফ্যাক্টরীগুলির বাজার সৃষ্টি করিবার কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে গোড়াতেই একটু মুখবন্ধ করিয়া লইতে হয়। হ্রদ হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে যে লাইন আছে, তাহার ভুশন্দপুর হইতে রম্ভা পর্য্যন্ত স্থান প্রায় ৫৬ হাজার মণ লবণ গ্রহণ করিয়া থাকে; খড়দা রোড অঞ্চলে বৎসরে ৯০ হাজার মণাধিক লবণ লাগিয়া থাকে। খড়দা বলুগা হইতে মাত্র ৪৪ মাইল দূরে, এবং শেষোক্ত স্থল হইতেই হ্রদের লবণ রপ্তানী করিতে পারা যাইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, লবণের চাহিদা কটকেই বেশী; কেননা, এখানে বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মণ লবণ বিক্রয় হয়। কাজেই রম্ভা-খড়দা অঞ্চলে নুন চালান দেওয়া সুবিধাজনক হইলেও, ফ্যাক্টরীর লবণকে কটকের বাজারেও প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা কলিকাতার চাহিদা মিটানো এবং মান্দ্রাজের ফ্যাক্টরীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহার বিবরণ কতকটা নীরস হইবে বলিয়া আমি দুঃখিত; কেননা, হ্রদ অঞ্চলে জলবায়ু প্রভৃতির কিছুই ঠিক নাই, কাজেই অন্যান্য জায়গার সুবিধা এখানে আদায় করা এক প্রকার অসম্ভব।

ক্রমশঃ

মোহিনীমোহনের বার্ষিক স্মৃতি সভায় নলিনী বাবুর অভিভাষণ

আজ আপনাদের মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর দ্বাদশ বার্ষিক স্মৃতিসভায় যোগদান করিবার আমার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। কিন্তু আকস্মিক অসুস্থতা বশতঃ আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইলনা, সেজন্য বিশেষ দুঃখিত আছি। যাহা হউক, আমি আশাকরি আপনাদের এ শুভ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ইহার যথাসম্ভব শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। আজ অনন্যোপায় হইয়া আমি দূর হইতে আপনাদের উৎসবের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বর্গীয় মোহিনী মোহনের প্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গালীর গৌরব এই মিল প্রতিদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক এই স্মৃতি বার্ষিক দিবসে ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষেই আপনাদের এ অনুষ্ঠানের এক বিশেষ তাৎপর্য্য আছে বলিয়া আমি মনে করি। ব্যক্তিগত ভাবে অবশ্য এই উৎসব আপনাদের মিল প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাগণের এবং কর্ম্মীবৃন্দের মনে শিল্পোদ্যমের সফলতার এক স্মারক চিহ্ন স্বরূপ বিশেষ আনন্দ সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ উৎসবের সার্থকতা তাহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক এবং গভীর বলিয়া আজ আমাদের সকলেরই উপলব্ধি করিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতির ব্যবসায়িক উদ্যমের প্রয়োজন এবং পথ উভয়েরই এক গভীর ইঙ্গিত আপনাদের এই উৎসবের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ব্যবসা শিল্পকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ভূ-স্বত্ব অর্জ্জন কিংবা চাকুরীবৃত্তি গ্রহণের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে, আর ধনাগমের রাজপথ সেই উপেক্ষিত ব্যবসা শিল্প অবাঙ্গালীগণের করতলগত হইয়াছে,—তখন বাঙ্গলায় যাঁহারা আত্মচেতনার উদ্বোধন করিয়াছেন, আপনাদের মিলের প্রতিষ্ঠাতা মোহিনী মোহন তাঁহাদেরই অন্যতম। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কালে মোহিনী মোহন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যবসানুরাগের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম; জীবনের অধিকাংশ কালই তিনি গভর্ণমেণ্টের উচ্চতন চাকুরী ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কিছুই তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির অন্তরায় হইতে পারে নাই। তাঁহার দেশভক্তি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই তাঁহাকে দেশের বাণিজ্যশ্রীর প্রতি বাঙ্গালীর চরম উদাসীনতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া রাখিয়াছে। তাই চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের অনতিকাল মধ্যেই তিনি এই মিল সংস্থাপনে উদ্যোগী হয়েন। বাঙ্গলায় কটন মিল স্থাপনে ইহাই সর্ব্ব প্রথম প্রয়াস। এই মিলের পরিকল্পনার মধ্য দিয়াই আমরা মোহিনী মোহনের ব্যবসায়িক প্রতিভা এবং দুরদৃষ্টির পরিচয় পাই। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে এই প্রকার প্রতিভা এবং দুরদৃষ্টির বিশেষ অভাব এবং প্রয়োজন রহিয়াছে। আপনাদের এ উৎসব হয়ত তাহা আংশিক পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিবার সহায়তা করিবে, তাই আপনাদের আমন্ত্রণে আমার বিশেষ করিয়া কেবল এই কথাই মনে হইয়াছে যে, এ উৎসব কেবল আপনাদেরই নয়, সমস্ত বাঙ্গালীর পক্ষেও ইহার সার্থকতা আছে।

কেবল সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী পরিচালিত মিল বলিয়াই নহে এই মিলের স্থান নির্ব্বাচনেও মোহিনী মোহন যে সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের বিশেষ শিক্ষনীয় বস্তু রহিয়াছে। বাঙ্গলার প্রধান প্রধান শিল্পগুলি একমাত্র কলিকাতায় বা কলিকাতার উপকণ্ঠেই সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শিল্প প্রসারের এই প্রগতি পাশ্চাত্য দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও বাঙ্গলা দেশের মত বিস্তীর্ণ কৃষি প্রধান দেশের পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক হইবে না। কৃষি বর্জ্জন করিয়া দেশে একটী বিরাট মজুর শ্রেণী গড়িয়া উঠুক, ইহা আমাদের ঈপ্সিত নয়। ইহাতে যেমন পারিবারিক শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যহীনতা দিন দিন বাড়বে, অন্যপক্ষে তেমনি শ্রেণী বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। এজন্য এখন বাঙ্গলার মফঃস্বলেই বিভিন্নস্থানে ব্যবসা এবং শিল্প কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাতে একদিকে যেমন মফঃস্বলবাসীর স্থান ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না, অপরপক্ষে তেমনি মফঃস্বলের শিল্প কারখানা এবং কৃষি পরস্পরের সহায়ক হইতে পারিবে। এইরূপ বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্র গড়িয়া উঠিলে মফঃস্বল বাঙ্গলার রাস্তাঘাটের উন্নতি হইবে, কৃষি উৎপন্ন কোন কোন মালের চাহিদা বাড়িবার জন্য দাম বাড়িবে, তা'ছাড়া নাগরিক অনেক প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবার সুযোগই পল্লীবাসীর পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইবে। কল-কারখানায় সময় বিশেষে কাজ করিবার সুবিধা পাইলে এই প্রকার ব্যবসা এবং শিল্পকেন্দ্রের সংস্থাপন কৃষক সম্প্রদায়ের ধনাগমের এবং সমগ্র মফঃস্বল বাঙ্গলার শ্রীসম্পাদনে পরম সহায়ক হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

মোহিনী মোহন যে তাঁহার মিল কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা না করিয়া কুষ্টিয়ায় মনোনীত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার দুরদর্শিতারই পরিচয় দিবে। মোহিনী মিল অল্পসময়ের মধ্যে যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতে বিস্ময় এবং আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। মাত্র দশখানি তাঁত লইয়া স্বর্গীয় মোহিনীমোহন একদা যে মিল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মূলধন এখন পনেরলক্ষ টাকা। এই মিলে এখন চারিশত সাতাশ তাঁত চলিতেছে এবং পনের হাজার তিনশত আটাশটী চরকা চালিত হইতেছে। আজ এই মিল প্রত্যহ ৮হাজার কাপড় ছয় হাজার পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন করিতেছে—ইহা বাঙ্গালীর শিল্পোদ্যমের গৌরব বলিয়াই মনে করিতে হইবে। বর্ত্তমানে বস্ত্র সংগ্রহের জন্যই প্রতি বৎসর পনের

কোটি টাকা বাংলার বাহিরে যাইতেছে, এই টাকা এই প্রদেশে রাখিতে হইলে মোহিনী মিলের মত আরও বহু মিলের পত্তন হওয়া দরকার। বাঙ্গালীর আচ্ছাদন যে বাঙ্গলাকেই যোগাইতে হইবে, ইহা সর্ব্বপ্রথম যাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল, জাতির স্ব প্রতিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা ও সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে যিনি আমাদের পথ দেখাইয়াছেন, আজ এই দ্বাদশ বার্ষিক স্মৃতি বাসরে সেই অগ্রদূত মোহিনী মোহনের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। ইতি

কলিকাতা   ভবদীয়
৬ই নভেম্বর ১৯৩৩   শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার

চিনির কলের ভবিষ্যৎ

বাংলা দেশে এখন কাপড়ের কল ও চিনির কল স্থাপনের "মরশুম" লাগিয়া গিয়াছে। বাংলার জেলায় জেলায় এখন কাপড় ও চিনির কল স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গিয়াছে। আমরা প্রায় প্রতিদিন আমাদের কাগজের বহু পাঠক ও গ্রাহকের নিকট হইতে চিনির কল স্থাপনের সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন সম্বলিত পত্র পাই। সকল পত্রের মর্ম্ম প্রায় একইরূপ; সকলেই জিজ্ঞাসা করেন—"মশাই, কত কম মূলধনে চিনির কল স্থাপন করা যায়?"

ইঁহাদের কাহারও বেশী পুঁজি নাই—সংঘবদ্ধ হইয়া লাখ লাখ টাকা তোলারও সামর্থ্য বা সঙ্গতি নাই; একটা ছোট খাটো Centrifugal machine লইয়া কুটীর শিল্পের আকারে চিনি তৈরী করা যায় কি না এবং তাহাতে সংসার চলার মত দুই এক শত টাকা আয় হইতে পারে কিনা এবং পরিণামে বৃহদায়তনের কলের সহিত টক্কর দিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা এই সকল সন্দেহ নিরাকরণের জন্যই ইঁহারা এইরূপ পত্র লিখিয়া থাকেন।

আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকিলে এইরূপ অল্প মূলধনে কুটীর শিল্পের আকারে ছোটখাটো চিনির কল স্থাপন করিয়া স্থানীয় চাহিদা মিটানো যায় এবং তাহাতে সংসার চলার মত আয়ও হয়। কিন্তু যাঁহারা লাখ লাখের স্বপ্ন দেখেন তাঁহাদিগকে এই সব ছোট খাটো ব্যাপারে হাত দিলে লোকসান খাইয়া কারবার গুটাইতে হইবে।

চিনির উপর যত দিন বর্ত্তমান ডিউটী থাকিবে ততদিন বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ভয় নাই; সুতরাং একমাত্র প্রতিযোগিতার ভয় বৃহদাকারের রাক্ষুসে চিনির কলগুলির নিকট হইতেই আশঙ্কা করা যায়। কিন্তু বৃহদায়তনের কলে ভ্যাকুয়াম প্যানে রস জাল দিয়া সমপরিমাণ রস হইতে অপেক্ষাকৃত বেশীপরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইলেও এই সব কলের Overhead charges এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশী এবং তদ্দরুণ চিনির পড়তাও এত বাড়িয়া যায় যে ক্ষুদ্রায়তনের কুটীর শিল্পের আকারে স্থাপিত ছোট ছোট কারখানাগুলি ইহাদের সহিত দরে ও গুণে স্বচ্ছন্দে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এখনও নানা স্থানে Centrifngal machine লইয়া যাঁহারা চিনির কাজে নামিয়াছেন বলিয়া শুনি, তাঁহাদের কাহারও অবস্থা মন্দ নহে বলিয়া প্রকাশ। যে কারণে কলকারখানার আদি বাসভূমি ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে আজিও বহু কুটীর শিল্পানুষ্ঠান বাঁচিয়া আছে এবং মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে—সেই কারণে এ দেশের ছোট ছোট কারখানাগুলিও বাঁচিয়া থাকিবে এবং বৃহদায়তনের

কারখানা গুলির প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও মাথা খাড়া করিয়া উঠিবে।

কিন্তু দেশে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করেন যে বৃহদায়তনে ভ্যাকুয়াম প্যানের সাহায্যে চিনির কারখানা না করিলে সবই পণ্ডশ্রম হইবে এবং কারখানা পরিণামে ফেল পড়িবে। ইঁহাদিগের যুক্তি তর্কও একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নহে। কোনও কাজে নাবিতে গেলে সেই কাজের পক্ষে ও বিপক্ষে যত রকমের মতামত আছে সে সবই জানা উচিত এবং তাহার সব দিক ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এইজন্ত মালদহের সুযোগ্য সহযোগী "গৌড় দুতের" সম্পাদক মহশয় এ সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন :—

আগেও বলিয়াছি, আবারও বলি আমরা বাঙ্গলাদেশে চিনির কল হওয়ার বিরোধী নহি। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, (১) over production এর আশঙ্কা আছে (২) বহির্বাণিজ্যের সুযোগ নাই এবং (৩) যথা-রীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত না হইলে এ ব্যবসারে লাভের সম্ভাবনা ত' নাই-ই, বরঞ্চ ক্ষতির কারণও বিদ্যমান দৃষ্ট হয়।

পরন্তু, এ ব্যাপারে বাঙ্গলায় সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অল্প, সুতরাং এই ব্যবসায় সম্বন্ধে 'হঠ' করিয়া কোন কিছু বলা, এবং 'চট্' করিয়া কোন কিছু করার ফল অনেক ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক না হইতেও পারে।

ভারত গবর্ণমেন্টের চিনি-শিল্প-বিশেষজ্ঞ মিঃ শ্রীবাস্তব হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন ১৯৩৫ সন হইতে over production আরম্ভ হইবে। ভারত গবর্ণমেন্টও সিমলাতে এক বৈঠক ডাকিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, তবে এখনও নানা উপায়ে এ দেশে চিনির চাহিদা বাড়াইবার সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া আপাততঃ কিছু করেন নাই।

বহির্বাণিজ্যের সুযোগ যে নাই তা পৃথিবীর নানা দেশের অবস্থা ও উৎপন্ন চিনির দর আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে। পরন্তু একমাত্র গ্রেটবৃটেন ছাড়া ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত দেশেই স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ করিয়া বহু চিনি বিদেশী বাজারে পাঠায়, তাহাও বলা হইয়াছে। জাভাতে ১/ মণ ইক্ষুচিনির উৎপাদন খরচ ৩/৭ পাই, ভারতে সেই পরিমাণ চিনি উৎপন্ন করিতে (১) খান্দেশ্বরী প্রণালীতে ৯৲ (২) 'বেল' প্রণালীতে ৭৸০ এবং (৩) ভ্যাকুয়াম (Vacum) প্রণালীতে ৬/৭ পাই পড়ে, সরকারই তাহা হিসাব কষিয়া দেখাইয়াছেন।

* * *

বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত না হইলে এ সমস্ত কলের ভবিষ্যত কি আমরা আমাদের ভাষায় না বলিয়া বর্ত্তমানে উক্ত তত্ত্বের খ্যাতনামা পর্য্যালোচক ও গবেষক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ মিত্র মহোদয়ের কয়েকটি উক্তি ও সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করি।—

মনীন্দ্র বাবু বলেন,—

(ক) "বাঙ্গলা দেশে চিনির কল প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা থাকিলেও যাহাতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হয় তজ্জন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ প্রথম অবস্থায় যদি অবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর তাড়াতাড়ি কল প্রতিষ্ঠা করিলে একটি

কল কেল পড়ে তাহা হইলে উহার ফল মারাত্মক হইবে।"

(খ) "সম্প্রতি সংবাদপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধে এরূপ প্রচারিত হইয়াছে যে, সামান্য কয়েক হাজার টাকা মূলধন লইয়া চিনির কল স্থাপন করিলে তাহা হইতে বেশ ভাল রকম লাভ হইবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গলার নানা-স্থান অনেক ছোট ছোট চিনির কল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছেন। উহার ফল অতি মারাত্মক হইবে।"

(গ) "চিনি প্রস্তুত করিবার প্রধানতঃ দুইটি প্রথা আছে। একটি হইতেছে খোলা কটাহে রস জ্বাল দিবার প্রথা এবং আর একটি হইতেছে বায়ুশূন্য বদ্ধ কটাহে রস জ্বাল দিবার প্রথা। চিনির কলে নিয়োজিত মূলধনের এবং উক্ত কল হইতে লাভের পরিমাণের তারতম্য এই দুইটির একটি প্রথা অবলম্বনের উপর নির্ভর করে।"

(ঘ) "খোলা কটাহে রস জ্বাল দিয়া চিনি প্রস্তুত প্রণালীর সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বিগত ১৯২০ সনে ইণ্ডিয়ান সুগার কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ছিলেন যে, শতকরা ১২.২৭ ভাগ শর্করা সম্পন্ন আখের রস খুব ভাল যন্ত্র পাতির সাহায্যে খোলা কটাহে জ্বাল দিয়া শতকরা ৫.৯ ভাগ অথবা ৬ ভাগ মাত্র চিনি উৎপন্ন হইতে পারে, পক্ষান্তরে বায়ুশূন্য আধারে রস জ্বাল দিলে শতকরা ৯ ভাগ চিনি পাওয়া যায়। * * * ভারত সরকা-রের চিনি বিশেষজ্ঞ মিঃ আর, সি শ্রীবাস্তব নিম্ন-লিখিত মন্তব্য করিয়াছেন,—"খোলা কটাহে রস জ্বাল দিলে শর্করা এত বেশী নষ্ট হইয়া যায় যে, উৎপন্ন চিনির পরিমাণ খুব বেশী কম হইয়া থাকে।" এই ভাবে কম চিনি উৎপন্ন হওয়ার ফলে চিনি উৎপাদনের ব্যয় এত বেশী হয় যে, এই চিনির পক্ষে আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।"

(ঙ) একটি দৃষ্টান্ত যথা —

"বিগত ১৯১৪—১৫ সনে সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট দানাদার চিনি ও গুড় প্রস্তুতের জন্য নবাবগঞ্জস্থিত গবর্ণমেণ্টের কৃষিকেন্দ্রের নিকটে ছোট চিনির কারাখানা খোলেন। এই কারখানার যন্ত্রপাতি খুব উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল এবং খোলা কটাহে রস জ্বাল দেওয়া ছাড়া আধুনিক চিনির কলের সঙ্গে উহার আর কোন পার্থক্য ছিলনা। এই কারখানার উচ্চ শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সুগার কমিটি নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন,—"যন্ত্রপাতি ও উহার ডিজাইন—এই উভয়কেই আমাদের যন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ খুব চমৎকার ও সর্কোৎকৃষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।" কিন্তু এই সব সত্ত্বেও নবাবগঞ্জের কারখানা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। * * * * * * এই কারণে ছোট কারখানায় খোলা কটাহে চিনি প্রস্তুতের চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নহে।"

(চ) "এই কারণে চিনির দানা ভালরূপে জমিতে পারেনা। উহার মিষ্টত্ব কম হয় এবং স্বাদ একটু লবণাক্ত হইয়া থাকে। ফলে এই চিনি আধুনিক কারখানার চিনি হইতে অনেক অপকৃষ্ট হওয়ার জন্য বাজারে তেমন ভাল ভাবে বিক্রয় হয় না।"

বর্ত্তমানে ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে বহু চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে এ অবস্থায় প্রায় প্রত্যেক মাসিক পত্রিকাতেই বহুল গবেষনা মূলক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। জ্ঞাত আছি, এ জেলাতেও একাধিক চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা উহার দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করিলাম মাত্র।

শরীর চর্চ্চা শিক্ষা—
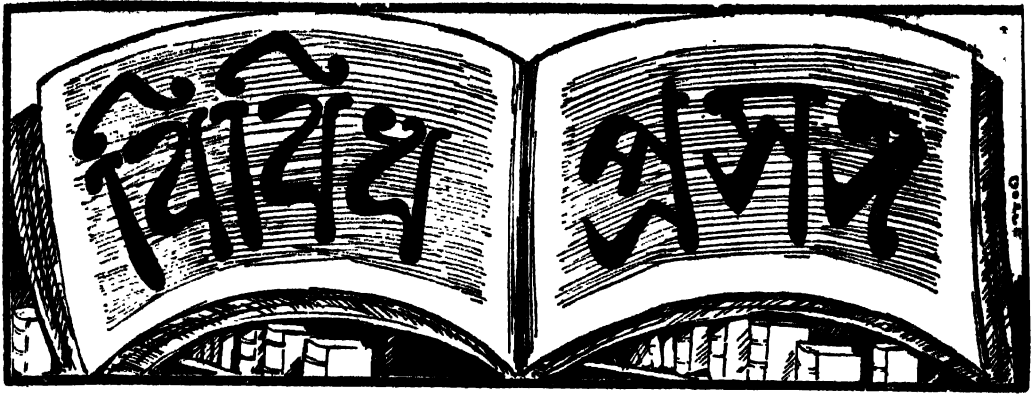
বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগ এই মর্ম্মে এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন যে, জুলাই মাস হইতে গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা সহরে শরীর চর্চ্চা শিক্ষার একটী কেন্দ্র খুলিবেন। ঐখানে শিক্ষার্থীকে এক বৎসরকাল শিক্ষালাভ করিতে হইবে। পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে তাহারা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইবে। শিক্ষাকালীন ছাত্রদিগকে মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই ঘোষণা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য সকলে উৎসুক আছেন।

বাঙ্গালী যুবকের সৎসাহস—

কিছুকাল পূর্ব্বে চাঁদপুর-গোয়ালন্দ ষ্টীমার রাজবাড়ী ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিবার পরেই একটি বালক দৈবক্রমে ষ্টীমার হইতে পদ্মায় পড়িয়া যায়। বালকের মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলে শ্রীযুত ডি, সি, মজুমদার নামে এক যুবক নদীতে লাফাইয়া পড়ে এবং প্রবল তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বালকটির নিকট পৌছিতে সমর্থ হয়। একখানি মাছধরা নৌকা পরে দুই জনকেই অজ্ঞানাবস্থায় তুলিয়া লইয়াছিল; এই যুবক চট্টগ্রামের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন, রায়ের আত্মীয়।

ধানের বীজ বিতরণ—

গত ১৯৩০ সনে সব দিক হইতে মোট প্রায় ১৩ হাজার মণ ধানের বীজ বিতরিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট বিতরণ করিয়াছিলেন এক হাজার মণ। ধানের বীজ বিতরণের জন্য সমগ্র বাংলায় ২৪৭টী বীজ ক্ষেত্র তৈরি করা হইয়াছে ইহা বিভিন্ন জেলায় ৩৪৭০ বিঘা জমিতে অবস্থিত। তন্মধ্যে ৪৪টি কেন্দ্র কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতির অধীন, ২৮টী ইউনিয়ন বোর্ডের, ১৬টী খাসমহাল বা সরকারের ও ৪টী কৃষিসমিতির দ্বারা পরিচালিত। অবশিষ্টগুলি কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, জমিদার বা তালুকদারের অধীনে পরিচালিত।

বিলাতী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা

নিম্নে লণ্ডনের কয়েকটি সংবদাদপত্রের আধুনিক প্রচার সংখ্যা দেওয়া গেল :—

প্রভাতী পত্রিকা ঃ—

ডেলিমেল	১৭,৩৫,৬৫২
ডেলী হেরাল্ড	১৭,১০,০০০
ডেলি এক্সপ্রেস	১৬,৬৯,১০৩
নিউজ ক্রনিকল	১৩,০৫,৯১০

ডেলী টেলিগ্রাফ	৩,১৩,৯৬১
লণ্ডন টাইম্‌স	১,৭৫,৫২৪
মর্ণিংপোষ্ট	১,৩২,৭৭৫

সান্ধ্য-পত্রিকা ঃ—

ইভিনিং নিউজ	৬,৮২,৩১১
ষ্টার	৪ ৯২,৪১৪

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ঃ—

নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড	৩৩,৫০,০০০
পিপল্‌	৩০,০০,০০০
এম্পায়ার নিউজ	১৫,৩৫,০০০
সান্‌ডে এক্সপ্রেস	১০,৬৫,৯১০
সান্‌ডে টাইম্‌স	২,১৫,০৫৮
অবজারভার	২,১০,০৯৬
সান্‌ডে রেফরি	১,০০,০০০

তামাকের ফলন—

গত বৎসর তামাকের ফলন স্বাভাবিক পরিমাণের শতকরা ৯৩ ভাগ হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর উহার পরিমাণ ছিল শতকরা ৯৪ ভাগ। প্রতি একরে ফলন ১২॥০ মণ ধরিলে গত বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশে উৎপন্ন তামাকের পরিমাণ হইয়াছিল—১২ লক্ষ ১ হাজার টন্‌। তাহার পূর্ব্ব বৎসর উহার পরিমাণ ছিল—১২ লক্ষ ২৫ হাজার টন।

মহিলার কৃতিত্ব—

১। কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত কামিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের বিধবা ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী চারুনলিনী দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

২। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার এন, গুপ্তের পত্নী শ্রীমতী বনলতা দেবী ৩২ বৎসর বয়সে গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বনলতা দেবীর ৪টি সন্তান আছে।

কুইনাইনের স্বলবস্তা ঔষধ—

কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত একটি ঔষধ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের কেমিক্যাল লেবরেটরীতে গবেষণা হইতেছে। অধ্যাপক এইচ, কে, সেন ও অধ্যাপক উমাপ্রসন্ন এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, নূতন ঔষধ দামে খুব সস্তা হইবে। কারণ ইহা প্রস্তুত করিবার যে উপাদান, তাহা অতি সস্তায় পাওয়া যায়। এই নূতন ঔষধের নাম হইবে 'নেমনিয়াম সল্ট'।

চৌকীদারের ক্ষমতা বৃদ্ধি—

ইউনিয়ন বোর্ড, চৌকিদার ও দফাদারদের উপর এই মর্ম্মে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে তাহার অধীনস্থ গ্রাম-সমূহের দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের নামের তালিকা রাখিতে হইবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঐ তালিকাটি প্রস্তুত করিবেন এবং বোর্ড চৌকীদার ও দফাদার দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের উপর নজর রাখিবেন। তাহারা নজরবন্দীর দিন ক্ষণ ও অন্যান্য খবর একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করাইবে এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যখনই দেখিতে চাহিবেন, তখনই দেখাইতে হইবে।

কঙ্ক্রিটের তৈয়ারী নানা ছাঁচের জিনিষ

বিগত দশ বৎসরের মধ্যে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট্ এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে এখন বাড়ী তৈয়ারীর জন্য সিমেণ্ট্ একটা অবশ্যম্ভাবী দ্রব্যের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এদিকেও দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত সুবৃহৎ কার্য্যাবলীর মধ্যে অনেক কার্য্যই কঙ্কটের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে। কঙ্কটের এই প্রকার বিস্তার লাভের কারণ সিমেণ্ট্। শক্তি, স্থায়িত্ব ও খরচের স্বল্পতা (কি প্রাথমিক খরচ কি রক্ষণাবেক্ষণ খরচ) এই সকল দিক দিয়াই কঙ্কটের একটা বিশেষত্ব আছে।

কঙ্কটকে অতি সহজেই নানা আকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। এইজন্য কঙ্কট দ্বারা নানা প্রকার কারুকার্য্য পূর্ণ ও স্থাপত্যের সজ্জা, রেলিং, অলিন্দ প্রভৃতি তৈয়ারী হইতে পারে। কঙ্কটের জিনিষ যেমন শক্ত ও সুদৃশ্য হয় তেমনি সর্ব্বত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। তৈয়ারী করিতেও খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়ে; পাথরের, পোড়ামাটীর, বা লোহার ঐ সকল দ্রব্য অপেক্ষা কঙ্কটের এই সকল জিনিস তৈয়ারী করিতে খরচ অনেক কম পড়ে।

সিমেণ্ট, অন্যান্য মালমসলা ও জলের সহযোগেই কঙ্কট্ তৈয়ারী হইয়া থাকে।

কঙ্কট তৈয়ারী করা কষ্টসাধ্য নহে কিন্তু ভাল কঙ্কট তৈয়ারী করিতে হইলে খুব ভাল নমুনার জিনিষ পত্র থাকার দরকার এবং তৈয়ারীও বেশ নিপুণ হস্তে করিতে হয়। জিনিষ পত্র খারাপ হইলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। সিমেণ্ট্ যে কি জিনিষ তাহা অবশ্য কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাজারে সর্ব্বত্রই ইহা পাওয়া যায়। তবে, ইহার নমুনা ভেদ আছে, এইগুলি জানার দরকার। সাধারণতঃ তিন রকমের সিমেণ্ট্ পাওয়া যায় —(১) পোর্ট্ল্যাণ্ড্ (২) র‍্যাপিড্ হার্ডিং (Rapid Harding);
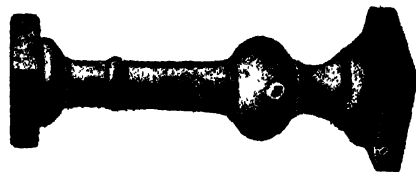
(ব্যালাষ্টার)

(৩) এ্যালুমিনাস (Aluminous)। প্রথম নমুনার সিমেণ্টই আমরা সাধারণতঃ বাড়ী তৈয়ারী করিতে ব্যবহার করিয়া থাকি। এখন সিমেণ্টের বা কঙ্কটের নানাপ্রকার দ্রব্যাদি করিতে হইলে, আমাদিগকে এমন সিমেণ্ট ব্যবহার করিতে হইবে যাহা বেশ আস্তে আস্তে set করিবে অর্থাৎ জমিয়া যাইবে; যেন নমুনা অনুযায়ী জিনিস হইতে একটু সময় লইতে পারে;

আরও দেখিতে হইবে সিমেণ্টটা যেন পরে শক্ত হয় এবং যেন কখনো কোনও কারণে বাড়িয়া যাইবার মত অবস্থা না হয় অথচ বেশ সহজেই শক্ত হইয়া যায় এবং যে ফ্রেম বা ছাঁচের মধ্যে ঐ সকল জিনিস তৈয়ারী করিতে হইবে, তাহা যেন সত্বর খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই হিসাবে দ্বিতীয় প্রকারের সিমেণ্টই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

এই সিমেণ্টটা বসিতে একটু সময় লাগে ঠিক প্রথম নম্বরের সিমেণ্টটার মতই। আবার একবার বসিয়া গেলে শুকাইতেও বেশী সময়ে লাগে না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সাধারণ সিমেণ্ট দ্বারা যে জিনিস তৈয়ারী হয় ২৮ দিনে সেই প্রকারের জিনিসই এই সিমেণ্ট দ্বারা তৈয়ারী হইবে ৪দিনে। সিমেণ্টটা নিজেই যে প্রকার শক্ত তাহাতে আর ভবিষ্যতে ভাঙিয়া যাইবার ভয় থাকে না এবং যে ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া জিনিসগুলি তৈয়ারী হয় সেই গুলি খুলিয়া লইতে কোন অসুবিধা হইবে না। তাহা-হইলেই এই খোলা ছাঁচগুলি আবার আর এক-

বার তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ভাবে পরিশ্রমের লাঘব হয়, মালগুদামের ভাবনা বিশেষ ভাবিতে হয় না। একটা কথা আছে, এই সিমেণ্টটা একটু দাম বেশী বলিয়া খরচ বেশী পড়িবার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু আসলে তাহা হয় না বরং এই করা যায় যে যেখানে সাধারণ সিমেণ্ট তিন ভাগের এক ভাগ হারে লইতে হয়, এই সিমেণ্টটা বরং চার ভাগের এক ভাগ হারে মিশাইলেই চলিতে পারে। এরূপ মিশ্রণে প্রকৃতপক্ষে শক্তির কোনরূপ লাঘব হয় না। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া কঙ্কটের কাজে Rapid Harding Cement বেশ ভাল বলিয়া মনে হয়। তৃতীয় প্রকার যে সিমেণ্টর কথা বলা হইল, অর্থাৎ এলুমিন্যাস সিমেণ্ট্ তাহা আমাদের এখানে বিদেশ হইতে চালান আসে। ইহা অত্যন্ত শীঘ্রই শক্ত হইয়া যায় এবং অন্যান্য প্রকার সিমেণ্ট অপেক্ষা শক্ত। এবং মিশ্রণের বেলা সাধারণ সিমেণ্ট্ যেখানে ৬ ভাগের ১ ভাগ হারে ব্যবহার করা যায় এই সিমেণ্ট্ সেখানে ১০ ভাগের ১ ভাগ হারেই ব্যবহার করা চলে। ৮ঘণ্টার মধ্যেই

(ফুলের টব্)

শক্ত হইয়া যায় এবং গড়ে প্রায় দুই দিনের মধ্যেই জিনিষগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে খরচ প্রায় ডবল হইবে এবং বেশী মূল্য না পাইলে বা একান্ত তাড়াতাড়ির আবশ্যক না হইলে অথবা বিশেষ কোন ব্যাপার না ঘটিলে এই জাতীয় সিমেণ্ট ব্যবহার করা সমীচীন হইবে না। আর এক প্রকার সিমেণ্ট্ আছে তাহাকে হোয়াইট পোর্টল্যাণ্ড (White Portland বা স্নোক্রীট) বলা হয়। এইগুলি সাধারণ সিমেণ্টের মত হইলেও, তফাৎ এই যে এইটা একেবারে শাদা ও অপরটা কতকটা ধূসরবর্ণের।

সাধারণতঃ মুখপত্তনের কাজের জন্য এই সিমেণ্ট্ দরকার হয়। আর পাতলা রংয়ের কাজেও এই সিমেণ্টের কাজ ভাল হয়। সিমেণ্টের সহিত পরে মিশ্রণের জন্য পূর্ব্বে যে অন্যান্য মালমসলার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ পাথরের chips বা টুকরা। এই পাথরের chips বা টুকরাগুলি দরকারমত মোটা বা সূক্ষ্ম করিয়া লইতে হয়। যদি কোন মোটা কাজের জন্য দরকার হয়, তাহা হইলে এই পাথরের কুচিগুলি মোটা হওয়া দরকার। যেখানে সুন্দর কারুকার্য্যের জন্য কংক্রীট করার দরকার সেখানে সূক্ষ্ম পাথরের কুচির দরকার। এই খোয়ার স্থূলগুলি $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির কম বা $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চির বেশী হইবে না; আর সূক্ষ্মগুলি $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির বড় হওয়া ঠিক নহে। এই গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে; এবং কোন প্রকার জৈবিক পদার্থ অথবা অন্য কোন প্রকার মিশ্রিত দ্রব্য তাহাতে থাকিতে পারিবে না; ইহা না হইলে কঙ্কটের জোর কমিয়া যাইবে। যদি এমন জিনিষ তৈয়ারি করিতে হয় যাহা বাহিরের রৌদ্র

জল ঝড়ে কিছু হইবে না, তাহা হইলে বালুকা, পাথরচুর্ণ, গ্র্যাভেল পাথর ও ব্যালাষ্ট্ এই সকল জিনিষ মিশাইয়া কঙ্কটের মসলা তৈয়ারী করিতে হইবে। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন কৃত্রিম মর্ম্মর (Marble) বা কৃত্রিম গ্র্যানাইট্ তৈয়ারী করিতে হইলে মর্ম্মর পাথরের কুচি বা গ্র্যাণাইট্ পাথরের কুচি দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—যে জিনিষ তৈয়ারী করিতে হয় তাহারই বড় কুচা হউক বা সূক্ষ্ম গুঁড়া হউক তাহাই মিশাইতে হইবে।

জলে যেন এমন কোন জিনিষ না থাকে যাহাতে কঙ্কটের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে পানীয় জলই সিমেণ্টে মিশাইয়া কঙ্কটের জন্য ব্যবহার করা বিধেয়। সাধারণতঃ ১ ভাগ সিমেণ্ট্, ৩ ভাগ বালি ও শতকরা ১০ হইতে ১৪ ভাগ (আকৃতিতে) জল—এই হারে মিশ্রণ করিতে হয়। অবশ্য কঙ্কটের দ্বারা যে জিনিস তৈয়ারী করিতে হইবে, তাহার আকৃতি, শক্তি ও প্রস্তুত প্রণালী অনুযায়ী উপরোক্ত পরিমাণ, ক্রম কিছু বেশী বা কম হইতে পারে।

কঙ্কট দ্বারা জিনিস পত্রাদি দরকার মত প্রয়োজন স্থানে বসিয়াও তৈয়ারী হইতে পারে অথবা কোন কারখানায়ও ব্যবসায়ের হিসাবে প্রস্তুত হইতে পারে। কতকগুলি জিনিষ কলের সাহায্যে প্রস্তুত হয়। আর কতকগুলি ছাঁচের সাহায্যে হইয়া থাকে। নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া গেল—ইহাতে দেখা যাইবে কোন্‌গুলি কলে প্রস্তুত হয় আর কোন্‌গুলি ছাঁচে হইয়া থাকে।

(ক) কলের দ্বারা যে সকল জিনিষ তৈয়ারী হয়—ছাদের টালি, মেঝের টালি, ইট, বাড়ী তৈয়ারীর নানা উপকরণ, চলাচলের নল, রাস্তা বাঁধিবার, পাথর নালা ইত্যাদি

(খ) ছাচে এই সকল জিনিষ তৈয়ারী হইয়া থাকে—

চোঙের মাথা, সিঁড়ির ধাপ, মেঝের ধার বাঁধিবার পাথর, আধার বিশেষ (Vases), চুড়া, রেলিং, থাম, রেল্-ষ্টোন্, বাঁকা সিলি, (ceiling), কোন কিছু চিহ্নিত করিবার পাথর, বেড়ার পাথর, নল, ম্যানহোল, জলের কল, ইত্যাদি।

এই সকল তৈয়ারী করিতে যে সকল কলের আবশ্যক, কয়েক বৎসর আগেও সে সম্পর্কে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। আজকাল আধুনিক রুচি অনুযায়ী ছাঁচ ও যন্ত্রপাতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই কলগুলি হস্তচালিত বা অন্য কোন শক্তিতে পরিচালিত —উভয় রকমেই হইতে পারে। যেখানে অল্প কিছু মাল তৈয়ারী করিতে হইবে সেখানে হস্তচালিত যন্ত্র ব্যবহার করাই ভাল; কিন্তু বেশী পরিমাণ মাল তৈয়ার করিতে হইলেই শক্তি চালিত যন্ত্রের আবশ্যক। সাধারণতঃ হস্তচালিত যন্ত্রে দৈনিক প্রায় ৩০০ ছাদের টালি বা ৪০০।৫০০ মেঝের টালি তৈয়ারি হইতে পারে; কিন্তু শক্তি চালিত কলে প্রায় ইহার দশগুণ মাল উৎপন্ন হইতে পারে। কলের তৈয়ারী মালের সুবিধা এই যে, ইহা দেখিতে সুন্দর

হয়,—অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ মাল উৎপন্ন হইতে পারে।
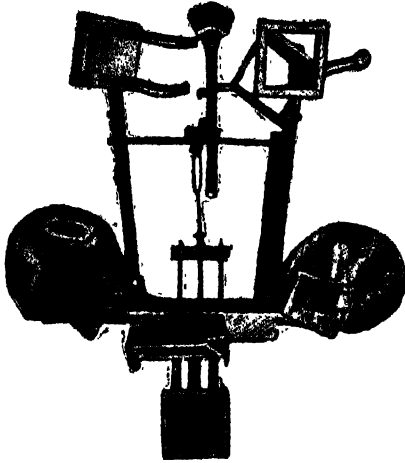
(কঙ্কট মিশাইবার কল)

সিমেণ্ট্‌ ও অন্যান্য দ্রব্য যাহা মিলাইতে হইবে তাহা ক্রম অনুসারে মিশাইয়া ঠিক পরিমাণ মত জল দিতে হইবে। ইহার পর খুব ভাল করিয়া মিশাইতে হইবে। পরে এই জিনিষ গুলি ছাঁচে দিয়া মেসিনের সাহায্যে বাকী কাজগুলি সারিয়া লইতে হয়। যখন ঠিক নমুনামত জিনিষ হইয়া যায়, তখন কল হইতে বাহির করিয়া লইতে হয়।

(খ) চিহ্নিত দ্রব্যগুলির জন্য সকল সময়ের জন্যই প্রস্তুত ছাঁচ পাওয়া যায়। জিনিষগুলি তৈয়ারী হইয়া গেলে তাহাদিগকে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। তারপর হয় জলে কয়েক মিনিটের জন্য ডুবাইয়া রাখিতে হয়, আর না হয় উহাদের গায়ে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। দিয়া, বাহিরে এমন কোন জায়গায় গাদা করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয় যেন সব শুষ্ক বায়ুও না পায় অথবা খুব ঠাণ্ডাও না লাগে।

(ফুলের ভেজ)

উপরোক্ত কল ও নানা প্রকারের ছাঁচ নিম্নলিখিত কারখানাতে তৈয়ারী হয়—পেদার্শায়াব্‌ সিমেণ্ট্‌ মোল্ড্‌ কোং লিঃ—(Pedarshaab Cement Mould Co. Ltd., Denmark) ডেন্‌মার্ক। ইহাদের প্রতিনিধি সমগ্র ভারতবর্ষ, বর্ম্মাদেশ ও সিংহলের নিমিত্ত কিলিক্‌ নিক্সন্‌ এণ্ড্‌ কোং, বোম্বাই (Killick, Nixon & Co., Bombay) আবার ইহাদের অধীনে আছে কলিকাতার বামার লরি এণ্ড্‌ কোং লিঃ (Balmer Lawrie & Co., Ltd.,)। ইহাদের নিকট সকল সময়েই কল প্রভৃতি সব মাল বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলেই ইঁহারা বিস্তারিত বিবরণ দিয়া থাকেন।

দণ্ডিত দোকানদারগণের তালিকা

গত আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার যে সমস্ত দোকানদার পচা ও ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করার জন্য দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

দোকানদারের নাম ও ঠিকানা।	বিক্রিত দ্রব্য	দণ্ডের তারিখ ও জরিমানার পরিমাণ
মঙ্গল চাঁদ ওমর চাঁদ ৬, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ	মিষ্টান্ন	৪—৮—৩৩ ১২৲
মঙ্গল চাঁদ ঐ	„	৪—৮—৩৩ ১০৲
শিব সা ১৬, ফিয়ার লেন	„	২৫—৮—৩৩ ২৲
গজু ৬, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ	„	২৫—৮—৩৩ ১৲
নিত্যলাল হালদার ১৭৬, বৌবাজার ষ্ট্রীট	„	২৫—৮—৩৩ ১২৲
আর, বি, ব্যানার্জ্জি ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট	ঘৃত	২৫—৮—৩৩ ৫০৲
অমূল্য চরণ-দাস ১৫৮, বৌবাজার ষ্ট্রীট	„	২৫—৮—৩৩ ৮৲
অছিলাল রামচরণ ৯৭/১ বৌবাজার ষ্ট্রীট	„	২৫—৮—৩৩ ৬৲
অমূল্য ঘোষ ৬, ফ্রেয়ারলি প্লেস	দুগ্ধ	৪—৮—৩৩ ১২৲
রূপনারায়ণ মাড়োয়ারী ৪, রাধামোহন পাল লেন	সরিষার তেল	২৫—৮—৩৩ ৮৲
জীবন চন্দ্র ঘোষ ৪৮, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ	মিষ্টান্ন	২৫—৮—৩৩ ৮৲

গোঁসাই দাস ঘোষ ২৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট	দই	২৫—৮—৩৩ ৬৲
উপেন্দ্র ঘোষ ৫—৮, কলাবাগান বস্তি	দুগ্ধ	২৫—৮—৩৩ ৬৲
দরবার সিং ২৫, রবার্ট ষ্ট্রীট	বিনা লাইসেন্স	২৫—৮—৩৩ ৮৲
হেমন্তকুমার দে ২, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট	,,	২৫—৮—৩৩ ৩৲
শিশিরবিন্দু সরকার ১, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট	মিষ্টান্ন	২৫—৮—৩৩ ৩৲
পিয়ারী মোহন দে ৭, গোরাচাঁদ লেন	ঘৃত	২৬—৮—৩৩ ২০৲
সূর্য্যকুমার কুণ্ডু ৮, তাঁতিবাগান লেন	,,	১৯—৮—৩৩ ১০৲
সুবোধচন্দ্র সাধুখাঁ ১০এ, বেনিয়াপুকুর লেন	সরিষার তেল	৫—৮—৩৩ ১০৲
মহম্মদ কাসেম ১১, বেনিয়াপুকুর রোড	,,	২৬—৮—৩৩ ১২৲
বলরাম ২৯, আইস্ ফ্যাক্টরী লেন	দুগ্ধ	১৯—৮—৩৩ ১৫৲
নূর হোসেন ৪৬, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	২৬—৮—৩৩ ১০৲
সুখান সা ৩৭, মার্কেট ষ্ট্রীট	সরিষার তেল	৫—৮—৩৩ ৬৲
বৈজুনাথ সা ৩৮, নিলমণি হালদার লেন	সাগু	৫—৮—৩৩ ২৲
ঠকুর সা ,,	সরিষার তেল	১৯—৮—৩৩ ১০৲
পরমেশ্বর সা ২০।১, কলিন ষ্ট্রীট	,,	১৯—৮—৩৩ ৭৲
রুরমল ৯, মুন্সি বাজার রোড	,,	১৯—৮—৩৩ —
,, ,,	,,	১৯—৮—৩৩ —
শিবচরণ সাই ১৮, সাউথ রোড	,,	১৯—৮—৩৩ ২৲
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ৫৩, মিডল্ রোড	দুগ্ধ	১৯—৮—৩৩ ৭৲

লছমন নারায়ণ	সরিষার তৈল	১৯—৮—৩৩
১২।১, বেলেঘাটা রোড		১২৲
নবাব	,,	৫—৮—৩৩
২, ছাতুবাবু লেন		১০৲
মহম্মদ হানিফ	মাখন	১৯—৮—৩৩
ইটালি মার্কেট		৬৲
চামারি সাও	সরিষার তৈল	১৯—৮—৩৩
১৪, দেদারবক্স লেন		১২৲
আগমু সাও	,,	২৬—৮—৩৩
৫, ইমদাদ আলি লেন		১২৲
রাজকৃষ্ণ মজুমদার	ঘৃত	৮—৯—৩৩
১১-৩ নিউক্যানাল সারকুলার রোড		বিচারাধীন ১৫৲
সেখ কালু	জিলাপী	৯—৮—৩৩
৮৭, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড		১৫৲
শিবরাম সা	সাগু	৮—৯—৩৩
১৮-৮, উল্টাডিঙ্গি মেন রোড		৪৲
দুঃখী সা	কচুরী	৮—৯—৩৩
৪, ক্রস লেন		৮৲

সেখ সফরয়াজ আলি ৯-৪, বাগমারী রোড	জিলিপি	৮—৯—৩৩ বিচারাধীন
নিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ৮-৪২, বাগমারী রোড	ঘৃত	১৮—৯—৩৩ ৬৲
সেখ আবদুল রসিদ ১৯, কাঁকুড়গাছি রোড	বঁদে	৮—৯—৩৩ ১০৲
দেবেন ঘোষ হরিশ নিয়োগীর রোড	ঢাকাই ক্ষীর	১৫—৯—৩৩ বিচারাধীন
দাতারাম ঘোষ বৈঠকখানা বাজার	দুগ্ধ	৮—৯—৩৩ ১৮৲
কীর্ত্তি ঘোষ "	"	১৫—৯—৩৩ ৫৲
কীর্ত্তি ঘোষ শিয়ালদহ ষ্টেশন	"	১--৯—৩৩ ৩।০
গণেশ ঘোষ "	"	ঐ ৩।০
ফকির ঘোষ "	"	ঐ ৩।০
চারু ঘোষ "	"	ঐ ৩।০
অমূল্য ঘোষ "	"	ঐ ৩।০

ফটো ছাপান

ফটো ছাপাইবার প্রণালী বহুরকমের আছে; তন্মধ্যে সিল্‌ভার দ্বারা ছাপাইবার প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অনেক ব্যবসায়ী ইহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফটো সাধারণতঃ দুই রকমের—এক রকমের ছবি দিনের আলোর সাহায্যেই ইচ্ছামত চাপিয়া লওয়া যায়;—আর এক রকম আছে, যাহাতে কোন কৃত্রিম আলোর সাহায্যে অন্য একটী ছবি করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া লইতে হয়।

সিল্‌ভার ক্লোরাইড্ (Silver chloride), সিল্‌ভার্ সাইট্রেট্ (Silver Citrate) ও সিল্‌ভার ব্রোমাইড্ (Silver Bromide)—এর সহিত আলোর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—এই জন্যই সিল্‌ভার দ্বারা ছাপাইবার প্রণালীই বেশী প্রচলিত।

উপরোক্ত যে দুই রকমের ছবির কথা বলা হইল, তাহার প্রথম রকমের ফটোর ছবি করিতে হইলে যে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় তাহাদিগকে ইংরাজীতে Printing বা Exposing (ছাপান), Toning (পাকা করা) ও Fixing (দৃঢ়ীকরণ)—বলা হইয়া থাকে।

আর দ্বিতীয় রকমের ছবি করিতে হইলে, Exposing (বাহিরে বিকাশ), Developing (বর্দ্ধিত করন) ও Fixing (দৃঢ়ীকরণ) এই তিন প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথম রকমের ছবির বেশীর ভাগ কাগজই একটী অদ্ভুত রকমের লাল রং হইয়া যায় যদি সোজাসুজি দৃঢ়ীকরণ (Fixing) প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। এই জন্যই পাকা করিবার (toning) জন্য সোনা বা প্লাটিনাম (Platinum) অত্যাবশ্যক। কিন্তু, দ্বিতীয় রকমের ছবিতে, ছবি যখন বর্দ্ধিত করা হয় (Developed) তাহাই তখন দেখিতে সুন্দর হয়; কাজেই আর টোনিং (Toning) প্রণালীর আবশ্যকতা হয় না।

ঔষধ মাখান কাগজখানা (Sensitive Paper, একেবারে শুষ্ক না হইলে কখনো ফ্রেমে আঁটিয়া দিতে নাই; ফ্রেমের পিছনের দিকে যে দরজা থাকে সেইটা সরাইয়া নিয়া সেখানে আদিম কাঁচখানা (Negative) অন্য কাঁচের উপর এমন ভাবে রাখিতে হয় যেন কলোডিয়োনের দিকটা (Collodion side) উপরে থাকে। একখণ্ড ঔষধমাখান কাগজ (Sensitive Paper) আদিম কাঁচখানার (Negative) উপর এমন ভাবে রাখ যেন ঔষধমাখান দিকটা (Sensitive Side) নীচের দিকে থাকে। তাহার উপর এক স্তর মোটা কম্বল দিতে হয়; দিয়া সমস্তটা একসাথে রাখিয়া পিছনের দরজাটা আঁটিয়া দিতে হয়। এই ভাবে আঁটিয়া দিতে যে চাপ লাগে তাহা অবশ্য ধর্ত্তব্য নহে; কিন্তু

ফ্রেমের স্প্রিংগুলি যদি ঢিলা হইয়া যায়, তাহা হইলে কিছু মোটা কাগজ দিয়া সেখানটাকে ঠিক করিয়া লইতে হয়। আলোতে কতক্ষণ বাহির করিয়া রাখিতে হইবে (Exposure) তাহা আদিম কাঁচ-খানির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে—আরও নির্ভর করে কাল ও বৎসরের আবহাওয়া অনুযায়ী সূর্য্যের আলো যে ভাবে কাজ করিবে, তাহার উপর। যদি আলোতে ঠিক মত ধরা হয় তাহা হইলে ছাপাটা প্রকৃতপক্ষে যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর হইবে। যাহা কিছু রংয়ের বৈষম্য হয়, তাহা পরে টোনিং প্রণালীতেই শোধরাইয়া যায়। এই কাজগুলি একটু অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা ঠিক বুঝিতে পারেন, বাহিরের আলোতে কত-ক্ষণ রাখিতে হয়। কিন্তু, বেশীর ভাগ নির্ভর করে পাকা করিবার (toning) প্রণালীর উপর। ইহার পর কাগজ ফ্রেম হইতে সরাইয়া লইতে হয়। সরাইয়া লইলে যদি দেখা যায় ছবিটার উপর বিশেষ এক রকম দাগ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নাইট্রেটের জল কম হইয়া গিয়াছে, অথবা কাগজখানি অতি তাড়া-তাড়ি সরাইয়া লওয়া হইয়াছে অথবা ছাপিবার কাগজখানি অত্যন্ত নিকৃষ্ট রকমের। আর যদি সাধারণ মৃদু দিনের আলোকে বাহির করিয়া রাখিলে ছাপার উপর ছায়া জায়গাগুলি বেশ তাম্রাভ হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আদিম কাঁচখানিতেই (Negative) গোলমাল আছে।

পাকাকরণ (Toning)

ছাপান কাগজখানা সাধারণ জলে প্রথম ধুইয়া সিল্ভার নাইট্রেটটা তুলিয়া ফেলিতে হয়। ধুইতে ধুইতে যখন দেখা যাইবে যে বেশ পরি-কার জল পড়িতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে আর নাইট্রেট নাই। প্রথম অবস্থায় কিন্তু ধুইতে দুধের জলের মত শাদা জল বাহির হইতে থাকিবে। কোন কলের জলে মিনিট দশেক ধুইলেই এই ধোয়ার কাজ চলিতে পারে। অথবা কোন একখানি প্লেটে জল লইয়া নাড়িয়া নাড়িয়া ধুইয়া সেই জলটা একেবারে ফেলিয়া দিয়া আবার জল দিয়া নাড়িলেই ধোয়ার কাজ চলিতে পারে। শেষকালে কোন একটা লবণ (আউন্স্ প্রতি ২গ্রেণ হারে) দিয়া ধোয়া ভাল।

ইহার পর পাকা ধুইবার জিনিষগুলি একটা চ্যাপ্টা পাত্রে ঢালিয়া লও। তাহার মধ্যে ছাপান কাগজগুলি দুই তিনখানি করিয়া এক এক বারে দিয়া সমানভাবে নাড়িতে হয়। এই নাড়ার সময় লক্ষ্য করিয়া যাইতে হয়, কিরকম ভাবে রং পরিবর্ত্তন হইতেছে। সোণার হলুদে রং যখন বাহির হইয়া পড়ে তখন যদি ছবির কাগজগুলি সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহা পরে একটা কপিল রংয়ে পরিণত হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহার পর যদি আরও দুই তিন মিনিট ঐ জলে রাখা যায়, তাহা হইলে কাল রংটা বেশ পাকা হইয়া যাইবে।

দৃঢ়ীকরণ (Fixing)

এক আউন্স্ হাইপোসালফাইট্ অব সোডা (Hyposulphite of Soda) ৬ আউন্স্ জলে গলাইয়া লইলে সেই জল দ্বারা দুই বারে ২০ খানি করিয়া ৪০খানি ছবির কাজ চলিতে পারে। ছাপান কাগজগুলি প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া উপরোক্ত জলে রাখিয়া দাও। খালি মাঝে মাঝে একটু একটু নাড়িয়া দিবে। ঐ ২০মিনিট

পরে কোন পরিষ্কার জলপূর্ণ পাত্রে পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যায়।

ধোয়া (Washing)

হাইপোসাল্ফাইট্ অব্ সোডার যাহা কিছু চিহ্ন থাকে, তাহা সকলই ধুইয়া ফেলিতে হইবে। তাহা না হইলে শেষে কিন্তু রং চটিয়া যাইবে। কিন্তু এই ধোয়া বেশ সাবধানতার সহিত করিতে হয়। সব সময়ে স্রোত-জলে ধুইবে। পাত্রটী যেন অগভীর কিন্তু বড় মুখওয়ালা হয়। ছাপান কাগজগুলির মধ্যে ৪।৫ ঘণ্টা ধরিয়া সব সময়ে যেন জলের একটা প্রবাহ চলে এবং কাগজগুলি যেন এক জায়গায় আসিয়া জড় না হয়। ছাপান কাগজগুলি বেশ ভাল করিয়া ধোয়া হইলে কোন ব্লটিং পেপারের মত কাগজ দিয়া জলটা টানিয়া লইয়া বাতাসে শুকাইতে দাও।

ইহার পর, গরম জলে জিলেটিন্ (Geletine) গলাইয়া সদ্যসদ্য তৈয়ার করিয়া কাগজে লাগাইয়া দাও। উৎকৃষ্ট রকমের গঁদের তৈয়ারী জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে—দেখিতে হইবে যেন কোন রকমের অম্ল জাতীয় কোন পদার্থ না থাকে। কিন্তু গঁদের জল খুব ঘন করিতে হইবে যেন উহা কাগজে না চোয়াইয়া যায়।

নানারূপ রাই বা Mustard প্রস্তুত প্রণালী

সরিষা একটী অত্যাবশ্যক মসলা। কি আমাদের দেশেকি বিদেশে সর্ব্বত্রই ইহার আদর রহিয়াছে। তবে ইহার ব্যবহার প্রণালী দেশভেদে নানা প্রকার। আমাদের দেশের গৃহস্থদের কথা ছাড়িয়া দিই, তাহারা সরিষাকে নানাভাবে নানা কাজে লাগাইয়া রসযুক্ত খাদ্য, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু, হোটেলে তাহা হয় না। হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ সরিষার নানা ব্যবহারের খোঁজ রাখে না—জানে না বা পারেও না। কাজেই তাঁহারা গতানুগতিক ভাবে দিশী সরিষারই ব্যবহার করেন; নূতন কিছু দিতে হইলে বড় জোর দিয়া থাকেন কোল্‌মান্‌স মাষ্টার্ড, ইহা ছাড়া আর কিছুর ব্যবহার জানেন না। বিলাতে কি অন্যান্য দেশে হোটেলগুলিতে এক একদিন এক এক রকমের সরিষার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে দুই রকমের সুবিধা হয়। যাঁহারা সেই সব হোটেলে প্রত্যেক দিন যান, তাঁহারা নূতন নূতন খাদ্যের আস্বাদ ভোগ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় সুবিধা এই, বাহিরের লোক জানিল যে প্রত্যহ নূতন খাদ্য ওখানে পাওয়া যায়, ইহাতে সেখানকার খরিদ্দার বাড়িয়া যায়। আমরা নিম্নে সরিষার দ্বারা প্রস্তুত নানাপ্রকার মসলার দ্রব্যের ব্যবহার প্রণালী দিলাম। হোটেল বা বোর্ডিং এর কর্ত্তৃপক্ষ এইসকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া কেবল যে তাঁহাদেরই খাদ্যদ্রব্যের নূতনত্ব করিতে পারিবেন তাহা নহে, দিশী মসলা দিশী ভাবে প্রস্তুত করিয়া দেশের সাহায্যও করিতে পারিবেন।

১নং

সরিষার কাই—

সরিষার কাই সাধারণতঃ দুই রকমের থাকে—হল্‌দে অথবা পাট্‌কেল রংয়ের। হল্‌দে কাই প্রস্তুত করিতে হইলে;—

দ্রব্য	শতকরা ভাগ
হল্‌দে সরিষা	২০—৩০
নূন	১—৩
মসলা	½—১
ময়দার গুঁড়া	৮—১২

সরিষা কি প্রকার ঝাল তাহা বুঝিয়া ময়দার গুঁড়া মিশাইতে হয়। সরিষার গন্ধ গিয়া কি রকম দাঁড়াইবে তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয়।

সমস্ত মিলাইয়া রুচিভেদে ভিনিগার মাষ্ট্‌ অথবা মদ মিশাইয়া দিতে হয়।

পাট্‌কেল রংয়ের কাই তৈয়ার করিতে কাল সরিষার দরকার।

দ্রব্য	শতকরা ভাগ
সরিষা	২০—৩০
নূন	১—৩
মসল্লা	½—১
ময়দার গুঁড়া অথবা	
রাই সরিষার গুঁড়া	১০—১৫

উপরে যে শতকরা ভাগ দেওয়া হইল, ইহার অর্থ এই যে একেবারে ঠিকমত দ্রব্যের অনুপাত দেওয়া অসম্ভব। জিনিস ভাল মন্দ করা বেশীর ভাগ নির্ভর করে অভ্যাসের উপর।

নিম্নে কয়েকটী বিদেশী রুচির সরিষার দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল।

২নং

খুব টাট্‌কা আঙ্গুরের রস লও ৩০ কোয়ার্ট্‌। একটা পাত্রে জল লইয়া আগুনের উপর চাপাও। ঐ ফুটন্ত জলের উপর একটা পাত্রে আঙ্গুরের রস রাখিয়া জাল দিয়া অর্দ্ধেক পরিমাণ করিয়া ফেল। ঐটা জাল হইতে হইতেই তাহার মধ্যে ২½ সের চিনি দাও। এখন ২টা বা ৩টা বড় গাঁজর (Horse radish) খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহা একখানি তোয়ালের উপর লইয়া সেইটা একটা ছাঁকিবার পাত্রের মধ্যে লও। তারপর আঙ্গুরের রসের সিরাপটা ঢালিয়া দিয়া ছাকিয়া লও। ইহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ভাল করিয়া গুড়া করিয়া মিশাইয়া দাও :—

এলাচির দানা	½ কাচ্চা
জায়ফল	,,
লবঙ্গ	,,
দারুচিনি	½ ছটাক
আদা	½ ছটাক
পাট্‌কেল সরিষার কাই	৩ সের
হলদে সরিষার কাই	৪½ সের

সমস্ত গুলি বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া একটী তরল কাই করিয়া কয়েক বার ধরিয়া মস্‌লিন বস্ত্রের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লও।

৩নং

পাট্‌কেল সরিষার কাই	৫ ছটাক
হলদে সরিষার কাই	১½ সের
ফুটন্ত জল	৩ সের
মদ ভিনিগার	৬৪ আউন্স
দারুচিনি	১½ কাচ্চা
লবঙ্গ	৩½ কাচ্চা
চিনি	২ সের
মদ (ভাল সাদা)	২ সের

প্রথমতঃ সরিষার কাই ভিনিগার ও জলে মিশাইয়া বেশ করিয়া বাঁটিয়া একটা কাই তৈয়ারী কর। ইহার পর মসলা গুলি দিয়া দিতে হয়।

৪নং

নিম্নে যে সরিষা প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হইল, ইহা সাধারণতঃ জার্ম্মান দেশীয় খাদ্যে ব্যবহৃত হয়

লরেলের পাতা	৪ ছটাক
দারুচিনি	১½ কাচ্চা
এলাচির দানা	½ কাচ্চা
চিনি	২ সের
ওয়াইন্‌ ভিনিগার	৯৬ আউন্স
	(৩ সের)
পাট্‌কেল রংয়ের সরিষার কাই	৫ ছটাক
হলদে রংয়ের সরিষার কাই	১½ সের

৫নং

হল্‌দে সরিষার কাই	৫ সের
পাট্‌কেল সরিষার কাই	১০ সের
টাট্‌কা আঙুরের রস	৬ পাইণ্ট

সবগুলি মিলাইয়া সিদ্ধ করিয়া দরকারমত ঘন করিয়া লইতে হয়। সরিষার এই খাদ্যটী মিষ্ট আস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে।

৬নং

পাট্‌কেল রংয়ের সরিষার গুঁড়া	৩০ ভাগ
হল্‌দে সরিষার গুঁড়া	১০ ভাগ
টাট্‌কা আঙুরের রস	৮ ভাগ

সবগুলি মিশাইয়া সিদ্ধ করিতে করিতে একটা লেই তৈয়ারী হইবে, তাহার মধ্যে ৮ ভাগ ভিনিগার মিশাইয়া নাড়িয়া দাও। এই জিনিষটীর আস্বাদ হইবে টক।

৭নং

পাট্‌কেল রংয়ের সরিষার গুঁড়া	৪০ ভাগ
হল্‌দে রংয়ের সরিষার গুঁড়া	২০ ভাগ
ভিনিগার	৬ ভাগ
টারাগন ভিনিগার (Tarragon Vinegar)	৬ ভাগ

ভিনিগারে সরিষার গুঁড়াগুলি সিদ্ধ করিয়া টারাগণে ভিনিগার মিশাইয়া দাও।

৮নং

উপরের সরিষাকে টারাগান মাষ্টার্ড্ বলা হইয়া থাকে। এই টারাগান মাষ্টার্ডকে একটু বিশেষ ঝালযুক্ত করা যায়। তাহার প্রণালী এই প্রকারের:—

টারাগন মাষ্টার্ড্	৫ সের
সাদা লঙ্কা	২½ পোয়া
সাত মিশালী-মসলা	২½ ছটাক
লবঙ্গ	১½ ছটাক

এই গুলি সমস্ত কলে পিষিয়া মিশাইয়া লইতে হয়। তারপরে কোন এক গরম জায়গায় দশ বার কি পনর দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে হয়। তারপরে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

৯নং

হল্‌দে সরিষার গুঁড়া	৫ সের
পাট্‌কেল সরিষার গুঁড়া	২০ সের
টারাগন	১ পাউণ্ড
তুলসী	২½ ছটাক
লরেলের পাতা	৩ কাচ্চা (১২ ড্রাম)
সাদা লঙ্কা	১½ ছটাক
লবঙ্গ	৩ কাচ্চা
জৈত্রী	½ কাচ্চা
ভিনিগার	১ গ্যালন

লতাপাতা এইগুলি মিলাইয়া ভিনিগারে থিঁতাইয়া দাও। ইহার পর সরিষা মিশাইয়া সকলগুলি বাটিয়া লও।

এক সপ্তাহ কি দশ দিন ধরিয়া একজায়গায় রাখিয়া দাও। ইহার পর মস্‌লিনের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লও।

যে সকল জায়গায় নূনের কোন পরিমাণ উল্লেখ নাই, সেই সকল ক্ষেত্রেই নূন রুচিমত ব্যবহার করিতে হইবে।

১০নং

সেলারি (খুব কুচি কুচি করিয়া কাটা)	৩২ ভাগ
টারাগন (টাট্‌কা)	৬ ভাগ
লবঙ্গ আধগুঁড়া করিয়া	৬ ভাগ
পিঁয়াজ (খুব কুচি কুচি করিয়া কাটা)	৬ ভাগ
লেবুর ছাল (টাট্‌কা ও কুচি কুচি করিয়া কাটা)	৩ ভাগ

সাদা মদের ভিনিগার

(White wine Vinegar)	৫৭৫ ভাগ
সাদা মদ	৫১৫ „
সরিষার দানা গুঁড়া	১০০ „

সবগুলি মিশাইয়া ভিজাইয়া কোন উত্তপ্ত জায়গায় এক সপ্তাহ কি দশদিন ধরিয়া রাখ; তারপরে ছাঁকিয়া লও।

১১নং

পার্সলি (Parsely)	২ ভাগ
সেরিভিল (Chervil)	২ ভাগ
চাইভস্ (Chives)	২ ভাগ
লবঙ্গ	১ ভাগ
রসুন	১ ভাগ
থাইম (Thyme)	১ ভাগ
টারাগন	১ ভাগ
নুন	৮ ভাগ
জলপাই তেল	৪ ভাগ

সাদা মদের ভিনিগার

(White wine Vinegar)	১২৮ ভাগ

সরিষার গুঁড়া—আবশ্যক মত

এই জিনিষগুলির মধ্যে যেগুলি উদ্ভিদ্ জাতীয় অথবা যেগুলি মসলা সেগুলি বাটিয়া অথবা থেঁৎলাইয়া লও। তারপরে ১৫।২০ দিন ধরিয়া ভিনিগারে ডুবাইয়া রাখ। একখানি কাপড়ে ছাকিয়া নূন মিশাইয়া দাও। একটা পাত্রে বরফ লইয়া তাহাতে সরিষা ও জলপাইয়ের তেল মিশাইয়া বেশ করিয়া রগ্ড়াইয়া লও। এই রগ্ড়াইতে রগ্ড়াইতেই মাঝে মাঝে একটুখানি করিয়া উপরের মসলাযুক্ত ভিনিগার মিশাইতে থাক। মিশাইতে মিশাইতে দেখিবে সমস্তটা মিলিয়া যখন ৩৮৪ ভাগ হয় তখন আর মিশাইবে না।

জাপানের কৃষকদের দুর্দ্দশার কথা

পূর্ব্বে জাপানী কৃষকেরা গরুর জন্য যে-সব খোরাক রাখিত, আজকাল তাহাই দিয়া পরিবার বর্গের ভরণপোষণ করিতেছে। একবার তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে জন-সংখ্যার প্রায় দশভাগ লোকের ১০ ইয়েনের বেশী অর্থ সঞ্চিত আছে। যখন মনে করা যায় যে প্রত্যেক ইয়েনের মূল্য আমেরিকার ২৭½ সেণ্টের বেশী নহে, তখন তাহাদের দুর্দ্দশার কথা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

জাপানী সংবাদদাতারাই বলিয়া থাকেন যে শতকরা প্রায় ৫০ জন লোকেরই কোন সঞ্চিত অর্থ নাই, তাহারা পুরাকালের লোকদের মত বিনিময়-প্রথায় কেনাবেচা করিয়া থাকে। কৃষকদের দুর্দ্দশার জন্য সমস্ত দেশ আজ উৎ-কণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তাহাদের ঋণ শোধ করিতে পারিতেছে না; খাজানা মিটাই-বার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। ব্যাঙ্কগুলিও সেইজন্য কড়াকড়ি একটু কম করিতেছে। বস্তুতঃ, ট্যাক্স আদায় করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই অনেকস্থলে উহা চাওয়া পর্য্যন্ত হয় না।

কৃষকদের বিদ্যার্থী সন্তানকে জনসাধারণের

খরচে স্কুলে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণের জন্যই জাপানী গভর্ণমেণ্ট ৬০ লক্ষ কৃষক পরিবার রক্ষা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, কেননা, লোকসংখ্যা হিসাবে তাহাদের অনুপাত শতকরা ৫৮ ভাগ।

ইহা সকলের জানা না-ও থাকিতে পারে যে জাপানের অর্দ্ধেক লোকই কৃষিজীবি; কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের জন্য সেখানে এত ছোট বড় পাহাড়ের সমাবেশ হইয়াছে যে প্রত্যেকের ভাগ্যে আমাদের দেশের জমির অনুপাতের ⅙ অংশের বেশী পড়িবে না। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশের মাত্র ১৭ ভাগ জমী আবাদ-যোগ্য; বাকী অংশ উচু-নীচু, পাহাড়ে অঞ্চল। কাজেই জাপানের ভৌগলিক ব্যবস্থায় বড় স্কেলে কৃষিকার্য্য চালানো অসম্ভব। ডেন্মার্কে আবাদ-যোগ্য ভূমি জাপানের মাত্র ৯গুণ বেশী হইলেও ছোট পরতায় কাজ করিবার অসুবিধা কমানো গিয়াছে। ইহাই কৃষাণদের সমবায় সংঘের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা সত্বেও এই প্রচেষ্টা জাপানে এখনো শৈশব অতিক্রম করে নাই।

ইহার উপর আবার ট্যাক্সের হার ব্যবসা বাণিজ্যের সমবেত ট্যাক্সের দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। ইহার কারণ শুধু জমীর খাজানা নহে, এসেস্‌মেণ্ট নীতিও অনেকাংশে ইহার জন্য দায়ী।

প্রতি ফার্ম্মে একজনের হিসাবে লাভ বণ্টন করা হয়, যদিও ইহা সকলেরই জানা আছে যে কৃষিকার্য্যে সমস্ত পরিবারই ব্যাপৃত হইয়া থাকে। কাজেই পরিবারের অন্যান্য লোকেও যাহাতে বেতন পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত কারণের জন্যই আমাদের বোধ হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে ট্যাক্স্‌ বসাইবার নীতির আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এতদ্ব্যতীত, প্রজা ও জমীদারের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া উচিৎ। একমাত্র ১৯৩১ সনেই তাহাদের মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া ২৬৮৯ টী মামলা রুজু হইয়াছিল। অনেক জাপানী ভদ্রলোক বলিয়া থাকেন যে কৃষি-সম্বন্ধীয় অর্থ ও চাউল বিক্রয় করিবার সঙ্ঘকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গিয়াছে। টোকিয়োর 'আসাহী' নামক সংবাদ পত্র মনে করে যে সমস্ত দেশের কৃষকেরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কৃষিজ দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুরাহা না করে তাহা হইলে কৃষকদের দুর্দ্দিনের মেঘ আর কাটিয়া যাইবে না। কেননা, শস্য বিক্রয়ের বিনিময়ে অত্যন্ত কম মূল্য পাওয়া যায়। জাপানের অনেক জায়গায় চালান দিবার সঙ্ঘ থাকিলেও, সমস্ত দেশে ব্যাপক ভাবে কাজ করিবার উপযুক্ত ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান নাই। কাজেই নিজেদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়, তাহাতে নিজেদেরই সর্ব্বনাশ হয়। টোকিয়োর 'জিজি' নামক সংবাদ পত্র গভর্ণ-মেণ্টকে এই ব্যবস্থার প্রতিবিধান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

আমাদের গভর্ণমেণ্টকে ঐরূপ অনুরোধ করিলেই বলা হয় যে তাহাদের তহবীলে অর্থ নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে কিন্তু ঐরূপ অজুহাত দেখাইলেও, যুদ্ধের সময় প্রায় দেড়শত কোটি টাকা দান করিবার ফুরসুৎ তাহাদের মিলিয়া-ছিল। দেশে কৃষকদের যে ঋণ আছে তাহা মিটাইবার জন্য একটী আর্থিক প্রতিষ্ঠান নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা উচিৎ, ইহার মূলধন জোগাইবে গভর্ণমেণ্ট, জনসাধারণ ও প্রাইভেট সঙ্ঘ সমূহ।

পৌষ মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

বিলাতী শাক সব্জীর বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এ মাসেও বপন করিয়া সফল-কাম হইয়াছেন।

কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতির চাড়া নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে উহার গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে।

সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসলাদি যদি ঘন হইয়া থাকে তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত পাতলা করিয়া দিতে হইবে।

আগে বসান জলদি জাতীয় কপির এখন গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়, গোড়ায় এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষিক্ষেত্র

আলুগাছের গোড়া আর একবার মাটি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

পাটনায় আলুর ফসল প্রায় তৈরি হইয়া গিয়াছে। এই সময় ফসল কোদালী দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দিয়া খুঁড়িয়া কতক পরিমাণে আলু তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে।

আলুক্ষেতে এ মাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া দরকার।

মটর, মসুর প্রভৃতি ক্ষেতের বিশেষ কোন পাট নাই।

টেপারি ক্ষেতে জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

চর ও পলি-পড়া মাটিতে তরমুজ বা খরমুজ খুব ভাল জন্মে। জমি উত্তমরূপে চাষ দিয়া তৈরি করিয়া ৪।৫ হাত ব্যবধানে মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২।৩টী বীজ পুতিতে হয়। দুই

হাত মুখ চওড়া ২ হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া পলিমাটি বা পাঁক ও অন্যান্য সার মিশাইয়া লইয়া মাটি উত্তমরূপে চাপিয়া দিয়া মাদা তৈরি করিতে হয়। বীজ পুতিবার পূর্ব্ব দিবস গর্ত্ত হইতে অর্দ্ধেক মাটি উঠাইয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিতে হয় এবং গর্ত্ত মধ্যে ২।১ কলসী জল ঢালিয়া দিতে হয়। পর দিবস জল শোষিত হইয়া যো হইলে গর্ত্তের মাটির উপরি ভাগ ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া ২।৩টী বীজ পুতিবে এবং চারা যত বড় হইবে ততই পার্শ্বস্থ মাটী দিয়া গর্ত্ত ভরাট করিয়া দিবে। এই প্রথায় বীজ বপনে তরমুজ খুব বড় হয় এবং বেশী ফলে।

ফুলের বাগান

মরশুমি ফুল এখন প্রচুর ফুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিকালে ঐ সকল গাছে জল দেওয়া উচিত।

হলিহক্, পিটুনিয়াদি কয়েকটি মরশুমি ফুল এদেশে খুব নাবিতে ফুল দেয়, এমন কি চৈত্র বৈশাখেও উহাঁর ফুল পাওয়া যায়। এখনও ঐ জাতীয় ফুলের চারা বসান যাইতে পারে। পিটুনিয়া টবে বা বাক্সে খুব সুন্দর হয়, তবে মাটী খুব সারবান হওয়া উচিত।

(সম্মিলনী)

ইন্‌কিউবেটার বা ডিম ফুটাইবার কল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাধারণতঃ ডিম ফুটাইবার জন্য ইন্‌কিউবেটার ব্যবহৃত হয়। নিম্নে নানাশ্রেণীর ইন্‌কিউবেটারের বর্ণনা দেওয়া হইতেছে; এই বর্ণনা পাঠ করিলে ইন্‌কিউবেটার সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে পারা যাইবে।

সাধারণতঃ ইন্‌কিউবেটর তিন প্রকারের কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়। ১ম, গরম জলের কিরণ বিকীরণ দ্বারা (Hot water radiation) ২য়, গরম হাওয়ার মিশ্রণ দ্বারা (Hot air infusion); ৩য় গরম বায়ুর প্রসারণ দ্বারা (Hot air diffusion)। যে সমস্ত ইনকিউবেটার গরম জলের সহিত ব্যবহার হয়, সাধারণতঃ দেখা যায় তাহাই সন্তোষজনকভাবে কাজ দেয়। এইরূপ যন্ত্রে ডিমগুলি কিরণ পাতে গরম হয়। কেরোসিন ল্যাম্প অথবা ষ্টোভে জল গরম করা হয়। তাহার পর সেই জল পাইপের ভিতর দিয়া ইনকিউবেটারের কামরাতে গরম করা হয় অথবা কামরার উপরিস্থ একটী ট্যাঙ্কে সেই গরম জল রক্ষা করিয়া তাহার তাপে ডিমগুলিকে গরম করা হয়। যে সমস্ত ইন্‌কিউবেটার গরম হাওয়ার দ্বারা কার্য্যকরী করা হয়, তাহাতে নল দিয়া গরম হাওয়া চালিত করা হয়। টাটকা হাওয়া হীটারের (Heater) মধ্যে গরম করিয়া পরে ইনকিউবেটারোর চেম্বারের উপর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। একরূপ ইনকিউবেটার আছে যাহাতে টাটকা গরম হাওয়া একরূপ ছিদ্রযুক্ত বস্তুর ভিতর দিয়া চালিত করাইয়া ডিম্বের কামরায় আনা হয়। অন্য একরূপ যন্ত্র গরম হাওয়ায় চালিত করিয়া ডিম্বের প্রকোষ্ঠের উপরকার কুক্ষিতে পাঠান হয়। সেই কুক্ষিটী গরম হইলে তাহার তাপ বিকীরণে ডিমগুলি উত্তাপ পায়। পূর্ব্ব প্রথায় জলের স্রোত ধীরে ধীরে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় হীটারে আসে; সুতরাং জলে তাপ থাকা হেতু ডিমগুলি খুব ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হইতে থাকে। অন্য পক্ষে যে সকল ইন্‌কিউবেটার গরম হাওয়া ব্যবহার হয়, সেখানে হাওয়ার চলাচল খুব দ্রুত হওয়া সত্বেও ডিমগুলি বালুর উপর রাখা হেতু ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই দুই প্রকারের ইনকিউবেটার ব্যবহার হয় এবং সন্তোষজনক দৃষ্ট হয়।

মুরগীর আহার।

বর্ত্তমানে মুরগীর আহার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং উহাদের আহার্য্য বিষয়ে তথ্যগুলি সহজেই বুঝিতে পারা

যাইবে। সকলেরই জানা আছে যে জীবনী-শক্তির বৃদ্ধিও সঞ্চালন সাধিত হয় নানারূপ দৈহিক প্রক্রিয়া দ্বারা আহার্য্য দ্রব্যের পচন ও পরিবর্ত্তন হইয়া। সুতরাং জীবনধারণ করিতে হইলে আহারের ব্যবস্থা নিয়মিত ভাবে রাখিতে হইবে। শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি করিতে হইলে আহার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার। মোরগ ও মুরগীর জন্য কি কি আহার উপযুক্ত এবং তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে যথেষ্ট বিবেচনা শক্তির প্রয়োজন। তাহাদের আহার শুধু সুস্বাদু নহে, সহজে হজম হওয়া উচিত এবং পুষ্টিকর হওয়াও দরকার। যাহাতে সব রকম আহার্য্য থাকে, তাহাও দেখা উচিত। কিন্তু একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে ইহাদের আহার খুব সরল হওয়া দরকার; তবে দামের উপর নজর রাখিতে গিয়া যেন আহার্য্য দ্রব্য খারাপ না হয়।

মুরগীগণের জন্য পুষ্টিকর আহার্য্যের উপাদান জল, প্রোটীন, Carbo hydrates, চর্ব্বি এবং ছাই। যে সমস্ত আহার্য্যে উপরোক্ত সমস্ত উপাদানই পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল:

১। শস্য, ২। তৈয়ার করা খাবার, ৩। শাক সব্জী, ৪। খনিজ খাদ্য।

মোরাগ ও মুরগীর জন্য কিরূপ শস্য ভাল ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। শস্য খাইতে দিতে হইলে তাহা ভুষির সহিত মিলাইয়া দিতে হয়। যবের আহার দিতে হইলে তাহা গমের আটা অথবা ঘোলের সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। তাহার পর ওট, মটর, কলাইশুঁটী ও ছোলা প্রভৃতি পিষিয়া জলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত; ভুট্টা ও গম প্রভৃতি খাইতে দিলে মুরগী মোটা হইতে পায়, কিন্তু যে সমস্ত পাখী ডিমের জন্য রাখা হয় অথবা যাহারা বাড়িতেছে সে সমস্ত পাখীকে কেবল মাত্র ভুট্টা ও গম দেওয়া হইলে অপকার দর্শে।

প্রকৃতপক্ষে গম মুরগীদের এক উৎকৃষ্ট আহার্য্য। গমের ব্যবহারে মোটা হউক বা না হউক পক্ষীগণ বাড়িতে থাকে যথেষ্ট। মুরগীর ছানার পক্ষে ওটমীল অতিশয় সুপাচ্য খাদ্য। ওট ও শস্যের পর যব পুষ্টিকর খাদ্য। ধান্য বা চাউল সুবিধাজনক নহে। রাই, মটর অথবা গমের দানাও মন্দ নহে। কেবলমাত্র শস্য খাইতে দিলে পুষ্টি দেখা যায় না। সেইজন্য কখন কখন তুলার বিচি অথবা মসিনার বীচির কেকের সহিত শস্যের আহারীয় মিশাইয়া দেওয়া হয়। এমন কি খণ্ড খণ্ড করা মাংস, কুচি কুচি করা শাকসব্জী এবং মাছের টুকরা খাওয়াইয়াও ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। দামে না আটকাইলে মাখন তোলা দুধ অথবা ঘোলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়াছে। মুরগী-গণ কিছু মাংস এবং কিছু শস্য খাইতে পাইলে উপযুক্ত পুষ্টি পাইতে পারে। খনিজ আহার্য্য দ্রব্য সাধারণতঃ কঠিন হয় এবং শীঘ্র হজম হয় না। এইজন্য দুই প্রকারে ইহার ব্যবহার হয়। প্রথম প্রকারে ইহার ব্যবহার হয় মুরগীদিগের আহারের সহিত, এই আহার সাধারণতঃ পিষিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারে এইরূপ আহার সাধারণতঃ কাঁকর ও ঝিনুকের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। খনিজ আহারের ব্যবহার হয় পাখীগণের হাড় শক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, এবং ডিমের খোসার গঠনে।

উৎপাদনশীল পাখীর নির্ব্বাচন

মুরগীর শাবক উৎপাদন অধুনা বৈজ্ঞানিক-ভাবে হইতেছে। কিরূপে নর ও মাদীকে একত্রিত করাইয়া সন্তোষজনক ভাবে ডিম প্রসব হইতে পারে, এবং পরে শাবকও সন্তোষজনক হয় ইহা এক শিক্ষা করিবার বিষয়। দেখিতে সুন্দর, দেহে পরিপুষ্ট, দীর্ঘআয়ু, নির্দ্দোষ স্বভাব, পাখায় সৌন্দর্য্য যথেষ্ট এবং ভাল ডিম প্রসব করিতে পারে, মাংস সুখাদ্য, শীঘ্র বাড়িতে পারে ভাল করিয়া ডিমে তা দিতে পারে—এই সমস্ত হইল উচ্চাঙ্গের পাখীর গুণ। এই সমস্ত গুণ পাইতে হইলে পাখীর সন্তোষজনক নির্ব্বাচন ও উৎপাদনের প্রয়োজন।

পাখীগণের উৎকর্ষ সাধিত করিতে হইলে দুইভাবে প্রকৃতির সাহায্য লওয়া দরকার। প্রথমতঃ দেখা উচিত যাহাতে তাহাদের খাদ্য সুপাচ্য হয়। তাহার পর জল হাওয়া ও থাকিবার জায়গার উপরও পাখীদের স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। নির্ব্বাচন দ্বারাও পাখীর উৎকর্ষ সাধন করা যায়। এই নির্ব্বাচন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হইতে পারে। মানুষের দ্বারাও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে এরূপ নির্ব্বাচনের আশা করা যাইতে পারে।

স্বাভাবিক নির্ব্বাচন অবশ্য প্রকৃতির নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে হয়। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারাই প্রাণীজগত ও উদ্ভিজ্জগতে ক্রমঃ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দেখা যায়। এই নির্ব্বাচনের ফলেই শক্তিবর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি আসে; কারণ প্রকৃতির নিয়মই এমন যে, যে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল তাহাকে মারিয়া শক্তিপূর্ণ জীব বা উদ্ভিদ বাঁচিয়া থাকিতে ও বংশবৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু ইহার গতি এত ধীর যে ইহার দ্বারা ব্যবসাক্ষেত্রে মানুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

সেইজন্যই এইরূপ নির্ব্বাচনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রথম উপায়, এমন ভাবে mating এর ব্যবস্থা করা, যাহাতে ডিম ও শাবক যথেষ্ট পরিপুষ্ট হয়। ইহার জন্য মোরগ ও মুরগীর সাময়িক এবং সন্তোষজনক বাছাই দরকার। কারণ, যদি নরের শরীরে যথেষ্ট শক্তি ও পরিপুষ্টি থাকে, এবং মুরগীতে তাহার অভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্বতঃই ডিম্ব ও শাবক রুগ্ন ও অপরিপুষ্ট দৃষ্ট হইবে।

খাঁচা

যে জমীর উপর পাখীরা থাকে তাহা অপরিষ্কার হইলে পাখীদের নানাবিধ রোগ হইবার সম্ভাবনা। সেই হেতু পাখীর ছানাদের জন্য ছোট ছোট খাঁচা রাখা দরকার। যখনই কোন স্থান অপরিষ্কার হইয়া যায়, খাঁচাগুলি সরাইয়া অন্যত্র রাখা উচিত। ঐ খাঁচাগুলির উপরি ভাগে এবং দুই দিকে লোহার জালতির আবরণ থাকা দরকার। সাধারণতঃ এই সব খাঁচার তলা থাকে না, তবে বর্ষাকালে জমি ভিজা থাকে বলিয়া তলা থাকা খুব দরকার।

মুরগীগুলিকে মোটা করিবার জন্যও বিশেষরূপ খাঁচা ব্যবহার হয়। এই সমস্ত খাঁচা খুব বড় হওয়া উচিত নহে। ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১৫ ইঞ্চি চওড়া এবং ২১ ইঞ্চি উঁচু হইলে সুবিধা হয়। যখন মুরগীগণের আহার শেষ হইয়া যায়, তখন সেই খাঁচা গুলির পর্দ্দা টানিয়া দিলে ভাল হয়, কিম্বা একটু অন্ধকার স্থানে রাখিলেই ভাল হয়। (ক্রমশঃ)

ইনফ্লুয়েঞ্জা

সহরে ও মফঃস্বলে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সংক্রামক সেজন্য সকলেরই হইবে। স্বাস্থ্য ভাল রাখিলে এবং যকৃৎ উত্তম অবস্থায় থাকিলে এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

এই রোগে আক্রমণ করিলে যথাসম্ভব স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চলিলে বেশী বাড়িতে পারে না এবং বেশী দিন ভুগিতে হয় না। এইজন্য স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যথাসম্ভব সংক্রমণ হইতে দূরে থাকিতে হয়।

নিয়মিত জীবন যাপন করিয়া ও স্বাস্থ্যের নিয়মে থাকিয়া, হাল্কা ও পুষ্টিকর খাদ্য সেবন করিতে হইবে। ক্লান্তি যাহাতে হয় এমন কার্য্য করা উচিত নহে; যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থায় থাকিলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ বেশী হয় না এবং নানা উপসর্গ হয় না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রথম লক্ষণ সাধারণতঃ শীতবোধের সহিত জ্বরভাব হয়। রোগ প্রথমে দ্রুত আক্রমণ করে ও বাড়িতে থাকে এবং রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অত্যন্ত সংক্রামক। মুখ ও নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত সংক্রামকতা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। নানা উপসর্গের জন্যই এই রোগে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগ যতই মৃদু হউক না কেন যে ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয় সেই লোক অপরের পক্ষে বিপজ্জনক।

সকল সময়ই সংক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বিপদের ভাব নিম্নলিখিত উপায়ে অনেকটা কমিয়া যায়—(১) স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থায় বাস করা; (২) যে ঘরে ভাল করিয়া বায়ু চলাচল করে এমন ঘরে কাজকর্ম্ম করা এবং নিদ্রা যাওয়া; (৩) যে স্থানে বহু লোকের সমাগম সে স্থান ত্যাগ করা ও যে ঘরে বাতাস চলাচল করেনা এবং বদ্ধ তাহাতে বাস না করা; (৪) উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান; (৫) নাক ও গলার ভিতর লবণ জল বা প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ হইতে রক্ষা পাইবার আশা করিয়া কতকগুলি অর্থব্যয় করিয়া ঔষধ সেবন করা উচিত নহে।

যে সকল স্থানে বহু লোকের সমাগম বা যে

ঘরে বাতাস চলাচল করে না এরূপ গৃহ, বায়স্কোপের ঘর প্রভৃতিতে না যাওয়াই ভাল। কারণ আবদ্ধ স্থানেই এই সংক্রামক রোগ আক্রমণ করে, উন্মুক্ত স্থানে করে না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নাক ও গলা জ্বলিতে ও চুলকাইতে থাকে। এই সময়ে গরম জলে অল্প লবণ দিয়া গলার ভিতর পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা (gurgle) করিতে হইবে এবং ঐ গরম লবণ জল নাক দিয়া টানিয়া লইয়া পুনরায় ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যেমন রোগে আরাম বোধ হইবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে রোগের তীব্রতাও কমিয়া যাইবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ করিবার ফলে রোগ ক্রমশঃ না বাড়িয়া আরাম হইয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ঋতুতে হয় সেই ঋতুর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে গরম জলের সহিত লেবুর রস সেবন করিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গু রোগ হইতে অনেকে রক্ষা পাইয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ হইতে আরাম হইবার পরে সকল খাদ্যই বিস্বাদ বোধ হয়। এই সময়ে রুটি বা ঐরূপ খাদ্যই অল্প সেবন করিতে পারা যায়; আর সকল খাদ্যেই অরুচি বোধ হয়। এই অবস্থায় আনারস সেবনে জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের শক্তি দ্রুত আসে।

বিমানযোগে টাট্‌কা মাছ আমদানী—

বর্ষা ঋতু শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বিমানযোগে পুরী হইতে কলিকাতায় টাট্‌কা মাছ আমদানীর বন্দোবস্ত হইতেছে—এই কথা কয়েক মাস পূর্ব্বে নানা সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রত্যহ ভোর ৪টা ৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে বিমানসমূহ রওনা হইয়া ৬টা ৩০ মিনিটের সময় মাছ লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। বিখ্যাত বাঙ্গালী বিমানবীর শ্রীযুত ভবতোষ মুখোপাধ্যায় মেসার্স এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোম্পানীর সাহায্যে এই বন্দোবস্ত করিতেছেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। বিমানপোতের জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে—একথাও রটনা করা হইয়াছিল। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়ের নিজেরই একখানা বিমানপোত আছে। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৬টা ৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পুরীতে প্রাতে সমুদ্র স্নান করিয়া সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের সময় ফিরিয়া আসেন। যদি বর্ষা ঋতুর মধ্যে বিমানপোত তৈরী হইয়া না আসে, তবে পূজার সময় হইতে মাছ আমদানীর পূর্ব্বোক্তরূপ বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই হইবে। এ কথা জোরের সহিত ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষা গেল, হেমন্ত গেল, শীত আসিয়া পড়িল, মৎস্যবাহী বিমান পোতের বহর দেখিবার জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া আমাদের চক্ষু ব্যথা হইয়া গেল, কিন্তু "সে আসিল কই ?"

ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা—

১৯৩১-৩২ সনের বাণিজ্য শুল্ক বিষয়ক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ মোট—১০০,৬৩,৪০,২৯১৲ টাকা। ১৯৩০-৩১ সনে ১৪০,৪৮,৮৫,৮০৭৲ টাকা এবং ১৯২৯-৩০ সনে ২২০,৭৯,২৩,২২০৲ টাকা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৯৩ কোটী ৫৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে যথাক্রমে ১৩৩ কোটী ৪৬ লক্ষ ১৩ হাজার এবং ২১২ কোটী ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার হইয়াছিল।

বাংলায় নূন তৈরী—

বাঙ্গলাদেশ যাহাতে বিদেশ হইতে লবণ আমদানী না করিয়া নিজেই প্রয়োজনানুরূপ লবণ নিজেই প্রস্তুত করিতে পারে, সেই চেষ্টা চলিতেছে। মেদিনীপুর জেলায় লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়া গবর্ণমেণ্ট এক লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে সৈকতরেখা ৬০০০ মাইল লম্বা সুতরাং বাঙ্গলায় লবণ প্রস্তুত করিবার সুযোগ প্রচুর।

১৯৩১-৩২ সালে বাঙ্গলায় ১,৩৫,০৯,১১৮ মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল; সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন এবং বাঙ্গলা দেশে লবণ প্রস্তুত প্রচেষ্টা যতদূর সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধানের নিমিত্ত মিঃ টি আর আয়েঙ্গার নামক একজন বিশেষ কর্ম্মচারীকে বাঙ্গলাদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা দেশে যে-সকল অঞ্চলে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে, ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া লবণ বিভাগ পরিচালনা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং বাঙ্গলা দেশে শীঘ্রই একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হইবে। যদি এই প্রচেষ্টা সফল হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায় একটি বিলুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার হইবে, গবর্ণমেণ্টের প্রচুর আয় হইবে, বহু বেকার যুবকের কর্ম্মের সংস্থান হইবে এবং বাঙ্গলা দেশে আর বিদেশ হইতে লবণ আমদানী করিবার প্রয়োজনও হ্রাস পাইবে।

ভারতে স্বর্ণ রপ্তানি—

১১ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বোম্বাই হইতে ১,১৫,০১,০৮৯৲ টাকার সোণা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার পর এ পর্য্যন্ত বিদেশে মোট ১৪৯,৫৫,১৮,৩৩০৲ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে।

সামুদ্রিক বীমা

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্য জগতে বীমার প্রচার এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেখানে কোনরূপ নষ্ট, অপচয় বা ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে (risk), সেইখানেই বীমা আসিয়া সে আশঙ্কা ও আতঙ্ককে দূর করিবার চেষ্টা করে। জীবন বীমার ত' কথাই নাই; উপার্জ্জনক্ষম এরূপ লোক কচিৎ দৃষ্ট হয়, যাহার জীবন বীমা হয় নাই। তাহা ছাড়া অগ্নিবীমা মোটরবীমা, দৈবদুর্ব্বিপাক-বীমা ত' আছেই। ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন কি নর্ত্তকীদের পায়ের আঙ্গুল এবং গায়িকার কণ্ঠস্বরও বীমা হইয়া থাকে।

ষ্টীম-ইঞ্জিনের প্রবর্ত্তনের পর হইতে বিশ্বে জন এবং পণ্যের সমাবেশ অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয় না যে বর্ত্তমান জগতে আন্তর্জ্জাতিক শান্তির প্রধান অবলম্বন দেশবিদেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার। যেখানে এবং যখনই যে কোন উপায়ে যদি কোন জাতি তাহাদের ব্যবসা-প্রসারের পথ সুপ্রশস্ত করিতে না পারে, তখনই মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে—ভবিষ্যত অশান্তি ও বিগ্রহের মেঘ বুঝি দেখা দিয়াছে। সেইজন্ত প্রত্যেক জাতির গভর্ণমেণ্টের এবং জননেতাগণের এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে।

এই ভূমণ্ডলে চারি ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। সুতরাং দেশবিদেশে ব্যবসা করিতে হইলে এই বিশাল সমুদ্র পার হইতে হয়। ভারতবর্ষের সহিত জাপান, চীন, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার পণ্য দ্রব্যের আদান-প্রদান হয়। এখান হইতে চাউল, গম এবং অন্যান্ত কৃষিজাত দ্রব্য এবং নানাবিধ কাঁচা মাল ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়। আবার আমেরিকা ও

ইউরোপ হইতে নানাবিধ কল-কব্জা, লৌহ, সুতা এবং উলের কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার আমাদের দেশে আমদানি হয়। প্রত্যেক দেশই এইরূপ আমদানি ও রপ্তানির দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এই সমস্ত পণ্য দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হয় জাহাজের দ্বারা। মহাসমুদ্রের ব্যবধান বশতঃ জাহাজ ব্যতীত জিনিষ পত্রের যাতায়াতের সুবিধা মোটেই হইতে পারে না। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ বিদেশের আমদানিকারককে মাল পাঠায় জাহাজে করিয়া এবং বিদেশীয় রপ্তানী-কারক ব্যবসায়ীগণ ভারতে মাল পাঠাইতে হইলে জাহাজ কোম্পানীর মালিকদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া মাল পাঠায়। অধিকাংশ স্থলে এই সকল আন্তর্জ্জাতিক আমদানি ও রপ্তানিকারকের সহিত জাহাজের কর্ত্তৃত্বের উপর কোন হাত নাই। সাধারণতঃ আমরা যেমন মাশুল দিয়া রেলে মাল পাঠাই, তাহারাও সেইরূপ মাশুল দিয়া জাহাজে করিয়া মাল পাঠাইবার বন্দোবস্ত করে। অধিকন্তু মাল পাঠাইবার সময়ে নির্দ্দিষ্ট বীমা কোম্পানীর সহিত মাল বীমাও করাইয়া লওয়া হয়। বীমার সর্ত্ত অনুযায়ী যদি জাহাজ ডুবিয়া যায় বা অগ্নি সংযোগে পুড়িয়া যায়, জাহাজের কর্ম্মচারীদের ঔদাসীন্য এবং অনবধানতাবশতঃ জল লাগিয়া বা অন্য কোন ভাবে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বীমা কোম্পানী সেজন্য ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। অবশ্য এজন্য বীমা কোম্পানী এবং জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে এরূপ সহ-যোগিতা দৃষ্ট হয়, যাহাতে বিপদ সম্ভাবনা খুব কমই দেখা যায়। তথাপি প্রকৃতির খেলা কখন কোথায় কোন্‌রূপে প্রকাশ পায় তাহা বলা যায় না বলিয়াই এই বীমার প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। কারণ,বীমা করা না থাকিলে যদি কোনরূপে পণ্যের ক্ষতি হয় — তাহা হইলে ব্যবসায়ীর সমূহ ক্ষতি। একথা মনে রাখা উচিত, যে এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের মূলধনের পরিমাণ সামান্য একশত বা হাজার টাকায় হয় না। লাখ বা ততোধিক টাকা বা পাউণ্ডে এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের পরিমাণ হয়। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইলে অনুরূপ বীমারও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঐরূপ বীমাকে সাধারণ ভাষায় সামুদ্রিক বীমা বা Marine Insurance বলা হয়।

কি ভাবে এই সামুদ্রিক বীমা সাধিত হয় তাহা এইবার বলা যাউক। মনে করুন, কলিকাতা হইতে রামগোপাল চন্দনমল নামক একটী মাড়োয়াড়ী ব্যবসাদার এক লাখ টাকার পাট লণ্ডনে পাঠাইতে চাহে। ভাড়া ও বীমা প্রভৃতির মাশুলাদি সমস্ত আমদানীকারককেই দিতে হয়; তবে এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা পূর্ব্বেই আমদানি ও রপ্তানীকারকের মধ্যে হওয়াতে নিয়ম মত রপ্তানি-কারক তাঁহার মূল্যের সহিত এইরূপ মাশুলাদির হিসাব জুড়িয়া লয়েন। বীমার মাশুল আগাম দিতে হয় বলিয়া রপ্তানীকারকই আগাম দিয়া দেন। যেহেতু এই মাশুল আমদানিকারকের নিকট হইতে পরে উসুল করিতে হইবে, উহার হার যত কম হইতে পারে, তাহার উপর যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি থাকে।

পণ্যদ্রব্যের ইন্‌ভয়েসের (invoice) ন্যায় বীমাপত্রও আমদানিকারকের নিকট যায় এবং বীমা পত্র তাঁহারই নামে পরে পরিবর্ত্তিত হয় (transferred)। পথে যদি পণ্যদ্রব্যের কোনরূপ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে আমদানিকারকই সেজন্য বীমা কোম্পানীর সহিত পত্রাদি

ব্যবহার করেন এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ তিনি বা তাঁহার কোম্পানী পান। সুতরাং এ অবস্থায় বীমা কোম্পানীর হেড অফিস আমদানিকারকের ব্যবসা স্থানে হইলে সুবিধা হয়; কারণ,যদি কোনরূপ ক্ষতি প্রভৃতির লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে পত্র ব্যবহার ও মৌখিক কথাবার্ত্তায় সুব্যবস্থার যথেষ্ট সুবিধা হয়।

আমরা উদাহরণ স্বরূপ পাটের কথা বলিয়াছি। পাটের ন্যায় অন্যান্য যে কোন সামগ্রীই আমদানি বা রপ্তানি হয়, সমস্তই বীমা হইয়া জাহাজে আশ্রয় পায়। মনে করুন বিলাত হইতে এক লাখ টাকার কাপড়ের গাঁইট ভারতে আমদানি হইল। ভারতের Importing firm বা আমদানিকারী আড়ৎ মূল্য এক লাখ টাকা ছাড়াও জাহাজের মাশুল ও বীমার খরচ দিতে বাধ্য। তাঁহার পক্ষ হইতে উপযুক্ত জাহাজ এবং বীমার বন্দোবস্ত করেন রপ্তানিকারক। কিন্তু তাঁহার এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি থাকে যে, যদি ঐ মাশুলাদির পরিমাণ বেশী বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে খরিদ্দার (অর্থাৎ আমদানিকারক) ভবিষ্যতে সে স্থানে আর অর্ডার দিবেন না। স্থানীয় ব্যবসা হউক বা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা

হউক, বাজারে পণ্যদ্রব্যের দর প্রতিযোগিতার (Competitive price) উপর নির্ভর করে। বিক্রেতা যদি এইরূপ competitive priceএ মাল না বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশেষে ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে মালের দর, জাহাজের মাশুল ও বীমার খরচ একত্রে জুড়িয়া হিসাব হয়। সুতরাং বীমার দর যদি বেশী হয়, তাহা হইলে মালের মূল্যও বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং রপ্তানিকারক যে কোম্পানীর রেট খুব কম অথচ বীমা নিরাপদ, এরূপ কোম্পানী-তেই মাল বীমা করান।

আমাদের দেশের সহিত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যেই শুধু এই প্রকার বীমার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না; পরন্তু স্থানীয় বাণিজ্য ব্যাপারে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে মাল চালান দিতে গেলেও তাহার বীমার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। যেমন রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় চাল আসে জাহাজে করিয়া; চট্টগ্রাম ও কলিকাতার ব্যবসায়, মাদ্রাজ, কোকানাডা, পণ্ডিচারী, কালিকট, কলম্বো, মালাবার, বোম্বাই, করাচী ও গুজরাট বন্দরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর সমূহে যথেষ্ট টাকার মালের আদান প্রদান হইয়া থাকে এবং সমুদ্রের ভিতর দিয়া এই সকল বন্দরে জাহাজে মাল প্রেরিত হয় বলিয়া নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাক আশঙ্কায় এই সকল মালের জন্য যথেষ্ট টাকার বীমা করা হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই সমস্ত বীমার কাজ অধিকাংশস্থলে বিদেশীয় কোম্পানীরই হস্তগত হয়। প্রথমতঃ দেশীয় সামুদ্রিক বীমা অনুষ্ঠান দেশে মাত্র দুই চারিটীই স্থাপিত হইয়াছে। বিদেশীয় অনুষ্ঠানগুলির অনুপাতে দেশীয় সামুদ্রিক বীমা কোম্পানীগুলির আয় ও পুঁজি অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া অনেক ব্যবসায়ী সাহস করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কাজ করিতে চাহেন না। কিন্তু প্রধান কারণ, অধিকাংশ Coastal trade বিদেশীয় নৌ-কোম্পানী কর্ত্তৃক বহন করা হয় বলিয়া ঐ সকল কোম্পানীর স্বজাতীয় বীমা অনুষ্ঠানগুলির পরিপুষ্টি কল্পে তাহাদিগের দ্বারাই মাল বীমা করাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং ঐ সকল অনুষ্ঠানে বীমা করিলে তাঁহারা মাল বহন করিবার ব্যবস্থা করেন। এই কারণেই আমাদের দেশীয় অনুষ্ঠানগুলি যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিতেছে না।

ইহা ব্যতীত বীমার হারের সংগ্রামও (rate-war) দেশীয় বীমা অনুষ্ঠানকে পরিপুষ্টি দিতে পারে না। সত্য কথা বলিতে কি, অন্যান্য বীমার ন্যায় সামুদ্রিক বীমার সর্ত্তে এখনও অনেক বিষয়ে সমতা (uniformity) দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজ পাইবার আগ্রহে বীমাপত্রে এমন অনেক সর্ত্ত সন্নিবেশিত করা হয়, যাহা প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক বীমার ব্যবস্থা বলিয়া পরিচিত হওয়া উপযুক্ত নহে। এরূপ ব্যাপক সর্ত্ত (extended cover) বিদেশীয় কোম্পানীর দ্বারাই সম্ভব হয়, কারণ তাহাদের অর্থবল যথেষ্ট।

বর্ত্তমান অবস্থায় সামুদ্রিক বীমা অনুষ্ঠান-গুলির সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সময় আসে নাই। দেশীয় জীবন বীমা অনুষ্ঠানগুলি সংঘবদ্ধ হইবার উপ-কারিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু মাত্র ২।৩টী কোম্পানী হওয়াতে সামুদ্রিক অনুষ্ঠান গুলির পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠা ও প্রতি-পত্তি স্থাপন করা সম্ভব হইবে না। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম প্রয়োজন দেশে যথেষ্ট পরিমাণে জাহাজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় জাহাজ

কোম্পানীগুলির সহিত দেশীয় বীমা অনুষ্ঠানগুলির সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা।

দেশীয় জাহাজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত না হইলে দেশে সামুদ্রিক বীমা কোম্পানী কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

বীমা ব্যবসায়ে সংখ্যা তত্ত্ব

বীমার প্রচার ও কৃতিত্ব কতদূর সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে, অনেকের হয়ত তাহা জানা নাই। সাধারণতঃ আমরা ভাবি, বীমা কোম্পানী বীমার প্রিমিয়াম লইয়া, সময়মত দাবী মিটাইয়া এবং লগ্নী টাকার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাই সমুদয় সত্য নহে।

বীমা অনুষ্ঠানের পরিচালনা সফল করিতে হইলে সংখ্যাতত্ত্বের উপর যথেষ্ট নজর রাখা দরকার। জীবন বীমা কোম্পানী যখনই প্রিমিয়মের হার নির্দ্দিষ্ট করেন, তখন বয়সের অনুপাতে তদ্দেশের উপার্জ্জনক্ষম ভবিষ্যৎ বীমাকারিগণের গড়পড়তা আয়ু কিরূপ তাহার সঠিক আলোচনা করিয়া তবেই এই প্রিমিয়মের ব্যবস্থা করেন। এইরূপ আয়ুতত্ত্ব নির্ণয় করিতে আবার দেশের জলহাওয়া, স্বাস্থ্য, সাময়িক রোগের প্রাদুর্ভাব ও মহামারী ইত্যাদি, এবং নানাবিধ রোগে সাধারণের মৃত্যুর হার কি ভাবে প্রকাশ পায়, তাহার আলোচনা করিতে হয়। এইরূপ আলোচনা করিয়া প্রিমিয়ম বা বীমার কিস্তির হার নির্দ্দিষ্ট করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে।

আজকাল ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠানে আদান প্রদান সমস্ত বিষয়েই সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। মানুষের যেমন আহার অতীব প্রয়োজনীয়, ইঞ্জিনের যেমন কয়লা না হইলে চলে না, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যে সংখ্যাতত্ত্বের সময়োচিত আলোচনা হইলে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না।

আমরা জীবন বীমার উদাহরণ দেখাইয়া সংখ্যাতত্ত্বের গুরুত্বের আভাষ দিয়াছি। জীবন-বীমা ছাড়া আরও নানাপ্রকার বীমা আছে। তাহাদেরও তথ্য নির্ণয়ের জন্য সংখ্যাতত্ত্বের আশ্রয় লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এই মনে করুন, অগ্নি বীমা ও সামুদ্রিক বীমা। অগ্নি বীমার (Fire Insurance) প্রসার অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায়ের প্রসারের উপর নির্ভর করে। প্রায়ই দেখা যায়, যখনই দেশে ব্যবসায়ে সঙ্কোচ আসিয়াছে, অগ্নি বীমার প্রসারেও সেই অনুপাতে সঙ্কোচ আসিয়াছে। বৎসরের কোন্ সময়ে ব্যবসায়ে সঙ্কোচ আসে, তাহা জানিতে পারিলে অগ্নি-বীমার সঙ্কোচেরও গড়পড়তা হিসাব করা

যায়। ইহা ছাড়া ঝড়ঝঞ্ঝার প্রত্যাশা, বাদল ও মেঘের লীলা ও অশনিপাত এবং ভূমিকম্পনাদির বিষয়েও সময়োচিত আলোচনা দ্বারা অগ্নি-বীমার গড়পড়তা প্রিমিয়মের সঠিক সন্ধান পাইবার খুবই সুবিধা দৃষ্ট হয়। সামুদ্রিক বীমাও প্রধানতঃ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের প্রসারের উপর নির্ভর করে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাও সব বছরে এবং সব মাসে একই ভাবে যায় না; নানাবিধ আর্থিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ইহার পরিমাণ কম বেশী দেখা যায়। ইহা ছাড়া জলযানের অবস্থা, সমুদ্রের ব্যবহার এবং মালের অবস্থার উপর প্রিমিয়মের হার নির্ভর করে। সে জন্ম উক্ত বিষয়গুলির সবিস্তার বিবরণের সম্যক্ পর্য্যালোচনা আবশ্যক। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রেট নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়েরই সংখ্যা-তত্ত্ব (Statistics) নির্ণয় করা কত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য। ইহা ছাড়া অতীত অভিজ্ঞতার চর্চ্চাও আবশ্যক। কি অনুপাতে ক্ষতির পরিমাণ দৃষ্ট হয়, এই বিষয়ের Statistical details চর্চ্চা করিলে ভবিষ্যতের কার্য্যপদ্ধতিতে এবং রেট প্রয়োগ কালে অনেক সুবিধা হয়।

আমরা দুই তিনটী উদাহরণ দিয়া এই জিনিষটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। অন্যান্ত নানাজাতীয় বীমাতেও এই ভাবে গড়পড়তার হি'াব করিলে প্রত্যেক বীমা অনুষ্ঠানের কার্য্য পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা আসে, এবং অনুষ্ঠানগুলিও নিরাপদ ও ভাবনাশূন্য হয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানই যে একইভাবে গড়-পড়তার সংখ্যা সমাবেশ করেন তাহা নহে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে এই তত্ত্বের পূর্ণ আলোচনা করিয়া কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করেন।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এখন ও এই সংখ্যাতত্ত্বের উপর যথেষ্ট গবেষণা ও সমালোচনা হয় নাই। আমাদের দেশ সুবিস্তৃত; আমাদের কৃষি এখনও অপরিপুষ্ট, আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, এবং ব্যবসায় শৈশবাবস্থায়। এই সময়েই দেশ বিদেশের Statistics লইয়া আমাদের দেশের নানাবিধ উৎপাদনে(Production)কতটা সহায়তা আসিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। গভর্ণ-মেণ্টও এ বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন। যেটুকু সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা হয়. কার্য্যকরী হিসাবে তাহা এত অল্প যে তাহার দ্বারা সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান পাওয়া যায় না। বোধ হয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এই অভিজ্ঞতার অভাব হেতুই প্রধানতঃ আমাদের দেশের অগ্রগতি ও উন্নতি সন্তোষজনক ভাবে হইতেছে না।

বীমা ক্ষেত্রেও আমরা অনেক বিষয়ে সঠিক খবর পাই না। আমরা জানিনা কেবল আমাদের দেশেই প্রতি বৎসর মোট বিদেশী বীমার পরিমাণ এবং প্রিমিয়াম কত সংগ্রহ হয়। কারণ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই পরিমাণের কোনরূপ সঠিক হিসাব নাই। তবে এই পর্য্যন্ত আমরা জানিতে পারি, যে অগ্নি ও সামুদ্রিক মোট বীমার খুব সামান্ত অংশই দেশীয় অনুষ্ঠানে আসে। আমাদের দেশের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের পরিমাণ প্রায় ১২০০ কোটি টাকা; অথচ ইহার অনুপাতে দেশীয় অনুষ্ঠানে যেটুকু সামুদ্রিক বীমা (marine insurance) করা হয়,তাহার পরিমাণ একেবারে নগণ্য। ইহা ছাড়াও ভারতবর্ষে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে অনেক মাল যাতায়াত করে। কিন্তু তাহারও বীমা প্রায় সমস্তই বিদেশীয়গণের হস্তগত হয়।

অগ্নি বীমার অবস্থাও তদ্রূপ শোচনীয়। আমাদের দেশে দেশীয় মূলধনে অনেক কল-

কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক কোটি টাকার সাধারণ অট্টালিকা (Public buildings) ও মালের আড়ত আছে। অথচ সেই অনুপাতে অগ্নিবীমার পরিমাণ দেশীয় অনুষ্ঠানে এত কম যে শুনিলে চক্ষে জল আসে।

মোটর ইন্সিওরেন্সের অবস্থাও তথৈবচ। অথচ আমাদের ভারতবাসীই চৌদ্দ আনা মোটর ওম্নিবাসের (Omnibuses and other commercialised vehicles) মালিক। দেশে কটন মিলস্ ও অন্যান্য অনেক কারখানা হওয়া সত্বেও workmen's compensationএর প্রিমিয়ম অধিকাংশই বিদেশীয় বীমা অনুষ্ঠানের হস্তগত হয়।

উপরি উক্ত তথ্যগুলির সঠিক সংখ্যার পরিমাণ জ্ঞাত না হইলেও, ইহা যে সত্য তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের গভর্ণমেণ্ট যদি নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের বাৎসরিক মোট বীমার পরিমাণ, প্রিমিয়মের পরিমাণ, দায়িত্বের পরিমাণ এবং মোট পুঁজির পরিমাণ হিসাব করাইতে নির্দ্দেশ করেন তাহা হইলে এ সমস্ত সংবাদ জনসাধারণ্যে প্রচার হইয়া শিক্ষা ও সমালোচনার অবসর পাওয়া যায়। কারণ সংখ্যা হিসাবে এই সমস্ত তথ্যের প্রচার যতটা নির্ভুল হইতে পারে, এবং সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস আনিতে পারে, অন্য কোনরূপে তাহা সম্ভব নহে।

আমাদের পক্ষেও গভর্ণমেণ্টের নিকট এই আশা করা অন্যায় নহে, যাহাতে এইরূপ শিক্ষা ও প্রচার দ্বারা জনসাধারণের মনে দেশীয় অনুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আনিতে পারা যায়। ইহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইবে ; এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ভ্রম সংশোধন

গত শ্রাবণ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে "স্বাস্থ্য পরীক্ষকের কর্ত্তব্য" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রভাত ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর কলিকাতাস্থ শাখার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার এবং বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌএর নবপ্রতিষ্ঠিত 'ইকুইটী' ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার বীমা জগতে সুপরিচিত মিঃ বি, বি, দত্ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "ইকুইটী" ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানীর ডাক্তারদিগের সুবিধার্থে কতকগুলি Notes তৈয়ারী করিয়া আমাদিগকে দেখিবার জন্য দিয়াছিলেন এবং ভাল বোধ করিলে প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন। গত শ্রাবণ সংখ্যায় "স্বাস্থ্যপরীক্ষকের কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ মিঃ দত্তের Notes অবলম্বনেই সংকলিত হইয়াছিল। সকল বীমা কোম্পানীই এই প্রবন্ধ পাঠে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। (সম্পাদক)

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী

নোটীশ

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ সরবরাহ করার জন্য এবং নিম্নলিখিত কার্য্য ও কন্ট্রাক্ট সম্পাদন করার জন্য চেয়ারম্যানের নামে উপরে "বার্ষিক টেণ্ডার" এই কথাগুলি লিখিত শীলমোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী বেলা ২টা পর্য্যন্ত উহা নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।

প্রত্যেক দফার পার্শ্বে ব্রাকেটের মধ্যে লিখিত পরিমাণ টাকা উক্ত দফার টেণ্ডারের বায়না স্বরূপ ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ২টা বা তৎপূর্ব্বে ক্যাশিয়ারের নিকট নগদ জমা দিতে হইবে।

১। ইয়ার্ড রিকোয়ারমেণ্টস্ (১০০৲ টাকা)

২। মিসেলেনিয়াস পেটি ষ্টোর্স ......(১০০৲ টাকা)

৩। টিম্বারস্ক্যাণ্টলিংস্.........(২৫৲ ")

৪। লুব্রিক্যাণ্টস্ ইত্যাদি... (৫০ ")

৫। পেইণ্ট ও বার্ণিস (৫০৲ ")

৬। গবাদি পশুর খাদ্য (২০০৲ ")

৭। গবাদি পশুকে নাল পরান (Shoeing Cattle) (৫৲ ")

৮। ইউনিফর্ম্মস্ (১০০৲ ")

৯। ডিসইন্‌ফেকট্যাণ্টস্ (৫০৲ ")

১০। লৌহদ্রব্য (৫০৲ ")

উপরোক্ত মত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া টেণ্ডার ফর্ম্মে ক্যাশিয়ারের সার্টিফিকেট প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে থাকা চাই। যাঁহার টেণ্ডার গৃহীত হইবে তিনি যদি টেণ্ডার প্রত্যাহার করেন বা টেণ্ডার পূর্ণতঃ বা অংশতঃ গৃহীত হইলে যদি টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার সংবাদ দেওয়ার তারিখ হইতে এক পক্ষকাল মধ্যে চুক্তিমত কার্য্য সম্পাদন করিতে এবং বিশ্বস্ততার সহিত কন্ট্রাক্ট সম্পাদন করার জামিন স্বরূপ টেণ্ডারের পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগ টাকা চুক্তি সম্পাদনের সময় নগদ জমা দিতে অবহেলা বা অস্বীকার করেন, তবে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

টেণ্ডার ফরম ও সিডিউল যথাক্রমে ৵০ আনা ও ॥০ আনা দিলে এই মিউনিসিপ্যালিটির ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টে পাওয়া যাইবে। কেবল মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ক্রীত ফর্ম্ম ও সিডিউলে লিখিয়া টেণ্ডার প্রদান করিতে হইবে, অন্য কোন ফর্ম্ম দিলে টেণ্ডার গৃহীত হইবে না। টেণ্ডার ফর্ম্মে ও সিডিউলে লিখিত সর্ত্ত ও নিয়মাবলী মানিয়া লইতে হইবে। যথা নির্দ্দিষ্ট ইউনিট অনুযায়ী না দিলে টেণ্ডার গৃহীত হইবে না। যে সমস্ত স্থলে নমুনা দাখিল করা হইয়াছে সেই সব স্থলে নমুনার অনুরূপ জিনিষ হওয়া চাই। ঐ সমস্ত নমুনা যথারীতি শীলমোহরাঙ্কিত করিয়া টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ বা তৎপূর্ব্বে দাখিল করিতে হইবে।

দাখিলাকৃত টেণ্ডার যদি অসম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ যথাযথ বিবরণ না থাকে, বা যদি অপ্রমাণিকভাবে রেটের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা হয় বা ঐ সমস্তে স্বাক্ষর না থাকে, তবে তাহা বিবেচনা নাও করা যাইতে পারে।

যে সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে বা যে সমস্ত কাজ করিতে হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং কণ্ট্রাক্ট ও সাপ্লাইয়ের সর্ত্তাদি এবং অন্য যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় এই মিউনিসিপ্যালিটির ষ্টোর কীপারের নিকট দরখাস্ত করিলে রবিবার ও ছুটীর দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন বেলা ১টা হইতে ৩টার মধ্যে দেওয়া হইবে।

সর্ব্বনিম্ন দরের টেণ্ডার বা যে কোন টেণ্ডার পূর্ণতঃ বা অংশতঃ গ্রহণ করিতে বা তজ্জন্য কোন কৈফিয়ৎ দিতে কমিশনারগণ বাধ্য নহেন।

(স্বাঃ) জে সি দাসগুপ্ত
সেক্রেটারী

মিউনিসিপ্যাল অফিস,
হাওড়া
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সাল

—

বোম্বে লাইফের রৌপ্য জুবিলী

বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের এবার ২৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এইজন্য এই কোম্পানীর রৌপ্য জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হয় গত ২রা ডিসেম্বর শনিবার। ১০নং ক্লাইভ রো স্থিত কলিকাতার অফিসেও এই জুবিলী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব কার্য্যে অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি মহামান্য রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী। বীমাকারী, বীমাকর্ম্মী, চিকিৎসক ও শুভানুধ্যায়ী লইয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এতন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, খান বাহাদুর এম্. এ, মমিন্; ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি মিঃ এ- এল্-ওঝা, মিঃ জি-এল্-মেটা; মিঃ আর, সি, শেঠ, শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু "ব্যবসা ও বাণিজ্য"; শ্রীযুত এস্, নাজির (ওরিয়েণ্টাল), শ্রীযুত জে-সি-দাস (কলিকাতা); শ্রীযুত এন্, এম্, রায় চৌধুরী (গ্রেট ইণ্ডিয়া), শ্রীযুত বি, রায় (জেনারেল্), শ্রীযুত এইচ, চক্রবর্ত্তী (ভারত)।

এই উপলক্ষে বোম্বে লাইফের অফিস সম্পূর্ণ প্রাচ্য ধরণে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। মিঃ আই, বি, সেনের কন্যাত্রয় শ্রীমতী পারুল, ডালিয়া ও রেণুকা একত্রে একটী জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

তারপর মিঃ আই, বি সেন একটী সময়োপযোগী বক্তৃতা দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা

করেন। এতদুপলক্ষে তিনি বোম্বে লাইফের ইতিহাস বর্ণনা করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কি প্রকার জাতীয়তা বোধে উদ্দীপিত হইয়া কয়েকটী ভদ্রলোক মিলিয়া এই কোম্পানীর উদ্বোধন করেন তিনি তাহার উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষে তিনি বহু হিসাবপত্রের কথার উল্লেখ করিয়া কোম্পানী কি প্রকার উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া আসিয়াছে তাহাও দেখান। তিনি যাহা বলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

"স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইতেই অনেকের দৃষ্টি পড়িল, কিভাবে বিদেশী কোম্পানী-গুলি আমাদের দেশ হইতে বহু টাকা লইয়া তাহাদের সুবিধা করিয়া লইতেছে; অথচ ঐ টাকা আমাদের দেশেরই ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইলে দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। এই অনুপ্রেরণা হইতেই দেশীয় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সৃষ্টি।" তিনি আরও বলেন—"দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতে বীমাকোম্পানীগুলির সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট সহায়ক। উদাহারণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে বীমা কোম্পানীগুলির কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটীকে অর্থ সাহায্য করা। এই সাহায্য এতদিন গভর্ণমেণ্টই করিত। **কিন্তু এখন বীমাকোম্পানী গুলি এই কার্য্য আরম্ভ করিতেছে।**" পরিশেষে তিনি বলেন—"বাংলা দেশ হইতে এই কোম্পানীর জন্ত যে পরিমাণ কাজ সংগৃহীত হয় তাহা হইতে বোম্বে লাইফের উপর বাংলার আস্থা ও নির্ভরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা বোম্বাইকে বিশ্বাস করে; বোম্বাই বাংলাকে বিশ্বাস করিতেছে; এই ভাবেই দুই প্রদেশের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একটী প্রীতির ভাব সঞ্চিত হইয়া জাতীয়তা গঠনে সাহায্য করিতেছে।"

স্থানীয় চীফ এজেন্সী সম্বন্ধে মিঃ সেন বুঝাইয়া বলেন যে গত ১৫ বৎসর ধরিয়া এই এজেন্সী বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে প্রভূত কার্য্য করিয়াছেন। ফলতঃ এই কোম্পানীর কার্য্যের বহুঅংশই এই এজেন্সী হইতে সংগৃহীত হইতেছে।

খাঁ বাহাদুর মমিন এই কোম্পানীর আশাতীত উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেশী কোম্পানীর প্রসারের বিষয় উল্লেখ করেন।

শ্রীযুত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, বীমার ব্যবসায়ে প্রাদেশিকতা সুখের বিষয় নহে। অন্যান্য কয়েকজনের বক্তৃতার পর রাজা স্যার মন্মথ বলেন—যদিও তিনি নিজে বীমার ব্যবসায় সম্পর্কে খুব বিশেষ কিছু জানেন না, তথাপি তিনি বীমায় বিশ্বাস করেন। এই জন্য তিনি তাঁহার নিজের এবং পরিবারস্থ সকলেরই জীবন বীমা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার বাড়ী, মোটরগাড়ী এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষও বীমা করিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর তিনি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশী বীমা কোম্পানীর উন্নতির আবশ্যকতা সম্পর্কে বহু উদ্দীপনার কথা বলেন। এবং আরও বলেন, এ বিষয়ে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা স্থান পাওয়া উচিত নহে। পরিশেষে তিনি মিঃ আই-বি সেনের অসংখ্য প্রশংসা করিয়া বোম্বে লাইফের সমূহ উন্নতি কামনা করেন।

অতঃপর গান বাজনা, হাস্য কৌতুকাদির পর আহার পানান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। মিঃ সেনের আফিসের কর্ম্মচারিবৃন্দ অতিথি-দিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করেন।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের নূতন আফিস

বিগত ২১শে নভেম্বর মঙ্গলবার বাংলার এ্যাড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল স্যার এন্‌, এন্‌, সরকার কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ১০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ নূতন আফিস উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুত ইন্দুভূষণ দত্ত সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করেন। তিনি বলেন—এই ব্যাঙ্ক প্রথমতঃ কুমিল্লায় স্থাপিত হয়। সেখানে ৬ বৎসর ধরিয়া কাজ চলার পর সেখানকার ভিত্তি দৃঢ়তর হইলে পরিচালকবর্গ কলিকাতায় একটী শাখা খুলিবার আবশ্যকতা বোধ করেন। কুমিল্লায় ব্যাঙ্ক খোলার সময় আচার্য্য পি,সি, রায়ের নিকট হইতে তাঁহারা যথেষ্ট উৎসাহ পান এবং তিনিই কুমিল্লাতে ব্যাঙ্কের নূতন বাড়ীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। সেই বৎসরই ১০২, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ছোট একখানি ঘরে কলিকাতার শাখা খোলা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের কার্য্য ক্রমেই বাড়িয়া যাওয়ায় ৮ মাসের মধ্যেই ৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে উঠিয়া যান। তাহার পর ৫॥০ বৎসর পরে তাঁহারা বর্ত্তমানের এই ১০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিস্তৃত গৃহে আফিস স্থানান্তরিত করিয়াছেন। ধীর ও ক্রমোন্নতিই এই ব্যাঙ্কের লক্ষ্য; তাই আজ তাঁহারা গর্ব্বানুভব করিতেছেন যে বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের অংশীদারগণের প্রদত্ত মূলধনের (paid-up share Capital) সংখ্যা ১½ লক্ষ টাকার বেশী হইবে। এই ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডেও জমা রহিয়াছে ২ লক্ষ টাকা। এই সকলই গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে ন্যস্ত রহিয়াছে।

আফিসের দ্বার উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে স্যার নৃপেন্দ্র নাথ বলেন—"ব্যাঙ্কের যে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর বিস্তারিত কিছু বলা বাহুল্য। এখানে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই অনেক বিষয় সহজবোধ্য হইয়া যাইবে। এই ব্যাঙ্ককে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিতে ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ কি পরিমাণ সততা ও কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা এই অঙ্কগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে। ব্যবসায়িগণের পক্ষে তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতির নিমিত্ত ব্যাঙ্কের সাহায্য ও সুযোগ যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য এই বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নাই; কিন্তু যে সামান্য জ্ঞান আছে, তাহা হইতে

আমি বলিতে পারি অনেক দেশীয় প্রতিষ্ঠান যে উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ উপযুক্ত ব্যাঙ্কের অভাব। সাবান তৈয়ির ব্যবসায় সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আমি বলিতে পারি যে, এই শিল্পটি শুধু অর্থাভাবেই যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। এই ব্যাঙ্কই হৌক বা যে কোন ব্যাঙ্কই হৌক, সকল ব্যাঙ্কেরই উন্নতির মূলে রহিয়াছে—পরিচালক-বর্গের উপর সাধারণের বিশ্বাস। যে ভাবে কাজ চলিয়াছে তাহাতে এই কোম্পানী সম্পর্কে বলা যায় যে বিশেষ ব্যবসায় বুদ্ধিতেই এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে উপসংহারে বলিতে পারি যে এই কোম্পানী বহুকাল ধরিয়া বিশিষ্ট ভাবে সততা ও ব্যবসায় বুদ্ধির সহিত পরিচালিত হইতেছে। আমি এক্ষণে এই আফিস খোলা হইল বলিয়া ঘোষণা করিতেছি এবং আশা করি, ভবিষ্যতে এই ব্যাঙ্কের জন্য আরও প্রশস্ততর জায়গায় আবশ্যক হইবে।

মিঃ এস্ এন্. মল্লিক সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষে বলেন—তিনি এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরকে বহুকাল ধরিয়া জানেন এবং আশা করেন, সুদূর ভবিষ্যতে এই ব্যাঙ্ক যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিবে।

এই উপলক্ষে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন;— মিঃ বি-এ, সি, নেভিল্ (ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক); মিঃ সি, এফ্ টমাস (লয়েডস্ ব্যাঙ্ক); মিঃ জে, এন্ রোজ (ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া) ইত্যাদি।

জলযোগান্তে উদ্বোধন ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুসারে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন।

চাউলের দর

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৸০
বাদশাভোগ	৫৷৷০
মাজা বাঁকতুলসী	৪৷৷০
ভাগা মাণিক	৪৷০
নাগরা অথবা ঝিঙ্গাশাল	৩৷৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০
কলমা	৩৷৷০—৩৸০
ছাঁচি মোটা	৩৷০
ছাঁটা বালাম	৪৸০—৫৲

আটা, ময়দা

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতিমণ	৫৷৵০—৫৷৷০
উৎকৃষ্ট		৫৷৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৸০—৪৸৵০
ময়দা (৪নং)		৪৷৷০—৪৷৷৵০
সুজী		৫৲—৫৵০
আটা (বি)		৪৸০—৪৸৵০
আটা (২)		৪৷৵০—৪৷৷০
আটা (এস)		৪৷০—৪৷৵০
আটা (কে)		৩৸০—৩৸৵০
আটা (৩)		২৸০—২৸৵০
পোলার্ড ভূষি		১৸৵০—২৲
ভূষি		১৷৷৵০—১৸০

ঘৃত

শ্রী—	৫০৲
ভারতী—	৪৬৲
খুরজা	৪০৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	„
বাঁদা সাগর	৩৭৲
দেশলক্ষ্মী	৪৩৲

মশলা

সুপারি জাহাজী গোটা	৮।০—৮।/০
কাটা	৭৵০—৭।৵০
দেশী নূতন	১০।৵০—১১৵০
পুরাতন লঙ্কা পাটনাই	১৭৲—১৮৲
হরিদ্রা	৬॥০—৬৸০
ধনে	৪॥০—৪॥৶০
জিরা	১৭।০—১৮৲
মরিচ	২০৲—২২৲
সাবু	৬৲—৭।০

তৈল

সরিসা কলের	১০৸০—১১।০
কানপুর	১৩৲—১৩।৵০
ইলেকট্রিক	১২৲
নাঃ কোচিন	১৪৲—১৫৲
১ রেড়ি তৈল	১১॥০
খইল সরিষার	১।১০—১।৵০
খইল রেড়ির	২।০—২।/০

লবণ

লবণ	১/মণ	২।/১০
১০০ বস্তা মায় খরচ সহ		২২৪৲
করকচ		২৸৵০
সৈন্ধব		৩॥৵০

দেশী চিনি—প্রতি মণ

কাণপুর দানাদার ১নং	১০৲—১০।/০
কাণপুর পি.ট ১নং	৯৲—৯৸০
ইক্ষুজাত	৮.০
শুখচর দোবরা	১৫৲১৫
খাঁটি কাশীর চিনি	১১৲—১২৲

সোনা—প্রতিতোলা

টাকশাল বার	৩১৵০
বড়াল বার	৩১/০

রূপা—পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৪॥৵০
খুচরা	৫৪৸৵০

কোম্পানীর কাগজ।

৩॥০ সুদের কাগজ (১৮৯৬-৯৭)	৮.॥৶০
৪৲ সুদের কাগজ (১৯৬০—৭০)	৯৮॥০
৫৲ সুদের কাগজ (১৯৪০-৪৩)	১০৫৶০

কেরোশিন

গির্জ্জা মার্কা প্রতি পেটীর দাম	১/১০—৯/০
হাতিমার্কা	৬।০
হাঁস মার্কা নূতন টিন	৫॥০
রাণীমার্কা	৪৸৵০

গালা

চাঁচ গালা (পাতলা)	২৩৲—২৭৲
চিক্‌ণি গালা (মাটা)	১৮৲—২২৲
মধ্য	১০৲—১১৲
লোবান	৩৯৲—৩১৲

শস্য

নূতন মুগ	৫।০
সোনামুগ পুরান	৩৸৵০
হাগি ঐ	৩॥০
পাটনাই ছোলা	২॥৵০—২৸৵০
সহরে	২৸০—৩৵০
দেশী	২।৵০—২৸০
মাসকলাই	ঐ
কালিকলাই	১৸৵০—২৵০
অড়হর	২।০
সাদা মটর	২৸০
পায়রা মটর	২৵০
মুশুরী দেশী	২॥০—২৸০
খেসারী	১॥৵০—২৵০
তিসি	৩।০—৩।৵০
দেশী সরিসা	২৸৵০—৩৲
কাজলি	৩.৵০
শ্বেতী	৩॥০—৩॥৵০
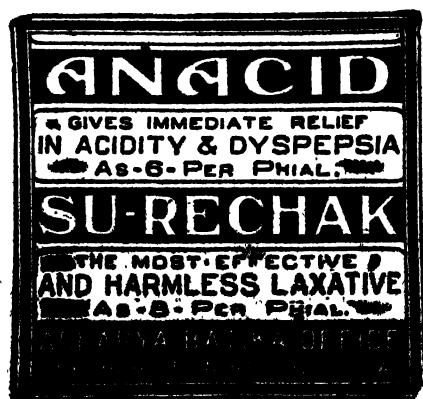
ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ | মাঘ ১৩৪০ | ১০ম সংখ্যা

ভারতীয় দিয়াশলাই

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশীয়দের মধ্যে প্রধানতঃ সুইডিস্ ও জাপানীরাই দিয়াশলাই তৈয়ারী করিয়া ভারতের বাজারে পাঠাইত। মোট আমদানীর শতকরা ৫০ ভাগ জাপান হইতে এবং ৩০ ভাগ সুইডেন হইতে আসিত। তারপর ১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন হইতে ইউরোপের দিয়াশলাই বন্ধ হইয়া গেল এবং ভারতের বাজারে জাপানী দিয়াশলাই একচেটিয়া অধিকার পাইল। ১৯২২ সালে ভারতগবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী দিয়াশলাইর উপর গ্রোস্ প্রতি ১৷৷০ টাকা হিসাবে শুল্ক বসান। তাহার ফলে, দিয়াশলাইর আমদানী ক্রমশঃ কমিয়া গেল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

সাল	আমদানী দিয়াশলাইর মোট মূল্য টাকা
১৯২০—২১	১৬৭০১০০০
১৯২১—২২	২০৩৮০০০০
১৯২২—২৩	১৬১৮১০০০
১৯২৩—২৪	১৪৫৯২০০০
১৯২৪—২৫	৮৮৮৯০০০
১৯২৫—২৬	৯৩৪৫০০০
১৯২৬—২৭	৬৫৬০০০০
১৯২৭—২৮	৩৯৩৭০০০
১৯২৮—২৯	১৭২২০০০
১৯২৯—৩০	১০৮৯০০০

ভারতগবর্ণমেণ্টের ট্যারিফ্ বোর্ড বিদেশী দিয়াশালাইর উপরে যে শুল্ক বসাইয়াছেন, তাহার ফলে একদিকে যেমন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইল, অন্যদিকে তেমনি বিদেশী দিয়াশালাইর আমদানী কমিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে দেশী দিয়াশালাইর কারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল; বাস্তবিক এই সংরক্ষণ শুল্কের দ্বারাই ভারতে দিয়াশালাই তৈয়ারী করিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে, ইহা অত্যুক্তি নহে।

এদিকে ভারতবর্ষে যেমন নানাস্থানে স্বদেশী দিয়াশালাইর কারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল অন্যদিকে বিদেশীয়েরাও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। ঐ শুল্ক এড়াইয়া কিরূপে পুনরায় ভারতের বাজার দখল করা যায়, তাহারা সেই ফন্দী বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সুইডেনে এবং জাপানে দিয়াশালাই তৈয়ারী করিবার অনেক সুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ দিয়াশালাইর কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি সুইডেন-বাসীরাই খুব ভাল তৈয়ারী করিতে পারে;—জাপানীরাও এ বিষয়ে নিতান্ত কম নয়। দ্বিতীয়তঃ মালমসলা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইহারা অল্প ব্যয়ে পাইতে পারে। তৃতীয়তঃ দিয়াশালাই প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ,—পপ্লার বা য়্যাস্পেন কাষ্ঠ সুইডেন ও জাপানে প্রচুর পাওয়া যায়। এই পপ্লার গাছের গুঁড়ি লম্বা, গোল ও গাঁটশূন্য। ইহার কাঠের পাত বা ভিনিয়ার খুব নরম, পরিষ্কার ও সাদা রং বিশিষ্ট। ইহাতে দিয়াশালাই তৈয়ারী করিতে গেলে কাঠ বেশী নষ্ট হয় না, অথচ দিয়াশালাই গুলিও বেশ সুন্দর হয়;—খরিদ্দারেরা দেখা মাত্রই পছন্দ করে। বাস্তবিক পপ্লার কাঠ দেখিলে মনে হয়, ভগবান বুঝি দিয়াশালাই তৈয়ারী করিবার জন্যই ইহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পপ্লার কাঠের কাঠি বেশ ভাল জ্বলে,—পশ্চাৎদিকে কাঠির আঁশের মধ্য দিয়া ধুঁয়া বাহির হইয়া আঙ্গুলে উত্তাপ লাগে না; এবং কাঠি ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বলে।

রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও সাইবীরিয়া এই তিন দেশে প্রচুর পরিমাণে পপ্লার জন্মে। রুশিয়ার পপ্লার সুইডেনে চালান যায়। অষ্ট্রিয়ার পপ্লার জার্মানিতে রপ্তানি হয়; সাইবীরিয়ার প্পলার জাপানীরা পায়। এতদ্ব্যতীত সুইডেনের ও জাপানের নিজেদের পপ্লারের চাষ আছে। অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া ও সাইবিরিয়া হইতে পপ্লার কাঠের চালান ভারতবর্ষেও আসে, কিন্তু তাহাতে অনেক খরচ পড়িয়া যায়।

সুইডেন ও জাপান দিয়াশালাই তৈয়ারী করিবার এমন সুবিধা পাইয়াও ভারতের বাজার হইতে বিতাড়িত হইবে, ইহা সে-দেশবাসীরা সহ্য করিল না। অবিলম্বে উপায় বাহির হইল। এই সময়ে ক্রুগার নামক সুইডেনের এক মহা ধড়িবাজ বিপুল ধনশালী ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে বহুকোটী টাকা মূলধন লইয়া সুইডিস্ আমেরিকান্ ট্রাষ্ট গঠিত হয়। তাহারা স্থির করে যে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় দিয়াশালাই সমস্ত তাহারাই তৈয়ারী এবং সরবরাহ করিবে, আর কেহ নয়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নানা দেশে বহুসংখ্যক দিয়াশালাইর কারখানা স্থাপন করিতে লাগিল। ইহাদের অধীনে ভারতবর্ষে যে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার নাম ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ কোম্পানী লিমিটেড্। এই কোম্পানীর তৈয়ারী দিয়াশালাইর উপরে ইংরাজীতে W I M C O এইরূপ লেখা থাকে। একটু লক্ষ্য করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন। এই

সুইডিস্ কোম্পানী ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই, কলিকাতা (আলমবাজার) ধুবড়ী, মাদ্রাজ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছে। তাহারা উন্নত প্রণালীর কলকব্জা বসাইয়া অল্পব্যয়ে অধিক মাল তৈয়ারী করিতেছে।

জাপানীরা সুইডেনবাসীদের মত এত বড় বিরাট্ কারখানা খুলিতে পারে নাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মেটিয়াবুরুজে যে ক্যালকাটা ম্যাচ্ ওয়ার্কস্ আছে, জাপানীরা উহার মালিক। মাণিকতলার মুরারিপুকুর রোডে যে ইসাভী ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ কোম্পানী আছে, তাহার প্রধান অংশীদার জাপানী। যদিও জাপানীরা অধিক সংখ্যক কারখানা স্থাপন করিতে পারে নাই,—তাহারা অন্যদিকে খুব লাভ করিয়াছে। যখন ভারতবর্ষে নানাস্থানে দিয়াশালাইর কারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন প্রথম প্রথম সুইডেন ও জার্ম্মানী হইতে ভারতবাসীরা কলকব্জা আমদানী করিত। কিন্তু শেষে সুইডেন ও জার্ম্মানী ভারতের নিকট দিয়াশালাইর কল-

কজা বিক্রয় বন্ধ করিল। অবশ্য জার্ম্মানী করিয়াছে, সুইডেনের প্ররোচনায়। যাহা হউক এই সুযোগে জাপানীরা সস্তাদামে ভারতে দিয়াশালাইর মেশিন চালান দিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের প্রচুর লাভ হইল। এখন এদেশের দিয়াশালাইর কারখানায় জাপানী মেসিনই বেশী দেখা যায়। যাহা হউক, এইরূপে সুইডেন ও জাপান ট্যারিফ্ বোর্ডের শুল্ক এড়াইয়া পুনরায় ভারতের বাজার দখল করিয়াছে। সুইডিস্ কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া ভারতীয় কোন কোম্পানীর সাধ্য নাই,—একমাত্র রেঙ্গুনের আদমজী এবং লাহোরের কারখানার মালিক চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ বোম্বাই এবং বাংলা দেশেই দিয়াশালাই তৈয়ারী হয়। এই দুই প্রদেশে ১৯২৬ সালে কি পরিমাণ দিয়াশালাই তৈয়ারী হইয়াছে, সহযোগী "কমার্শিয়াল গেজেট্' তাহার নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন।

বোম্বাই—

কারখানার নাম	কত গ্রোস তৈয়ারী
বোম্বাই ম্যাচ্ ওয়ার্কস্	৮৪৩৮০০
তিলভিলা ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী	৬০০০০০
সান্টাক্রুজ্ ম্যাচ্ ওয়ার্কস্	৬৪৫৯
অম্বেরী ম্যাচ্ কোং	৬০৯৮০০
থানা ম্যাচ্ ওয়ার্কস্	১৫,৬০৬
ন্যাশনাল ম্যাচ ওয়ার্কস্	১৩২৫০০
বরিভালী ম্যাচ্ কোং	১৮০০০০
স্বদেশী ম্যাচ্ কোং	১১০০০০
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ কোং	১৯৯৭০০০
গুজ্রাট আয়ল্যাণ্ড ম্যাচ্ কোং	১৫১৪০০
মোট	৫০৪৫৫০২

বঙ্গদেশ

কারখানার নাম	কত গ্রোস তৈয়ারী
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ কোং	৯৪৭৮০০
এম্ এন মেটা ফ্যাক্টরী	৩০০০০০
ইসাবী ম্যাচ্ কোং	৮৬৪৫০০
করিম ভাই ম্যাচ্ কোং	৩০০০০০
জলপাইগুড়ী ইনডাষ্ট্রীয়াল্	১২০০০
ভজনাথী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী	২৫০০০
প্রসন্ন ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী	৭৯২০
ক্যালকাটা ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী	৪০০০
নিউ সুবার্ব্বন ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী	১৮৭৫০
ধরম্সী এণ্ড কোং	১৩,৫০০
মোট	২৬১৪৯৭০

উপরের তালিকায় বাংলা দেশের ছোটবড় আরও কয়েকটী কারখানার নাম উল্লিখিত হয় নাই। মেটিয়া বুরুজের "ক্যালকাটা ম্যাচ্ ওয়ার্কস্," খুলনার "সুন্দরবন ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী" দমদমার "পাইওনিয়ারম্যাচ ফ্যাক্টরী," উল্টাডিঙ্গীর, "বঙ্গীয় দিয়াশালাই কার্য্যালয়", "দেশবন্ধু ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী", "ওয়েষ্ট্ বেঙ্গল ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী" প্রভৃতি কারখানায় তৈয়ারী দিয়াশালাইর হিসাব বাদ পড়িয়াছে।

ইহার পর বাংলাদেশে কয়েকটী কারখানা উঠিয়া গিয়াছে,—আবার কয়েকটী নূতন কারখানা খুলিয়াছে। এম্, এন মেটার বৃহৎ কারখানা বন্ধ হইয়াছে,—ক্যালকাটা ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী উঠিয়া গিয়াছে, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, দেশবন্ধু এই সব কারখানা আর নাই। বেলগাছিয়ার রামপুরিয়া, বেলিয়াঘাটায় হায়দারী ম্যাচ্ কোম্পানীর কারখানা খুলিয়াছে। যেখানে ক্যাল্কাটা ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী ছিল, সেখানে উষা ম্যাচ ফ্যাক্টরী হইয়াছে।

বাংলাদেশের এই সকল কারখানার মধ্যে আর একটী বিষয় দেখিবার আছে। ইহার মধ্যে খাঁটী বাঙ্গালীর কয়টী? ওয়েষ্টার্ন ইণ্ডিয়া একেবারে সুইডিস্ বিদেশী। ইসাভী কোম্পানীর প্রধান অংশীদার জাপানী, অপর অংশীদার বোম্বাইর মুসলমান। ক্যাল্‌কাটা ম্যাচ্ ওয়ার্কস্ জাপানীদের। হায়দারী ম্যাচ্ কোম্পানীর মালিক বোম্বাইর মুসলমান। পাইওনীয়ার ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী রামপুরিয়া ফ্যাক্টরী--মাড়ওয়ারীদের। এম্, এন মেটার কারখানা পার্শীদের ছিল। বঙ্গীয় দিয়াশালাই কার্য্যালয়ের প্রধান অংশীদার মাড়ওয়ারী, অপর অংশীদার বাঙ্গালী। করিমভাই কারখানা বোম্বাইর মুসলমানদের। কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গালীর ছোটখাট দুই একটা কারখানা থাকিতে পারে।

যাহা হউক ১৯২৬ সালের তালিকা হইতে দেখা যায়, বোম্বাই প্রদেশে বাংলা দেশের প্রায় দ্বিগুণ দিয়াশালাই তৈয়ারী হয়। উপরন্তু,

বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত কারখানার মালিকই অ-বাঙ্গালী ও বিদেশী। সুতরাং দিয়াশালাইর কারখানার মালিকান হিসাবে বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই। তবে কারখানায় মুজুরী করিতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালীর লাভ বলিতে হইবে। এই মুজুরীর রহস্য আমরা ভবিষ্যতে অন্য প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

এক্ষণে ভারতীয় দিয়াশালাইর ভবিষ্যৎ কিরূপ তাহাই আলোচনা করিতেছি। যতদিন এই প্রকার কাঠের বাক্সে বারুদ মাখান কাঠি ভরা দিয়াশালাই চলিতে থাকিবে, ততদিন ভারতের পক্ষে সস্তা দিয়াশালাই তৈয়ারী করা কঠিন কার্য্য হইবে। কারণ প্রথমতঃ ভারতীয় কাঠ এই প্রকার বাক্স ও কাঠি তৈয়ারীর উপযোগী নহে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ কাঠ অপচয় হয়। অথচ ঐ অপচীত কাঠ অপর কোন লাভজনক কার্য্যে নিয়োজিত করা যায় না। বাংলাদেশে গেঁউয়া, শিমুল, কদম, ছাতিম, পিটুলী, গামাইর, আমড়া, দেবদারু, জিউলি (পূর্ব্ব বঙ্গে যাহাকে কাফিলা গাছ বলে) প্রভৃতি কাঠ দিয়াশালাই তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই সকল কাঠের দোষ এই যে, ইহাদের আঁশ শক্ত; গুঁড়ি সরল, গোল এবং গাঁট শূন্য হয় না। আর একটা প্রধান অসুবিধা এই, কোন কারখানায় এই সকল কাঠ ঠিক নিয়মিত সংবরাহ হয় না। কারণ, বাংলাদেশের কোন স্থানেই এই সকল বৃক্ষের চাষ নাই। দশ গ্রাম খুজিয়া দুইটি দেবদারু পাওয়া গেল,—পাঁচ গ্রামের বন উজাড় করিয়া হয়ত তিনটী শিমুল পাওয়া গেল—এই রকম ভাবে গাছ জোগাড় করিয়া কারখানায় আনিয়া উপস্থিত করিতে যে পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও অসুবিধা হয়, তাহাতে যে ব্যক্তি কাঠের চালান দেয় তাহারও কোন লাভ হয় না, দিয়াশালাইর কারখানার যিনি মালিক তাঁহারও কোন লাভ হয় না। প্রথম যখন বাংলাদেশে দিয়াশালাইর কারখানা খুলিতে আরম্ভ হয়, তখন সুন্দরবন হইতে রীতিমত গেঁউয়া কাঠ আসিত। কিন্তু এই প্রায় ১৫ বৎসরের মধ্যে উক্ত কাঠের চালানের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। কারণ, বনে বৃক্ষের চাষ করিবার পদ্ধতি এদেশে নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শলাই (বস্ ভেলিয়া সেরেটা, বাংলাদেশের শিমুলের মত) করাস্ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বৃক্ষের কাঠে দিয়াশালাই তৈয়ারী হয়, সেখানেও এই একই দশা। অথচ জাপান বা অষ্ট্রিয়া হইতে পপ্‌লার কাঠের চালান এদেশে এমন নিয়মিতরূপে আসে যে, তদ্দ্বারা বেশ সুন্দররূপে কারখানা চালান যায়। কিন্তু উহার মূল্য বেশী বলিয়া ছোট কারখানার মালিকেরা ক্রয় করিতে পারেন না।

এই কাঠের সমস্যা সুইডিস্ কোম্পানী অদ্ভুত রকমে সমাধান করিয়াছে। তাহাদের লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন, সুতরাং তাহাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব নয়। আসাম শিমুলের গুঁড়ি খুব মোটা ও গোল হয় এবং উহা বহুদূর পর্য্যন্ত সরল ও গাঁটশূন্য থাকে। আসামের জঙ্গলে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ঐ কাঠ জঙ্গলে কাটা হইলে ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়া ভাসাইয়া গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আনা হয়। তারপর গোয়ালন্দ হইতে রেলযোগে কলিকাতায় আসে। কলিকাতায় দেশী কারখানার মালিকরা এইরূপে আসাম শিমুল পাইয়া থাকেন। ইঁহাতে কাঠের গুঁড়ি বহুদিন নদীর জলে থাকায়, উপরের

ছালের নীচেও কিয়দংশ পচিয়া যায় এবং কাঠের মূল্যও একটু বেশী পড়ে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত সুইডিস্ কোম্পানী আসামে হাজার হাজার বিঘা জঙ্গল বন্দোবস্ত লইয়াছে। সেই জঙ্গলে যে সকল শিমূল গাছ আছে, তাহারা উহা তাহাদের ধুবড়ীর কারখানায় লইয়া যায়। ইহাতে তাহারা খুব কম খরচায় শিমূল কাঠ পাইতেছে।

আন্দামানের জঙ্গলে পেপিটা, বাকোটা প্রভৃতি গাছের গুঁড়িও দিয়াশালাই তৈয়ারীর উপযোগী ; ইহাদের গুঁড়ি সরল, লম্বা, গোল ও গাঁট শূন্ত। এই সকল কাঠও দেশীয় কারখানায় ব্যবহার হয়। কিন্তু দেশী কারখানার মালিকেরা এই সকল কাঠ মার্টিন কোম্পানী বা অন্ত কোন বড় বিদেশী কোম্পানীর মারফত আনাইয়া থাকেন। ইহাতে দাম বেশী পড়িয়া যায়। সুইডিস্ কোম্পানী আসামের মত আন্দামানেও বহুদূর বিস্তৃত জঙ্গল বন্দোবস্ত লইয়াছে। তাহারা আন্দামানে একটী কারখানাও স্থাপন করিয়াছে। তাহাতে কেবল দিয়াশালাইর বাক্স ও কাঠি তৈয়ারী হয়। ঐ বাক্স ও কাঠি উহাদের মান্দ্রাজের কারখানায় চালান দেওয়া হয়। সেখানে কাঠির মাথায় বারুদ মাখাইয়া বাক্সে বন্ধ করা হয়।

দিয়াশালাই তৈয়ারী করিতে কাঠের সমস্যা কিরূপ কঠিন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। অনেকে মনে করেন, হিমালয় প্রদেশে, ব্রহ্মদেশে, কাশ্মীরে, মহীশূরে, মধ্যপ্রদেশে বিশাল বনভূমি সকল রহিয়াছে, কাঠের অভাব কি ? কিন্তু দেখিতে হইবে, প্রথমতঃ কাঠ দিয়াশালাই তৈয়ারীর উপযোগী হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ ঐ কাঠ কারখানায় উপস্থিত করিবার সুব্যবস্থা থাকা চাই ; —তৃতীয়তঃ ঐ বৃক্ষের রীতিমত চাষের দরকার ;—যেন কাঠ সরবরাহ বন্ধ হইয়া না যায়। একটী গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আরও তিনটী গাছ পুঁতিতে হইবে।

কাঠের সমস্যা ব্যতীত দিয়াশালাই তৈয়ারীর আরও অনেক সমস্যা আছে। তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিব।

———

লবণ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভ্যাকুয়াম-প্রণালীতে জল শুষ্ক করার অসুবিধা—

এই উপায়ে লবণ প্রস্তুত করিতে গেলে যে খরচ হইবে তাহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আদৌ পোষাইবে কি না, সন্দেহ জনক। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা যে সমস্ত কলটা বৎসরের মধ্যে আট মাসই কর্ম্মহীন অবস্থায় অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকিবে। যে বৎসর জলবায়ুর অবস্থা সুবিধাজনক নয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখন আরো অধিককাল উহা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকার সম্ভাবনাই বেশী। কলকব্জাদি বেশীকাল পড়িয়া থাকিলে খারাপ হইয়া যায়—এই সহজ সরল সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদিগকে কাজে নামিতে হইবে।

লবণ তৈয়ারীর প্রাচীন প্রণালী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ভারত-গভর্ণমেণ্ট বাংলা এবং উড়িষ্যা সৈকতে যখন নিমক প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সাবেকী ধরণে যে লবণ প্রস্তুত করা হইত তাহা বর্ত্তমান যুগেও সম্ভবপর কি না অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিৎ। লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে জলে লবণের শক্তি বাড়াইয়া উহাকে তীরস্থ নিমক-পলির সমপর্য্যায়ে আনিবার কোনই চেষ্টা হয় নাই। মেদিনীপুর হইতে কটক পর্য্যন্ত যে তীর আছে, তাহার দুই তিন মাইলের মধ্যে (সমুদ্র কিংবা নদীর মোহানা হইতে) ১/১৬ ইঞ্চি পরিমাণ একটা লবণের পর্দ্দা পড়িয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপ এবং জোয়ারের স্রোতের জন্যই ইহা সম্ভবপর হয়। যে সমস্ত স্থলে এই লবণের পলি কার্য্যোপযোগী হইত না, সেখানে ছোট ছোট পাত্র উঠাইয়া উহাতে মাঝে মাঝে জল দিলেই পাত্রের তলায় লবণাক্ত দ্রব্য পড়িয়া থাকিত। অনেক সময় একটা সু ডৌল এবং ১২ হইতে ১৫ ফিট উচু মাটীর মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া উহার মাথার দিকে ৬ হইতে ৮ ফিট্ ব্যাসের নীচু জায়গা রাখা হইত এবং সাবেকী ধরণের ফিল্টার বসাইবার জন্য ঐ জায়গায় খড় বিছাইয়া দেওয়া হইত। তারপরে সমুদ্র তীর কিংবা পাত্রের তলস্থ লোণা মাটি আনিয়া ঐ অদ্ভুদ ধরণের ফিল্টারের মাথায় বসাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে অল্প শক্তি বিশিষ্ট লোণা জল ঢালিয়া দিতে হইত। এই লবণাক্ত জল লোণা মাটীর সংস্পর্শে আসিয়া আরো শক্তিশালী হইয়া নীচের দিকে চুয়াইয়া নামিতে থাকিলে, তাহাকে ৩৪ ফিট্ নিম্নে তিন ফিট পরিধি একটি ফুটো বা গর্ত্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইত। এই জল মাটির পাত্রে বোঝাই করিয়া পিরামিডের মত সারি দিয়া চুল্লীর উপর বসাইতে হইত এবং অগ্নি দিয়া

উত্তাপ দিতে হইত। স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য বর্ত্তমানে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে একটা জালায় ফুটো করিয়া তাহাকে অপর আর একটী জালা বা পাত্রের উপর বসাইলে ঐ ফুটো দিয়া লোণা মাটীর জল যাহা নীচে আসে উহাকে ধরিয়া লইয়া উত্তাপ দেওয়া হয়। এইরূপে বর্ত্তমানে গৃহস্থালীর জন্য লবণ প্রস্তুত করা হইতেছে।

সাবেকী লবণ তৈয়ারীর তথ্য

অনেক আগে বাংলার তীরে তীরে পূর্ব্ব বর্ণিত প্রথায় প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত। "Selections from the records of the Bengal Government" (No XIII, 1851) এ উক্ত হইয়াছে যে ১৮৫০ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তমলুক এজেন্সীতে বাৎসরিক প্রায় ৭ হইতে ৯ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইত। হল্‌দি নদী পর্য্যন্ত এই ধরণে যে লবণ প্রস্তুত হইত, তাহার ব্যয় মণে ৬৷৭ আনা করিয়া পড়িত, কিন্তু জমি এবং জ্বালানীর কোন খরচই লাগিত না। এই সময়ে মাল-পত্রাদি স্থানান্তরিত করার জন্য বিশ মাইলে ১০০ মণের জন্য অনুমান ৩৲ টাকা পড়িত।

অর্থাৎ প্রতি মাইলে প্রতি মণে ২৯ পাই করিয়া লাগিত। ষ্টেটিষ্টিকেল একাউণ্ট ওফ দি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট (অষ্টাদশ ভলুম, পৃঃ ২৪৯) এ উক্ত হইয়াছে যে বালেশ্বর জেলার যেখানে লবণ মিলিতে পারে, তদনুরূপ অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণে নিমক প্রস্তুত হইত। মজুরকে দৈনিক ২।০ আনা দিতে হইত ; সুপারভাইজার-দিগকে প্রতি মণের জন্য ৬ আনা করিয়া দিতে হইত। ইহাতে প্রতিমণে ১২ আনার বেশী ব্যয় হইত বলিয়া মনে হয় না। প্রাউডেনের ১৮৫৪-৫৫ সনের রিপোর্ট (Appendix C. No. 3, page 43, paragraph 57) পড়িয়া বোধ হয় যে বালেশ্বর জেলায় এই সময়ে বাৎসরিক প্রায় ৭ লক্ষ মণ নিমক প্রস্তুত হইত। ষ্টাফের জন্য প্রতি মণে ২ পয়সার বেশী ব্যয় হইত না। জর্ণ্যাল অফ্ দি এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের একটী নোট দেখিয়া অনুমিত হয় যে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রতিমণে একটাকা করিয়া খরচ পড়িত, মজুরদিগকে মাসিক ৫৲ হিসাবে দেওয়া হইত এবং যাহারা একটু বেশী পারদর্শী তাহাদিগকে ৭৲ করিয়া দেওয়া হইত (ভলুম দশ, পৃঃ ৯৫৩ দ্রষ্টব্য)। ১৮৪৭ সালের ২৯শে এপ্রিলের "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" পড়িলে দেখা যাইবে যে প্রতি একশত মণ লবণ তৈয়ারীর জন্য মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ৬২৲ টাকা ; বাংলায় ৭৫৲ হইতে ৯৫৲ টাকা, কটক এবং বালেশ্বরে যথাক্রমে ১১৩৲ টাকা এবং ১১৮৲ টাকা করিয়া লাগিত। ইহা ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের কথা ; ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা কমিয়া মান্দ্রাজে ৫৬৲ টাকা, কটকে ১০০৲ টাকা এবং বাংলায় ৬২৲ টাকা হইতে ৯৭৲ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়।

সাবেকী প্রণালীতে বেশী মাল প্রস্তুত করা অসম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত তথ্য হইতে উপলব্ধি হইবে যে সেকালে মজুরীর হার খুব কম থাকিলেও, লবণ প্রস্তুত করিতে ব্যয় একটু বেশী হইয়াই পড়িত। যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে বর্ত্তমানকালেও পূর্ব্বের মূল্যেই মজুরী মিলিবে, তবুও এডেন এবং পশ্চিম তীর হইতে এক্স-সিপ্ খরচায় যে লবণ আমদানী হয়, তাহার সঙ্গে বাংলার বাজারে প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর হইবে না। এইরূপে লবণ প্রস্তুত করিলে তাহা যে ব্যবসা হিসাবে সাফল্য লাভ করিবে, তাহা বোধ হয় না।

আধুনিক বেতনের হার সামান্য।

আমি শুনিয়াছি যে জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত যখন কাজ থাকে না, তখন মজুরেরা পূর্ব্বের কাগজপত্রে যে বেতনের হার দেখা যায় ——তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। ইহা কতদূর সত্য তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি মজুরেরা অল্প মাহিনাতেই সন্তুষ্ট থাকে তাহা হইলে স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য বেশী বেগ পাইতে হইবে না।

স্থানীয় চাহিদা সম্বন্ধীয় তথ্য

সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে তীরস্থ লোকদের সংখ্যা এবং তাহাদের জেলায় কত পরিমাণে নিমক লাগিতে পারে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রদত্ত হইল :—

বলিয়া রাখা ভাল যে মাথা পিছু দেড় মণ করিয়া লবণ ধরা হইয়াছে।

তীরস্থ জেলার নাম	লোকসংখ্যা	লবণের পরিমাণ
চট্টগ্রাম	১৭,৯৬,১৮৩	২,২৪,০০০
নোয়াখালি	১৭,০৬,৬৫২	২,১৩,০০০
ত্রিপুরা	৩১,২৩,০৮৮	৩,৯০,০০০
বাখরগঞ্জ	২৯,৩৫,১৬৬	৩,৬৭,০০০
ফরিদপুর	২৩,৬২,২১৫	২,৯৫,০০০
খুলনা	১৬,২৬,০৯৮	২,০৩,০০০
২৪ পরগণা	২৭,১৪,৮৭৮	৩,৩৯,০০০
মেদিনীপুর	২৭,৯৮,৯৪৮	৩,৫০,০০০
বালেশ্বর	৯,৯০,৫৮৭	১,২৪,০০০
	মোট—	২৫,০৫,০০০

দেখা যাইতেছে যে স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে গেলে মোটামুটি ২৫ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। তীরস্থ ভূভাগে লবণের দামও সাধারণতঃ ১৪ আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কাজেই প্রতিমণ যদি ১০।১১ আনা করিয়া হয় এবং স্থানান্তরিত করিবার ব্যয় যদি প্রতিমণে তিন আনার বেশী না হয় তাহা হইলে ছোট খাটো একটী ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে বলিয়া ভরসা করা অন্যায় নহে। দেশী নৌকায় মাল স্থানান্তর করার ব্যয় যদি পূর্ব্বের হিসাবানুসারে ঠিকই হইয়া থাকে তাহা হইলে তিন আনা ব্যয়ে ফ্যাক্টরী হইতে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত লবণ চালান দেওয়া চলিবে।

পরীক্ষা করার সম্ভাব্যতা

অনেকে মনে করেন যে সাবেকী ধরণে সূর্য্যোত্তাপ দিয়া এবং কৃত্রিম ইভাপোরেসন করিয়া লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে; ইহার সত্যতা পরীক্ষা করার নিমিত্ত ২।১ টী ফ্যাক্টরী করা যাইতে পারে।

পরীক্ষণে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব থাকা অবাঞ্ছনীয়

গভর্ণমেণ্টের নিজের তরফ হইতে কোন ফ্যাক্টরী চালান কিংবা তাহার আংশিক ভার গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না; কেবল উপযুক্ত সংখ্যক লোক দিয়া লবণ নিষিদ্ধভাবে লইয়া যাওয়ার পথ বন্ধ করিলেই গভর্ণমেণ্ট ভাল করিবেন। অনেকে মনে করেন যে গভর্ণমেণ্ট আলোচ্য স্থল সমূহে লবণ প্রস্তুত করিতে দিতে আদৌ সম্মত নহেন; কাজেই যদিও ফ্যাক্টরী তুলিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আর্থিক কিংবা অন্যপ্রকার সাহায্য করিতে পারেন, তবুও কাজের ভার নিজের হাতে নিলে লোকের সন্দেহ বাড়িবে বই কমিবে না। এইজন্যই ফ্যাক্টরীর পরিচালনার ভার ব্যক্তিগত হস্তে সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়।

গভর্ণমেণ্ট দ্বারা ফ্যাক্টরীর খাতাপত্র পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়

গভর্ণমেণ্ট যদি কোন ফ্যাক্টরীকে কোনপ্রকারে আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার খাতাপত্র দেখিবার অধিকার অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। হিসাবপত্রাদি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে গভর্ণমেণ্ট সাধারণকে জানাইতে পারিবেন যে, যে অর্থ কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে তাহার অপব্যয় হইতেছে না।

(ক্রমশঃ)

রেলের সময় নির্দ্দেশ
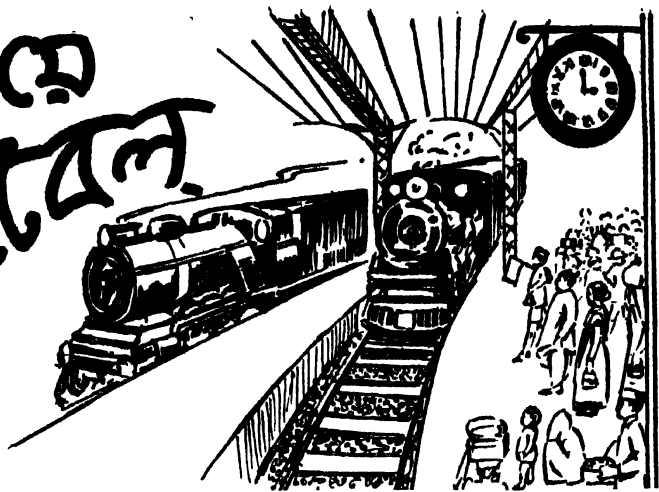
ই, আই, আর (হাওড়া)

ট্রেণের নাম	পৌছে	ছাড়ে
পাঞ্জাব মেল	সকাল—৭-২৪	রাত্রি ৯
বোম্বাই মেল	সকাল—১০-১০	রাত্রি ৮-৫
ইম্পিরিয়াল মেল— কেবল বৃহস্পতিবার		রাত্রি ১০-০

পাঞ্জাব এক্সপ্রেস—(সাহারাণপুর)

বিকাল ১-৪০, সকাল ১১-১০ মিঃ

দিল্লী এক্সপ্রেস—(গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া)

বিকাল ৫-৩৫—বিকাল ৪-১০

দিল্লী এক্সপ্রেস—(আপ, গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া)

ডাউন (মেল লাইন) সকাল ৮-১০—বিকাল ২টা

ডেরাডুন এক্সপ্রেস সকাল ৫-৫০ রাত্রি ১০-৩০

বেণারস এক্সপ্রেস সকাল ৬-৫০ বিকাল ৪-৪৫

দানাপুর এক্সপ্রেস মেল লাইন হইয়া সকাল ৬-২০

—রাত্রি ৯-১৫

মোকামা এক্সপ্রেস সকাল ৭ রাত্রি ৭-০

ই, বি, আর (শিয়ালদহ)

চটগ্রাম মেল—রাত্রি ৮-২৪ সকাল ৭-৩০

আসাম মেল—মধ্যাহ্ন ১-১৫ মধ্যাহ্ন ১-৩০

সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার—সকাল ৭-৫৮—রাত্রি ৮-৫০

বরিশাল এক্সপ্রেস—সকাল ১০-৩৪—

বিকাল ৩-৪৪

দার্জ্জিলিং মেল—সকাল ৭-২৪—রাত্রি ৮-৪০

ঢাকা মেল—সকাল ৫-৩০—রাত্রি ১০-২৪

দিল্লী এক্সপ্রেস—সকাল ৬-২৪ রাত্রি ১০-৪০

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস—সকাল ৬-৯, বিকাল ৯-৫৪

বি, এন, আর (হাওড়া)

মাদ্রাজ মেল সকাল ১০-৪৪ বিকাল ৭-৩৪

বোম্বাই মেল সকাল ৭-৫৪ বিকাল ৫-৩০

পুরী এক্সপ্রেস সকাল ৭-৩০ রাত্রি ৮-৩৬

হাওড়া পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জার সকাল ৭-১৩

রাত্রি ৯-৪৪

হাওড়া নাগপুর প্যাসেঞ্জার ৬-৩০—৯-৫

গোমো প্যাসেঞ্জার ৯-৪৮—৬-৩২

অলটারনেটিং কারেণ্ট ব্যবহারে বিপদ

আলো জ্বালিবার জন্য, মোটর, পাখা প্রভৃতি চালাইবার জন্য অথবা অন্যবিধ গৃহস্থালীর কার্য্যের জন্য যে ইলেক্‌ট্রিক্ কারেণ্ট, আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা দুই প্রকার—ডাইরেক্ট কারেণ্ট ও অলটারনেটিং কারেণ্ট। সংক্ষেপে ইহাদিগকে ডি, সি ও এ, সি কারেণ্ট বলা হয়। আজকাল বালীগঞ্জ, বেহালা, মাণিকতলা, চিৎপুর, কাশীপুর প্রভৃতি কলিকাতার সহরতলীতে ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী গৃহস্থদের ব্যবহারের জন্য অলটারনেটিং কারেণ্ট দিতেছেন। ইহাতে কোম্পানীর খুব লাভ হইতেছে, কিন্তু গৃহস্থদের সর্ব্বনাশ!

যাঁহাদের বাড়ীতে ইলেকট্রিক আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন, সুইচ্, তার, ফিউজ্, আলো পাখা প্রভৃতি নাড়া চাড়া করিতে অনেক সময় হাতে সক বা ধাক্কা লাগে। ডাইরেক্ট কারেণ্টের এই সক্ বা ধাক্কা মারাত্মক হয় না। কিন্তু অলটারনেটিং কারেণ্টের সক লাগিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। নিজ কলিকাতা সহরে ডাইরেক্ট কারেণ্ট সরবরাহ করা হয়, সুতরাং তথায় এইরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সহরতলি অঞ্চল হইতে প্রায়ই দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল :—

(১) কয়েক মাস পূর্ব্বে একজন ভদ্রলোক তাঁহার একখানি টেবিল পাখা ঠিক করিতেছিলেন। তিনি পাখাখানির গোড়ায় হাত দিয়া ধরেন। তিনি জানিতেন না যে পাখায় কারেণ্ট লিক্ করিতেছিল। তাঁহার হাতে ভীষণ সক্ বা ধাক্কা লাগিল। তিনি তখনই অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

(২) কোন স্থানে বাড়ী তৈয়ারীর কাজ হইতেছিল। একজন কুলী কার্য্যবশতঃ একটী লোহার খুঁটী ধরিয়া দাঁড়ায়। সে তখনি নিশ্চল হইয়া গেল। আর একজন কুলী ইহার এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টান দেয়; সঙ্গে সঙ্গে সেও নিশ্চল হইয়া পড়িল। তারপর দেখা গেল কোন প্রকারে বিদ্যুৎবাহী তার ঐ লোহার খুঁটীর সহিত যুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেই এই দুইটী কুলীর জীবন নষ্ট হয়।

(৩) মনিব তাঁহার চাকরকে কয়েকখানি কলার ইস্ত্রী করিয়া দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে কলারগুলি লইয়া আসিবার জন্য তাহাকে ডাকিলেন কিন্তু চাকর আসিতেছেনা দেখিয়া মনিব ব্যাপার কি দেখিবার জন্য যে ঘরে চাকর ইস্ত্রী করিতেছিল, সেই ঘরে গেলেন। তিনি যাইয়া দেখেন, চাকরটী ইস্ত্রী হাতে লইয়া নিশ্চল

অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উহা ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রী ছিল, কাজ করিবার সময় কোনরূপে কারেণ্ট লিক্ হইয়া হতভাগ্যের দেহে প্রাণান্তক সক্ লাগিয়াছে।

(৪) কিছুদিন পূর্ব্বে "এ্যাড্‌ভান্স" পত্রে একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন যে, তিনি একদা রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া 'বেড-সুইচ' টিপিয়া আলো জ্বালিতেছিলেন। তাঁহার হাতে সক লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দেহের ভারে সুইচের তার কিরূপে ছিঁড়িয়া যায়। না হইলে তিনি তখনই মারা যাইতেন। উপরের লিখিত সকল ঘটনাতেই অলটারনেটিং কারেণ্ট ব্যবহার হয়; এই প্রকার দুর্ঘটনা এত অধিক হইতেছে যে, সমস্ত বর্ণনা করা যায় না।

অলটারনেটিং কারেণ্ট যে কত বিপদ্‌জনক তাহা এই সকল ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয়। সামান্য সক্ লাগিলে কখনও কখনও সৌভাগ্য-বশতঃ মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে এরূপ শুনা যায়। কিন্তু তাহাতেও চিরকালের তরে দেহ অসাড় ও পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। কদাচিৎ কেহ কেহ দুই তিন দিন বিছানায় গড়াইয়া রক্ষা পাইয়াছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, অলটারনেটিং কারেণ্ট এত বিপদ্‌জনক কেন; এবং ডাইরেক্ট কারেণ্ট এত বিপদ্‌জনক নহে কেন? নিম্নে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

কলিকাতা সহরে এবং সহরতলীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্‌পোরেশন। এই কোম্পানী অলটারনেটিং ও ডাইরেক্ট উভয় প্রকারের কারেণ্ট ২২০ ভোল্ট

চাপে সরবরাহ করেন। এই ২২০ ভোল্ট শতকরা ৫ হিসাবে কমবেশী থাকে। ডাইরেক্ট কারেন্টের বেলায় ইহা ঠিক হয়, কিন্তু অলটারনেটিং কারেন্টের সম্বন্ধে এই হিসাব খাটে না। কাজের সময় প্রকৃত ২২০ ভোল্ট লইতে হইলে শতকরা ৫ কমবেশী লইয়া ৩৩৫ ভোল্ট চাপে অলটারনেটিং কারেণ্ট সরবরাহ করিতে হয়। সকলেই বলেন এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারারীও স্বীকার করেন যে এই ৩৩৫ ভোল্ট মাঝামাঝি রকমের চাপ এবং ইহা সাধারণ গৃহকার্য্যের উপযোগী নহে।

কলিকাতা সহরে যাহাদের বাড়ীতে ইলেক্ট্রিক আলো পাখার বন্দোবস্ত আছে, তাঁহারা কখনও সক্ পাইবার সময় নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইলেক্ট্রিকের খোলা তারে বা অন্য কোন বিদ্যুৎ প্রবাহবাহী পদার্থে হাত লাগিলে মনে হয় যেন ধাক্কা দিয়া হাতখানি সরাইয়া দিতেছে। ডাইরেক্ট কারেন্টের স্থলেই এইরূপ হয়। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা আর থাকে না। কিন্তু অলটারনেটিং কারেন্টের স্থলে ঠিক ইহার বিপরীত। কোন তার বা ধাতুময় পদার্থের মধ্য দিয়া যদি অলটারনেটিং কারেণ্ট চলে, এবং যদি সেই তার বা ধাতুময় পদার্থ হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায়, তবে উহাতে হাত লাগিয়া থাকে, কারণ উক্ত তার বা ধাতুময় পদার্থে আকর্ষণ শক্তি প্রবল হয়, সেই কারণে উহা হাতকে টানিয়া রাখে। যদি ঐ অলটারনেটিং কারেন্টের ভোল্ট বেশী হয়, তবে ইহার ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। অলটারনেটিং কারেন্টের যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে যে প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ বার উহার গতি পরিবর্ত্তিত হয়, সেই শোষণ-পোষণের ধাক্কা সামলাইবার ক্ষমতা মানুষের শরীরে নাই। তাহার ফলে হয় পঙ্গুতা, নয় মৃত্যু নিশ্চিত।

বিজলী ও গ্যাস এই দুইটাই যদি কোনদিক দিয়া চুয়াইয়া বাহির হয়, তবে বিপদের সম্ভাবনা। গ্যাসের নলের কোন ছিদ্র বা ফাটা দিয়া গ্যাস বাহির হইলে তাহা গন্ধে ধরা পড়ে এবং তখনই তাহার প্রতিকার করা যায়। কিন্তু অলটারনেটিং কারেণ্ট কোন স্থান দিয়া বাহির হইতেছে কিনা, তাহা হাতে না ছুইয়া বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু সেরূপ করিতে গেলেই বিপদ! সাধারণ ইন্‌স্যুলেটেড্ তারের মধ্য দিয়া বেশী চাপে অলটারনেটিং কারেণ্ট চলিতে থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যে উহা নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং কারেণ্ট লিক্ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সুইচও সহজে সর্ট হয়।

অলটারনেটিং কারেণ্ট ব্যবহারে খরচ সকল দিকেই বেশী। একখানা এ, সি কারেন্টের পাখার দাম, ডি, সি কারেন্টের পাখার দাম অপেক্ষা অধিক। এ, সি পাখার কারেণ্ট খরচাও বেশী হয়। অথচ কোম্পানী ডি, সি কারেন্টের হারেই বিল্ আদায় করেন। এদিকে এ, সি কারেণ্ট সরবরাহ করিতে কোম্পানীর অনেক কম খরচ লাগে। ডি, সি কারেণ্ট সরবরাহ করিতে স্থানে স্থানে সাব্-ষ্টেশন তৈয়ারী করিতে হয়; সেই সকল সাব-ষ্টেশনে সুইচবোর্ড দেখিবার জন্য লোকজন কর্ম্মচারী রাখিতে হয়। কিন্তু এ, সি কারেণ্ট সরবরাহ করিতে এ সকল খরচা নাই, সাব-ষ্টেশন তৈয়ারী করিতে হয় না। লাইনে একটী অটোম্যাটিক ট্রান্‌স্‌ফরমার রাখিলেই চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইলেক্ট্রিক কোম্পানী নিজেদের খরচ কমাইয়া খরিদ্দারের নিকট হইতে বেশী আদায় করিতেছেন।

এ বিষয়ে আমরা কলিকাতার নগরবাসীদের প্রতিনিধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সহরতলীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই স্থানে বিজলী সরবরাহ হইতে লাগিল, তখন ইলেক্ট্রিক কোম্পানী কেবল স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

যাহাতে কম খরচায় কার্য্য হয় তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে কি বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কলিকাতার মত সহরগুলিতেও যাহাতে সাধারণ পারিবারিক ব্যবহারের জন্য গৃহস্থদিগকে ডি, সি কারেণ্ট সরবরাহ করা হয়, তদ্বিষয়ে কলিকাতা করপোরেশনের এবং জনসাধারণের অন্যান্য প্রতিনিধি সভায় চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সর্দ্দি কাসি

সামান্য সর্দ্দিকাসি হইতে যে ব্রঙ্কাইটিস্ বা নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইতে পারে ও পরে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে এ ধারণা অনেকের নাই। ইহাকে অবহেলা করিয়া বাড়িতে দেওয়া অতি অন্যায়।

আর এক কথা, ইহাতে জাতির বহু সময় নষ্ট হয়, কারণ অন্য কোন রোগ এত বেশীবার ও সাধারণ ভাবে হয় না, এইরূপে স্বাস্থ্য ও বহু সময় নষ্ট হওয়ায় জাতির অনেক ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং ইহার নিবারণের উপায় করা একান্ত আবশ্যক।

এইজন্য কতকগুলি বিষয় সর্ব্বসাধারণের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই রোগ সাধারণতঃ ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় দৃষ্ট হয়। ইহা অতি সংক্রামক রোগ। এক প্রকার Filter-dassing বীজাণুই এই রোগ উৎপত্তির কারণ। এই বীজাণুগুলি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাক ও গলার ভিতর বাস করে এবং যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আসে সেই আক্রান্ত হয়। হাঁচি বা কাসির সহিত বীজাণুগুলি বায়ুর সহিত মিশিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে অপরের নাকে প্রবিষ্ট হয়, হাত দিয়া নাক ঝাড়িয়া ও তাহা না ধুইয়া অন্যদ্রব্য স্পর্শ করিলে সেখানে বীজাণুগুলি লাগিয়া যায় ও আহারের সংস্পর্শে আসে। সামান্য সর্দ্দি বলিয়া ভ্রুক্ষেপ না করায় অসুস্থ ব্যক্তি এইরূপে অন্যের অনেক ক্ষতি করে।

সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তি উভয়েরই মঙ্গলের জন্য অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বাটীর বাহির হওয়া উচিত নয়; ইহাতে তাহার বিশ্রাম ও সেবা শুশ্রূষার খুব সুবিধা হয় এবং অন্যেও রক্ষা পায়। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা খুব ভাল।

কোনও কারণে যদি ইহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে অপরে যাহাতে এ রোগে আক্রান্ত না হয় তাহা প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির দেখা কর্ত্তব্য। হাঁচিতে কাসিতে হইলে, মুখের উপর কিছু চাপা দিয়া মুখ ফিরাইয়া বা কিছু দূরে গিয়া তাহা করা উচিত। হাত দিয়া নাক ঝাড়িয়া প্রত্যেকবার তাহা ভালরূপে ধুইয়া ফেলা দরকার। থুথু যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। বিশেষতঃ বালক-বালিকাদিগকে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে রাখা একান্ত আবশ্যক।

কয়েকটি সাধারণ চিকিৎসার বিষয় সকলের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য—

সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় অল্পগরম লবণজল নাক দিয়া টানিয়া মুখ দিয়া বাহির করা ও কুলকুচি করা উচিত।

ইউক্যালিপট্যাস তেলের ঘ্রাণ লওয়াও খুব উপকারী। দাঁত পরিষ্কার করা ও দেহ ভালরূপে আবৃত করিয়া রাখা দরকার। মাথা ধরা বেশী থাকিলে পা গরম জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখা উচিত। ——

হাত দিয়া খাওয়া

ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন সভ্য দেশ বা জাতি বড় একটা হাত দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে না। আজকাল সকল দেশেই কাঁটা চামচ বা খাদ্য গ্রহণের এইরূপ কোন জিনিস ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এক কালে ইংলণ্ডেও হাত দিয়া খাওয়া ভদ্রতার পরিচায়ক ছিল। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডের বড় বড় ভোজে হাত দিয়া খাদ্য খাওয়াই রীতি ছিল। শিকারের জন্তু, মাছ প্রভৃতি খাওয়ার টেবিলে দেওয়া হইলে যাঁহারা আহার করিবেন তাঁহারা উহা ছুরি দিয়া কাটিয়া লইয়া হাত দিয়া মুখে পুরিতেন। যখন কোন প্লেট বা বাসন থাকিত না তখন রুটির বড় টুকরা গুলির উপর মাংস রাখা হইত। ফরাসী কোর্টে একটা লোক চাকা চাকা করিয়া রুটি কাটিত এবং একটি সোণা বা রূপার শলা দিয়া মাংস ফুড়িয়া উহা ছুড়ি দিয়া কাটিয়া রুটির উপর সাজাইয়া রাখিত।

ফলতঃ কাঁটা চামচ ও হাত দিয়া খাওয়ার মধ্যে সুবিধা অসুবিধা অনেক আছে। কাঁটা চামচ সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার জন্যই বিশেষ ভাবে উপযোগী। অতিরিক্ত শীতের দেশে ঠাণ্ডায় হাত বাহির করিয়া অধিকক্ষণ বসিয়া খাওয়ায় অত্যন্ত কষ্ট হয়। অনাবৃত হাতে বেশী সময় বাহিরের শীত সহ্য করা যায় না। তাই তাহাদের জন্য কাঁটা চামচের প্রয়োজন। ইহাতে হাতে দস্তানা পরা থাকিলেও খাইতে অসুবিধা হয় না। তারপর কন্‌কনে শীতে হাত ধোয়া আর একটি অসুবিধার ব্যাপার। যে দেশে সাধারণতঃ জল সর্ব্বদা বরফে পরিণত হইতেছে, সে দেশে হাতমুখ ধুইতে ঠাণ্ডা জল ব্যবহার কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা যাঁহাদের শীতের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন। শীত-প্রধান দেশের লোক হাত মুখ ধুইতে গরম জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাঠ বা কয়লা পোড়াইয়া সর্ব্বদা জল গরম রাখা সকলের সামর্থ্যে কুলায় না। দরিদ্র সাধারণের পক্ষে ইহা একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার কাঁটা চামচে হাত ধুইবার বালাই নাই, সুতরাং অধিক খরচে সর্ব্বদা উনুন জ্বালাইয়া রাখিবার অতিরিক্ত খরচেরও প্রয়োজন হয় না। মাংসের ঝোল প্রভৃতি হাতে লাগিয়া গেলে উহার দাগ সহজে উঠিতে চায় না। সে অবস্থা হাত ধুইতেও অনেক কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু কাটা চামচে খাইলে এই অসুবিধা অনায়াসে দূর হইতে পারে।

তারপর আজকাল অধিকক্ষণ বসিয়া আরামে গল্প করিয়া, খাদ্যগুলি ভাল ভাবে চিবাইয়া খাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ডাল ঝোল প্রভৃতির মত ঈষৎ আঠার ন্যায় জিনিস হাতে মাখিয়া দীর্ঘকাল বসিয়া গল্প করা যায় না। এক গ্লাস জল একঘণ্টা

বসিয়া খাইতেও অসুবিধা হয় না, কারণ তাহাতে জলে ক্রমাগত হাত ডুবাইয়া রাখার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু খাবারের থালায় ভাত ডাল মিশ্রিত হাত রাখিয়া অধিকক্ষণ গল্প করা অসম্ভব। খাওয়াকে আরামপ্রদ এবং উপভোগ্য করিবার নিমিত্ত খাইতে খাইতে অনেকে খবরের কাগজ, অথবা জরুরী চিঠি পত্র দেখিয়া থাকেন, এবং প্রয়োজন মত দুই এক কথায় উত্তর দেওয়া বা দস্তখত দিয়া পত্র রাখার কাজও খাইতে বসিয়াই সারিয়া ফেলেন। হাত মুক্ত না থাকিলে ইহা সম্ভব নয়। কাঁটা চামচে খাওয়ার সুবিধা এই যে ইহাতে হাত সর্ব্বদা মুক্ত থাকে এবং খাওয়ার সময়েও প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য করিয়া লইতে অসুবিধা হয় না।

অনেকে বলিয়া থাকেন হস্ত দ্বারা সর্ব্বদা সকল জিনিষ নাড়া চাড়া করায় এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চুলকাইবার ফলে ময়লার সঙ্গে নানাবিধ রোগের বীজাণু নখের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই হাতে খাদ্য গ্রহণ করিলে আহার্য্যের সঙ্গে রোগের বীজাণুও পেটে যাইয়া মানব দেহে নানাবিধ ব্যাধি ও পীড়া জন্মায়। কাটা চামচে খাদ্য গ্রহণ করিলে আর এরূপ কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

কিন্তু হাতে খাওয়ার সুবিধাও কম নহে। বরং অনেক বিষয়ে হাতে খাওয়াতেই আনন্দ বেশী। কাঁটা চামচগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ কাঁটার ফাঁকে খাদ্য দ্রব্যের যত অভুক্ত অংশ আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, হাতের নখে তাহার বেশী ময়লা বা রোগ বীজাণু আটকায় না। সেই ময়লা দূর করিয়া কাঁটা গুলিকে সর্ব্বদা তকতকে ঝকঝকে বীজাণু বিমুক্ত রাখার জন্য যে শ্রম করিতে হয়, তাহা নখ পরিষ্কারের শ্রম অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক। কাটা-চামচে মাছের কাঁটা ছাড়াইতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়, হাতে খাইতে এরূপ কোন অসুবিধা নাই। যাঁহারা কাঁটা চামচ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে হাড়ের গ্রন্থি বা জোড়ার অংশ ফেলিয়া দিতে হয়। কারণ উহার মধ্যে যে মজ্জা থাকে তাহা কাটা চামচে বাহির করা যায় না। হাত দিয়া খাইলে সকল জিনিষের সার ভাগ বাহির করিয়া অতিশয় তৃপ্তির সহিত আহার করা যায়।

উত্তমরূপে মাখিয়া খাওয়া আহারের তৃপ্তির আর একটি প্রধান অঙ্গ। যে জিনিষ ঝোল, মাংস, ডাল বা তরকারীর সহিত যত উত্তমরূপে মাখা হইবে, তাহার স্বাদ তত বেশী হইবে, এবং খাইতেও তাহা তত ভাল লাগিবে। কিন্তু কাঁটা-চামচ সাহায্যে একটি জিনিষের সহিত আর একটি জিনিষ মিশানো যায় মাত্র, কিন্তু চটকানো এবং মাখানো যায় না। অথচ এই প্রণালীটিই খাদ্য উপভোগের প্রধান অঙ্গ।

কাটা-চামচ ও হাতে খাওয়ার দোষ গুণ এবং সুবিধা অসুবিধা গুলি প্রধানতঃ এই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের আহার্য্য সামগ্রী হাতে খাওয়াই অধিক উপযোগী, শীত প্রধান দেশে প্রাকৃতিক অবস্থার ফলেই কাঁটা-চামচ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে দেশের লোকের যাহা ভাল লাগে, আহার্য্য সামগ্রী গ্রহণের জন্য তাঁহারা তদনুযায়ী হাত বা কাঁটা চামচ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

Salesmanship বা বিক্রয়ের প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই গেল মোটামুটি আলাপ ব্যবহার কথাবার্ত্তা বা দেখাশুনা করা সম্পর্কে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ও জিনিস পত্রের গুনাগুণ সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা ও কৌশলের সহিত কথা বলিতে হয়। অপরের জিনিসের কি কি দোষ আছে, আগেই তাহা বলিতে নাই। বিক্রেতা তাহার নিজের জিনিসের দোষ গুণ যেমন জানেন, অন্যের বিষয়েও তেমন জানেন একথা সত্য। কিন্তু, খরিদ্দারকে যদি অন্যের জিনিসের দোষের কথাই বলা হয়, তাহা হইলে সেই লোকটা মনে করিবে, এই লোকটা নিন্দুক। যদি এই রকম ধারণাই হয়—তাহা হইলে, সে যে নিজের জিনিসের গুণ ব্যাখ্যা করিতে যাইবে, তাহা শুনিতে বিসদৃশ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ অন্যের জিনিষের দোষ বর্ণনা করার অর্থ গিয়া এই দাঁড়ায় যে পরোক্ষভাবে ক্রেতাকেই মূর্খ বলা হয়। ক্রেতা নিজে জানিতেছেন না, তিনি কোন্ বস্তু ক্রয় করিতেছেন, ক্রয় করিতে গিয়া ঠকিতেছেন—ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কটাক্ষ করা হয়। ইহাতে বিক্রেতার উপর স্বাভাবিক বিরক্তি হওয়া সম্ভব। কাজেই বিক্রেতার কর্ত্তব্য—তাহার নিজের জিনিসের গুণই ব্যাখ্যা করা। তাহার নিজের দ্রব্যের সুযোগ সুবিধাগুলি দেখাইয়া দিয়া তাহাকে একবার পরীক্ষা করিতে বলিলেই ভাল হয়। এইভাবে নিজের দ্রব্যের কথা কহিতে কহিতে সুযোগমত শ্রোতার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া—অন্যের জিনিষের কথাও বলা যাইতে পারে। যাহাতে ক্রেতার কোন রকম বিরক্তি উৎপাদন হইতে পারে, এরূপ কাজ করিতে নাই, এরূপ কথা বলিতে নাই। বরং যুক্তিতর্ক দিলে ক্রেতা নিজে সেই বিষয়ে বিচার করিয়া ভাল দ্রব্যই গ্রহণ করিতে পারে; এইজন্যই যে জিনিষ বিক্রয় করিতে হইবে, সেই জিনিস সম্পর্কে ভাল ধারণা বিক্রেতার নিজের আগে হওয়া চাই। যে জিনিষ আমি নিজে ভাল বলিয়া জানি না, তাহাকে ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করাও সোজা নহে; শুধু তাহাই নহে, ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার মত ক্ষমতাই থাকে না।

এই সম্পর্কে উৎসাহের কথা আগে বলা হইয়াছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইলে, নিজেদের শক্তি দেখাইবার সুযোগ এইভাবেই হয়। বিক্রেতা কি করিবে?—ক্রেতার মনে যে সকল বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল

হইয়াছে, বিক্রেতা সেইগুলি দূর করিয়া দিবে। এইজন্য যুক্তিতর্কেরও যেমন অবতারণা করিতে হয়, আবার কার্য্য ক্ষেত্রেও জিনিষগুলি ভাল হওয়ার দরকার।

কেহ কেহ বলেন, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য কমাইয়া দেওয়াই ঠিক। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। মূল্য কমাইয়া দ্রব্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় না। যে বিক্রেতা দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দেয়, সে হয়ত সেই মত মূল্য তাহার কমিশন হইতে বাদ দেয়; আর না হয়, সে মাল খারাপ দিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু, এরূপ আরম্ভ করিলে সহজেই সে মানুষের কাছে হেয় হইয়া দাঁড়ায়। এমন অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ঘটিয়া উঠে যে অর্ডার পাইতে হইলে দরের কিছু ছাটাই কাটাই করিতেই হয়। এ সমস্ত অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে; সব সময়ে হয় না। যদি সকল সময়েই তাহা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বড়ই শোচনীয় অবস্থা। অপর পক্ষে, এরকম হওয়া অসম্ভব নয় যে বিক্রেতা নিজের দরে স্থির থাকিলে, ক্রেতা হয়ত তাহার মত ফিরাইয়া বিক্রেতার দরেই রাজী হইবে। দরের ছাটাই করা কোন মতেই সাধুতার চিহ্ন নহে।

পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, প্রত্যেকেরই কোনও ব্যবসায়ে সফলকাম হইতে হইলে, কতকগুলি ব্যক্তিগত গুণ থাকা দরকার। ইহা ছাড়া আরও দরকার কার্য্য করিবার কৌশল। কৌশল-কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি কি ভাবে খাটান যায়, এখানে সেই সকল কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম কথা, যিনি কোনও ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে একটী জিনিষ বিক্রয় করিতে যান, তাঁহাকে ঐ জিনিষটী সম্পর্কে সকল তথ্য বিস্তারিত ভাবে জানিতে হয়। এই কথাটির আলোচনা আরও একবার করা হইয়াছে, এখানে একটু অন্যভাবে দেখা যাউক। কোনও জিনিষের অর্ডার লইতে হইলে, আগে হইতেই ঠিক বুঝিয়া লওয়া উচিত সেই জিনিসটি কবে ডেলিভারি দেওয়া যাইবে বা আদৌ ডেলিভারি দেওয়া যাইবে কিনা। একজন খরিদ্দারের নিকট একটী জিনিস হয়ত বেচা হইয়া গেল। সেটা গুদামে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; তখন আর একজন খরিদ্দারকে ঐ মালই বিক্রয় করিয়া দেওয়া ভয়ানক অন্যায়। ইহাতে দুই পক্ষ খরিদ্দারই বিক্রেতার উপর একটা ভয়ানক খারাপ ধারণা পোষণ করিবে এবং ভবিষ্যতে আর ইহার সহিত কারবার করিবে না।

দ্বিতীয় কথা, কবে ডেলিভারি দিতে পারা যাইবে না যাইবে তাহাও বিক্রেতাকে ভাল করিয়া জানিয়া লওয়া দরকার। হয়ত এক দোকানের প্রতিনিধি হিসাবে দুই তিন দিনের পথে তিনি এক জায়গায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে একটা জিনিসের অর্ডার পাইয়াছেন। খরিদ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি মাল কতদিনে ডেলিভারি দিতে পারিবেন?" তখন যদি বিক্রেতা ঠিক মত উত্তর দিতে না পারেন বা উত্তর দিবার জন্য আবার চিঠি বা টেলিগ্রামের অপেক্ষা রাখেন তাহাতে খরিদ্দারের পক্ষে ভয়ানক অসুবিধা হয়। কাজেই খরিদ্দার হয়ত তাঁহার নিকট হইতে মাল না নিয়া অন্য যে কেহ চট্ করিয়া তাঁহার উত্তর দিতে পারিবেন তাঁহার সহিতই ঐ সকল মাল পত্র ক্রয়ের একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন। মাল সম্পর্কে, তাহার ডেলিভারি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকার দরুণ বিক্রেতা এই অর্ডারটী আর যোগাড় করিতে পারিলেন না।

ডেলিভারি সম্পর্কে এই যেমন গেল তেমনি মালের দর সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। যখন কোন বড় অর্ডার হয়, তখন খরিদ্দার হয়ত দর সম্পর্কে কিছু ছাঁটাই ও কাটাই করিতে চাহিবে। সেই ছাঁটাইটা কতদূর পর্য্যন্ত করা সম্ভব হইবে, তাহা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। অনেক সময় হয়ত দর ছাঁটাই করিতে গিয়া আর কিছু থাকে না। তাহাতে মালের প্রস্তুতকারক দেখিবেন তাঁহার পক্ষে বিক্রয় করা আর না করা সমানই হইয়া দাঁড়াইতেছে। মধ্যস্থ হইয়া যিনি প্রস্তুতকারকের প্রতিনিধি হইয়া গেলেন তিনি এই কথাটা না বুঝিলে ব্যবসায়ে লোকসান দাঁড়াইবে।

মাল একস্থান হইতে অন্যস্থানে নিতে যে খরচ আছে, সে কথাটা ভুলিলে চলিবে না। দর কষাকষির সময়ই এই জিনিসটী খুব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত থাকা দরকার—এই খরচটা কে দিবে। যদি খরিদ্দারকে দিতে হয়, তাহা হইলে তাহাও বলা দরকার আর যদি মালওয়ালাকে দিতে হয় তাহা হইলে তাহার লাভের অংশ গিয়া কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাও ভাল করিয়া হিসাব করিয়া লওয়া দরকার। এই কথাগুলি আগে হইতেই পরিষ্কার করা না থাকিলে পরিশেষে উহা লইয়া ভয়ানক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। মাল চালান হইয়া গিয়াছে, তখন হয়ত খরিদ্দার বলিয়া বসিবেন, মাল নিবার খরচ তিনি দিতে রাজী নহেন। এই নিয়া একটা 'হৈ চৈ' এবং

খরিদ্দার ও বিক্রেতাতে একটা মনোমালিন্সের সৃষ্টি। আগে হইতেই পরিস্কার জানাজানি থাকিলে পরে আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

উপরে যে কথাগুলি বলা হইল তাহা হইতে মোটামুটি ধারণা হইবে যে বিক্রয়ীর (Sales man এর) কোন্ কোন্ বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ থাকা দরকার। এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে লাগাইতে পারিলেই অনেক কাজ হইবে।

এখানে একটী কথা বলা দরকার। আমরা এযাবত বিক্রেতা অর্থাৎ Salesman কথাটী একটু উদার ভাবে ধরিয়াছি। দোকানে বসিয়া বসিয়া যিনি কোন জিনিস বিক্রয় করেন, তিনি বিক্রেতা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতা অপেক্ষা কতকটা যাহাকে বলে Counter clerk তাহার কাজই বেশী করেন। কেননা, এখানে তাঁহাকে ক্রেতার অনুসন্ধান করিতে হয় না; ক্রেতা আসিয়া তাঁহার নিকটই উপস্থিত হন, তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহার নিজের ব্যবহার, আলোচনা বা কার্য্য দ্বারা ক্রেতাকে কোনরূপ অসন্তুষ্ট না করা, তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু, আমরা যাহাদের কথা বলিতেছি, ইহারা অনেকাংশে অন্যজাতীয়। ইহারা কোনও কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবেন; নানা শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া ঐ ঐ কোম্পানীর মালকে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটী কথা বলার দরকার। এই প্রকার বিক্রেতাকে দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কাজেই তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে একটু যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। এমন পোষাক কেহই পরিতে বলিবে না, যাহাতে বাবুয়ানার চূড়ান্ত হইতে পারে; কিন্তু সেজন্য এমন পোষাকও পরিতে নাই যাহা দেখিতে বিশ্রী বা যাহা দেখিলে অপরের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইতে পারে।

দ্বিতীয় কথা. এই প্রকার বিক্রেতাকে সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান আন্দোলন ও বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সর্ব্বদা মোটামুটি জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়। এইজন্য তিনি অবশ্য অবসরমত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি পাঠ ত' করিবেনই, ইহা ছাড়া, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাগুলি পড়িয়া কি ব্যবসায়ে কি রাজনীতিতে কি সমাজনীতিতে কোন্ বিষয়ে আলোচনা কোন্ দিকে যাইতেছে, এই সমস্ত বুঝা দরকার। মোটামুটি এই জ্ঞান না থাকিলে, তিনি সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত মিশিয়া সর্ব্ববিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন না।

মিশুকে হইবার জন্য তাঁহাকে আরও একটী কাজ করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সকলের পক্ষে তত আবশ্যক নহে, কিন্তু যাঁহারা হইতে পারেন, তাঁহাদের কাজের সুবিধা হইবে। সেটা এই যে, তিনি যথাসাধ্য খেলাধুলায় যোগদান করিবেন। সেখানকার যতপ্রকার খেলা প্রচলিত আছে, তাহার যতটার মধ্যে সম্ভব মিশিয়া সেই সব ব্যাপারে যোগদান করা উচিত। খেলার মধ্য দিয়া যেমন নানাপ্রকার লোকের সহিত মিশিতে পারা যায়, এরূপ আর কোন বিষয়ে হয় না।

সর্ব্বোপরি কথা হইল, বিক্রেতাকে ভয়ানক রকমে অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। অধ্যবসায়ের কথা উঠিতেই সাধারণতঃ স্কটল্যাণ্ডের রবার্ট ব্রুসের কথা মনে পড়ে। রবার্ট ব্রুস বারবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া একদিন হতাশাস হইয়া একটী গুহার মধ্যে শুইয়াছিলেন। এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন একটি মাকড়সা উক্ত গুহার ছাদে উঠিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ না হইয়াও আবার উঠিবার চেষ্টা করিতেই কৃতকার্য্য হইল। ইহা দেখিয়া রবার্ট ব্রুসের মনেও আশার সঞ্চার হইল। তিনিও যুদ্ধে আর একবার চেষ্টা করিয়া জয়ী হইলেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে ব্রুসের অপেক্ষাও অনেক অধিক চেষ্টা করিতে হয়। চারিদিকে ভীষণ প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, নানাপ্রকার লোকের সহিত নানারূপ ব্যবহার করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে; কাজেই একবার, বা দুইবারে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে কি করিয়া? হাল শক্ত করিয়াই ধরিতে হইবে। কোন একটা জিনিষ লইয়া উপস্থিত হইলে, একদিন ফিরাইবে দুইদিন ফিরাইবে; দশ দিন ফিরাইতে পারে। কিন্তু এই দশ দিনের মধ্যেই হয়ত এমন একটা পরিবর্ত্তন আসিতে পারে যে, আগে যে মাল দিত, সে হয়ত ভাল ব্যবহার করিতেছে না; অথবা, আজই একটা মাল চাই, কিন্তু সে আসিতেছে না; তখন যাহার কাছে পাই, তাহার নিকট হইতেই নিলাম; অথবা, এমনও হওয়া অসম্ভব না যে এই ভদ্রলোক এতদিন ধরিয়া ঘুরিতেছে; আচ্ছা, দেখাই যাউক না এ কি রকম জিনিষ দিতেছে। এইরূপ যে কোন কারণেই হৌক, মাল একবার দিতে পারিলে এবং সেগুলির গুণাগুণ সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ না থাকিলে, ইহা মনে করা অসম্ভব নহে যে এইভাবে তিনি একটী বাঁধা খরিদ্দার যোগাড় করিলেন।

মোট কথা এই, যিনি চির উৎসাহময়, সদা-প্রফুল্ল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধীর মস্তিষ্ক ও কঠোর পরিশ্রমী তিনি চেষ্টা করিলে ব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারেন। কারণ ব্যবসায়ের জন্য অন্যান্য যাহা কিছু গুণ দরকার তাহা আপনা হইতেই আসিবে।

মুরগী জনন তত্ত্ব

নির্ব্বাচন।

উৎপাদনের কথা ছাড়িয়া দিলেও পাখীর নির্ব্বাচনে জাতির অনেক উৎকর্ষ ও উন্নতি হইতে পারে। এই নির্ব্বাচনে সাফল্য জাতির অদল-বদলে পরিদৃষ্ট হয়। এবং আধুনিক কলে breadingএ অসাধারণ উন্নতি এইরূপ অদল-বদলেই সম্ভব হইয়াছে।

যাঁহারা পুষিবার জন্য অথবা প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্য মোরগ ও মুরগী রাখিতে চাহেন, একজন অভিজ্ঞ লেখক (Isa tweed in "Poultry keeping in India") নিম্নলিখিত জাতি হইতে সেই সমস্ত পাখীর নির্ব্বাচন করিতে বলেন; ব্রহ্ম ২। কোচিন ৩। ল্যাংশন ৪। অর্পিংটন ৫। রক ৬। ওয়ান ডোট এবং ৯। সিল্কি। যদি ভাল ছানা ও লাভজনক পাখী রাখিবার উদ্দেশ্যে পোলট্রি খুলিতে চাহেন তাহা হইলে নিম্নলিখিত জাতি হইতে বাছাই করা উচিত: ১। ওয়ানডোট ২। ল্যাংশান ৩। অর্পিংটন ৪। রক ৫। সসেক্স ৬। ব্রহ্ম। উৎকৃষ্ট ডিম এবং পাখীর ব্যবসায় হইতে যাঁহারা লাভ উঠাইতে চাহেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত জাতি হইতে উপযুক্ত পাখী পাইতে পারেন ১। পয়ানডোট ২। অর্পিংটন ৩। ল্যাংশান ৪। রোড আইলাণ্ড রেড ৫। রক ৬। ব্রহ্ম এবং ৭। চট্টগ্রাম।

এক কথায় বলিতে গেলে এই সমস্ত পাখী সব বিষয়েই উপযুক্ত দেখা যায়:—

১। ল্যাংশান ২। অর্পিংটন ৩। ওয়ান ডোট ৪। চট্টগ্রাম ৫। রক ৬। ব্রহ্ম এবং ৭। রোড আইলাণ্ড রেড।

প্রাকৃতিক অদল বদল জীবনে ত' আছেই; কি ভাবে এই প্রাকৃতিক অদল বদলের এই অভিজ্ঞতা টুকু হইতে mating এর সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, যাহার ফলে সন্তান ও শাবকে স্বাস্থ্যবিষয়ক উৎকর্ষ ও উন্নতি দেখা যাইতে পারে তাহারও যথেষ্ট অনুশীলন হইতেছে। একেবারে নির্দ্দোষ পাখী প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল পাখীতে দোষের তুলনায় গুণ বেশী দৃষ্ট হয় সেই সব পাখীই বাচ্চা দিবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। একথাও দেখা দরকার যে পাখীগুলা যেন বীর্য্যসম্পন্ন এবং পরিপুষ্ট হয়। জন্মদাতা দোষ শূন্য হইলে সাধারণতঃ আশা করা যাইতে পারে যে বাচ্চাগুলিও উত্তরকালে শক্তিশালী ও সুপরিপুষ্ট হইবে।

এখানে একথা বলা দরকার, যদি মোরগ ও মুরগী গুণ সম্পন্ন হয় তাহা হইলে বাচ্চাগুলির মধ্যেও ঐ সমস্ত গুণ প্রকাশ পায়, এবং যদি উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে সেই দোষও বাচ্চাগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি গোড়ার ভিত ভাল হয়, এবং মোরগ ও মুরগীর নির্ব্বাচন সন্তোষজনক হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ বংশ উন্নত হইতে থাকিবে। আর যদি প্রত্যেক বংশে এইরূপ সাময়িক নির্ব্বাচন করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সেই জাতির মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে উৎকর্য দেখা দিবে।

সুতরাং নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ দৃষ্ট হয় না। অবশ্য এই নির্ব্বাচন তাড়াতাড়ি হইতে পারে না। ইহার প্রক্রিয়া মন্থরগতিতে হয়, এবং ফল বিলম্বে দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক যদি বংশের উন্নতি চিরস্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে ধীরে ধীরে, একটু একটু করিয়া এই উন্নতিটুকু আনিতে হইবে, এবং পরে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে। নির্ব্বাচন ব্যাপারে সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা খুবই দরকার।

উৎপাদনের তথ্য।

সাধারণতঃ লোকে এই জানে যে দুইটী বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন পাখীকে সম্মিলিত করাইলেই সহজেই ভাল শাবক ও ডিম পাওয়া যাইবে. যাঁহারা নূতন পোলট্রি খুলিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ সহজ প্রণালীর সন্ধান করিয়া পরে অকৃতকার্য্য ও বিফলমনোরথ হয়েন। অবশ্য যাঁহাদের একাযে হাত পাকা, তাঁহারাই এইটা বাছাই করিবার উপায় জ্ঞাত আছেন। তাঁহারা জানেন এ কায কতদূর ধৈর্য্য ও শ্রমসাপেক্ষ, এবং একাধিকবার বিফল হইলেও ইঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হয়েন না; পুনঃ পুনঃ চেষ্টার পর অবশেষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের কৃতসাফল্য হইবার একমাত্র গুপ্তমন্ত্র সমস্ত বিষয় সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা এবং পাখীদের জন্য অপরিসীম যত্ন লওয়া। বাছাই ব্যাপারে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিলে এবং পাখীদের প্রতি বিশেষ যত্ন দেখাইলে উৎপাদনের ফল সন্তোষজনক দর্শে। ইহার জন্য সময় এবং যথেষ্ট ধৈর্য্যের প্রয়োজন। পাখীদের একত্রিত করিবার সময় এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে যদি তাহাদের মধ্যে একটীও রোগ দৃষ্ট বা বলশূন্য হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে ছানাগুলির মধ্যেও ঐরূপ রোগ দৃষ্ট হইবে। সেই জন্য যে সমস্ত পাখী সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পরিপুষ্ট নয়, তাহাদিগকে পোলট্রি হইতে একেবারে সরাইয়া ফেলা উচিত।

ডিমপাড়িবার পাখী নির্ব্বাচন

পাখীর বাছাই করিবার সময় প্রথমে দেখা উচিত কি উদ্দেশ্যে পাখী রাখা হইতেছে—ডিমের জন্য বা মাংস সরবরাহ করিবার জন্য। যদি ডিমের জন্য মুরগী নির্ব্বাচন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত জাতের পাখী রাখাই দরকার: ১। লেগহর্ণ ২। মির্ণকা ৩। রোড আইল্যাণ্ড রেড ৪। ওয়ান ডোট ৫। অর্পিংটন এবং ৬। ল্যাংশান ইহাদের মধ্যে লেগহর্ণ ও মিনর্কা ডিম পাড়ে অনেক, এবং ইহাদেরও মধ্যে কয়েকটী জাত সব চেয়ে বড় বড় ডিম পাড়ে। অন্যান্য পাখীর ডিমও বড় এবং সংখ্যায় বেশী হয়। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে পাখী বড় হইলেই তাহার ডিম বড় হয় না।

যে সমস্ত মুরগীর মাংস ভাল হয়।

১। আর্সিল ২। চট্টগ্রাম ৩। ল্যাংশান ৪। ওয়ানডোট ৫। রক ৬ অর্পিংটন ৭। সসেক্স এবং ৮। রোর্ড আইনাণ্ড রেড।

শক্তিশালী পাখীর জাত

১। ব্রহ্ম ২। ল্যাংশান ৩। চট্টগ্রাম ৪। অর্পিংটন ৫। রক ৬। ওয়ানডোট ৭ সসেক্স ৮। কোচিন ৯। গেম এবং ১০। রোড আইল্যাণ্ড রেড।

খুব বড় এবং ভারি জাত।

১। ব্রহ্ম ২। ল্যাংশান ৩। অর্পিংটন ৪। রক ৫। চট্টগ্রাম ৬। ওয়ানডোট ৭। গেম ৮। কোচিন ৯। সাসক্স ১০। রোড আইল্যাণ্ড রেড।

মাঘ মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

বিলাতী সব্জী এখন যাহা ক্ষেতে আছে তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেতে চৈতে বেগুণ ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

লঙ্কার চাষের জন্য মাঠান ও উচ্চ জমি আবশ্যক। উন্মুক্ত ও রোদপিঠে জমিতে লঙ্কা ভাল জন্মে।

চারা বসাইবার পর যদি বৃষ্টির অভাব হয় তবে গাছে রীতিমত জল দিতে হয়। মাটি কঠিন হইয়া গেলে জমি কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গাছের ফল দেখা গেলে গাছের গোড়ায় বিট লবণ দিলে ফল বড় হয় এবং ফল অধিক হয়। গাছের গোড়ায় লবণ দিবার পর বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে ক্ষেতে জল সেচন করা উচিত, কারণ তাহা হইলে লবণ অচিরে গলিয়া গিয়া গাছের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি দশ সের লবণ লাগে। লবণের সহিত সম-পরিমাণে মাটী মিশাইয়া লওয়া উচিত।

লঙ্কার আবাদে জমি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব এক জমিতে বারংবার ইহার আবাদ করা ভাল নয়, কিন্তু যদি করিতে হয় তবে জমিতে উত্তমরূপ সার দিতে হইবে। খোয়ার ও গোয়াল বাড়ীর আবর্জ্জনা লঙ্কার জমির উত্তম সার।

বেগুন গাছ চারা অবস্থায় অনেক সময় নোণা লাগিয়া থাকে। ফলতঃ সেই সকল গাছের গোড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। নোণার লক্ষণ দেখা গেলে ভাঁটির চারিদিকে আইল বাঁধিয়া উত্তমরূপে প্রচুর জল সেচন করিতে হয়। মাটি শুকাইলেই মাটির উপরিভাগ নোণা ফুটিয়া উঠে। তেঁতুলের বা খইলের জল দিলে লবণ নষ্ট হইয়া থাকে। চুণের জলেও লবণ কাটিয়া যায় সত্য, কিন্তু চুণের ঝাঁজে গাছ মরিয়া যাইতে পারে, সুতরাং চুণ ব্যবহার না করাই ভাল।

বেগুন গাছে অনেক সময় পোকার আবির্ভাব হয়। হুকার জল বা ছাই ব্যবহারে উপকার না পাইলে 'লণ্ডন-পর্পল' নামক এক প্রকার বিলাতী ঔষধ দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে। অল্প ২।৪টি গাছ পোকা ধরিলে উহা তুলিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলাই ভাল।

আবার বেগুন গাছেই এক প্রকার পোকা জন্মে। প্রথমতঃ ডিম্বাবস্থায় উহা সবুজ থাকে, পরে কীটের বর্ণ পতঙ্গাবস্থায় ফিকে হয় ও মস্তক কাল রংএর হইয়া থাকে। পাতার নিম্নভাগে কীট আশ্রয় লইয়া ডিম প্রসব করে। গাছের পাতা কুঞ্চিত হইলেই বুঝিতে হইবে তাহা কীটাক্রান্ত হইয়াছে।

গাছে এই পোকা দেখা দিলেই অবিলম্বে সেই অংশটী গাছ লইতে ভাঙ্গিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তীব্র হুকার জলে এই পোকা নষ্ট হয়। ক্ষীণতেজ বা ফিকে 'কেরোসিন ইমল্‌সন' ছড়াইয়া দিলেও এই পোকা ধ্বংস করা যায়। এই পোকা বিনাশ না করিলে উহা শীঘ্রই ক্ষেতটীকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

শসা, করলা, তরমুজ প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমী তৈরী করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা কর্ত্তব্য। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

প্রচুর জল সেচন করা এবং মাটি খুলিয়া দেওয়া ভিন্ন ভুঁয়ে শসা বা চৈতে শসার বিশেষ কোন পাট নাই।

এক প্রকার লাল বর্ণের পতঙ্গ শসা গাছের পরম শত্রু। উহাদিগকে বিনাশ করার কোন উপায় নাই। তবে গাছের গোড়ায় ও পাতায় কাঠের ছাই দিলে তথায় পোকা মাকড় আর যায় না। গাছের গোড়ায় বা তলায় ধোঁয়া দিলে কিছু দিনের জন্য উহা তাড়ান যাইতে পারে। সপ্তাহে দুইদিন সন্ধ্যাকালে গাছের গোড়ায় এবং মাচার তলায় ঘুটে কিম্বা দোক্তা পাতার ধোঁয়া দিলে পাতায় ধোঁয়া গন্ধ হয়, সেজন্য ঐ পোকা সেদিকে ধাবিত হয় না। কচি ডগা ও কচি পাতাই ইহাদিগের আক্রমণের বিষয়, কিন্তু

সেগুলি ৫।৬ দিনের পুরাতন হইলে আর ভয়ের কারণ থাকে না। পাকা বা শক্ত পাতা উহারা স্পর্শ করে না। নূতন পাতা উঠিলেই তাহাতে কাঠের ছাই ছড়াইয়া দেওয়া কীট পতঙ্গ নিবারণের অতি উত্তম উপায়।

জোনাকি পোকা তরমুজ গাছের পরম শত্রু। গাছ জন্মিলেই এই পোকা আসিয়া জুটে। প্রথমতঃ ইহারা পাতা খায়, ক্রমে তাহারা গ্রন্থী হইতে কাণ্ড পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। তীব্র তামাক বা গন্ধকের গুড়া অথবা কাঠের ছাই গাছের গোড়া ও পাতার উপর ছড়াইয়া দিলে অনেক পরিমাণে ইহারা দমন থাকে। চারাগুলি যতদিন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় থাকে, ততদিন উহাদিগকে ভয় করিতে হয়। গাছগুলি কোন রকমে ৮।৯টী পাতাবিশিষ্ট হইয়া লতাইতে আরম্ভ হইলে আর তত ভয়ের কারণ থাকে না। দিনের মধ্যে দুই তিন বার উক্ত পোকাগুলি ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেও অনেক সুবিধা হয়।

প্রতি মাদায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সবল ও সুপুষ্ট গাছটী মাত্র রাখিয়া অপর গুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদায় একটীর অধিক গাছ কোন মতে রাখা উচিত নয়।

মাদায় পুষ্করিণীর পাক, গোয়াল বাড়ীর আবর্জ্জনা ও পোড়ামাটি দিয়া বীজ পুতিলে গাছের বিপুল তেজ হয় ও তাহাতে বিস্তর ফল ধরে।

মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। ক্ষেতে রসা থাকিলে আদৌ জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না।

খেঁড়ো, খরমুজ, ফুটি প্রভৃতির আবাদও তরমুজের ন্যায় এবং উহারও শত্রু (পোকা) ঐরূপে নষ্ট করিতে হয়।

ফলের বাগান

আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের এই সময় ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলগাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরে ও ফুল ঝড়িয়া যায় না।

আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোময়, ছাই ও পাক মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার।

আঙ্গুর গাছের গোড়া খুড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে তবে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ কাষ্ঠ আদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুণ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায় এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল বড় বড় গাছ পুতিবে সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোড়া মাটিগুলি কিছুদিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সাদা মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া খোড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিয়া রাখিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় এবং তাহাতে পোকা ধরে, সেইজন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র

সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে বৃষ্টি হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে তাহাতে এই মাসে সার দিবে।

আলু ও কপির জন্য এই সময় পলিমাটি দিয়া জমি তৈরী করিয়া রাখিবে।

এই মাস হইতে ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে।

মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলী রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিয়া এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎপন্ন হয়।

এই মাসের প্রথম ১৫ দিন পর হলুদ ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিয়া শুকাতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া নামাইয়া ফেলিবে। আধ-শুক্না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়।

চীনাবাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান

ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে।

বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্র-ভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন অষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্ক, ফ্লাক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করিবে, এবং শীত-কালের সজী যথা—গাজর, সালগম, লেটুস্ বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

হলিহক্, পিটুনিয়া, পিঙ্ক, ফ্লাক্স প্রভৃতি কতকগুলি মরসুমী ফুলের এখনও চারা বসাইয়া যত্ন করিলে উহাদের ফুল আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত থাকে। এই সকল গাছে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় উপরে ভালরূপ আবরণ দিয়া রৌদ্রাস্তে উহা অপসারিত করিতে হয়, সন্ধ্যাকালে গাছে প্রচুর জল দিতে হয়। মাটি সব সময় যাহাতে আর্দ্র থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।
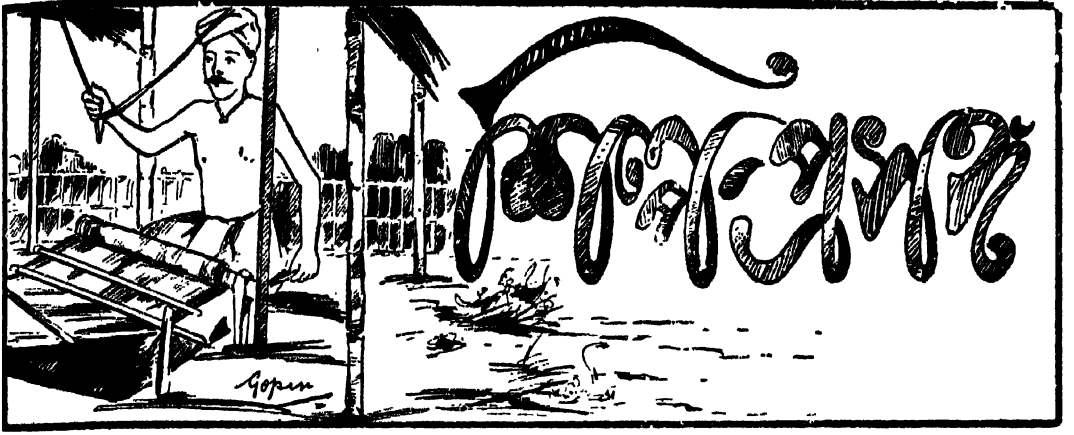
দেশীয় উপাদান হইতে রং প্রস্তুত প্রণালী।

(শ্রীসুবোধ কুমার নন্দী মজুমদার বিদ্যাবিনোদ)

অফুরন্ত শিল্প ভাণ্ডার এই আমাদের ভারত মাতার ক্রোড়ে, কত শত শত শিল্প তার হত-ভাগ্য সন্তানের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। বিলাস-প্রিয়, শ্রম-বিমুখ বাঙ্গালী আমরা কেবল আমাদের কলম বজায় রাখাই শ্রেয় মনে করি। আজ আমি দেশী রং শিল্প সম্বন্ধে এক লাভজনক ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিব।

আগে আমাদের এই দেশ হইতেই বিদেশের সর্ব্বত্র রং চালান যাইত। সে সময় যে রং শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল তা এখনও পুরাতন চিঠি পত্র প্রভৃতি আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়। আর এখন আমাদের বিদেশী রং নাহইলে এক মিনিটও চলে না। এখনও কিন্তু ভারতে এত অসংখ্য ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি আছে, যাহা দিয়া বস্ত্রাদি যে কোন সময়ে ইচ্ছামত যে কোন রং করা যায়। আজ আমি কয়েক রকম দেশীয় গাছ-গাছড়ার নাম বলিতেছি; তাহা হইতে যেসব রং পাওয়া যায় তাহা দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিলে যে লাভবান হওয়া যায়, তাহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

(১) দারু হরিদ্রা, কাঁঠাল কাঠ, শিউলী ফুল, পলাশ ফুল প্রভৃতি গাছ গাছড়া হইতে হলদে রং পাওয়া যায়। পলাশ ফুল ভিজান জলের সঙ্গে ক্ষার মিশ্রিত করিলে অতি সুন্দর লাল রং এবং ঐ ক্ষারযোগে শিউলী ফুল হইতে বাদামী রং এবং কমলার মত রংও পাওয়া যায়।

(২) বকম কাঠ হইতে সুন্দর বেগুনি ও লাল রং পাওয়া যায়। এই রং সূতী কাপড়ে স্থায়ী হয় না, কিন্তু রেশমী কাপড়ে বেশ পাকা হয়। অম্ল রস লাগিলে বেগুনি রং লাল হইয়া যায়, কিন্তু ক্ষার যোগে আবার বেগুনি রংয়ে পরিণত হয়। এক তোলা কাঠে একখানি কাপড় রঞ্জিত হয়। কাঠ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া জলের সঙ্গে জাল দিয়া কাথ তৈরী করিয়া কাপড় রং করিতে হয়।

(৩) মঞ্জিষ্ঠা এক প্রকার লতা। শুষ্ক অবস্থায়

ইহা মনিহারী দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা পাকা রং পাওয়া যায়। পাতা গুঁড়া করিয়া কাপড় সহ মাটীর পাত্রে সিদ্ধ করিলে কাপড়ে লাল রং হয়।

(৪) কুসুম ফুল হইতে সুতী কাপড়ে উজ্জ্বল গোলাপী রং হয়। এই রং পাকা নয়। প্রথমে এই ফুল জলে ভিজাইয়া এবং বার বার ধুইয়া হরিদ্রা অংশটুকু বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। পরে ফুলগুলি ক্ষার যোগে ভিজাইলে লাল রং পাওয়া যায়। উহাতে কাপড় ভিজাইয়া পরে তেঁতুল বা লেবুর রস দিলে রং পাকা হয়।

(৫) ডালিমের খোসা হইতে পাকা হরিদ্রা রং (দেখিতে পাকা ধানের মত) পাওয়া যায়।

(৬) শুক্‌না পেঁয়াজের খোসা হইতে খুব পাকা হরিদ্রা রং পাওয়া যায়। খুব গরম জলে পেঁয়াজের খোসা ভিজাইলে, গাঢ় ও উজ্জ্বল হরিদ্রা রং বাহির হয়। উহাতে পরিষ্কার কাপড় ভিজাইয়া পরে ফট্‌কিরির জলে কিছু সময় রাখিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলে গাঢ় পাকা হরিদ্রা রং হইয়া যাইবে।

(৭) গরাণছাল হইতে উত্তম গেরুয়া রং হয় এবং উহা খুব পাকা হয়। ছাল শুকাইয়া গুড়া করতঃ ব্যবহার করিতে হয়।

(৮) হরিদ্রা হইতে উজ্জ্বল বাসন্তী রং পাওয়া যায়। হরিদ্রার জলে চুণ মিশ্রিত করিলে লাল রং হয়। পরে তেঁতুল সিদ্ধ জল বা ফটকিরির জল মিশ্রিত করিলে সুন্দর বাসন্তী রং হয়। ইহার সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণে গোলাপী, সবুজ ও কাল রং পাওয়া যায়।

(৯) হীরাকষের জলে চুণ মিশ্রিত করিলে চাঁপা ফুলের মত রং হয়। কাপড় ভিজাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলে এই রং হয় এবং উহা খুব পাকা হয়।

(১০) কাল খয়ের দুই দিন ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জলে ধোপ দেওয়া কাপড় ভিজাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া আবার সোডার জলে ভিজাইলে ফিকে বাদামী রং, ও তুঁতের জলে ভিজাইলে ইটের মত রং, এবং হীরাকষের জলে ভিজাইলে গোলাপের মত রং হইবে। এই সব রং খুব পাকা হয়।

আজকাল চরকার সুতা ও খদ্দর কাপড়ের যে রকম প্রচলন হইয়াছে তাহাতে সুতা রং করিতে না পারিলে খদ্দরের জামার কাপড়ের চাহিদা কমিয়া যাইবে। সুতা রং করিতে না জানিলে তাঁতের কাজে খুবই অসুবিধা হইবে। এখন আমি সুতা রং করিবার নিয়ম বলিতেছি।

রং দুই রকম হয়, এক Direct colour দিয়ে রং করা হয়, আর একটী Acid colour দিয়ে রং করা হয়। Direct colour এর গোটা কতক নাম বলিতেছি (১) বেঞ্জোফাষ্টকারলেট (২) চিকাগো ব্লু (৩) ক্রিসোরিণ (৪) অক্সোমিন গ্রীন (৫) ডাইমিন গ্রীন (৬) ডাইমিন ব্রাউন (৭) কলম্বিয়া ব্ল্যাক (৮) ডাইমিন ব্ল্যাক (৯) কঙ্গোরেড (১০) ডাইমিন ব্ল্যাক (১১) ডাইমিন ব্লু (১২) বেঞ্জোস্ পারফিউম (১৩) ক্রিলোমিন ইয়োলো (১৪) ক্রিমুলিন ইয়োলো (১৫) কটন ইয়োলো (১৬) বেঞ্জোস্ কারলেট্ ইত্যাদি আরও অনেক প্রস্তুত কারকের বিভিন্ন রং পাওয়া যায়। Direct colour দিয়ে রং করিবার নিয়ম এই প্রকার :—

সুতা ৴১ এক সের—রং ৬ ছয় তোলা, সোডা এক তোলা, লবণ দশ তোলা জল আধ মণ। সোডা ও লবণ কখনও কখনও বেশী লাগে।

উপরোক্ত রং প্রথমতঃ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে সোডা ও লবণ ভালরূপ গুড়া করিয়া রং মিশ্রিত জলে মিশাইয়া, ঐ জলে রং করা সুতা পনর মিনিট সময় সিদ্ধ করিয়া পরে শুকাইলে রং খুব পাকা হয়। Direct colour ব্যবহার করিবার সময় এক সের সুতায় তিন তোলা সাবান দিয়া সিদ্ধ করিলে রং উজ্জ্বল হয়।

আর যদি রং ফিকা করিতে হয় তবে রং করিবার আগে সুতা ২০ ডিগ্রি টোয়াডেল কষ্টিক সোডা দিয়া ৩ তিন ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া পরে ১০ ডিগ্রি টোয়াডেল সালফিউরিক এসিডের জলে পনর মিনিট রাখিয়া ধুইয়া দিবেন। পরে উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী রং করিতে হয়।

উপরোক্ত Direct colour গুলির মধ্যে খয়ের রং নাই বলিয়া নীচে খয়ের রং করিবার নিয়ম দিলাম।

একসের সুতার জন্য প্রয়োজন—খয়ের ১।।০ হইতে তিন ছটাক, তুঁতিয়া দুই তোলা, পটাশ বাইক্রমেট দুই তোলা, সাবান তিন হইতে চারি তোলা, জল ।।০ মণ।

আগে খয়ের পিসিয়া গুড়া করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবেন, তার পর দিন তুঁতিয়া গুড়া করিয়া উহার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিবেন। পরে সুতা দিয়া আধ ঘণ্টা বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া পরে এক ঘণ্টা অল্প জলে গরম করিবেন ও সঙ্গে সঙ্গে নাড়িতে থাকিবেন। সেদিন ঐ অবস্থাতেই সেই জলে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়া দিবেন। পরদিন পটাশ বাইক্রমেট মিশ্রিত করিয়া আধ ঘণ্টা গরম করার পর নিংড়াইয়া রোদে শুষ্ক করিবেন।

সোণার গহণা রং করা

সোণার গহনা রং করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে জিনিসগুলি মিশ্রিত করিতে হইবে।

পটাসিয়াম নাইট্রেট এক ভাগ, লবণ ।।০ ভাগ, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ।০ ভাগ। নাইট্রেট ও লবণ ভাল করিয়া গুড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইবেন। তারপর একটী মাটীর ভাঁড় সামান্য গরম করিয়া গুড়াগুলি তাহাতে দিয়া একটী কাঠের চামচ দিয়া নাড়িতে হইবে। ২।৩ মিনিট পরে এসিড ও প্রায় এক আউন্স গরম জল ঢালিয়া দিবেন। তারপর যে পর্য্যন্ত না ফুটিয়া উঠে, সে পর্য্যন্ত ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবেন। জল ফুটিয়া উঠিলে অলঙ্কারগুলি একটী রূপার তারে বাঁধিয়া সেই ফুটন্ত সংমিশ্রণে ডুবাইয়া দিবেন। অবশ্য অলঙ্কারগুলি পূর্ব্বে সোডা দিয়া ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। এক মিনিট সময় ঐভাবে ডুবাইয়া রখিয়া তুলিয়া লইবেন, এবং গরম জলে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এই ভাবে ক্রমাগত ৭।৮ বার ডুবাইতে হইবে ও পরে তুলিয়া গরম জলে পরিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু ডুবাইবার আগে প্রতিবার এক আউন্স করিয়া গরম জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া দিবেন। পরে সংমিশ্রণটী ফুটিয়া উঠিলে তবে অলঙ্কারগুলি ডুবাইতে হইবে। ৭।৮ বার ডুবাইবার পর অলঙ্কারে রং ধরিবে। তারপর ভাল করিয়া গরম জলে ধুইয়া ফেলিবেন ও মুছিয়া লইয়া ব্যবহার করিবেন।

মেহাগ্নি ভার্ণিশ রং করা—

সীনভারাক আধ আউন্স, গঁদ ৩ ড্রাম, চাঁচ গালা আধ পাউণ্ড, স্পিরিট ২৭ আউন্স। এই কয়টী দ্রব্য মিশ্রিত করিতে প্রথমে স্পিরিট ভার্ণিশ তৈরী করিতে হয়। স্পিরিটে প্রথমে সীনভারাক গলাইয়া লইবেন। গঁদ গলিয়া গেলে পরে চাঁচ দিয়া গলাইবেন।

পরে ছাঁকিয়া লইবেন। এইরূপে ভার্ণিশে ৷৷৹ আধ আউন্স বিস্‌মার্ক ব্রাউন বা এক আউন্স ড্রাগলস্ ব্লাড্ মিশ্রিত করিলে রং খুব ভাল হইবে। যে দ্রব্য পালিশ করিতে হইবে, তাহা পালিসের আগে শিরিষ কাগজ দিয়া পালিস্ করিয়া উক্ত ভার্ণিশ ব্যবহার করিতে হইবে।

পিতলের দ্রব্য—

কাপড়ে বাই কার্ব্বনেট অব সোডা লাগাইয়া তদ্দ্বারা পিতলের দ্রব্যাদি মাজিলে উহা দেখিতে উজ্জল হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বস্ত্রাদি রং করিবার আগে এই কয়টী বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। যথা— (১) পরিষ্কার জল, (২) পাত্র—মাটীর পাত্র, পাথরের পাত্র বা কলাই করা বাসন হওয়া চাই, (৩) পরিষ্কার কাপড়।

এই বিষয়টি যেমন হইবে অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা, তেমন তার সঙ্গে এটি আরও হবে দেশের সেবা। সূতা রং করে যদি ব্যবসা করেন, তবে যে লাভবান হইবেন ইহা সত্য।

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিশ

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪৮১ ধারার বিধান অনুসারে এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, কি কি সর্ত্তে লোককে রেজেষ্টারীকৃত শকট চালাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে ১৮৯৯ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৫৫৯ (৫১) ধারা অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন যে সমস্ত উপনিয়ম করিয়াছেন তাহার মধ্যে ৮নং উপ-নিয়মটী তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন :—

"কোনও শকটে যে সকল বোঝা বহন করা হইবে, তাহা যথোচিত ভাবে বাঁধিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে সেই বোঝার কোনও অংশ শকট হইতে পড়িয়া যাইতে না পারে। বাঁশ, লোহার রেল পাইপ, কাঠ অথবা সেই প্রকার অন্যান্য জিনিষ, যাহা শকটের বাহিরে প্রলম্বিত হইয়া থাকে তদ্দারা বোঝাই করা শকটের তত্ত্বাবধানে অন্যূন তিনজন লোক রাখিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন সামনে থাকিয়া বোঝাটিকে চালাইয়া লইয়া যাইবে এবং অপর একজন পশ্চাতে থাকিবে এবং সন্ধ্যার পর এই প্রকার বোঝাই করা সমস্ত শকটের সঙ্গের লোকের প্রত্যেককে একটী করিয়া আলো লইয়া যাইতে হইবে ; এই সর্ত্তে যে সূর্য্যাস্তের অর্দ্ধঘণ্টা পর হইতে সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাল ব্যতীত যখনই কোন শকটের উপরিস্থিত বোঝা শকট দেহের পশ্চাৎভাগ হইতে চারি ফুটের অধিক বিস্তৃত থাকিবে তখনই এইরূপ বোঝার পশ্চাৎ দিকে এইরূপ ১২ ইঞ্চি প্রশস্ত একটি লাল নিশান বা চিহ্ন রাখিতে হইবে যেন তাহা সমস্ত সময়েই শকটের পশ্চাৎ দিক সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতে পারে, সূর্য্যাস্তের অর্দ্ধঘণ্টা পর হইতে সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রকার বোঝার পশ্চাতে এইরূপ শকটের অন্ততঃ দুইশত ফুট পশ্চাৎ হইতে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় এরূপ একটী লাল আলো রাখিতে হইবে।"

এই উপনিয়মের একটি ছাপান অনুলিপি বিনামূল্যে জনসাধারণকে দেখিতে দেওয়া হয়। ছুটি ব্যতীত যে কোন দিন মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে সেন্‌ট্রাল রেকর্ড কীপারের নিকট হইতে দুই আনা ফী প্রদান করিয়া ইহা ক্রয়ও করা যাইতে পারে।

প্রস্তাবিত উপনিয়মের বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকে তাহাকে ১৯৩৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে তাহা দাখিল করিতে হইবে। সেই তারিখের পর প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে আরও অগ্রসর হওয়া যাইবে।

জে, সি, মুখার্জ্জি
প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা

সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস—
১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ সাল।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুসারে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামূলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

পাকা গাঁট :—অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর গতকল্য অপেক্ষা ১৷০ শিলিং চড়া আসিয়াছিল। এখানে কোনও কারবার হয় নাই।

কাঁচা গাঁট :—X, L, R ৪৲ টাকা এবং L, R ৪॥০ দরে কিছু কিছু বিক্রয় হইয়াছে।

ফাটকা—অদ্য বাজার খোলার সময় মে'র দর ৩১॥৵০ ছিল, মাঝে ৩১৷০ হইয়া ৩১৷৵০ দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে।

নানাবিধ কোম্পানী

আগ্রা ইলেকট্রিক	১০৩৲ ডিঃ বাদ
বেরিলী"	১০৸০, ১১৲, ১১৷০ খুঃ ১১॥০ খুঃ
বেঙ্গল আয়রণ	৪॥০ ৪॥৵০
" ঐ (প্রেফ)	৮৲
" আসাম ষ্টিমসিপ	১৮০৲ ১৮১৲

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ৭০৲
„ টেলিফোন (অর্ডি নিউ ইস্যু) ১৪।০
বলরামপুর সুগার ১১৲ ১১।০

কয়লার খনি

নিউ বীরভূম ১২৲
রাণীগঞ্জ ৪১৲, ৪১।০

চা বাগান

আমলকী ৮৫॥০, ৮৫।৶০
বড়দিঘী ৫২৲, ৫২॥০
বাটেলী ৫॥০, ৫৸০, ৬৲, ৫॥৶০
বেতজান ২৭৲, ২৭।০
বিশ্বনাথ ২৯॥৶০, ২৯৸০, ৩০৲, ২৯৸৶০
বীরপাড়া ৩১৪৲, ৩১৬৲
দাফলাগড় ১৫৲
ইষ্টার্ণ কাছাড় ১২।০, ১২॥০
এলেনবাড়ী ৮।০, ৮॥০, ৮৶০
হাতীক্ষীরা ২২।০ খুঃ ২২৲

চাউল—

দাদখানি ৭॥০—৮॥০
বালাম পুরাতন ৩॥৶০—৪।০
পাটনাই পুরাতন ১৩৩৯ সালের ৩॥৶০, ৪।০
ঐ মাজা ১৩৩৯ সালের ৪।/০—৪৸০
আতপ ৪৲—৪।৶০
রেঙ্গুন আতপ সিঙ্গাপুরী ২॥০—৩।০
নাগরা পুরাতন ১৩৩৯ সালের —৩॥৴০
নূতন ১৩৪০ সালের ৩।৶০—৩॥০
বাকতুলসী ১৩৩৯ সালের ৪৸০—৫।৶০
পুরাতন মাজা ১৩৩৯ সালের ৫॥০—৬।০
রেঙ্গুন সিদ্ধ পাটনাই ১৩৪০ সালের ২॥৴০—৩৶০
কটকী ২।৶০—২॥০
সাদা মোটা ২৲—৩।/০

ঘৃত—

ভাদুয়া ৪৭॥০
শ্রীমার্কা ৫৪৲
খুর্জ্জা কোয়ালিটি ৪৬৲
দেশ লক্ষ্মী ৪২৲
খুর্জ্জা ব্রানড ৪৬৲
বান্দা ও সাগর ৪৬৲
ভারতী ৪৭৲

ময়দা—

১নং ৫॥০—৫॥৶০
২নং ৫।০—৫।৶০
৩নং ৪॥০—৫৶০

গুড়—

খেজুর গুড় নূতন ১০—১১৲
আকের গুড় (ভাঁড়ের) ৪৸০—৫৲

কেরোশিন—

হাতিমার্কা ৬৶০
হাঁস মার্কা নূতন টিন —৫।০
রাণীমার্কা ৪৸০

আটা—

আসল ঘি ৫৲—৫৶০
নকল ঘি ৪৸০—৪৸৴০
২নং ৪৸৶০—৫৲
৩নং ২৸০—২৸৶০
সুজি ৫।০—৫।৶০

চিনি—

দলুয়া শান্তিপুর ১৫৫
গৌড় ঐ ৭।৶০—৭।৫
দোবরা সুকচর ১৪॥০—১৫৲
কানপুর মাজা ১০৲—১০৶০
সাদা জাবা —১১।০
লাল জাসী ৮।/০—৯।/০
কানপুর পিটী —৮।৶০

সোনার দর—

পাকা সোণা	৩১৴০
বড়াল	৩১৵০
চিনাপাত	৩২।৶০

রূপার দর—

সিল ১০০ ভরি	৫৭৲
খুচরা ঐ	৫৭।০

মশলা—

সুপারি জাহাজী গোটা	৭৲, ৭॥০—৭৷৹০
কাটা	৭॥০—৭৷৵০
দেশী নূতন	১০॥০—১১॥৵০
পুরাতন লঙ্কা পাটনাই	১৩৲—১৪॥০
মরিচ নূতন	১৮৲
	৭৲—৭।৶০
হরিদ্রা	৬৲, ৬।০—৬॥০
ধনে	৬৷৵০—৭৲
জিরা	১৬॥০, ১৭৵০ ১৮৷৹০
মরিচ	১৮॥৵০—১৯॥৵০
মরিচ নূতন	১৮৲
সাবু	৭৲—৭৶০

গালা—

চাঁচ গালা (পাতলা)	২৩৲—২৭৲
চিরুণি গালা (মাটা)	১৭৲—২২৲
মধ্য	১২॥০—১৫৲
মোম	৩০৲—৩১॥০

লবণ—

১/মণ	২৵১০
১০০ বস্তা মায় খরচ সহ	২২৬॥০
করকচ	২৷৵০
সৈন্ধব	৩॥০

তৈল—

কাণপুর	১৩৲
ইলেকট্রিক	১১॥০
নাঃ কোচিন	১৩॥০—১৪৷৹০
১ রেড়ি তৈল	১০৷৹০
খইল সরিষার	১৶০—১।০
খইল রেড়ির	২।০—২।৴০

মিশ্রী— ১১॥০

কোং কাগজ

৩৲ সুদের কাগজ	৭৮।৵০
৩॥০ ,, ,,	৮১৵০
৪৲ ,, ,,	৯৪৲
৪॥০ ,, ,,	১০৩৲
৫৲ ,, ,,	১০৭॥০
৫॥০ ,, ,,	১১৩।৶০

ধাতু ও রং

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭৫৷৵০
তামার ইনগট	৩১৷৶০
সীসার বাট বি এম ছাপ	১১৶০
ঐ দেশীয়	১০॥৶০
এ্যান্টিমনি	২৪৶০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	৯৪৷৹০
পিতলের চাদর	৩৩৷৶০
পিতলের ছড়	৩৪।৴০
তামার চাদর	৪৫৶০
তামার ছড়	৪৮৷৶০
সীসার চাদর	১৬৷৹০
দস্তার টালি আমদানী	১৪।০
ঐ দেশীয়	১৩।০
সাদা দস্তা রং	২৯৶০
সাদা সীসা রং	২৬৶০
সবুজ রং	২২৷৹০
লাল রং	২১॥০
	প্রতি ড্রাম
তারপিন তৈল	১৮৷৵০
তিসির তৈল (পাকা)	৮॥৵০
ঐ (কাঁচা)	৮৶০
	প্রতি টন
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৭॥০
	প্রতি পিপা
ঐ আমদানী	১০৷৹০

আসামে আনারসের চাষ

[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত]

অধিকাংশ বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসামে সরকারী ও চা বাগানে চাকরী করিতে আসেন। কিন্তু এই প্রদেশে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে ধনোৎপাদিকা শক্তি নিহিত আছে, তাহার সুযোগ অতি অল্প বাঙ্গালীই লইয়াছেন। যে দুই চারি জন কৃতী পুরুষ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া কেবল যে নিজের আয়ের পথ সুগম করিয়াছেন তা নয়, পরন্তু অন্যকে হাতে হেতুড়ে কাজের ফল দেখাইয়া শিক্ষাপ্রদ হইয়াছেন। তাহার মধ্যে বরহাটের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সঙ্গে লেখকের যে কথোপকথন হয় নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

প্রঃ। আপনি কতদিন হইল আসামে আছেন এবং কিরূপ ভাবে এখানে আসিলেন?

উঃ। আমার মাদারীপুর সবডিভিসনে পালঙ্গে বাড়ী। ১৯০০ সালে ডিব্রুগড়ের নিকট বরহাট বাগানে ডাক্তারী চাকরী লইয়া আসি। নূতন নূতন চাকরীটা বড় করিয়া দেখিতাম। সেইজন্য প্রথম কয়েক বৎসর চাকরীর মোহেই কাটাইয়া দিই।

প্রঃ। আপনি যে আনারস চাষ করিয়া সম্পদশালী হইয়াছেন এই কাজে কিরূপে নামিলেন?

উঃ। বরহাট বাগানে ডাক্তারী করিবার সময় নলস্ নামে এক সাহেব ম্যানেজার ছিলেন। তখন বরহাটে রেলের ষ্টেশন ছিল না। সাহেব আমার উপর সদয় ছিলেন। তখন ষ্টেশন ও সাইডিং হইবার যোগাড় হইতেছিল। সাহেব আমাকে উপদেশ দেন, যে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ। কিন্তু আমি ইতস্ততঃ করি। সাহেব বলেন যে বাঙ্গালীরা এরূপ অন্ধ যে কৃষি ও ব্যবসায়ের সুযোগ সন্ধান একেবারেই দেখিতে পায় না। সাহেবের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্ররোচিত হইয়া আমি বরহাট ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী তিন খণ্ড জমি সরকার হইতে ইজারা লইলাম। প্রত্যেক খণ্ড ৪৯ বিঘা করিয়া ছিল। প্রথম বৎসর (১৯১৬ সালে) জঙ্গল কাটিয়া, জায়গা পরিষ্কার ও বাসোপযোগী ঘর দ্বার করিতে অধিকাংশ সময় ঘটিয়া গেল। তাহার পরের বৎসর ১২৫টা কলাগাছের চারা ও প্রায় এক বিঘা জমিতে বিদেশী বড় জাতের আনারসের তেউড় (sucker) আনাইয়া লাগাই। এই বৎসর প্রথম উদ্যমে আশানুরূপ ফল পাই নাই। কলা বিক্রয় করিয়া ৮৫৲ টাকা ও আনারস বিক্রয় করিয়া ৮০৲ টাকা পাই।

প্রঃ। প্রথম বৎসর আশানুরূপ ফল না হওয়ার কারণ বলিতে পারেন ?

উঃ। কারণ আর কিছুই নয়। মাসিক বার টাকা বেতনের এক মুহুরীর উপর চাষ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ঐ মুহুরী নিতান্তই অকর্ম্মণ্য ছিল। কাজ ভাল করিয়া পরিদর্শন করিত না। তাহা ছাড়া যেটুকু বুদ্ধি থাকিলে নিপুণতার সহিত মজুর খাটান যায় সেই বুদ্ধির বিশেষ অভাব ছিল। ঐ বৎসরই ১১৬৲ টাকা দিয়া এক জোড়া মহিষ ক্রয় করি। ধান চাষ করাইয়া প্রায় ২৬০৲ টাকার ধান বিক্রয় করি। মোদ্দা প্রথম বৎসরের কাজের ফল কোন দিকেই সন্তোষজনক হয় নাই।

প্রঃ। ইহাতে কি আপনি নিরাশ হইয়া চাষের কাজ ছাড়িয়া দেন?

উঃ! না। আমি বুঝিতে পারি যে কাজের গোড়ায় গলদ ছিল অকর্ম্মণ্য মুহুরী। অতএব দ্বিতীয় বৎসরে মুহুরীকে ছাড়াইয়া দিই। আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেশ হইতে আনাইয়া কাজে লাগাই। সে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে থাকে। এই বৎসরে ১৬০৲ টাকার কলা, ৩০০৲ টাকার আনারস এবং ৫০০৲ টাকার ধান বিক্রয় করি।

প্রঃ। আপনাকে জমীর খাজনা কত দিতে হইত ?

উঃ। বাৎসরিক ৭০৲ টাকা।

প্রঃ। আপনার ফল ও ফসল কোথায় বিক্রয় করিতেন।

উঃ। বরহাটেই বিক্রয় হইত। কিন্তু শীতকালে কেহ আনারস ক্রয় করিত না। অথচ শীতের সময় এক একটা আনারস ৬।৭ সের ওজনের হয়। তখন আমি অন্যত্র এইগুলি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলাম। আমার এক ভ্রাতা শ্রীমান্ ক্ষীরোদবন্ধু চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা পোর্ট কমিসনের আফিসে কাজ করিতেন। তাঁহার নিকট আটটা বড় বড় আনারস পাঠাইয়া দিয়া বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

প্রঃ। তিনি কিছু সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন কি ?

উঃ। ভায়া আনারসগুলি লইয়া হগ সাহেবের বাজারে ফলওয়ালাদের কাছে যাইতেই

সকলেই লইবার জন্য হড়াহুড়ি করে। এইরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আনারস যাহা তাহারা কখন চক্ষেও দেখে নাই। কোথা হইতে আসিল জানিবার জন্য উদগ্রীব হয়। এই সংসাদে আমি গোটা পঞ্চাশেক আনারস পাঠাইলাম। এই কটা আনারস বিক্রয় করিয়া খরচা বাদে নেট ৭০৲ টাকা পাইলাম।

প্রঃ। আচ্ছা এই যে কলিকাতায় যে সকল ফলের ব্যবসায়ী এত দাম দিয়া আপনার আনারস ক্রয় করে তাহারা কি বাঙ্গালী?

উঃ। না মহাশয়, তাহাদের মধ্যে এক-জনও বাঙ্গালী নাই। সবই পেশোয়ারী মুসলমান। এই পেশোয়ারী ফলওয়ালাদের মধ্যে বন্ধু বলিয়া একজন আমার ভ্রাতাকে নানারূপ আদর অপ্যায়নে সোল এজেন্সীর বন্দোবস্তের জন্য অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকেন।

প্রঃ। আপনি কি তাহাকেই আপনার কলিকাতার এজেন্ট নিযুক্ত করেন?

উঃ। আমি কাহারও সহিত এরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত করিতে নারাজ হই। যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দাম দেয় তাহাকেই বিক্রয় করি। এই প্রসঙ্গে পেশোয়ারীরা কিরূপ কষ্টসহিষ্ণু ও উদ্যমশীল তাহা একটী ঘটনা দ্বারা আসামের জঙ্গলে বসিয়া বুঝিতে পারি। একদিন সকাল বেলা হঠাৎ এক পেশোয়ারী বরহাট ষ্টেশনে হাজির হইয়া আমার নাম করিয়া আমার বাসস্থান খুঁজিতে থাকে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কারণ আমার ভ্রাতা আমার নাম ও ঠিকানা কাহাকে জানিতেও দেয় নাই। আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে কিরূপে জানিল? এই পেশোয়ারীটী আর একজন বড় পেশোয়ারী মহাজনের কর্ম্মচারী। বন্ধু যখন একচেটীয়া এজেন্সীর চেষ্টা করে তখন তাঁহার মহাজন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়ায়। সহজে আমার ঠিকানা না পাইয়া শিয়ালদহের পার্শ্বেল কেরাণীর নিকট প্রেরকের ঠিকানা বাহির করিয়া বরহাটে হাজির হয়। সেও আসিয়াছিল একচেটীয়া এজেন্সীর বন্দোবস্ত করিতে।

প্রঃ। আপনি কি এইরূপ বন্দোবস্ত তাহার সহিত করিলেন?

উঃ। না। কারণ পেশোয়ারিটী আমার অপরিচিত। তাহার কিরূপ অবস্থা আমার জানা ছিল না। আমি তাহাকে বলিলাম এই-রূপ এজেন্সী লইতে গেলে আমার নিকট হাজার টাকা অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে। সে বলিল, সঙ্গে অত টাকা নাই। অগত্যা সে সঙ্গে করিয়া ৬০৲ টাকা আনিয়াছিল সেই পরিমাণের আনারস লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যায়।

প্রঃ। আচ্ছা, আজকাল বৎসরে আপনার কত টাকা আনারস কলিকাতায় বিক্রয় হয়?

উঃ। প্রায় দুই হাজার টাকার। বৎসর তিনেক আগে এক বড়দিনের সময় এগার শত টাকার বিক্রয় হয়।

প্রঃ। শীতের দিনে এত দাম দিয়া আনারস কাহারা ক্রয় করে?

উঃ। আমার বোধ হয় অধিকাংশ বড়দিনে সাহেবদের ভেট দিবার জন্য বিক্রয় হয়।

প্রঃ। আজকাল ব্যবসা বাণিজ্যে চতুর্দ্দিকে যেরূপ মন্দা পড়িয়াছে তাহাতে আপনার কিছু মন্দা পড়িয়াছে কি?

উঃ। মোটেই নয়। বরঞ্চ এইবার কলিকাতার বাজারে আমার ভালই কাটতি হইতেছে। এটা জানিবেন যে ভাল, উপকারী ফলের চাহিদা কখনও কম হয় না।

প্রঃ। কলিকাতার বাজারে কিরূপ আনারসের দাম বেশী পাওয়া যায়? অর্থাৎ আয়তনে বড় ও সুমিষ্ট—না কেবল মাত্র সুমিষ্ট হওয়া চাই?

উঃ। আমার অভিজ্ঞতায় বুঝিতেছি যে কলিকাতার বাজারে কেবল সুমিষ্ট আনারসের দাম বেশী পাওয়া যায় না যেমন বড় আনারসে পাওয়া যায়। স্বাদ যাহাই হউক না কেন বড় আনারসের দাম খুব চড়া।

প্রঃ। এইরূপ বড় আনারস কি জমির গুণে ও আবহাওয়ার গুণে আপনা আপনি হয়—না কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

উঃ। বড় আনারস পাইতে গেলে ভাল জাতের তেউড় (sucker) লাগাইতে হয়। সর্ব্বদা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়। উপযুক্ত সার দিতে হয়। আর অনিষ্টকারী পোকা মাকড় যাহাতে ক্ষতি না করিতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়।

প্রঃ। আপনি কি সার দেন?

উঃ। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এমোফোস কে ২নং (Amophos k No 2) সার প্রয়োগ করিলে আনারস খুব বড় হয়।

প্রঃ। জঙ্গল পরিষ্কার ও সার দেওয়া ছাড়া আর কিছু করিতে হয়?

উঃ। আমি দেখিয়াছি প্রত্যেক ৪।৫ বৎসর অন্তর নূতন সাকার (sucker) লাগাইয়া transplantation করা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা ফল degenrate করে।

প্রঃ। বিঘা পিছু কত ফল পান?

উঃ। প্রায় চার পাঁচ শত।

প্রঃ। বরহাটে প্রত্যেকটা ফল কত দামে বিক্রয় করেন?

উঃ। আনারস প্রতি গড়ে ছয় আনা দাম। অবশ্য কলিকাতায় উহার চার পাঁচ গুণ দামে বিক্রয় হয়। পাঠান ও প্যাকিংএ প্রায় ৮।১০ আনা খরচ পড়ে।

প্রঃ। পাঠান ও প্যাকিং ইত্যাদির খরচ কে দেয়?

উঃ। এই সকল খরচ সমস্তই পেশোয়ারী মহাজনেরা দেয়। কোন আনারস পথে চুরি গেলে সে সকল লোকসান কলিকাতার মহাজনদের বহন করিতে হয়। অবশ্য চুরি কিম্বা নষ্ট একেবারে হয় না বলিলেও চলে।

প্রঃ। আপনার আনারস এতদূর পর্য্যন্ত যে না পচিয়া ভাল অবস্থায় যায় তাহার কারণ কি?

উঃ। খুব সাবধানে অর্দ্ধপক্ক সবুজ অবস্থায় প্যাকিং করিতে হয়। আমি পূর্ব্বে ঝুড়িতে করিয়া পাঠাইতাম। তাহাতে কিছু দাগী হইয়া যাইত। সেই জন্য কলিকাতার মহাজনেরা বাক্স করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করে। বাক্স এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে একটা ফলের গায়ে আর একটা ফল না লাগে। তাহারা আনারসের মাথা ও বোটাশুদ্ধ চায়। আমি দেখিয়াছিলাম যে আনারস গাছে বাড়িবার সময় উহার Crown ট্যারচা করিয়া কাটিয়া দিলে আয়তনে বাড়ে; সেইজন্য আমি এইরূপ করিতাম। কয়েক বৎসর পরে দেখা গেল যে ইহাতে ফলের ভিতর একপ্রকার Disease হইয়া কালো দাগ পড়ে। Crown কাটা বন্ধ করিয়া দিবার পর এই Disease অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে যে উপরের ছালে সামান্য মাত্র Sunspotted হয় সেইরূপ আনারস মহাজনেরা পছন্দ করে না।

প্রঃ। আচ্ছা, কলিকাতা ছাড়া আপনার

আনারস ভারতের আর কোন স্থানে গিয়াছে কি না?

উঃ। হাঁ A. B. Railway'র agent সাহেবের কাছে জানিতে পারিয়া সেখানকার সাহেবদের জন্য নৈনিতাল পর্য্যন্ত গিয়াছে।

প্রঃ। আনারস ছাড়া আর কোন চাষ আপনার আছে?

উঃ। আনারস হইতে বাৎসরিক কলিকাতা এবং local sale লইয়া প্রায় তিন হাজার টাকা পাই। ইহা ছাড়া ধান বিক্রয় করিয়া হাজার বার শত টাকা আসে।

প্রঃ। আগে যাহা বলিলেন তাহাতে অনুমান আপনার ১৫০ বিঘা জমি। এই জমি হইতে এত টাকা পান?

উঃ। না, ক্রমশঃ আমার প্রায় বার শত বিঘা জমি হইয়াছে। সরকারী খাজনাও অনেক বাড়িয়াছে; এখন বাৎসরিক আমি ৮০০৲ টাকা খাজনা দিই।

প্রঃ। আনারস, কলা ও ধান ব্যতীত অন্যান্য কোন রূপ ফল ও ফসলের চেষ্টা করিয়াছেন?

উঃ। হাঁ। আমি কমলালেবুর জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। দেখিলাম, এই স্থানে উহা সুবিধাজনক নয়।

প্রঃ। আপনার দৃষ্টান্তে আর কেহ কি আনারস চাষের চেষ্টা করিয়াছেন?

উঃ। অনেকেই আমার নিকট তেউড় (Sucker) লইয়া রোপণ করেন। কিন্তু আমার ন্যায় ফলাইতে পারেন নাই।

প্রঃ। কেন বলিতে পারেন?

উঃ। জঙ্গল পরিষ্কার করিতে, পোকা-মাকড়ের সঙ্গে যুঝিতে, সময়মত উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিতে যতটা পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতা দরকার সেই সকলের বিলক্ষণ অভাব বশতঃ।

প্রঃ। আমরা দেখিতে পাই যে আপার আসামে মজুরের অভাবে সময় মত কৃষির বড়ই ক্ষতি হয়। আপনি কি যথেষ্ট পরিমাণে মজুর পান?

উঃ। আমি মজুরদের কেবল ঠিকাভাবে রোজ হাজিরায় কাজ করাই না। আমার মজুরদের দুই বিঘা করিয়া চাষের জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি। তাহারা তাহাদের নিজের কাজ করিয়া দরকারের সময় আমার কাজ করে। ইহাতে আমার মজুরের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। আমাদের নিজেদেরও মজুরদের সঙ্গে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করিতে হয়। আমার এক ভ্রাতা এই কাজে একরূপ প্রাণ দিয়াছে। আর এক ভ্রাতা যানে প্রাণে কাজে লাগিয়াই আছে। অর্থাৎ কেবলমাত্র মজুরের উপর নির্ভর করিলে চলে না। নিজেদেরও মজুরের সঙ্গে তাহাদের অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। জানেন কি, কৃষি ব্যাপারটা হইতেছে কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ। তাহার উপর রৌদ্র, ঝড় ঝাপটা ত' লাগিয়াই আছে। আমাদের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে এতটা কষ্ট সহ্য করিতে নারাজ বলিয়া এইরূপ কার্য্যে সহজে নামিতে চায় না। এমন কি, অনেকে এইরূপ পরিশ্রমকে হেয় জ্ঞানে বিদ্রূপ করেন। প্রথম প্রথম আমাকেও অনেকে চাষা ডাক্তার বলিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিয়াছে। তবে আজকাল একটু হাওয়া বদ্‌লাইয়াছে।

প্রঃ। আর একটা আবশ্যক তথ্য আপনার কাছ হইতে লওয়া হয় নাই। আপনি কলি-

কাতার ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য ল'ন—না মাল বেচিয়া তাহারা আপনাকে টাকা পাঠায় ?

উঃ। আমি বিনা অগ্রিমে প্রায়ই মাল দিই না। তবে দুই একজন হগ সাহেবের বাজারের পেশোয়ারী মহাজনকে মাঝে মাঝে বিনা অগ্রিমে দিই। কারণ তাহাদের সঙ্গে অনেকদিন কারবার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি তাহারা যথার্থ কারবারী ও সৎ ব্যক্তি। অনেক সময় এই সব মহাজনেরা আপনা আপনি ২।১ শত টাকা ডাকে পাঠায়। বৎসরের শেষে হিসাব নিকাশ দিই।

প্রঃ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে এই পেশোয়ারী মহাজনেরা বেশ সৎ ও businesslike.

উঃ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেবল মাত্র businesslike যে তাহা নয়, বেশ শিষ্টাচারী। এইটাই আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হয় যে কলিকাতা বাঙ্গালার রাজধানী, সেখানে হাজার হাজার বাঙ্গালী ফল ক্রয় করেন। অথচ পেশোয়ারীদের ন্যায় এ কাজেও উদ্যমশীল, সৎ বাঙ্গালী ব্যাপারীর সন্ধান পাই নাই।

প্রঃ। আপনি কি ভাবেন বাঙ্গালী ব্যাপারী আপনাকে অগ্রিম টাকা দিয়া সকল risk সমেত আপানার নিকট ফল লইত ?

উঃ। বোধ হয় না। কারণ এইখানেই ত' বাঙ্গালীর গোড়ায় গলদ। কারবার জিনিষটা বার আনা বিশ্বাসের (credit) উপর নির্ভর করে। অথচ আমরা অধিকাংশ স্থলে বিশ্বাস করি না কিম্বা বিশ্বাস রাখি না।

অজীর্ণ-জন্য বমীতে—

পুদিনার পাতা

গুজরাটি এলাচ

বিট্‌ লবণ

সমভাগে বাটিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে অজীর্ণ-জন্য বমি ভাল হয়।

অম্লপিত্ত শূলে।—শতমূলী গাছের মূল আমলকীর সহিত বাটিয়া খাইলে অম্লপিত্ত ভাল হয়।

আমলকীর গুঁড়া ঘৃতের সহিত খাইলে পরিণাম শূল ভাল হয়।

শিশুদের সর্দ্দি-জ্বরে—শিশুর সর্দ্দি ও জ্বরের মত হইলে ও বুকে সর্দ্দি বসিলে তাহার ঔষধি। রামতুলসীর পাতার রস শামুকে ভরিয়া গরম করিয়া সন্ধ্যার সময় খাওয়াইলে ভাল হইবে।

দন্তরোগে—হিজলের ছাল গুঁড়া করিয়া উহার দ্বারা দন্তধাবন করিলে দাঁতনড়া ও দন্তরোগ ভাল হয়।

গাঁটবাতের ঔষধ—কণকধুতুরার পাতার রসে সোরা মিলাইয়া গরম করিয়া সর্ব্বাঙ্গে গাঁটে গাঁটে বেদনায় মালিশ করিয়া দিবে। তিন দিনেই ভাল হইবে।

প্রস্রাবের ঔষধ

কলেরা ও অতিরিক্ত উদরাময় রোগে যখন প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় তখন যদি কতকগুলি পাথরকুচির পাতা বাটিয়া একটু সোরার সহিত মিশাইয়া তলপেটে প্রলেপ দেওয়া যায় তাহা হইলে সহজেই প্রস্রাব হইয়া থাকে।

পালাজ্বরের ঔষধ

দুইদিন অন্তর পালাজ্বরে—বকপুষ্প গাছের ছাল, অনন্তমূল, গোক্ষুর বীজ, হরীতকীর শাঁস প্রত্যেকটী আধতোলা মাত্রায় লইয়া বেশ করিয়া থেঁতো করিয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে পালাজ্বর ভাল হইয়া থাকে। এক সপ্তাহ নিয়মিত সেবন করিলে পুনরায় জ্বর হয় না।

হাজার ঔষধ

পায়ের বা হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে জল লাগিয়া 'হাজা' বা ঘা হইলে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘৃতে পেঁয়াজ (কাটা) ভাজিয়া তাহাতে তুঁতে গুঁড়া করিয়া দিলে ফেণা উঠিবে, তাহা লাগাইলে অতি সহজেই আরোগ্য লাভ করা যায়। এই টোটকা ঔষধ ব্যবহার করিলে পুনরায় 'হাজা' হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আশু প্রতিকারের

নিমিত্ত rect. spirit ব্যবহার করিলেও ফল পাওয়া যাইতে পারে।

চুলকানির ঔষধ

নিম ও কাঁচা হলুদ একত্রে পিষিয়া চুলকানি স্থানে লাগাইয়া এক ঘণ্টা রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে হইবে, তৎপরে উত্তমরূপে জল দ্বারা ধৌত করিতে হইবে। ইহাতে চুলকানি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারিয়া যায়।

স্বরভঙ্গের ঔষধ

(১) কতকগুলি কচি কুলগাছের পাতা একটু সৈন্ধব লবণ সহ মিশাইয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে স্বরভঙ্গ সারিয়া যায়।

(২) সমান ভাগে হরিতকী ও পিপুলের গুঁড়া একটু খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া কিছু সময় মুখে ধারণ করিলে স্বরভঙ্গে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দানাওয়ালা সাবান

দানাওয়ালা সাবান তৈয়ারী করিতে প্রাধানতঃ দুইটী প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। একটীর ইংরাজী নাম Saponification (সাবানে রূপান্তরিত হওয়া) অপরটী দানা হওয়া (Granulation)। সাধারণতঃ এইজন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিতে হয়। এবং দানা বাঁধাইতে হইলে সাবান যিনি তৈয়ারী করিতেছেন, তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ নিপুণ হইতে হয়।

আজকাল এ বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা হইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে জ্বাল দিতে যে সময় সাধারণতঃ লাগিবার কথা, তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময় জ্বাল দিলেও সাবান তৈয়ারী হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে দেখান হইবে যে সাবানের দানা বাঁধিবার জন্যও যে অনেকক্ষণ জ্বাল দিতে হয়, তাহাও না করিয়া পারা যায়। তবে এজন্য একটু বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

সাধারণতঃ কি করিতে হয়, তাহাই দেখা যাউক। সাবান তৈরীর সকল মসলা মিশাইয়া জ্বাল দিতে দিতে যখন ঠিক সাবানটা তৈরি হয় তখন সেটা তরল অবস্থায় থাকে এবং তাহার সহিত অনেক ক্ষার জল ও অন্যান্য মিশ্রিত দ্রব্য মিশান থাকে। সাবানটাকে অন্যান্য জিনিসের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হয়; এইপ্রণালীকেই দানা বাঁধিবার প্রণালী বলা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ খাঁটি সাবানটা মটর দানার মত দানা বাঁধিয়া যে সমস্ত ক্ষারজল থাকে তাহা হইতে পৃথক হইয়া নীচে পড়িতে থাকে। পরে এই দানাগুলি একত্রিত হইয়াই একটী সাবানের

জ্যালা তৈরি করে। এই দানাগুলিকে আরও ঘনীভূত করিয়া উহার মধ্যে যাহা কিছু অপরিষ্কার বা ধুইয়া যাইতে পারে, এই রকম কোন দ্রব্য থাকে অথবা যা একটু আধটু সোডার জল থাকে সেই সকল বাহির করিয়া ফেলিতে হয়।

লবণের ব্যবহার

ক্ষারজল হইতে সাবান পৃথক করিয়া লইবার নিমিত্ত সাধারণতঃ লবণ মিশাইতে হয়। আমরা বাড়ীতে যে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই শুক্না বা গলান অবস্থায় ক্ষার জলের মধ্যে মিশাইয়া দিতে হয়। লবণের পরিবর্ত্তে অন্য ক্ষারজল মিশাইলেও চলিতে পারে। এইভাবে লবণই মিশান হৌক কি ক্ষারজলই (Caustic lye) দেওয়া হউক, তাহাকে কয়েক-ঘণ্টা ধরিয়া অনবরত জ্বাল দিতে হয়। প্রথম সাবানটা এইভাবে বাহির হইবে তাহার দানা মিহি কি মোটা হইবে তাহা নির্ভর করে, যে পরিমাণ লবণ বা কষ্টিক মিশান হয়, তাহার উপর। যদি লবণ বা কষ্টিক কম দেওয়া হয় তাহা হইলে সাবানের দানাগুলি পাত্‌লা হইয়া যাইবে; আর যদি বেশী দেওয়া হয়, তাহা হইলে দানা বেশ পুরু হইবে।

কেবল পরিমাণ নহে, লবণ বা ক্ষার জল যে অনুসারে ঘন হয় (Density) তাহার উপর কিন্তু অনেক বিষয় নির্ভর করে। দানা যখন সুক্ষ্ম বা পাতলা হয়, লবণ বা ক্ষার জলের ঘনত্ব তখন প্রথম অবস্থায় কম থাকিবে, কিন্তু জ্বাল দিতে দিতে উহা ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু মোটা দানার সাবান হইলে ঐ জলটা প্রথমেই খুব ঘন থাকিবে এবং জ্বাল দিতে দিতে সর্ব্বোচ্চ ঘনত্ব অতি শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তারপর দানা সুক্ষ্ম করিতে হইলে জ্বালও অনেক-ক্ষণ ধরিয়া দিতে হয়; পরে দানা ধরাইতেও যথেষ্ট সময় লাগে। কাজেই ইতিমধ্যে একটা সুবিধা এই হয় যে যাহা কিছু চর্ব্বি বা তেল সাবানে পরিণত হইতে বাকী থাকে, এই অবসরে তাহাও সাবান হইয়া যায় বা অন্য কোন বাজে রং থাকিলে তাহাও দূর হইয়া যায়। এই চিকন দানার সাবানের একটা বিশেষত্ব এই যে, পরে যখন সাবান বাহির হয়, তখন তাহা দেখিতে সুন্দর হয়। কিন্তু এই দানা করিবার সময় যদি এই গোলাটাকেই অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দেওয়া যায়, তাহাতেই আবার মোটা দানার সাবান তৈরারী হইবে; কিন্তু অসুবিধা এই যে, তাহাতে মোটা দানার সাবানের যে সকল উপযোগিতা, তাহা বর্ত্তমান থাকে না। যদি সাবানের চাক্‌চিক্যের উপর বিশেষ নির্ভর না করিতে হয়, তাহা হইলে মোটা দানার সাবান এবং পাত্‌লা দানার সাবান তৈয়ারী করা না করা বিচার করিতে হয়—খরচের হিসাব দিয়া।

দানা বাঁধান

কাপড় কাচিবার ভাল সাবান তৈয়ারী করিতে হইলে সমস্ত মসলা জ্বালের পর সাবান তৈয়ারী হইয়া গেলে (অর্থাৎ Soponification শেষ হইলে), একবার দানা বাঁধাইলে চলে না, বার বার দানা বাঁধাইতে হয়।

দানার নমুনা যে সকল সময়েই এক রকম থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। প্রত্যেক বারের দানা বাঁধান কাজটা যত তাড়াতাড়ি এবং যতদূর সম্ভব নিঃশেষমত হয়, ততই ভাল। এই সকল ক্ষেত্রে মোটা দানা বাঁধানই ভাল। ইহার প্রত্যেক বারেই সাবান বেশ জ্যালাপাকান

অবস্থায় পাওয়া যাইবে। সর্ব্বশেষ যখন দানা বাঁধিতে হয়, তখন সাধারণতঃ এই ড্যালা পাকান সাবানকে পুনরায় গলাইয়া ফেলিয়া লবণ বা কষ্টীক সোডা দিয়া সাবান কাটিয়া বাহির করিতে হয়। সাবান কাটিয়া বাহির করিবার সময় কড়াটাকে মৃদু জ্বালের উপর রাখিয়া দিতে হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফেণাটা জমে এবং কাটিয়া যায়, ততক্ষণই জ্বাল দিতে হয়। এই সমস্ত কাজ করিতে যথেষ্ট সময় লাগে, অনেক জ্বালানি কাঠ খরচ করিতে হয় এবং সাবান তৈরি কাজে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ লোকের সর্ব্বদা উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

সহজ প্রণালী

পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে, এই যে সময় ও পরিশ্রম লাগে তাহা অনেক কমান যায়, যদি ফেণাটাকে ঠিকমত চালনা করা হয়। যদিও দানা বাঁধিবার সময় এই ফেণাটা বেশী হয়, কিন্তু দেখা গিয়াছে, ফেণাটা বেশী জমে দানা বাঁধাইবার জন্য যে লবণ বা ক্ষার-জল ব্যবহার করিতে হয় তাহার ঘণত্বের (Densityর) উপর। এই জলটা যত বেশী ঘণ হইবে, ফেণাও তত কম হইবে। এই জন্য সাবান-টাকে এমন একটা জিনিসে গলাইয়া দিতে হইবে, যাহার ঘণত্ব 'অপ্টিমাম ডেন্সিটি, (Optimum Density) অপেক্ষা সামান্য বেশী। এই জিনিসটাকে পরে আবার গলাইয়া সাধারণ ঘণ অবস্থায় আনিতে হয়। বেশী ঘণ জিনিসটাতে মিশাইবার সুবিধা এই যে প্রথম আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ফেণা খুব বেশী জমিতে পারে না অথচ দানা সহজে বাঁধিয়া যায়।

নুন অথবা কষ্টিক সোডা (Caustic Soda) অথবা নুন এবং কষ্টিক্ সোডা দুই-ই বেশী করিয়া জলে মিশাইয়া একটা কড়াইর মধ্যে লইতে হয়। এই মিশ্রিত জলের ঘণত্ব ঘরের যে তাপ আছে, সেই তাপে প্রায় ১·২ হওয়া উচিত। এখন এই জল টাকে গরম করিতে হয়। ইহার মধ্যে সাবান মিশাইতে হয়। সাবানটা যদি শক্ত হয়, তাহা হইলে ছোট ছোট টুকরা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে হইবে, আর যদি নুন মিশান থাকে, তাহা হইলে, একটু গরম করিয়া দিতে হয়। ইহার পর জ্বাল দিতে হয়; দিতে দিতে জলটা যাহাতে একেবারে শুকাইয়া না যায়, এই জন্য খুব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জল পাত্‌লা ধারায় ঢালিয়া দিতে হয়। জল কতটুকু দিতে হইবে সেই বিষয়ে একটু সাবধান হইতে হয়। যদি সাবানটা শুক্‌নো হয় তাহা হইলে জল এমনভাবে দিতে হয়, যাহাতে সবটা গুলিয়া যায়। আর যদি সাবানে আগে হইতেই জল থাকে, তাহা হইলে আবশ্যক না হইলে আর জল মিশাইতে নাই।

এ ছাড়া, যদি সাবানটা আগে হইতেই জল-যুক্ত থাকে, তাহা হইলে শুক্‌নো নুন এবং বিনা জলে কাজ আরম্ভ করিতে হয়। এই রকম ক্ষেত্রে এই তরল সাবান অল্প পরিমাণ একটা কড়াইতে নিয়া গরম করিতে হয়, নুনটা পরে ছিটাইয়া মিশাইয়া দিতে হয়। সাবান যেমন গলিতে থাকিবে তেমনি আবার সাবান মিশাইতে হয়। নুন আর দেওয়া দরকার কি না তাহা হিসাব করিতে হয়, প্রথমবারে যত নুন দেওয়া হইয়াছে সেই অনুসারে। প্রথম বারেই যদি নুন বেশী দেওয়া থাকে, তাহা হইলে নুন আর মিশাইবার আবশ্যক নাই। আর সাবানটা যদি জলীয় অবস্থায় থাকে, তাহা হইলেও নুন মিশান সম্পর্কে একটু সাবধান

হইতে হয়। এখন এই জলীয় অবস্থাটা যে কি রকমের হইবে, তাহার কোন হিসাব নাই; কাজেই নুন মিশাইতে হইবে কি না সে সম্পর্কেও কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম করা যায় না। ইহা হিসাব করিতে হয় সাবানের নমুনা ও যে জলটার মধ্যে গলান হইতেছে তাহার ঘণত্বের হিসাব করিয়া।

যদি সাবান শুক্‌নো হয় তাহা হইলে ত' ক্ষারজল মিশাইতে হইবে, আর যদি সাবান জলীয় অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে ক্ষারজল বাহির হইবে। এই ক্ষারজল যদি ঠিক হিসাব মত দেওয়া যায়, তাহা হইলে সাবানটা গলিয়া গিয়া পরে যে দানা পাকাইবে, তাহার মধ্যে আর কোন রকমের ফেণা হইবে না। জাল দিতে দিতে প্রথম অবস্থায়ই সুন্দর সাবান দেখা দিবে, আর যে গোলা জলটা থাকিবে, তাহাতে চুণ বা ক্ষারের নমুনা থাকিবে না; সুন্দর নির্ম্মল জলেরই নমুনা হইয়া উঠিবে। যদি কোন ফেণা উঠে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে গলাইবার ক্ষারজল উপযুক্ত পরিমাণ হয় নাই। আগে হইতেই এই বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। ক্ষারজল যত বেশী ঘণ হইবে তাহার উপর সাবান ভালমন্দ বেশী নির্ভর করে। কাজেই আগে হইতেই সাবধান হইতে হয়। যদি বা একান্ত দেখা যায় যে ফেণা কাটিতেছে, তাহা হইলে খানিকটা শুক্‌নো নুন মিশাইয়া বেশ একটু তাড়াতাড়ি করিয়া জাল দিতে হয়।

সাবান গলিয়া যখন উপরে ভাসিতে থাকে, তখন তাহা আঙ্গুলে লইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। চাপ দিলেই বুঝা যাইবে কি নমুনার দানা তৈয়ারী হইতেছে। প্রথম অবস্থায় সাবানটা তাড়াতাড়ি শুকাইবে, শক্ত হইবে এবং সহজেই ভাঙ্গিতে চাহিবে, ইহাকে আরও একটু নরম করিতে হয়। বেশ পাত্‌লা ধারায় জল ঢালিয়া দিলেই এই কাজটা হইতে পারে। এইভাবে জল ঢালিতে থাকিলেই যতক্ষণ সিদ্ধ হইতে থাকে, ততক্ষণের মধ্যেই দানাগুলি নরম হইতে থাকে। জল মিশাইতে কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। যদি জল বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে সাবানের দানাগুলি একেবারে গলিয়া গিয়া সমস্ত শ্রম পণ্ড করিতে পারে। একটা কথা আছে; দানাগুলি গলিয়া যাইবার আগে ফেণা না হইয়াই পারে না। কাজেই জল মিশাইতে মিশাইতে যখন দেখিবে যে ফেণা হইয়া উঠিতেছে তখনই জল মিশান বন্ধ করিয়া একটু জোরে জাল দিতে হইবে এবং যতক্ষণ না ফেণাগুলি চলিয়া যায়, ততক্ষণ এই জোরেই জালটা চালাইতে হয়। একটু পরেই দেখা যাইবে, বেশ সুন্দর সাবান হইয়াছে: সাবান নীচে দানা দানা জমিয়াছে; উপরে পরিষ্কার জল উঠিতেছে; আর কোন ফেণা জমে নাই। তখন জাল একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া, কড়াটা ঐ অবস্থাতে রাখিয়া দিবে; কোন রকম নাড়াচাড়া করিতে নাই। সাবান যদি বেশী থাকে, তাহা হইলে, অনেকক্ষণ বিশ্রাম দিতে হয়, আর সাবান যদি অল্প পরিমাণ হয় তাহা হইলে হয়ত ১৫ মিনিট রাখিলেই চলিতে পারে। অর্থাৎ দেখিতে হইবে যে টগ্‌বগ্‌ করা একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সাবানটা থিতাইয়া পড়িয়াছে আর জলটা বেশ উপরে উঠিয়াছে কিনা। ভাল করিয়া থিতান হইয়া গেলে কোন নমুনা করিতে হইলে সেই অনুসারে ফ্রেমের মধ্যে ঢালিতে হয়, আর না হয় ত ড্যালা পাকাইতে হইলে মাটীর বাসনে ঢালিয়া দিতে হয়।

যে প্রণালী বলা হইল, ইহা অনেক বিষয়ে সময় ও খরচের দিক দিয়া সুবিধাজনক সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ে সাবধান হইতে হয় এবং কতকগুলি বিষয় আগে হইতে জানা থাকার দরকার। সেগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) এই প্রণালীর মূল কথা হইল—অল্প সময়ে সাধারণ ভাবে জ্বাল দেওয়া;—কাজেই ক্ষার জলের মধ্যে যদি কোন প্রকার চর্ব্বি সাবান হয় নাই এরূপ অবস্থায় (Unsaponified State এ) থাকে, তাহা আর সাবানে পরিণত হইবার আশা নাই। এই প্রণালী সাধারণতঃ সর্ব্বশেষ প্রণালী, কাজেই যখন সাবান ঠিকমত হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ thoroughly Saponified soap) তখনই এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

(খ) দ্বিতীয় কথা, এই প্রণালীতে সাবান একেবারে গলিয়া যায় না। ফলে অন্য কোন রং থাকিলে, তাহাও কিন্তু শেষ হইয়া যায় না। কাজেই এই প্রণালী অবলম্বন করিবার আগে ধুইয়া যাইতে পারে এরূপ রং, কি অন্যান্য যে সকল বাজে উপাদান (Impurities) সাবানের সহিত থাকিবার সম্ভাবনা, সেই সমস্ত জিনিষ খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ, সেই সকল জিনিস হইতে মুক্ত করিয়া পরে এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

এই প্রণালী অবলম্বন করিবার কতকগুলি সুযোগও আছে :—

(১) প্রথমতঃ ড্যালা সাবানকে নমুনা মত করিয়া ঢালিবার জন্য গলাইবার এই পন্থা সহজ ও অল্প সময়ে হইয়া থাকে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এই প্রণালী অবলম্বনে কোন ফেণা তৈয়ারি হয় না; কাজেই ফেণার দরুণ যে কতকটা সাবান নষ্ট হইয়া যায়, এক্ষেত্রে তাহা হয় না। কড়া হইতে যে পরিমাণ দ্রব্য ফর্ম্মায় ঢালিবার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহার পরিমাণ এই প্রণালীতে অনেক বেশী হয়। সাধারণ প্রণালীতে ইহা অপেক্ষা অনেক কম হয়।

(৩) সাবানকে গলান হয় না, বলিয়া কড়াতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী সাবান ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাজেই একই জ্বালানি কাষ্ঠ ও অন্যান্য খরচে বেশী পরিমাণ সাবান প্রস্তুত হয়। এই ভাবে সাবান তৈয়ারীর খরচা অনেক কমিয়া যায়।

বীমা ব্যাপারীর বিড়ম্বনা

চন্দ্রগুপ্ত, ১ম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্যের—প্যারডি

[শ্রীধীরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম এ,]

মহারাজ নন্দ ও সভাসদগণ আসীন

(চাণক্যের প্রবেশ)

চাণক্য। মহারাজ!

নন্দ। কে তুমি?

চাণক্য। 'আমি agent'।

নন্দ। তুমি এখানে এ সময়ে কেন?

চাণক্য। মহারাজ। আমি আপনার অবশ্যম্ভাবী শ্রাদ্ধের সংস্থান কর্ত্তে এসেছি,—যেচে আসি নি।

নন্দ। তোমাকেই বা কে যেচে আনতে গিয়েছিল agent?

চাণক্য। তোমার লাখ টাকার Estate।

নন্দ। Estate ডেকে থাকে, দেওয়ানের কাছে যাও।

চাণক্য। তোমার শ্যালক আমার অপমান করেছে।

নন্দ। অপমান করেছে, তা হয়েছে কি agent, মগধের মহারাজের শ্যালক।

(বাচালের প্রবেশ)

বাচাল। আমায় তুমি সহজ লোক ঠাওরাও? আমার শালা লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাঁ হাত; আমার জামাই white horseএর salesman; আমার ভাগ্নে Tollygunj Raceএর Book-maker; আর আমি স্বয়ং যেরা জান বাইজীর tout। তুমি এখানে এসেছ insure কর্ত্তে, agent?

নন্দ। যাও, এখানে আমরা agentএর বক্তৃতা শুনতে আসিনি।

চাণক্য। না, তা শুনবে কেন? Agent আজ সে agent নেই। তাই রাজা মহারাজাও তার carএ চেপে, তার চা কেক ধ্বংস করে তারই উপর চোখ রাঙ্গায়। সে tact যদি আজ agentএর থাকত ত' তাকে তোমার সম্মুখে prospectus হাতে দেখে, তুমি ঐখানে সিংহাসন শুদ্ধ Parker নিয়ে বসে যেতে form

fill-up কর্ত্তে! কিন্তু সে tact একেবারে লুপ্ত হয় নি জেনো।

বাচাল। দেখি agentএর tactটা, আর তুমি এই toutএর tactও একবার দেখ।

চাণক্য। দেখবে, মহারাজ, তুমিও দেখবে যদি এর প্রতিবিধান না কর!

নন্দ। কি! তুমি আমার pocket pick করে premium নিয়ে পালাবে Vagabond, বেরোও এখান থেকে—

চাণক্য। Insurance agent, কাণ পেতে শোন! Prospect বলছে agentকে বেরোও এখান থেকে—তবু স্ত্রী divorce suit আনছে না—পুত্র pistol তুলছে না—কন্যা courtএ case রুজু করছে না—সব স্থির! কি আশ্চর্য্য!

নন্দ। গলায় হাত দিয়ে বের করে দাও ত—

চাণক্য। Insurance Companies দেউলে হও, Agent জড়ের মত খাড়া হয়ে আর দেখছ কি? জগতের বিদ্রূপ হয়ে ঐ কার্য্যের জন্য দ্বারে দ্বারে case মেগে মেগে বেড়াতে তোমার লজ্জা করছে না? পারত শঠো, Bankএ Cheque কাট, cutlet বৃষ্টি করে, premium advance করে, proposal সই করে নাও। আর তা যদি না পার ত' ওরে ক্ষুদ্র, ওরে ঘৃণিত, ওরে worthless, ওরে মহত্বের parody, আর officeএ মুখ দেখিও না, agency ছেড়ে দাও।

নন্দ। আমরা কি এখানে পাগলের প্রলাপ শুনতে এসেছি? বাচাল, একে বার করে দাও।

বাচাল। (চাণক্যের Valise ছিঁড়িয়া) বেরিয়ে যা loafer—

চাণক্য। কি! হাঁ যাচ্ছি—যাচ্ছি—তবে যাবার আগে বলে যাই, এই depression time এ এই tactless agent এর প্রতাপ একবার দেখবে! ৫০,০০০৲ টাকার case না করি ত' আমি Table Chair Companyর agent নই! তোমার life insure করে তবে এই valise সারব—এই প্রতিজ্ঞা করে গেলাম, মনে থাকে যেন মহারাজ! আর ভবিষ্যদ্বাণী করে যাই, একদিন এই agentএর parlourএ তোমার জানু পেতে parley দিতে হবে claim ভিক্ষা করতে। সেইদিন দেখবে আবার এই agent এর tact, agentএর patience, agentএর perseverance, agentএর persuasive eloquence, agentএর magnetic personality।

(Agentএর clean পলায়ন।

জীবন বীমা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমাদের দেশে জীবন বীমার প্রচার ও প্রসার খুব সম্প্রতি হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম শতাব্দীতে মাত্র দুই একটী বিলাতী কোম্পানী ভারতে জীবন বীমা কাজে নিযুক্ত ছিল। দেশীয় অনুষ্ঠান মোটেই দেখা যাইত না। ঐ ইংরাজ কোম্পানীগুলিও ভারতবাসীর আচার ব্যবহার বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার মাপকাটীতে খুব স্বাস্থ্যজনক বিবেচনা করিত না বলিয়া ভারতবাসীর জীবন বীমা করিত অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে প্রীমিয়ম লইয়া। তখন এমনি দিন

ছিল ঐটুকু ইংরাজ সংসর্গ পাইলে ভারতবাসী নিজেকে ধন্য মনে করিত, এবং ঐরূপ উচ্চহারে জীবন বীমা করাইয়া কৃতার্থও মনে করিত।

ব্যক্তিগত সঞ্চয় উদ্দেশ্যে জীবন বীমা করা যে খুব বাঞ্ছনীয়, ক্রমে ক্রমে জন সাধারণের মনে একথা প্রচার হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতকে যে কয়েকটী অভিনব পরিকল্পনা ও আইডিয়া (ideas) দান করিয়াছে তাহার মধ্যে সঞ্চয়ের এই প্রশস্ত ও সুবিধাজনক পন্থা এক প্রধান দান। আমরা যে এ বিষয়ে পাশ্চাত্য জগতের নিকট ঋণী এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। বিশ্বসমাজে মানুষের গতিবিধি আধুনিক কালে এরূপ সহজসাধ্য হওয়াতে সমস্ত মানব জাতিই পরস্পরের নিকট নানাভাবে ঋণী। পণ্যদ্রব্যের লেন-দেন ত' হইতেছেই, তাহা ছাড়া সাহিত্য ও অনুভাবনাও এক জাতি, এক ভাষা হইতে অন্যান্য জাতির নিকট অনায়াসে পৌছিতেছে। ভারতের প্রজাতিহাস যুগের যে সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুভাবনা আজ জগতের মধ্যে প্রচার হইতেছে সেজন্য সমগ্র জগত ভারতের নিকট চিরকাল ধন্য থাকিবে। সুতরাং আধুনিক সভ্যতার নিকট হইতে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি বা পাইতেছি, তাহার জন্য কোনরূপ লজ্জিত না হইয়া বরং তাহার সদ্ব্যবহার করাই আমাদের উচিত.

যাহা হউক, গত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই আমাদের দেশে বীমার সন্তোষজনক প্রচার হইতেছে। সেই সময় হইতে দেশীয় অনুষ্ঠানের স্থাপনা আরম্ভ হয়। কিন্তু তথাপি এ সঞ্চয়ের পরিমাণ ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে এত কম যে অন্যান্য সভ্যদেশ ও সভ্যজাতির সহিত তাহার তুলনাই হয় না। তথাপি বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যেরূপ কাজের পরিমাণ ছিল, উপস্থিত তাহা অপেক্ষা প্রায় ২৫ গুণ কার্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা যে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা বলা বাহুল্য। জীবন বীমার প্রসার কার্য্যে ভারতবর্ষ কত পিছাইয়া আছে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

দেশের নাম।	আনুমানিক লোকসংখ্যা :	মোট বীমার পরিমাণ (ক্রোড় টাকায়)
সংযুক্ত দেশ (U S. A.)	১২ কোটি	২৭,০০০
বিলাত (U. K.)	৪.৫ „	৩,০০০
ক্যানাডা (Canada)	১.৫ „	১,৫০০
জাপান	৬ „	১,০০০
জার্ম্মাণী	৬ „	৭০০
ফরাসী দেশ	৪ „	৪০০
ইতালী	৪.৫ „	১৫০
অষ্ট্রেলিয়া	১ „	৬০০
সুইজার্ল্যাণ্ড	১২ „	২০০
ভারতবর্ষ	৩৫ „	৬৩

আমাদের দেশের লোকসংখ্যা খুব বেশী হইলেও বীমার প্রসার সকলে সভ্যদেশের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ দেশে শিক্ষার অভাব এবং অভূতপূর্ব্ব দৈন্য। দেশের অর্থাভাবের কথা মানব সমাজের চিত্তকে আকুল করিয়া দিয়াছে। আহার নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই, দেশে চিরন্তন দুর্ভিক্ষ, ভারতের এ দুঃখের গাথা সকলেরই মনকে অভিভূত করিয়াছে। যেখানে অন্নের সংস্থান নাই, সেখানে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্য কোথা হইতে অর্থ আসিবে? অথচ এই দেশের শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ের এবং কৃষির শ্রীবৃদ্ধির কত সুবিধা

ও অবকাশ রহিয়াছে? ইহা ছাড়া শিক্ষার অভাবের জন্যও দেশের শ্রী ফিরাইতে পারা যাইতেছে না। আমাদের দেশে শতকরা মাত্র ৮ জন পড়িতে পারে। Literacy হিসাবে ভারতকে এখনও অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইবে।

এই শিক্ষার অভাব আছে বলিয়াই সঞ্চয়ের প্রতি এখনও জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষিত হয় নাই। মানবজীবনে সঞ্চয়ই (thrift) যে শ্রীবৃদ্ধির প্রধান উপায় তাহা এখনও আমরা যথেষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আর একটা প্রধান কারণ সঞ্চয়ের পন্থাও দেশের মধ্যে এতদিন ভাল করিয়া প্রচার পায় নাই।

উপার্জ্জন করিতে পারিলেই মানুষ খরচ করিতে চায়। এবং খরচের অনেকাংশ অপব্যয়েও যায়। এই অপব্যয় এবং অপচয় দূর করিবার প্রধান উপায় জীবন-বীমা। বাস্তবিক বলিতে গেলে জীবন-বীমার অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ এই অপব্যয় নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই অবস্থিত। তাহারা জনসাধারণের মনে দায়িত্ব জ্ঞান ও আত্মসম্মানের ভাব আনয়ন করাইয়া শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্যাপৃত। এ যে কত বড় সেবার আদর্শ তাহা সামান্য চিন্তাদ্বারা আপনিই অনুভব হইবে।

ব্যক্তিগতভাবে জীবন-বীমার উপকারিতা অতুলনীয়। ভাবের ভাষায় বলিতে গেলে জীবন-

বীমা যেন আগামীকল্যের জীবন-সংগ্রামকে আজই পরাজিত করিয়া সুখ ও শান্তির দ্বারা, স্বস্তি দ্বারা পরিপুষ্টি আনয়ন করে। বর্ত্তমানে সভ্যতা যতই প্রসার পাইতেছে সেই সঙ্গে ভবিষ্যত সঞ্চয়ের ভাবনাও লোক সমাজে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ভবিষ্যত সঞ্চয়ের পুষ্টি সাধনা করিতে পারে একমাত্র জীবন-বীমা।

আমাদের পৌরাণিক যুগের যে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক আদর্শ ছিল, ক্রমশঃ তাহা এই বর্ত্তমান সভ্যতার সংঘর্ষনে লোপ পাইতেছে। এখন বস্তুতন্ত্রতার ধারা আসিয়া সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলিতেছে। ত্যাগের আধুনিক অর্থ সঞ্চয় ও সদ্ব্যয়। পূর্ব্বকালে সঞ্চয় কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত কোন ভাবেই কাহারো উপকারে আসিত না; আজ কিন্তু এই সঞ্চয়ের দ্বারাই সামাজিক ও জাতিগত প্রতিষ্ঠা আনা যায়। কারণ, এখন সঞ্চয় যেরূপ ব্যাপক ভাবে হয়, তাহার ব্যয়ও হয় ব্যাপকভাবে সামাজিক উন্নতি ও উৎকর্ষে। পাশ্চাত্য জগতে আজ যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে ঐ সঞ্চয়ের আদর্শ। শিক্ষার প্রসার, শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যের প্রচার, মানব-জীবনে সুষ্ঠু আনিয়াছে এই সঞ্চয়ের দ্বারা। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক লোক সমাজে সাম্য ও সৌহৃদ্য আনিয়াছে এই সঞ্চয়ের বাণী।

আধুনিক যুগের চিন্তাশীল সাহিত্যিক ও লেখকগণ এই আশা করেন যে এই সঞ্চয়ের আদর্শ যখন পূর্ণ পরিপুষ্টি পাইবে, তখন এই বিশ্ব হইতে অনাহার, অর্থাভাব ও দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশবাসীগণকেও আত্মবিশ্বাস দ্বারা সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। অর্থ ই এখন বল। আধুনিক যুগে আর ইহাকে অনর্থ বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায় না। যাহার যাহা সাধ্য সঞ্চয় করিতেই হইবে। এবং এই সঞ্চয় নিজের বাক্সে করিলে চলিবে না তাহাতে প্রথমতঃ অর্থের পরিপুষ্টি ত হইবেই না; অধিকন্তু অপব্যয়ের প্রলোভন এবং চুরি হইয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে। সেইজন্যই বীমা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি। বীমায় আর একটী মহোপকার দৃষ্ট হয়। ব্যক্তিগত হিসাবে যদি যথেষ্ট সঞ্চয় না-ও হয়, তাহা হইলেও উত্তরাধিকারিগণ স্বাবলম্বনের জন্য অঙ্গীকৃত মূল্য পান। এত সুবিধা আর কোনরূপ অনুষ্ঠানে দৃষ্ট হয় না।

জুয়াচুরির কাহিনী

আম্বালা হইতে একটী মজার জুয়াচুরীর সংবাদ জানা গিয়াছে। রামমোহন ব্যানার্জ্জী নামে একটী লোক, বয়স ২৫ বৎসর, এলাহাবাদে থাকে। ১৯৩২ সনের মে মাসে সে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স্ সোসাইটীর এলাহাবাদ শাখা অফিস হইতে ১০ হাজার টাকা করিয়া চারিটী (মোট ৪০ হাজার টাকার) পলিসি ক্রয় করে। তাহার মৃত্যুর পর ঐ টাকা তাহার ভ্রাতা ভারত মোহন ব্যানার্জ্জীকে দিবার কথা থাকে।

ইহার প্রায় তিন মাস পরে এই রামমোহন ব্যানার্জ্জি আম্বালা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে আসিয়া তাহার মাতার সহিত প্রায় পনর দিন থাকে। কয়েকদিন পরে, আম্বালার কাছে সাহাবাদে গিয়া সে নিজেকে ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। সেখানে পৌছিবার দিন চারির মধ্যেই সংবাদ হয়, তাহার ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে এবং সেই রোগেই মারা যায়।

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভারতমোহন রাম-মোহনের মৃত্যু সম্পর্কীয় দুইখানি ডাক্তারী সার্টিফিকেট ও সাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির একখানি শবদাহের সার্টিফিকেট উপস্থাপিত

করে। এইগুলি দেখাইয়া সে আম্বালার শীতল প্রসাদ জৈন নামক এক ভদ্রলোকের নিকট তিনখানি পলিসি বিক্রয় করে। একখানি পলিসি সময় মত টাকা না দিতে পারায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই পলিসি তিনখানি নাকি ৮,০০০৲ টাকায় কিনিয়া শীতল প্রসাদ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট ৩০,০০০৲ টাকা দাবী করেন। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কিন্তু ব্যাপারটাকে অত সহজে যাইতে দিতে পারিল না। তাঁহারা পুলিসের আশ্রয় নিলেন; গোলাম রসুল নামক একজন গুপ্তচর নিযুক্ত হইল। ছয় মাস অনুসন্ধানের ফলে উপরোক্ত গোলাম রসুল মথুরার কাছে বৃন্দাবনে ব্রিজিন্দ্রনাথ নামে একটী স্কুলের শিক্ষককে গত ২রা মে ধরিয়া ফেলেন। উক্ত গুপ্তচরের মতে এই ব্রিজিন্দ্রনাথই সেই ডাঃ রামমোহন। আসলে ডাক্তার মারাই যায় নাই।

ভারতমোহন ও তাহাদের অন্যান্য দুই ভাইও ঐ ব্রিজিন্দ্রনাথের সাথে নাকি ছিল। ইহাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া মথুরা জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

এদিকে শীতল প্রসাদও কিন্তু ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর নামে ৩০,০০০৲ টাকা নগদ ও সুদ অন্যান্য খরচা বাবদ ২,০০০৲ টাকা দাবীর এক দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন।

বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

নীরদকালী দাসী নাম্নী জনৈকা পর্দ্দানশীন মহিলার পক্ষে এডভোকেট মিঃ সি সি বরাল, অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গপূর্ব্বক ৪,৫০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিবার এক অভিযোগ আনয়ন করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ছয় বৎসর পূর্ব্বে নীরদকালী বিধবা হয়। তাঁহার স্বামী উইল করিয়া তাহাকে কয়েক হাজার টাকা গভর্ণমেণ্ট নোট ও বেঙ্গল কেমিকেলের একশত অংশ তাহাকে দান করিয়া যান। সে এ সম্পত্তি সুদসহ এতদিন ভোগ করিয়া আসিতেছিল।

সম্প্রতি প্রথম আসামী তাহার ছোট জামাতা আসিয়া বলে যে, সে তাহার পক্ষে ঐ টাকার সুদ ও অংশের টাকা আদায় করিবে। দরখাস্তকারিণী আসামীর কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐ সব কাগজ-পত্র তাহাকে প্রদান করে। আসামী ঐ সব কাগজপত্র ফেরৎ না দেওয়ায় তাহার মনে সন্দেহ হয় এবং তাহাকে টাকার জন্য তাগিদ করে। অতঃপর তাহাকে এটর্ণির চিঠি দেওয়া হয়।

ইহার পর আসামীর স্ত্রী আসিয়া তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অন্যান্য লোকের সম্মুখে ঐসব কাগজের বিপরীত দিকে আঙ্গুলের ছাপ লয়।

দরখাস্তকারিণী এই সব ঘটনা তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট আসিয়া বলিলে তাহারা আসামীদের বাড়ীতে যায়; কিন্তু আসামীগণ তাহাদিগকে গালাগালি করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারী করিবার আদেশ দেন এবং ঐ সব কাগজপত্রের জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করেন।

জাল মুদ্রা রাখিবার অভিযোগ

৪টী মেকী টাকা রাখিবার অপরাধে জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এইচ কে দে রফিক আমেদকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে আরও তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামী ৪টী মেকী টাকা জোড়াসাঁকো কোনও পোদ্দারের দোকানে ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করে। পোদ্দারের সন্দেহ হওয়ায় আসামীকে পুলিসের হাতে দেয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৪০ { ১১শ সংখ্যা

দোকান সাজাইবার প্রণালী

একথা আজকাল বোধ হয় কতকটা বলা চলে যে বাঙ্গালী—বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু—এখন ব্যবসায়মুখী হইয়াছে। চাকুরীর অভাবেই হউক, বহুকাল ধরিয়া আন্দোলনের পরিণামেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এই কথাটা এখন বেশ উপলব্ধি হইয়াছে যে "যেমন তেমন চাকুরী এখন আর ঘী ভাত নাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া না খাটিলে আর উপায় নাই। এই ভাবেই ব্যবসায়ের জন্য কতকাংশে বাঙ্গালী যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু, ব্যবসায় উন্নততর প্রণালীতে চালাইতে যে সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহা প্রকৃতপক্ষে এখনো সম্যক্ ধারণা সকলের হয় নাই। দোকান কি ভাবে সাজাইতে হয়, এই জ্ঞানটাও এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সেই সম্বন্ধেই দুই চারিটী কাজের কথা আমরা এই নিবন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব।

টাকা দিয়া মাল কিনিয়া আনিয়া দোকানে রাখিয়া দিলেই হয় না। টাকা থাকিলেই বাজার হইতে মাল কেনা যায়; কিন্তু মাল সাজাইবার ও গুছাইবার উপর বিক্রয় অনেক পরিমাণে

নির্ভর করে। দোকানে মাল বেশী না থাকিতে পারে, কিন্তু সেইগুলিই এমন ভাবে সাজান যাইতে পারে যে সহজেই ক্রেতার মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। ক্রেতাকে আকর্ষণ করাই দোকানদারের উদ্দেশ্য। খরিদ্দার টানিতে না পারিলে, দোকান করিয়া কি লাভ হইবে? কাজেই সাজাইবার প্রণালী দোকানের একটী প্রথম ও প্রধান কৌশল।

কাজেই দেখিতে হইবে দোকানটী যেন এমন যায়গায় হয় যাহার ভিত্ খুব উচ্চ না হয়। খরিদ্দারকে দোকানে ঢুকিতেই যদি লম্বা এক ধাপ সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাই খরিদ্দারের একটা কষ্টের বিষয় হয়। দ্বিতীয়তঃ ভিত্ যদি উচুতে থাকে, তাহা হইলে দোকান সাজাইয়া আর রাস্তার লোককে সহজে দেখান চলে না। দোকানের সাজ দেখিতে উপরে এক ধাপ সিঁড়ি দিয়া উঠিতে কেহ যায় না, ইহা সোজা কথা। অবশ্য এ সকল কথা হইতেছে, সাধারণ দশটা দোকানের বিষয়। যে সকল বিষয়ের জন্য অফিসের দরকার হয় বা যাহাদের দোকানের এমন কোন বিশেষত্ব আছে যে জন্য লোক আসিবেই, তাহাদের কথা আলাদা। কিন্তু এ সকল দোকান খুবই কম এবং তাহাদের সম্পর্কে একথা খাটে না। অবশ্য আমরা যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, তাহার অনেক বিষয় তাহাদেরও কাজে লাগিবে।

দোকান সাজান গেল—প্রথম কথা ও তাহা বাহিরের ব্যাপার; কিন্তু দোকানের ভিতরও মাল রাখিবার একটা শৃঙ্খলা ও প্রণালী থাকা আবশ্যক। প্রথম কথা, মাল দোকানের চারিদিকেই গোছান থাকুক বা মালের জন্য বিশেষ কোন গুদাম থাকুক, যে ভাবেই হৌক, উহার মধ্যে এমন একটা শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক, যাহাতে দোকানের যে কেহ দরকার মত সকল মালই অনায়াসে পাইতে পারে। যিনি আসল ব্যবসায়ী তিনি যেন জানিবেনই কোথায় কোন্ দ্রব্য কি ভাবে রাখা আছে; দোকানে অন্যান্য যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারাও অনেক স্থলে অল্প আয়াসে ঐ সকল দ্রব্য যাহাতে পাইতে পারে এমন ব্যবস্থা করিতে হয়। দোকানের চারিদিকে আলমারী করিয়া মাল রাখা বা ছোট ছোট দেরাজওয়ালা টেবিল করিয়া তাহাতে মাল রাখা—এই সকলই বেশ সুবিধাজনক ব্যবস্থা। অবশ্য কতকগুলি মাল এমন হয় যেগুলিকে কোন সাধারণ আলমারী বা দেরাজের মধ্যে রাখা যায় না। এইগুলির জন্য হয় কোন বাক্স প্রস্তুত করিতে হয় আর না হয় বেশ ভালভাবে প্যাক্ করিয়া যত্নের সহিত রাখিয়া দিতে হয়।

দোকানের ভিত্ যেমন উচ্চ হইলে অসুবিধা, দোকানের ভিতরও তেমনই অসম্ভব রকমে উচু হইলে অনেক অসুবিধা। উচু হইলে সুবিধা এই যে দেয়ালের গায়ে গায়ে উচু উচু আলমারী করিয়া তাহাতে অনেক বেশী পরিমাণ মাল রাখা যায়। কিন্তু অসুবিধাও অনেক। প্রথমতঃ সেই মাল উঠান নাবান এক হাঙ্গামা। একটা মই না রাখিলেই চলে না। দ্বিতীয় অসুবিধা এই সকল জিনিষ হাতের নাগালের মধ্যে না থাকার দরুণ, অনেক জিনিষের কথা ভুলিয়াও যাইতে হয়। হয়ত একটা জিনিস অনেকদিন আগে কেনা হইয়া গিয়াছে এবং কেনার পর আর কোন খরিদ্দার তাহা চায় নাই; ফলতঃ সেই জিনিসটা নাড়াচাড়া না

হওয়ায় তাহার কথা ভুলিয়া যাইতে হইয়াছে। কাজেই সেই জিনিষের যদি খরিদ্দার প্রকৃতও একজন আসে, তাহাকে হয়ত "না" বলিয়াই দিতে হইবে। উপরে রাখার আর একটী বিপদ ধূলা। ইহা স্বাভাবিক যে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জায়গা আর ঝাঁট দেওয়া যায় না। দিতে পারিলে ভাল। কিন্তু না পারিলে যে ধূলা জমে তাহাতে মাল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। একথা সত্য যে মাল বিক্রয় হইবে না, বা হইতেছে না, এরূপ কতকগুলি মাল এক সময়ে কিনিয়া ঘর ভরিয়া রাখা অপেক্ষা চল্‌তি মাল অল্প অল্প কিনিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আবার মাল আনিয়া রাখা অনেকাংশে ভাল। অনেক জায়গায় অবশ্য এমন হইতে পারে যে বার বার মাল আনার সুবিধা নাই। তাহাদিগকে অবশ্য এই সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু, তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করা দরকার যাহাতে কোনপ্রকার ধূলা জমিয়া মাল নষ্ট না হইয়া যায়।

এইজন্য সর্ব্বদাই হাতের কাছে একখানি ঝাড়ন চাই। তাক হইতে মাল উঠাইতে নামাইতে একবার করিয়া ঝাড়নখানা দিয়া হাত বুলাইয়া দিলেই মালগুলি বেশ ঝক্‌ঝকে রহিল। এই রকম ধূলা ঝাড়িতে কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখিতে হইবে। খরিদ্দারের সামনে যদি এই ধুলা না ঝাড়িয়া পারা যায়, তাহা হইলেই ভাল। কারণ খরিদ্দার মালের ধূলা দেখিয়া মনে ধারণা করিতে পারে যে এইগুলি অতি পুরাতন মাল। কাজেই দোকান সম্পর্কে একটা বিশ্রী ধারণা হইয়া যাইবে।

আবার ধূলা কতকগুলি উড়িয়া গিয়া খরিদ্দারের গায়ে নাকে মুখে লাগিল। খরিদ্দারের অসুবিধাও হইল যেমন, সে বিরক্তও হইল তেমনি। একজন খরিদ্দার যাহাতে কোন রকমে বিরক্ত বা বিশ্রী ভাব পোষণ না করিতে পারে. তাহার চেষ্টা করা দোকানদারের প্রথম কর্ত্তব্য। কাজেই সামান্য ধূলা ঝাড়াতেও বিশেষ প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

মাল যাহা নাবান হইবে, তাহা বিক্রী হইয়া গেলে ত' ভালই। তখন সেই শূন্য স্থান যাহাতে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করা হয়, সে দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। কোন জায়গা ফাঁক দেখাইলে খুব অশোভন হইয়া পড়ে। আর যদি বিক্রী না হয়, তাহা হইলে সেগুলি গুছাইয়া পুনরায় পুরাতন স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। এই বিষয়ে কোন রকম অলসতা করা উচিত নহে।

গুদামের মাল যাহাতে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার বেশ ঝাড়াপোছা হইয়া যায়, তাহার জন্য সর্ব্বদা যত্ন নিতে হয়। অনেকের গুদাম ঘর যেন একটা আস্ত গোশালা। গোশালাও পরিষ্কার না রাখিলে চলে না, নানাব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে; মাল গুদামও পরিষ্কার না রাখিলে মালের নানা ক্ষতি হইতে পারে। অনেকদিন না দেখার অভাবে উই ধরিয়া কোন মাল নষ্ট করিতে পারে; ইঁদুরে হয়ত রীতিমত সপরিবারে বসবাস আরম্ভ করিয়া মাল নষ্ট করিতেছে বা সর্পভীতির সৃষ্টি করিতেছে।

দোকানের প্রত্যেক কাউণ্টার, আলমারী, তাক, ঘরের মেঝে, কোনা, ছাদ—সর্ব্বত্র যাহাতে রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহা দেখিতে হয়। এই জন্য প্রতিদিনই ঝাঁট দিতে হয়। কাউণ্টারে কি মেঝেতে যাহাতে মাল জমা না হইয়া থাকে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হইবে। এরূপ রাখায় যে কি অসুবিধা তাহা আগেও একবার বলা হইয়াছে; এখানেও এ কথাটা অন্য দিক দিয়া দেখা যাউক। খরিদ্দার দোকানে ঢুকিতে গিয়াই যদি দেখিতে পায় দোর গোড়ায় মাল সব জমা রহিয়াছে,—ঢুকিতে কষ্ট এদিক দিয়া মাল ঠেলিয়া যাইতে হয়, ওদিকে আবার পা দিবার সময় নানাভাবে সাবধান থাকিতে হয়, তাহা হইলে সে খরিদ্দারের মনে একটা স্বচ্ছন্দ ভাব দূর হইয়া যায়।

কাজেই যখন কোন নূতন মাল ঘরে আসে, হয় তাহাদিগকে দোকানের মধ্যে ঢুকাইবার ভিন্ন দরজা রাখিতে হয়, আর না হয়, যথাসম্ভব সত্বর সকল মাল তুলিয়া জায়গামত রাখিয়া দিয়া ঘর পরিষ্কার রাখিতে হয়। এইজন্য আরও একটা কাজ করিতে হয়। সাধারণতঃ যে সময়টাতে খরিদ্দারের ভীড় হইবার কথা, সেই সময়ে যাহাতে বাহিরের মাল না আসে, সেই বিষয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যবসায়েরই সাধারণতঃ একটা সময় থাকে, যে সময়ে খরিদ্দারের ভীড়টা বেশী হয়। সেই রকম সময় হিসাব করিয়া বাহিরে কেনা মাল দোকানে আনিয়া পৌছাইতে হয়। ভিন্ন দরজা যদি থাকে, তাহা হইলে কথা আলাদা। সেই দরজা দিয়া যাতায়াত বা মাল নেওয়া আনা চলে।

খরিদ্দারদিগের এই সকল অসুবিধা ছাড়াও দোকানদারের দিক দিয়াও একটা মস্ত অসুবিধা আছে। সেটা এই, অনেক সময় মাল রীতিমত চুরি যায়। এখানে মাল জমান, সেখানে মাল জমান, দোরে খরিদ্দারের ভীড় মালের ভীড়

ইতিমধ্যে কে কোন্ জায়গা দিয়া ফস্ করিয়া কোন্ জিনিসটা লইয়া গেল, তাহা আর চোখে চোখে রাখা সম্ভব হয় না।

মাল এদিক ওদিক পড়িয়া আছে দেখিয়া অনেকে কৌতূহলের বশেও হাতে তুলিয়া একটা জিনিস লইয়া চলিয়া যাইতে পারে। অবশ্য এ কৌতূহল মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে; কিন্তু, সকলেই যে চুরির মতলবেই সকল কাজ করে, তাহা নহে।

বিলাতী একটা দোকানের গল্প এখানে বলি। সেখানে দুইটী দরজার মধ্যে একটা জায়গায় —এই ৪ ফুটের মত হইবে—কতকগুলি ফিতা সাজাইয়া রাখা হইত। ফিতাগুলি দেখিতে খুবই সুন্দর। কাজেই অনেকের চোখ তাহার উপর পড়িত। কিন্তু মজা এই, দেখা গেল—এক সপ্তাহের মত সময়ের ভিতর সেখান হইতে এক-শত রকমের ফিতার মধ্যে অন্ততঃ ২০।২৫ টা হারাইয়া গেল। ফিতাগুলি শুধু দেখাইবার জন্য রাখা। কাজেই সেগুলি রোল্‌করা যে ভাবেই থাকুক, প্রত্যেকটী আসলে ৪।৫ ইঞ্চির বেশী লম্বা ছিল না। বাড়ী নিবার আগে ত' তাহা কেহই টের পায় নাই; কাজেই দোকান দারের আসলে বেশী ক্ষতি হয় নাই।

কিন্তু, ইহা দিয়াই বুঝা যায় যে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর জিনিস এদিক ওদিকে পড়িয়া আছে দেখিলে, হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া যাওয়ার স্বভাব অনেকেরই থাকিতে পারে। এমন কোন কোন সময় হইতে পারে যে চুরির দরুণ যত মূল্য নষ্ট হইয়া গেল, সমস্ত দিনের বিক্রীতে সে লাভ হয় নাই। এই সমস্ত হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না, যদি জিনিস পত্র সকল বেশ শৃঙ্খলামত রাখা চলে।

শৃঙ্খলার যে কত গুণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে কোন ব্যাপারেই হউক, কাজ যদি নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা সহকারে—অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইতে পারে না। কোন কোন লেখক একখানি দোকানকে একখানি সমুদ্রগামী জাহাজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। জাহাজ-খানিতে যেমন শৃঙ্খলা না থাকিলে চলে না, আগাগোড়া একটা সংঘবদ্ধ ভাব—প্রতি জিনিসের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি, সেটা একটা সামান্য স্ক্রু হউক বা কলের যে কোন অন্য অংশই হউক, কোনটা ঢিলা, বা আল্‌গা বা আদৌ না থাকিলে আগে হইতেই সেই অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। মাঝি মাল্লা লোক লস্কর যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে না চলিত, তাহা হইলে আর অতল সমুদ্রের মধ্য দিয়া একখানি জাহাজ চলিতে পারিত না। দোকানের বেলাও সেই কথাই কতকটা খাটে। আগাগোড়া যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন নিয়মে না চলে, তাহা হইলে একটা ব্যবসায়ও অচল হইয়া দাঁড়ায়। শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা চলে। তাহা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা বুঝা যাইবে। দোকান সাজাইবার কৌশল, খরিদ্দার আকর্ষণ করার একটা প্রধান উপায়। এই কৌশল চেষ্টা করিয়া শিখিতে হয়।

দোকানের কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করি-বার জন্য, দোকানে খরিদ্দারের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তাহা দেখিবার জন্য, ও শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য দোকানে প্রত্যেক দিন ঝাঁট দেওয়া দরকার। অনাবশ্যক ধূলা না জমিতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। দোকানে অনাবশ্যক ভাবে এদিক ওদিক মাল ছড়াইয়া না থাকে, তাহা দেখিতে হয়। সকল মাল যথাস্থানে রাখিতে হয়। বিক্রয় হওয়াতে যে স্থান খালি হয়, সেই স্থান আবার সেই জাতীয় মাল দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। বিক্রয় না হইলে সেই মাল পূর্ব্বতন স্থানে যত্ন করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া তুলিয়া রাখিতে হয়।
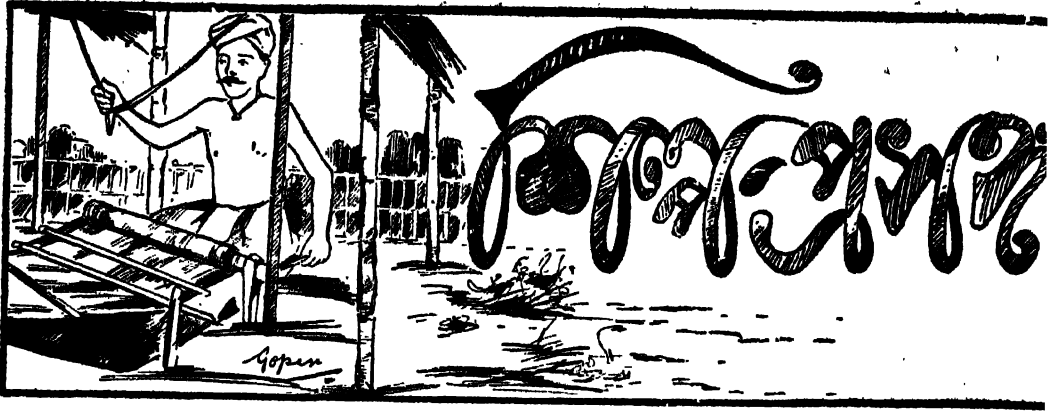
শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বিষয়ক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আইনাধীন নিয়মাবলী

প্রথম ইস্তাহার

শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বিষয়ক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আইনের (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৩ আইন) ৩২ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালনক্রমে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট (শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়) উক্ত আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (ঘ), (ঙ), (চ) এবং (ছ) দফা এবং ১০ ধারার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন :—

১। এই নিয়মাবলীকে শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদানবিষয়ক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আইনাবলী বলা যাইতে পারিবে।

২। ধারা ৩২ (২) (ক)।—"শিল্প-বোর্ডের" মেম্বার নির্ব্বাচন—শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বিষয়ক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (ঘ), (ঙ), (চ) এবং (ছ) দফা অনুসারে, বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স, বেঙ্গল ন্যাসান্যাল চেম্বার অফ্ কমার্স, মারওয়াড়ী এসোসিয়েসন এবং কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েসনের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহারা মেম্বর নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সংশ্লিষ্ট চেম্বার বা এসোসিয়েসনের মেম্বারদিগের সভায় কিম্বা উক্ত চেম্বার বা এসোসিয়েসনের যথাযথভাবে গঠিত কোন কমিটির দ্বারা প্রতিনিধি পদে নির্ব্বাচিত হইতে হইবে।

৩। (১) ধারা ৩২ (২) (খ)।—রাহা খরচ এবং দৈনিক ভাতা দান।—বোর্ডের যে সকল মেম্বার গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নহেন এবং সাধারণতঃ কলিকাতায় থাকেন না, তাঁহাদিগকে বোর্ডের সভায় যোগদান করিবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীকে যে হিসাবে সাধারণতঃ রাহা খরচ দেওয়া হয়, সেই হিসাবে রাহা খরচ এবং ফাণ্ডামেণ্টেল এবং সাবসিডিয়ারী নিয়মাবলীর অন্তর্গত ১৮২ সাবসিডিয়ারী নিয়মের ১নং নোটের বিধানমতে ৪৲ টাকা হিসাবে দৈনিক ভাতা দেওয়া হইবে। যদি কোন সভ্য বাস্তবিক প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন তাহা হইলে তিনি প্রথম শ্রেণীর ভাড়া পাইতে পারিবেন। বোর্ডের কো-অপ্টেড্ সভ্যদের সম্বন্ধেও নিয়ম খাটিবে।

(২) রাহা খরচ বিষয়ে, ফাণ্ডামেণ্টল এবং

সাবসিডিয়ারী নিয়মাবলীর ১৮৩ সাবসিডিয়ারী নিয়মানুযায়ী বোর্ডের সেক্রেটারী মহাশয়ের কর্তৃত্ব থাকিবে।

দ্বিতীয় ইস্তাহার

১লা এপ্রেল ১৯৩৩

শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বিষয়ক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আইনের (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৩ আইন) ৩২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালনক্রমে, উক্ত আইনের ২৪ ধারার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট (শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়) নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন :—

১। দাতা কর্ত্তৃক কোনরূপ সর্ত্তাবদ্ধ না হইলে সাধারণের নিকট হইতে এককালীন দান, এণ্ডাউমেণ্ট বা-চাঁদা গ্রহণের ক্ষমতা বোর্ডের থাকিবে।

২। দাতা যদি কোনরূপ সর্ত্তে দান করেন, তাহা হইলে বোর্ড সুপারিশ করিলে এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সর্ত্তগুলি অনুমোদন করিলে, ঐ এককালীন দান গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

৩। ফাণ্ডামেণ্টল নিয়মাবলীর ৯ নিয়মের ১৪ দফার (ক) উপ-দফা অনুসারে একটি স্থানীয় ফণ্ড গঠিত হইবে। এই ফণ্ডকে "শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বিষয়ক আইন সম্পর্কীয় ফণ্ড" বলা হইবে এবং শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বিষয়ক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আইনের ২৪ ধারা অনুসারে বোর্ড জনসাধারণ হইতে যে সকল এককালীন দান, এণ্ডাউমেণ্ট বা চাঁদা পাইবেন, তাহা এই

ফণ্ডে জমা হইবে। তত্তৎকালীন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারীর মিলিত স্বাক্ষর ভিন্ন এই ফণ্ড হইতে কোন টাকা উঠান যাইবে না। যে সব ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ২০ ধারা অনুসারে বোর্ডের হস্তে সরকারী সাহায্য বিতরণের ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে উক্ত আইন এবং তদধীন নিয়মাবলীর নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তমতে বোর্ড এই ফণ্ড হইতে সাহায্য দান করিতে পারিবেন। অন্যান্য স্থলে অগ্রে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী না লইয়া এই ফণ্ড হইতে কোনরূপ ব্যয় করা যাইতে পারিবে না।

৪। প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ্চ তারিখের পর এই ফণ্ডের জমা ও খরচের একটি বাৎসরিক হিসাব স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের কাছে পেশ করিতে হইবে।

৫। বাৎসরিক একবার বা গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশমত সময়ে সময়ে এই ফণ্ডের হিসাব বঙ্গদেশের একাউণ্টেণ্ট কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবে।

তৃতীয় ইস্তাহার

২৪শে মে ১৯৩৩

শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বিষয়ক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আইনের (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৩ আইন) ৩২ ধারার (২) প্রকরণের (জ) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালনক্রমে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট (শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়), উক্ত আইনের ১৯ ধারার (১) প্রকরণের (জ) দফা অনুসারে, ভাড়া করা জিনিষ কিস্তিবন্দীতে টাকা দিয়া ক্রয় করিবার প্রণালীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভাড়া করা জিনিষ কিস্তিবন্দীতে টাকা দিয়া ক্রয় করিবার প্রণালীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিয়মাবলী।

১। যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ২০৲ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট জমা না দিলে কোনও আবেদনকারীকে, ভাড়া করা জিনিষ কিস্তিবন্দীতে টাকা দিয়া ক্রয় করিবার প্রণালীতে কোনও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হইবে না।

২। যে পর্য্যন্ত ভাড়া দেওয়া সম্পূর্ণরূপে শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা :—

(১) যিনি ভাড়া লইবেন তাঁহাকে ভাড়ার কিস্তিগুলি এবং নির্দ্ধারিত সুদ, যথা সময়ে এবং চাহিবার অপেক্ষা না করিয়া দিতে হইবে।

(২) যন্ত্রপাতি ভাড়া লইতে হইলে প্রত্যেক কিস্তিতে কত ভাড়া দিতে হইবে এবং কয় কিস্তি ভাড়া দিলে উহা, যিনি ভাড়া লইবেন, তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি হইবে, তাহা বোর্ড ঠিক করিয়া দিবেন।

(৩) যে কিস্তিগুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার জন্য সুদ দিতে হইলে, প্রত্যেক কিস্তি ভাড়ার সহিত কত করিয়া সুদ দিতে হইবে, তাহা বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

(৪) যিনি ভাড়া লইবেন তাঁহাকে নিজের অধিকারে যন্ত্রপাতি এমনভাবে রাখিতে হইবে যেন উহা কার্য্যকরী ও ভাল থাকে। পূর্ব্বে বোর্ডের লিখিত অনুমতি না লইয়া তিনি যন্ত্রপাতিতে কিছু যোগ করিতে বা উহার কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে, কিম্বা উক্ত যন্ত্রপাতি

সরবরাহের আবেদনে যে বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে সেই বাড়ী হইতে উক্ত যন্ত্রপাতি স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিবেন না।

(৫) যন্ত্রপাতির উপর গভর্ণমেণ্টের একমাত্র এবং নির্ব্যূঢ় স্বত্ব থাকিবে এবং যিনি ভাড়া লইবেন তিনি উহাতে কোন অধিকার স্বত্ব বা স্বার্থ কোনরূপে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক দিতে বা অন্য কোনরূপে দায়াবদ্ধ করিতে পারিবেন না। তিনি যদি এরূপ কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহা বাতিল হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট দায়ী হইবেন না।

(৬) যে কর্ত্তৃপক্ষ ভাড়া করা জিনিষ কিস্তি-বন্দীতে টাকা দিয়া ক্রয় করিবার প্রণালীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবার অনুমতি দিবেন তাঁহাদের সাধারণতঃ দেখিতে হইবে, যে, যাহাতে আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার দরুণ বা অন্য কোন কারণে ঐরূপ যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হওয়ার ফলে গভর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, তাহার জন্য বীমা, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক, এক বা ততোধিক লোকের ব্যক্তিগত জামিন বা ক্ষেত্র ভেদে অন্য কোন উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হয়।

(৭) ভাড়া করা জিনিষ কিস্তিবন্দীতে টাকা দিয়া ক্রয় করিবার প্রণালীতে যে সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হইয়াছে তাহাদের উপর যে পর্য্যন্ত না উক্ত আইন অনুসারে ভাড়ার টাকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় সে পর্য্যন্ত, একটি ধাতু নির্ম্মিত প্লেট থাকিবে এবং ঐ প্লেটে নিম্ন-লিখিত কথাগুলি খোদাই করা থাকিবে :—

বিজ্ঞাপন।

"এই যন্ত্রপাতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। কেহ ইচ্ছা করিয়া এই প্লেট সরাইয়া ফেলিলে বা বিকৃত করিলে, তিনি আইনে সোপর্দ্দ হইবেন।"

(৮) যিনি ভাড়া করিবেন তিনি, সেক্রেটারীকে বা সেক্রেটারী যাঁহাকে ক্ষমতা প্রদান করিবেন তাঁহাকে সকল ন্যায়সঙ্গত সময়েই যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করিতে অনুমতি দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ প্রবেশের অধিকার দরকার হইতে পারে তাহা সেক্রেটারী কি ঐরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকের থাকিবে।

(৯) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যদি বোর্ড কোন সর্ত্ত বিধান করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সর্ত্তগুলিসমেত এই সর্ত্ত ও যিনি ভাড়া লইবেন তিনি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩। যিনি ভাড়া লইয়াছেন তিনি যদি যন্ত্রপাতির ভাড়া বা সুদের টাকা ঐরূপ যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য তাঁহার নিকট হইতে অন্য কোন কারণে প্রাপ্য টাকা না দেন বা এই নিয়মাবলীর অন্তর্গত বা এই নিয়মাবলী অনুসারে যে সকল সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে তাহার যে কোন সর্ত্ত পালন না করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভাড়ার চুক্তি শেষ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তৎকালে যে বাড়ীতে যন্ত্রপাতি থাকে সেই বাড়ী যিনি ভাড়া লইয়াছেন তাঁহার অধিকারভুক্ত হউক বা না হউক—সেই বাড়ীতে বোর্ডের সেক্রেটারী বা এতৎপক্ষে তিনি যাঁহাকে ক্ষমতা প্রদান করিবেন তিনি প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং যন্ত্রপাতি দখল করিয়া সেখান হইতে লইয়া আসিতে পারিবেন।

৪। কিন্তু বোর্ড যে সর্ত্ত ঠিক করিয়া দিবেন, যিনি ভাড়া লইবেন তাঁহাকে সেই সর্ত্তে যন্ত্রপাতি পুনরায় ক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারিবে।

চতুর্থ ইস্তাহার

চই জুন—১৯৩৩ সাল

শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বিষয়ক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আইনের ১৬ ধারা, ১৯ ধারার (১) প্রকরণের (ক) ও (খ) দফা, ২২ (৫) ধারার (খ) এবং (ঘ) দফা, ২৭ ধারা এবং ৩২ ধারার (২) প্রকরণের (খ) দফার অধীন নিয়মাবলী।

১৬ ধারা।

১। (১) ১৯ ধারার (১) প্রকরণের (জ) দফা অনুসারে, ভাড়া করা জিনিষ কিস্তিবন্দীতে টাকা দিয়া ক্রয় করিবার নিয়মে যন্ত্রপাতি লইতে চাহিলে এই নিয়মাবলীর সংলগ্ন "ঘ" এবং "ঙ" ফরমে আবেদন করিতে হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলী সংলগ্ন "ক" বা "ঘ" ফরমে বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট সরকারী সাহায্যের জন্য দুই প্রস্ত আবেদন করিতে হইবে।

(২) সেক্রেটারী আবেদনখানি বোর্ডের নিকট উপস্থিত করিবেন। যেরূপ তদন্ত আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেরূপ তদন্ত করিবার পর, বোর্ড—

(ক) অতঃপর নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইতে বলিবেন এবং ঐ আবেদন সম্বন্ধে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবেন, বা—

(খ) শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য দান বিষয়ক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আইনের (এই আইন অতঃপর "আইন" রূপে বর্ণিত হইয়াছে) ২০ ধারা অনুসারে যেসব ক্ষেত্রে

সাহায্য দিবার ক্ষমতা বোর্ডের উপর অর্পিত হইয়াছে, সে সব ক্ষেত্রে বোর্ড আবেদনখানি গ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করিতে বা এতৎসম্পর্কে যেরূপ করা উচিত মনে করিবেন সেরূপ করিতে পারিবেন।

(৩) কলিকাতার দৈনিক কাগজগুলির মধ্যে দুইটী এবং মফঃস্বলের যে যে কাগজে প্রকাশ করা উচিত মনে করেন সেই সেই কাগজের পর পর তিন সংখ্যায় বোর্ড আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিবেন, এই আবেদন গ্রাহ্য হওয়ার বিরুদ্ধে জনসাধারণের কোন আপত্তি আছে কি না তাহা জানাইতে বলিবেন, এবং আপত্তি কি প্রকারে এবং কোন্ সময়ের মধ্যে সেক্রেটারীকে জানাইতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। এই মেয়াদ শেষ হইবার পর, আবেদনখানি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে বোর্ড এ বিষয়ে আরও যেরূপ তদন্ত করা আবশ্যক মনে করিবেন, সেরূপ তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৪) (২) উপবিধির (ক) দফায় উল্লিখিত রিপোর্টটী আবেদনগুলির এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তাহার সম্বন্ধে রিপোর্ট হইবে।

(৫) যদি কোন আপত্তি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই আপত্তি বিষয়ে এবং সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বা স্থলবিশেষে বোর্ডের সিদ্ধান্ত, এরূপ সিদ্ধান্ত যে দিন করা হইবে সে দিন হইতে এক মাসের মধ্যে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

১৯ ধারা (১) প্রকরণ ক) দফা।

এই আইন অনুসারে প্রতিবার যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় তাহা।

২। (১) সাহায্য প্রদানকালে সম্পত্তির উপর যে সব দাবী দাওয়া থাকে তাহা বজায় রাখিয়া শিল্পের মালিকের শিল্পে আবদ্ধ সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক বা ফ্লোটিং চার্জ্জ দ্বারা অথবা বন্ধক ও ফ্লোটিং চার্জ্জ উভয়ের দ্বারা এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যেরূপ কো-লেটারাল সিকিউরিটি আবশ্যক মনে করেন তাহার দ্বারা দায়াবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে যে সকল ধারা দেওয়া হইবে তাহার উপর, এতৎপক্ষে গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন সেই হারে, সুদ দিতে হইবে।

(৩) যে টাকা মঞ্জুর করা হয় তাহা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে তারিখ ও যে কিস্তি স্থির করিয়া দেন সেই তারিখে ও সেইরূপ কিস্তিমত দেওয়া যাইতে পারিবে।

৩। (/০) মূলধন এবং সুদ ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক কিস্তীতে ধার শোধ দিতে হইবে। কত টাকা করিয়া প্রত্যেক কিস্তীতে দিতে হইবে এবং প্রথম কিস্তি কোন্ তারিখে দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া দিবার পূর্ণ অধিকার স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের রহিবে।

(৵০) এই নিয়মাবলীতে যাহাই থাকুক না কেন তাহা দ্বারা যিনি ধার লইবেন তাঁহার এককালে এক বৎসরের কিস্তির বেশী বা একবারে সমস্ত ধার শোধ করিয়া দিবার কোনরূপ বাধা বা প্রতিবন্ধক হইবে না।

৪। নগদ টাকা না হইলে কোন আবেদনকারীর সম্পত্তির মূল্য নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত হইবে—

(ক) জমি, ইমারত, পত্তনী বা ইজারা মহাল, রেলওয়ে সাইডিং, কলকব্জা যন্ত্রপাতি, সম্পত্তির

উন্নতি, ট্রেডমার্ক, প্রভৃতি নগদ মূল্যে ক্রয় দ্বারা লব্ধ স্থাবর সম্পত্তির বেলা, যে মূল্যে এই সকল সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছিল সেই মূল্যই ইহাদের মূল্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু মূল্য হ্রাসের জন্য যত টাকা বাদ দেওয়া সঙ্গত তাহা এই মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হইবে। ইমারত, যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার বেলা, ভারতবর্ষীয় আয়-কর বিষয়ক ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আইনের ১০ ধারার (২) প্রকরণ অনুসারে মূল্য হ্রাসের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট হারে বাদ দেওয়া হয়. সেই হারে বাদ দিতে হইবে এবং কোন জমি, যন্ত্রপাতি এবং ইমারতের বাজারদর উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়িয়া বা কমিয়া গেলেও তাহাও বিবেচিত হইতে পারিবে।

(খ) যে সকল স্থাবর সম্পত্তি নগদ মূল্যে ক্রীত না হইয়া অন্যভাবে ক্রীত হইয়াছে তাহাদের বেলা, যে উপকারের প্রতিদানে ঐ সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, সম্পত্তি অর্জ্জিত হইবার সময় উক্ত উপকারের যে মূল্য ছিল তাহাই মূল্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে, কিন্তু বোর্ড এই মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেন মূল্য স্থির করণে তাহা ধরিতে হইবে ;

(গ) ব্যবহার না করা হইয়া থাকিলে, মজুত মাল, অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাদির বেলা, যে

মূল্যে ঐ সকল ক্রীত হইয়াছিল এবং ঐ সকল পুনরায় ক্রয় করিতে হইলে যে মূল্য লাগে, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তাহাই মূল্য বলিয়া ধার্য্য হইবে।

(ঘ) ব্যবহার করা সত্ত্বেও মজুত রহিয়াছে এরূপ মজুত মাল, যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাদির বেলা, যে দামে ঐ সকল ক্রীত হইয়াছিল তাহা হইতে মূল্য হ্রাসের জন্য সঙ্গতরূপে বাদ দিয়া যাহা দাঁড়াইবে তাহাই মূল্য বলিয়া ধার্য্য হইবে।

(ঙ) তৈয়ারী মাল মজুত থাকিলে, দাম স্থির করিবার সময় বাজারে উহার যাহা প্রকৃত দাম তাহা হইতে ন্যায্যভাবে কিছু বাদ দিয়া যে টাকা দাঁড়াইবে, তাহাই ঐ প্রকার মালের দাম বলিয়া ধরা হইবে। ক্রীত মাল মজুত রহিলে, ক্রয় করিবার কালে তাহার যে মূল্য ছিল তাহা ও এই মাল পুনরায় ক্রয় করিতে হইলে যে মূল্য দিতে হইবে—ইহার মধ্যে যেটি কম হইবে তাহা হইতে বোর্ড যাহা ন্যায্য মনে করেন তাহা বাদ দিয়া যে টাকা দাঁড়াইবে তাহাই মূল্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

(চ) খাতার বাকীর বেলা, যে টাকা বাকী রহিয়াছে তাহাই সম্পত্তির মূল্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু যে বাকী টাকা আদায় সম্বন্ধে সন্দেহ আছে এবং যে সকল বাকী টাকা দুই বৎসরের অধিককাল পাওনা থাকে তাহা ধরা হইবে না।

(ছ) টাকা লাগান হইয়া থাকিলে, যাহাতে টাকা লাগান হইয়াছে, মূল্য নির্দ্ধারণের দিনে সে সকলের বাজার দর যাহা হইবে তাহাই সম্পত্তির মূল্য বলিয়া ধরা হইবে।

(জ) ক্রীত নহে এরূপ অন্য কোন প্রকার সম্পত্তির বেলা, যে সময়ে সম্পত্তিগুলি কারবারের সম্পত্তিভুক্ত হয় সে সময়ে ঐ সকল সম্পত্তির যে দাম ছিল তাহাই মূল্য বলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু মূল্যহ্রাসের জন্য যথাযোগ্য বাদ দিতে হইবে এবং কোন কারবারের গুডউইল, পেটেণ্ট বা গোপনীয় প্রক্রিয়ার জন্য কোন মূল্য ধরা হইবে না।

৫। (১) নগদ টাকা হইলে, ব্যাঙ্কে বা হাতে যে নগদ টাকা আছে তাহাই সম্পত্তির মূল্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। অন্যদেশে নগদ টাকা থাকিলে, যে দিনে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় সেই দিনের বিনিময়ের হার অনুযায়ী উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

(২) চিরস্থায়ী স্থাবর সম্পত্তি ও যন্ত্রপাতি অর্জ্জনের জন্য এবং স্থাবর সম্পত্তির উপর যে দাবী দাওয়া মিটাইয়া ফেলিলে শিল্পের মূলধনের মূল্য বাড়িয়া যায় তাহা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ব্যয়িত অর্থ যে অতিরিক্ত সম্পত্তির গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত ধার বাবদ প্রাপ্ত টাকা ব্যবহারের দ্বারা সৃষ্টি হইবে তাহার মূল্য বলিয়া ধরা হইবে।

(৩) উপরিলিখিত প্রকারে সম্পত্তিগুলির মূল্য নির্দ্ধারিত হইবার পর, সঞ্চিত লাভ এবং রিজার্ভ ব্যতীত সকল ঋণ এবং দাবী দাওয়া বাদ দিতে হইবে, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সম্পত্তিগুলির অতিরিক্ত ভাগের নীট্ মূল্য বলিয়া ধরা হইবে এবং এই আইনমতে তাহাই কারবারের দাম হইবে।

৬। বোর্ড কর্ত্তৃক এতৎপক্ষে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন যোগ্য ব্যক্তি, বোর্ড প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে ভাবে নির্দ্দেশ করিবেন সেই ভাবে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

১৯ ধারা (১) প্রকরণ (খ) দফা।

৭। (১) এই আইনের ১৯ ধারার (১) প্রকরণের (খ) দফা অনুসারে আবেদন করিবার সময় শিল্পের উপর যে সকল দাবী দাওয়া থাকে তাহা বজায় রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা, ওভারড্রাফট অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা অগ্রিম পাইবার প্রত্যক্ষ গ্যারান্টি শিল্পের সমস্ত সম্পত্তির উপর বন্ধক বা ফ্লোটিং চার্জ্জ অথবা বন্ধক এবং ফ্লোটিং চার্জ্জ এতদুভয়ের দ্বারা সিকিউরিটি বদ্ধ করিতে হইবে।

(২) আইনের ১৯ ধারার (১) প্রকরণের (ক) দফার প্রথম নিয়মবিধিতে যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিক নগদ টাকা, ওভারড্রাফট্ অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা অগ্রিম পাওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হইবে না।

(৩) প্রত্যেক গ্যারান্টিই স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী নির্দ্দিষ্টকালের জন্য দেওয়া হইবে। যদি এই কাল অতিবাহিত হইবার পর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রাপ্ত নগদ টাকা বা ওভারড্রাফট্ বা অগ্রিম প্রাপ্ত নির্দ্দিষ্ট টাকা শোধ করিয়া না দেওয়া হয় এবং যদি যে ব্যাঙ্কের সহিত গ্যারান্টি করা হইয়াছে সেই ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করে তাহা হইলে সুদ এবং আসলে যে টাকা বাকী হয় তাহা সরকারী প্রাপ্য যে উপায়ে আদায় বিধান আছে সেই উপায়ে বোর্ড তৎক্ষণাৎ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

২২ ধারার (৵০) প্রকরণের (খ) ও (ঘ) দফা।

৮। সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন বা সরকারী সাহায্য ভোগ করিবার কালে কোন শিল্পের মালিককে, বোর্ড কর্ত্তৃক এতৎপক্ষে ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তিকে ঐ শিল্পসম্পর্কীয় সমস্ত হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে দিতে হইবে এবং যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করা হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা এবং পরিমাণের সম্পূর্ণ রিটার্ণ এবং এই নিয়মাবলী সংলগ্ন "গ" ফরমে একটী রিটার্ণ বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট পেশ করিতে হইবে।

২৭ ধারা।

৯। এই আইনের ২৭ ধারা অনুসারে প্রয়োজনমত পরীক্ষা, তদন্ত ও পরিদর্শনের জন্য কত খরচ লাগিবে, প্রত্যেক ক্ষেত্রের কথা বিবেচনা করিয়া বোর্ড সুপারিশ করিলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

৩২ ধারার (২) প্রকরণের (খ) দফা।

১০। (১) বোর্ডের সভার নিম্নলিখিত কাজগুলি হইবার সময়ে অধিবেশনে বোর্ডের মোট সভ্য সংখ্যার অর্দ্ধেক উপস্থিত না থাকিলে কোরাম হইবে না, যথা—

(৴০) সরকারী সাহায্যের জন্য কোন আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা, অথবা

(৵০) এই আইন বা ইহার অধীন নিয়মাবলী অনুযায়ী কোন কাজ।

(২) যদি বোর্ডের কোন সভার অধিবেশনে কোরাম না থাকে তাহা হইলে চেয়ারম্যান বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস্-চেয়ারম্যান অথবা ইহাদের দুইজনের অনুপস্থিতিতে যে সভ্য সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইবেন তিনি যে দিন বা যে সময় পর্য্যন্ত উচিত মনে করেন সে দিন বা সে সময় পর্য্যন্ত সভা স্থগিত রাখিবেন। এইরূপ স্থগিত সভার অধিবেশনে চারিজন সভ্য লইয়া কোরাম হইবে।

(৩) "কো-অপ্ট" করা সভ্যগণের ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

দাগ তুলিবার নানা উপায়

হাতের দাগ—

নানা কাজ কর্ম্ম করিতে হাতে অনেক সময় অনেক রকম দাগ লাগিয়া যায়। এই দাগের অনেকগুলি এমন নমুনার আছে যে তাহা সহজে ছাড়িতেও চাহে না, অথচ কিসে যে দাগ উঠিবে, তাহা জানা না থাকিলে, কাজের ভয়ানক অসুবিধা হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটা বিষয় ধরা যায়। কোন বাড়ীতে নতুন রং দেওয়া হইয়াছে। অতর্কিতে সেই বাড়ীর সিঁড়ির রং হাতে লাগিয়া গেল। ঐ রং সাধারণ জলে উঠে না, ন্যাকড়া দিয়া মুছিলে যাইতে চাহে না। কাজেই যতক্ষণ রংটা না উঠান যায়, ততক্ষণই একটা অস্বস্তি বোধ করিতে হয়। তারপর যাহারা কাপড় চোপড় সুতায় রং করে, যাহারা কল কারখানায় কাজ করে ইহাদের সকলেরই হাতে গায়ে নানা প্রকার রং লাগিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা কোন রকম ন্যাকড়া দিয়া ঐ দাগ মুছিয়া, সামান্য কিছু সাবান লাগাইয়া দেয়। দাগ যাহা উঠিল ত' উঠিল, আর না হয় ঐ ভাবেই দিন কাটাইয়া দিল। ফলে, তাহাদের হাতে বা পায়ে বা শরীরে ঐ দাগ লাগিয়াই থাকে। কিন্তু, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে, এই ভাবে থাকা কোন রকমেই সমীচীন নহে। এইজন্য আমরা নিম্নে কয়েকটী প্রণালী দিলাম; ইহাতে দেখা যাইবে কি ভাবে কোন্ দাগ তোলা যায়।

এ্যানিলিন্ রংয়ের দাগ তুলিবার উপায়—

যাহারা কাপড় সুতা রং করে, তাহাদিগকে এই রং নিয়া প্রায় সব সময়েই খাটিতে হয়। এই দাগ তুলিবার জন্য নিম্নলিখিত কাজ করা যায়—

ক্রোমিক্ ট্রাইয়ক্সাইড্ (Chromice Trioxide) নামে একটী জিনিস পাওয়া যায়। ইহা ছোট ছোট দানার মত ও দেখিতে লাল। যে জায়গাটায় রং লাগিয়াছে, সেই জায়গায় ইহার সামান্য কয়েকটী দানা লইয়া ঘসিয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পরেই সেই জায়গাটা একটু একটু চুলকাইতে আরম্ভ করে। ঐ চুলকাণী দ্বারাই বুঝা যাইবে যে রংটা উঠিয়া যাইতেছে। তখন সাবান জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

একটা কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। এই ঔষধটী কিন্তু বিষ এবং বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিলে চামড়ার ক্ষতি হইতে পারে। কাজেই খুব অল্প পরিমাণ করিয়া, ঔষধটী লইতে হয়, আর শুক্‌না নমুনার জিনিস ব্যবহার না করিয়া সামান্য একটু সিক্ত থাকে এইরূপ দানাগুলি ব্যবহার করিতে হয়। সাবধান হইয়া ব্যবহার করিলে ভয়ের কিছু নাই।

নাইট্রিক এসিডের দাগ তুলিবার উপায়—

নাইট্রিক এসিড্ যাহাতে না লাগিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রথমতঃ দরকার। এই জন্য রবারের দস্তানার ব্যবহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু, দাগ যখন লাগিয়া যায়, তখন নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

যে জায়গায় দাগ লাগিয়া যায়, সেই জায়গাটাতে পারমাঙ্গানেট্ অব্ পটাসের (Permanganate of Potash) জল মাখাইয়া দিতে হয়। তারপর এই পারমাঙ্গানেটের জলটাকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ (শতকরা ২ ভাগ থাকে, এইরূপ শক্তির) দিয়া ধুইয়া দিতে হয়। ইহার পর ক্যাষ্টিল সাবান দিয়া ধুইতে হয়। যে সাবান ব্যবহার করিবে চামড়া খস্‌খসে হইতে পারে এমন সাবান সর্ব্বরকমে বর্জ্জন করিতে হয়। চামড়া ভাল রাখিতে ক্যাষ্টিল্ সোপ্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আঙ্গুলে পাইরোগ্যালিক এসিডের দাগ—

যাহারা ফটো ষ্টুডিওতে কাজ করে, তাহাদের সর্ব্বদাই পাইরোগ্যালিক এসিড্ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়। কাজেই ইহার দাগ লাগিয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা। এই দাগ যাহাতে না লগিতে পারে, সেইজন্য কাজ আরম্ভ করিবার আগে হাতে বা আঙ্গুলে বেশ ভাল করিয়া "উল্‌ফ্যাট্" (Wool Fat বা ল্যানোলিন্ Lanoline) মাখাইয়া লইলে সাধারণত দাগ লাগে না।

ফটো ডেভেলপ করিবার সময়ই এই দাগটা লাগিয়া থাকে; কাজেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে—ডেভেলপ করিবার সময় ফটো পরিষ্কার করিবার সময় যে জল ব্যবহার করা হয়, সেই জলের মধ্যে মাঝে মাঝে আঙ্গুলের ডগাগুলি ভিজাইয়া দিতে হয়। কোন রকম সাবান ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে এই জলটা হাতে বেশ করিয়া ঘষিয়া লইলে ভাল হয়; কেননা, সাবান আর পাইরোগ্যালিক এসিড্ মিশিয়া একটা স্থায়ী দাগ লাগিয়া যাইতে পারে।

পাইরোগ্যালিক্ এসিডের দাগ তুলিতে লেবুর খোসা বেশ দরকারী; দাগ কমাইতে দরকার এ্যামোনিয়াম পার্ সালফেট্; আর পরিষ্কার করিতে থাইওকার্ব্বামাইড্।

হাত নানা কারণে অপরিষ্কার হইয়া থাকে—

প্রাতঃকালে গরম জল দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিতে হয়। এই সময়ে একটা মোটা রকমের ব্রুস ব্যবহার করিতে হয়। ব্রুস দিয়া ধুইয়া তারপরে গ্লিসারিন্ মাখাইতে হয়। সারা দিনের মধ্যে এইরূপ দুই তিন বার করিতে হয়। প্রত্যেক বারেই ঐরূপ সাবান দিয়া ব্রুস দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। গরম জলে সোডা বা কষ্টিক মিশাইয়া লইলেও পরে ধোয়া চলিতে পারে। সর্ব্বশেষে 'পিউমিস্ মাটী (Pumice earth) দিয়া হাত ঘসিয়া লইতে হয়।

কাঠের জিনিস পত্র ধুইতে বিশেষ এক প্রকার সাবান পাওয়া যায়; তাহাতে পিউমিস্ মাটী (Pumice earth) বা ঐজাতীয় জিনিস মিশান থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে সেই প্রকার সাবানও ব্যবহার করা চলে।

মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীকাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য

একজিমার ঔষধ

সজিনাছাল, আপাং মূল ও হিঞ্চাশাক সমপরিমাণ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহু পুরাতন একজিমা বা পামা রোগ আরোগ্য হয়।

বহুমূত্রের ঔষধ

কালজামের আঁটি চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় প্রাতে ও বৈকালে মধুর সহিত সেবন করিলে বহুমূত্র ও মধুমেহ আরোগ্য হয়।

থেঁত্‌লে যাওয়া

কোন স্থান থেঁতলে গেলে সোরা ভিজান জলের পটী বাঁধিলে উত্তাপ, ব্যথা ও ফোলা অতি সত্বর নিবারণ হয়।

ছুলীর ঔষধ

গরুর চোনায় শ্বেতচন্দন ও অল্প একটু হরিতাল ঘসিয়া প্রলেপ দিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

চক্ষু উঠায়

এক ছটাক গোলাপ জলে একটী বহেড়া ছেঁচিয়া ভিজাইয়া রাখিবেন ঐ জল উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষু ওঠা ভাল হয়।

পেট ফাঁপায়

এক ঝিনুক লেবুর রসের সহিত ৵৹ আনা পরিমাণ মৌরীবাটা সহ ৩।৪ রতি বিট লবণ গুলিয়া খাইলে পেট-ফাঁপা সারে।

অর্শের ঔষধ

জাঙ্গিহরীতকী, নাগেশ্বর ফুলের রেণু, দুর্ব্বাঘাস, ও পিপুল মূল সমভাগে একত্রে আমলা ভিজা জলে বাটিয়া কুল আঁটির মত বড়ি করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিবেন। এই বটি ঘোলের সহিত দু'বেলা ২টী সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শ আরোগ্য হয়।

কাশির ঔষধ

বচ, যষ্টিমধু পিপুল ও কুড় প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া এক আনা মাত্রায় দিনে ২।৩ বার মধুর সহিত চাটিয়া খাইলে নিশ্চয় কাসের উপকার হয়।

উন্মাদ রোগে

কচি তাল শাখার রস ১ হইতে ২ তোলা মাত্রায় মধু সহ পান করিলে উন্মাদ রোগের উপশম হয়, এবং সুনিদ্রা হয়।

ফোঁড়ার ঔষধ

ছোট গোয়ালের পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অপক্ক ফোঁড়া বসিয়া যায়, এবং পক্ক ফোঁড়া ফাটিয়া ক্লেদাদি নির্গত হয়।

রক্তআমাশয়ে

কুড়চিছাল, মেথী, দাড়িম ফুল, বটের ঝুরি ও গেরিমাটি সমভাগে জল দিয়া বাটিয়া কুল আটির মত বড়ী করিয়া রাখিবেন, ইহার এক একটী বড়ী ছাগ দুগ্ধের সহিত দিনে তিনবার সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য রক্ত আমাশয় নিশ্চিত আরোগ্য হয়।

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে, তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে

হাওড়া ষ্টেশন

ই, আই, আরঃ—

	পৌছে	ছাড়ে
কলিকাতা দিল্লী মেল—	সকাল ৮-২৪	রাত্রি ১০-০
বোম্বে মেল —	সকাল ১০-৩০	রাত্রি ৮-৪৫
কলিকাতা পাঞ্জাব মেল	সকাল ৬-৩০	রাত্রি ৮-৩০
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল বোম্বাইয়ের বেলার্ডপীয়ার পর্য্যন্ত (কেবল বৃহস্পতিবার) —	...	রাত্রি ১০-১৫
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস মেল লাইন এবং সাহারপুর হইয়া —	রাত্রি ১-৪০	সকাল ১১-১
দিল্লী এক্সপ্রেস গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া —	বৈকাল ৫-৩৫	বৈকাল ৪-৩
দেরাডুন এক্সপ্রেস গ্র্যাণ্ডকর্ড হইয়া —	সকাল ৫-৫৪	রাত্রি ১০-৩০
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট এক্সপ্রেস মেন লাইন হইয়া (কেবল তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণী) —	সকাল ৮-১০	বৈকাল ৪-৪৫
মোকামা পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর মোগলসরাই পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার মেন লাইন হইয়া —	সকাল ৬-২০	রাত্রি ৯-৩০
কিউল পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপব দানাপুর পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার লুপ হইয়া—	সকাল ৭-৩৫	রাত্রি ৭-৩০

বি, এন, আরঃ—

বোম্বে মেল ...	সকাল ৭-৫৪	সন্ধ্যা ৫-৩০
মাদ্রাজ মেল ...	সকাল ১০-৪৪	সন্ধ্যা ৭-৩৪
পুরী এক্সপ্রেস ...	সকাল ৭-৩০	রাত্রি ৮-৪৬
গমো প্যাসেঞ্জার ...	রাত্রি ৯-৪৮	সকাল ৬-৩২
পুরুলিয়া ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার	সকাল ৬-২০	রাত্রি ৯-৪৪
হাওড়া-নাগপুর প্যাসেঞ্জার	সকাল ৬-৩০	রাত্রি ৯-৫

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই, আই, আরঃ—

দিল্লী-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস নৈহাটী ও বেনারস হইয়া ...	সন্ধ্যা ৬-৪০	রাত্রি ১০-৪০

ই, বি, আরঃ—

দার্জ্জিলিং মেল	সকাল ৭-২৪	রাত্রি ৮-৪০
আসাম মেল	মধ্যাহ্ন ১-১৫	মধ্যাহ্ন ১-৩০
ঢাকা মেল	সকাল ৫-৩৯	রাত্রি ১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল	রাত্রি ৮-২৪	সকাল ৭-৩০
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ...	সকাল ৬-৯	রাত্রি ৯-৫০
বরিশাল এক্সপ্রেস....	সকাল ১০-৩৪	বৈকাল ৩-৩১
সিরাজগঞ্জ	সকাল ৭-৩১	রাত্রি ৮-৫০

চেকে সহি

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, বি-এ (হারভার্ড)

ব্যাঙ্কিংয়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চেকের প্রচলনও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকা, বৃটেন এবং অন্যান্য উন্নত দেশে দেনা-পাওনার অধিকাংশ ভাগই চেক্ দ্বারা মিটান হয়, আমাদের দেশেও চেকের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস যে চেক্ ভাঙ্গাইতে বেগ পাইতে হয় এবং সেই জন্যই অনেকে চেক্ লইতে চাহেন না। বাস্তবিক এই বিশ্বাস একান্তই ভুল, যদি চেকের টাকা পাইতে বিলম্ব হয় উহার কারণ অনেক সময়েই দেখা যায় যে চেকের পিছনে ঠিক-মত সহি করা হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে চেক্ দ্বারা দেনা-পাওনা শোধ করা কত সুবিধাজনক। প্রথমতঃ, দেনা-পাওনার আনা পাই পর্য্যন্ত চেক্ লিখিয়া দেওয়া যায় এবং নগদ টাকা দিতে গেলে যে ঝুঁকি পোহাইতে হয় তাহা হইতে রেহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ চেক্ অর্ডার এবং ক্রস্ করিয়া দিলে উহা কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে একটী মূল্যবান্ প্রমাণ হয়। নগদ টাকা ঘরে রাখাতে যে-সব বিপদের সম্ভাবনা, ব্যাঙ্কে রাখিলে সে ভয় থাকে না। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কে টাকা থাকিলে এবং চেক্ দ্বারা দেনা-পাওনা মিটাইলে চল্‌তি মুদ্রার অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় না। ইহা ছাড়া সব চেয়ে সুবিধা এই যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক অসুবিধা হয়।

প্রথমতঃ, যিনি চেক কাটিবেন তাঁহাকে কয়েকটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—যত টাকার চেক কাটিয়াছেন সেই পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে কি না, ব্যাঙ্কে যে সহির নমুনা দিয়াছেন চেকে সেই-মত সহি করিয়াছেন কি না, চেকে তারিখ ঠিক আছে কি না, কেননা চেকে যে তারিখ লিখিত থাকে সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে চেক্ না ভাঙ্গাইলে ব্যাঙ্ক চেক্ পুরাণ বলিয়া ফেরৎ দিবে। চেকে যে টাকা লেখা হইয়াছে তাহা অক্ষরে এবং অঙ্কে এক হওয়া চাই। যেমন, যদি অক্ষরে লেখা থাকে এক শত পনর টাকা বার আনা ছয় পাই আর যদি অঙ্কে লিখা হয় ১১৫-১০-৬ পাই, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক অক্ষরে এবং অঙ্কে মিলে না বলিয়া চেক্ ফেরৎ দিবে।

চেকের লেখায় কাটাকাটি অথবা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে চেক্-লেখক সেই স্থানে তাঁহার পুরা নাম সহি করিবেন, সংক্ষিপ্ত সহি করিলে চলিবে না। মনে করুন চেকে লেখা আছে :—

Pay Babu Ram Chandra De or bearer, এই স্থলে অর্থাৎ বেয়ারার চেক্ হইলে চেকের পিছনে সহি করিবার প্রয়োজন নাই এবং যে ব্যাঙ্কের উপর চেক্ লেখা হইয়াছে সেই ব্যাঙ্কে গেলেই টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু যদি 'bearer' কাটিয়া 'order' লেখা যায় তাহা হইলে 'রামচন্দ্র দে'র সহি চাড়া ব্যাঙ্ক টাকা দিবে না। চেকে 'bearer' শব্দটী কাটিয়া দিলেই, উপরে 'order' না লেখা থাকিলেও চেক অর্ডার হইয়া যায়, যদিও বেয়ারার কাটিলে তাহার উপর অর্ডার লেখাই উচিত। কোন কোন ব্যাঙ্কের চেকে 'বেয়ারার' এর পরিবর্ত্তে শুধু 'অর্ডার' লেখা থাকে। এস্থলে চেক্-লেখক যদি ইহাকে বেয়ারার করিতে চাহেন তাহা হইলে অর্ডার কাটিয়া বেয়ারার লিখিতে হইবে এবং সেই স্থানে তাঁহাকে সহি করিতে হইবে। যদিও বেয়ারার চেক্‌কে অর্ডার করিলে সহি না করিলেও চলে, কিন্তু অর্ডার চেক্‌কে বেয়ারার করিলে সহি করিতেই হইবে।

অনেক সময় দেখা যায়, চেকের বামদিকে ছুটি লাইন টানিয়া লাইনের মাঝে 'এণ্ড কোং' লেখা হইয়াছে। ইহাকে Crossing বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে এইরূপ চেকের টাকা ব্যাঙ্ক নগদ দিবে না, শুধু অন্য কোন ব্যাঙ্কের মারফতে আসিলেই ঐ ব্যাঙ্ককে দিবে। বেয়ারার অথবা অর্ডার চেক্ উভয়ই ক্রস্ করা যাইতে পারে। ক্রস্ করিলেই যে পিছনে সহি করিতে হইবে এমন নহে, অর্ডার না থাকিলে সহি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কখনও কখনও দেখা যায় যে ক্রসিঙের অর্থাৎ লাইন ছুটির ভিতরে লেখা আছে not negotiable অথবা

payee's account only, এ স্থলে যাহার নামে চেক্ লেখা হইয়াছে সে পিছনে সহি করিয়া অপরকে হস্তান্তর করিতে পারিবে না। চেক্ negotiable instrument, ইহার পিছনে সহি করিয়া একজন অন্য জনকে, এইরূপ বহু লোককে হস্তান্তর করিতে পারে, কিন্তু not negotiable লেখা থাকিলে হস্তান্তর করা যায় না।

শুধু অর্ডার চেক্ হইলে এবং ক্রসিং না থাকিলে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা দিতে পারে, কিন্তু চেকে লিখিত ব্যক্তি, এবং যে ব্যক্তি চেক্ আনিয়াছে সেই ব্যক্তি একই কি না ইহার উপযুক্ত প্রমাণ না পাইলে ব্যাঙ্ক টাকা দিতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যদি অন্য কোন ব্যাঙ্ক চেক্ আনে তাহা হইলে বিনা আপত্তিতে টাকা দিবে, কেন না দোষ-ত্রুটী হইলে যে-ব্যাঙ্ক চেক্ উপস্থিত করিয়াছে সেই ব্যাঙ্ক দায়ী হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্ডার চেক হইলে পিছনে সহি করিতেই হইবে, কিন্তু মনে করুন Pay Ram Chandra De or bearer এইরূপ চেক্ লেখা হইলে যদি রামচন্দ্র দে, Pay Pitamber Pal or order এইরূপ লিখিয়া চেকের পিছনে নিজের নাম সহি করে তাহা হইলে যদিও চেক্ প্রথমে বেয়ারার ছিল তথাপি উহা এখন অর্ডার হইয়া গিয়াছে এবং পীতাম্বর পালের সহি না থাকিলে ব্যাঙ্ক টাকা দিবে না। বোম্বাই হাইকোর্টের একটী রায়ের ফলে এখন এই নিয়ম হইয়াছে। পূর্ব্বে বেয়ারার চেক্ হইলে পিছনে যত এবং যেমন সহিই থাকুক্ না কেন তাহাতে উহার বেয়ারারত্ব নষ্ট হইত না।

চেকের পিছনে সহি করিবার নিয়ম এই যে, চেকে লিখিত ব্যক্তি তাহার পদবী অর্থাৎ বাবু, মৌলভি, মিষ্টার, মিসেস, মিস্, রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর ইত্যাদি লিখিবে না। যদি চেকে লেখা হইয়া থাকে—

Pay Rai Ramchandra De Bahadur or order তাহা হইলে সহি করিতে হইবে শুধু Ramchandra De. অনেক সময় দেখা যায় যে চেকে নাম ভুল লেখা হইয়াছে, যেমন Ramchunder Dey। এই স্থলে যেরূপ ভুল লেখা হইয়াছে পিছনে সেইরূপই প্রথম নাম সহি করিতে হইবে, পরে নীচে নিজের স্বাভাবিক স্বাক্ষর করিতে হইবে। অর্ডার চেকে যে ভাবে নাম লেখা থাকে পিছনেও অবিকল সেইরূপ সহি করিতে হইবে, তাহা না হইলে ব্যাঙ্ক চেক্ ফেরৎ দিবে। চেকে যদি লেখা থাকে Pay Mrs. R. C. De or order এ স্থলে কিরূপ সহি করিতে হইবে? পদবী লিখিলে ভুল হইবে আর না লিখিলেও ভুল হইবে। এখানে সহি করিতে হইবে Premlata De, wife of R. C. De.

ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী পর্দ্দানশীন মহিলার নামে যে চেক্ দেয় উহা ভাঙাইতে অনেক সময় অসুবিধা হয়। এই সব চেকে নাম জাল হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে বলিয়া মহিলা-দিগকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সহি করিতে হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সম্মুখে সহি করা হইয়াছে এইরূপ লিখিয়া, নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া কোর্টের মোহরের ছাপ দিলে তবে ব্যাঙ্ক চেকের টাকা দিবে। যদি মহিলা পর্দ্দানশীন না হন এবং ইংরাজীতে নাম স্বাক্ষর করেন তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সহি না করিলেও ব্যাঙ্ক টাকা দিতে পারে।

ব্যাঙ্ক হইতে যে সব কারণে চেক্ ফেরৎ দেওয়া হয় তাহা অনেকে ঠিক বুঝিতে পারেন না বলিয়া এখানে সে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে সব কারণে চেক্ ফেরৎ দেওয়া হয় তাহার কয়েকটীর এখানে উল্লেখ করিতেছি। Not arranged for (বন্দোবস্তের অভাব) বন্দোবস্তের অর্থ ব্যাঙ্কে উপযুক্ত জামিন রাখিয়া কর্জ্জ করিবার বন্দোবস্ত, exceeds arrangement (বন্দোবস্তের অতিরিক্ত), full cover not received (সম্পূর্ণ টাকা জমা নাই), refer to drawer (চেক-লেখকের নিকট অনুসন্ধান করুন, অর্থাৎ তাঁহার জমা টাকা নামমাত্র)। এগুলির সব একই অর্থ, অর্থাৎ চেক্-লেখকের খাতায় চেক্ পাস হইবার মত টাকা জমা নাই। Effects not yet cleared, please present again, ইহার অর্থ এই যে চেক্-লেখকের খাতায় চেক্ পাস হইবার মত টাকা উপস্থিত নাই, তবে তিনিও চেক জমা দিয়াছেন এবং সেগুলির টাকা পাইলে তাঁহার লিখিত চেক্ পাস হইতে পারে।

অর্ডার চেক্ হইলে যাঁহার নামে চেক্ দেওয়া হইয়াছে তাঁহার সহির অভাব অথবা সহিতে ভুলের জন্য, চেক্ ফেরৎ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কে সহির যে নমুনা দেওয়া হইয়াছে উহার সহিত চেকের সহির অমিল; চেকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে, পরিবর্ত্তিত স্থানে চেক্-লেখকের পূর্ণ সহির প্রয়োজন; চেকে যে তারিখ লিখিত হইয়াছে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন তারিখে উহা ভাঙাইতে পারা যায় না। মনে করুন, যদি চেকে তারিখ থাকে ৫ই জুলাই ১৯৩৩ তাহা হইলে ৪ঠা জুলাই ঐ চেক্ ভাঙাইতে পারা যায় না। Payment stopped by drawer— চেক-লেখক চেক্ ভাঙাইতে নিষেধ করিয়াছেন। চেক্ ভাঙাইবার পূর্ব্বে যদি চেক্-লেখক ব্যাঙ্কে সেই চেক্ ভাঙাইতে নিষেধ করিয়া পত্র লেখেন তাহা হইলে উপরোক্ত কারণ লিখিয়া ব্যাঙ্ক চেক্ ফেরৎ দিবে। যদি চেক্-লেখক উক্ত নিষেধ-পত্র প্রত্যাহার করেন তাহা হইলে ব্যাঙ্ক উহা ভাঙাইবে। মোটামুটি যে-সব কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে সেই কারণেই প্রায় চেক্ ফেরৎ হয়।

"প্রবাসী"

সাবান প্রস্তুতের জন্য তৈল ও চর্ব্বি বিশুদ্ধিকরণ

ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিজ চর্ব্বী ও তৈলের অসদ্ভাব নাই এবং তাহাদের মধ্যে সাবান প্রস্তুত করিবার উপাদান বর্ত্তমান থাকিলেও প্রথম শ্রেণীর সাবান তৈয়ারীর পক্ষে উহা পর্য্যাপ্ত নহে। অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে, যে, এই তৈল এবং চর্ব্বীর মধ্যে নানা বর্ণ ও গন্ধের সমাবেশ হইয়া থাকে এবং প্রায়শঃই দেখা যায় যে উহাদের মধ্যে একপ্রকার চট্‌চটে পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। যদি উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাই থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত অবিশুদ্ধ উপাদান যথাসম্ভব দূরীভূত করিতে হইবে।

বীজ হইতে তৈল বাহির হইবার সময়ই এই চট্‌চটে জাতীয় পদার্থের উদ্ভব হয় এবং উহা সূক্ষ্মাবস্থায় তৈলে থাকে, ইহাতে তৈলের বর্ণ কতকটা ধোঁয়াটে আকার ধারণ করে। পূর্ব্বোল্লিখিত আঠালো জিনিষটীর স্বকীয় কোন বর্ণ না থাকিতে পারে; কিন্তু যখনই উহা উত্তপ্ত কষ্টিক সোডা লাই'এর সংস্পর্শে আসে তখনই উহার বর্ণ সমাবেশ ঘটিয়া থাকে এবং সাবানের গায়ে উহার ছাপ পড়িয়া যায়। কাজেই তৈল এবং চর্ব্বী হইতে এই চট্‌চটে পদার্থটীকে দূরীভূত করিতে না পারিলে, সাবান কখনো উৎকৃষ্ট হইতে পারিবে না। একটী সহজ উপায়েই এই আঠালো ভাবকে কিন্তু দূর করা চলে। পরে উহার বিষদ বিবরণ দিলেও গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি যে অবিশুদ্ধ তেলকে গরম জলের সহযোগে আনিলেই উহার কৃত্রিম অংশ উপরে একত্রিত হইবে। তখন ইহাকে ছাঁকিয়া লইয়া তৈলের অবিশুদ্ধ চট্‌চটে ভাব দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে।

বর্ণ এবং গন্ধের সমস্যাই প্রধান; মনে হয় উহা যে তেলের মধ্যে গলিত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং উহাকে দূর করাও সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। রাসায়নিক উপায় অবলম্বন না করিলে উহাদিগের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবার আর সহজ পন্থা নাই। যদি আবার বেশী মাত্রায় রাসায়নিক ফরমূলার প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে তৈলের অবিশুদ্ধতা দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার স্বাভাবিক রক্ষাশীল উপাদান বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং এতৎনির্ম্মিত সাবানের পূতিগন্ধময় ভাবের আবির্ভাব হইবে। আমরা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, নীচে তাহা বর্ণিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে উপরোক্ত অসুবিধাগুলির খণ্ডন হইবে।

বিশুদ্ধ করিবার উপায় এখন লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে :—

জল-শোধন

যে পরিমাণ তৈল কিংবা চর্ব্বীকে শোধন করিতে হইবে, তাহাকে উপযুক্ত আকারের গোল-তল বিশিষ্ট একটী লৌহপাত্রে লও। উহার প্রায় অর্দ্ধেকটা তৈল কিংবা চর্ব্বী দিয়া পূর্ণ করিয়া তোল। তৎপরে সমপরিমাণ জল লইয়া পাত্রে ঢালিয়া দাও। বাকী যে অংশ থাকিবে, তাহাই উৎলাইবার পক্ষে যথেষ্ট। তেল এবং চর্ব্বী হাল্কা হওয়ার জন্য জলের উপর ভাসিতে থাকে। তারপরে তেল কিংবা চর্ব্বীর অবিশুদ্ধতার পরিমাণ বুঝিয়া ১ কিংবা ২ ঘণ্টা কাল প্যান্‌কে উত্তপ্ত করিতে থাক। আগুনের মুখের উপর প্যান্‌কে বসাইয়া দিলেও কোন ক্ষতি হইবে না; কেননা, তৈল উপরেই ভাসিতে থাকে, কখনও পাত্রের তলদেশে লাগিবার ফুরসুৎ পায় না। কোন কোন সময় দেখা যায়, যে, সামান্য পরিমাণ ফেণার মত কিছু দেখা যাইতেছে। উহা দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত প্যান্‌কে উত্তপ্ত করাই বাঞ্ছনীয়। যাহাতে বরাবর কড়া জাল পড়ে, সেদিকে নজর রাখিতে ভুলিবে না।

তৈল এবং জলের সহযোগ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য না নাড়িয়া বুদ্বুদের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ। ইহাতে তৈলের অবিশুদ্ধ অংশ একত্রিত হইবার বেশী সুযোগ পায়। জাল দেওয়া শেষ হইয়া গেলে পর পাত্রকে একস্থলে অনেকক্ষণ রাখিয়া দিবে; উহাতেও অবিশুদ্ধ অংশের জমা হইবার পথ সুগম করিয়া দিবে। অকৃত্রিম তৈল উপরে একত্রিত হয় এবং বাকী চটচটে অংশ স্তর রাখিয়া পরিষ্কার তৈল ও জলের মধ্যে জমা রহিয়া যায়। তখন বিশুদ্ধ তৈলকে পাম্প করিয়া কিংবা নল মুখ দিয়া নিঃসৃত করা যাইতে পারে। পরিত্যক্ত অংশকে দিয়া কি কাজ করা যাইতে পারে, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে। যদি তৈল ঠাণ্ডা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জমাট বাঁধিবার ভাব প্রকাশ করে তাহা হইলে উহাকে তপ্ত থাকিবার সময়েই সরাইয়া লইবে, নতুবা উহাকে জমাট হইতে দিয়া শেষে তলস্থ অবিশুদ্ধ পদার্থগুলিকে চাঁচিয়া ফেলিলেই চলিবে।

এই সংযুক্ত স্তরের ঘনত্ব তৈলের উপর নির্ভর করে। বিশুদ্ধ তৈলের সংযুক্ত হইবার ভাব অল্পই বর্ত্তমান থাকে, অনেক সময় থাকেও না। অবিশুদ্ধ তৈলের সম্পর্কে এই কথা খাটিবে না। তৈল কিংবা চর্ব্বী যে পরিমাণে আইয়োডিন গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাই উহার বিশুদ্ধতার মাপকাঠি; বেশী আইয়োডিন লাগিলে বুঝিতে হইবে যে তৈল কিংবা চর্ব্বী সেই মাত্রায় অবিশুদ্ধ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। নারিকেলের তেল এবং জান্তব চর্ব্বী বেশীমাত্রায় আইয়োডিন গ্রহণ করে না এবং ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে উল্লিখিত দ্রব্যাদি মোটামুটি বিশুদ্ধাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু সংযুক্ত করিবার পক্ষে উহারা বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহাতে অবিশুদ্ধতার ভাব বেশী থাকে বলিয়া শীঘ্রই সংযুক্ত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করে। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে মহুয়া এবং করঞ্জ তৈলের স্থান মাঝামাঝি, যদিও উপরোক্ত দুইটী পদার্থের মধ্যে করঞ্জ তেলের সংযোগ শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী।

যে সমস্ত তৈল সহজেই যুক্ত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে আবার তেলে-জলে পৃথক করা সহজসাধ্য। পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিবার সময় তেল সংযুক্ত পদার্থের বা এমাল্‌সনের কবল হইতে বাহির

হইয়া আসিবার পথ শীঘ্র খুঁজিয়া পায় না। উল্লিখিত তৈলসমূহকে বিশুদ্ধ করিতে কাজে কাজেই অনেক সময় লাগিয়া যায়। যে তেল বেশী করিয়া মিলিয়া যায় না (low-emulsifying oils), তাহাদিগকে ভিন্ন করিয়া নেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। কাজেই নরম তেলের (যাহা বেশী পরিমাণে আইয়োডিন গ্রহণ করিয়া থাকে) সঙ্গে অল্প আইয়োডিন যুক্ত শক্ত তেল কিংবা চর্ব্বী মিশাইয়া লইবে। ইহাতে তৈল বিশুদ্ধ করিবার পথ সুগম হইবে।

সংযুক্ত স্তরের মধ্যে চট্‌চটে আঠালো পদার্থ কিংবা সামান্য অবিশুদ্ধ কিছু থাকিয়া গেলে, উহা কাপড়ের ভিতর দিয়া ফিল্টার করিয়া নিবে। ইহাতে বিশুদ্ধ তৈল-জল একদিকে গিয়া পড়িবে; কাপড়ে শুধু ময়লা জিনিষগুলি মাত্র লাগিয়া থাকিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বিশুদ্ধ করিবার কাজে তৈলের অপব্যয় হইতেছে না, অথচ নো'রা জিনিষগুলি পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, যখন Saponification এর জন্য তৈলের প্রয়োজন পড়িবে, কেবলমাত্র তখনই উপরোক্ত উপায়ে উহার বিশুদ্ধতা সাধন করিবে। যদি ময়লাবর্জ্জন এবং Saponification করিবার মাঝখানে অনেক সময় ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে বর্ণ পুনরায় ফুটিয়া না তোলা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ তৈলের মধ্যেও কোন প্রকার দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রিস্ ডিপার্টমেণ্টের ৩০ নং ইংরাজী এবং ৪০ নং বাংলা সঙ্কলনে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে জন্তুর চর্ব্বী বিশুদ্ধ করিবার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। মনে রাখিতে হইবে, যে, যদিও ইহা সমস্ত ভাসমান এবং আঠালো পদার্থকে দূরীভূত করিবার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ, তথাপি তৈলের গন্ধ ও বর্ণ দূরীভূত করিবার পক্ষে ইহা আদৌ কার্য্যকরী নহে। জল গরম হওয়ার জন্য যতটুকু হয়, তাহাকে নগণ্য বলিলেই চলে।

ব্যবহৃত লাই'য়ের শুদ্ধিসাধন

কোন তৈলের দুর্গন্ধ থাকিলে, উহার চিকিৎসা করা কেবলমাত্র গরম জলেই নিষ্পন্ন করা যাইবে না। দুর্গন্ধ সৃষ্টি করিবার ক্ষণস্থায়ী উপাদানসমূহ গরমজলে নষ্ট হইয়া যায় বটে, কিন্তু অপর উপাদানগুলি এমন ভাবে লাগিয়া থাকে যে কিছুতেই উহাদিগকে সরানো সম্ভবপর হয় না। দরকার,—সমস্ত দুর্গন্ধযুক্ত উপাদান সমূহের মূলভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া এবং সেই কাজের পক্ষে একমাত্র গরমজল যথেষ্ট নহে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, একটী লবণ মাখানো প্যান্ হইতে যে ক্ষয়িত সুরাভাগ পাওয়া যাইবে, তাহার মধ্যে তৈল কিংবা চর্ব্বীকে উৎলাইয়া লইতে হইবে। সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে উপযুক্ত লবণ থাকার জন্যই আলোচ্য পদার্থটী লাইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না হইয়া যায়। ক্ষয়িত লাই' মধ্যস্থ কষ্টিক সোডার সঙ্গে আলোচ্য জিনিষটীর আংশিক Saponification-এর জন্য যে সাবান প্রস্তুত হইবে, তাহা যাহাতে লাইয়ের সঙ্গে মিলিয়া না যায় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাতে দুর্গন্ধ অনেকটা দূর হইয়া আসিবে, না হইলে, আরো জোরে কাজ চালাইতে হইবে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কাজ চলিবার সময় ক্ষয়িত লাই'তে যে

সামান্য কষ্টিক থাকে, তাহা তেলের কিছু অংশকে Saponify করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। তৎপরে সমগ্র বিশুদ্ধ উপাদানকে মূল সাবান তৈয়ার করিবার উপাদানের সঙ্গে মিলাইতে হইবে।

যদি আবার মূল পদার্থের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় গন্ধ ও বর্ণের সমাবেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মিশ্রণ করিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে শুদ্ধি করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। শোধন কার্য্যের শেষ অবস্থায় উপনীত হইয়া মূল পদার্থটাকে Saponify করিতে হইবে। কেবলমাত্র এই পন্থা অনুসরণ করিলে তেলের গন্ধ ও বর্ণ দুইই বিনষ্ট হইবে।

যদি মূল পদার্থে আবার সর্জ্জরসযুক্ত (resinous) গন্ধ ও বর্ণ থাকে, তাহা হইলে অল্প পরিমাণ কষ্টিক সোডা দিয়া ক্ষয়িত লাই'য়ের মধ্যে উহাকে কেবলমাত্র উৎলাইয়া লইলেই চলিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, নিম তৈল এবং অস্থি-চর্ব্বী। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষয়িত লাই'য়ের সঙ্গে মূলপদার্থ মিশাইয়া সম্পূর্ণ Saponification না হওয়া পর্য্যন্ত উৎলাইয়া লইতে হইবে। যাহাতে তৈল কিংবা চর্ব্বীগত অ্যাল্‌ক্যালি দ্বারা উপরোক্ত জিনিষগুলি Saponified হইতে পারে, তাহাই পরিমাণ মত লইয়া ক্ষয়িত লাই'এর সঙ্গে যোগ করিতে হইবে। মাঝে মাঝে ক্ষয়িত লাই'এর মধ্যে যে কষ্টিক বর্ত্তমান থাকে, তাহার সঙ্গে আরও কষ্টিক মিশ্রণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তৈল ও চর্ব্বী যদি বেশী হয় তাহা হইলে বর্ণগন্ধের সমাবেশ দূর করিবার জন্য উহা করা একান্ত আবশ্যকীয়। যখন ক্ষয়িত লাই সহ Saponification এর কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকে, তখন বর্ণগন্ধযুক্ত কোনো তৈল (oil medium) সাবানে পরিবর্ত্তিত হয়। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিলে বর্ণ লাইতে রূপায়িত হইয়া পড়ে এবং গন্ধও ষ্টীমের সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া যায়। এইরূপ শুদ্ধিকৃত তৈল মূল সাবান উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া প্রথম শ্রেণীর সাবান নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়া থাকে। উপাদান, গন্ধ ও বর্ণের উপরই যে উহার শ্রেণীবিন্যাস নির্ভর করে, তাহা বিশেষভাবে না বলিলেও চলে।

এই কার্য্যের জন্য বেশী পরিমাণে লাই'য়ের প্রয়োজন পড়িয়া যায় বলিয়াই সাবান উৎলাইবার চুল্লীর উপর অগভীর প্যান্‌ ব্যবহার করিতে হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, যে উত্তাপ বৃথা অপব্যয় হইয়া যায়, তাহাকে ক্ষয়িত লাইয়ের কষ্টিক সোডা পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মোট কথা, যদি তেলের মধ্যে বেশী পরিমাণ ভাসমান চট্‌চটে আঠালো পদার্থ থাকে, তাহা হইলে জলের মধ্যে শোধন করিয়া লইবার আবশ্যকতা উল্লেখযোগ্য। ইহার পরেই, যদি বর্ণগন্ধের সমারোহ কম থাকে, তাহা হইলে, ক্ষয়িত লাইকে উৎলাইয়া লইতে হইবে, নতুবা সম্পূর্ণ Saponification না হওয়া পর্য্যন্ত উহা দূরীভূত হইবে না। তবে যদি মূল সর্জ্জরসংযুক্ত উপাদানই রঙীন হয়, তাহা হইলে উহা দূর করা অসম্ভব। যদি উপাদান আবার নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে মূল সাবান চার্জ্জের (Soap Charge) সঙ্গে মিশাইবার পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থলে উহাদিগকে বিশোধিত করিয়া লইতে হইবে। এই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিলেই প্রথম শ্রেণীর সাবান প্রস্তুত হইবে।

কলিকাতার ক্ষৌরকার

প্রঃ—পরামাণিক তোমার দেশ কোথায়?

উঃ—বরিশাল জিলায়।

প্রঃ—সে কি! মেদিনীপুর নয়? আমি তো মনে করিতাম কলিকাতার সব নাপিতই আসে মেদিনীপুরের আড়ৎ হইতে। বালাম চাল, আর নারিকেল সুপারীর মায়া ত্যাগ করিয়া তোমার এরূপ দূরদেশে আসিবার হেতু কি?

উঃ— আমাদের গ্রামের আমার এক জাত ভাই কলিকাতায় ব্যবসা করিয়া বেশ সুসার করিয়াছে। বাড়ীতে চার ভিটিতে চারখানা টিনের ঘর করিয়াছে, দুই ভাইকে কিনিয়া বিবাহ দিয়াছে, জমি-জমা বন্ধক রাখিয়া অনেক টাকা লগ্নী করিয়াছে। তার দেখা দেখি নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছিলাম।

প্রঃ— তোমার গ্রামের সে লোকটী কিসের ব্যবসাদ্বারা অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল?

উঃ— আমাদেরই জাতীয় ব্যবসা করিয়া।

প্রঃ— কিনিয়া বিবাহ দিয়াছে বলিলে, তোমাদের মধ্যে মেয়ে বিক্রী হয় বুঝি?

উঃ— (লজ্জিতভাবে) হাঁ, তা হয়

প্রঃ— এক একটী মেয়ে কত দামে বিক্রী হয়।

উঃ— আগে অনেক বেশী পণ লাগিত—২০০৲ ২৫০৲ টাকা এখনও ১০০৲ কি ১২৫ টাকা লাগে। তবে ইংরাজী লেখাপড়া জানা বরদের কন্যাপণ লাগে না। কিন্তু বাবু আপনারা কন্যাপণটাকে যত মন্দ বলিয়া মনে করেন, চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা তত মন্দ মনে হয় না। অবশ্য বিবাহে পণ লওয়াই অন্যায়। কিন্তু আমার মনে হয় আপনাদের বরপণ অপেক্ষা আমাদের কন্যাপণ কম দোষের।

প্রঃ—তা কি করিয়া বলা চলে?

উঃ—যে ব্যক্তি ২০০৲ কি ২৫০৲ টাকা সঞ্চয় করিয়া কন্যা ক্রয় করিতে না পারে তার বিবাহ না করাই উচিত। কারণ বিবাহ করিয়াও সে ছেলেপিলেকে খাওয়াইতে পারিবে না। পুরুষের বিবাহ না হইলে না হয় খুব জোর সে নির্ব্বংশই হইবে; কিন্তু মেয়ের বিবাহ না হইলে সমাজে গুরুতর পাপ প্রবেশ করে। বরপণের ফলে কন্যাদের বিবাহের বয়স পিছাইয়া যায় আর কন্যাপণের ফলে বরদের বিবাহের বয়স পিছাইয়া যায়। সমাজের পক্ষে এ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী

বেশী অমঙ্গলকর তা সহজেই বুঝা যায়। তাছাড়া কন্তাপণের ফলে অধিকাংশ স্থলে লোকেরা উপার্জ্জনক্ষম হওয়ার পরে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

প্রঃ—তোমার দেখিতেছি শুধু ক্ষুরেই ধার নয়, যুক্তিতেও বেশ ধার আছে। নাইবা হবে কেন? তোমাদের জাতির বুদ্ধিমত্তা যে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

উঃ—প্রবাদের কর্ত্তাও আপনারা, অপবাদের কর্ত্তাও আপনারা। যেমন আমাদের বুদ্ধিমত্তা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে, জাতির "নাপিত" নামটাও তেমনি অপবাদে পরিণত হইয়াছে।

প্রঃ—তুমি বাস্তবিকই বেশ রসিক লোক। তোমার প্রত্যুত্তর করিবার শক্তির তারিফ করিতে হয়। আচ্ছা, তোমার অদৃষ্ট পরীক্ষার ফল কিরূপ হইল? বাড়ীতে এক আধখানা টিনের ঘর তৈরী করিতে পারিয়াছ ত?

উঃ—(হাসিয়া) আমার অনেক দেনা ছিল, তা শোধ করিয়াছি ও একখানি টিনের ঘর তৈরী করিয়াছি।

প্রঃ—টিনের ঘর তৈরী করাটা বুঝি তোমাদের দেশে ধনবানের লক্ষণ—তোমরা কোঠা-বাড়ী তৈরী কর না ?

উঃ—কোঠাবাড়ীর চলন আমাদের দেশে খুব বেশী নাই। বড় লোকেরাই সাধারণতঃ কোঠাবাড়ী তৈরী করে। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই টিনের ঘর তৈরী করে। কোঠাবাড়ী তৈরী করা আমার ন্যায় লোকের পক্ষে কল্পনারও বাহিরে। তবে কোঠাবাড়ীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল আমাদের অঞ্চলে বেশী হইতেছে।

প্রঃ—সহরে না গ্রামেও ?

উঃ—সহরের ত' কথাই নাই। বরিশাল সহরে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে কয়টা কোঠা-বাড়ী ছিল এখন কোঠাবাড়ীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে তার বহুগুণ। গ্রামেও কোঠা বাড়ীর সংখ্যা বাড়িতেছে দেখা যায়।

প্রঃ—তুমি এ কবেকার কথা বলিতেছ ? বর্ত্তমানের কথা কি ?

উঃ—আমি বর্ত্তমান দুর্য্যোগের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি।

প্রঃ—তোমার মাসিক আয় কত ?

উঃ—ক্ষৌরকার্য্যে মাসিক ৩০।৩৫৲ টাকা পাই। তা ছাড়া পানের দোকান করিয়াও ২০।২৫৲ টাকা পাই।

প্রঃ—সে কি! তোমার আবার পানের দোকানও আছে ?

উঃ—দুপুর পর্য্যন্ত ক্ষৌরী করি। বিকাল বেলা তাস পাশার শ্রাদ্ধ না করিয়া আর একটা উপার্জ্জনের পথ করিয়া নিয়াছি। এটা মন্দ করিয়াছি কি ?

প্রঃ—মন্দ তো কর-ই নাই ; তোমার মত সুবুদ্ধি, যদি দেশের লোকের থাকিত তবে অনেকের দুর্দ্দশার লাঘব হইত।

উঃ—আমাদের দেশের চাষীরা বছরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই অলসভাবে কাটাইয়া থাকে। তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা যদি ঐ সময়ে সহরে কি অন্যত্র যাইয়া যে কোনভাবে দু'পয়সা অতিরিক্ত রোজগার করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহাদের অবস্থা ফিরাইতে পারে। তা তাহারা করিবে না। বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার নামে তাহারা শিহরিয়া উঠে।

প্রঃ—অশিক্ষিত দরিদ্র লোকের পক্ষে একাকী দূরদেশে যাওয়ায় নানা অসুবিধাও আছে। কিন্তু প্রথমে একজন পথ দেখাইলে তাহার পরিচিত অন্য লোকে অনায়াসে সে পথে চলিতে পারে। এই দেখ না, তোমার অবস্থাই ত' সেইরূপ। আচ্ছা তোমার গ্রামের সেই লোকটীর প্রথমে কলিকাতা আসিবার বুদ্ধি হইয়াছিল কেন ?

উঃ—আমাদের গ্রামের একটী ভদ্রলোক কলি-কাতায় চাকুরী করিতেন ও পরিবারসহ বাস করিতেন। তাঁর মন্ত্রণা এবং উৎসাহের ফলে পিতামাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াও সে চলিয়া আসে। সে আসিয়া প্রথমতঃ সেই ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে থাকিয়াই ক্ষৌরকার্য্য আরম্ভ করে।

প্রঃ—এখন তোমাদের গ্রামের তোমরা জাতভাই

কয়জন কলিকাতায় ক্ষৌরকারের কার্য্য কর? তোমরা দুইজনই কি?

উঃ—আমাদের গ্রামেরই ৭।৮ জন, তা ছাড়া আমাদের ভিন্নগ্রামবাসী আত্মীয় স্বজন আরো ১০।১২ জন এখানে ক্ষৌরকারের কার্য্য করে।

প্রঃ—ইহাদের সকলেই বেশ উপার্জ্জন করে?

উঃ—তা করে।

প্রঃ—তারাও পানের দোকান করে কি?

উঃ—না, এখন পর্য্যন্ত আর কেহ করে নাই। আমার দেখাদেখি আরো দুইজনে শীঘ্রই করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

প্রঃ—এসবের মূলে কিন্তু সেই ভদ্রলোকটীর সদিচ্ছা ও সাহায্য বর্ত্তমান, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

উঃ—তাতো অবশ্যই। ভদ্রলোকদের সাহায্য ছাড়া অপর সাধারণ কে কোথায় উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে? খুঁজিতে গেলে সকলের উন্নতির গোড়ায়ই ভদ্রলোকদের সাহায্য ও সহানুভূতি দেখা যাইবে।

প্রঃ—ভদ্রলোকদের প্রতি তবে তোমার মনে কোনরূপ বিরূপভাব নাই ?

উঃ—সে কথা কেন বলেন ? আমার মনে তো নাই-ই। ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে কাহারও তাহা থাকা উচিত নয়।

প্রঃ—তবে যে দেশময় একটা বিরুদ্ধ হাওয়া বহিতেছে—তাহাও কি তুমি অস্বীকার করিবে ?

উঃ—উহা স্বার্থপর লোকদের অভিসন্ধিমূলক কুশিক্ষার ফল। উহার পরিণামও সকলের পক্ষে সমান ভয়ানক।

প্রঃ—তোমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় তুমি কিছু লেখাপড়া জান এবং দেশের খবরাখবরও কিছু রাখ। আমার অনুমান সত্য কি ?

উঃ—সাধারণ বাঙ্গলা লেখাপড়া জানি। তবে এখানে অবসর সময়ে বই ও খবরের কাগজ পড়িয়া থাকি।

প্রঃ—বেশ ত, খুব মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া কর। আমেরিকার প্রেসিডেন্টগণের মধ্যে অনেকেই প্রথম জীবনে তোমার ন্যায় বা তোমাপেক্ষাও নীচ কার্য্য করিত। কে বলিতে পারে তুমিই ভবিষ্যৎ জীবনে একজন বড়লোক হইবে কি না ?

উঃ—আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য আর একটী ভদ্রলোকও এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে মাপ করিবেন, আপনাদের কুথার মূলে একটা বড় গলদ আছে। একজন ইংরেজ কি আমেরিকাবাসী দরিদ্র মজুরের পক্ষে নিজের চেষ্টায় মাতৃভাষা ইংরেজীর সাহায্যে নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া সুপণ্ডিত ও শক্তিশালী হওয়া সম্ভব হইতে পারে—কিন্তু একজন বাঙ্গালী দরিদ্র মজুরের পক্ষে সেরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

প্রঃ—কেন ? ইংরেজী না হউক বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বড় হওয়া তো তোমার পক্ষে খুব কঠিন নয়।

উঃ—খুবই কঠিন। উপযুক্ত পুস্তকাদি অনেক ক্ষেত্রেই দুষ্প্রাপ্য। তা ছাড়া যে ব্যক্তি ভাল ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারে না তার পেটে অনেক বিদ্যা থাকিলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তার পক্ষে খ্যাতি, শক্তি বা পদলাভ করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। আমেরিকার মুচিই যে শুধু রাজপদ লাভ করিতে পারে তা নয়, ভারতের ক্রীতদাসও সম্রাট হইয়াছিল। কিন্তু যে দেশে ইংরেজী না জানিলে রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বর পর্য্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, সে দেশের ইংরাজীজ্ঞানশূন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পক্ষেও একটা প্রকৃত বড় কিছু হওয়া বা করা নিতান্ত অসাধ্য। সুতরাং আপনাদেরও মুচি-প্রেসিডেণ্টের নজীর আওড়ান পণ্ডশ্রম মাত্র। আমার সময় নষ্ট হইতেছে, এখন আসি; আমার কথায় রাগ করিবেন না।

প্রঃ—না, রাগ আর কি করিব ? তবে দুই প্রকারেই কাণমলিয়া গেলে—হাতেও মুখেও—এই যা দুঃখ।

উঃ—(হাসিয়া) অমন কথা বলিতে নাই। আমরা আপনাদের কাণ ধরিয়াও গৌরব বোধ করি না এবং পা ধরিয়াও অপমান বোধ করি না। আমরা 'সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি' হইয়া সমাজের সেবা করি।

'আর্থিক উন্নতি'

মুরগী জনন তত্ত্ব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পোলট্রি যদি কৃতকার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদন ব্যাপার (breeding) সুনিয়ন্ত্রিত করা উচিত। কারণ উৎপাদন যদি ভাল হয় তাহা হইলে পোলট্রি ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে দুই চারিটী সরল নিয়ম আছে। এ নিয়মগুলি সহজে বুঝা যায় এবং পালন করাও কঠিন নহে। তবে পোলট্রিতে সাফল্য আনিতে হইলে নিয়মগুলি যত্নপূর্ব্বক পালন করা দরকার। নিম্নে কতকগুলি নিয়ম দেওয়া হইল।

প্রথমতঃ মোরগগুলি সবল, পুষ্ট ও মাংসল হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, তাহাদের আকৃতি সঠিক, রং ভাল, এবং অনলস, স্বাস্থ্যপূর্ণ এবং উচ্চ জাতির হওয়া উচিত। সেই-রূপ মুরগীও অনুরূপ গুণ সম্পন্ন হওয়া দরকার। মুরগী যেন খুব মোটা না হয়, এবং ধীর ও শান্ত হয়।

মোরগকে খুঁটিনাটী খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত, এবং সেই সমস্ত মুরগীর সহিত মিলিতে দেওয়া উচিত যাহারা ডিম পাড়ে। বছরের ৩৬৫ দিনই মোরগকে মুরগীর পিছনে ছাড়িয়া রাখা উচিত নহে। উৎপাদন ঋতু (breeding season) শেষ হইলেই,—(অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মাসে ইহাদের breeding season হয়) মোরগ ও মুরগীগুলিকে আলাদা রাখা দরকার।

এক মোরগের কয়টী মুরগী হওয়া উচিত।

বাস্তবিক একটী মোরগের নিকট কয়টী মুরগী রাখা উচিত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে মুখ্যতঃ মোরগের বল ও পুষ্টি এবং ঋতুর উপর ইহা নির্ভর করে। ঋতুর প্রথম ভাগে একটী মোরগের নিকট ৫।৬টী মুরগী রাখিতে পারা যায় এবং ঋতু যত ঘনাইয়া আসে মুরগীর সংখ্যা বাড়াইয়া ৮টী পর্য্যন্ত মুরগী রাখা যাইতে পারে। মোরগ ও মুরগী যদি জাতিতে হাল্কী হয় তাহা হইলে একটী মোরগের নিকট ৫-৬টী হইতে আরম্ভ করিয়া ৮-৯টী পর্য্যন্ত মুরগী রাখা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে মুরগীরা আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে পালক ঝাড়িয়া ফেলে, কিন্তু মোরগগণ আশ্বিন পর্য্যন্ত অলস ভাবে থাকে। কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত এই কয়মাস মোরগগণ শৌথিল্য ত্যাগ করিয়া উৎসাহ ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করে। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের গ্রীষ্মের উত্তাপে তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই সময়ে মোরগ ও মুরগীগণকে আলাদা করিয়া রাখা উচিত। আরও এক কথা, মুরগীদের কখনও অত্যধিক অথবা অল্প সহবাসের সুযোগ যেন না দেওয়া হয়। কারণ উভয় প্রকার

প্রক্রিয়া দ্বারা অনিষ্ট ও অপকার দর্শায়। কি করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে যে সহবাস অত্যধিক বা অত্যল্প হইয়াছে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। যদি মুরগীর পিঠ ও ঘাড়ের পালক খুব রুক্ষ ও উস্কোখুস্কো হইয়া যায় তাহা হইলে জানিতে হইবে যে সহবাস অত্যল্প হইয়াছে, এবং যদি কোনরূপ চিহ্ন না দেখা যায় তাহা হইলে অত্যধিক সহবাস বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক মুরগীকে সময় সময় এই ভাবে পরীক্ষা করা উচিত; কারণ প্রায় দেখা যায় মোরগটী অন্যান্য মুরগীকে ত্যাগ করিয়া একটীবই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে মুরগীটীর পিঠ একেবারে পালকশূন্য হইয়াগিয়াছে। ঐ অবস্থায় মুরগীটীকে অবিলম্বেই সেখান হইতে সরাইয়া ফেলা উচিত, নতুবা ঐ মুরগীদ্বারা যে ডিম পাওয়া যাইবে তাহাতে উৎপাদিকা শক্তি মোটেই থাকিবে না।

পাখীদের আয়তন ও আকৃতি।

সহবাসের সময় একথাও দেখা দরকার যাহাতে সমান আয়তনের মোরগ ও মুরগী একত্রিত করা হয়। খুব বড় মোরগের সহিত সাধারণ মামুলি মুরগী মিলিত করা উচিত নহে, উভয় পাখীই এক আয়তনের হওয়া দরকার। যদি মোরগ খুব বড়, এবং মুরগী আয়তনে খুব ছোট হয়, তাহার ফলে ডিমগুলি উৎপাদিকাশক্তি হীন হয় এবং মুরগীরাও ভারী মোরগের চাপে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

ভিন্নজাতির মোরগ ও মুরগী

যদি একাধিক জাতির পাখী রাখা হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতির পাখীকে আলাদা করিয়া রাখা উচিত; এমন কি তাহাদিগকে একত্রে বেড়াইতে দেওয়াও উচিত নহে। সুতরাং যদি যথেষ্ট স্থান না থাকে, তাহা হইলে একজাতির পাখী রাখাই শ্রেয়ঃ।

উৎপাদনের উদ্দেশ্য

মুরগী উৎপাদনের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইরূপ দৃষ্ট হয়। প্রথম, সখের জন্য, এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। সখের জন্য যদি উৎপাদনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত মুরগীর মস্তক রঙীন, তাহা ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ মুরগীর মাথার রঙ্ বাচ্ছাগুলিতেও আসে। এ অবস্থায় মুরগীর আয়তন, জাতি, ইত্যাদি ভাল করিয়া দেখা উচিত। যদি লাভ বা সুবিধার জন্য উৎপাদনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে মোরগ এমন মাতার জাত হওয়া উচিত যাহারা অনেক ডিম পাড়ে; এবং মুরগীও এমন সংগ্রহ করা উচিত যাহারা প্রচুর এবং সুদৃশ্য ডিম পাড়ে।

ডিমের সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা।

ডিম যে এক অপূর্ব্ব, দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ বস্তু একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। বাস্তবিক ডিমের উপাদানগুলি যদি পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তাহা হইলে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যায়। খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ দুধ ও ডিমকে পূর্ণ খাদ্য বলিয়া মত নির্ণয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এক পোয়া দুধ অপেক্ষা এক পোয়া ডিমের food value ঢের বেশী। মানবের আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে ডিমের স্থান অনেক উচ্চে। দুধের ন্যায় ডিমেতে প্রোটীইন যথেষ্ট পাওয়া যায়, এবং দৈহিক উপাদানকে সুস্থ ও সবল করিতে সাহায্য করে। ডিমের সাদা অংশে এলবুমেনের সহিত পরিমিত পরিমাণে প্রোটীইন এবং অন্যান্য

উপাদান মিশ্রিত থাকে। ডিমের কুসুমে মেদের সহিত ফস্‌ফরাস নামক মস্তিষ্কবৃদ্ধির উপাদান থাকে, এবং খুব শীঘ্র হজম হয়। ইহাতেও দুধের স্থায় প্রোটীইন ও ফস্‌ফরাস মিশ্রিত থাকে এবং ইহা ছাড়া যে সমস্ত খনিজ উপাদান দৃষ্ট হয়, তাহাতে পুষ্টি জন্মায় এবং বল বৃদ্ধি হয়। ডিমে vitamin A ও D যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়; ইহার সংমিশ্রণে ক্যাল্‌সিয়ম ও ফস্‌ফরাসের সহযোগে মানবের অস্থি ও দাঁতে পরিপুষ্টি আনয়ণ করে।

ডিমের ব্যবহার।

ডিমের মধ্যকার জলীয় পদার্থ এবং কুসুম বোরিক এসিড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যসংরক্ষণে ব্যবহার হয়।

শুক্‌না ডিম চামড়ার ট্যানিংএ কায দেয়।

ডিমের কুসুমের তেল দস্তানার চামড়া এবং বহি বাঁধাইবার চামড়া চিক্কণ করিতে ব্যবহৃত হয়।

ডিমের শুকনা শ্বেতসার ক্রোমট্যানিং করিবার কালে চামড়া চিক্কণ ও মসৃণ করিতে ব্যবহার হয়; এবং সুতার কাপড়ে রং বসাইবার কালেও ইহার ব্যবহার হয়। তাহা ছাড়া পুস্তকের উপর সোণালী রং করা, ছাপার কালি তৈয়ার এবং সুরার পরীক্ষায়ও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ডিমের উপাদান।

সকলেই জানেন মানবশরীর নিম্নলিখিত পাঁচটী প্রয়োজনীয় উপাদান দ্বারা পুষ্টি সাধন হয়।

১। প্রোটীইন (যাহাতে শরীর গঠন বৃদ্ধি পায়) ২। চর্ব্বি এবং কার্ব্বহাইড্রেট (শরীরের মধ্যে ইন্ধনের কায করে) ৩। ছাই ও খনিজ পদার্থ ৪। জল ৫। ভাইটামিন। মুরগীর ডিমে নিম্নলিখিত পদার্থ থাকে:—ছাই ১০·৬৮ ভাগ; চর্ব্বি ও কার্ব্বহাইড্রেট, ১০·৫৯ ভাগ; প্রোটীইন ১২·৮৩ ভাগ; জল ৬৫·৯ ভাগ এবং ভাইটামিন এ, বি ও ডি।

হাঁসের ডিমের উপাদানে ছাই, ১৩.৭ ভাগ; চর্ব্বি ও কার্ব্বহাইড্রেট ১২·৫ ভাগ; প্রোটীইন, ১২·৮৩ ভাগ; জল, ৬০·৮ ভাগ এবং ভাইটামিন এ, বি ও ডি।

শরীরের পুষ্টি সাধনে ইহার উপকারিতা অসামান্য এ কথা সহজেই বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়াও ডিম ফুটাইতেও ডিমের ব্যবহার আছে। ফুটাইবার ডিম অবশ্য ভাল ও টাটকা হওয়া উচিত। এই জন্য ইহার উৎপাদিকা শক্তি প্রথমে পরীক্ষা করিয়া পরে ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

ডিমের পরীক্ষা।

ডিম পরীক্ষায় যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা হাতে লইয়া সূর্য্যের সম্মুখে রাখিয়াই বুঝিতে পারেন ডিমটী উৎপাদিকা শক্তিহীন কিনা। যাঁহারা এ কাযে নূতন হাত দিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে Egg-tester ব্যবহার করাই সমীচীন, কারণ এই যন্ত্রে ডিমে উৎপাদিকা শক্তি (fertile) আছে কিনা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারা যায়। ডিম পরীক্ষার একটী খুব সরল ও সহজ প্রণালী এই:—

একটী শক্ত কার্ড বোর্ড লইয়া তাহাতে ডিমের অনুরূপ অথবা তাহা অপেক্ষা সামান্য ছোট একটী ছিদ্র করা হউক। তাহার পর ডিমটীকে ছিদ্রের পাশাপাশি রাখিয়া কোন আলো বা বাতির ছয় হাত দূরে সেই কার্ড বোর্ডটীকে রাখা হউক। যদি ডিমটী সম্পূর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, ইহা উৎপাদিকা শক্তি বিহীন। অপর পক্ষে যদি ডিমের ভিতর

ছোট একটী দাগ দৃষ্ট হয়, এবং সেই দাগের চারিধারে মাকড়সার জালের ন্যায় সূক্ষ্ম শিরার ন্যায় সেই দাগের চারিদিকে ভাসিতে থাকে তাহা হইলে জানা উচিত ঐ ডিমের মধ্যে জীবিত ভ্রূণ অবস্থিত। যদি ডিমের মধ্যে পিণ্ডের ন্যায় কিছু নড়িতে চড়িতে থাকে, অথচ জালতির ন্যায় কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং হাওয়ার স্থান ধোঁয়ার ন্যায় ঘোলাটে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ভ্রূণটী মৃত। যদি কোন ডিম সন্দেহজনক দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তা দিবার ১৪ দিবস পরে উহার পরীক্ষা হওয়া উচিত। যদি কোন ডিম তা দিবার ২১ দিবস পরেও পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে ইহা উৎপাদিকা শক্তি বিহীন। যদি ডিমের মধ্যে অর্দ্ধ নির্ম্মিত বাচ্চা দৃষ্ট হয়, কিংবা পচা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে ডিমটী খারাপ। যদি তা দিবার পূর্ব্বেই ভিতরে বাচ্চা সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে ডিমটী উৎপাদিকা শক্তি পূর্ণ, তবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডিমে কোনরূপ দোষ নাই ইহাই বুঝিতে হইবে।

আমরা নিম্নলিখিত সরল পরীক্ষাটী পাঠকবর্গের গোচর করিলাম। ডিমে তা দিবার উনবিংশ বা বিংশ দিবসে এক বাটী গরম জলে ডিম গুলিকে রাখা হউক। জলে উত্তাপ কোন ক্রমে ১০২ ডিগ্রী ফারেন্‌হাইটের উপরে বা নীচে যাইবে না। এক মিনিট পরে যদি দেখা যায় যে ডিমগুলি নড়িতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহাদের মধ্যে জীবিত বাচ্চা আছে, কারণ ঐ উষ্ণ জলে বাচ্চাগুলি ডিম হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করায় ডিমগুলি নড়িতে চড়িতে থাকে। যে ডিমে বাচ্চা নাই বা মরিয়া গিয়াছে সেগুলি সামান্য ভাবে শুধু ভাসিতে থাকিবে। ডিমগুলিকে ২ মিনিটের বেশী যেন জলে না রাখা হয়, তাহার পর উত্তমরূপে মুছাইয়া ও শুকাইয়া যথাস্থানে রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

সুপারীর ব্যবসায়

বাংলা দেশে সুপারীর কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এখনকার কাজে কর্ম্মে, উৎসবে বিবাহে, আদর যত্ন করিতে, ভদ্রতা রক্ষা করিতে—সকল ব্যাপারে পান সুপারী একটী বিশেষ অঙ্গ। শুধু বাংলা দেশে কেন প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্রই সুপারীর আদর আছে। কোন কোন দেশে সুপারী ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের অঙ্গ বিশেষ। কোথাও সুপারীদান ভদ্রতার অঙ্গ বিশেষ। সেই সকল দেশে কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত বাড়ীতে আসিলে, তাঁহাকে সুপারী দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হয়। ইহা না করিলে, অপর পক্ষ নিজেকে অপমানিত মনে করিবে। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য দেশে চা এবং ধূমপান যেরূপ সর্ব্বত্র প্রচলিত ও সভ্যতা এবং সমাজিকতার একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ, প্রাচ্যদেশেও সুপারী এবং পান প্রায় তদ্রূপ। এশিয়া মহাদেশে ইহার এত প্রচলন যে অনেকে বলেন—সমগ্র এশিয়ায় যত লোক আছে তাহার অন্ততঃ দশ ভাগের একভাগ লোক সুপারী এক ভাবে না হয়, আর এক ভাবে শুধু অথবা পানের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভারতে সমুদ্র কূলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে সুপারী গাছ পাওয়া যায় না এরূপ জায়গা নাই বলিলেও হয়। কিন্তু খুব বেশীর ভাগ সুপারীর চাষ হয় নিয়মবদ্ধে—যে সকল জায়গা সমুদ্রের একেবারে নিকটে—সমুদ্র হইতে ২০০ মাইলের মধ্যে সেই সকল জায়গাতেই এই গাছগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কিন্তু, ২০০ মাইলের উপরে হইলে আর বিশেষ জন্মে না। এইজন্য দেখা যায়, বাংলা, আসাম, শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় যথেষ্ট সুপারী গাছ জন্মে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, পাঞ্জাবে, মধ্যভারতে নারিকেল সুপারী গাছ জন্মে না, কারণ এই সকল স্থান সমুদ্রকূল হইতে বহুদূরে এবং জমিও অপেক্ষাকৃত বন্ধুর। সমুদ্রের নোনা হাওয়া না পাইলে নারিকেল সুপারী জন্মে না। ব্রহ্মদেশে, বাংলায় ও দক্ষিণ ভারতের বহু গ্রামেই সুপারী গাছের বাগান আছে।

শ্রীহট্টের নদীর দুইধার সুপারীর বাকেই শোভা বর্দ্ধন করিয়া আছে। এখান হইতে কাছার ও মণিপুরের লোকেরা সুপারী চালান লইয়া যায়। মালনদের জলমাটীর গুণে সেখানে অত্যুৎকৃষ্ট প্রকারের সুপারীর বাগান দেখা যায়। কোলাবায় নারিকেল গাছের সহিত সুপারী গাছও আলিবাগের উপকূলে বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ভারতে যে কত জায়গায় কত সুপারী বাগান আছে তাহা নির্ণয় করা শক্ত। একা ত্রিবাঙ্কুরে ৩০ লক্ষের উপর সুপারী গাছ আছে। গড়ে প্রতি গাছে অন্ততঃ ৩০০ করিয়া সুপারী হইলে বৎসরে সর্ব্বসমেত ৬,০০০ টন সুপারী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ প্রতি গাছে গড়ে অন্ততঃ ২৫০ করিয়া

সুপারী জন্মে। বাগানের মালিকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া সব সুপারীই সংগ্রহ করা কষ্টকর নহে। যাঁহারা ধনী তাঁহারা লোক লাগাইয়া সুপারী সংগ্রহ করাইতে পারেন। কথা হইল, সুপারী গাছের নীচে হইতে যোগাড় করিয়া বা গাছ হইতে পাড়িয়া আনিলেই সকল কাজ শেষ হইল না। বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আরও কতকগুলি কাজ করিতে হয়। প্রথম, সুপারীগুলির ছোবড়া তুলিয়া লইতে হয়। তারপর সিদ্ধ করিতে হয়। সিদ্ধ করিতে করিতে যখন নরম হইয়া যায়, তখন সেগুলি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে হয়। আগে যে জলটার মধ্যে সুপারী সিদ্ধ করা হইয়াছিল, ঐটাকে ফেলিয়া না দিয়া আরও গরম করিয়া ঘন করিতে হয়। এই ঘন জলে কাটা সুপারী-গুলি লইয়া ঘষিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে, জলটা শুকাইয়া সুপারীতে বসিয়া যাইবে। এখন এই সুপারী রৌদ্রে শুকাইয়া পরে বাজারে পাঠাইয়া দিতে হয়। কোথাও কোথাও অবশ্য সুপারীগুলি আর সিদ্ধ করিয়া না কাটিয়া আস্ত সুপারীই বিক্রয় হয়। মণিপুরে রাস্তায় রাস্তায় সুপারী কিনিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে একটু কাটিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয় যে সুপারীগুলি ভাল।

এই গেল সাধারণ সুপারীর কথা। ইহা ছাড়া সুপারী কোথাও কোথাও বিভিন্ন ভাবে প্রস্তুত হয়; এবং সেই বিশেষ প্রকারের সুপারী বাজারে বিক্রয় হয়। নিম্নে কয়েকপ্রকার সুপারীর নাম ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল। এইভাবে সুপারী তৈয়ারী করিতে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না, অথচ সেগুলি অপেক্ষাকৃত চড়াদামে বিক্রয় হয়।

ফুলবড়ি সুপারী—এই প্রকারের সুপারী তৈয়ারী করিতে হইলে। সুপারীগুলি গাছে যখন কেবল হলদে হইয়া উঠে, অথচ একেবারে পাকে নাই তখন পাড়িয়া লইতে হয়। উপরের খোসাটা ছাড়াইয়া ফেলিয়া শাঁসটাকে দুধ অথবা জলে সিদ্ধ করিতে হয়। এই জন্য মাটীর পাত্র ব্যবহার করিতে হয়। জ্বাল দিতে দিতে সুপারীটা লাল হইয়া উঠিবে, আর জল বা দুধ যাহা ব্যবহার করা হয় তাহা ঘণ হইয়া পালর মত হইয়া উঠিবে। তখন সিদ্ধ করা সুপারীগুলি বাহির করিয়া লইয়া সাত আট দিন ধরিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই হইল।

তম্বভী সুপারী প্রস্তুত করিতে হইলে পাকা সুপারীর ছাল ছাড়াইয়া জলে বা দুধে সিদ্ধ করিতে হয়। ঐ দুধে বা জলে কিছু সামান্য পরিমাণ কথ চূণের গুড়া ও পান ছেঁচা দিয়া দিতে হয়। সিদ্ধ হইয়া গেলে, সমস্তগুলি একটা ঝুড়ির উপর ঢালিয়া ফেলিতে হয়। ঝুড়িটার নীচে একটা তামার পাত্র রাখিয়া তাহাতে চোয়ান জলটা ধরিতে হয়।

লবঙ্গচূড়ী সুপারী—সুপারীর শাঁসটা (ভাল করিয়া পাকিবার পূর্ব্বেই) লবঙ্গের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হয়। তারপর জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই হইল।

পন্দ্রী অথবা শ্বেত সুপারী তৈয়ারী করিতে হইলে, পাকা সুপারী বাকলশুদ্ধ সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। শুকাইতে শুকাইতে এমন অবস্থায় আসে যখন খোসাটাকে সহজেই তুলিয়া নেওয়া যায়।

দগ্‌দী অথবা শক্ত সুপারী তৈয়ারী করিতে হইলে সুপারী পাকিয়া যখন শক্ত হয়, তখন সংগ্রহ করিতে হয়। খোসা ছাড়াইয়া লইয়া

জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

কাপ্‌কাদী অথবা কাটা সুপারী প্রস্তুত করিতে হইলে, সুপারী কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করিয়া উহার মধ্যের শাঁসটাকে কাটিয়া বাহির করিতে হয়। তারপর জলে না ভিজাইয়া বা না সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। মহীশূরে ছালটাকে ফেলিয়া সুপারীগুলি জলে সিদ্ধ করিতে দেয়। তারপরে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া

রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। অথবা আগে টুক্‌রা ২ করিয়া কাটিয়া পরে জলে কচ্ (cutch) ও পান মিশাইয়া সেই জলে সিদ্ধ করে। ইহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই সেগুলি বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়।

এখানে সুপারীর নানা জাতীয় ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হইল। এই ব্যবসার মজা এই, যাহাদের বাগানে সুপারী হয় আর প্রকৃতপক্ষে যাহারা সুপারী চালান করে, তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার দালাল থাকে। বোম্বাই বন্দরই এই ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র।

বাংলা হইতেও বহু সুপারী অন্যান্য প্রদেশে চালান হইয়া যায়। আবার ইহার মধ্যে আসামের সুপারীর ব্যবসাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সুপারীগুলি প্রধানতঃ শ্রীহট্টে ও গৌহাটীতে জন্মে। কিন্তু আসামের চা বাগানে যে সকল কুলী খাটিতেছে, তাহারা বাংলার সুপারীর উপরই বিশেষ নির্ভর করে। মালাবার উপকূলে যে সকল সুপারী হয় তাহার দ্বারাই মাদ্রাজের সুপারীর কাজ হয়।

ব্যবসা হিসাবে সুপারীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক রকম শ্বেত সুপারী আর এক রকম লাল। শ্বেত সুপারীব আবার নানা রকম আছে; যেমন:—গোয়া হইতে গোয়াই, ম্যাঙ্গালোর, রূপসী, কলিকাতা, আশিশ্রু, কেনারিস্ ও শ্রীবর্দ্ধন (ইহার আর এক নাম ছেবর্দ্ধনী)। লাল সুপারীও নানা রকমের আছে। তাহাদের প্রধান গুলির নাম—মালাবারি, কুম্প্‌তা, মারোর ক্ষাদি, গোয়া, ওয়াজাই (বেসিন হইতে) সিওয়ালী, মালওয়ান্ ভিঙ্গোলা ও কলিকাতা।

যাহারা সুপারী সংগ্রহ করে, তাহারা পাইকারদের নিকট উহা বিক্রয় করিতে পারে অথবা সহরের প্রধান প্রধান রপ্তানীকারকের নিকটও বিক্রয় করিতে পারে। প্রথম আরম্ভটাই একটু অসুবিধাজনক, কিন্তু একবার আরম্ভ করিয়া দিলে পরে দেখা যায় যে ইহা একটী বেশ লাভজনক ব্যবসা।

ভিজা বা মজা সুপারী প্রস্তুত প্রণালী—

সহরের লোক বাজার প্রচলিত শুক্‌না সুপারীর সঙ্গেই বেশী পরিচিত। তাঁহারা আস্ত শুক্‌না সুপারীই কিনিয়া থাকেন, কিন্তু ভিজা বা মজা সুপারী সহরের অধিবাসীদের মধ্যে কেহই হয়ত দেখেন নাই। ভিজা সুপাবির একটী নাম মজা সুপারী। বাঙ্গলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই মজা সুপারীর প্রচলন আছে; বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে এবং যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ইহার বহুল প্রচলন আছে এবং উহা ইতর ভদ্র স্ত্রীপুরুষ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই ইহা বেশী পছন্দ করে এবং মেয়ে মহলেই ইহার যথেষ্ট প্রচলন। তাহারা মজা সুপারী ছাড়া বা উহা পাইতে সাধারণতঃ আর শুক্‌না সুপারী ব্যবহার করে না। তাহার কারণও যথেষ্ট আছে। মজা সুপারী তৃষ্ণানাশক, তৃপ্তিদায়ক, মুখপ্রিয়, নেশাকারক, শ্রান্তি হর এবং সরস। যাহাদের চাষের কার্য্য বা রৌদ্রে কার্য্য করিতে হয়, তাহারা তামাকের পরিবর্ত্তে অনেকে এই মজা সুপারী এক টুকরা এবং একটুখানি পান ছিঁড়িয়া চুণ দিয়া খাইয়া বেশ তৃপ্তি অনুভব করিয়া আবার পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য করিয়া থাকে।

অনেকেই ঐ মজা সুপারী ব্যবহার করিয়া থাকেন বাজার হইতে কিনিয়া; কিন্তু উহার

প্রস্তুত প্রণালী হয়তো অনেকেই জানেন না। মজা সুপারী বাজার হইতে ৫।৭টা করিয়া এবং গ্রীষ্মের সময় ৩।৪টি করিয়া পয়সায় কিনিতে হয়। কিন্তু সুপারির সময় যদি উহা নিজেরা বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া রাখেন তবে নিজেদের ঘর খরচ তো চলিয়াই যায় পরন্তু বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবানও হইতে পারিবেন; সেই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে মজা সুপারী প্রস্তুত প্রণালী লিখিতেছি।

আমাদের দেশে নানা প্রকারের সুপারী শুক্না এবং কাঁচা ও পাকা আমদানী হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এই প্রবন্ধে শুধু যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের সুপারীর কথাই উল্লেখ করিব। এই সুপারি প্রায় ভাদ্র মাসের শেষ হইতে গাছে পাকিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। এক একটি গাছে ২।৩।৪ কাঁদী বা ছড়া করিয়া সুপারী হইয়া থাকে। গাছ ও স্থান বিশেষে এক এক কাঁদীতে আধধামা করিয়া সুপারি হইতে দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের সুপারি বেশ মোটা হয়; এক একটী সুপারী এক মুঠে ধরা যায় না। কার্ত্তিক মাসের শেষ ও অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে যে সকল সুপারী গাছ হইতে পাড়ান হয় তাহাই ১নং উৎকৃষ্ট সুপারি।

প্রত্যেক গাছের সকল সুপারির কাঁদী এক সময় পাকে না। প্রথম বারে হয়তো ১ কাঁদী বেশ সুপক্ক হইয়া থাকে এবং অন্য কাঁদি হয় তো মাত্র রং ধরিয়াছে। এইজন্যই অনেক ভদ্রগৃহস্থ যাঁহারা সুপারি বিক্রয় করেন না, কেবল নিজেদের খরচের জন্য রাখেন, তাঁহারা ২।৩ বার করিয়া সুপারি পাড়াইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বিক্রয় করেন, অনেক সময় সুপারী পাড়াইবার গাছারী পাওয়া যায় না বলিয়া প্রথম বারেই সব সুপারিই পাড়াইয়া ফেলেন এবং কাঁচা পাকা আধাপাকা সব বিক্রয় করিয়া ফেলেন। যে সকল স্থানে নৌকা চলাচল করিতে পারে সেই সকল স্থানে নদীর ধারে ধারে যে সমস্ত গ্রাম আছে তাহার সুপারী ব্যাপারীরা পাড়াইয়া লইয়া নৌকায় ভরিয়া সর্ব্বত্র বেচা কেনা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার মধ্যে ভালমন্দ চেনা যায় না। তাই উহা না লইয়া পাকা লাল মোটা সুপারী লইয়া ৩।৪ দিন ঘরে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে যখন সুপারীর গায়ে সামান্য একটু আঠা আঠা বোধ হইবে তখন সেই সুপারি বড় বড় কলসী, জালা প্রভৃতি জলে পরিপূর্ণ করিয়া ঐ সকল পাত্রে পুরিয়া মুখে ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ ভাবে ঢাকিয়া রাখিলে দেড়মাস মধ্যে উহা ব্যবহার উপযোগী হইবে। মধ্যে মধ্যে সুপারির পাত্রগুলির মুখের আবরণ খুলিয়া দেখিতে হইবে যে জল আছে কিনা!

সর্ব্বদাই সুপারীর পাত্রগুলি জলে পূর্ণ রাখিতে হইবে। অল্প জল থাকিলে সমস্ত সুপারি হইতে চারা বাহির হইয়া যাইবে। চারা বাহির হইলে আর সে মজা সুপারির দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। উহা ঘরের মধ্যে না রাখিয়া ঘরের বাহিরে গোয়াল ঘর প্রভৃতি স্থানে রাখাই প্রশস্ত। কারণ কিছুদিন ঐভাবে থাকিলে উহা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে এবং উহাতে মশা জন্মাইয়া থাকে। যখন পাত্রগুলির ভিতর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে এবং মশা হইয়াছে বুঝিতে পারিবেন তখন জল ফেলিয়া দিয়া সুপারির পাত্রগুলি ধুইয়া নূতন জলে পরিপূর্ণ করিয়া আবার ঐ সুপারি

ঐ হাড়ীর জলে রাখিয়া দিবেন। এইরূপ করিয়া মধ্যে মধ্যে জল বদল করিয়া দিলে এক বৎসর বা ততোধিক কাল মজা সুপারী ভাল অবস্থায় থাকে।

মজা সুপারীর ভাল মন্দ হয় সুপারীর দোষে। সমস্ত সুপারি যদি সুপক্ক হয় তবে তাহার একটী সুপারীও নষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ সুপারীর মধ্যে যদি অপক্ক সুপারী থাকে তবে সে সব সুপারী পচিয়া সমুদয় সুপারী নষ্ট হইয়া যায়। সুপারী মজাইবার উপায় বড়ই সহজ। এইরূপ করিয়া সুপারী মজাইলে অনেক গৃহস্থের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যাইবে।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে পৌষ মাসে সুপারী গাছে থাকিলে পৌষ পোকড়া হয় অর্থাৎ সুপারির মধ্য ভাগ কালো হইয়া যায়; তাই সে সুপারী মজাইলে ভাল হয় না। ব্যবসাদারেরা অবশ্য সকল রকম সুপারিই লইয়া যায়। কিন্তু মজাইবার পক্ষে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে যে সকল সুপক্ক সুপারী গাছ হইতে পাড়া হইবে তাহাই প্রশস্ত।

মজা সুপারী আবার দুই প্রকার ;—কাঠ মজা ও জল মজা। কাঠ মজা অর্থাৎ জল না দিয়া একটী কলসী বা অন্য কোন পাত্রে সুপারী রাখিয়া ঢাকা দিয়া কোন অন্ধকার স্থানে (যে স্থানে রৌদ্র না লাগে) সেইরূপ স্থানে রাখিলে ২ মাস বাদে ব্যবহারযোগ্য হয়। কাঠ মজা অপেক্ষা জল দ্বারা মজান সুপারীই সুখাদ্য এবং উহারই প্রচলন অধিক। যদি কেহ ইচ্ছা করেন তবে উপরোক্ত প্রণালীতে মজা সুপারী প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা করিতে পারেন।

সুপারির উৎপত্তিস্থান, ব্যবসার উপযোগী করিয়া সুপারি প্রস্তুত প্রণালী, এবং তাহার ব্যবসা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। এতকাল যাবত এই সুপারীর ব্যবসা আমাদের অশিক্ষিত লোকের হাতে ন্যস্ত থাকায় অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় এই ব্যবসাতেও অবাঙ্গালী-গণ কর্ত্তৃত্ব করিতে সুরু করিয়াছিল এবং সুপারী ব্যবসায়ের মোটা অংশ অবাঙ্গালী গুজরাটী ব্যবসায়ীদিগের হাতের মধ্যেই চলিয়া গিয়াছিল। মসলার ব্যবসায়ে গুজরাটীগণ যেমন গন্ধবণিক দিগের হাত হইতে সমগ্র ব্যবসায়ের একচেটীয়া কর্ত্তৃত্ব ছিনাইয়া লইয়াছিল, সুপারীর ব্যবসা-তেও তেমনি তাহারা প্রবেশ করিয়া ইহাও কুক্ষিগত করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলে এখন অনেকেরই চৈতন্য হইয়াছে এবং হইতেছে।

অনেক প্রসিদ্ধ ব্যাপারী এবং ব্যবসায়ীর ছেলে পেলে লেখাপড়া শিখিয়া বাপপিতামহের কারবারে যোগ দিতে আর দ্বিধা কিম্বা সঙ্কোচ বোধ করে না। সেদিন মসলাপটীতে একজন দোকানদারের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলাম তিনি রিপন কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া ওকালতী পরীক্ষা দিয়া বহুদিন ভাগ্য পরীক্ষা করিবার পর যখন দেখি-লেন যে ওকালতীতে উদরান্ন সংস্থানের উপায় সুদূরপরাহত এবং বহুকালসাপেক্ষ তখন নিজেদের মসলাপট্টীর দোকানে আসিয়া গদিতে বসিলেন এবং কয়েক বৎসর মধ্যে দোকানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং ক্রয় বিক্রয়ের নূতন নূতন মোকাম ও মহাজন খাড়া করিয়াছেন। শিক্ষিত লোক ব্যবসায় বাণিজ্যে ঢুকিলেই নানাদিক হইতে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সুপারীর ব্যবসায়ে বাঙ্গলার বাহিরের বন্দর সমূহ হইতে যে সকল মাল কলিকাতায় আসে

যাহাকে সাধারণতঃ আহাজী সুপারী বলিয়া লোকে বাজারে বেচা কেনা করে, তাহা প্রায় সমস্তই অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের হাতে রহিয়াছে। ইহারা বাঙ্গলার নিজস্ব মোকামগুলিও দখল করিবার চেষ্টায় ছিল, সুখের বিষয় বাঙ্গালীদের চৈতন্যোদয় হওয়ায় তাহা পারে নাই। নিম্নবঙ্গের সমুদ্র কূলোপবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ হইতে ন্যূনাধিক দুইশত মাইলের মধ্যে যত গ্রাম আছে তাহার প্রায় সব গ্রামেই সুপারী বাগান আছে। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার বেকার যুবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সংঘবদ্ধ হইয়া কতকগুলি গ্রামকে কেন্দ্র করতঃ নারিকেল এবং সুপারী সংগ্রহ করিয়া যদি চালান দিতে আরম্ভ করেন তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কয়েক চালান সুপারী লেন দেন করিয়া যে আড়তের সহিতই কারবার সুরু করুন না কেন, যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে ইহারা ভাল লোক এবং ইহাদের মধ্যে ছলা চাতুরী নাই, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৃহদাকার সুপারী চালান দিবার জন্য সমুদয় অর্থ জোগান দিবে। এইজন্য চাই ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী বেকারদিগের মধ্যে জগতে মানুষের মতো হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা সফল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। আশা করি যুবকেরা বিষয়টী একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

বাংলা ও উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সরকারী তদন্তের রিপোর্ট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম অধ্যায়

চিল্কায় লবণ এবং বাংলার বাজার

প্রাক্তন অনুসন্ধান—আমরা প্রথমেই চিল্কাহ্রদ হইতে কলিকাতা বাজারে মাল পাঠানোর কথা বিবেচনা করিব। এই প্রশ্নটাকে বিভিন্ন দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল দুইটী কোম্পানী; একটি ভারতীয় এবং একটী ইউরোপীয়। চেষ্টা হইয়াছিল ১৯১৮ এবং ১৯১৯ সনে। তৎকালে লবণের দাম খুব বেশী ছিল এবং মাল স্থানান্তরিত করিবার দুর্ভোগের জন্যই উপরোক্ত চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মাদ্রাজ লবণ বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী মিঃ কপিলরাম ভকিল এবং মিঃ গুচ্ হ্রদ অঞ্চলে বড় কারখানা স্থাপন করার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যে, এখানে প্রচুর পরিমাণে নূন তৈয়ার করা যাইতে পারে। অর্থনীতির দিক দিয়া ইহা সুবিধাজনক হইবে কিনা তাহা কেহই বিবেচনা করেন নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত কপিলরাম ভকিল এই স্থানকে বন্যাকেন্দ্রের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া ব্যবসার সাফল্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত ধারণা পোষণ করেন। যদিও আমি অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মত মনে করি যে এখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে তথাপি মিঃ কপিলরাম ভকিলের শেষোক্ত সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

লবণের কোয়ালিটি—বাংলার বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে লবণ এতদঞ্চলে প্রস্তুত হইবে তাহা বিশুদ্ধ, পরিষ্কার এবং ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড্-রহিত হওয়া চাই। এই নূন তৈয়ারীর জন্য মাদ্রাজ ফ্যাক্টরীগুলি হইতে পারদর্শী মজুর লইতে হইবে, কিন্তু তাহাদের প্রস্তুত লবণ সহজে চূর্ণ করা যায়না, কলিকাতায় বিক্রয় করাও সহজ নহে। কাজেই চিল্কাহ্রদের লবণ উপযুক্ত পরিমাণে পরিষ্কার হইবে কিনা এবং তাহা সুবিধামত দরে কাটানো যাইবে কিনা সন্দেহজনক। কিন্তু এই জায়গার জমি লবণ প্রস্তুত করার উপযোগী; প্রথমে সামান্য ভাবে পরীক্ষা করিয়া লবণের কোয়ালিটি দেখিতে হইবে। যদি ব্যবসায়ের সাফল্যের পক্ষে উহা প্রতিবন্ধক হইয়া না দাঁড়ায়, তাহা হইলে কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। আমি প্রথমেই ব্যর্থতার সুর টানিয়া কর্ম্মীদিগকে বিমুখ করিয়া তুলিতে চাহি না এবং উপরোক্ত কারণ ব্যতীত বিশুদ্ধ লবণ যে প্রস্তুত হইতে পারে না, তাহাও আমি মনে করি না। কাজ

বন্ধ করিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উল্লিখিত বৃত্তান্ত সমূহের সত্যতা যাচাই করিয়া লইতে হইবে।

বিশ্লেষণ—এই অঞ্চলের কাছাকাছি সৌর-করে যে লবণ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ ফল নিম্নে বর্ণিত হইল :—

	১নং	২নং
অনার্দ্রতা, ১৩০ সি'তে	৩·৪৮	০·২৮
জলে অদ্রবনীয় ভাগ	২·০৫	১·০৬
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড্	০·৪৭	০·৩৬
ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড্	১·২৩	০·২৬
সোডিয়াম সলফেট	১·০১	০·৪৪
সোডিয়াম ক্লোরাইড্	৯১·৭৬	৯৭·৬০
	১০০·০০	১০০·০০

এই দুই রকম নমুনার মাঝামাঝি কিছু প্রস্তুত করিতে পারিলে উহা ব্যবসার দিক দিয়া বেশ লাভজনক হইবে বলিয়া মনে হয়। বাজারের শ্রেষ্ঠ নূনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে সে আলাদা কথা।

বর্ণ—বর্ণবিশ্লেষণে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছে :—

	হলুদ	লাল	নীল
১নং	১.৫	১.৬	০.৩
২নং	১.৭	১.৭	০.১

বাংলার বাজারে সচরাচর যে লবণ বিক্রয় হয়, তাহার বিশ্লেষণফল নীচে বর্ণনা করা যাইতেছে :

হলুদ	লাল	নীল
০.৭	০.৬	

বাস্তবিক চিল্কাহ্রদ অঞ্চলে যে লবণ প্রস্তুত হইবে তাহার ও বাংলার লবণের বর্ণে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে; কাজেই মাদ্রাজ ফ্যাক্টরীগুলিতে অধুনা যে ধরণের নূন তৈয়ার হয়, তাহার চেয়ে উৎকৃষ্ট বর্ণের নিমক প্রস্তুতের দিকে নজর দিতে হইবে।

যদি এখানকার লবণের কোয়ালিটি সন্তোষজনক হয় তাহা হইলে প্রারম্ভিক কারখানাকে বাড়াইতে বাড়াইতে বাংলার বাজার দখল করিবার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে। জল বায়ুর দৌরাত্ম্যকে কোন প্রকারেই এড়াইবার উপায় নাই; কিন্তু লোণা জল সরবরাহ করিবার মুস্কিল অনেকটা কাটাইয়া ওঠা যাইবে বলিয়াই ভরসা করি।

হ্রদ-মুখের উল্টাদিকে আরাখাকুদ নামে যে গ্রাম আছে, তাহার উত্তর পূর্ব্ব দিকে একটা প্রশস্ত সমতল ভূমি নরসিংহপতনম্ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ইহার এক অংশ হ্রদের বাহুর মত এবং মনে হয়, যে, এইখানেই হ্রদের তাজা জলের সংস্পর্শ হইতে রক্ষা পাইয়া কাজ করিতে পারা যাইবে। যদি একটা নীচু বাঁধ বাধিয়া এই বাহুকে হ্রদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে অল্প ব্যয়েই এই অংশে বেষ্টন করিবার উপায় হয়। এতদ্ব্যতীত অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ হইতে যে জল হু-হু করিয়া ছুটিয়া আসে, তাহা এই পথে না আসিয়া হ্রদের মুখ বাহিয়াই চলিয়া যাইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও নরসিংহপতনের দিক হইতে নদীস্রোত বাহিয়া

আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে। আমার মনে হয় যে কেবলমাত্র জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই জলের গতিরোধ করা সম্ভবপর না হইলেও অন্য সময়ে এই জল শোষণ করিবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব নহে। বিশালায়তন কংক্রীট পাইপ বসাইয়া এই কাজ সমাধা করা যাইতে পারে বলিয়াই আমার ধারণা। নদী এবং মুক্ত সমুদ্রের দূরত্ব দুইশত গজের বেশী নহে এবং বালুতীরের বিস্তারও একশত গজের চেয়ে বেশী হইবে না। কাজেই নদীর জল শোষণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া কঠিন না হইলেও ড্রেণের মুখ সর্ব্বদা খোলা রাখিতে কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এবং সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টিও রাখিতে হইবে।

লোণা জলের কথা—যদি পশ্চিমদিকের তাজা জলকে ঠেকাইয়া রাখা যায় এবং পূর্ব্ব প্রান্তের প্রবাহকে নিজেদের কার্য্যের উপযোগী করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলে এই অঞ্চলকে লবণের কারখানার উপযুক্ত করিয়া তোলা অসম্ভব নহে। এই কারণে সৈকতভূমিতে সমুদ্র জল গৃহীত হইবার জন্য একটী sumpএর অর্থাৎ চৌবাচ্চার প্রয়োজন পড়িয়া যাইবে; ইহার জলকে বায়ুবেগ (wind power) কিংবা অয়েল ইঞ্জিন দ্বারা পাম্প করিয়া কারখানায় লইতে পারা যাইবে। আমার মনে হয় যে কাজের সুবিধার জন্য দুই প্রকার যন্ত্রই থাকা দরকার। এতদ্ব্যতীত যাহাতে sumpটী আবার বালুকায় ভরতি হইয়া না যায়, সেদিকেও প্রায়ই দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পাম্পিং এর প্রয়োজনীয়তা

পাম্প করিয়া ঈষৎ লোণা জল আনার সার্থকতা বেশী নাই বলিয়াই দ্বৈমাসিক জোয়ারের জল আসার প্রশ্নটীকে বিশেষ প্রণিধানের সঙ্গে দেখিতে হইবে। কারখানার জায়গা এবং জোয়ার জলের উচ্চতা একই প্রকার হইতে পারে; কাজেই জোয়ারের উচ্ছ্বাস আলোচ্য স্থানটিকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যাইতে পারিবে কিনা তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি জোয়ার জল হইতে উপযুক্ত পরিমাণ লোণা জল সংগ্রহ না হয়, তবুও ব্যবসা সাফল্যের পক্ষে ইহা প্রতিবন্ধক হইবে না বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এডেনে অবস্থিত একটী কারখানায় (যেখানে সৌরকরে লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকে) fuel oil দ্বারা পাম্প্ করিয়া ২৮ ফিট উপর পর্য্যন্ত প্রারম্ভিক লোণা জল টানিয়া তোলা হয়। আলোচ্য স্থলটীতে hydraulic head ৫ ফিটের বেশী হইবে না এবং ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত যে বায়ুবেগ বর্ত্তমান থাকে, তাহাতেই কারখানার পাম্পিং চলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। তবুও কাজের সুবিধার জন্য অক্টোবর মাসের শেষ হইতেই কার্য্যোপযোগী লবণাক্ত জল গ্রহণ করিতে হইবে। নভেম্বর মাসের কিছু সময় বায়ুবেগ দ্বারাই পাম্প করা যাইতে পারিবে; কিন্তু উল্লিখিত মাস হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বায়ুবেগে জল নিয়ন্ত্রণ করা সুবিধাজনক হইবে না। কাজেই তৈল-চালিত প্ল্যান্ট্ কিংবা ঐ রকম একটী কিছুর প্রয়োজন অনুভূত হইবে। প্রথমে ৬০০ একর জমী লইয়া কাজ সুরু করিতে পারা যাইবে; তৎপরে ব্যবসার সাফল্য বুঝিয়া উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে।

হ্রদমুখের স্থানপরিবর্ত্তন—

যদি বর্ত্তমান স্থান হইতে আরো পূর্ব্বের দিকে হ্রদমুখ্ সরিয়া যায় তাহা হইলে নিতান্ত অসুবিধার কথা হইবে; ইহাতে বাঁধের কার্য্যকারিতাও হ্রাস হইয়া যাইবে। তবে বলিয়া রাখা ভাল যে এই সম্ভাবনা অত্যন্ত সুদূরপরাহত; কেননা, হ্রদমুখের গতি পশ্চিমের দিকেই, পূর্ব্বের দিকে নহে।

(ক্রমশঃ)

ভদ্রলোকের চাষ

শ্রীশীতলদাস রায়।

(নিশ্চিন্দিপুর, পোষ্ট রাধানগর, জেলা মেদিনীপুর)

আমি এক বিঘা জমিতে আলুর চাষ করিয়া থাকি। আমাদের দেশে উক্ত জমিকে "কালা" জমি বলিয়া থাকে। হৈমন্তিক ধানের জমি অপেক্ষা উহা উচ্চ এবং দোঁয়াস মৃত্তিকা বিশিষ্ট। প্রথমতঃ বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে আউস বা ঝাঁপি ধান্যের বীজ বপন করা হইয়া থাকে। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইবার পর উক্ত ধান্যের নিয়মিত আবাদ সারা হয় ও আশ্বিন মাসের শেষ বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে উক্ত ধান্য কাটা হয়। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৫ কি ৬ মণ হয়। তৎপরে কার্ত্তিক মাসে জমিতে জো হইলেই লাঙ্গল ও মই দিয়া জমির মাটী গুঁড়া ও সমতল করা হয়। বৃষ্টি ও রৌদ্রের তারতম্যানুসারে কেবল লাঙ্গল ও মই দ্বারা মাটী গুঁড়া হয় না। তখন পিটনার দ্বারা মাটী গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। ইহাতে খরচ কিছু অধিক হয়। মাটী প্রস্তুত হইবার পর যথানিয়মে সার, পাশ ও খোল দিয়া আলু বসান হয়। আলুর সঙ্গে সঙ্গে কুমড়া, পালং শাক ও ধানের বীজ বপন করা হইয়া থাকে। আলুর ভেলির মধ্যে কুমড়া বীজ ও জমির চতুর্দ্দিকে ভেলির শেষভাগে পালং শাক ও ধানের বীজ বসান হয়। কেহ কেহ মূলা বীজও বপন করে। আলু তুলিয়া লইবার পর চৈতালি-ঝিঙ্গা, কাঁকুড় ও উচ্ছের আবাদ করা চলে। বর্ত্তমান বর্ষে আলু ও কুমড়ার দর অতি সুলভ বলিয়া অধিক লাভ হয় নাই। তথাপি উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ও মূল্য তালিকা নিম্নে দিলাম। এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আবাদের শেষে হৈমন্তিক ধান্য কাটা হইবার পর গরু ও ছাগল অবাধে চড়িবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেইজন্য আলুর জমিতে বেড়া দিতে হয়। তবে প্রথম বৎসর বেড়া দিবার পর সময়ে সময়ে মেরামত করিলে ৪ ৫ বৎসর থাকে। আর মেউদি, গাব, ইক্ষু বা বেগুনী

গাছের বেড়া দিতে পারিলে স্থায়ীভাবে বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে। ঐরূপ বেড়ার সংস্কার অল্পব্যয়ে হইয়া থাকে।—

এক বিঘা জমির উৎপন্ন ফসল :—

১। ঝাঁজি ধান্ত ৬ মণ মূল্য—১।০ হিঃ ৭।০
২। উক্ত খড় ৮০ পণ " ১৲ হিঃ ৮০
৩। ২২ মণ „ ৩৲ হিঃ ৬৬৲
৪। কুমড়া ৫ শত গড়ে প্রতি
কুমড়া ⁄৫ সের হিসাবে
৬২ মণ „ ৮০ হিঃ ৪৬।০
৫। ধনে ১ মণ „ ২।০ হিঃ ২।০

১২৩৲

খরচ :—

১। লাঙ্গল ও মই ১২ বার ।০ হিঃ ৬৲
২। সোরাসার ৪ গাড়ী ১৲ হিঃ ৪৲
৩। পাঁশ বা ছাই ২ গাড়ী ১৲ হিঃ ২৲
৪। খইল ৯ মণ ২৲ হিঃ ১৮৲
৫। বীজ আলু নৈনিতাল ২ মণ ৭৲ হিঃ ১৪৲
৬। মজুর খরচ ২৫৲
৭। জমির খাজনা ৫৲

৭৪৲

উৎপন্ন ফসলের মূল্য ১২৩৲
বাদ খরচ ৭৪৲

মুনাফা ৪৯৲

অন্যান্ত বৎসর আলু ও কুমড়ার মূল্য অধিক ছিল সুতরাং লাভও অধিক হইয়াছিল, ফলে ১ বিঘা জমিতে ফসল উৎপন্ন করিয়া ৪৯।৫০৲ টাকা লাভ অবশ্য অল্প বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আর খরচ সব একসঙ্গে করিতে হয় না। কিছু কিছু করিয়া সময়ে সময়ে করিতে হইয়াছে। আজকাল জীবিকার্জ্জনের চিন্তায় অনেকেই ব্যাকুল হইয়াছেন। শিক্ষিত বেকারগণ যদি শিক্ষাভিমান ভুলিয়া চাষের কার্য্যে মনোযোগী হইয়া নিজে যথাসম্ভব পরিশ্রম করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজের অন্নসংস্থানের ও পরিবার প্রতিপালনের অভাব হয় না। ধানের চাষে কাদামাটি ঘাটিতে ও রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় পাতিয়া লইতে হয়। কিন্তু "কালা" জমির আবাদ বর্ষান্তে হইয়া থাকে। সেই সময় নিজে খাটিয়া ও জন-মজুর খাটাইয়া আলু প্রভৃতি বিবিধ ফসলের চাষ করিবার পক্ষে কোনই অসুবিধা হইবে না। ঐরূপ প্রণালীতে চাষ-আবাদ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে আমি ৭।১০ বিঘা "কালা" জমি এবং ৫০।৬০ বিঘা নদীর চরজমি যোগাড় করিয়া দিতে পারি। উক্ত কালাজমি একই স্থানে এবং উহাতে ২টি পুষ্করিণী ও আম বাঁশ গাছ আছে। জমিচাষ ব্যতীত পুষ্করিণীতে মাছ জন্মাইয়াও বেশ লাভ করিতে পারিবেন। উক্ত জমিতে আলু, কুমড়া, তামাক, কলাই, বেগুন, শাকসব্জী ইত্যাদি ফসল জন্মাইতে পারা যাইবে। সিচের জলের অভাব নাই; আর জেলায় কৃষি অফিসারের নিকট হইতে বিনামূল্যে কোন কোন ফসলের বীজ ও তাঁহার উপদেশও পাইতে পারিবেন। আমার অনুমান হয়, আপাততঃ ৫০৲ টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

আশ্বিন মাস হইতেই চাষের কার্য্য আরম্ভ করিলেই সুবিধা হয়। এ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি আমার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন। স্থানটি বি, এন, আর চন্দ্রকোণা ষ্টেশন হইতে ২২ মাইল দূরে। উক্ত ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ দুইবার মোটরবাস উল্লিখিত জমির নিকট দিয়া ঘাটাল পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

(বণিক)

এ সময় চৈত্রে শশা, ঝিঙ্গা, ফুটী, তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড়, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, করলা, প্রভৃতি সব্জী বীজ বপন করা চলে। এই সমস্ত বীজ বপন কার্য্য এই মাসের মধ্যেই যত শীঘ্র শেষ করিতে পারা যায় ততই ভাল, নতুবা ফসল খুব নাবী হইয়া যাইবে। ঢেঁড়স, চাঁপানটে প্রভৃতি শাক সব্জীর বীজ বপন এবং কুলী বেগুণের চারা এখন লাগাইতে পারা যায়। এই সময় নূতন পটল উঠিতে আরম্ভ হয়। আলু এবং সমস্ত বিদেশী সব্জীর ফসল উত্তোলন এই সময়ের কার্য্য। এরারুট, ক্যাসোয়া, গম, তিসি, মসিনা, যব, যই, তিল, মুগ, অড়হর, সরিষা, হলুদ, পিপুল, তামাক; আক প্রভৃতির ফসল এ সময় সংগ্রহের উপযোগী হইয়া থাকে। আশু ধান্ত ও পাটের জন্ত জমি প্রস্তত করিয়া রাখা দরকার। কোন কোন স্থানে পাট এবং আশুধান্তের বীজ এসময়েও বপন করা হইয়া থাকে। পানের ডগা এই সময় কাটিয়া লাগাইতে পারা যায়।

আম, জাম, লিচু, প্রভৃতি ফলের গাছ এই সময় মুকুলিত হইতে আরম্ভ হয়। যে সমস্ত গাছ এই সময় মুকুলিত হয় তাহাদের গোড়ায় পূর্ব্ব হইতে সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। ফলের গুটী দেখা দিলে গাছে জল সেচনের আবশ্যক। বাঁশ গাছের গোড়ায় এসময় সার প্রয়োগ করিতে হয়। অনেক স্থানে এসময় বাঁশ গাছের গোড়ায় শুষ্ক পত্ররাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে।

গোলাপ ও শীতের মরশুমী ফুল ফোটা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। গ্রীষ্মের মরশুমী ফুলের জন্ত এই সময় হইতে জমী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি যে সমস্ত ফুল গ্রীষ্মকালে প্রস্ফুটিত হয় এই সময় হইতে তাহাদের গোড়ায় জল, তরল সার, এবং পরিচর্য্যা করা দরকার।

(কৃষিলক্ষ্মী)

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিসের দর প্রকাশ করিয়া থাকি। এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুসারে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামুলী মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন।

শেয়ার মার্কেট

কলিকাতা ২৭শে ফেব্রুয়ারী

অদ্য পাটকলের সেয়ারের কাজ কম হইয়াছে এবং দরও অনেক স্থলে মন্দা গিয়াছে। দোলযাত্রা উপলক্ষই ইহার প্রধানতম কারণ বটে; হাওড়া ৫৫৸৴০ এবং কামারহাটি ৫৲।০ পর্য্যন্ত নীচু দরে হাতবদল করিয়াছে। বাজারের ভাব মন্দা।

কয়লার খনির সেয়ারের দর প্রায় ঠিক আছে।

চা-বাগানের দরের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

নানাবিধ কোম্পানির সেয়ারের মধ্যে বি, আই, কর্পো (প্রেফ)—১২৫৲ এবং বার্ণ এণ্ড কোং (অডি) ২১০৲ পর্য্যন্ত তেজী দরে ক্রেতা পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজের দর ঠিক আছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কাগজ ৮৬৷৷০, ৮৬৷৷৴০, ৮৬৷৷৵০ খুঃ
৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০) ১০০৷৷৴০, ১০০৷৷৵০
১০০৸০, ১০০৸৴০ খুঃ

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পুরা) ১২৫৬৷৷০

রেলওয়ে

আরা-সিরাজগঞ্জ রেল ৮১
সাহদারা (দিল্লী) সাহারাণপুর লাইটরেল ১১৭, ১২০

কাপড় ও সুতার কল

বাউরিয়া ("বি" প্রেফ)	৪৫

পাট কল

এঙ্গবিয়ন	২৬৯ খুঃ
অকল্যাণ্ড	২১৪, ২১৩ খুঃ
বালী	১৯০॥০ খুঃ
বরাহনগর	১৬৫, ১৬৬।০
বিলা	১০৸৵০
চাঁপদানী	১৫৬॥০
ড্যালহাউসী	৩৭৮, ৩৭০ খুঃ

চা-বাগান

বিশ্বনাথ	২৮—২৮।০
রুটেমা	৯।০—৯॥০
টেঙ্গপানী	১৭।০—১৭৸০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

পাকা গাঁট :—অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর গতকল্য অপেক্ষা ২॥০ শিলিং কম আসিয়াছে। ২৩।০ দরে দেশী এবং ২৫।০ দরে তোষা অনেক বিক্রয় হইয়াছে। এখানে ২৮॥০ দরে ১নং তৈরী মালের খরিদ্দার ছিল, কিন্তু বিক্রেতা ছিল না।

কাঁচা পাট—এক্স এল আর ৮৵০ এবং এল আর ৪॥৵০ দরে প্রচুর বিক্রয় হইয়াছে। জাত পাটের দর আরও দুই আনা বেশী ছিল

ফাটকা—অদ্য বাজার খোলার সময় মে'র দর ৩১॥০ ছিল, ৩১॥/০ দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে।

রেলওয়ে আমদানী

	২৫শে ফেব্রুয়ারী	১লা জুলাই হইতে
১৯৩৪	৪৪৮০/	১৫৪৪১১৫৭/
১৮৩৩	৩০১৫৬/	১৪৪৬৬৩৪৮/

সোণার দর

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

পাকা সোণা	প্রতি ভরি	৩৩।০
বড়াল বার	” ”	৩৩॥/০
চীনা পাত	” ”	৩৫।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৬৵০
ঐ খুচরা	৫৭৲

করগেট ও লোহা

জয়েষ্ট বা কড়ি	৫॥০	প্রতি হন্দর
টিন বা বরগা	৬৶০	”
এ্যাঙ্গল	৫৸০	”
বোল্ট [গোল]	৫॥০	”
” [চৌকা]	৫৸০	”
করগেট চাদর ২২ গেজ	১২।০	”
” ” ২৪ ”	১১৸০	”
” ” ২৬ ”	১৩॥০	”
কাঁটা তার	১১।০	
মটকা ॥০ হইতে	১৸০	” প্রত্যেকটি

চাউল

কাটারী ভোগ	প্রতিমণ	৫৲ হইতে ৫।০
দেশী	”	৪৲
পাটনাই আতপ	”	৩৸০ হইতে ৪৲
নাগরা	”	৩॥০
বাঁকতুলসী	”	৪॥০ হইতে ৫॥০
বালাম	”	৪॥০ হইতে ৫৲
কালমা	”	৫৲
কামিনী	”	৫৲ হইতে ৫॥০
দাদখানি	”	৮৲ হইতে ৮।০
ভাসামানিক	”	৪৲ হইতে ৪।০

চিনি ও গুড়

জাভা সাদা ও লাল	প্রতিমণ	১১।০

বাটা	„	১০৲
কাশীর	„	১১৸০
দেশী	„	১১৴০
গুড়	„	৬।০
মিছরী	„	৯৸০

ঘৃত

শ্রীমার্কা	প্রতিমণ	৫১৲
খুর্জ্জা	„	৪৩৲
গব্য (গাওয়া)	„	৮০৲

মাখন

বোম্বাই	প্রতিসের	১৸০
আলিগড়	„	১।০
পাবনার	„	১৷০

ময়দা

	প্রতিমণ।
আটা ও ময়দা	৪৸০ হইতে ৫৸০
সুজি	৬৷০

ডাল

ছোলা	৫৲
মুগ খাড়ি	১০৲
মুগ সোনা	১২৲
মুগ কৃষ্ণ	৭৷০
অড়হর	৫৲
কলাই	৬।০
খেসারী	৩৸০
মসুর	৫৲
মসুর খাড়ি	৫৲
মটর	৫৲

তৈল

সরিষা	প্রতিমণ	১৩৷০ হইতে ১৫৲
ঐ ডোমেষ্টিক অয়েলমিল		১৬৲
নারিকেল		১৫৲
রেড়ি		২০৲

ডিম্ব

হাঁসের	প্রতি কুড়ি	৷৶০
মুরগীর	„	৷০

বেনেতি মাল

কেশুয়া দানা	প্রতিমণ	৫৸৶০—৬৲
এরারুট		৫।০—৬৲
সুপারী জাহাজী		১২৲
ঐ দেশী		২০৷০
মগাই খয়ের		১১৷০—১৬।০
বোঃ ধুনা		৫৲—৫৸০
গুটী খয়ের		১৪৲—১৮৷০
রেঙ্গুন ধুনা		৯৷০—৯৸০
বোম্বাই ধুনা		৪৷০—৬৲
লবঙ্গ		৪১৲—৪২৲
দারু চিনি		১২৲
কাগজ গাট		২৫৸০
চাটার খেজুর		৫।০
পোল আবির		৫।০—৬।০
ম্যাজেণ্টার আবির		৪৸০—৫।০
গোল মরিচ		৪০৷০
জিরে		১৬৲—২০৲
হরিদ্রা		৭৷০—৭৸০
লঙ্কা		১২৷০—১৩৲
ধনে		৬৲—৭।০
বড় দানা কিসমিস্		২১।০
ছোট দানা ঐ		১৯৲
কাঃ বাদাম		৩০৲
জাভা সাগু		৭৵০
পোস্ত দানা		৬৷০—৬৸০
জাবা তাল মিছরী		১১৸০
চিনা তাল মিছরী		১২৸৵০
ছোট এলাচ	প্রতি সের	২৷৶০—৩০

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটীশ

বহুবাজার ও চিত্তরঞ্জন এভেনিউর জংসন হইতে এস্‌প্ল্যানেড পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, চৌরঙ্গী রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, এবং টালিগঞ্জ রেলওয়ে ব্রীজ পর্য্যন্ত রসা রোডের উপর অবস্থিত ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোষ্ট সমূহ যাহা পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, তদ্ব্যতীত সহরে সর্ব্বত্র রাস্তায় কর্পোরেশনের যে সমস্ত গ্যাস্ ও ইলেকট্রিক পোষ্ট আছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য দর আহ্বান করা যাইতেছে; তাহা উক্ত সময়ের উল্লেখ পূর্ব্বক শীলমোহরাঙ্কিত খামে পুরিয়া তাহার উপর "গ্যাস্ ও ইলেকট্রিক ল্যাম্প পোষ্টের উপর বিজ্ঞাপনের লাইসেন্স" লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। সহরের সমস্ত রাস্তায় আনুমানিক ১৬৯১০টী গ্যাস ও ২৮৩২টী ইলেকট্রিক ল্যাম্প আছে। করদাতাগণকে এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ন্যূনপক্ষে কতটী ল্যাম্প লইতে চাহেন এবং কতকাল এই ব্যবস্থা চালাইবার প্রস্তাব করা হইতেছে, তাহা লিখিয়া দিতে হইবে। তাঁহাদিগকে একটী থোক টাকার সেলামী এবং ল্যাম্প প্রতি বার্ষিক ফিঃএর দরও লিখিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত দর নিম্নোক্ত সর্ত্ত ও নিয়মাধীন :—

(ক) লাইটিং সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনুমোদনে, ল্যাম্পগুলিকে এইভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে রাস্তা আলোকিত করার কার্য্য তদ্দ্বারা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে না পারে। যে সমস্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে তাহাদের প্রকৃতি প্রধানকর্ম্মকর্ত্তার অনুমোদনাধীন হইবে।

(খ) সেলামী ছাড়া, বার্ষিক করের শতকরা ২৫৲ টাকার সমান অর্থ কর্পোরেশনের ট্রেজারীতে জামানস্বরূপ অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে।

(গ) কোনও ল্যাম্প পোষ্ট সমস্ত বৎসর ধরিয়াই ব্যবহৃত হউক বা বৎসরের একাংশের জন্যই ব্যবহৃত হউক, বার্ষিক করই দিতে হইবে।

১৩৩৪ সালের ১৭ই মার্চ্চ বা তৎপূর্ব্বে এই দর নিম্নস্বাক্ষরকারীর হস্তগত হইতে হইবে।

বি ভি রামিয়া।
কর্পোরেশনের সেক্রেটারী

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ সাল।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয় এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

১নং পত্র
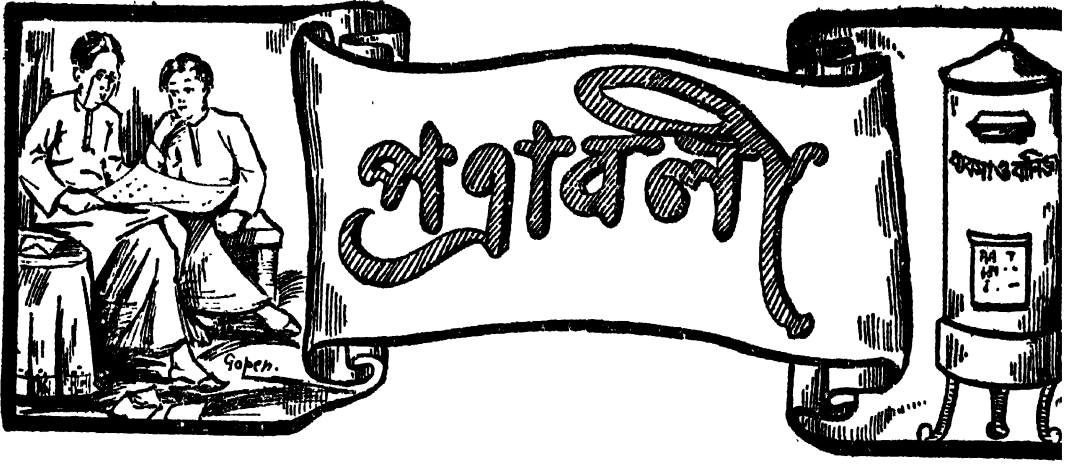
শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্যের"

সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়, "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বর্ষসূচী দেখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিতেছি ; সন্তোষজনক উত্তর দানে উপকৃত করিবেন।

১। মীনার কাজ কোথায় শেখান হয় ?

২। আপনাদের শরণাপন্ন হইলে বন্দোবস্ত করিবেন কিনা ? (শিখিবার ও থাকিবার)

৩। আনুমানিক খরচ কিরূপ হইবে ?

বিনীত—রবিপদ দত্ত

১নং পত্রের উত্তর

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে কোন রকম কারিগরী বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমাদের দেশে রীতিমত স্কুল নাই। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট অল্প কয়েকটী কারিগরী বিদ্যা শিখাইবার ব্যাপারে হাত দিয়াছেন ; তাহাও খুব সামান্য এবং অতি অল্প লোকের জন্যই ব্যবস্থা হইতে পারে। কাজেই কোথায় শিক্ষা হইতে পারে, এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া কষ্টকর। আপনাকে ঢাকাতে গিয়া অথবা কলিকাতায় আসিয়া কোন স্যাঁকরার দোকানে ঢুকিয়া কাজ শিখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ঐরূপ কোন দোকানে ঢুকিতে পারিলে, সেখানে থাকা খাওয়াব ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু যতদিন ঐরূপ কোন জায়গা না পান, ততদিন আপনাকে কলিকাতায় কোথাও থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে ; তাহাতে মাসিক আনুমানিক ১৫।২০ টাকার কম হওয়া সম্ভব নহে। কলিকাতায় আসিতে পারিলে, আপনি আর কি করিতে পারেন, নিজেও খুঁজিয়া লইতে পারেন। আপনার চিত্রবিদ্যায় হাত আছে লিখিয়াছেন,

এখানে আসিয়া ব্লক তৈয়ারী করা, ক্যারম্‌বোর্ডে ছবি আঁকা প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারেন। আপনার বয়সের কোন উল্লেখ করেন নাই বা অন্য কি General Qualification আছে, তাহাও জানান নাই, কাজেই সাধারণ ভাবে যে Suggession দেওয়া যায়, আমরা তাহাই দিলাম।

২নং পত্র

মহাশয়,

আমি একটি Poultry farm খুলিতে চাই, তাহা করিতে হইলে market rate ছাড়া কি কি বিষয় জা৷ র দরকার ?

জায়গাটা কি প্রকার তৈরি করিতে হয় এবং এক জায়গায় কতগুলি রাখা উচিত ?

Poultry সম্বন্ধে সমস্ত খবর কি ভাবে কি কি করিতে হয়, এমন কোনও বাঙ্গলা বা ইংরাজী বহি আছে কি না? পাওয়া গেলে তারই বা ঠিকানা কি ? আপনাদের জানা মতে এমন কেহ আছেন কিনা যাঁহার নিকট হইতে সময় সময় লিখিলে উপদেশ পাওয়া যাইবে ? যদি থাকেন তবে তাঁহার ঠিকানা কি ?

বিনীত—

শ্রীনিশিশেখর পুরকায়স্থ

ডিব্রুগড় পোঃ, আসাম

২নং পত্রের উত্তর

Market Rate ত' দেখিতেই হইবে, তাহা সাধারণ কথা; কিন্তু প্রধান দ্রষ্টব্য যে বাজারে মাল বিক্রয় করিতে চান, সেখান হইতে আপনি যে স্থানে farm খুলিতে চান, তাহার দূরত্ব কত ? যান বাহনের সুযোগ সুবিধা কি রকম এবং সেই অনুযায়ী আপনার মালের দর কি রকম পড়ে। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য হইল, আপনি যেখানে farm করিতে চান, সেখানকার জায়গা কতদূর নিরুপদ্রব করিতে পারেন। খেঁকশিয়াল, গোসাপ, সাপ, কুকুর ও চোর এই-গুলি যাহাতে উপদ্রব না করে তাহা দেখিতে হইবে। হাঁস মুরগী যাহাদের অসুখ আছে সে সকলের চিকিৎসা করিতে হইবে। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" ১৩৩৯ সনের সংখ্যায় হাঁস মুরগী প্রভৃতির চাষ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। ১৩৩৮ সনের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় "মুরগী পালন" সম্বন্ধেও ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঐ সকল বর্ষের সেট বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে। প্রত্যেকখানির মূল্য ২৷৷০ ; ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

৩নং পত্র

মহাশয়,

ব্যবসা ও বাণিজ্যের এক সংখ্যার বিজ্ঞাপনে গুলিসুতা পাকাইবার মেসিনের ছবি দেখিলাম ও তাহার বিবরণ পাঠে বিস্তারিত অবগত হইলাম। ঐ মেসিনে সব রকম Twine ball তৈয়ার করা যায় কিনা। যত তারের সুতা একত্র করিয়া গুলি পাকাইতে ইচ্ছা তাহা পারা যায় কিনা? অনুগ্রহ পূর্ব্বক ফেরৎ ডাকে বিস্তারিত লিখিয়া সন্দেহ দূর করিলে বিশেষ বাধিত হইব,

যে কয় তারের সুতার গুলি তৈয়ার করিতে হইবে, তত তারের পাকান সুতা বাজার হইতে খরিদ করিয়া মেসিনে দিতে হইবে কি শুধু তার সুতা মেসিনে লাগাইয়া দিলেই সমস্ত

সূতা একত্র পাকান হইয়া গুলি তৈয়ারী হইবে। ধরুন, আমাকে ২ তারের পাকান সূতার গুলি তৈয়ার করিতে হইবে। এখন ২ তারের পাকান সূতা কিনিয়া আনিয়া গুলি তৈয়ার করিতে হইবে কি শুধু এক তারের ২ গুছা সূতা মেসিনে লাগাইয়া দিলেই উভয় সূতা একত্র পাকান হইয়া গুলি তৈয়ার হইবে, বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া এই সন্দেহের সমাধান করিবেন।

একটী মেসিন আমি কুটীর শিল্প হিসাবে খরিদ করিতে চাই, মূল্য কত জানাইবেন।

নিঃ

গ্রাহক নং ৪২৭৭

৩নং পত্রের উত্তর

আমাদের এখান হইতে যে মেসিনটীর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, অনেকেই সেই বিষয়ে কিছু ভুল করিয়া থাকেন। এটী সূতা পাকাইবার কল নহে, এটী সূতা গুলি করিবার কল। সূতার ফেটী কলে লাগাইয়া দিয়া হাতল ঘুরাইলে Alexander-এর ন্যায় সূতার গুলি, Crotchet Cottonএর গুলি, বিড়ির সূতার গুলি—প্রভৃতি গুলি প্রস্তুত হইবে। কাজেই আপনি যে কয় রকম (অর্থাৎ যে কয় Ply পাক) সূতারই গুলি করুন, ঐ কয় পাকের সূতা কিনিয়া এখানে গুলি করিতে হয়; সূতা পাকান যায় না। দুই ভাবের সূতার গুলি করিতে হইলে দুই ভাবের পাকান সূতা কিনিয়া আনিয়া কলে লাগাইতে হয়। বড়বাজার সূতা পটীতে এরূপ সূতার বাণ্ডিল পাওয়া যায়—পাউণ্ড দরেই সাধারণতঃ বিক্রয় হয়। ঐ সকল সূতার ব্যবসায়ীরা গুলির কোন ধার ধারে না। তাহারা সূতাই বিক্রয় করে। সেই সূতা দ্বারা গুলি তৈয়ারী করিতে এই কল ব্যবহৃত হয়।

হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বীমা সম্পর্কীয় কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের বিচার ফল

"রিপোর্টস্ অব কোম্পানী কেসেস্" পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় বীমাসম্পর্কিত দুইটী বিচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই রায়গুলি মাদ্রাজ হাইকোর্ট্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

প্রথম মোকর্দ্দমাটী হইয়াছে—দি ন্যাশনাল্ ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড্ ও মহাদেবন্ ও অন্যান্যের মধ্যে ; বিচার্য্য বিষয় ছিল, যাহাদের বার্ষিক প্রিমিয়াম্ ১৫০৮০, তাহাদের সারেণ্ডার ভ্যালু ও অটোমেটিক্ নন্-ফরফিচার সম্পর্কিত নিয়মাবলী। নিয়মে আছে—"যে পলিসির সারেণ্ডার ভ্যালু এমত পরিমাণ হইবে যে, তাহা দ্বারা অন্ততঃ এক বৎসরের প্রিমিয়াম্ দেওয়া যাইতে পারে, সেই পলিসি সহজে বাতিল হইয়া যাইবে না।" কোম্পানীর যুক্তি এই যে, পলিসি কণ্ট্রাক্টে এক বৎসরের যে প্রিমিয়াম দিবার কথা আছে, তাহার অর্থ এই যে পূর্ণ এক বৎসরের প্রিমিয়ামই বুঝিতে হইবে ; কোন বিশেষ বারের প্রিমিয়াম দিবার জন্য যে টাকার দরকার সেই পরিমাণ টাকার কথা নহে। কিন্তু বীমাকারী বলেন যে সারেণ্ডার ভ্যালুর যে মূল্য তাহা দ্বারা কোয়ার্টার্লি প্রিমিয়াম্ যখন দেওয়া যাইতে পারে তখন পলিসি বাতিল হওয়া উচিত নহে। জজ এই যুক্তি সমর্থন করিয়া ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন।

রায় দিবার প্রসঙ্গে জজ ভেঙ্কট সুব্বা রাও বলেন –

এই মোকদ্দমা উপলক্ষে একটী উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়াছে। নিম্ন আদালতের মতে পলিসি বাতিল হইতে পারে না ; আমি ও সেই মত সমর্থন করি।

মুন্সেফী আদালতে জিলার মুন্সেফ বাহাদুর তাঁহার সুচিন্তিত ও সদ্বিবেচনা যুক্ত রায়ে পলিসির মধ্যের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কথা দাঁড়াইতেছে—"অন্ততঃ এক বৎসরের প্রিমিয়াম"—এই কথাটার ঠিক অর্থ কি হইতে পারে। অর্থ করিবার আগে, আমি সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণটী দিব। ১৯২০ সনের ২রা এপ্রিল হইতে ১৯২১ সনের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত যে বৎসর—তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই পলিসির বার্ষিক প্রিমিয়াম ১৫০৸০—প্রতি তিন মাস অন্তর বৎসরে চারি বারে এই টাকা দেয়। আলোচ্য বৎসরে তিন বারের প্রিমিয়াম বাবদ ১১৩৴০ আনা আগে দেওয়া হইয়াছে। বাকী আছে চতুর্থ বারের জন্য ৩৭৷৶০ আনা—১৯২১ সনের ২রা জানুয়ারী দেয়। এই টাকা বাকী পড়াতেই গোলযোগের সৃষ্টি—। এখন দ্রষ্টব্য এই যে এই বাকী পড়ার দরুণ পলিসি বাতিল হইতে পারে কি না। পলিসির এক সর্ত্তের ভাষা এই প্রকারের :—

"যে পলিসির সারেণ্ডার ভ্যালু (Surrender Value) এমত হইবে যে তাহা দ্বারা অন্ততঃ এক বৎসরের প্রিমিয়াম দেওয়া যায়, এইরূপ পলিসির প্রিমিয়ামের টাকা নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে আদায় না হইলেও, তৎক্ষণাৎ পলিসি বাতিল হইবে না। উক্ত সারেণ্ডার ভ্যালুর টাকা, বাকী পড়া প্রিমিয়াম ও তাহার সুদে ব্যবহার করিয়া ঐ টাকায় পলিসি যতদিন সজীব রাখা যায়, তাহা করিতে হইবে।"

এই সর্ত্ত হইতে কি বুঝা যায়? সারেণ্ডার ভ্যালুর টাকা—বীমাকারীর বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; যতদিন পর্য্যন্ত কোম্পানীর হাতে এমত পরিমাণ টাকা আছে যে তাহা দ্বারা এক বৎসরের প্রিমিয়াম দেওয়া যায়, ইহা ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে যে ততদিন পর্য্যন্ত সে পলিসি বাতিল হইবে না। এই সর্ত্তের অর্থই বীমাকারীকে সুবিধা দিবার সর্ত্ত সৃষ্টি করা। ইহাই যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী যে বলিতেছে—সম্পূর্ণ এক বৎসরের প্রিমিয়াম ধরিয়া লইতে হইবে—এই কথার অর্থ কি থাকে? কোম্পানীর প্রকৃত পক্ষে প্রাপ্য প্রিমিয়াম ৩৭৷৶০; কিন্তু, ঐ সময় পলিসির সারেণ্ডার ভ্যালু দাঁড়াইয়াছে ৮৭৶০। এই টাকা হইতে বৎসরের বাকী প্রিমিয়াম দেওয়া সম্ভব কি অসম্ভব? এ বৎসরের যত টাকা প্রিমিয়াম দেওয়ার কথা, তাহা হইতে ১১৩ টাকা এক আনা দেওয়া হইয়া গিয়াছে; বাকী আছে মাত্র ৩৭ টাকা ১১ আনা। এখন, সারেণ্ডার ভ্যালু দ্বারা এক বৎসরের প্রিমিয়াম দেওয়া সম্ভব কি অসম্ভব একথা বিবেচনা করার সময় যত টাকা প্রিমিয়াম দেওয়া হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা বাদ দেওয়া যায় না। এই কথা বাদ দেওয়া খালি যে অযৌক্তিক তাহা নহে, ইহা দ্বারা কোম্পানীর সদুদ্দেশ্যের উপর সন্দেহ পাত হয়। নিম্ন আদালতে এই মত পোষণ করিয়াছেন, আমার মতে ইহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা হইয়াছে ন্যাশ্‌ন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ও সিথাম্মলের মধ্যে।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের আদিম বিভাগে জজ্ কৌন সাহেবের এজলাসে এই মামলা হইয়াছে। বিচার্য্য বিষয় ছিল—চুক্তির স্থান (place of contract)

অর্থাৎ বীমাকোম্পানীর হেড্ অফিস কলিকাতা হইতে ডিরেক্টরগণ চুক্তি পত্র সহি করিয়া কলিকাতার ডাকে দিয়াছেন। কিন্তু, বীমা হইয়াছে মান্দ্রাজে। মান্দ্রাজে স্থাশনালের যে শাখা আছে, সেই অফিসের মারফতই সকল কাজ হইয়াছে। এখন চুক্তির স্থান কলিকাতা হইবে কি মান্দ্রাজ হইবে? ষ্টোন সাহেব রায় দিলেন মান্দ্রাজ। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হইলে প্রধান বিচারপতি বিজ্‌লী সাহেব ও বর্ড্‌স্‌ওয়েল সাহেবের এজলাসে আপীলের শুনানী হয়। তাঁহারা বিচার করিয়া বলিলেন—চুক্তির স্থান মান্দ্রাজে হইবে না; চুক্তির স্থান কলিকাতাই ধরিতে হইবে।

এই উপলক্ষে বিজ্‌লী সাহেব যে রায় দেন, (বার্ড্‌স্‌ওয়েল্ সাহেবেরও তাহাতে সম্মতি ছিল) তাহার সার মর্ম্ম এই প্রকারের :—

জজ ষ্টোন সাহেব মান্দ্রাজকে কেন চুক্তির স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহার কারণ দেখান নাই। আমাদের বিচার্য্য বিষয় এই যে—প্রকৃত পক্ষে কোথায় বসিয়া চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যদি চুক্তির স্থান মান্দ্রাজ হয়, তাহা হইলে বীমাকারীর স্ত্রীর প্রাপ্য টাকা আইনানুসারে মান্দ্রাজের সরকারী ট্রাষ্টীর নিকট দিতে হইবে। কিন্তু চুক্তির স্থান যদি কলিকাতায় হয় তাহা হইলে, মান্দ্রাজের আইনানুসারে ঐ টাকা বিধবা নিজে তুলিতে পারিবেন।

বিধবার পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে চুক্তির স্থান কলিকাতাই হইবে। উভয় পক্ষই একথা স্বীকার করিতেছে যে মান্দ্রাজের এজেন্টের মধ্যস্থতায় ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর কলিকাতার ডিরেক্টরেরা এই বীমাটী করিয়াছেন। বিধবার পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে বীমার প্রস্তাব কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল, কলিকাতাতে বিচার হইয়াছিল যে উহা গ্রহণ করা হইবে কি না এবং পরিশেষে প্রস্তাব যখন গ্রহণ করা হয়, সে সংবাদ কলিকাতা হইতেই ডাকে মান্দ্রাজে জানান হয়। অতএব, চুক্তির স্থানও কলিকাতাই ধরিয়া লইতে হইবে। এই সম্পর্কে কয়েকটী নজীরও উপস্থিত করা হইয়াছে। অপর পক্ষের যুক্তি এই যে প্রস্তাব পত্র নেওয়া হয় মান্দ্রাজের এজেন্টের নিকট; তিনিই তাহা কলিকাতায় পাঠান এবং সে প্রস্তাব যে গ্রহণ করা হইয়াছে, এ সংবাদও মান্দ্রাজের এজেন্টই জানান; কাজেই মান্দ্রাজকেই "চুক্তির স্থান" ধরা যায়।

এই যুক্তির দ্বারা এক রকম সাহসের সহিতই বলা হইয়াছে যে মান্দ্রাজের এজেন্টই কোম্পানী। এই প্রকারের যুক্তি বহু ব্যাপক। মান্দ্রাজের এজেন্ট প্রকৃতপক্ষে বীমাকোম্পানীর প্রতিনিধি। তাঁহার কর্ত্তব্য এখানে কাজ সংগ্রহ করা, কোম্পানীর উপদেশ অনুযায়ী ডাক্তারী পরীক্ষা ও অন্যান্য বিবরণী সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য পরিচালনা করা ও কোম্পানীর তরফ হইতে প্রিমিয়ামের টাকা আদায় করিয়া তাহার রসিদ দেওয়া। কিন্তু, একথা খুবই পরিষ্কার যে মান্দ্রাজের প্রতিনিধি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা করিবার তাহার কোন ক্ষমতাই নাই। কোন প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে কি না, তাহার বিচার করার ভার ডিরেক্টরদের সহায়ে কোম্পানীর। প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে এজেন্ট্‌কে একটী ডাকঘরের সহিত তুলনা করা চলে। যিনি বীমা করিতে চান, তিনি যখন প্রস্তাব পত্রে সহি করিবেন, সেই সহি যুক্ত কাগজখানি এজেন্ট্ কলিকাতায়

পাঠাইয়া দিবেন। এই বিষয় চূড়ান্ত মীমাংসা সেখানে হইবে। প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলে, এজেন্টের কর্ত্তব্য খালি সেই সংবাদ প্রস্তাব-কারীকে জানাইয়া দেওয়া। আমার ধারণায় এটী অতি সহজ কথা। কাজেই ধরিয়া লইতে হইবে, চুক্তি হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে কলিকাতায়, মাদ্রাজে নহে। অতএব অন্য আদালতের বিচার অগ্রাহ্য করিয়া এই আপীল গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই রায়ের বলে বিধবা তাহার টাকা বীমা কোম্পানী হইতে নিজে গ্রহণ করিতে পারিবেন। উহা কোন সরকারী ট্রাষ্টী কি মাদ্রাজের কি বাঙ্গলার কাহারও নিকট দেওয়া হইবে না

আরও একটি মোকদ্দমা হইয়াছে এলাহাবাদে।

গার্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর স্থানীয় ম্যানেজার এণ্ড্ ইউল এণ্ড কোম্পানী লালা হরকিষেন দাশের বিরুদ্ধে ৩,১৮৫৲ টাকার দাবীতে এক মোকদ্দমা রুজু করেন। কোম্পানীর অভিযোগ এই যে উক্ত লালা হরকিষেন একটী ষ্টীমরোলার আটার কল ৭,৭১,০০০ টাকার জন্য বীমা করেন কিন্তু ঐ বীমা বাবদ দেয় প্রিমিয়াম ৩,১৮৫ টাকা দেন নাই।

জজদিগের বিচার্য্য বিষয় ছিল, যে যখন কোন প্রিমিয়াম দেওয়া হয় নাই, তখন প্রকৃতই কোন চুক্তি হইয়াছে কি না? এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারক ইক্‌বল্ আহম্মদ ও বহপাল সিংহ এই বিষয়ে বিচার করিয়া বলেন, বিবাদী পক্ষের দাবী এই যে, যেহেতু প্রিমিয়ামের টাকা দেওয়া হয় নাই, সেই জন্য বীমা কোম্পানীর চুক্তি প্রকৃতপক্ষে সমর্থিত হয় নাই। কিন্তু বিচারকের মতে এই যুক্তি গ্রাহ্য নহে। বীমা কোম্পানী ইচ্ছা করিলে তাহাদের প্রিমিয়ামের টাকা তৎক্ষণাৎ দাবী না করিয়া পরেও গ্রহণ করিতে পারে। বিশেষতঃ যখন কোন অগ্নি বীমার কারবার হয়, তখনই এই সকল ব্যাপার হইয়া থাকে। কোন অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে এই জন্য আবার বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার আবশ্যক নাই। বীমা কোম্পানী যদি অগ্নিবীমার কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ সূচক "রিস্‌ক্ নোট্" (Risk note) জারি করেন, তাহা দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। কাজেই জজগণ বাদীর পক্ষেই রায় দিলেন।

বীমা জগতের খবর

অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী বিহারে ভূকম্পপীড়িত আর্ত্ত নরনারীর সাহায্য কল্পে বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট ৫১৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন—

*　*　*　*

অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ্ এজেন্টস্ মেসার্স রায় এণ্ড কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ফাণ্ডে ১৫৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

*　*　*　*

ওরিয়েণ্টাল্ বিহারের আর্ত্ত নরনারীদিগের জন্য দশহাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন; ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক টাকা ভাইস্‌রয়ের রিলিফ্ ফাণ্ডে গিয়াছে এবং বাকী অর্দ্ধেক টাকা রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল্ রিলিফ্ ফাণ্ড পাইয়াছে।

*　*　*　*

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কার্য্য বিস্তৃতির ফলে হেয়ার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় গত জানুয়ারী মাসের প্রথম হইতে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের আফিশ ৩৭নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের ইষ্টার্ণ ডিভিসনের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ বি, মুখার্জ্জী নূতন গৃহে যাইয়া ঘট স্থাপন করিলেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগকে মিষ্টিমুখ করাইলেন না। তবুও আমরা বলি এই নূতন গৃহ ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের আরও অধিকতর উন্নতির সহায়ক হউক এবং মিঃ মুখার্জ্জীর কৃতিত্বের পরিচয় দি'ক।

*　*　*　*

ইন্‌সিওরেন্স্ হেরাল্ডের আফিশ ৩০৯ নং বহুবাজার ষ্টীট হইতে সরিয়া ২ নং রয়াল একৃস্চেঞ্জ প্লেসে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আশুবাবু বার বার স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছেন কেন? ৩০৯ নম্বরে পূর্ণবাবুর আওতায় একই বাড়ীতে একখানা বাংলা একখানি ইংরাজী বীমা পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল, বেশত! যা'ক্ নূতন বাড়ীতে Royal Exchange এর টাকা কড়ির ঝনঝনানির মধ্যে ইন্‌সিওরেন্স্ হেরাল্ডের অর্থভাগ্য আরও বর্দ্ধিত হউক।

*　*　*

ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টীটিউটের আফিশ ২নং রয়াল একৃস্চেঞ্জ প্লেসে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এবার কারবারী মহলের কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যে আফিশ উঠিয়া আসিয়াছে; সুতরাং আশা করা যায় ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ আরও সজীবতার লক্ষণ দেখাইবেন।

*　*　*　*

নিউ ইণ্ডিয়ার বেঙ্গল ব্র্যাঞ্চের সেক্রেটারী এবং ইন্‌সিওরেন্স্ এণ্ড ফাইন্যান্স্ রিভিউ এর

সম্পাদকীয় বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা ডাঃ এস্, সি, রায় Calcutta College of Insurance এ "বীমা বিষয়ক শিক্ষার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে গত জানুয়ারী মাসে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন। এম্পায়ারের মিঃ এ, সি, সেন সভাপতি ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে বীমা বিষয়ক জ্ঞান লাভ করার স্পৃহা জাগাইয়া তোলার জন্য চারিদিকেই বহু বক্তৃতার প্রয়োজন। এজন্য বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা হওয়া উচিত এবং ইন্‌ষ্টীটিউটকে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া শক্তিশালী করিয়া তোলা উচিত।

* * * *

ভূকম্পপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ আপন আপন সামর্থ্য ও সুবিধানুযায়ী এ যাবত যেরূপ সাহায্য পাঠাইয়াছেন নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রকাশ করা গেল।

ওরিয়েণ্টাল	১০,০০০ টাকা
এম্পায়ার	২০০০৲ „
লক্ষ্মী	২০০০৲ „
নিউ ইণ্ডিয়া	১০০০৲ „
বম্বে মিউচুয়্যাল্	১০০০৲ „
বম্বে মিউচুয়ালের বাঙ্গালাদেশস্থ চীফ্ এজেণ্টস্ মেসার্স দস্তিদার এণ্ড সন্স	৫০০৲
জেনারেল্	১০০০৲
জেনারেলের কর্ম্মচারীবৃন্দ	৩০১৲
ইউনীক্	৫০০৲
ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট	২০০৲

এতদ্ব্যতীত অন্ধ্র এবং ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্স তাঁহাদের আপন আপন আফিশ হইতে পৃথকভাবে সাহায্য ও স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়াছেন।

* * * *

বীমাকর্ম্মীদিগের আগামী তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মসচিব ও ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—
শ্রীযুক্ত শচীন বাগ্‌চী
(ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল)

সাধারণ সম্পাদক—মিঃ জে, এন ঘোষ
(নিউ ইণ্ডিয়া)

কার্য্যকরী সম্পাদক—মিঃ কে, কে, চ্যাটার্জ্জী
(ওরিয়েণ্টাল)

কোষাধ্যক্ষ—মিঃ এম্, এন্, রায়চৌধুরী
(বম্বে মিউচুয়্যাল)

সহকারী সম্পাদকগণ :—

মিঃ এইচ্, কে, চৌধুরী (বম্বে মিউচুয়্যাল)
মিঃ ডি, জে, কোটারী (নিউ ইণ্ডিয়া)
মিঃ এইচ সি, মিত্র (মেট্রপলিট্যান)

প্রচার বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা :—

মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জী (নিউ ইণ্ডিয়া)
মিঃ টি, এন্, চক্রবর্ত্তী (মেট্রোপলিট্যান)

ভলান্টিয়ারদিগের ক্যাপ্টেন—
মিঃ এ, কে, মুখার্জ্জী (ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্)

এতদ্ব্যতীত বাইশজন সভ্য লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম পাঁচজন ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটএর Agents Committee কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সভ্য হইয়াছেন, অবশিষ্ট সকলে সাধারণ সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভ্যদিগের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। মিঃ এইচ, সি, নাগ
(ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ও প্রুডেন্সিয়াল

২। বি, আর, বোস (ইউনীক)

৩। মিঃ এ, কে, মুখার্জ্জী (ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্)
৪। „ এম, এম, বোস্ (বম্বে লাইফ্)
৫। „ পি, কে, বোস (ন্যাশনাল্)
৬। „ এস্ বাগ্‌চী (ইণ্ডিয়া ইকুটেবল্)
৭। „ জে, এন্, ঘোষ (নিউ ইণ্ডিয়া)
৮। „ কে, কে, ব্যানার্জ্জি (ওরিয়েণ্টাল)
৯। „ এস্, এন্, রায়চৌধুরী (বম্বে মিউচুয়্যাল)
১০। মিঃ এইচ, কে, চৌধুরী (বম্বে মিউচুয়াল)
১১। „ এইচ, সি, মিত্র (মেট্রোপলিটান)
১২। „ ভি, জে, কোঠারি (নিউ ইণ্ডিয়া)
১৩। „ অশোক চ্যাটার্জি (নিউ ইণ্ডিয়া)
১৪। „ টি, এন, চক্রবর্ত্তী (মেট্রোপলিটান)
১৫। „ এম, এইচ, রহমন (বম্বে মিউচুয়াল)
১৬। „ এ, কে, গাঙ্গুলী (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রভেন্সিয়াল)
১৭। „ বি, রায় চৌধুরী (বম্বে লাইফ)
১৮। „ এম, প্রামাণিক (হিন্দুস্থান)
১৯। „ এন, কে, নাগ (ক্যালকাটা ইন্‌সিওরেন্স)
২০। „ এন, বি, সেন, শর্ম্মা (মডার্ণ ইণ্ডিয়া)
২১। „ এস, সি, চক্রবর্ত্তী (ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া)
২২। „ এইচ, পি, বর্দ্ধণ (নিউ ইণ্ডিয়া)

* * * *

নিউ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের ম্যানেজার মিঃ কার্ডমাষ্টার এবং লাহোরের লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পণ্ডিত সন্তানম্ বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন। মিঃ কার্ডমাষ্টার, ডাঃ এস, সি, রায়কে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

* * * *

মিঃ অমিয় কুমার দাস গুপ্ত বি, এস-সি পাটনার গ্রেট অশোক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা অফিসে এজেণ্টদিগের 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

* * *

১৯৩৩ সনে অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ১৯ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার জীবন বীমার কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে গতবৎসর অপেক্ষা তাঁহাদের ৫ লক্ষ টাকার অধিক কার্য্য হইয়াছে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে এই সমুদয় কার্য্যের মধ্যে শতকরা ৪০টি কাজই, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চিফ এজেণ্ট মেসার্স রায় এণ্ড কোং যোগাড় করিয়া দিয়াছেন।

* * * *

শ্রী লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১০২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বোম্বাইয়ের শ্রী লাইফ এসিওরেন্স্ কোম্পানীর একটি শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। এতদিন মেসার্স গুপ্ত এণ্ড কোং বেঙ্গল, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যার চিফ এজেণ্ট্ ছিলেন। এ বৎসর তাঁহাদের কার্য্য কাল শেষ হইয়াছে। এসিয়ান এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ জে, পি, মেটা বি, এ এই কোম্পানীর বঙ্গ দেশীয় শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান নগরে ইহার শাখা আছে:—

বাংলার শাখা—১০২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লাহোর শাখা—মল, কেশোরাম বিল্ডিংস্

করাচী—নিউক্লথ মার্কেট, বন্দর রোড

আহমেদাবাদ—গান্ধী রোড্

সুরাট—জাগীর্‌দার বিল্ডিংস, ষ্টেসন রোড।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৩শ বর্ষ } চৈত্র ১৩৪০ { ১২শ সংখ্যা

বাংলা ও উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সরকারী তদন্তের রিপোর্ট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্থানান্তর করিবার সমস্যা

পশ্চিম তীরের তুলনায় এই পার্শ্বে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা এইটুকু যে এখান হইতে লবণ স্থানান্তরিত করিবার সুবিধা একটু বেশী। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এতদঞ্চল হইতে কলিকাতায় টন প্রতি ৩৷৹ টাকা হারে লবণ লইয়া যাইতে রাজী আছে; ইহাতে প্রত্যেক মণে ৵৹ আনা করিয়া ভাড়া পড়িবে। এডেন কিংবা পশ্চিম তীরের বন্দরগুলি হইতে যে হারে মাল আসিয়া থাকে, ইহা তাহার তুলনায় সুবিধাজনক বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। শীতকালে পৌণে এক মাইল দূরেই কিংবা আরো একটু কাছে ৬।৭ হাজার টন ভারবাহী ষ্টীমার নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয়লাভ করিতে পারিবে। কলিকাতার ঘোষচৌধুরী এণ্ড কোং'র তরফ হইতে একজন ভদ্রলোক এই অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করিবার কথা বলিয়াছিলেন। তবে, বদ্বীপময় অঞ্চল এবং আলোচ্য স্থল এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত কাম্য তাহা লইয়া তাঁহার একটু সন্দেহ ছিল। আমার সিদ্ধান্ত এই, যে, যদি কলিকাতার বাজারের চাহিদা মিটানোই উদ্দেশ্য

হয়, তাহা হইলে আলোচ্য স্থলে কাজ আরম্ভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হইবে।

আবহাওয়া পঞ্জী

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে এই স্থান হইতে চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী পুরীতে একই প্রকার আবহাওয়া বর্ত্তমান। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টির দৌরাত্ম্য এক প্রকার থাকিবে না বলিলেই হয়। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে যে মাসে গড়পড়্‌তায় বৃষ্টিপাত হয় ২·৮″ জুনে ৭·৩″, অক্টোবরে ৬·৮″ এবং নভেম্বর মাসে ৩·৭″। শীতকালে বায়ু বেগও ঘণ্টায় প্রায় ৬ মাইল করিয়া হয়; জানুয়ারীর ৫·৯″ হইতে উহা এপ্রিল মাসে গিয়া ১১·৩″ এ পর্য্যবসিত হয়।

সাধারণ বৎসরে, লবণ জল পাম্প্‌ করিয়া বাহির করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত যদি করা যায়, তাহা হইলে অক্টোবরের শেষ অথবা নভেম্বরের প্রথম দিক দিয়া লবণ জল বাহির করা আরম্ভ করা যায়। তাহা হইলেই বৃষ্টির দ্বারা আর জলের লবণ ভাগ কম হইয়া যাওয়ার ভয় থাকে না। সুতরাং এই সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া মে মাসের শেষ দিক কি আরও কিছু দিন বেশী পর্য্যন্ত এই শুষ্ক করিবার প্রণালী চালনা করা যায়। জলের আর্দ্রতা এবং সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপ সম্বন্ধে ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাও পরে বলা হইয়াছে যে চিল্কাহ্রদের তীরস্থ পুরাতন ফ্যাক্টরীগুলিতে বৎসরে গড়ে একর ৪৭০ প্রতি মণ বা ১৭½ টন করিয়া নুন তৈয়ারী হইয়াছে। চিল্কা হ্রদের ৪৫ মাইল দক্ষিণে হুমা ফ্যাক্টরী অবস্থিত। এই ফ্যাক্টরীর লবণ জল চিল্কা হ্রদ হইতেই যোগাড়্‌ হয়। এখানে সাধারণ বৎসরে এক প্রতি ৬০০ মণের মত নুন তৈয়ারী হইয়া থাকে। লবণ জল লইবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লইলে চিল্কা হ্রদের কারখানায় একর প্রতি ৫০০ মণ মাল তৈয়ারী হওয়া সম্ভব। হুমায় যে একর প্রতি ৬০০ মণ করিয়া তৈয়ারী হয়, তাহা বোম্বের হার অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ কম হইলেও, এখানে যে কেন তাহা হইবে না, তাহা বলা যায় না।

এরূপ প্রণালীর মোটা খরচ

মোটা খরচের কোন হিসাব আমার নিকট পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করা হয় নাই। কিন্তু আমার যাহা অনুমান হইতেছে, এখানে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। ৬০০ একর স্থান যদি সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, সেখানে কাজ আরম্ভ করিতে প্রায় ৫,১০,০০০৲ টাকার দরকার হইবে। ইহার মধ্যে ৩½ লক্ষের মত দরকার হইবে, ড্রেণ, বাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে ও বাকী ১½ লক্ষ লাগিবে কল ও কারখানা নির্ম্মাণ করিতে। ৩½ লক্ষ টাকার উপর শতকরা ২½ টাকা হারে ঘাটতি ধরিলে অঙ্ক দাঁড়ায় ৮,৭৫০৲ টাকা ও ১½ লক্ষ টাকার উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে ঘাটতি ধরিলে, ঘাটতি দাঁড়ায় ১৫,০০০৲ টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক ২৩, ৭৫০৲ টাকা ধরিয়া লইতে হইবে, ঘাটতির জন্য। মাল উৎপাদনের সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা ধরিয়া লইলে, এই প্রকারের একটী কলে ৩০০,০০০ মণ নুন বার্ষিক তৈয়ারী হইতে পারে। এই ভাবে ঘাটতির হার যাইয়া দাঁড়ায় বার্ষিক পাঁচ পয়সা।

মজুরি খরচ

এখানকার মজুরি খরচা মাদ্রাজের মতই হইবে। মাদ্রাজে সাধারণতঃ ঠিকা হিসাবে কাজ হয়। নূনের কড়াই মেরামত ও নূন তৈয়ারী এমন কি হাত দিয়া নূনের জল তুলিয়া ঠাণ্ডা করিবার কলে (Condenser) দেওয়া এই ঠিকা কাজের মধ্যে। এই প্রণালী অবশ্য অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য। এখানকার নূন বাঙ্গলার বাজারে চালাইতে হইবে, কাজেই উড়িষ্যার বাজারের জন্য যে নূনের দরকার, তাহা অপেক্ষা এই নূনের গুণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সকল কারণেই মাদ্রাজে যে প্রকার কুলি খরচা হয়, সেই হারেই খরচা ধরিয়া লইতে হয়। যদি লবণ জল পাম্প্ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে উড়িষ্যাবাসী কুলী লাগাইয়া কম খরচে কাজ চালান যায়। কেননা, তাহা হইলে লোণা জল আর হাতে করিয়া তুলিতে

হয় না। লবণ তৈয়ারী করিতে ও কড়াই মেরামতিতে মণ প্রতি ৵০ আনা হারে অর্থাৎ শত মণে ১২॥০ টাকা খরচ হয়। বর্ত্তমানে উত্তর মান্দ্রাজের কলগুলিতে যে প্রকার খরচা হয়, এই খরচা প্রায় তাহার কাছাকাছি।

চালানি ও অন্যান্য খরচ—

আব্‌হাওয়া সম্বন্ধীয় কাগজপত্র ঘাঁটিয়া দেখা যায়, জলপথে নূন চালান দেওয়া সম্ভব হয় অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়। কতক পরিমাণ মাল মার্চ্চ মাসেও পাঠান যায়, কিন্তু সে খুব সংশয়জনক কার্য্য। এখন নূন বেশী তৈয়ারী হইবে মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে; কাজেই মান্দ্রাজে যে ভাবে মাল গোলাজাত করিয়া রাখে, সেইরূপই রাখার দরকার। বর্ষা চলিয়া গেলে পর সেগুলি শুকাইয়া চূর্ণ করা যায়। মে মাসেই বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। কাজেই এই মাসের প্রথমের দিক দিয়াই যত বেশী পরিমাণ মাল গোলাজাত করা যায়, তাহা দেখিতে হয়। গুঁড়া করিবার খরচ ট্যারিফ বোর্ড্ যে হারে ধরিয়াছেন, আমিও সেই ভাবেই ধরিয়াছি এবং যে শক্তিতে কল চলিবে, তাহার খরচা, জ্বালানী কাঠ, বাড়ী ভাড়া, পরিদর্শনের খরচ এই সকলও ধরা হইয়াছে। জাহাজ একেবারে তীরে আসিবে না, কাজেই জাহাজ হইতে মাল উঠাইতে নৌকাখরচ লাগিবে। মজুরি যে প্রকার কম তাহাতে মণ প্রতি ৫ পাইয়ের বেশী খরচ হয় না অর্থাৎ টন প্রতি বার আনা। খুচরা খরচের জন্যও দুই পাই ধরা হইয়াছে।

Ex-ship খরচা

মোটামুটি খরচের হার নিম্নলিখিত ভাবে দাঁড়ায় :—

	মণপ্রতি	শতমণপ্রতি	টন প্রতি
	আ পা	টা আ পা	টা আ পা
মজুর—	১-৯	১০-১৫-০	৩-১-০
সময়ে অসময়ে			
মেরামতি	০-৩	১-৯-০	০-৭-০
গোলাজাত করিতে	০-৩	১-৯-০	০-৭-০
চূর্ণ করিতে	০-৮	৪-২-৮	১-২-৮
পর্য্যবেক্ষণ	০-৬	৩-২-০	০-১৪-০
ভাড়া	০-২	১-০-৮	০-৪-৮
কলের শক্তি ও জ্বালানি	০-২	১-০-৮	০-৪-৮
জাহাজে তুলিবারখরচ	০-৫	২-১-৮	০-১১-৮
নানা প্রকার	০-২	১-০-৮	০-৪-৮
সর্ব্বসমেত	৪-৪	২৭-১-৪	৭-৯-৪

এই গেল মাল তৈয়ারীর মোটামুটি খরচ। এই অঙ্কের সহিত নিম্নলিখিত খরচগুলিও যোগ করিয়া লইতে হইবে।

	মণপ্রতি	শত মণ প্রতি	টন প্রতি
	আ পা	টা আ পা	টা আ পা
আগের খরচ	৪-৪	২৭-১-৪	৭-৯-৪
ঘাট্‌তি	১-৩	৭-১৩-০	২-৬-০
যে টাকা খাটিতেছে তাহার সুদ	০-৩	১-৯-০	০-৭-০
কলিকাতা পর্য্যন্ত মাশুল	২-০	১২-৮-০	৩-৮-০
দালালী,	০-৭	৩-১০-৭	১-০-৪
অপচয়ের দরুণ	০-২	১-০-৮	০-৪-৮
	৮-৭	৫৩-১০-৪	১৫-০-৪

তাহা হইলে দেখা যায়, মোট খরচ দাঁড়ায় মণ প্রতি ৮ আনা ৭ পাই অথবা শত মণ প্রতি ৫৩ টাকা ১০ আনা ৪ পাই।

লাভের আশা

Ex-ship মালের দর যদি শতমণ প্রতি ৬৬৲ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে শত মণ প্রতি লাভ দাঁড়ায় প্রায় ১২৲ টাকা অর্থাৎ

বৎসরের প্রস্তুত মালের উপর ৩৬,০০০৲ টাকা লাভ হইবার কথা। এই হারে হিসাব করিলে দেখা যায়, যে টাকা খাটান হইয়াছে, তাহাতে শতকরা ১২ টাকা হারে লাভ হয়।

এখন, যদি বৎসরে একর প্রতি ৬০০ মণেরও বেশী মাল উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে মোট মাল উৎপন্ন হইবে ৩,৬০,০০০ মণ। ঘাটতি খরচ মণ প্রতি ২ পাই অর্থাৎ শত মণ প্রতি ১৩৲। কাজেই বার্ষিক লাভ হইবার কথা ৪৬,৮০০৲ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯·৩ টাকা মূলধনের টাকার উপর লাভ হইবে।

পরীক্ষা আরও দরকার—

এই জাতীয় কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে ভাবে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আরও গভীর অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কোন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার যিনি লবণ তৈয়ারী সম্পর্কে বহুদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আগে সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দেখিয়া কাজে অবতীর্ণ হওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর কল কারখানা বসান বা কাজ চালান সকলই বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে করার দরকার। এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখানে প্রায়ই ঝড় হইয়া থাকে। কাজেই বাড়ী ঘর দ্বার সেই অনুযায়ী তৈয়ারী করা আবশ্যক ও লাভের অঙ্কেরও সেই অনুসারে হিসাব করা দরকার। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কাজে নামিলে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান লাভজনক কেন হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই।

(ক্রমশঃ)

মুরগী জনন তত্ত্ব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডিম ফুটান

বর্ত্তমানে দুইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা ডিম ফুটান হয়। ১ম, স্বাভাবিক ভাবে মুরগী দ্বারা তা' দিয়া এবং ২য়, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া ইনকিউবেটর কর্ত্তৃক ডিম ফুটান। যে কোন উপায় অবলম্বন করিলে ডিমের উৎপাদিকা শক্তি অথবা বাচ্চায় ইহার কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। উভয় প্রক্রিয়ার দ্বারা আভ্যন্তরীণ ভ্রূণ ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইয়া ছোট ছানায় পরিণত হয়। এবং ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। মনে হয়, যেন কোন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অদৃশ্য স্থান হইতে মুরগীর ছানার উৎপত্তি হইল। যে ভাবে দ্রুত পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় তাহাতে সতত চোখ রাখা দরকার যাহাতে অধিকাংশ ছানা সবল ও পুষ্ট হয়। যদি কৃত্রিম উপায় দ্বারা ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত যাহাতে প্রত্যেকটী ডিম ফুটীবার অবসর পায়, এবং পরে প্রত্যেক ছানা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কারণ, ডিম ফুটান এবং জীবিত শাবকের উপরই পোলট্রির সাফল্য নির্ভর করে। একথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত, যে ডিমগুলি উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন না হইলে পোলট্রির কাজে সাফল্য আসা সম্ভবপর নহে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দুই প্রকার উপায় দ্বারা ডিম ফুটান যাইতে পারে। যদি উভয় প্রক্রিয়ার সমাবেশ করা যায় অর্থাৎ স্বাভাবিক উপায়ের সহিত কৃত্রিম উপায়ের একত্র সমন্বয় হয়, তাহা হইলে ডিম ফুটান খুব সন্তোষজনক হয়। ডিমে তা' দিবার খুব আবশ্যকীয় সময় তৃতীয় দিবস হইতে নবম দিবস পর্য্যন্ত। সেইজন্য প্রথম ১০ দিন মুরগীর দ্বারা ডিমে তা' দিবার পর অবশিষ্টকাল ইন্‌কিউবেটরে ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা করা শ্রেয়ঃ। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২১ দিনে দুই প্রস্থ ডিমে তা' দিয়া ফুটাইবার ব্যবস্থা একত্র করা যাইতে পারে, এবং পরে ইন্‌কিউবেটর হইতে এক প্রস্থ ছানা বাহির করা সম্ভব হয়।

স্বাভাবিক তা' দিবার প্রণালী

স্বাভাবিক ভাবে তা' দিবার ব্যবস্থা কালে ঐ সমস্ত মুরগী ব্যবহার করা উচিত যাহারা তা' দিবার কাজে উপযুক্ত। কারণ, মুরগী যখন তা' দিবার জন্য বসে, তখন তাহার শরীরে জ্বর আসে এবং রক্ত গরম হয়। স্বাস্থ্যহীন, রোগপূর্ণ মুরগীকে কদাচ তা' দিতে বসিতে দেওয়া উচিত নয়। শুকনা জমীর উপর অথবা কাঠের বাক্সে উপযুক্ত বাসার মত করিয়া তাহাকে এক কোনে রাখিয়া তা' দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

মুরগীটী যেন কোনরূপ বাধা বিঘ্ন না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইঁদুরের বা পোকা মাকড়ের কোনরূপ উপদ্রব যেন না হয়। তা দিবার মুরগীগুলির প্রতি একটু বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা উচিত।

যে সমস্ত ডিমে তা দিতে হইবে প্রথমতঃ তাহার উৎপাদিকা শক্তি পরীক্ষা করা দরকার। ডিমগুলির খোসা কঠিন হওয়া উচিত, কারণ নরম খোসা হইলে অন্যান্য ডিমের সংঘর্ষে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তা দিবার সময় বাসায় ডিমগুলিকে রাখিয়া মুরগীটীকে সাবধানে উপরে বসাইয়া রাখিতে হয়। আর তাহাকে কোনরূপ বিরক্ত করা উচিত নহে। তা' দিবার জন্য ডিমের উপর বসাইবার পূর্ব্বে মুরগীটীকে একটী ঝাঁকার ভিতর বসাইয়া আহারের এবং জল খাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। কোন বিশেষ জাতির মুরগীর যদি প্রকৃতি বুঝিতে পারা না যায় তাহা হইলে প্রথমে মামুলী ধরণের ৫-৬টী ডিমের উপর মুরগীটীকে বসাইয়া দিলে ভাল হয়। দুইদিন যাবৎ বসিয়া যখন মুরগীটী বেশ জমিয়া গিয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে তখন ডিমগুলিকে বদ্‌লাইয়া ভাল ডিম রাখিলে নিরাপদভাবে তা দিবার কাজ চলিতে পারে।

তা দিবার মুরগীদিগের ব্যবস্থা।

তা যাহাতে ভাল করিয়া দেওয়া হয় সেইজন্য ডিমের উপর বসিবার পর প্রথম দিবস মুরগীকে মোটেই বিরক্ত করিতে নাই। পর দিবস হইতে প্রতিদিন একবার দুইবার বাহিরে আসিতে দেওয়া উচিত। যদি মুরগী স্বেচ্ছায় বাহিরে আসে তাহা হইলে, ত' কোন কথাই নাই; কিন্তু যদি না আসে, তাহা হইলে তাহার উরু দুইটী দুই হাতে ধরিয়া এবং হাতের উপর মেলান পাখাটী রাখিয়া তুলিয়া আনা যুক্তিসঙ্গত। পা দিয়া কিংবা পালকদিয়া যেন ডিমও বাহির হইয়া না আসে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহার পর বাসাটী বন্ধ করিয়া রাখা উচিত যাহাতে পাখীটী ভিতরে না যাইতে পারে। পাখীটীকে গম, ধান বা ভুট্টা এবং এই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে জল খাইতে দেওয়া উচিত। যত দিন ডিমে তা দিবে ততদিন ইহা ছাড়া অন্য কোনরূপ খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। খাওয়া হইয়া গেলে ধুলিতে স্নান করাইয়া গায়ের পোকা মাকড় সমস্ত দূর করিয়া দেওয়া উচিত। ধূলিস্নানের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা উচিত, নতুবা সমস্ত শরীরে পোকা ধরিয়া মুরগীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। ইহার পর ধীরে ধীরে তাহাকে পুনরায় বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া বাসাটী বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রীষ্মকালে ২০ মিনিট বা আধ ঘণ্টা এবং শীতকালে ১০-১৫ মিনিটের অধিক বাহিরে রাখা উচিত নহে। মুরগীটী যদি ডিমগুলিকে এবং বাসাটীকে অপরিষ্কার ও ময়লা করিয়া দেয় তাহা হইলে বাসাটীকে পুনরায় পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন, এবং ডিমগুলিকে ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া দেওয়া দরকার। তা দিবার সমস্ত সময় এই ভাবে মুরগী ও ডিমগুলিকে রাখা দরকার। আন্দাজ তিন সপ্তাহে তা দেওয়া সম্পূর্ণ হয়।

তা দিবার সময়

ঠিক কত দিনে ডিম ফুটিয়া ছানা হয় তাহা বলা কঠিন, কারণ ইহা অধিকাংশ স্থলে ডিমের উপর নির্ভর করে। ডিম যত বাসী হয়, ডিম ফুটিতে সেই অনুপাতে বিলম্ব হয়। মুরগী

যদি ডিমে তা দিবার কালে চলিয়া আসে এবং তা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ডিম ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং ফুটিতে বিলম্ব হয়। সেইজন্য সময় পূরণ হইবার পূর্ব্বে কখনও তাড়াতাড়ি ডিম ভাঙ্গিয়া ছানা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে নাই। তা দিবার কালে ডিম যদি ঠাণ্ডা হইয়া যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উষ্ণ জলে ডুবাইয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। যদি ইন্‌কিউবেটরের ড্রয়ার বাহির করিয়া রাখা হয় তাহা হইলেও ডিম ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সে অবস্থায় ড্রয়ারটি বন্ধ করিয়া বাতিটী একটু বেশী করিয়া জ্বালাইলে ডিমগুলি পুনরায় উত্তাপ পাইয়া গরম হয়। নানাবিধ পাখীর ডিম ফুটাইতে বিশেষ সময়ের প্রয়োজন হয়। যেমন, মুরগীর ডিম ২১ দিনে, হাঁসের ডিম ২৮ দিন, রাজহাঁসের ডিম ২৮ দিন ও টার্কি ২৮ দিনে।

কৃত্রিম ইন্‌কিউবেশন।

অনেক দিন যাবৎ কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইবার তথ্য সম্বন্ধে নানাবিধ সিদ্ধান্ত জানা থাকা সত্বেও খুব সম্প্রতি ইনকিউবেটার দ্বারা ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইন্‌কিউবেটারের ব্যবহার এত সরল ও সহজ যে এমন কি নূতন শিক্ষানবিশ পর্য্যন্ত বিনা আয়াসে ব্যবহার করিতে পারেন। ইন্‌কিউবেটারের সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ অনেক ডিমেই এক সঙ্গে তা দিতে পারা যায়; মুরগীর বিষ্ঠা ও ময়লা এবং ভাঙ্গা ডিম প্রভৃতির কোনরূপ সমস্যা থাকে না; তাহা ছাড়া মুরগীর প্রতি যেটুকু দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, তাহারও দরকার হয় না। সর্ব্বপ্রধান সুবিধা এই যে ইন্‌কিউবেটারে এরূপ সন্তোষজনকভাবে ডিম ফুটে, ঠিক যেন মুরগীর দ্বারা তা দিয়া ডিম ফুটান হয়। প্রত্যেক ইন্‌কিউবেটারের সহিত নিয়মাবলী দেওয়া থাকে, সুতরাং নানাবিধ যন্ত্রের বিষয়ে বিশদ বর্ণনা এখানে বাহুল্য ভয়ে দেওয়া হইল না। নিম্নে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দেওয়া হইল।

উত্তাপের ব্যবস্থা।

যে ঘরে ইন্‌কিউবেটার রাখা থাকে, তাহার উত্তাপের উপর ইন্‌কিউবেটারের উত্তাপের ব্যবস্থা করা উচিত। ঘরের উত্তাপ যদি ৬০ ডিগ্রী F. হয়, তাহা হইলে যন্ত্রের উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রী F. করা উচিত। সেইমত ৫০ ডিগ্রী F. হইলে ১০৪ ডিগ্রী F. এবং ৭০ ডিগ্রী F. হইলে ১০৬ ডিগ্রী F, ইত্যাদি। ভারতের সমভূমিতে ইন্‌কিউবেটারের উত্তাপ ১০১ ডিগ্রী F. হইতে ১০৩ ডিগ্রী F. পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। ইহার কম উত্তাপ হইলে ডিম ফুটাইতে সুবিধা হইবে না, এবং অধিক হইলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ইন্‌কিউবেটারের কার্য্যপদ্ধতি

ইন্‌কিউবেটারকে পূর্ব্বে খালি অবস্থায় কয়েক দিবস ১০১ ডিগ্রী F. উত্তাপে রাখা উচিত। যখন উপরোক্ত উত্তাপ স্থির ভাবে পরিবদ্ধ হয়, তখন ডিমগুলিকে ইনকিউবেটারের প্রকোষ্ঠে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ইন্‌কিউবেটারের মাথার স্ক্রু দিয়া ক্যাপ স্ক্রু ও লিভার রডকে ফিট করাইয়া দিয়া লিভারের হাতলের উপরের ওজনটী সরাইয়া সরাইয়া উত্তাপের নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। ঠিক ভাবে যন্ত্রটী ব্যবহার করিলে অনতিবিলম্বে থারমোমিটারে ১০৩ ডিগ্রী উত্তাপ দেখা যাইবে। ইন্‌কিউবেটার যাহাতে আরম্ভেই একেবারে উত্তাপ বাড়াইয়া

দেওয়া না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত; কারণ প্রথমেই বেশী উত্তাপ হইলে ডিমের ভিতরের জীবনীশক্তি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। থারমোমিটারের বোঁটাটী (অর্থাৎ পারার স্থানটী) ডিম হইতে সামান্য উর্দ্ধে রাখা উচিত। ডিমের সহিত রাখিলে সঠিক উত্তাপের সংবাদ পাওয়া যায় না।

প্রায় ৩৬ ঘণ্টা ডিমগুলিকে ইন্‌কিউবেটার মধ্যে উত্তাপ দিবার পর ইহাদিগের পাশ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। উহাদিগের পাশ বদলাইয়া ১৮ম দিবস পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া উচিত। এ সময়ে ডিমগুলিকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া উচিত নহে। দিনে দুইবার করিয়া ডিমগুলিকে উল্টাইয়া দিলে ভালরূপ ঠাণ্ডা হইতে পায় এবং ফলও সন্তোষজনক হয়। যে হাতলটী দিয়া ডিমগুলি উল্টাইয়া দেওয়া হয়, সেটাকে উল্টাইবার সময়ে বাহিরে আনা উচিত নহে। ইহাতে হাতলটী ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ডিমগুলির অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ডিমগুলিকে সঠিক-ভাবে উল্টাইতে হইলে প্রথমতঃ মাঝখানের ডিমগুলিকে বাহিরে আনিতে হইবে, এবং বাকী ডিমগুলিকে ধীরে ধীরে এক দিকে গড়াইয়া দিতে হইবে। এইভাবে দুই প্রস্থ ডিম বাহিরে আনিয়া গড়াইয়া দিতে হইবে। যাহাতে সকল ডিমের প্রতি একরূপ ব্যবস্থা হয়, সেজন্য দুই প্রস্থ ডিমের দুইরূপ চিহ্ন দিলে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। ডিমগুলিকে উল্টাইয়া না দিলে খোসার ভিতর ডিম্বাংশ লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা। অবশ্য ডিম উল্টাইতে এবং শীতল করিতে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন তাহা বাহিরের অন্যান্য অবস্থা এবং ইনকিউবেসনের সময়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ ৫ মিনিটের মধ্যেই হওয়া উচিত, এবং তাহার পর ডিমের স্পর্শের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ ডিমে উত্তাপ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভয়ের কোন কারণ দেখা যায় না। প্রত্যেক মেসিনের উপর একখানি চার্ট রাখা উচিত। সেই চার্টে ডিমের ইতিহাস, তারিখ এবং ইনকিউবেশনের সময় প্রভৃতি লেখা দরকার। তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনরূপ অসুবিধা দৃষ্ট হইবে না।

(ক্রমশঃ)

পান-চাষ

[শ্রীপবিত্রমোহন সেন বি, এ
কৃষি অফিসার, হাওড়া]

পান-চাষ বাংলাদেশে লাভজনক। পূর্ব্বে এই চাষ বারুইগণের একরূপ একচেটিয়া ছিল এবং তাহারা ইহার চাষ করিয়া যথেষ্ট অর্থলাভ করিত; অধুনা কতিপয় বাঙ্গালী-গৃহস্থ এই চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। এই বেকার-সমস্যার দিনে যে কোন লাভজনক চাষ করাই বিধেয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকার পান এ জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা ভাবনা ও ধলডগা। ভাবনা (Disease resistant variety) রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না, 'ধলডগা' রোগে সহজে আক্রান্ত হইতে পারে। 'ভাবনা'র চাষে সমধিক বৃদ্ধি পাওয়াই সঙ্গত।

পানের বরোজ বেশ উচু জমিতে করা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় পানের বরোজ যতটা উচু জমিতে করা উচিত, ঠিক ততটা উচু জমিতে অধিকাংশ স্থলেই হয় না। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী জমির ধোয়াটে আসিয়া অন্য জমির অনিষ্ট করে। পান চাষের পক্ষে দোঁয়াশ মৃত্তিকাই উপযোগী।

পান চাষের পক্ষে ফাল্গুনমাসই প্রশস্ত সময়। ফাল্গুনমাসে পানের কাটিং রোপণ করিলে কালক্রমে পানপাতা বেশ বড় আকার ধারণ করে। আষাঢ়মাসে পান-বরোজ করা বিধেয় নয়, তাহাতে পানপাতা ছোট হয়। আশ্বিনমাস হইতে কার্ত্তিক মাসের ভিতরও পানবরোজ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসুবিধা এই যে, চৈত্রমাস পর্য্যন্ত পানের ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়। মাঘমাস হইতে ফাল্গুন মাসের ভিতর পান-বরোজ করা সব চেয়ে বিধেয়। এক কাঠা জমিতে প্রায় ৭০০ সাত শত পানের কাটিং আবশ্যক হয়। পানের কাটিং বসাইবার জন্য লাইন করিতে হয়। প্রত্যেক লাইন অপর লাইন হইতে পৌণে দুই হাত ব্যবধান এবং প্রত্যেক লাইন ৯ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া ও ৬ ইঞ্চি গভীর হয়। প্রত্যেক পানের কাটিং অপর পানের কাটিং হইতে ৩ ইঞ্চি ব্যবধান রোপণ করিতে হয়, ফাল্গুন মাসে পানের Cutting বসাইয়া আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে নূতন গাছ বাহির

হইলে নূতন গাছের ডাঁটা মাটিতে পাতিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয়, তাহাতে প্রত্যেক লাইনের দুই দিকেই পানগাছ হইতে থাকে। পানের কাটিং প্রথম বসাইয়া খড় চাপা দিয়া রাখিতে হয়। ছয় কাঠা পান-বরোজ তৈয়ার করিতে কি পরিমাণ খরচ হইতে পারে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

৬ কাঠা জমিতে প্রথম পানের কাটিং বসাইয়া খড় চাপা দিয়া রাখিতে প্রায় ৩ পণ খড়ের মূল্য :— ২৲

পান গাছ লতাইয়া উঠিবার জন্য ১৪ পণ বাখারি, ইহার মধ্যে ৫ হাত লম্বা বাখারি ৪৮ বোঝা (প্রত্যেক বোঝায় ৫ গণ্ডা বাখারি থাকে) এবং ২ হাত লম্বা বাখারি ১৬ বোঝা, প্রত্যেক বোঝায় ১০ খানা করিয়া বাখারি থাকে। ৩৬৲

চালের চটির জন্য প্রথম বৎসর বাখারি ১২ পণ, তৎপরবর্ত্তী বৎসর বাখারি ৩ পণ এবং তার পরের বৎসরে ১৬ পণ বাখারি আবশ্যক হয়। প্রত্যেক বাখারি ৭ হাত লম্বা থাকে। চটির জন্য বাখারি ১৬৲ টাকা কাহন দরে বিক্রী হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম বৎসরে ১২ পণ বাখারির দাম :— ১২৲

পাট কাঠি ৫ গাড়ী প্রত্যেক গাড়ী ৪৲ টাকা হিসাবে ২০৲

চালের জন্য খড় ৭ পণ ২৪৲

দড়ি ৪ সের ২৲

খুঁটিপোতা, চাল তৈয়ারী করা, বেড়া বান্ধা ইত্যাদি বাবদ প্রায় ২৪ জন মজুর আবশ্যক হয়। প্রত্যেক মজুরকে ।৵০ হিসাবে দৈনিক দিলে ১৫৲

৬ কাঠা জমিতে পৌণে দুই হাত ব্যবধান লাইন করিতে ৫টী মজুর, প্রত্যেক লাইন ৬ ইঞ্চি গভীর করিতে ৪টী মজুর এবং প্রত্যেক লাইনের মাটি গুড়া করিয়া দিতে ৪টী মজুর, মোট ১৩ জন মজুর আবশ্যক হয়। প্রত্যেক মজুরের বেতন দৈনিক ।৵০ হিসাবে। ৮৶০

৬ কাঠা জমিতে পানের কাটিং বসাইতে ৮টী মজুর আবশ্যক হয়; প্রত্যেক মজুর ।৵০ হিসাবে মোট ৫৲

ফাল্গুন মাসে পানের কাটিং বসাইয়া প্রথম দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত দৈনিক ৩ বার করিয়া জল দিতে হয়, বেলা ১০টা হইতে ১১ টার মধ্যে একবার, পুনরায় বেলা ১টার সময় একবার এবং সন্ধ্যা ৫ টার সময় একবার জল সেচন আবশ্যক। তারপর জল সেচন দৈনিক দুইবার করিয়া করিতে হয়। চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে জল সেচন আবশ্যক হয়, তারপর আবশ্যকানুরূপ জল সেচন করিতে হয়। এই দুই মাস জল সেচনের নিমিত্ত মজুরের বেতন মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে ১৬৲

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পানের বরোজের জন্য কাঠা প্রতি ৭০০ পানের কাটিং আবশ্যক, তাহা হইলে ৬ কাঠা পানের জমিতে ৪২০০ পানের কাটিং আবশ্যক হইবে, ১০০০ পানের কাটিং এর মূল্য ৮৲ টাকা করিয়া ধরিলে ৩৩৷৴৬

পানের কাটিং হইতে নূতন গাছ বাহির হইয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলে ঐ নূতন পান গাছের গোড়া প্রত্যেক লাইনের চাঁচা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, ইহাকে "ব" মাটি দেওয়া বলে, ইহাতে ৬ কাঠা জমিতে ৬টা মজুর আবশ্যক হয়, প্রত্যেক মজুর ।৵০ হিসাবে ৩টা মজুরের বেতন ১৸৶০

ফাল্গুন মাসে পানের কাটিং বসাইলে বৈশাখ মাসের আধাআধি ১০ ঝুড়ি করিয়া পাক মাটি প্রত্যেক লাইনের দুই ধারে গুঁড়া করিয়া দিতে

হয়, পাক মাটির অভাবে কোন উচু জায়গার মাটি গুড়া করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক ধাঙড় দৈনিক ১২০ ঝুড়ি মাটি দিলে ৪টা ধাঙড় আবশ্যক হয়। (অবশ্য মাটি আনিবার দূরত্ব অনুসারে মজুর কম বেশী আবশ্যক হয়) প্রত্যেক ধাঙড় ৷৷৹ হিসাবে ২৲

ঐ মাটি পান গাছের গোড়ায় দিতে ৩টা মজুর আবশ্যক হয়, প্রত্যেক মজুর দৈনিক ৷৷৴৹ হিসাবে ১৸৴৹

পান গাছ বড় হইলে অর্থাৎ প্রায় ১ ফুট লম্বা হইলে প্রায় আধ ইঞ্চি সরু শলায় গাছ ধরাইয়া দিতে হয়। ৬ কাঠা জমিতে ৪২০০টী শলা আবশ্যক (অবশ্য কতক গাছ মরিয়াও যাইবে, তাহাতে শলা কম আবশ্যক হইবে)। ৫৷৷৹ টাকা কাহন হিসাবে ৪২০০টী শলার মূল্য প্রায় ১৮৲

৬ কাঠা জমিতে গাছ ধরাইতে ৩টা মজুর ৷৷৴৹ হিসাবে ১৸৴৹

তারপর ঐ বরোজের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন সুদক্ষ মজুর বরাবর আবশ্যক হইবে, ঐ মজুরের বেতন মাসিক ২০৲ হিসাবে বৎসর ২৪০৲ টাকা; অবশ্য প্রথম বৎসর শ্রাবণ মাস হইতে মজুর নিযুক্ত করিলে প্রথম বৎসর চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ৯ মাসের বেতন ১৮০৲

৬ কাঠা জমির জন্য প্রতি বৎসর ৬।৭ মণ সর্ষের খোল আবশ্যক। ৭/ খোলের দাম প্রতি মণ ১৷৷৹ হিসাবে ১০।৷৹

গুড়া করিয়া খোল ৬ কাঠা জমিতে দিতে ৬টা মজুর আবশ্যক, দৈনিক ৷৷৴৹ হিসাবে ৩৸৹
৬ কাঠা জমির খাজনা বিঘায় ৫৲ হিসাবে ১৷৷৹

৩৭৪৷৷৹

অর্থাৎ প্রায় ৩৭৫৲ টাকা

জমিতে সার দেওয়ার নিয়ম

পানের কাটিং বসাইবার সময় জমিতে সার দেওয়া হয় না। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচির পর ক্ষেত্রে সার দেওয়া আরম্ভ হয়। ৬ কাঠা জমিতে ঐ সময় ৩০ সের সর্ষের খোল গুড়া করিয়া দিতে হয়। পান গাছের গোড়া হইতে ২″ ব্যবধান সার প্রয়োগ আবশ্যক, প্রথম ২।৩ দিন জল না হইলে ক্ষেত্রে খোল প্রয়োগ করিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়। শ্রাবণ মাসে দুইবার সর্ষের খোল প্রয়োগ করিতে হয়—২রা কি ৩রা একবার এবং ২০শে কি ২৫শে একবার। এইরূপ আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মাসে দুইবার করিয়া খোল দিতে হয়। তাহাতে প্রত্যেক মাসে ১৷৷৹ মণ খোল আবশ্যক হয়; কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে ২রা কি ৩রা একবার খোল দেওয়া চলে। এইরূপ প্রত্যেক বৎসর আষাঢ় মাস হইতে খোল দিতে হয়। গাছ পুরাতন হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোলের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিতে হয়, যথা, এক বৎসরের পুরাতন গাছে আষাঢ় মাসে একবার ১৷৷৹ মণ খোল, শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগে একবার ১৷৷ মণ খোল, ঐ মাসে দ্বিতীয় বার ১ মণ ১০ সের খোল, ভাদ্র মাসে ১মণ খোল, আশ্বিন মাসে ঐরূপ ১মণ খোল এবং কার্ত্তিক মাসে ৩০ সের খোল পানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে।

ফাল্গুন মাসে পানের কাটিং বসাইলে আশ্বিন মাস হইতে পান বিক্রয় করা যাইতে পারে। প্রথম দুই বৎসর পান ভাল হয়, তৃতীয় বৎসর হইতে পানপাতা ছোট আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রত্যেক মাসে পান উঠান হয়। ১০০০০ দশ হাজার পান ১২৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা মূল্যে সাধারণতঃ বিক্রয়

হইয়া থাকে, কিন্তু পানের দাম বাজার অনুসারে অনেক সময় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এমন কি ১০০০০ দশ হাজার পানের মূল্য ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। পান চাষে ৬ কাঠা জমিতে বার্ষিক খাঁটি লাভ ৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা অনায়াসে হইতে পারে।

পানের মড়ক ঃ—

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেশ উচু জমিতে পানের বরোজ করা বিধেয়, নীচু জমিতে পান বরোজ করিলে পার্শ্ববর্ত্তী জমির ধোয়াটে আসিয়া পান-বরোজ নষ্ট করিতে পারে। পানের সংক্রামক রোগে সংখ্যাতীত বারোজ নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বাংলা দেশের বারুইগণের অবস্থা অনেক জায়গায় অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ সংক্রামক রোগ হইতে পান-বরোজ রক্ষা করিবার জন্য দুইটী প্রতি-ষেধক ঔষধ বাহির করিয়াছেন। কতিপয় চাষী এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যথেষ্ট ফল পাইয়াছে। ২৪ পরগণা জিলায় বিরা ও বনহুগলীতে এবং হুগলী জেলায় আদান-গভর্ণমেণ্ট পান-বরজে এই ঔষধ প্রয়োগ হইতেছে, এই ঔষধ ব্যবহারে সে সমুদয় জায়গার পান-বরোজ ৮।৯ বৎসর যাবৎ স্থায়ী আছে। ঐ সমুদয় গ্রামের অন্যান্য চাষীরা গভর্ণমেণ্ট-বরোজের আদর্শ অনুসারে চলিয়া প্রভূত উপকার পাইতেছে। বর্ষাকালে পান গাছে "পাবে মরা" রোগ ও শীতকালে পান গাছে 'মুলমরা' রোগ দেখা দেয়। সমস্ত রোগাক্রান্ত গাছ উৎপাটিত করিয়া বরোজ হইতে দূরবর্ত্তী জায়গায় ফেলিয়া পানের বরোজে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার করিয়া পান গাছে গোড়া হইতে ২ ফুট পর্য্যন্ত বোর্ডো মিকশ্চার ব্যবহারে পান গাছের 'পাবে মরা' রোগ দূরীভূত হয়। পিচকারীর সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, একটী পিচকারীর মূল্য ৩৲ টাকা হইতে ৩।০ টাকা। এইরূপ পিচকারী হাওড়া-কৃষি-অফিসার মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। ইহা যেন মনে থাকে, বরোজ সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক, বর্ষাকালে জল যাহাতে ক্ষেত্রে জমিয়া না থাকে এবং যাহাতে বরোজে আলো ও বাতাস সহজে খেলে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বোর্ডো মিকশ্চার প্রস্তুত করিবার নিয়ম ঃ—

তুঁতে............৬ ছটাক ২ তোলা।
পাথুরে চূণ.........৬ ছটাক ২ তোলা।
জল...............১ মণ।

মাটির কিংবা কাঠের গামলাতে আধমণ জল রাখিয়া ৬ ছটাক ২ তোলা তুঁতে একটী ছালার টুকরায় বাঁধিয়া উক্ত জলের মধ্যে ঝুলাইয়া দিতে হয়, তাহাতে ক্রমশঃ সমস্ত তুঁতে জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। অন্য একটী পাত্রে চূণ রাখিয়া অল্প অল্প জল দিয়া আস্তে আস্তে সমস্ত ফুটাইয়া লইতে হয়। সমস্ত চূণ ফুটিয়া গেলে তাহাতে আধমণ জল মিশাইয়া সমস্ত গলা ভাল করিয়া জলের সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। পরে ঐ চূণের জল ও তুঁতের জল একত্রে মিশাইয়া পিচকারীর দ্বারা পানের গাছে ছিটাইয়া দিতে হয়। পানপাতায় যাহাতে ঔষধ না লাগে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। ঔষধ ঠিকরূপ তৈয়ারী হইল কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একখানা পরিষ্কার ছুরি উহাতে ডুবাইলে যদি দেখা যায়, ছুরি তামাটে রং ধরে নাই তাহা

হইলে বুঝিতে হইবে ঔষধ ঠিকরূপ প্রস্তুত হইয়াছে, যদি তামাটে রং ধরে তাহা হইলে আরও চুণের জল মিশাইয়া ঔষধ ঠিক ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে।

বর্ষাকালে উপরোক্ত বোর্ডো মিকশ্চার ধুইয়া যাইতে পারে, বোর্ডো মিকশ্চারের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধ মিশাইলে বোর্ডো মিকশ্চার বর্ষার জলে সহজে ধুইয়া যায় না :—

কাপড় কাচা সোডা........২ ছটাক ৩ তোলা

রজন...... ....৩ ছটাক

জল............../১॥ সের

ঐ /১॥ সের জল আলে চড়াইতে হয়, জল ফুটিলে তাহাতে সোডা মিশাইয়া ফেলিতে হয়। সোডা গলিয়া গেলে তাহাতে রজন গুড়া করিয়া অল্প অল্প করিয়া দিতে হয় এবং অনবরত নাড়িতে হয় এবং প্রায় আধঘণ্টা ফুটাইয়া উক্ত ঔষধ জ্বাল হইতে নামাইতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে এই ঔষধ উপরোক্ত একমণ বোর্ডো মিকশ্চারের সহিত মিশাইতে হয়। এই ঔষধ চালুনী দিয়া ছাকিয়া পিচকারীর দ্বারা ছিটাইতে হয়। পানগাছের গোড়া হইতে দুই ফুট আন্দাজ গাছের ডাঁটায় এই ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু দৃষ্টি রাখিতে হইবে পানপাতায় যেন ঔষধ না লাগে প্রত্যেক লাইনের দুই পাশের মাটিও ঐ ঔষধ দ্বারা ভিজান আবশ্যক, তাহাতে মাটি সংশোধিত হয় এবং মাটি হইতে রোগ গাছে ধরিতে পারে না।

শীতকালে পান-বরোজের চাল ঘন করিয়া ছাউনি দিয়া রাখিতে হয় এবং গ্রীষ্মকালে ছাউনি পাতলা করিয়া দিতে হয়। সে সময় আলো হাওয়া ও বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পান গাছকে খাওয়ান উচিত। বর্ষাকালে যে সমুদয় সারিতে পান গাছ আছে, সে সমুদয় সারির মুখ কাটিয়া দিতে হয়, তাহাতে বৃষ্টির জল গাছের গোড়ায় জমিতে পারে না। ঐ সময় অর্থাৎ বর্ষাকালে পান গাছের গোড়ার পাতা প্রায় দুই ফুট আন্দাজ ফেলিয়া দিলে তাহাতে বোর্ডোমিকশ্চার দেওয়ার পক্ষে সুবিধা হয় এবং বোর্ডোমিকশ্চার পান গাছ হইতে মুছিয়া যাওয়ার পরেই পুনঃ ইহার প্রয়োগ আবশ্যক। বর্ষাকালে এইরূপে মাসে দুই তিনবার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বোর্ডোমিকশ্চারই পাবে-মরা রোগের একমাত্র ঔষধ।

এই গেল বর্ষাকালের ঔষধ, শীতকালে পান গাছে মূল-মরারোগ দেখা দেয়, ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগাক্রান্ত গাছ উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। **মূলমরা রোগের প্রতিষেধক ঔষধ একমাত্র "কেরল"।** এই ঔষধ প্রতি মাসে দুইবার করিয়া ১৫ দিন অন্তর কাত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিয়মমত ব্যবহার করিতে হয়। 'কেরল' যত পরিমাণ লওয়া হয় ঠিক তাহার ৮ আট শত গুণ জল ইহার সহিত মিশাইতে হয় এবং ঐ মিশ্রিত দ্রব্য পানগাছে প্রয়োগ করিতে হয়। এই নিয়মে ১ তোলা কেরল ১০ সের জলে মিশান যাইতে পারে। পানগাছের মূল প্রদেশ হইতে সমস্ত গাছে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। পাঁচ পোয়া কেরলের মূল্য ২।৶৯ পাই। এই ঔষধ ১১ নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায়—মেসার্স উইলকিনসন হেউড এণ্ড ক্লার্ক কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়।

পান-বরোজে মূলমরা রোগ বেশী দেখা দিলে কেরলের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে হয়। সাধারণ নিয়মে ২ তোলা কেরল আধমণ জলে মিশাইয়া ঐ মিশ্রিত দ্রব্য আধ কাঠা পরিমাণ পান-বরোজে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সংক্রামক রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে কেরল ও জলের অনুপাত ১ : ৬০০ অর্থাৎ এক গ্যালন কেরল ৬০০ গ্যালন জলে মিশাইয়া প্রয়োগ করা বিধেয়।

—গ্রামের ডাক

রহস্যময় ধনকুবের চক্র

পৃথিবীতে এমন অনেক ধনকুবের আছে যাহাদের হঠাৎ মৃত্যু হইলে কিংবা আর্থিক সঙ্কট ঘটিলে সমস্ত দুনিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশ ট্রেজারী যে ২৪২ জন কোটিপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এমন সঙ্গোপনে থাকেন যে বহির্জগতের লোক তাহাদের মধ্যে ১৫।২০ জনের বেশী নাম জানে না। অপর সকলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই পৃথিবীর মধ্যে অপরিচিত। ধনকুবেরগণের মধ্যে আমেরিকার রকফেলার এবং হেন্‌রী ফোর্ড বহুজনবিদিত হইলেও, বেশীর ভাগ অর্থবান ব্যক্তিই সুইডিস "দেশলাইয়ের বাদ্‌সাহ্‌" ক্রুগারের মতই অজ্ঞাত থাকিতে ভালবাসিতেন। শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে পৃথিবীর আর্থিক ব্যাপারে যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল তাহা সংবাদপত্র পাঠকগণের মনে থাকিবার কথা।

ক্রুগার সাহেব সাদাসিদে ধরণের মানুষ ছিলেন। ইউরোপের প্রায় অর্দ্ধ ডজন রাজ্যের আর্থিক লেনদেন তাঁহার উপর অধিকাংশ নির্ভর করিত। আর্থিক সঙ্কট এমনভাবে তাঁহাকে নাগপাশের মত জড়াইয়া ধরিয়াছিল যে আর তাঁহার পালাইবার পথ ছিল না। তাই তাঁহার জীবনের অবসান শোচনীয় ভাবে ঘটিল।

কিন্তু একথা অনেকের কাছেই অদ্ভুত শুনাইতে পারে যে পৃথিবীতে যাহারা এত ধনদৌলতের মালিক, তাহারাই অর্থকে ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে। "জন বুল" (লণ্ডন) বলে যে যদি তোমার প্রথমকার মিলিয়ন অর্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে গুণ করিয়া চলিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই জাঁকজমক ভালবাসেন না; তবুও ইহা অত্যন্ত খাঁটী কথা যে তাহাদের ধনসম্ভারের জোরেই আন্তর্জ্জাতিক দেনা পাওনা নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। বস্তুতঃ যখন ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার সময় লুবেনষ্টাইন তাঁহার উড়োজাহাজ হইতে পড়িয়া যান, তখন পৃথিবীর ষ্টক্ একচেঞ্জগুলিতে যে টনক পড়িয়া গিয়াছিল তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিলাতের লোক তাঁহার সম্বন্ধে খুব বেশী কথা জানিত না; কেহ কেহ হয়ত জানিত যে মার্কেট হারবোরাতে তাহার পিছনে অনেক লোক থাকিত, তাঁহার পাঁচজন সেক্রেটারী এবং একটী ব্যক্তিগত এ্যারোপ্লেন ছিল। খুব কম লোকেই জ্ঞাত ছিল এই বেলজিয়ান অর্থবিদের পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক রাজধানীতে কাজকর্ম্ম চলিত এবং তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর ফল ইউরোপের বাজেট্‌গুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার মত আরো অনেক ইউরোপে এখনও জীবিত

আছেন, যাঁহাদের জীবনের উপর ইউরোপের আর্থিক শুভাশুভ অনেকাংশ নির্ভর করে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলেই, উহার ফল সাংহাই হইতে আরম্ভ করিয়া এবারডিন পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িবে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই।

ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ধনকুবেরের নামও বেশী লোকে জানে না। তাঁহার নাম সার জন্ এলারমান এবং তিনি বহির্জগতের নগ্ন-চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইবার প্রচেষ্টাকে ঘৃণারচক্ষে দেখেন। যদিও এই অজ্ঞাত এবং অখ্যাতভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, তবুও প্রত্যেকটী পাই পয়সা তাঁহার হাত না ফিরিয়া যাইতে পারে না। যদিও অনেকে অনুমান করেন যে তাহার সংস্থিত অর্থের পরিমাণ ১০ হইতে ২০ মিলিয়ান হইতে পারে, তবুও উহার সঠিক পরিমাণ কেহ বলিতে পারেন না। তাঁহার মত আরো একজন ধনকুবেরের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, ল্যাঙ্কাষ্টারে। তাঁহার নাম লর্ড অ্যাস্থম্; লোকে তাঁহাকে "লিনোলিয়াম সম্রাট" বলিত। তিনি লোকের সম্মুখে দেখা দিতে এতই পরাঙ্মুখ ছিলেন যে, তাঁহার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন পড়িলে গাড়ীর চারিদিকে পরদা পড়িত; একই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জন্য গল্‌ফ্ খেলিবার মাঠও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। যদিও তিনি অনেক মিলিয়ন অর্থ রাখিয়া মারা গিয়াছেন, তবুও তাঁহার পরিবার এবং ব্যবসায়ের সাগ্‌রেদ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার সংবাদ জানিত না। জেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রাগ এবং অসিগ্ নামক সহরদ্বয়ে পেণ্টস্‌চেক বংশের দুইটী শাখা বর্ত্তমান; তাঁহারাও পৃথিবীর ধনকুবেরদের সগোত্র। এই ইহুদী বংশদ্বয়ের

কাছে চল্লিশ মিলিয়ন পাউণ্ড জমা আছে এবং ইহার একটী বংশই ২৫ মিলিয়ন পাউণ্ডের জন্ত করপ্রদান করিয়া থাকে। তাহারা সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন এবং লর্ড অ্যাস্থনের মত খ্যাতিকে অবহেলার চোখে দেখিলেও তাহাদের অর্থ আন্তর্জ্জাতিক জগতের কাঠামো ঠিক রাখিয়াছে। সাতসমুদ্র ব্যাপিয়া তাহাদের ব্যাঙ্ক ও কারবার চলিতেছে। বলা বাহুল্য, ইউরোপের বেশী লোক এই ধন-কুবেরদের সংবাদ জানে না। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত দেশের "জুতার রাজা" টমাস বাটার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে; তাঁহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণও প্রায় ১০ মিলিয়ন পাউণ্ড হইবে। পূর্ব্বোক্ত ধনকুবেরদের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ এই যে তাঁহার অর্থ ফ্যাক্টরীতে নিয়োজিত রহিয়াছে—সেয়ারে এবং ব্যাঙ্কে স্তূপীকৃত করা নাই।

জার্ম্মাণীতে যুদ্ধের পর অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা ধনকুবেরগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, আজ তাঁহারা ফকীর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুগো ষ্টিনেসের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে; এক রাত্রেই তাঁহার সমস্ত অর্থ যাদুকরের মায়ার মত মিলাইয়া গিয়াছিল। জার্ম্মানীর ক্রাপ বংশের কথাও এই সঙ্গে মনে পড়িতেছে; তাঁহাদের ফ্যাক্টরীতে যুদ্ধের যে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত হইত, তাহার জোরেই জার্ম্মানী সাড়ে চারি বৎসর কাল ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। আজকাল ক্রাপ বংশের প্রভুত্বের ছাপ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক মহলে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হয় না। এই বংশের কনিষ্ঠা কন্যা হার্ বোলেনকে বিবাহ করিয়াছেন; তিনি কোটিপতি হইলেও জার্ম্মানীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান ব্যক্তি নহেন।

জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ সদাগর এবং ব্যাঙ্কারগণ আজকাল দুনিয়াতে বিশেষ পরিচিত নহেন। তাহাদের মধ্যে উলেনষ্টাইন এবং হার মোস্ পাব্লিশার এবং সংবাদ পত্রের সত্ত্বাধিকারী। আজ জার্ম্মানী ধনসম্পদের দিক দিয়া প্রায় দেউলিয়া হইয়া দাঁড়াইলেও উপরোক্ত ব্যক্তি-গণের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কয়েক মিলিয়ন পাউণ্ড হইবে। ইহাদের সঙ্গে গুটনাম এবং স্থবার্গ হাইম নামধেয় দুইটি শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার বংশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা-দের নাম সাধারণের কাছে অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের ভাগ্য তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

রথস্‌চাইল্ডের কথা তো প্রায় প্রবাদের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের বংশীয় মায়ার বয়ার যখন জার্ম্মান প্রিন্সদিগকে ঋণ প্রদান করিয়া অগাধ বিত্ত সঞ্চয় করিতেছিলেন, তখন হইতেই ইহাদের সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হয়। যুদ্ধ বিগ্রহাদি সত্ত্বেও ইহাদের অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডারে পাউণ্ডের অঙ্ক ক্রমাগত মোটা হইয়াই চলিয়াছে। মার্কের অবস্থা খারাপ হইয়া গেলে ইহাদের ফ্র্যাঙ্ক ফোর্টস্থ শাখা এই বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে সমর্থ হয়; কিন্তু ভিয়েনার শাখার শক্রদের অধঃপতনের সঙ্গে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে। যে রথস্‌চাইল্ড বংশ ফ্র্যাঙ্কফোর্টে বাস করিতেছে, তাহারাও অন্যান্য ধনকুবের-গণের মত সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে উপরোল্লিখিত বংশদ্বয় প্যারিসের শাখার মত ধনবান এবং প্রতিশক্তিশালী নহে।

ব্যারন রথ্‌ চাইল্ড রুস্ত রিভোলি'র কাছে বাস করেন এবং উহার সমীপেই ফরাসীর হাউস

অফ্ কমনস্ অবস্থিত। এই বিরাট সৌধে বাস করিয়া তিনি ফরাসী মন্ত্রীদের আনাগোনা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তিনি জানেন, যে রথস্‌চাইল্ড বংশের আর ধ্বংস নাই; তাঁহাদের অনেক প্রাসাদোপম সৌধ আছে, বহুমূল্য ভাল ছবিও তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত আছে। পৃথিবীর ব্যাঙ্ক সমূহ তাঁহাদের তাঁবে আছে; এবং এই অর্থের জোরেই গভর্ণমেণ্ট ও দূতপরিষদবর্গ এই বংশকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখিয়া থাকে। মঁসিয়ে কোটি কোটিপতিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবসা করিয়া থাকেন; সংবাদ পত্র পরিচালনা করা তাঁহার একটী খেয়াল মাত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি সমস্ত ফরাসী প্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া, অর্থের জোরেই উহাতে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত চকোলেট প্রস্তুতকারক মেণি এবং মোটর নির্ম্মাতা চিট্রোনের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই তিন ব্যক্তির সুখ সৌভাগ্যের সঙ্গে ফরাসীদেশের ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ইহাদের কেহ দেউলিয়া হইলে সমস্ত ফরাসীর আর্থিক সংস্থান টলমল করিয়া উঠিবে।

ফরাসী দেশের দক্ষিণে একজন ভদ্রলোক বাস করেন; আধময়লা ধূসর বর্ণের পরিচ্ছদ পরাই তাঁহার দস্তুর। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান ব্যক্তি হইলেও, হৈ চৈ আদৌ পছন্দ করেন না। তাঁহার নাম স্যার্ বেসিল জাহারফ্। পৃথিবীতে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার যতগুলি বৃহত্তম কারখানা আছে, তাঁহার ফ্যাক্টরীটিই তন্মধ্যে অন্যতম। একবার খেয়ালের বশে তিনি মণ্ট্ কার্লো ক্রয় করিয়া থাকিলেও, তিনি উহার ভিতরে কখনো প্রবেশ করেন নাই। গ্রেট ব্রিটেনের একটী শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানার অর্দ্ধেক শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকিলেও, তাঁহার নাম যামার সেট বংশের কুলজীতে পাওয়া যাইবে না। বহির্জ্জগতের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্বন্ধ না রাখিলেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার সংবাদাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন। লোকে অনুমান করে যে তাঁহার পঞ্চাশ মিলিয়নের অধিক অর্থ সঞ্চিত আছে।

(মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীদেবকী দুলাল দত্ত,
আয়ুর্ব্বেদোপাধ্যায়।)

হাম ও বসন্ত—উচ্ছে পাতার রস এক তোলা এবং হরিদ্রাচূর্ণ দশ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ আক্রমণ করে না।

কণ্টিকারীর শিকড় ৵০ মাত্রায় ২৷৷টা গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে বসন্ত রোগ হয় না।

বাসি জলের সহিত মধু মিশাইয়া পান করিলে বসন্তের গুটি ও তজ্জনিত গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

অনন্ত মূল চাল ধোয়া জলে বাটিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ নষ্ট হয়।

বসন্তে অধিক পুঁয হইলে বিলঘুটে-ভস্ম বসন্তর উপর ছড়াইয়া দিলে পুযস্রাব বন্ধ হয়।

হাম ও বসন্ত উভয় রোগের প্রথমাবস্থায় মেথি ভিজান জল এবং কুড় ও বাবুই তুলসী মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া অল্প মধু সহ দুই তিন বারে সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কলেরা—কলেরা রোগে দুই একবার ভেদ হইয়াছে এমত সময় শ্বেত আপাং (চচ্চড়ে) এর শিকড় ৭টী গোলমরিচের সহিত জলে পিশিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর তিনবারে উহা সেবন করিলে ভেদ, বমন শীঘ্র এককালে বন্ধহইয়া যায়।

ফোড়া, বাগী—বাগী প্রভৃতি যে সব ফোড়া শীঘ্র পাকিতে চায় না কণ্টিকারীর বীজ বাটিয়া তাহার উপর প্রলেপ দিলে শীঘ্র পাকাইয়া দেয়।

গণোরিয়া বা মেহ—বাবুই তুলসীর বীজ (তুলসীর মঞ্জরী) ৴০ মাত্রা এক ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিলে ঐ জলটী ডিমের লালার মত হইবে। ঐ জলটী একতোলা কাশীর চিনি দিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে মেহ রোগের জালার শান্তি হয়।

আমাশয় (Chronic Dysentry):—

অর্দ্ধ তোলা বাবুই তুলসীর পাতা, অর্দ্ধ তোলা আদা এক সঙ্গে বাটিয়া ৬টী বটিকা করিবে। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় দুইবটী জল সহ খাইলে পুরাতন রক্ত আমাশয় নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

কামলা (Jaundice) প্রতিদিন ঘৃত-কুমারীর রসের নস্য লইলে কামলা ভাল হইবে।

ক্ষত (Ulcer)—সোহাগার খই, খদির ও গন্ধক মিলিত একতোলা আড়াই তোলা গব্য ঘৃতে মাড়িয়া প্রয়োগ করিলে নানা প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়।

হিক্কা—আনারসের পাতার রসে মিছ্‌রির গুড়া মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

প্রদর—শ্বেত কুঁচের মূল স্ত্রীলোকেরা বাম অঙ্গে ধারণ করিলে প্রদর রোগ আশু নিবারিত হয়।

চক্ষুরোগ—করবী পাতার রস চক্ষুতে ফোট দিলে চক্ষু উঠা নিবারণ হয়। আধ ছটাক গোলাপ জলে ২ রতি ফিটকারী গলাইয়া তদ্দ্বারা বার বার চক্ষু প্রক্ষালন করিলে চক্ষু উঠা উপশমিত হয়।

রাতকাণারোগ—৩।৪ দিন সন্ধ্যাকালে ২।৩ ফোঁটা পানের রস চক্ষের মধ্যে ঢালিয়া, কিছুক্ষণ পরে শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিয়া ফেলিলে রাতকাণা দোষ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।
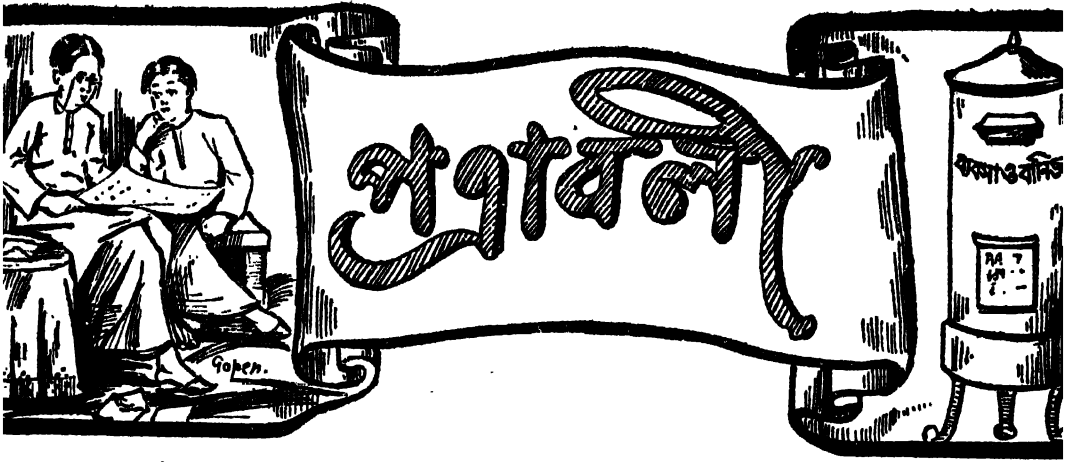
এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয় এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

১নং পত্র

মহাশয়,

জর্দ্দা ও কিমাম সুর্ত্তি কিরূপে প্রস্তুত করে, তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি—

A. A. Biswas

Po. Hayatpur, Dst. Malda

১নং পত্রের উত্তর

তামাক সম্বন্ধীয় নানাবিধ তথ্য ও তামাকের পাতার নানা ব্যবহার প্রণালী ১৩৩৮ সনের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ধারাবাহিক প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে। তাহাতে জরদা, দোক্তা, সুখা, সুরতি, নস্য প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালীও আছে। ৩৮ সনের এক সেট্ ব্যবসা ও বাণিজ্য পড়িয়া দেখিতে পারেন। তাহার মূল্য ২॥০ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। ১৩৩৫ সনের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"ও তামাকের প্রস্তুত দ্রব্যের অনেক ফরমুলা আছে।

২নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক মাত্র। মহাশয়ের নিকট কয়েকটী নিবেদন জানাইতেছি, আশা করি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পড়িবেন।

ছাত্র জীবন হইতেই ব্যবসা করা আমার মূল মন্ত্র ছিল, অর্থাভাবে ৪।৫ বৎসর ঘৃণ্য চাকুরী করিতে হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় আকাঙ্ক্ষিত ধন লাভ হইয়াছে। ব্যবসার বাজার অত্যধিক মন্দা সত্ত্বেও চাকুরী ছাড়িয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছি। মনে প্রবল ইচ্ছা ছিল Manufacturing business করিব, কিন্তু

অর্থাভাব এবং বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বলিয়া উহা করিতে পারিতেছি না; ঐ সব বিষয় চিন্তা করিয়া হয়রাণ হই মাত্র। কাজেই শিল্প কাজ শিক্ষার জন্য আচার্য্য শ্রীযুত পি, সি, রায় মহাশয়ের নিকট আমার প্রাণের কথা খুলিয়া এক পত্র দিয়াছিলাম, উহা তিনি পাইয়াছিলেন কিনা ভগবান জানেন। মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "এদেশের লোকের কোন নূতন জিনিষ আবিষ্কার করার মতি গতি নাই, অনুসন্ধিৎসা নাই, ভাবেও না, ভাববার চেষ্টাও করে না"—সে কথা সত্য বটে; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বহুলোক খুঁজিলে বাহির হয়, যাহারা ঐসব বিষয় চিন্তা করিয়া হয়রাণ হয় মাত্র, কোন বৈজ্ঞানিকের সাহায্যও পায় না, কাহারও নিকট হইতে কাজে উৎসাহ পায় না।

নিজের দিক দিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে আমি কালি, পেন্সিল, সুগন্ধি তেল এবং নানা রং প্রস্তুত করিতে বহু চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। এক্ষেত্রে আমাকে যদি একজন বৈজ্ঞানিক হাতে হাতে দেখাইয়া দিতেন, তবে আমার সকল চেষ্টা সার্থক হইত, মনে উৎসাহ জন্মিত, নূতন নূতন জিনিষ তৈয়ার করিবার আগ্রহ হইত। কাজেই দেখুন, ভাবিলে কি হইবে, ভাবিবার জিনিষ চিনি না জানিনা—কাজেই আপনার নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা, আমাকে এমন কোন বই অথবা কতকগুলি জিনিষ প্রস্তুত প্রণালীর পরীক্ষিত ফরমূলা দেন যাহার সাহায্যে আমি কতকগুলি জিনিষ তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিতে পারি। মামুলী ধরণের কারবার করিতে ইচ্ছা হয় না, বর্ত্তমানে তাহাতে সুবিধাও নাই।

যদি দেশকে ভালবাসেন, লোকের আর্থিক দুরবস্থার প্রতীকারের জন্য প্রাণ কাঁদে, তবে আমার দিকে, আমার লক্ষ্যর দিকে তীব্র নজর দিতে বিশেষ অনুরোধ করি। দেখিবেন, উদ্যম ও পরিশ্রমশীল যুবক আছে কিনা!

আপনার পত্রিকায় লিখিত Formula গুলি সম্যক্ বুঝিতে পারি না, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির Formula বিশেষ ভাল করিয়া বুঝাইয়া লিখিবেন।

১। ছেঁড়া কাগজ হইতে যেসব জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে, ছাঁচ, জাপান বার্ণিশ, ইনামেল কোন্ ঠিকানায় কি দরে পাওয়া যায়?

২। কাপড়ে ওয়াটার প্রুফ্ করার যে Formula দিয়াছেন তাহাতে কত গজ কাপড় হইতে পারে। আইসিং গ্লাস, যেখানে পাওয়া যায় তাহার ঠিকানা, উহার সহিত যে সাবান গুলিতে হইবে তাহার নাম কি, (বার সাবান কাহাকে বলে?)

৩। তেরপল প্রস্তুত প্রণালী, ষ্টিক্ হলুদ আলকাতরা, চর্ব্বি, আমেরিকান পিচ, কোন্ ঠিকানায় পাওয়া যায়, দর জানা থাকিলে জানাইবেন, (তেরপলে কি কাপড় আবশ্যক)।

৪। সুগন্ধি তেল কি প্রকারে তৈয়ারী করা যায়?

৫। কাল কালী, নীল কালী, রং কি প্রকারে করা যায়?

নিবেদক—

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

ভাণ্ডারিয়া, বরিশাল

৯নং পত্রের উত্তর

আপনার যে প্রকার আগ্রহের কথা লিখিতেছেন, তাহাতে উন্নতি করাই স্বাভাবিক; কিন্তু আপনাকে কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে চিঠি বা পত্রিকার আশায় বসিয়া থাকিয়া সংবাদ লইতে গেলে বহু সময় বৃথা কাটিয়া যাইবে। আপনাকে কলিকাতা বা ঢাকা প্রভৃতি কোন সহরে (কলিকাতাতেই ভাল) থাকিয়া ঐ সকল বিষয়ে নিজে অনুসন্ধান করিয়া উদ্যোগী হইতে হইবে। পুস্তকে লিখিত ফরমূলাগুলি পরীক্ষিত। কিন্তু, কথা এই, ফরমূলাকে ঠিকমত কাজে লাগাইতে যথেষ্ট পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অভিনিবেশ ও পরীক্ষার আবশ্যক। ফরমূলাগুলি পরীক্ষার পন্থা নির্দ্দেশ করে এবং কাজের সূচনা করিয়া দেয়। ঐ সূচনা অনুসারে পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। সামান্য স্কুল কলেজের শিক্ষার ব্যাপার হইতেও এই বিষয়টী বুঝিয়া লইতে পারেন। শিক্ষক মহাশয় "ক" ও "খ" বা "Good" ভাল "Bad মন্দ" ইহা শিখাইয়া দিলেও ছাত্রদিগকে উহা আয়ত্ত করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। ব্যবহারিক জগতে এই কথাটী আরও বেশী সত্য। কাজেই খালি বই দেখিয়া আপনি ওখান হইতে প্রশ্ন করিতে থাকিবেন, আমরা আমাদের সুযোগমত সেই প্রশ্ন পত্রিকায় প্রকাশিত করিব, তাহাতে আপনার নিতান্তই মনস্তাপ সহিতে হইবে ছাড়া আর কিছু হইবে না। এই জন্যই আপনাকে কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছি। আর যদি একান্তই সম্প্রতি তাহা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে, আপনার পক্ষে বিষয় নির্ব্বাচনও সুবিধামত হইয়াছে বলিতে পারি না।

আপনার প্রশ্ন পড়িয়াই মনে হইতেছে, ১৩৩৮ সনের কার্ত্তিক মাসের একখানি ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকা হইতে ছেঁড়া কাগজকে কাজে লাগাইবার কথা, ওয়াটার প্রুফ কাপড় তৈয়ারী করিবার কথা ও তেরপল প্রস্তুত করিবার কথা আপনার মনে উদিত হইয়াছে। কিন্তু, যাহা আপনি গ্রামে বসিয়াই অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে প্রস্তুত করিতে পারিতেন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ১৩৩৮ সনের কার্ত্তিক মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র ৪৫৬ পৃষ্ঠায় তেরপল প্রস্তুত প্রণালী ও ওয়াটার প্রুফ কাপড় প্রস্তুত প্রণালীও আছে। অথচ, ৪৭৭ পৃষ্ঠাতেই আছে, নানাপ্রকার লজেন্স প্রস্তুতের উপায়। ঐ কাজগুলি আপনি গ্রামে বসিয়া অতি সহজেই বা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে করিতে পারেন। উহার মধ্যে যে সকল জিনিসের নাম আছে। তাহার মধ্যে আপনার অজ্ঞাত থাকিতে পারে আরবদেশের গঁদ। উহার অর্থ ও প্রাপ্তিস্থান আপনি নিকটস্থ কোন ডাক্তারখানার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

কলিকাতায় বনফিল্ডসলেনে বটকৃষ্ণ পালের দোকানে লিখিলেও সকল জানিতে পারিবেন। এইবার আপনার প্রশ্নগুলির উত্তরের চেষ্টা করিব।

১। উক্ত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় আছে ছেঁড়া কাগজ দিয়া কি কি করা যায়। ছাঁচ জিনিষটী অতি সহজ। দেশী ময়রারা ছাঁচের সাহায্যে চিনির প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে; কুম্ভকারেরা ছাঁচের সাহায্যে মাটীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করে; স্বর্ণকারেরা ছাঁচের সাহায্যে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে। আর ছাঁচ প্রস্তুত করিবার এক প্রকার প্রণালীও

ঐ কার্ত্তিক সংখ্যাতেই দেওয়া আছে। বার্ণিস এবং এনামেল কলিকাতার সকল রংয়ের দোকানেই পাওয়া যায়। একটী ঠিকানা দিলাম—মাণিক লাল পাল এণ্ড কোং ২৪ হ্যারিসন্ রোড্।

২। কাপড়ে যে ওয়াটার প্রুফ করার ফরমুলা দেওয়া আছে; উহা প্রমাণ বহরের এক গজ কাপড়ের জন্য। Ising Glass এর জন্য আপনি বটকৃষ্ণ পালের ওখানে লিখিতে পারেন। খুব উৎকৃষ্ট রকমের কাপড় কাচা সাবান ব্যবহার করিলেই চলিবে। বার সাবানের কথা ১৩৩৫ সনের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বাহির হইয়াছে।

৩। তেরপল প্রস্তুত প্রণালী ও কি কাপড় দরকার তাহা সকলই ঐ কার্ত্তিক সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। অন্যান্য জিনিস রংয়ের দোকানে পাইবেন। দর ও মূল্যাদির বিষয় আমাদের নামোল্লেখ করতঃ সেখানে পত্র লিখিবেন।

৪ ও ৫। নানাবিধ কালী ও সুগন্ধি তেলের প্রস্তুত প্রণালী "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নানা সংখ্যায় বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। গ্রাহক হইয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নিয়মিত পাঠক হইলেও পাইতে পারেন; বর্ষসূচী দেখিয়া আপনার আবশ্যক মত বর্ষের সেটও লইতে পারেন। প্রতিসেটের মূল্য নগদ ২॥০, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র। বর্ষসূচী চাহিলেই বিনামূল্যে পাঠান হয়।

৩নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া লা, ও ঝিনুকের ব্যবসায়িগণের নাম জানাইলে আমি অতিশয় বাধিত হইব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
পোঃ তিনসুকিয়া (আসাম)

৩ নং পত্রের উত্তর

কলিকাতার যাহারা লা চালান দেয় তাহাদের কয়েকজনের নাম ও ঠিকানা দিলাম।

এ, এম্, আরাথুন এণ্ড কোং
৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

বেকার গ্রে এণ্ড কোং,
৯, কাউন্সিল্ হাউস্, কলিকাতা।

জে, সি গল্‌ষ্টন,
৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টার্ণার মরিসন্ এণ্ড কোং
৯, লায়ন্স্ রেঞ্জ, কলিকাতা।

ঝিনুকের নমুনা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বড় বড় জুয়েলারদের নিকট এবং ঝিনুকের বোতাম তৈরীর কারখানা সমূহে পাঠাইয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের সাথেই পরে সোজাসুজি পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। এখানকার কয়েকজন জুয়েলারের নাম ও ঠিকানা দিলাম।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্।
২০০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

লাভচাঁদ শেঠ
১২, পুলিস্ হস্‌পিটাল রোড,

ঠাকুরলাল হীরালাল এণ্ড কোং
১২, লালবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

জহর এণ্ড সন্স্
১৫৬ রাধাবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

নিম্নে কয়েকটী বোতাম প্রস্তুত কারকের ঠিকানা দিতেছি, তাহাদিগকেও আপনি ঝিনুকের জন্য লিখিতে পারেন।

বি, এল্ মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
বরপাড়া, ঢাকা।

করোনেসন বাটন্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী,

ঢাকা, (ইহারা ঝিনুকের বোতামের কাজ করেন)।

৪নং পত্র

মহাশয়

১। বাঙ্গলা ভাষায়, মুর্গী, হাঁস এবং বক্‌রী পালন সম্বন্ধে কোন পুস্তক আছে কিনা, যদি থাকে কত মূল্যে কোথায় পাওয়া যায় ?

২। বাঙ্গলায় ঐ সকলের আদর্শ পালন ক্ষেত্র কোথায় আছে ?

৩। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" মুর্গী পালনের কথা বাহির হইয়াছিল, ঐ সকল কপি এক্ষণে পাওয়া যায় কিনা, কত মূল্যে ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন।

Gholam Ghous.
Zemindar, Talibpur Rajbari,
P. O. Talibpur, Dist. Murshidabad.

৪নং পত্রের উত্তর

১। মুর্গী, হাঁস, ইত্যাদি পালন সম্পর্কীয় বহু প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে ব্যবসা ও বাণিজ্যে বছরের পর বছর বাহির হইয়াছে। এই ব্যবসায়ের এমন কোনও তথ্য বা বিবরণ নাই যাহা এই সকল প্রবন্ধে বাহির হয় নাই। ছাগলের চাষ সম্পর্কে ১৩৩৫ ও ১৩৩৮ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

২। ১৩৩৫ সাল হইতে বাঁধাই সেট্ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে। প্রত্যেক সেটের মূল্য ২৷৷০, মাশুল স্বতন্ত্র। অন্যূন এক টাকা না পাঠাইলে, কোথাও ভিঃ পিঃতে বই পাঠান হয় না। প্রতি সালের বর্ষসূচি বইয়ের আকারে পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে উহা বিনামূল্যে পাঠান হইয়া থাকে। ঐ সূচি দেখিয়া আপনার আবশ্যকানুযায়ী সেটের জন্য অর্ডার দিতে পারেন।

৫নং পত্র

মহাশয়,

ব্যবহৃত ডাকটিকেট কাহারা কিনে নাম দিবেন।

Surendra Nath Dutta.
C/o Ralli Brothers
Po. Serajganj, Dst. Pabna.

৫নং পত্রের উত্তর

রবিবারের "Statesman" পত্রিকায় মাঝে মাঝে যাহারা ব্যবহৃত ডাক টিকেট ক্রয় বিক্রয় করে, তাহারা বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। ঐ সকল বিজ্ঞাপন দেখিতে পারেন। এখানে দুইটি দোকানের ঠিকানা দিলাম।

1. Aurora Philatelic
Shambazar, Calcutta
2. Calcutta Philatelic
1, Lindsay Street, Calcutta

৬নং পত্র

মহাশয়,

আপনার কাগজে সব প্রকার "আচার" প্রস্তুতের প্রণালী বাহির হইয়াছে কিনা জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব। আচার রাখিবার বোতল ও কর্ক আপনি সরবরাহ করিতে পারিবেন কি ?

বিনীত—শ্রীযোগেশ্বর গগৈ

৬নং পত্রের উত্তর

১। আমাদের প্রকাশিত আচার প্রস্তুত প্রণালীর আলাদা কোন বই নাই। নানাবিধ আচার মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুতের বর্ণনা ১৩৩৭ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" এবং ১৩৩৫ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" আমের আচার প্রস্তুত প্রণালী বাহির হইয়াছে। প্রতি সেটের মূল্য

২।• ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। অগ্রিম অন্ততঃ ১৲ টাকা না পাঠাইলে বহি পাঠান হয় না।

২। আমাদের এখানে বোতল বা কর্ক পাইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য আপনি Sikri & Company 55 । 8 Mehta Building or 9 Ezra Street এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। তাহা ছাড়া Orphan Brothers, 7 Bidyasagar Street; Calcutta Glass works; Dr. K. C. Bose 45 Amherst Street প্রভৃতি ঠিকানায় পত্র লিখিলে কাচের শিশি বোতলের দরআদি জানিতে পারিবেন।

৭নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইলে চিরবাধিত হইব।

১। জ্যাম্ প্রস্তুত প্রণালী

২। জেলী প্রস্তুত প্রণালী

৩। সাধারণ কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী

৪। সাবান প্রস্তুত প্রণালীর ভাল বহি কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীবিমলানন্দ বড়ুয়া
পোষ্ট মাষ্টার, মাদাইয়া,
বর্ম্মা

৭নং পত্রের উত্তর

১। জ্যাম্ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ফলটাকে থেঁতলাইয়া লইতে হয়। ফল যদি খুব নরম হয় তাহা হইলে সেগুলিকে একটা এনামেলের পাত্রে রাখিয়া কাঠের ছোট মুষল দিয়া থেঁতলাইয়া লইতে হয়। আর যদি ফলগুলি শক্ত থাকে যেমন আপেল ইত্যাদি

তাহা হইলে প্রথমে সেগুলির খোসা ছাড়াইয়া একটা কুরুণী দিয়া কোরাইয়া লইতে হয়। এই পেঁতলান বা কোরান ফলের সহিত চিনি মিশাইতে হয়। চিনির পরিমাণ কত হইবে, তাহা নির্ভর করে ফলের উপর। চিনি বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া একটা চালুনীতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। শুকনা অবস্থায়ও ছাঁকা যায়, আর না হয় দরকার মত কিছু সামান্য পরিমাণ গরম জল মিশাইয়া দিতে হয়। দুইটা জিনিষ বেশ ভাল করিয়া মিশিয়া যাওয়ার দরকার। এখন উহাকে গরম করিতে হয়। তাপ থাকিবে ৩০ হইতে ৪০ ডিগ্রীর মধ্যে। একটা লোহার কড়াইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দিতে দিতে সমস্ত জিনিসটা ঘন হইবে। যদি খোলা চুলার উপর জ্বাল দিতে হয়, তাহা হইলে ফলের মিশ্রিত দ্রব্যটা কড়াইতে চাপাইয়া যতক্ষণ উহা চুলার উপর থাকে ততক্ষণ সর্ব্বদাই খুব করিয়া নাড়িতে হয়। নচেৎ সমস্ত জিনিষটাই পুড়িয়া যাইতে পারে; কালীর ন্যায় কালো হইয়া যাইতে পারে এবং জিনিষটাই তেতো হইয়া যাইতে পারে।

এইরূপ মৃদু আঁচের উপর জ্বাল দিতে দিতে জিনিষটা যখন ঘন থকথকে হয়, তখন তাপ বাড়াইয়া ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তুলিতে হয়। ইহাতে ফেণাগুলি মজিয়া যাইবে। তারপর কাচের পাত্রের মধ্যে গরম গরম ঢালিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ঢালিবার সময় যে পাত্রে জ্যাম্ বাজারে বিক্রয় করিতে হয়, সেই পাত্রেই ঢালা উচিত। কাচের পাত্র ব্যবহার করিলে, তাহাতে জ্যাম্ পুরিয়া বাঁধিয়া দেওয়ার পর ফুটন্ত জলে পাত্রগুলি গরম করিয়া লইতে হয়। জ্যাম্ জ্বাল দিবার কড়াই ইত্যাদি সবই কড়ির, এনামেলের, কাচের অথবা মাটীর হওয়া চাই। কখনও ধাতু পাত্র ব্যবহার করিতে নাই। এইখানে মোটামুটি প্রণালীটি বলা হইল মাত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুরাতন বাঁধাই সেট পড়ুন।

জেলি প্রস্তুত প্রণালী

জেলি প্রস্তুত প্রণালী একটু অন্য রকমের। ফলটাকে জ্যাম্ প্রস্তুতের মতই তৈয়ারী কর। তারপর একখানি কাপড়ে লইয়া খুব ভাল করিয়া নিংড়াইয়া দাও, যেন ফলের মধ্যে রস আর মোটেই না থাকে। এখন এই রসটার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে চিনি মিশাও, যেন রসটা বেশ ঘন হয়। কোন কোন রসে এত চিনি খায় যে তাহাতে আর ফলের আস্বাদ থাকে না। এই সকল ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ (raspberry juice) মিশাইয়া দিতে হয়। বটকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি সমুদয় কেমিষ্টের দোকানে ইহা কিনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে, বেশী চিনি মিশাইবার দরুণ যে ফলের আস্বাদটা নষ্ট হইবার ভয় থাকে, তাহা দূর হইবে। শতকরা ১০ ভাগ Raspberry রস মিশাইলে সর্ব্বাপেক্ষা ঘন রসের পক্ষেও যথেষ্ট হইয়া যায়।

ইহার পর জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল খুব মৃদু হওয়া চাই এবং গরম জলের উপর করিতে পারিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। জ্বাল দিতে দিতে মাঝে একটু রস লইয়া যখন দেখা যায় যে বেশ আঠাল হইয়াছে তখন নাবাইতে হয়। যদি অনেকক্ষণ জ্বাল দিয়াও দেখা যায়, আঠা বেশ ভাল হইতেছে না, তাহা হইলে অল্প পরিমাণ চিনি মিশাইয়া দিতে হয়। মিশাইয়াই বেশ করিয়া নাড়িতে হয়।

একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কখনই জ্বাল বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে নাই। খুব ঠাণ্ডা জ্বালে জিনিসটা তৈয়ারী হইতে থাকিবে, জ্বাল বাড়াইবার চেষ্টা করিলে সমস্ত দ্রব্য এমন ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে যে তাহা আর সারিবার উপায় থাকিবে না।

এই ভাবেই জেলি প্রস্তুত হইয়া যায়। ইহাকে পরে কোন বিশেষ ছাঁচে অথবা অগভীর কড়াইতে ঢালিয়া ফেলিতে হয়। অগভীর পাত্রে ঢালিয়া শক্ত হইয়া গেলে পরে আবার একগাছি তার দিয়া কাটিয়া কাটিয়া লইতে হয়। আর জেলি ঢালিবার আগে কড়াই বা ছাঁচগুলিতে একটু ঘি বা মাখন মাখাইয়া গরম করিয়া লইতে হয়।

ফলের জেলির একটা বিশেষত্ব এই যে এইগুলি অতি সহজেই বায়ু হইতে জল টানিয়া লয়। তাহাতে এগুলি বেশী আঠাযুক্ত (sticky) হইয়া যায়। মোটা মুখ বিশিষ্ট শিশি ও বোতলে পুরিয়া মুখ আঁটিবার প্রণালী ঠিক জ্যামের মতই। জেলি প্রস্তুত প্রণালী ও জেলির বোতল আঁটিবার প্রণালী পূর্ব্বে ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা পড়ুন।

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে, তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে

হাওড়া ষ্টেশন

ই, আই, আর ঃ—

	পৌছে	ছাড়ে
কলিকাতা দিল্লী মেল—	সকাল ৮-২৪	রাত্রি ১০-০
বোম্বে মেল —	সকাল ১০-৩০	রাত্রি ৮-৪৫
কলিকাতা পাঞ্জাব মেল	সকাল ৬-৫০	রাত্রি ৮-৩০
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল বোম্বাইয়ের বেলার্ডপীয়ার পর্য্যন্ত (কেবল বৃহষ্পতিবার) —	...	রাত্রি ১০-১৫
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস মেল লাইন এবং সাহারপুর হইয়া —	রাত্রি ১-৪০	সকাল ১১-১
দিল্লী এক্সপ্রেস গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া —	বৈকাল ৫-৩৫	বৈকাল ৪-৩
দেরাদুন এক্সপ্রেস গ্র্যাণ্ডকর্ড হইয়া —	সকাল ৫-৫৪	রাত্রি ১০-৩০
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট এক্স প্রস মেন লাইন হইয়া (কেবল তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণী —	সকাল ৮-১০	বৈকাল ৪-৪৫
মোকামা পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর মোগলসরাই পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার মেন লাইন হইয়া —	সকাল ৬-২০	রাত্রি ৯-৩০
কিউল পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর দানাপুর পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার লুপ হইয়া—	সকাল ৭-৩৫	রাত্রি ৭-৩০

বি, এন, আর ঃ—

বোম্বে মেল ...	সকাল ৭-৫৪	সন্ধ্যা ৫-৩০
মাদ্রাজ মেল ...	সকাল ১০-৪৪	সন্ধ্যা ৭-৩৪
পুরী এক্সপ্রেস ...	সকাল ৭-৩০	রাত্রি ৮-৪৬
গমো প্যাসেঞ্জার ...	রাত্রি ৯-৪৮	সকাল ৬-৩২
পুরুলিয়া ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার	সকাল ৬-২০	রাত্রি ৯-৪৪
হাওড়া-নাগপুর প্যাসেঞ্জার	সকাল ৬-৩০	রাত্রি ৯-৫

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই, আই, আর ঃ—

দিল্লী-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস নৈহাটী ও বেনারস হইয়া ...	সন্ধ্যা ৬-৪০	রাত্রি ১০-৪০

ই, বি, আর : —

দার্জ্জিলিং মেল	সকাল ৭-২৪	রাত্রি ৮-৪০
আসাম মেল	মধ্যাহ্ন ১-১৫	মধ্যাহ্ন ১-৩০
ঢাকা মেল	সকাল ৫-৩৯	রাত্রি ১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল	রাত্রি ৮-২৪	সকাল ৭-৩০
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ...	সকাল ৬-৯	রাত্রি ৯-৫০
বরিশাল এক্সপ্রেস....	সকাল ১০-৩৪	বৈকাল ৩-৩৪
সিরাজগঞ্জ	সকাল ৭-৩৫	রাত্রি ৮-৫০

জানেন কি?

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদেশে নানারকম পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। পুরাতন মামুলী পন্থা সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়া নূতন নূতন পন্থা নূতন নূতন কল কারখানা সেই স্থানে গড়িয়া উঠিতেছে। এক দিন ছিল—বুড়ী দুপুর রাত পর্য্যন্ত ঘ্যাণর ঘ্যাণর চরকা ঘুরাইয়া সূতা তৈয়ারী করিত; আজ সেখানে কল আসিয়াছে, সেও ঘ্যাণর ঘ্যাণর করিয়া সূতা তৈয়ারী করিতেছে, কিন্তু বুড়ীর সূতার বহু বহুগুণ পরিমাণ বেশী। আবার কাল যে প্রকারের কল ছিল, আজ আর সে প্রকার নাই; বিজ্ঞানবলে সেই কল এখন মান্ধাতার আমলের কথা হইয়া নূতন ধরণের নূতন কল হইতেছে। এই ভাবেই জীবনের সকল ব্যাপারে আহারে, বিহারে, পরিচ্ছদে, ভোজনে, শয়নে সর্ব্বত্র নানাভাবে প্রত্যহ নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া পুরাতন সকলকে জীর্ণ ও কর্ম্মের অনুপযোগী করিয়া তুলিতেছে।

এই যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহার সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিতেছে কে?—যে এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকে, যে ব্যবসায়ী নানাজায়গার নানা তথ্য নিত্য সংগ্রহ করিয়া স্বকীয় কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে এই সকল আবিষ্কারের রসটুকু গ্রহণ করিয়া থাকে। 'তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ,—পণ্ডিতেরা ঘোল খাইয়াই মরে। নিম্নে আমরা কয়েকটী আধুনিক আবিষ্কারের কথা দিলাম। অনেক ব্যবসায়ী এইগুলির সন্ধান পাইলে, কাজে লাগাইয়া উপকৃত হইবেন।

১। নূতন একপ্রকারের মাটীর বাসন প্রস্তুতের কল বাহির হইয়াছে। ইহাতে কলের সকল কাজ হইবে। এক দিক দিয়া মাটী দিলে, আর একদিক দিয়া একেবারে সম্পূর্ণ দ্রব্যটী বাহির হইবে। ২৪ ঘণ্টায় ১৪,০০০ ডজন পর্য্যন্ত পটারীদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। তিন জন লোক ও একটী কলে, অন্ততঃ ১০০ জন লোকের কাজ চলিতে পারে।

২। একটী নূতন রকমের তরল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা ঘরে ছিটাইয়া দিলে, যত মাছি সকল মরিয়া যাইবে; ওদিকে ঘর আবার সুন্দর ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিবে। বিলাসী ও গৃহস্থ উভয়েরই যথেষ্ট আনন্দ ও উপকার হইবে।

৩। এক রকমের জুতার কালি বাহির হইয়াছে, সেগুলি আর কৌটায় পুরিয়া রাখিতে হয় না। এক একখানি দেখিতে এক একটী পেন্সিলের মত; জুতার উপর কয়েকবার ঘষিয়া, একখানি কাপড় দিয়া রগড়াইয়া দিলেই জুতার চাকৃচিক্য বাড়িয়া যাইবে।

৪। আমেরিকার বাজারে একরকমের কফি বাহির হইয়াছে, সে বড় মজার। কফি

গুঁড়া করিয়া ড্যালা পাকাইয়া ছোট ছোট গোল বড়ির আকারে রাখা হয়। উহার দশটি করিয়া এক একটী প্যাকেট তৈয়ারী হইয়া থাকে। প্রত্যেক বড়িতে দুই কাপ পরিমাণে কফি হইতে পারে।

৫। দিনে রাত্রিতে যে কোন সময়েই আর কামাইবার ভয় নাই। অন্ধকারে কামাইতে পারেন না? নূতন এক রকমের ক্ষুর বাহির হইয়াছে। উহার হাতলে ছোট্ট একটী ব্যাটারী ও ছোট্ট একটী বাল্‌ব যোগ করা আছে। হাতলে টিপ্ দিলেই, একটী ছোট আলো জ্বলিয়া উঠিয়া মুখখানি আলোকিত করিয়া দিবে; কাজেই আয়নার সামনে আর মুখ দেখিতে কোন অসুবিধা হইবে না।

৬। এক রকমের কাপড় বাহির হইয়াছে, উহার উপরে স্বচ্ছ সেলুলোস্ থাকে। একখানি ভিজা কাপড় বুলাইয়া দিলেই পরিষ্কার হইয়া যায়; দেখিতে বেশ উজ্জ্বল। এই জন্য এইগুলি চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ঢাকুনীর কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

৭। এক রকমের স্থিতিস্থাপক সূতা (Elastic yarn) বাহির হইয়াছে। উহার তৈয়ারী কাপড় দ্বারা—মেম সাহেবদের হাতের দস্তানা; মেম সাহেবদের সকল মাথাতেই খাটিতে পারে এরূপ টুপি, ঘোড়ায় চড়িবার পায়জামা (Riding breeches); পুরুষের সুটের ভিতরের কাপড় এই সকল কাজ করা চলে। পাম্প্ সু'র ভিতরে এই কাপড় দিয়া দিলে পায়ে ফোস্কা বা কড়া পড়িবার ভয় থাকে না ও পা কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৮। কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড্ একটী গ্যাস্। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহাকে শক্ত করা চলে। ইহা দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারের কাজ গুলি করা চলে। অনেক সময় মাটী খনন করিতে করিতে—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত খুঁড়িতে গিয়া চোরা বালি বাহির হইয়া পড়ে। এই চোরা বালির শক্তি নষ্ট করা যায় এই প্রকারের কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড্ দ্বারা। বৈদ্যুতিক তারে মাটীর নীচে (যথা খনি প্রভৃতিতে) কোথাও আগুন লাগিলে, এই জিনিষটীর দ্বারা মহদুপকার হইয়া থাকে। ঈথার কি অন্যান্য কোন তরল পদার্থের মধ্য হইতে জল শুকাইয়া লইতেও এই জিনিষটী ব্যবহার করা চলে।

৯। এক রকমের বৈদ্যুতিক ঝাঁটা বাহির হইয়াছে, ইহাদ্বারা শক্ত জায়গাও ঝাঁট দেওয়া যাইবে, ওদিকে আবার কম্বল র‍্যাগের মত দামী জিনিষও ঝাঁট দেওয়া যাইবে। ইহার ওজন সোয়া দুই সেরের মত। ইহার হাতলের সহিত একটী পাত্র আছে। যত ধূলা ঝাঁট দেওয়া হয় তাহা ঐ পাত্রে গিয়া জমা হয়।

পানীয় এবং সরবত প্রস্তুত প্রণালী

গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে রৌদ্রে গরমে প্রাণ যখন আই ঢাই করিতে থাকে, তখন এক গ্লাস স্নিগ্ধ, সুস্বাদু, শীতল পানীয় কত মনোরম! শরীরের ও মনের অনেক অবসাদ ও তীব্র জ্বালা এক গ্লাস পানীয়ে দূরীভূত হইয়া প্রাণে নূতন আনন্দ, সজীবতা ও কর্ম্মশক্তি আনিয়া দেয়। আমরা নিম্নে কয়েক প্রকার শীতল পানীয় প্রস্তুত প্রণালী দিলাম। যে কেহ আবশ্যকমত বাড়ীতে প্রস্তুত করিতে হইলেও, এই প্রণালীতে অল্প পরিমাণ দ্রব্য লইয়া প্রস্তুত করিতে পারেন অথবা, আবশ্যক হইলে এই ভাবে পানীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া এই গ্রীষ্মের কয়েকটা মাসে বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারেন।

লেবুর রসের সিরাপ

দ্রব্য—

লেবুর রস	১ সের
গোলাপ জল	১ সের
মিশ্রী	১ সের

প্রণালী—

লেবু চাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রকমের। লেবুগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দুইফালা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়; পরে কোনও চাপিবার যন্ত্রের সাহায্যেই হৌক বা সাধারণ ভাবেই হৌক, সেইগুলি চাপিয়া রস বাহির করিয়া লইতে হয়। এই রস একটা মাটীর, কাঁচের অথবা এনামেল করা পাত্রে রাখিতে হয়। কোনও ধাতু পাত্রে কদাচ লেবুর রস রাখিবে না; এমন কি এলুমিনিয়ামের পাত্রেও নহে। পরে ৵১ সের গোলাপ জল একটা এনামেলের পাত্রে লইয়া মৃদু জ্বালে চাপাইয়া দিতে হয়। মিশ্রীটা গুঁড়া করিয়া ইহাতে মিশাইতে হয়। এই দুইটী মিশ্রিত জিনিষ মিনিট ১৫ জ্বাল হইলে ইহার সহিত লেবুর রস মিশাইয়া আবার মিনিট দশেক জ্বাল দিতে হয়। এই জ্বালের সময়ই দেখা যাইবে, সমস্ত মিলিয়া অপেক্ষাকৃত ঘণ আঠার মত একটা জিনিস তৈয়ারী হইয়াছে। তখনই জ্বাল হইতে নাবাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া বোতলে পুরিয়া লইতে হয়। বোতলটী যেন কোন স্যাৎস্যাতে জায়গায় না থাকে, তাহা দেখিতে হইবে।

কুঙ্কুম—

দ্রব্য —

কার্ম্মিন্ (Carmine)	১৫ ভাগ
গাম এ্যারেবিক (Gum Arabic)	২ ভাগ
ব্রঞ্জ পাউডার (Bronze Powder)	১ ভাগ

প্রণালী—

একখানি পাথরের খল (Morrar) লইয়া তাহাতে কতক পরিমাণ গোলাপ জলে প্রথম দ্রব্য দুইটী থিতাইয়া লও। তারপর তাহাতে

'ব্রঞ্জ্ পাউডার' (Bronze Powder) দাও। রৌদ্রে এখন শুকাইয়া লইয়া পরে আবার খলে বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া লও। তারপর বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দাও।

লেবুর এসেন্স

সাত আউন্স লেবুর তেল (oil of lemon) লইয়া পিউমিসের (pumice—এক প্রকারের হাল্কা পাথর) গুঁড়া ও খানিকটা চিনির সহিত খলে মাড়িতে থাকিবে। ক্রমে উহা কাইয়ের মত হইয়া যাইবে। তখন অল্প অল্প করিয়া এলকোহল (alcohol) দিয়া নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। উহাতে আধ গ্যালন এলকোহল মিশাইবে। এক গ্যালন একটা বোতলে উহা রাখিয়া ক্রমশঃ আধ গ্যালন জল ঢালিয়া দিতে হইবে। খুব ভাল করিয়া ঝাঁকাইয়া মিশাইয়া এবং একবার দুই বার অথবা যতক্ষণ না রং বেশ পরিষ্কার হয় ততবার ফিলটার কাগজে ছাঁকিয়া লইবে।

লেমনেড্—

সোডিয়াম্ বাই-কার্ব্বনেট্ (Sodium bicarbonete)	৬৫ ভাগ
টার্টারিক এসিড্	৬০ "
চিনি	১২৫ "
লিমন্ অয়েল্ (Lemon oil)	১২ ফোটা

ইহা এক প্রকার লেমনেডের গুঁড়া।

লাইমেড্—

গুঁড়া চিনি	২ চামচ
লেবুর রস	একটা আস্ত লেবুর রস।

লেবুর রস খুব টাট্কা না পাইলে, অগত্যা পক্ষে অম্লের প্রস্তুত দ্রব্য অর্থাৎ বাজারে কেনা জিনিষ ব্যবহার করা চলে।

লেমনেড্—

গুঁড়া চিনি	২ চামচ
লেবুর রস	একটা আস্ত লেবু

ইহার সহিত গরম জল মিলাইয়া সর্ব্ব শুদ্ধ ৮ আউন্স্ করিতে হইবে। ব্যবহারের সময় কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিলাইয়া লইলে অতি সুস্বাদু হয়।

নূতন সরবৎ—

অল্প আয়াসে ও অল্প পরিমাণে তৈয়ারী করিবার একটী সরবৎ প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল। পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

চিনি	½ সের
জল	৩ পোয়া
টাট্কা ফল	১ সের
ডিমের শাদা অংশ	৬ টা
লেবুর রস	২ টা

প্রথমতঃ জল ও চিনি মিলাইয়া জ্বাল দিয়া সিরাপটা তৈয়ারী করিয়া লও। ইতিমধ্যে টাট্কা ফলগুলি লইয়া থেঁৎলাইয়া দাও, তারপর লেবুর রস মিশাও। আগে যে সিরাপটা তৈয়ারী হইল, তাহা এই থেঁৎলান ফলে ঢালিয়া দাও। বেশ করিয়া মিলাইয়া ছাঁকিয়া লও। তারপর কোন একটা ঠাণ্ডা করার পাত্রে রাখিয়া দাও— খুব ভাল করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যাউক। যখন আধ জমা হইয়া আসে, তখন ডিমের সাদা ভাগটা বেশ করিয়া মিলাইয়া দাও; এখন সবটা মিলিয়া একেবারে জমিয়া যাইবে।

ফলের সিরাপ

ফলের রস দিয়াই ফলের সিরাপ প্রস্তুত করা যায়। ফলের রসটা রৌদ্রে অথবা আগুনের জ্বালে গরম করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

বাছাই বাছাই ফল লইয়া খুব ভাল করিয়া ধুইবে। তারপর একখানা ছুরি দিয়া কাটিয়া হউক বা হাতে চালানো মাড়াই কলে হউক ছাপিয়া রসটা বাহির করিয়া লইতে হয়। ফল বিশেষে কোন কোন ফলকে কুচি কুচি করিয়া কাটিতে হয়; আর কোন কোনটা বিশেষ না কাটিলেও চলে। ইহার পর ছাঁকিয়া কোন একটী কম্বলাবৃত ব্যাগে (Felt Bag) রাখিতে হয়। ইহাতে, যাহা কিছু বাজে জিনিস ঐ ফলের রসে থাকে, তাহা নীচে জমিয়া গিয়া উপরে খাঁটি ফলের রসটা বাহির হয়। এই ভাবে খাঁটি রসটা বাহির করিতে কিছু সময় যায়; কাজেই, যদি কিছু তাড়া থাকে, তাহা হইলে, মণ প্রতি ছটাক হিসাবে "চায়না ক্লে" (china clay) মিলাইয়া দিতে হয়। এই সমস্ত জিনিস যত না মিলাইয়া পারা যায়, ততই ভাল; ইহাতে ফলের রসের ও গন্ধের ক্ষতি করে।

যাহোক, এই ভাবে যে রস পাওয়া গেল, সেই রসটা রৌদ্রে শুকাইয়া অথবা আগুনে জ্বাল দিয়া লইলেই সিরাপ তৈয়ারী হয়।

যদি রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ফলের রসটা কোন চ্যাপ্টা পাথরের এলুমিনিয়াম বা এনামেলের পাত্রে ধরিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিতে হয়। শুকাইয়া শুকাইয়া যখন ৩৭ (বোঁমা) অবধি ঘন হয়, তখন রস আবশ্যক মত ঘন হইয়াছে বলা যায়।

জ্বাল দিতে হইলে, খুব মৃদু জ্বালে চাপাইয়া রস টানাইতে টানাইতে উপরোক্ত ডিগ্রী মত আনিতে হয়। জ্বাল দিতে হইলে, ফুটন্ত জলের মধ্যে রাখিয়া জ্বাল দিতে পারিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। তাহা না হইলে, রসটা পুড়িয়া যাইতে পারে বা কাল রং ধরিয়া যাইতে পারে।

এই ভাবে ফলের সিরাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফলের আরক

কতকগুলি সুপক্ক ও ভাল দেখিয়া বড় বড় ফল বাছাই করিয়া লইয়া সেগুলি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। খোসা ছাড়াইয়া দরকার মত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া একটা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হয় যেন ফোটা ফোটা করিয়া জল পড়িয়া ফলটা বেশ শুকাইয়া উঠে। কোন একটা পাথরের দ্রব্যে রাখিয়া যথোপযুক্ত পরিমাণ নুন মাখাইয়া অন্ততঃ একদিনের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দাও। তারপর বেশ করিয়া থেঁৎলাইয়া একখণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লও। এখন একটা পাত্রে এই থেঁৎলান জিনিষটা রাখিয়া দিনের বেলা রৌদ্রে ও রাত্রি-বেলা শিশিরে দিয়া দিবে। এইরূপে কয়েকদিন করিয়া পরিশেষে বোতলে পুরিয়া রাখিবে। বোতলে পুরিবার আগে আর একবার ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দিবে যেন বাতাস না যায়; অনেকে ইহাতে লেবুর রস মাখিয়া দেন, তাহাতে জিনিষটা ভাল থাকে।

মস্কাটী হালুয়া

(Musquati Hulua)

শুক্‌নো খেজুর (Dry Dates)	১ সের
ঘৃত	½ "
চিনি	৴ পোয়া
বাদাম	২ ছটাক
পেস্তা	১ ছটাক
তেজপাতা	৫ টা
জাফ্রাণ	৬ রতি

খেজুরগুলির বীজ ছাড়াইয়া জলে ভিজাইয়া দাও। ভিজিয়া নরম হইলে, বাটিয়া ড্যালামত

তৈয়ারী কর। এখন, কোন একটা পাত্রে ঘি লইয়া তাহাতে তেজপাতা ও জাফ্রাণটা ভাজিয়া লও। এই ঘির মধ্যে ভ্যালাপাকান খেজুর দিয়া একটু ভাজিয়া পরে জল ঢালিয়া দাও। ফুটিয়া উঠিলে, চিনি দাও। যখন একটু ঘন হইয়া আসে, তখন বাদাম ও পেস্তার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া দিতে হয়। জিনিসটা যখন ঠিক মত প্রস্তুত হইয়া যাইবে, আগুনের জাল হইতে নাবাইয়া সামান্ত কিছু কর্পূরের গুঁড়া ও ছোট এলাচির গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে।

চৈত্র মাসের কৃষি

এ সময়ে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা, ঢেঁড়শ স্কোয়াস, পামকিন, বরবটী, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। উচ্ছে, করলা, কাঁকুড়, ফুটী, তরমুজ ও খরমুজ বীজ এখনও বপন করা চলে। চাঁপা, কনকা, প্রভৃতি নটে, পুঁই শাক এবং কাটোয়ার ডাটার বীজ এখন বপন করিতে পারা যায়। আউশে বেগুনের বীজ এসময় বপন করা আবশ্যক। গতমাসে যাদায় যে সমস্ত বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহাদের সবল চারাগুলি রাখিয়া দুর্ব্বল চারাগুলি জমি হইতে তুলিয়া ফেলা উচিত এবং আগাছা বাছিয়া চারাগাছের গোড়া নিড়ানি দ্বারা আলগা করিয়া দেওয়া দরকার। দুর্ব্বল ও নিস্তেজ চারা সহজেই কীটাক্রান্ত ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; ইহাতে অন্য গাছ ও ফসলের অনিষ্ট হওয়ার এ সময় আশঙ্কা আছে। এসময় শাকআলু, আকের কলম, পেঁপে এবং মাসের শেষ দিকে কার্পাস বীজ লাগান চলে। যব, গম, ছোলা, মুগ, মসুর, খেসারী, সরিষা, তিল প্রভৃতি রবিশস্য ফাল্গুন-চৈত্র মাসের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া উঠে। এ সময় উহা কাড়িয়া লইতে হয়, ভুট্টা, পাট, এবং সবুজ সারের জন্য শোণ ধঞ্চে প্রভৃতি বীজ বপন করা এ সময়ের কার্য্য। আশুধানের জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। মাসের শেষ দিকে আশুধান্যের বীজ বপন করা চলে।

এ সময় শীতের শেষ। শীতের মরশুমী ফুল দেওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শীত প্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও পপি, ফ্লক্স মিগ্নোনেট প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হয়। এখন হইতেই গরম হাওয়া বহিতে আরম্ভ হয়। গ্রীষ্মের মরশুমী ফুল বীজের জন্য জমির পাট শেষ করিয়া রাখা আবশ্যক। কোন কোন স্থলে এই মাসের শেষ দিকে ইহা বপন করা হয়।

শীতাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ ফুল ফোটা শেষ হইয়া আসে। এখন বেল, যুই, চামেলী মল্লিকা, গন্ধরাজ, প্রভৃতি গ্রীষ্মকালীন ফুল ফুটিবার সময় আসিল। যে সমস্ত ফুল গাছ এই সময় পুষ্পিত হয় তাহাদের গোড়ায় রীতিমত জল সেচন করা প্রয়োজন। দুই বেলা জল দিতে না পারিলে অন্ততঃ বৈকালে জল দেওয়া উচিত, নতুবা রৌদ্রের তেজে গাছ জখম হইয়া পড়ে। রসের খইল গোবর প্রভৃতি গুলিয়া তরলসার হিসাবে মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করিলে গাছের খুব উপকার হয় এবং ফুলও দেয় প্রচুর।

আম, জাম, লকেট, জামরুল, পীচ প্রভৃতি গাছে এসময়ে ছোট ছোট ফল ধরে। পূর্ব্ব হইতে সার প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে গাছের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। এখনও তরল সার জলের সহিত দিতে পারা যায়। ইহাতে ফলের বোঁটা শক্ত হয় এবং ফল মিষ্ট ও রসাল হয়।

ফাল্গুন মাসে বাঁশ ঝাড়ের শুষ্ক গোড়াগুলি তুলিয়া ফেলা হয় এবং গোড়ায় পতিত শুষ্ক পত্রে অগ্নিসংযোগ করিবার প্রথা অনেক স্থলে দেখা যায়। এসময় বাঁশ ঝাড়ে পাঁক মাটী প্রয়োগ করিলে গাছ সতেজে বৰ্দ্ধিত হয় এবং দীর্ঘ ও মোটা হয়। "ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটি" "বাঁশে দিও ধানের চিটা" ইত্যাদি প্রবাদ বাক্য অনুসরণ করিয়া কাজ করিলে অনেক সময়ে সুফল ফলে। কোন কোন স্থলে বাঁশ ঝাড়ে পাঁক মাটির সহিত ধানের চিটা প্রয়োগের রীতি আছে।

বৈশাখ মাসের কৃষি

ফুলের বাগান

বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস, দোপাটী, গ্লোব-আমারান্থাস সানফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মিটিনিয়াভারাগুা, মেরী-গোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতরা প্রভৃতি দেশী ফুলবীজ বপন করিতে হয়।

বেল ও যুঁই ফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিয়া থাকে।

ফলের বাগান

আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও উহার ফল রক্ষণা-বেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই।

আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফল-গুলি বেশ বড় হয়।

সব্জী বাগান

মাখন-সীম, বরবটি, লবিয়া প্রভৃতির বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

টেপারি হয়ত কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। কিন্তু এর পরেও উহা বপন করা চলে।

টেপারির গাছ পাতা ও ফলে টমাটোর সহিত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, ইহার চাষও বেগুন চাষের মত। তবে ইহার ক্ষেতে বেগুন অপেক্ষা অধিক জল সেচন আবশ্যক হয়। বেগুনের মত চারা তৈরি করিয়া লইতে হয়। আষাঢ় শ্রাবণে নাবী করিয়া চারা বসাইলে শীতের শেষ পর্য্যন্ত ফল থাকে। টমাটোর মত ইহার গাছগুলি খুব ঝাড়াল ও লতানে হয়; তাই গাছের আশে পাশে মাচা বাঁধিয়া দিলে গাছ অনেকদিন তেজস্কর থাকে এবং অনেক ফল দেয়। ফলের আকার বড় করিতে হইলে কতকগুলি ফেঁকুড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

দোঁয়াস মাটিতেই টেঁপারির চাষ ভাল হয়। ছাই মিশ্রিত গোবর সার ব্যবহার করা উচিত। আবশ্যক হইলে বেগুনের মত গোবর সার দেওয়া যাইতে পারে। এক বিঘা জমিতে ২ তোলা বীজ দরকার। ৫ ফিট × ২ ফিট ব্যবধানে চারা বসাইতে হয়। বীজতলায় চারা ৮ ইঞ্চি বড় হইলে তবে ক্ষেতে বসাইবার উপযুক্ত হয়।

শসা, বিলাতী কুমড়া (মিঠা কুমড়া), লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও বপন করা যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজ বপন কার্য্য শেষ করিতে হয়।

ভুট্টা, ধুন্দুল ও ঝিঙ্গার বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়।

ভুট্টা বারমাসই জন্মাইতে পারা যায়। ইহার জমি সর্ব্বদা জলসেচন দিয়া সরস রাখা আবশ্যক। গাছ অত্যন্ত তেজাল হইলে কাণ্ডের উপরার্দ্ধ ভাগ

কাটিয়া ফেলা এবং গোড়া বা গাত্র হইতে ফেকৃড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। সুপক্ক ফলগুলি মোচা সমেত উঠাইয়া বীজের জন্য রাখিয়া দিবে।

আশু বেগুনের চারা ইতিপূর্ব্বে তৈরী করিয়া লইয়া বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে রোপন করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়।

গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় বিয়ানা, গিনিঘাস প্রভৃতি বপন করা উচিত। কিন্তু বলা বাহুল্য, বৃষ্টি হইয়া জমিতে 'যো' হইলে তবেই ঐ আবাদ চলিতে পারে।

জোয়ার প্রভৃতির বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত। যদি উহা তখন শেষ না হইয়া উঠে তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে। কিঞ্চিৎ অধিক বৃষ্টি হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছগুলি তৈরি হইয়া উহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে।

চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিতে হয়। ইক্ষু ক্ষেতে বৈশাখ মাসের মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হয়। দুই শ্রেণীর আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া এই সময় গোড়া বাধিয়া দিতে হয়। ইক্ষু-ক্ষেতে ও অপরাপর শস্য ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলে এই সময় জল সেচন করিবে।

চুপড়ি আলু ও ওল এই সময় বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়।

ওল চাষের জন্য মাটী দোঁয়াস, হালকা এবং উচ্চ ও গভীর কর্ষিত হওয়া আবশ্যক; আলুর ন্যায় ইহার জমি পাইট করিতে ও সার দিতে হয়। উদ্যানে জন্মাইতে হইলে তিন হাত অন্তর সারি করিয়া, সারিতে দুই হাত ব্যবধানে দেড় হাত গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের মাটী তুলিয়া শুকাইয়া ও উত্তম রূপে সার মিশ্রিত করিয়া আবার গর্ত্তগুলি ভরাট করিয়া দিতে হয়। এইরূপ গর্ত্তে ওলমুখী বসাইয়া মধ্যে মধ্যে জল দিলে বা বৃষ্টির জল পাইলে শীঘ্র মুখী অঙ্কুরিত হয়। ইহার পর বিশেষ কোন কষ্ট নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ১০।১২ মাস পরেই ওল খাইবার উপযুক্ত হয়, বড় ওল তৈরি করিতে হইলে প্রায় ২ বৎসর পর্য্যন্ত কন্দ মাটিতে রাখিতে হয়।

মানকচুর ন্যায় ওলের মুখীও পরিচিত গাছ হইতে লওয়া আবশ্যক। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইহার প্রভুত আবাদ হয়। মান্দ্রাজ ও মহীশূরের ওল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই জাতীয় ওলের চাষ এদেশে হওয়া উচিত। সাঁতরাগাছি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বোম্বাই ওলের চাষ হইয়া থাকে। ইহাও খাইতে খুব সুস্বাদু এবং ফলনও খুব বেশী হয়। রসা জমিতে যে ওল জন্মে তাহাতে ছিব্‌ড়া হয় এবং তাহা খাইতে প্রায়ই মুখ চুলকায়। শুষ্ক উচ্চ জমিই ওল চাষের পক্ষে প্রশস্ত।

কলা, বাঁশ ও তুঁতগাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোখ যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া না দেওয়া হইয়া থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করিবে না।

মিউজিয়াম

[শ্রীঅন্নদা শঙ্কর রায়]

জার্ম্মানীতে বেড়াবার সময় প্রত্যেক শহরেই দেখতুম নানা শিল্পের নানা বিষ্যার নানা ইতিহাসের মিউজিয়াম রয়েছে। ভিয়েনায় সবশুদ্ধ চল্লিশটারও বেশী মিউজিয়াম। অথচ ভিয়েনা কলিকাতার মাত্র দেড়গুণ বড়। মিউনিকের একটা বৃহৎ মিউজিয়ামে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের যাবতীয় বিভাগ প্রত্যক্ষ করা যায়। মিউনিকে ও অন্যান্য শহরে দেশ বিদেশের চিত্র—ভাস্কর্য্যের মিউজিয়াম তো আছেই যুগ যুগান্তরের পোষাক পরিচ্ছদও রক্ষিত হয়েছে।

যুদ্ধের পরে জার্ম্মানীর রাজা মহারাজাদের প্রাসাদগুলি গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে। গবর্ণমেণ্ট সেই সব প্রাসাদগুলিকে এখন মিউজিয়ামে পরিণত করেছে। ফ্রান্সেও ভারসাই-এর রাজপ্রাসাদ, ফঁতেনব্লোর রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি এখন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদগুলিতে আগে যেসব সোণা রূপার আসবাব, উঁচুদরের চিত্রকরের আঁকা ছবি, সাজানো রংমহল, রাজশিশুদের খেলা ঘর, রাজা রাণীর শোবার ঘর ইত্যাদি ছিল সে সব তেমনি আছে। তা দেখে রাজবংশের তিন চারশো বছরব্যাপী ইতিহাস, রাজকীয় ফ্যাসানের সাময়িক পরিবর্ত্তন, রাজঅতিথি ও রাজ কুটুম্বদের সখের নমুনা ইত্যাদি অনেক কথা জানা যায়। নেপোলিন ভিয়েনায় বিয়ে করতে এসে কোন্ গাড়ীতে চড়ে ছিলেন, সে গাড়ীকে অন্যান্য মূল্যবান সোণা-রূপার গাড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে একটা গাড়ী-মিউজিয়াম খোলা হয়েছে। কোন কোন সহরে জাহাজ মিউজিয়ামও আছে। মিউনিকের বড় মিউজিয়ামে এরোপ্লেনের জন্ম ও বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

এই প্রবন্ধ লেখবার উদ্দেশ্য, আমরাও কেন জেলায় জেলায় মিউজিয়াম স্থাপন করিনে? মিউজিয়াম বলতে শুধু প্রত্নতত্ত্বের নয়, আধুনিক চিত্রকলা, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য, গ্রাম্য সঙ্গীত ও লোক সাহিত্য, দেশবিদেশের ইতিহাসের ধারা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে মিউজিয়াম গড়া যেতে পারে। প্যারিসের অলিতে-গলিতে এই রকম কত মিউজিয়াম। Victor Hugo মিউজিয়াম, Balzac মিউজিয়াম, Rodin মিউজিয়ামের মতো আমরাও মাইকেল মিউজিয়াম, বঙ্কিম মিউজিয়াম, গিরিশ মিউজিয়াম বানাতে পারি। এমন একটা মিউজিয়াম প্রতি জেলাতে থাকা দরকার যাতে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানা জাতির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা, ছবি, চার্ট ও মূর্ত্তি দিয়ে বর্ণিত হবে। কোথায় কোন্ ফসল ফলে, কোন্ খনিজ পাওয়া যায়, জলপ্রপাত থেকে তড়িৎ উৎপন্ন করা যেতে পারে, নালা কেটে জল সেচ করা যেতে পারে, নতুন শিল্প

প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এ সবও ছবি, চার্ট ও রিলিফ মানচিত্র দিয়ে বোঝানো উচিত। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক, নিজের জেলা সম্বন্ধে এরূপ একটা ঐতিহাসিক—ভৌগোলিক—বাণিজ্যিক মিউজিয়াম স্থাপন করার মূল্য আছে। অন্যান্য জেলার সঙ্গে, অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনারও যদি সুযোগ করে দেওয়া যায় তবে মিউজিয়ামে গিয়ে আমরা দেশের ভাবী উন্নতির পন্থা চাক্ষুষ দেখতে পাবো। "আমরা বড় গরীব, আমরা বড় অসহায়" ইত্যাদি বুলি ক্রমশ কমে আসবে। এবং অধমের সেই যে আস্ফালন, "আমরা সব বিষয়ে সৃষ্টিছাড়া" সেটারও মৃত্যু হবে।

ব্রহ্মাণ্ডকে ভাণ্ডের মধ্যে দেখানো—এই হচ্ছে মিউজিয়ামের যথার্থ কাজ। আমাদের প্রত্যেক জেলা-শহরে এমন মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে (১) শহরের (২) জেলার (৩) বাংলার (৪) ভারতবর্ষের (৫) পৃথিবীর সব কথা ফটোগ্রাফ, মানচিত্র, প্রতিমূর্ত্তি ও লেখার সাহায্যে সকলের সামনে ধরা হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাই দেখে অনায়াসে সেই শিক্ষা পাবে যে শিক্ষা স্কুলে কলেজে পাওয়া যায় না।

এমন মিউজিয়াম একবার আরম্ভ করে দিলে ক্রমে বাড়তেই থাকবে। সকলেই এর জন্যে ছবি, লেখা ও জিনিষ সংগ্রহ করে দিতে পারে, সাধ্যানুসারে। কেউ হয়তো ঠাকুরদাদার আমলের রূপা-বাঁধানো হুকা উপহার দিতে পারে কেউ হয়তো চৈতন্যদেবের যুগের মৃদঙ্গমন্দিরা—কেউ হয় তো জাপানী ছবির বই, কেউ উত্তরমেরু আবিষ্কারের ইংরেজী থেকে নিজের দ্বারা অনুবাদিত বৃত্তান্ত। প্রত্যেকেই অন্ততঃ একটা কিছু উপহার দিতে পারে। আর কিছু না হো'ক, একটা পুরাণো কালের জামা কিম্বা গহনা তো দিতে পারে!

টাকা চাঁদা করে নয়, জিনিষ চাঁদা করে এই মিউজিয়ামের গোড়া পত্তন হবে। জিনিষগুলি সাজানোর এবং না-হারানোর দায়িত্ব নেবে কর্ম্মীরা। যে কেউ মিউজিয়াম দেখতে আসবে সে কিছু না কিছু হাতে করে আনবে, টাকা পয়সা নয়, ছবি বা মূর্ত্তি বা লেখা বা তেমনি কিছু। কিছু না নিয়ে যদি আসে তো মিউজিয়ামের কর্ম্মীরা তাঁকে দিয়ে খানিকক্ষণ খাটিয়ে নেবে।

বিড়ীর তামাক

বিড়ীর প্রচলন খুব বেশী দিনের নহে। কিন্তু, এই জিনিসটী এত লোকপ্রিয় হইয়াছে যে বিড়ীর ব্যবসায় একটী বিশেষ লাভজনক ব্যাপারে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। বিড়ীর পাতা, বিড়ীর তামাক, বিড়ী বাঁধিবার সুতা ইত্যাদি যোগান দিয়া বহু লোক ধনী হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন সহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে, অলিতে গলিতে বিড়ী প্রস্তুত কার্য্যে রত থাকিয়া বহু লোক স্বচ্ছল ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া লইতেছে। কুটীর শিল্প হিসাবে পরিচালনা করিলেও আমাদের দেশে যে কি প্রকার বৃহৎ ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে, বিড়ীর ব্যবসায়ই তাহার একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই প্রবন্ধে আমরা বিড়ীর তামাকের কথার আলোচনা করিব। দোকানে দোকানে বা বিড়ীর কারখানায় কারখানায় তামাক সরবরাহ করিতে পারিলে, যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করা যায়।

সাধারণ 'হুঁকো'তে ব্যবহারের জন্য যে তামাকের আবশ্যক বিড়ীর জন্য সেই তামাক দরকার হয় না। সাধারণ ব্যবহারে লাগে মতিহারী, হিংলী, বিষপাত বা পিড়লা বা অন্য কিছু, কিন্তু, বিড়ীর জন্য বিশেষ রকমের তামাক প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

বাজারে নিপানী, হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী — এই তিন রকমের তামাক বিড়ীর জন্য ব্যবহার হয়। ইহার মধ্যে নিপানী তামাকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য প্রত্যেক দোকানের গায়েই লেখা থাকে, "নিপানী শুখার (তামাকের) বিড়ী"। "নিপানী শুখা" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা এখানে বলা যাইতেছে।

নিপানী দক্ষিণ ভারতের বেলগাঁও জিলার একটী সহর। এখানে বিড়ীর জন্য তামাক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বেলগাঁওয়ের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও বিড়ীর তামাক পাওয়া যায়; ইহার সাধারণ নাম "জর্দ্দা"। যে তামাক হইতে "জর্দ্দা" প্রস্তুত হয়, তাহা ওখানেই পাওয়া যায়।

গাছ বড় হইয়া গেলে, পাতা গুলি যখন একটু একটু শক্ত হইতে আরম্ভ হয়, তখনই সেগুলি কাটিবার উপযুক্ত হয়। পাতার রংও হলদে হইয়া উঠে আর পাতার উপরে পীত রংয়ের দাগ পড়ে। কাটার উপযুক্ত হইয়া গেলেই, সমস্ত গাছটা খুব ধারাল একখানি কাস্তে দিয়া কাটিয়া দিতে হয়। তারপর সেগুলি মাঠের মধ্যে কোন একটা সুবিধামত জায়গায় লইয়া গিয়া জমা করিয়া রাখিতে হয়।

এই ভাবে জমা করাকে "চাপ" বলে। "চাপ" তৈয়ারীর সামান্য একটু কৌশল আছে। প্রথমে পাতা নীচে দুই দুইটী করিয়া পুরু ভাবে রাখিবে। পাতা দুইটীর মুখ যেন সোজাসুজি থাকে। পরের স্তরে পাতাগুলি আবার এমন ভাবে সাজাইতে হয় যেন পাতার গোড়াগুলি

এক জায়গায় থাকে; পাতাটা থাকে বাহিরের দিকে। এই ভাবে পর পর সাজাইয়া উপরে তুলিতে হয়। মাঠে যেমন ফসল জন্মাইবে, সেই হিসাবে এই চাপগুলি তৈয়ারী করিতে হয়। এই ভাবে চাপগুলি অন্ততঃ ৭।৮ দিন থাকিবে। তারপর, সেগুলিকে জর্দ্দা তৈয়ারীর জন্য বাড়ী লইয়া যাইতে হয়।

বিড়ীর জন্য "জর্দ্দা" প্রস্তুত করিতে, বোঁটা হইতে পাতাগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া রৌদ্রে ২।৩ দিন ধরিয়া শুকাইতে দিতে হয়। শুকাইবার সময় পাতাগুলি এপিঠ ওপিঠ ৩।৪ বার ঘুরাইয়া দিতে হয়।

এইভাবে শুকাইয়া গেলে, পাতার মাঝের শিরদাঁড়া ও অন্যান্য মোটা মোটা শিরাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া খালি পাতা বাছিয়া লইতে হয়; শিরদাঁড়া ও শিরাগুলি আর একদিকে পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। পাতার গুঁড়াগুলি সমান ভাবে ভাঙ্গিয়া একটা চালুনীতে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

এই গুঁড়া করিতেই সামান্য একটু কৌশল আবশ্যক। বাহিরে যখন শুকাইতে দিতে হয়, তখনই খেয়াল রাখিতে হয়, যাহাতে পাতাগুলি এত বেশী আঁওতা বা রৌদ্র না পায় এবং সেগুলি গুঁড়া করিবার সময় একেবারে ধূলা ধূলা হইয়া না যায়; আবার আলো বাতাস এত কম হওয়া উচিত নহে যাহাতে সেগুলিকে গুঁড়াই করা যাইবে না। উহার গন্ধ কি রকম থাকে, রং সব পাতার এক রকম হয় কিনা এবং জ্বালাইলে সকলগুলি সমানভাবে জ্বলে কিনা—এই তিনটী বিষয়ই প্রধান ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

পাতা হইতে যে ডাঁটাগুলি ছাড়াইয়া রাখা হয়, সেগুলিকেও কিছু কিছু শুকাইয়া কোনও উদূখলে ফেলিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া পাতার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। আর যেগুলি এমন বড় বড় থাকে যে এই ভাবে গুঁড়া করা সম্ভব নহে, সেগুলিকে অন্য ভাবে বিক্রী করিয়া দিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিপানীতেই বিড়ীর তামাক প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। নিপানীর তামাকও "জর্দ্দা" নামে পরিচিত। সেখানে জর্দ্দা তৈয়ারী হইয়া গেলে, তাহার উপর জলের ছিটা দিয়া গুদাম ঘরে জমা করিয়া রাখা হয়। এই ভাবে জমা করিয়া রাখার ফলে, পাতাগুলি কতকটা ভাঁপাইয়া উঠে; ইহাতে তামাকের রংটা পাকিয়া ভাল হইয়া উঠে। অনেক সময় খালি জল না দিয়া, তামাকের কাথ দিয়া ভিজাইয়া দেওয়া হয়; ইহার ফলে তামাকের গুণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

বেলগাঁওতে যে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহার অন্ততঃ তিন ভাগের দুই ভাগ জর্দ্দাতে পরিণত হয়। বাকীগুলি আস্ত পাতা ভাবেই তৈয়ারী করা হয়। আস্ত ভাবে তামাক তৈয়ারীর প্রণালী সেখানে এই ভাবে অনুসৃত হয়। মাঠে তামাক প্রথমতঃ "চাপে" রাখা হয়। তাহার মধ্য হইতে "জর্দ্দা"র জন্য পাতাগুলি লইয়া গেলে পর যে পাতা অবশিষ্ট থাকে, সেগুলিকে মাঠের একধারে একটী গর্ত্ত করিয়া সেখানে রাখা হয়। গর্ত্তের মধ্যে ও পার্শ্ব আগে হইতেই 'জনেরা' বা ভুট্টা গাছের পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। এই 'জনেরা' বা ভুট্টার পাতার উপর তামাক রাখিয়া, তাহার উপর চট বা কম্বল দিয়া তাহার উপরে আবার 'জনেরা' পাতা দিয়া চাপা দিয়া দেয়। এই ভাবে ৩৬ ঘণ্টা থাকিলে পর, গর্ত্তের মধ্য হইতে তামাক পাতাগুলি বাহির করিয়া বাড়ীতে

নিয়া যাওয়া হয়। পরের দিন সকালে পাতাগুলি কাটিয়া লওয়া হয়। পাতার সাথে সাথে গাছটার ও সেই অংশটুকু কাটিয়া লওয়া হয়। তারপর, ছোট বড় ভাল মন্দ বাছাই করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চাপে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা কাল রাখিয়া দিতে হয়।

এইগুলি সমস্ত লইয়া পরে, ৬।৭ সের ওজন মত এক একটি বাণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এই বাণ্ডিলের মধ্যে আবার ১॥ সের ২ সের মত ভাল ও বড় পাতা বাছিয়া উপরের দিকে দিতে হয়, যেন ভিতরের অপেক্ষাকৃত ছোট ও খারাপ পাতাগুলি বেশ ঢাকা থাকে। এই বাণ্ডিলগুলি সকল এক জায়গায় এমন ভাবে জমা করিয়া রাখিতে হয় যেন পরস্পর পরস্পরের চাপে থাকে। ১২ ঘণ্টা এই ভাবে রাখিয়া খোলা উঠানের মধ্যে সকলগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

উঠানে রৌদ্রে দিবার সময় তামাকের বাণ্ডিলগুলি রাখিবার একটা প্রণালী আছে। প্রথমে একস্তর 'জনেরা' পাতা দিতে হয়, তাহার উপর একস্তর তামাকের বাণ্ডেল, আবার আর একস্তর 'জনেরা' পাতা ও তাহার উপর আবার একস্তর তামাকের বাণ্ডেল। এই ভাবে সাত আট স্তর হইতে ১০।১২ স্তর পর্য্যন্ত তামাক সাজাইয়া রাখা যায়। এই ভাবে শুকাইলে, বাণ্ডেলগুলির ওজন ৪ সের, ৪॥ সের হইয়া যাইবে অর্থাৎ প্রায় ২ সের ২॥ সের ওজন এই ভাবে কমিয়া যাইবে। এই বাণ্ডিলেরই প্রায় ৩০টা করিয়া এক একটী প্যাকে মাদুর দিয়া বাঁধিয়া নিপানী হইতে ভিন্ন দেশে চালান হইয়া যায়।

বোম্বাইয়ের এই নিপানী সহরে তামাকের কারবার কিরূপ বৃহদাকারে চলিতেছে তাহা ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে এখান হইতে বৎসর প্রায় ৩ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড=গড়ে আধ সের) ওজনের তামাক বিক্রয় হয় আর 'জর্দ্দা' তৈয়ারী করিবার সময় এক নিপানী সহরেই প্রায় ২,৫০০ লোক নিযুক্ত থাকে। এই জর্দ্দার বেশীর ভাগই কলিকাতা, মান্দ্রাজ, ও মধ্য প্রদেশে যায়; সমুদ্রোপকূলেও কিছু কিছু চালান যায়।

নিপানী শুখা ছাড়া, গুজরাটী তামাকও বিড়ীর জন্য ব্যবহার হয়। ইহার প্রকার ভেদ আছে; যেমন—গাণ্ডিরু, পিলিউ ও কেলিউ। কিন্তু, এই তামাক একটু মোটা ও কড়া।

'হিন্দুস্থানী শুকা' নামে যে তামাক বিড়ীর জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট উৎপত্তি স্থান নাই। সুরাট, সাংলী, দ্বারভাঙ্গা ইত্যাদি সকল জায়গার তামাকেরই সাধারণ নাম হিন্দুস্থানী।

বাংলায় যত বিড়ীর তামাক, তাহা সকলই বাহির হইতে আসে। নিপানী হইতেই আসে বেশী; গুজরাট, সুরাট ও সাংলী হইতেও কম আসে না। দ্বারভাঙ্গা মজঃফরপুরের তামাক বিড়ী তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা নয়; কিন্তু, তাহার চালান কম নাই।

বাংলার তামাক কম উৎপন্ন হয় না। উত্তর বঙ্গের সমগ্র অংশই তামাকের চাষের জন্য বিখ্যাত। কোন উৎসাহী কর্ম্মী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জয়গার তামাক দিয়া বিড়ীর 'শুখা' প্রস্তুত করা সম্ভব কিনা। ঐ সকল অঞ্চলের তামাক বাহিরে চালান হইয়া যাওয়ার দরুণ যে পরিমাণ লাভ হইয়া থাকে, এইভাবে একটা নতুন জিনিস প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলে, তদপেক্ষা লাভ কোন অংশে কম হইবে বলিয়া মনে করি না।

দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার জর্জ্জ সুষ্টার ঘোষণা করিয়াছেন যে ১৯৩৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতীয় দিয়াশলাইয়ের উপর নূতন হারে শুল্ক বৃদ্ধি হইবে। সংবাদ পাইবামাত্রই সুচতুর বণিকগণ মাশুল বৃদ্ধির আগে হইতেই দিয়াশলাইয়ের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অন্ত আর কাহারও কিছু হউক বা না হউক, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকের অসুবিধা হইয়াছে। ব্যবসায়িদেরও যে কোন অসুবিধা হয় নাই, সে কথাও বলা চলে না।

একথা সত্য যে দিয়াশলাইয়ের উপর এই প্রস্তাব করিবার প্রধান কর্ত্তা স্যার জর্জ্জ সুষ্টার নহেন। ১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে ভারতীয় ট্যারিফ্ বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ড যেমন একাধারে ভারতীয় শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে আগত দিয়াশলাইয়ের উপর কর ধার্য্য করিতে পরামর্শ দেন, তেমনই গভর্ণমেণ্টের আয় বাড়াইবার নিমিত্ত দেশে প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের উপরও শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব করেন। তারপর সাইমন কমিশন যখন দেশে আসেন তখন স্যার উইলিয়াম লেটনও প্রস্তাব করিয়াছিলেন, দেশে প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের উপর একটী শুল্ক ধার্য্য হওয়া উচিত; ঐ শুল্ক কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য।

যে ভাবেই হোক, বর্ত্তমানে ঐ শুল্ক স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, এবং আমাদের এই লেখা বাহির হওয়ার সময়ের মধ্যে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়া যাইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দিয়াশলাইয়ের জন্য জাপান ও সুইডেনের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত। সমগ্র ভারতে দিয়াশলাই আবশ্যক হয় ১,৫০,০০,০০০ গ্রোস বাক্স। এই সমস্ত মালটাই আসিত জাপান ও সুইডেন হইতে। যুদ্ধের সময় সুইডেন হইতে দিয়াশলাই আসা বন্ধ হইয়া যায়; জাপানেরই তখন একমাত্র রাজত্ব; কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কয়েকদিন সুইডেনের মাল চলিল; কারণ, সে মাল ছিল ভাল। কিন্তু, ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যে নিজেদের শিল্প গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাতে আসলে সুইডেনের মালের চাহিদা কমিয়া গেল। যে যে কারণে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহার কয়েকটী এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

যুদ্ধের পর হইতে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন সাধারণ্যে বেশী প্রচার হয়। স্বাদেশিকতা এমন ভাবে দেশের মধ্যে সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে যে দেশীয় লোকজন ভালমন্দ সদসদ্ বিবেচনা না করিয়াও "দেশী" এই কথাটী যোগ করা থাকিলেই তাহা বেশী মূল্য দিয়াও ক্রয় করিত

এবং গুণে বিদেশীর সমকক্ষ না হইলেও নিজের দেশের জিনিষ বলিয়া আদর করিয়া লইত।

কিন্তু, ভাবের খেলা বাস্তব ক্ষেত্রে বেশী দিন থাকে না—বিশেষতঃ ব্যবসায়ে। তাই কেবল "ভাব"ই ব্যবসায়ে উন্নতির কারণ হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণটী অর্থ নৈতিক। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মালের মূল্যের উপর দিয়াশলাইয়ের কর ধার্য্য হইত। তখন যত টাকা মূল্যের মাল আমদানী হইত সেই টাকার উপর কর দিতে হইত। এবং তাহাও খুব বেশী ছিল না, মাত্র শতকরা ৭৷৷০ টাকা।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই নীতির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তখন হইতে প্রতি গ্রোস বাক্সের উপর বার আনা হিসাবে কর ধার্য্য করা হয়। এক বৎসর পরে এই কর বাড়াইয়া গ্রোস প্রতি ১৷০ হিসাবে ধার্য্য করা হয়। ইহাতে দেশীয় ব্যবসায়ীদের খুব সুবিধা হইয়া যায়। স্থানে স্থানে কারখানা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম প্রথম কিছু কিছু অসুবিধা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু, সে সকল অসুবিধা দূর হইতে বেশী সময় লাগিল না। ফলে দেশময় দিয়াশলাইয়ের ব্যাপারে বেশ একটা উৎসাহ লাগিয়া যায়। ধীরে ধীরে এই শিল্পটীও বহু লোকের অন্ন সংস্থানের একটা প্রধান উপায় হইয়া উঠে।

কিন্তু বর্ত্তমানের এই করবৃদ্ধি কেবল যে এই সকল লোকের অসুবিধার সৃষ্টি করিবে, তাহা নহে, ব্যবসায়েরও সম্যক্ ক্ষতি হইবে।

গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে যুক্তি দেওয়া হয় যে, দেশের শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে মালের আমদানী কমিয়া যাইতেছে। ফলে গভর্ণমেণ্টের আমদানী শুল্কের আয় কমিয়া যাইতেছে : কাজেই গভর্ণমেণ্টের আয়ের পন্থা খুঁজিতে হইতেছে।

কিন্তু গভর্ণমেণ্টের এই যুক্তি বিশেষ কার্য্যকরী বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহার কারণ এই ;—দিয়াশলাইর জন্য যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহার বেশীর ভাগ আসে বাহির হইতে। দিয়াশলাইর শ্রেষ্ঠ উপাদান কাঠ আসে বাহির হইতে। এই সকল মাল মসলা হইতে গভর্ণমেণ্টের আমদানী শুল্ক হিসাবে টাকা আদায় হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ কোন প্রকার মেশিন বা মেশিনারী প্রস্তুত হয় না। যে কোন জিনিস তৈয়ারীর কারখানা আরম্ভ করা হউক না কেন মেশিনের জন্য বিদেশে যাইতে হয়। এই কল যখন আমদানী করা হয় তাহার উপর আমদানী শুল্ক বাবদ গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট আদায় করেন। এইরূপ দেশী জিনিসের কারবার করিয়া কলের মালিকগণ যে লাভ করেন সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে আয় করও দিতে হয় এবং তাহা ছাড়া পরোক্ষ ভাবেও নানারূপ কর দিতে হয়।

এদিকে এই দেশীয় কোম্পানীগুলির আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়কর হইতে বা সুপার ট্যাক্স হইতে যথেষ্ট পয়সা আয় হইবার কথা। এমতাবস্থায় গভর্ণমেণ্টের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করা যায় না।

গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, দেশীয় লোকগণ দিয়াশলাইয়ের কারখানা করিয়া লাভবান হইতেছেন সুতরাং তাহাদিগের উপরেও ট্যাক্স ধার্য্য করা উচিত ; এই যুক্তি যে একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত আমরা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতে চাই।

দিয়াশলাইয়ের উপর গ্রোস প্রতি ১৷৷ টাকা হারে আমদানী শুল্ক স্থাপিত করায় এ দেশের লোকের পক্ষে দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করা সম্ভবপর হইয়াছে; কিন্তু বিদেশী ম্যাচ্ ব্যবসায়ীগণ এই আমদানী শুল্কের কর হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ভারতবর্ষের নানা সহরে ইতিমধ্যেই বিরাট কল কারখানা স্থাপন করিয়াছে এবং আরও কারখানা স্থাপন করিবার চেষ্টায় আছে। ইহাদের পশ্চাতে বিপুল ধনবল, জনবল, সুদক্ষ কারীকরগণ এবং বিশেষজ্ঞের ছড়াছড়ি ত' আছেই; তাহা ছাড়া ইহাদের organised ভাবে বা সংঘবদ্ধ প্রণালীতে কাজ করিবার পদ্ধতি জগদ্বিখ্যাত। ইহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় দিয়াশলাই কারখানার মালিকদিগের লাভের আশা যে কত সুদূরপরাহত তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যে ধরিয়া লইয়াছেন ভারতীয় ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর মালিকগণ দিয়াশলাই বেচিয়া প্রভূত লাভবান হইবেন এই সিদ্ধান্তের মূলেই বড় একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে।

তারপর দ্বিতীয় গলদ সম্বন্ধে আমরা উপরে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে আমদানী শুল্কের ফলেই যখন ফ্যাক্টরীর মালিকগণ লাভবান হইতেছেন তখন তাঁহাদেরও কিছু কিছু কর দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে ম্যাচ্ প্রস্তুতের কল (machineries) আমদানী হইতে সুরু করিয়া তাহার বারুদ, মাল, মসলা, কাঠ, কাগজ ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য এ দেশীয় ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর মালিকগণ গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কর দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং এক মুরগীকে আর কত জায়গায় কত ভাবে গভর্ণমেণ্ট জবাই করিতে চান?—যদি এই নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উন্নতি করিতে গভর্ণমেণ্টের আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে তবে দেশীয় কারখানাগুলির উপর হইতে প্রস্তাবিত শুল্ক আদায়ের সংকল্প তাঁহারা পরিহার করুন। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট যে আশায় দেশীয় কারখানাগুলির উপর শুল্ক ধার্য্য করিতেছেন তাহাও সফল হইবে না।

কারণ দিয়াশলাইয়ের দর বৃদ্ধির দরুণ স্বভাবতঃই মালের চাহিদা কমিয়া যাইবে। ফলে, কোম্পানীগুলির আর্থিক অবস্থাও সুবিধাজনক হইবে না। কাজেই গভর্ণমেণ্ট একদিক হইতে লাভ করিতে গিয়া, অন্য পাঁচ-দিকের আয় হারাইতে বাধ্য হইবেন। সাধারণ লোকের যে দুর্গতি হইবে, তাহার ত কথাই নাই। কাজেই গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়া না নিজের সুবিধা করিতেছেন, না জনসাধারণের হিত সাধনে কার্য্য করিতেছেন।

শিল্পসমূহের প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বিষয়ক আইনাধীন নিয়মাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ফরম্ খ।

[১ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য।]

সরকারী সাহায্যের জন্য কোন কোম্পানীর আবেদনের ফরম্।

১। কোম্পানীর নাম এবং রেজিষ্টরীকৃত অফিসের ঠিকানা।

২। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণের এবং ম্যানেজার বা ম্যানেজিং এজেণ্ট, সেক্রেটারী এবং প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম এবং ঠিকানা।

৩। আইনের কোন ধারা অনুসারে সরকারী সাহায্য প্রর্থনা করা হইতেছে।

৪। কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য চাই।

৫। কি উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন।

৬। কি প্রকারে সরকার হইতে যে সাহায্য লওয়া হইতেছে তাহা শোধ করা হইবে।

(ঋণের বেলা—

(ক) কয় কিস্তিতে ঋণ শোধ দেওয়া হইবে।

(খ) কোন দিনে প্রথম কিস্তি দেওয়া হইবে।

(গ) কত টাকা করিয়া প্রত্যেক কিস্তিতে দেওয়া হইবে, তাহার বিবরণ দিতে হইবে।

৭। কি প্রকার সিকিউরিটি দেওয়া হইবে।

কোম্পানীর পক্ষ হইতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর।

দ্রষ্টব্য। কোন ঋণ বা অগ্রিম টাকার সিকিউরিটির বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ দিতে হইবে (যথা—জমির বেলা সর্ব্বশেষে প্রকশিত স্বত্বের লিখনের উল্লেখ করিতে হইবে)। আবেদন-কারীর আর্থিক অবস্থা, যে সকল সম্পত্তি ও কর সিকিউরিটি হিসাবে পাওয়া যাইতে পারে তাহা এবং উহা কোনরূপ দায়গ্রস্ত কিনা এবং আবেদনকারীর ঋণের বিষয় বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে উদবৃত্তপত্র এবং লাভ-লোকসানের খতিয়ান রাখা হয় সে সকল ক্ষেত্রে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানী বিষয়ক আইনানুসারে কোম্পানীর হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিবার অধিকার যে হিসাব-পরীক্ষকের আছে, তাহার সার্টিফিকেটসহ ঐগুলি এবং প্রস্পেক্টস্, মেমোরেণ্ডাম, ও সমবায়ের সর্ত্তগুলি এবং কোম্পানীরূপে গণ্য হইবার ও রেজিষ্টরী করণের সার্টিফিকেট আবেদনের সহিত পাঠাইতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাক্ষরিত ও প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ, প্রত্যেক ডিরেক্টরের সেয়ারের সংখ্যা, তাঁহাদের মাহিনা, ফি এবং অন্যান্য অতিরিক্ত বৃত্তির বিবরণ দিতে হইবে। যে কো-লেটারাল সিকিউরিটি দেওয়া হইতেছে তাহার বিবরণও দিতে হইবে। শিল্পের উন্নতির কি কি আশা ও সুযোগ আছে, কি প্রণালীর সাহায্যে শিল্পটীর

পরিচালনা করা হইবে, কিরূপ কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে এবং আরম্ভ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত শিল্পটীর ইতিহাস—এই সকল বর্ণনা করিয়া একখানি চিঠির সহিত আবেদনখানি পাঠাইতে হইবে।

ফরম্ গ।

..............তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার ব্যবসায়ের এবং লাভলোকসানের হিসাব।

অধমর্ণ।

বৎসরের প্রারম্ভে মজুত মাল।
বৎসরের প্রারম্ভে যে কাজ চলিতেছিল।
রিটার্ণ বাদে ক্রয়।
ক্রয়ের জন্য গাড়ী ভাড়া।
প্রস্তুত করণের বেতন।
কারখানা খরচ।
উদ্বৃত্ত মোট লাভের হিসাবের জের।
প্রত্যক্ষভাবে কারখানার খরচের মধ্যে যে মাহিনা ও বেতন পাওনা।
ভাড়া, রেট ও ট্যাক্স।
লইয়া যাইবার খরচ।
যে ডিস্কাউণ্ট দেওয়া হইয়াছে।
আফিসের এবং সাধারণ খরচ।
মেরামতি খরচা।
আদায় হইবার আশা নাই এরূপ বাকী রিজার্ভ।
মূল্য হ্রাস।
ঋণের সুদ।
নীট্ লাভের হিসাব।

উত্তমর্ণ।

রিটার্ণ বাদে বিক্রয়।
বৎসরের শেষে মজুত মাল।
বৎসরের শেষে যে কাজ চলিতেছিল।
মোট লাভের হিসাবের জের।
অন্যপ্রকার আয়ের রসিদ।

মূলধন ও দেনা।

মূলধন (সেয়ার থাকিলে সেয়ারে বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে)।

দেনা-পাওনা—

(১) বন্ধক দিয়া যে ঋণ করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ।
(২) ঋণের পরিমাণ—
  (ক) লিখিত অঙ্গীকার করিয়া যে ধার লওয়া হইয়াছে,
  (খ) সরবরাহের জন্য ধার।
  (গ) মামলা মোকদ্দমার জন্য যে ধার হইয়াছে।
  (ঘ) ঋণের সুদ বাবদ ধার, এবং
  (ঙ) অন্যান্য ধার।

রিজার্ভ ফণ্ড।
লাভ-লোকসান।
বাজে খরচ।
দেনা—
অস্বীকৃত দাবী।
যে টাকার জন্য শিল্পটী হঠাৎ দায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্পত্তি এবং সর্ব্ববিধ সম্পত্তির সমষ্টি।

১। সম্পত্তি—
  (ক) স্থাবর সম্পত্তি—
  ইমারত ও জমি পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।
  (খ) অস্থাবর সম্পত্তি—
  ব্যবসায়ের জন্য মজুত মাল ও কল-কব্জা পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।

কি পরিমাণে প্রকৃত মূল্য হ্রাস হইয়াছে তাহা দেখাইতে হইবে।

২। ব্যবসায়ের যে প্রাপ্য টাকা—

(ক) সিকিউরিটিবদ্ধ এবং পাওয়ার আশা আছে বলিয়া মনে হয় এমন ঋণ,

(খ) সিকিউরিটিবদ্ধ নহে, কিন্তু পাওয়ার আশা আছে বলিয়া মনে হয় এমন ঋণ,

(গ) পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বা পাওয়ার আশা নাই বলিয়া মনে হয় এমন ঋণ,

(ঘ) ডিরেক্টার, অংশীদার বা নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। নগদ এবং লাগান টাকা—

(ক) প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি প্রকারে টাকা লাগান হইয়াছে এবং সুদের হার।

(খ) নগদ টাকার পরিমাণ এবং কোথায় রাখা হইয়াছে।

ফরম্ ঘ।

[১ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য।]

কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ হইতে বা ভারতীয় কোম্পানীবিষয়ক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আইনের অর্থমতে কোম্পানী নহে এরূপ কোন ফার্ম্মের পক্ষ হইতে, ভাড়া করা জিনিষ কিস্তি-বন্দীতে টাকা দিয়া ক্রয় করিবার প্রণালীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহের আবেদনের ফরম্।

১। নাম, পিতার নাম, জাতি এবং বাসস্থান, ফার্ম্মের নাম এবং আবেদনকারীর কারবারের প্রধান স্থান।

[কোন ফার্ম্ম আবেদন করিলে, ঐ ফার্ম্মের অংশীদারগণের বিবরণ সবিস্তারে দিতে হইবে এবং ফার্ম্মটী ভারতীয় অংশিত্ব বিষয়ক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে কি না, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

২। যে যন্ত্রপাতি চাই তাহা কি ধরণের এবং তাহার বর্ণনা ও আনুমানিক মূল্য।

৩। কি উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি দরকার।

৪। যে স্থানে আবেদনকারী যন্ত্রপাতি বসাইতে চাহেন তাহা।

৫। কত টাকা আবেদনকারী জমা রাখিতে প্রস্তুত আছেন (এই টাকা যে যন্ত্রপাতি দরকার তাহার আনুমানিক মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ।)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর।

(কোন ফার্ম্ম আবেদন করিলে সমস্ত অংশীদারকে সহি করিতে হইবে।)

[দ্রষ্টব্য।—আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা, যে সকল সম্পত্তি ও কর সিকিউরিটী হিসাবে পাওয়া যাইতে পারে তাহা, তাহা কোনরূপ দায়গ্রস্ত কি না এবং আবেদনকারীর ঋণের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তপত্র ও লাভ লোকসানের খতিয়ান রাখা হয়, সে সকল ক্ষেত্রে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানীবিষয়ক আইনানুসারে কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করিবার অধিকার যে হিসাব পরীক্ষকের আছে তাঁহার সার্টিফিকেট সহ ঐগুলি সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। যে কো-লেটারাল সিকিউরিটী দেওয়া হইতেছে তাহার বিবরণ দিতে হইবে। শিল্পের উন্নতির কি কি আশা ও সুযোগ আছে, কি প্রণালীতে শিল্প পরিচালনা করা হইবে, কিরূপ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে এবং আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শিল্পটীর ইতিহাস—এই সকল বর্ণনা সহ একখানি চিঠির সহিত আবেদনটী প্রেরণ করিতে হইবে।]

ফরম্ ঙ।

কোন কোম্পানীর পক্ষ হইতে, ভাড়া করা জিনিষ কিস্তিবন্দীতে টাকা দিয়া ক্রয় করিবার প্রণালীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহের আবেদনের ফরম্।

১। কোম্পানীর নাম এবং রেজিষ্টারীকৃত আফিসের ঠিকানা।

২। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ, ম্যানেজার বা ম্যানেজিং এজেন্ট, সেক্রেটারী এবং প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম এবং ঠিকানা।

৩। যে যন্ত্রপাতি চাই তাহা কি ধরণের এবং তাহার বর্ণনা ও আনুমানিক মূল্য।

৪। কি উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি দরকার।

৫। যে স্থানে কোম্পানী যন্ত্রপাতি বসাইতে চাহেন তাহার নাম।

৬। কত টাকা আবেদনকারী জমা রাখিতে প্রস্তুত আছেন। (এই টাকা যে যন্ত্রপাতি দরকার তাহার আনুমানিক মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ)।

কোম্পানী কর্ত্তৃক এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রদত্ত
কোন কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর।

দ্রষ্টব্য।—আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা, যে সকল সম্পত্তি ও কর সিকিউরিটী হিসাবে পাওয়া যাইতে পারে তাহা, তাহা কোনরূপ দায়গ্রস্ত কি না, এবং আবেদনকারীর ঋণের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত লাভ লোকসানের খতিয়ান রাখা হয় সে সকল ক্ষেত্রে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানীবিষয়ক আইন অনুসারে কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করিবার অধিকার যে হিসাব পরীক্ষকের আছে তাঁহার সার্টিফিকেটসহ ঐগুলি এবং মেমোরেণ্ডাম ও সমবায়ের সর্ত্তগুলি এবং কোম্পানীরূপে গণ্য হইবার ও রেজিষ্টারীকরণের সার্টিফিকেট আবেদনের সহিত পাঠাইতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাক্ষরিত ও প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ, প্রত্যেক ডিরেক্টারের শেয়ারের সংখ্যা, তাঁহাদের মাহিনা, ফি এবং অন্যান্য অতিরিক্ত বৃত্তির বিবরণ দিতে হইবে। যে কো-লেটারাল সিকিউরিটী দেওয়া হইতেছে তাহার বিবরণও দিতে হইবে। শিল্পের উন্নতির কি কি আশা ও সুযোগ আছে, কি প্রণালীতে শিল্পটী পরিচালনা করা হইবে, কিরূপ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে এবং আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শিল্পটীর ইতিহাস—এই সকল বর্ণনা করিয়া একখানি চিঠির সহিত আবেদন পত্রটী পাঠাইতে হইবে।
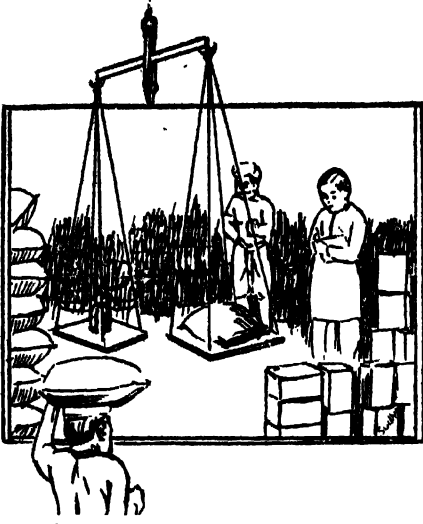
এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিসের দর প্রকাশ করিয়া থাকি। এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু পরিবর্তিত হইতেছে ; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুসারে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামুলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন।

চাউল

কাটারী ভোগ	প্রতিমণ	৫\ হইতে ৫।০
দেশী	"	৪\
পাটনাই আতপ	"	৩৸০ হইতে ৪\
নাগরা	"	৩।।০
বাকতুলসী	"	৪।।০ হইতে ৫৸০
বালাম	"	৪।।০ হইতে ৫\
কালমা	"	৫\
কামিনী	"	৫\ হইতে ৫।।০
দাদখানি	"	৭।।০ হইতে ৮।।০
ভাসামানিক	"	৪\ হইতে ৪।০

চিনি ও গুড়

জাভা সাদা	প্রতিমণ	১১\
বাটা	"	১০\
কাশীর	"	১১৸০
দেশী	"	১১৵০
গুড়	"	৬।।০
মিছরী	"	৯৸০

ঘৃত

শ্রীমার্কা	প্রতিমণ	৫১\
খুর্জ্জা	"	৪৩\
গবা (গাওয়া)	"	৮০\

মাখন

বোম্বাই	প্রতিসের	১৸৹
আলিগড়	„	১।৹
পাবনার	„	১॥৹

ময়দা

আটা ময়দা	প্রতিমণ ৪৸৹ হইতে	৫৲
সুজি		৬।৹

ডাল

ছোলা	প্রতিমণ	৫৲
মুগ খাড়ি		১০৲
মুগ সোনা		১২৲
মুগ কৃষ্ণ		৭॥৹
অড়হর		৫৲
কলাই		৫৲
খেসারী		৩৸৹
মসুর		৫৲
মসুর খাড়ি		৫৲
মটর		৫৲

তৈল

সরিষা	প্রতিমণ ১৩॥৹ হইতে	১৫৲
ঐ ডোমেষ্টীক অয়েলমিল		১৬৲
নারিকেল		১৫৲
রেড়ি		২০৲

বেনেতি মাল

কেশুয়া দানা	প্রতি মণ	৫৸৶৹—৬৲
এরারুট		৫।৹—৬৲
সুপারী জাহাজী		১২৲
ঐ দেশী		২০॥৹
মগাই খয়ের		১১॥৹—১৬॥৹
বোঃ ধুনা		৫৲—৫৸৹
গুটী খয়ের		১৪৲—১৮॥৹
রেঙ্গুন ধুনা		৯॥৹—৯৸৹
বোম্বাই ধুনা		৪॥৹—৬৲
লবঙ্গ		৪১৲—৪২৲
দারু চিনি		১২৲
কাগজ গাট		২৫৸৹
পেটী খেজুর		১০॥
চাটার খেজুর		৫।৹
পোল আবির		৫।৹—৬।৹
ম্যাজেণ্টার আবির		৪৸৹—৫।৹
গোল মরিচ		৪০॥৹
জিরে		১৬৲—২০৲
হরিদ্রা		৭॥৹—৭৸৹
লঙ্কা		১২॥৹—১৪৲
ধনে		৬৲—৭।৹
বড় দানা কিসমিস্		২১।৹
ছোট দানা ঐ		১৯৲
কাঃ বাদাম		৩৮৲
জাভা সাগু		৭৶৹
পোস্ত দানা		৬॥৹—৬৸৹
কর্পূর	প্রতি সের	৬।৹
জাবা তাল মিছরী		১১৸৹
চিনা তাল মিছরী		১২৸৶৹
ছোট এলাচ	প্রতি সের	২৷৶৹—৩।৹

সোণা রূপার দর

পাকা সোণা	প্রতি	ভরি	৩৩/১০
বড়াল বার	„	„	৩৩।১০
চিনা পাত	„	„	৩৫।/০
রূপা প্রতি ১০০ ভরি			৫৫।০
ঐ খুচরা			৫৫।০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

লোহার দর

টাটা মার্ক জয়েষ্ট :—প্রতি হন্দর

৩×৪ ৬॥৵০ ৫×৩ ৫৸৵০ ৬×৩ ৫৸৵০

৭×৪ ৫৸৵০ ৮×৪ ৫৸৵০ ৯×৪ ৫৸৵০

১০×৫× ৫৸৵০

টাটা বে মার্কা জয়েষ্ট হালকা প্রতি হন্দর—

৫×৩ ৫৵০ ৬×৩ ৫৵০ ৭×৪ ৫।০

৮×৪ ৫।০ ৯×৪ ৫৵০ ১০×৫ ৫৵০

টাটা টি ও এঙ্গেল আইরণ প্রতি হন্দর—

২×২×১/৪ ৬॥৵০ ২॥×২॥১/৪ ৬॥০

ইংলিস করোগেট		টাটা করোগেট	
২৬ গেজী	১৩৲	২৪ গেজ	১১
২৪ গেজী	১১৸০	২২ গেজ	১১।৵০
২২ গেজ	১১৸০		

পুস্তক পরিচয়

প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা :—

[প্রণেতা শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্যরত্ন; প্রকাশক—পি, সি, সরকার এণ্ড কোং ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২॥০

আজকাল একথা কতকটা বলা চলে যে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের চিন্তার ধারা ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত হইতেছে। বহু বর্ষ ধরিয়া আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মহাশয়গণের প্রচারের ফলেই হউক অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা প্রকার বিভ্রাটের দরুণ আয়ের অন্য কোন পন্থা না পাইয়াই হৌক, বাঙ্গালী যুবক সম্প্রদায়— আজকাল স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের একটা চেষ্টা করিতেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু কথা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে কোন কাজেই যথেষ্ট শিক্ষালাভ ছাড়া উন্নতির উপায় নাই। "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না" ইহা আমাদের দেশের মহাপুরুষের বাণী এবং একথা জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই খাটে। এই শিক্ষালাভ যেমন একদিকে হাতে কলমে খাটিয়া করিতে হয়, তেমনি আর একদিকে পুস্তকাদি পাঠ করারও দরকার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ের শিক্ষা দিবার যথেষ্ট পুস্তকাদি নাই। যাঁহারা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা সময়াভাবে অথবা অন্য নানা কারণে পুস্তক লিখিবার আগ্রহ করেন না; আবার যাঁহারা লিখেন তাঁহারা অনেকেই হয় ব্যবসায়ী নহেন, আর না হয় বিদেশী ব্যবসায়ী-

দিগের পুস্তক হইতে গৃহীত বা অনূদিত বিষয় উদ্ধৃত হইয়া থাকে;—কাজেই এইদিকে আমাদের একটী বিশেষ অভাব রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার শেঠ মহাশয় এ বিষয়ে একটী বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন, বলিতে হইবে। তাঁহার প্রণীত "প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা" যে কেহ একবার পড়িবেন, তিনিই ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ধারণাই নাই যে উন্নততর প্রণালীতে কি প্রকারে ব্যবসা ও বাণিজ্য পরিচালনা করা যায়। তাঁহারা সাধারণতঃ গতানুগতিকপন্থা অবলম্বন করিয়া তাহারই হ্রাস বৃদ্ধির উপর ব্যবসায়ের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, ইহা মনে করেন। কিন্তু সন্তোষবাবু এই বহিখানিতে সরল বাংলা ভাষায় আধুনিক প্রণালীতে ব্যবসা ও বাণিজ্য কত প্রকারে অবলম্বিত হইতে পারে তাহা বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া দিয়া ব্যাপারগুলি সরল করিয়া দিয়াছেন। সূচিপত্র হইতে মোটামুটি বিবরণী কিছু দিলেই দেখা যাইবে তিনি এই পুস্তকে কত প্রয়োজনীয় ও নিত্যব্যবহার্য্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে আছে ব্যবসায় সম্পর্কে মোটা-মুটি কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে টাকা কতভাবে খাটান যায়, তাহার আলোচনা। এই উপলক্ষে তিনি ব্যাঙ্ক কি, সেখানকার কাজ কর্ম্ম কি ভাবে চলে; বিদেশের সহিত কি প্রকারে মালের আমদানী রপ্তানী করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে এক দুই করিয়া একান্নটী প্যারাগ্রাফে কতকগুলি কার্য্যোপযোগী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এইগুলি যেমন ব্যবসায় জীবনে তেমনি অন্য জীবনের পক্ষেও প্রকৃত চরিত্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক।

চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যবসায় পরিচালনা করিবার নিমিত্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

এইভাবে পঞ্চম বিভাগে বাণিজ্য বিনিময়, ষষ্ঠ বিভাগে ওজন ও মাপ সমস্যা এবং সপ্তম বিভাগে দর সমস্যা লিখিত হইয়াছে। অষ্টম বিভাগে আছে কি কারণে ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়। এইগুলি প্রত্যেকের পক্ষেই জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। নবম দশম বিভাগে উচ্চাঙ্গের কারবার যথা যৌথ কারবার, গভর্ণ-মেণ্ট সিকিউরিটীর খরিদ বিক্রী, শেয়ারের কথা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একাদশ বিভাগে পত্রাদি লিখিবার প্রণালী সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদর্শন করিয়া-ছেন। ইহা ছাড়া একটী পরিশিষ্টে দুইটী বিভাগ করিয়া এক বিভাগের একজন ব্যবসায়ীর যাবতীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রণালী ও দ্বিতীয় বিভাগে কতকগুলি পরিভাষা, বাণিজ্যিক নাম ও সংজ্ঞাদি দিয়া পুস্তকখানির উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। যে বিষয়টী আমাদের সাধারণ বাংলা বইয়ে একান্ত অভাব, সন্তোষবাবু দেখিতেছি সেই বিষয়ে বিশেষ সজাগ আছেন। অর্থাৎ তিনি বইখানির শেষের দিকে একটী বর্ণানুক্রমিক শব্দ সংগ্রহ (Glossary) সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন।

ব্যবসা যেমন একাধারে বিশেষ লাভজনক এবং লোভনীয়, তেমনই আবার ইহার বিপদও যথেষ্ট। ইহার মধ্যে নানা প্রকার সন্ধান রহিয়াছে, যাহা জানা না থাকিলে, কোন ব্যবসায়ীর

ব্যবসা জগতে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সন্তোষবাবু এই সকল বিষয়ে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে এই বহিতে আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলা যায় এই পুস্তকখানি ব্যবসায়ে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ও ব্যবসায়ে যাঁহারা নানামুখী উন্নতি করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষেও পথ প্রদর্শকের ন্যায় কার্য্য করিবে। সন্তোষবাবু "মহাজন সখা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাংলার ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত হইয়াছেন। এই পুস্তক তাঁহার আরও যশ বৃদ্ধি করিবে।

সরল পোল্‌ট্রী পালন

প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীঅমরনাথ রায়। দি গ্লোব্ নার্শারী ২৫ নং রামধন মিত্রের লেন; মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার নিবেদনে বলিতেছেন—"পোল্‌ট্রী সম্বন্ধে অনেকে জানিতে ইচ্ছুক কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত কোন সম্পূর্ণ পুস্তক না থাকায় এবং কয়েকটি বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলাম।" গ্রন্থকার এই সাহস দেখাইয়া বাংলা ভাষা-ভাষীদের যে উপকার করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্যবসায়ের দিক দিয়া পক্ষীর চাষ অতি লাভজনক; উহাতে প্রাথমিক খরচ খুব বেশী আবশ্যক হয় না; অথচ হাঁস, মুরগী, পায়রা, রাজহংস—ইহাদের ডিমের জন্য, ইহাদের মাংসের জন্য বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে।

অনেক গৃহস্থ সখ করিয়া হাঁস, রাজহাঁস, পায়রা এবং মুরগী প্রতিপালন করিলেও প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে পাখীর ব্যবসা অনেকেই করেন না। আমাদের এ বিষয়ে ঔদাসীন্যও যেমন আছে, অনভিজ্ঞতাও তেমনি।

অমরবাবুর বহিখানি পক্ষীর চাষ সম্বন্ধে এই অনভিজ্ঞতা দূর করিবে। এই পুস্তকখানিতে হাঁস, রাজহাঁস, মুরগী, গিনিফাউল পায়রা প্রভৃতির পরিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, ডিমের ব্যবহার, খাদ্য নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হইয়াছে। পক্ষীদের খাদ্য বিচার, রোগনির্ণয় ও তাহার প্রতিবিধান করা একটী অত্যন্ত আবশ্যক ব্যাপার। অমরবাবু এই দুইটী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে ছাগল পালন সম্পর্কে কয়েকটী তথ্যপূর্ণ কথা আছে।

আড়াইশত পৃষ্ঠার এই বইখানিতে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে পক্ষীর ব্যবসায় করণেচ্ছু প্রত্যেকেই এই পুস্তকখানি পড়িয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

ভারতীয় বীমা কর্ম্মীদিগের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন

উপরোক্ত অধিবেশন সম্পর্কে আমরা বম্বে মিউচুয়ালের শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের স্বাক্ষরিত একখানি ইস্তাহার পাইয়াছি। এই ইস্তাহারে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। আগামী ১৩ই, ১৫ই এবং প্রয়োজন হইলে ১৬ই এপ্রেল ১৫নং কলেজ স্কোয়ার এলবার্ট হলে ভারতীয় বীমা কর্ম্মীদিগের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হইবে।

২। অভ্যর্থনা কমিটির সভ্যদিগের ফি দুই টাকা এবং ডেলিগেটদিগের ফি এক টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

৩। হিন্দুস্থানের ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় মূল কনফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের শ্রীযুক্ত শচীন বাগচী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ কনফারেন্সের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সাধারণ সম্পাদক—নিউইণ্ডিয়ার মিঃ জে এন ঘোষ

ব্যবস্থা সচিব—ওরিয়েণ্টালের মিঃ কে কে ব্যানার্জ্জী।

কোষাধ্যক্ষ—বম্বে মিউচুয়ালের মিঃ এইচ, কে, চৌধুরী, মেট্রোপলিট্যানের মিঃ এইচ্ সি মিত্র, নিউ ইণ্ডিয়ার মিঃ ডি জে কোঠারী।

প্রচারক—নিউ ইণ্ডিয়ার মিঃ অশোক চ্যাটার্জ্জী এবং মেট্রোপলিট্যানের মিঃ টি, এন চক্রবর্ত্তী ভলান্টীয়ারদিগের ক্যাপ্টেন ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের মিঃ এ, কে, মুখার্জ্জী

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যদিগের নাম এবং উপরোক্ত কর্ম্মচারীদিগের নাম আমরা ফাল্গুনের সংখ্যায় একবার প্রকাশ করিয়াছি; তবুও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পুনরায় প্রকাশ

করিলাম। এতগুলি কৃতকর্ম্মা এবং কৃতবিদ্য লোক যাহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সাফল্য সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান যুগ সংঘ এবং সংগঠনের যুগ। এ যুগে যিনি একক, তাঁহার কোনও অস্তিত্ব নাই এবং থাকিবে না, তা, তিনি যত বড় লোক হউন না কেন। Czar of all the Russias এবং জার্ম্মান কাইজারেরও অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যে গণবাদ এবং গণতন্ত্র সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, সেই গণবাদের সাফল্যের মূলই হইতেছে সংঘ এবং সংগঠন।

জগতের চারিদিকে তাই সমগ্র নরনারী আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সংঘবদ্ধ এবং দলবদ্ধ হইতেছে এবং নিজেদের নষ্ট স্থান পুনরুদ্ধার করিয়া লইতেছে। আমাদের দেশের কলের কুলীমজুরেরাও এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ধাঙ্গড় ম্যাথরেরাও সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের অভাব অভিযোগাদি দূর করিয়া লইতেছে এবং নানারূপ সুখ সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা সংঘের প্রয়োজনীয়তা শতমুখে স্বীকার করিলেও, তাঁহাদের মধ্যে cement বা বাঁধনের শক্তি আজিও জাগিয়া উঠে নাই। তবে চেষ্টা ও আয়োজন চলিতেছে এবং আশা করা যায় যে ভদ্র লোকদিগের মধ্যেও অচিরে এই সংঘবদ্ধ শক্তির বিকাশ দেখা যাইবে।

ইন্‌সিওরেন্সের কাজে যাঁহারা লিপ্ত আছেন তাঁহাদিগের কোনও বিশ্বাসযোগ্য statistics বা সংখ্যা নিরূপণ আজিও হয় নাই; কিন্তু যাঁহারা এই কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা বলেন যে অন্যূন ৬ হাজার লোক এই বাংলাদেশেই বীমাকর্ম্মীরূপে নিজেদের উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন। কোম্পানীপরিচালকদিগের মুখেও বীমাকর্ম্মীদিগের সংখ্যা মোটামুটি এইরূপই শোনা যায়। সুতরাং অন্যূন ৫০০০ লোক যে বীমা কর্ম্মীরূপে বাংলা দেশের নানা-স্থানে কাজ করিতেছেন ইহা নির্ভর যোগ্য সংখ্যা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক আজকাল বীমার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু আবার এমন অসংখ্য লোক আছেন যাঁহাদের মধ্যে নানারূপ দোষত্রুটী, অসম্পূর্ণতা এবং গলদ রহিয়াছে।

এই সকল দোষ, ত্রুটী, গলদ এবং অসম্পূর্ণতা দূর করিবার একমাত্র উপায় যাঁহারা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ এবং সমাজে গণ্যমান্য লোক বীমার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি ইহাদের সহিত মেলামেশা করেন এবং পঙ্কিল ও পিচ্ছিল পথ হইতে ইহাদিগকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তবেই ইহারা ভাল হইতে পারে এবং বীমার দালালী ব্যবসাকে একটী শ্রদ্ধেয় এবং গৌরবান্বিত ব্যবসায়ে পরিণত করিয়া তুলিতে পারেন। সকল ধনিক অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রমিক-দিগের প্রতি যেরূপ অন্যায়, অবিচার, এবং অনা-চারের প্রভাব দেখা যায় সেইরূপ বীমাকর্ম্মীদিগের প্রতিও কোম্পানীপরিচালক এবং কর্ম্মকর্ত্তা-দিগের নানারূপ অন্যায় ও দুর্ব্যবহারের কথা সর্ব্বদা শুনা যায়। কোম্পানী পরিচালকেরা বলেন যে এই সকল অভাব অভিযোগের অধিকাংশই কাল্পনিক; কিন্তু ধীরভাবে উভয় পক্ষের সকল কথা বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বীমাকর্ম্মী দিগের কতকগুলি অভাব অভিযোগ আদৌ

কাল্পনিক নহে। যে নীতি এবং গতানুগতিক পন্থায় এ যাবত এজেন্টদিগের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ বীমার কাজ পাইয়া আসিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তন না হইলে বীমা ব্যবসায়ে যে সকল জঘন্য গলদ আজকাল প্রায়ই সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হইতেছে তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে এবং এই ব্যবসায়ে শিক্ষিত, শক্তিশালী, প্রভাবসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর লোক কখনও স্থায়ী ভাবে আসিয়া যোগদান করিবে না।

কিন্তু এই সকল অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিতে হইলে "আবেদন আর নিবেদনের থালা" মাথায় করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিলে হইবে না। রাজনীতি ক্ষেত্রেও যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি "ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।"

যদি বীমাকর্ম্মীদিগের এই বার্ষিক সম্মেলনে বাংলা দেশের এই পাঁচ হাজার কিম্বা তাহার সিকি লোকও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন এবং বৎসরের পর বৎসর এই সংঘের সংখ্যা ও শক্তি বাড়াইয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের দাবীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারে এমন কোনও বীমা কোম্পানী ভারতে কিম্বা ভারতের বাহিরে আজিও জন্মায় নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু বলিবার আছে। আজ শুধু এই প্রার্থনা করিতেছি যে যাহাদিগের বুকের রক্ত এবং শরীরের অস্থি দিয়া, হৃতসর্ব্বস্ব, বিত্তবিভবহীন, ভারতবর্ষের মহাশ্মশানে এই জনপদকল্যাণকারী গগন চুম্বী বিরাট বীমা সৌধ গড়িয়া উঠিতেছে, সেই সকল আত্মত্যাগী, লাঞ্ছিত, অনাদৃত, সমাজ সেবী বীমাকর্ম্মীদিগের এই প্রচেষ্টা সফল হউক এবং সার্থক হউক। ইহাদিগের এই উত্তম দেশ এবং জনপদের কল্যাণকর হউক।

আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায়ের নাম বাংলা দেশের বীমা মহলে সুপরিচিত। 'ইন্‌সিওরেন্স্ ওয়ার্লড্' নামক বীমা সম্বন্ধীয় ইংরাজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং বাংলা দেশস্থ ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহকে সংঘবদ্ধ করিয়া ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের কথা সর্ব্বজনবিদিত। হিন্দু মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বীমা জগতে সুপরিচিত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তিনি ইন্‌সিওরেন্সের কাজে হাতে খড়ি লাভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি হিন্দুস্থানে যোগদান করেন এবং নিজের কার্য্যদক্ষতার গুণে সম্মানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন। হিন্দুস্থানে যখন তিনি এজেন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন বিলাত গিয়া বীমা সম্বন্ধীয় নানারূপ কার্য্যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসেন।

সম্প্রতি তাঁহার উদ্যোগে বাংলা দেশে আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী নামে আর একটী নূতন জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দশলক্ষ টাকা রেজিষ্টারীকৃত মূলধন লইয়া আর্য্যস্থান বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক সি, আই, ই, কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু, রায় বাহাদুর এ, সি, ব্যানার্জ্জি, রায় বাহাদুর এন, এন, ব্যানার্জ্জি,

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি কোম্পানীর ডিরেক্টর হইয়াছেন।

প্রাচ্য পদ্ধতি অনুসারে পত্রপুষ্পে শোভিত কক্ষে ২নং ডালহাউসি স্কোয়ারে গত ৩০শে জানুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্নে স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার মহোদয় আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সভাতে বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ওরিয়েণ্টাল, এম্পায়ার, ভারত, ন্যাশনাল, হিন্দুস্থান, বম্বে লাইফ প্রভৃতি বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, নসিপুরের রাজাবাহাদুর, ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস, সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নলিনীরঞ্জন সরকার, প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর, আব্দুল আলি, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, আব্দুল রহমন সিদ্দিকি, রেজিন্যাল্ড ফ্রিচ, কুমার, হিরণ্য কুমার মিত্র, ডাঃ ও মিসেস্ মৃগেন্দ্র লাল মিত্র, মিঃ ও মিসেস্ অনাথ গোপাল সেন, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, মিস্ সোম, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়, কলিকাতার মেয়র, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্র, গুরু সদয় দত্ত, সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ডাঃ এস, সি রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সরোজনলিনী সমিতির বালিকারা একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার পর সভা আরম্ভ হয়।

কোম্পানীর সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সমাগত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাগণকে অভ্যর্থনা করেন। ডিরেক্টর-গণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক সি, আই, ই কোম্পানীর ক্ষুদ্র বিবরণ দিয়া স্যার নৃপেন্দ্রকে উদ্বোধন করিতে আহ্বান করেন।

স্যার নৃপেন্দ্র নাথ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতে আরও বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কারণ এখনও বিদেশী কোম্পানীরা বৎসরে দশ কোটী টাকার কাজ লইয়া যাইতেছে। আর্য্য-স্থান ইনসিওরেন্স যে সকল ব্যক্তিকে ডিরেক্টর রূপে পাইয়াছেন তাহাতে সকলেই নিঃসন্দেহে কোম্পানীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন। স্যার নৃপেন্দ্র কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করিয়া বলেন যে তিনি আশা করেন এপ্রিল মাসে ভিন্ন প্রদেশে গিয়াও তিনি এই কোম্পানীর উন্নতির কথা শুনিতে পাইবেন।

অনারেবল মিঃ বি, কে, বসু স্যার নৃপেন্দ্রকে ধন্যবাদ দিবার পর আগন্তুকগণকে জলযোগে তৃপ্ত করা হয়।

প্রথম দিনেই ১,০৭,০০০৲ একলক্ষ সাত হাজার টাকার কাজ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা এই নব প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী কোম্পানীর সর্ব্ব-প্রকার সাফল্য কামনা করি।

নূতন নিয়োগ—

মিঃ ইউ, এন, পাল এবং মিঃ এস্ এম্, ভট্টাচার্য্য নব প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর যথাক্রমে ম্যানেজার ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী ৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এক শাখা আফিস স্থাপন করিয়াছেন। মিঃ আর, পালিত তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

নেপচুন্ এ্যাসিওরেন্স্ কোম্পানী ২৯ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে এক শাখা আফিস স্থাপন করিয়াছেন। ভারত ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর কলিকাতা আফিসের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ টি, এন, গুপ্ত ইহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

চার্টার্ড একাউনট্যাণ্ট মিঃ এস, পি, বসু মার্টিনের ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর রেসিডেণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনিই পরলোকগত মিঃ এ্যাল্‌ছটনের জায়গায় বহাল হইলেন।

মেট্রপলিট্যান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল সম্প্রতি হিন্দুস্থানে যোগদান করিয়াছেন এ ং মেট্রোপলিটান্ এসিওরেন্স্ কোম্পানী মিঃ এস, দাসগুপ্তকে এজেন্সী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিয়োগ করিয়াছেন।

* * * * * *

মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জী বিহার ইউনাইটেড্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা এজেন্সী আফিশের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * * * * *

Hooghly Bankers & Traders Ldএর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি, এন, মুখার্জ্জী পলিসিহোল্ডারদিগের তরপ হইতে মার্টিনের National Indian Life Insurance কোম্পানীর ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * * * * *

বীরলা ব্রাদার্স দিগের নব প্রতিষ্ঠিত New Asiatic Life Insurance কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ভূতপূর্ব্ব মালসী মজলিসের হেমন্ত সরকার ভায়া কোম্পানীর কার্য্য ব্যপদেশে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া সম্প্রতি দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতের কোন্ কোন্ সহরে নিউ এসিয়াটিকের শাখা এবং এজেন্সী আপিশ স্থাপন করিবেন তাহারই জল্পনাকল্পনায় ভায়া এখন নিযুক্ত আছেন। তাঁহার ভ্রমণের ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছে এবং কোম্পানী ইতিমধ্যেই বিস্তর টাকার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন।

নূতন বীমা ও প্রভিডেণ্ট কোম্পানী

নূতন বৎসরের প্রথমেই আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ছাড়া ১৪ নং ক্লাইভষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্ ইন্সিওরেন্স্ কোং লিঃ নামক আর একটী কোম্পানী আড়াই লক্ষটাকা প্রস্তাবিত মূলধন লইয়া রেজেষ্ট্রী হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রভিডেণ্ট কোম্পানী গুলি রেজেষ্ট্রী হইয়াছে।

The Glory of the East Insurance Coy Ld ২৫ বি সোয়ালো লেন, কলিকাতা, প্রস্তাবিত মূলধন দুই লক্ষ টাকা।

২। Modern Commercial Insurance Coy Ld কুমি া। প্রস্তাবিত মূলধ। এক লক্ষ টাকা।

৩। The Pyramid Assurance Coy Ld ২২ বি সোয়ালো লেন কলিকাতা, প্রস্তাবিত মূলধন পঞ্চাশ হাজার টাকা

৪। The Peoples Welfare Assurance Coy Ld সিরাজগঞ্জ, পাবনা, প্রস্তাবিত মূলধন বিশ হাজার টাকা

৫। Mysore Insurance Coy Ld হেড আফিশ ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর। প্রস্তাবিত মূলধন এক লক্ষ টাকা।

মিঃ এ, সি, সেনের সম্বর্দ্ধনা

এম্পায়ারের মিঃ এ, সি, সেনকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সুবিখ্যাত বীমা কর্ম্মী মিঃ এস, এন, গুপ্ত তাঁহার হাজরা রোডস্থ বাড়ীতে গত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে এক সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন।

বীমা সংশ্লিষ্ট এবং ব্যবসায়ী মহলের বহুগণ্যমান্য লোক এই সান্ধ্য সম্মিলনে যোগ দান করিয়াছিলেন। যোগ্য ব্যক্তির সম্মান ও সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়া মিঃ গুপ্ত তাঁহার সমব্যবসায়ীদিগের মুখরক্ষা করিয়াছেন।

ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লডের তৃতীয় বার্ষিক

সুবিখ্যাত ইংরাজী মাসিক Insurance Worldএর তৃতীয় বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করার উপলক্ষে গত ১৮ই মার্চ তারিখে রামমোহন লাইব্রেরী হলে এক সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে বীমা সংশ্লিষ্ট বহু লোক এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র-সেবীগণ দলে দলে এই সম্মেলনে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ইন্সিওরেন্স্ ওয়ার্লডের কর্ম্মীগণ এবং বিশেষতঃ ইহার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এবং তাঁহার সহকারী সম্পাদিকা মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগকে জলযোগ এবং নানারূপ আমোদ প্রমোদে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

দুর্গত বিহার এবং দাবীর টাকা

বিহারের ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই ডাঃ এস সি রায়ের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে দুর্গত বিহারের বীমাকারীদিগের সম্বন্ধে কি করা যায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও বিচার করার জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটি সম্প্রতি Indian Life offices Association এর নিকট নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে আশু প্রতীকারের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

১। ভূমিকম্পে বিহারের যে সকল বীমাকারী মারা গিয়াছেন তাঁহাদের মৃত্যুজনিত বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করা বিশেষ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন পরিবার হয়ত সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে সুতরাং তাহাদের ওয়ারীশান খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। আবার এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুর ধুয়া ধরিয়া অনেকে হয়ত মিথ্যা মৃত্যুর রিপোর্ট দাখিল করিয়া কোম্পানীর নিকট ধোকা দিয়া দাবীর টাকা প্রতারণা পূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এই সকল অনাচার নিবারণ করার জন্য কমিটি উপরোক্ত এ্যাসোসিয়েশনের নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে তাঁহারা বিহার গভর্ণমেণ্টের নিকট এই আবেদন করুন যে ভূমিকম্পে যে সকল বীমাকারী মারা গিয়াছেন তাঁহাদের মৃত্যু সম্বন্ধে এবং প্রকৃত ওয়ারীশগণ সম্বন্ধে কোনও পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া তিনি certificate বা প্রমাণপত্র দিলেই কোম্পানী দাবীর টাকা মিটাইয়া দিবেন।

২। ভূমিকম্পের পর হইতে ৬মাস কাল পর্য্যন্ত বিহারের বীমাকারীগণ পলিসির প্রিমিয়ামের টাকা না দিতে পারিলেও কাহারও পলিসি সেই কারণে পচিয়া যাইবে না কিম্বা বাতিল হইবে না।

৩। পলিসি বন্ধক দিয়া ভূকম্প পীড়িত বীমাকারীগণ অল্প সুদে যাহাতে যথেষ্ট টাকা কর্জ্জ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

৪। ভূমিকম্পে আহত হইয়া যাহারা একেবারে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের দাবীর টাকা অবিলম্বে মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা।

৫। গৃহাদি ভূমিসাৎ হওয়ায় যাহাদের পলিসি নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিম্বা হারাইয়া গিয়াছে বিনা খরচায় তাহাদিগকে আর একখানি করিয়া নূতন পলিসি দিবার ব্যবস্থা করা।

বলা বাহুল্য কমিটীর প্রস্তাবগুলি সময়ানুযোগী এবং সমীচীন হইয়াছে। এসোসিয়েশন এগুলি গ্রহণ করিলে এবং এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত বীমাকোম্পানী গুলি এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলে বীমার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ যে শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হাওড়া মিউনিসিপালিটি

নোটিশ

১৯৩৪ সালের ১লা জুন হইতে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের কসাইদের নিকট হইতে নাড়ীভুঁড়ী ইত্যাদি ক্রয় করার এবং হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল কসাইখানায় উহা ধৌত করার অধিকার লাভ করার জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের বরাবরে শীল করা টেণ্ডার সমূহ আহ্বান করা যাইতেছে। খামের উপর "নাড়ীভুঁড়ীর জন্য টেণ্ডার" লিখিয়া দিতে হইবে এবং উহা ১৯৩৪ সালের ২১শে এপ্রিল বেলা ২টা পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।

টেণ্ডারারগণ এক বৎসরের জন্য বা তিন বৎসরের জন্য কনট্রাক্ট করিলে কত প্রিমিয়াম দিতে ইচ্ছুক, তাহা উল্লেখ করিবেন। মনোনীত টেণ্ডারারকে চেয়ারম্যানের সন্তুষ্টিমতে ঐ সমস্ত জিনিষ অপসারণ করার এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে উহা কোন ক্রমেই নোংড়া, আবর্জ্জনা প্রভৃতির সৃষ্টি না করে।

অগ্রিম জমা স্বরূপ নগদ ৫০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ক্যাশিয়ারের সার্টিফিকেট প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে। টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার এক পক্ষকাল মধ্যে যদি মনোনীত টেণ্ডারার নিজ ব্যয়ে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, তবে উক্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

চুক্তিপত্র সম্পাদনকালে মনোনীত টেণ্ডারারকে তাহার কনট্রাক্ট যথাযথভাবে সম্পাদন করার জামীনস্বরূপ বার্ষিক প্রিমিয়ামের এক-চতুর্থাংশ জমা দিতে হইবে।

সর্ব্বোচ্চ টেণ্ডার বা কোন টেণ্ডার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে কমিশনারগণ বাধ্য নহেন।

আরও বিস্তৃত বিবরণাদির জন্য এই মিউনিসিপ্যালিটীর মার্কেট ক্লার্কের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

জে, সি, দাসগুপ্ত
সেক্রেটারী

মিউনিসিপ্যাল অফিস,
হাওড়া,
২রা এপ্রিল, ১৯৩৪ সাল।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের নিয়মাবলী।

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্রষ্টব্য

মূল্য

"ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ নগদ ৫।৵০ ভিঃ পিঃতে লইলে ৫॥৶০, প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য হাতে হাতে ।৹, নমুনা চাহিলেও ঠিক ঐরূপ মূল্য লাগে। কিন্তু নমুনা বলিয়া আমরা কোন বিশেষ সংখ্যা ছাপাই না। হালের যে কোন সংখ্যা পাঠাই। বিনামূল্যে কিম্বা ভিঃ পিঃতে ডাকে কাহাকেও নমুনা পাঠানো হয় না। অগ্রিম মূল্য বা আট আনার পোষ্টেজ পাঠাইলে তবে পাঠানো হয়। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়; এবং বৎসরের যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম হইতে অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে কাগজ লইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রতি বাংলা মাসের শেষ তারিখের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে ও আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগকে জানাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ডাকবিভাগে তাহার তদন্ত করিয়া এই তদন্তের মর্ম্ম এবং ফলাফল আমাদিগের নিকট পাঠাইতে হইবে; নতুবা গ্রাহকদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যাখানির জন্য মূল্য ও ডাকমাশুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন অথবা ঠিকানা পরিবর্ত্তন

বিজ্ঞাপন কিম্বা ঠিকানা বদলাইতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যেই জানানো চাই, নচেৎ কাগজ না পাইলে কিম্বা বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত না হইলে আমরা দায়ী নহি।

পত্রোত্তর।

রিপ্লাই কার্ড এবং টিকিট না পাইলে সাধারণতঃ কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি।

টিকিট দেওয়া থাকিলে কিম্বা পাঠাইয়া দিলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয়। প্রবন্ধ "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হইবে কি না, তাহা প্রবন্ধ পাঠাইবার এক পক্ষকাল পর রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী।

"ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী" অধ্যায়ে যাঁহারা মফঃস্বলের নানা বন্দর, হাট, বাজার, গঞ্জ, মোকাম এবং আড়তদার-দিগের নাম, ঠিকানা এবং সেই সকল স্থানের আমদানী রপ্তানী দ্রব্যাদির বিশেষ বিবরণ সঠিক সংগ্রহ করিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশের জন্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হইলে, একখানি বিনামূল্যে উপহার পাইবেন, কিন্তু অন্ততঃ চারিটী মোকামের বিবরণ পাঠানো চাই।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য।

মলাটের ১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৫০৲	মলাটের ২য় এবং ৩য় পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ স্থানের চার্জ্জ—	৩০৲
মলাটের ২য় পৃষ্ঠা	৪০৲	পুস্তকারম্ভে সম্মুখের পৃষ্ঠার চার্জ্জ ;—	৫০৲
মলাটের ৩য় পৃষ্ঠা	৪০৲		
মলাটের ৪র্থ বা শেষ পৃষ্ঠা	৭০৲	পুস্তকের ভিতর প্রবন্ধাদির মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে তাহার চার্জ্জ :—	.৩০৲
বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রকাশ করিলে সাধারণ পৃষ্ঠা	২০৲		

C.T. P.—

গুলি সূতার কল

দরজীর দোকানে যে গুলিসূতা ব্যবহার হয়, তাহা পাকাইবার কল আমরা বিক্রয় করি। যেরূপ সূক্ষ্ম সূতার গুলির প্রয়োজন সেই রূপ সূতার ফেটী বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া তাহা হইতে গুলি তৈয়ারী করিতে হয়। বড়বাজারে সূতাপটীতে ১ প্লাই, ২ প্লাই, ৩ প্লাই ইত্যাদি যে কয় পাকের সূতার দরকার সেই কয় পাকের সূতার ফেটীই পাওয়া যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য দরজীর দোকান আছে। এই সকল দোকানে কাটা কাপড় সেলাই করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার গুলি সূতা বিক্রয় হয়। আজ কয়েক বৎসর হইতে এদেশে গুলি সূতার কল বিক্রয় হইতে আরম্ভ হওয়ায় টোয়াইন বল ও গুলি সূতার আমদানী কিছু কমিয়া গিয়াছে। সামান্য ১৫০৲ টাকা মূলধন লইয়া এই ব্যবসায়ে নামিলে মাসে অন্যূন ৬০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। গুলি সূতার চাহিদা (demand) যে কত তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। ইহা নহিলে দরজীর দোকান বন্ধ হইয়া যায়, গৃহস্থালীর সেলাইয়ের কাজ অচল হয় এবং বিড়ীর দোকানে সমগ্র দেশ যে ভরিয়া গিয়াছে তাহাও উঠিয়া যায়।

অতএব

যে জিনিষের চাহিদা অফুরন্ত,——মূলধন সর্ব্বসাকুল্যে ১৫০৲ টাকা,

চালাইবার প্রণালী বালকেও বুঝিতে পারে—অথচ দৈনিক আয় অন্যূন দুইটি টাকা নিশ্চিত,

সেই ব্যবসায়ে বেকারদিগকে নিযুক্ত হইতে বলি।

মূল্যাদি এবং বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্যের ম্যানেজারকে পত্র লিখুন।

৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আটা ভাঙ্গা কল

বেরী বেরী, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ইত্যাদির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আজকাল অনেকে আটা খাইয়া থাকেন। কলিকাতার রাস্তার ধারে যে সকল আটা ভাঙ্গা কল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে আটার নামে যাহা বিকায়, তাহা অখাদ্য এবং নানা রোগের আকর।
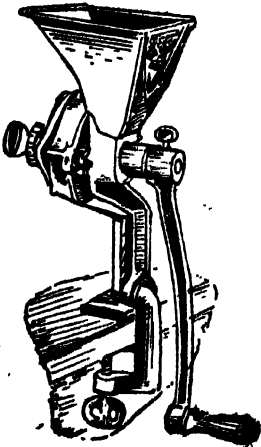
যদি খাঁটি গম পেষা আটা খাইতে চান, তবে হস্ত পরিচালিত আটা পেষাই কল খরিদ করুন। **বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ১০ মিনিটের মধ্যে এক সের আটা ভাঙ্গিতে পারিবে।**

দোকানীরা গুঁড়া জিনিষে অতি সহজেই ভেজাল মিশাইতে পারে বলিয়া আটা ও ময়দার মধ্যে কেওলিন-মাটী, পুরাণো গুদাম পচা চাউল, গম, ডাল ইত্যাদি কলে ফেলিয়া সহজেই গুঁড়াইয়া ভেজাল দিয়া থাকে। কিন্তু নিজেদের ঘরে ঘরে এইরূপ ছোট একটি আটা ভাঙ্গা কল রাখিলে আর কোনও ভয় নাই। বাজার হইতে সুস্বাদু গম আনাইয়া নিজের ছেলেমেয়েদের দ্বারা ভাঙ্গাইয়া আটা খাইয়া দেখুন, স্বাস্থ্য, আনন্দ এবং নবজীবন ফিরিয়া পাইবেন। পোষ্টেজ সহ পত্র লিখিলেই "আটা বনাম চাউল" নামক নানা তথ্য পরিপূর্ণ একখানি পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। অগ্রিম মাশুল না দিলে পাঠানো হয় না।

[illegible] ও বাণিজ্য" অফিস ৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষি-লক্ষ্মী
উদ্যান, কৃষি ও পোলট্রি
বিষয়ক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা
গ্লোব নার্শারি কর্ত্তৃক
১৩৩৮ সাল হইতে
প্রকাশিত হইতেছে
প্রতি সংখ্যা ৵
বার্ষিক মূল্য ২ মাত্র
পত্র লিখিবার ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—
সম্পাদক কৃষি-লক্ষ্মী কার্য্যালয়
২০ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামবাজার
কলিকাতা